



# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

---

শ্রীমদ্বিষ্ণু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ।

মূল ও বঙ্গানুবাদ ।

---

ভট্টপন্নীনবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত ।

---

কলিকাতা,

৩৮২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেশিন-ঘরে'

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

---

১৩১৪ সাল ।

মূল্য ৩৯ টিন টাকা ।





## ভূমিকা ।

যি হুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মহাপুরাণ, বিহুপুরাণ সর্ব-শিষ্ট-সমস্ত  
বিসংবাদশূন্য মহাপুরাণ। মহর্ষি পরাম্পর এই মহাপুরাণের প্রথম বল। মহর্ষি বেদ-  
ব্যাস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া বর্তমান আকারে প্রচারিত করেন। মূল বিহুপুরাণ সাধারণ  
পাঠ্য কহিলে সংস্কৃত-জ্ঞানশূন্য সাধারণ ব্যক্তিগণও সংস্কৃত ভাষার অধিকার জন্মে। ব্যাকরণ,  
অভিধান, সাহিত্য না পড়িলেও একমাত্র হুপুরাণের সাহায্যে শব্দশাস্ত্রে অধিকার হয়  
বিহুপুরাণ অভ্যাস করিলে, শাস্ত্র, দার্শনিক এবং প্রগাঢ় ঐতিহাসিক হইতে পারা যায়  
বিহুপুরাণ পাঠের ফলে, অজ্ঞান মানবও ভক্তিরসের আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হয়। সেই সর্ব-  
বিদ্যা-হেতু ধর্মশিক্ষাপ্রদ মহাপুরাণের সংস্করণটি বঙ্গভাষায় মূল-নিম্নে সংযোজিত  
করিয়া অধিকারী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা পাঠে তদ্ব্যতীত কোন ব্যক্তি  
কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলেও প্রশংসাকৃত্য জ্ঞান করিব। ইতি।

সম্পাদক

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভট্টপল্লী।



# বিষ্ণুপুরাণের সূচী পত্র ।

## প্রথম অংশ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায় । পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়ের	
প্রশ্ন ও পরাশরের উত্তরকথন	১
২য় অঃ । বিষ্ণুস্তুতি ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া	৩
৩য় অঃ । সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মশক্তির বিবরণ	
ও ব্রহ্মার আয়ুঃ-কথন	৮
৪র্থ অঃ । কল্পান্তে সৃষ্টি-বিবরণ	১০
৫ম অঃ । দেবাদি-সৃষ্টিকথন	১৪
৬ষ্ঠ অঃ । চাতুর্বিধ্যসৃষ্টি ও চতুর্বিধের	
স্থান-নিরূপণ	১৮
৭ম অঃ । মানসপ্রজাসৃষ্টি, কামাদিসৃষ্টি	
ও চতুর্বিধ প্রলয়বর্ণন	২১
৮ম অঃ । ভৃগুর উৎপত্তিকথন	২৪
৯ম অঃ । ইন্দ্রের প্রতি হর্ষাসার শাপ,	
ব্রহ্মার নিকট দেবগণের গমন, সমুদ্র-	
মন্তন ও ইন্দ্রকর্তৃক লক্ষ্মীর স্তুতি	২৬
১০ম অঃ । ভৃগুসর্গ প্রভৃতি পুনঃ সৃষ্টি-	
কথন	৩৫
১১ম অঃ । ধ্রুবোপাখ্যান	৩৬
১২ম অঃ । ধ্রুকের বহুলাভ	৪০
১৩ম অঃ । বেণরাজ ও পৃথুরাজের	
উপাখ্যান	৪৭
১৪ম অঃ । প্রচেতসদিগের তপস্তা	৫০
১৫ম অঃ । কণ্ঠমুনিচারিত ও দক্ষকর্তৃক	
মৈথুনধর্ম প্রজাসৃষ্টি	৫৬
১৬ম অঃ । মৈত্রেয়ের প্রহ্লাদচরিত-	
বিষয়ক প্রশ্ন	৬৭
১৭ম অঃ । প্রহ্লাদচরিত্র	৬৮
১৮ম অঃ । প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্ত	
দৈত্যগণের প্রতি হিরণ্যকশিপু	
নিয়োগ	৭৫
১৯ম অঃ । প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশি-	
পুত্র উক্তি ও প্রহ্লাদের বিহ্বলতা	৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
২০শ অঃ । ভগবানের আবির্ভাব ও হিরণ্য-	
কশিপুবধ	৮৪
২১শ অঃ । প্রহ্লাদবংশ-বর্ণন	৮৭
২২শ অঃ । বিষ্ণুর চারিপ্রকার বিভূতি-	
বর্ণন	৯৩

## দ্বিতীয় অংশ ।

১ম অধ্যায় । প্রিয়ব্রতপুত্র-বিবরণ ও	
ভৃগুবংশকথন	৯৭
২য় অঃ । জম্বুদ্বীপবর্ণন	১০০
৩য় অঃ । ভারতবর্ষবর্ণন	১০৪
৪র্থ অঃ । যমদ্বীপবর্ণন ও লোকালোক-	
পর্বতকথন	১০৬
৫ম অঃ । সপ্তপাতালবিবরণ ও জন-	
স্তের গুণবর্ণন	১১২
৬ষ্ঠ অঃ । নরকবর্ণন ও হ্রি-স্মরণে	
সর্বপ্রায়শ্চিত্তকথন	১১৫
৭ম অঃ । স্থাতি গ্রহ ও সপ্তলোকের	
সংস্থান	১২২
৮ম অঃ । স্থারথসংস্থানাদি, কালগণন:	
ও গ্রহের উৎপত্তি	১২১
৯ম অঃ । রুষ্টির কারণকথন	১৩০
১০ম অঃ । স্থারথার্থীভূতবিবরণ	১৩২
১১শ অঃ । স্থারথহা ত্রীময়ী বিষ্ণু-	
শক্তির বিবরণ	১৩৪
১২শ অঃ । চন্দ্রাদিগ্রহের রথাদি, প্রবহ,	
বায়ু ও বিষ্ণুসাহস্রাকথন	১৩৬
১৩শ অঃ । জড়ভূতপাখ্যান ও সৌর-বি-	
রাজের প্রতি ভরজের ভূতপদে	১৪০
১৪শ অঃ । সৌররাজের প্রশ্ন ও ভর-	
জের উত্তর	১৪০

বিবর

পৃষ্ঠা

বিবর

১৫শ অঃ। ঋতু-নিদ্রাসংবাদ

১৫০

বোহের উপদেশ, বৌদ্ধমন্ত্রোৎপত্তি,

১৬শ অঃ। ঋতুর নিকট নিদ্রাঘের পুন-  
র্ধাত্রা ও আশ্রয়তত্ত্বোপদেশ

১৫৩

নয়সম্পর্কদোষ ও শতযন্ত্র রাজার  
উপাখ্যান ২১

## তৃতীয় অংশ।

## চতুর্থ অংশ।

১ম অধ্যায়। মনস্তত্ত্ব

১৫৬

২য় অঃ। সাবর্ণ্যাদি মনস্তত্ত্বকথন ও  
কল্পপরিমাণ

১৫৯

৩য় অঃ। বেদব্যাসের অষ্টাবিংশতি নাম

১৬৩

৪র্থ অঃ। বেদব্যাসমহাত্ম্য ও বেদ-  
বিভাগকথন

১৬৫

৫ম অঃ। বজ্রকোদ-শাখা-বিভাগ ও  
বাজ্রবক্ষ্যকৃত সূর্যাস্তব

১৬৭

৬ষ্ঠ অঃ। সাম ও অথর্ববেদের শাখা-  
বিভাগ, পুরাণনাম ও পুরাণ-  
লক্ষণাদি

১৭০

৭ম অঃ। যমগীতা

১৭২

৮ম অঃ। বিষ্ণুপূজার ফলশ্রুতি ও  
চাতুর্বিগ্যম

১৭৬

৯ম অঃ। আশ্রমচতুষ্করণ্য-কথন

১৭৯

১০ম অঃ। আত্মকর্মাদি ক্রিয়া ও কল্যা-  
লক্ষণ

১৮১

১১শ অঃ। গৃহস্থসদাচার ও মৃতপূরী-  
ষোৎসর্গাদি বিধি

১৮৩

১২শ অঃ। গৃহস্থচারকথন

১৮২

১৩শ অঃ। দাহ, অশৌচ, একোদিশি ও  
সপিণ্ডীকরণব্যবস্থা

১৮৬

১৪শ অঃ। শ্রাদ্ধকলক্রতি, বিশেষ শ্রাদ্ধ-  
কল ও পিতৃগীতা

১৮৮

১৫শ অঃ। শ্রাদ্ধভোজী বিশ্রামলক্ষণাদিস্ত-  
থোনিপ্রশংসা

২০১

১৬শ অঃ। শ্রাদ্ধে মধুমাংসাদি দানফল  
ও ক্রীবাদি দ্বারা শ্রাদ্ধদর্শনদোষ

২০৫

১৭শ অঃ। নগ্নলক্ষ্য, ভীষ্মবসিষ্ঠ-সংবাদ,  
বিষ্ণুস্তব ও মায়ামোহোৎপত্তি

২০৭

১৮শ অঃ। অশুরগণের প্রতি মায়-

১ম অধ্যায়। বংশবিস্তার-কথনে ব্রহ্মা ও  
দক্ষাদির উৎপত্তি, পুরুষবার জয় ও  
রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ ২১২য় অঃ। ইক্ষ্বাকুজন্ম, ককুৎস্থবংশ এবং  
বুনাথ ও মৌভরির উপাখ্যান ২২৩য় অঃ। সর্পবিনাশমন্ত্র, অনুরণাবংশ  
ও সগরোৎপত্তি ২৩৪র্থ অঃ। সগরের অশ্বমেধ, ভগীরথের  
গঙ্গানয়ন ও রামচন্দ্রাদির উৎপত্তি ২৩৫ম অঃ। নিমিষজলবিবরণ, সীতার উৎ-  
পত্তি ও কুশধনুজবংশ ২৪৬ষ্ঠ অঃ। চন্দ্রবংশকথন, তপস্বীরণ ও  
অগ্নিত্রয়োৎপত্তি ২৪

৭ম অঃ। পুরুষা ও জহুর বংশকথন ২৫

৮ম অঃ। আয়ুর বংশ এবং ধরতরির  
উৎপত্তি ও তদংশ ২৫৯ম অঃ। রজি ও দৈত্যগণের যুদ্ধ এবং  
কৃত্তবক্ষের বংশাবলী ২৫

১০ম অঃ। নহমবংশ ও যযাতির উপাখ্যান ২৫

১১শ অঃ। যতুবংশ ও কাণ্ডবীর্ষ্যাজুন-জন্ম ২৫

১২শ অঃ। দ্রোণীবংশকথন ২৬

১৩শ অঃ। শ্রমজকোপাখ্যান, জাম্ববতী  
ও সত্যভামার বিবাহ এবং গান্ধিনী  
উপাখ্যান ২৬১৪শ অঃ। শিনি, অন্ধক ও অতশ্রবার  
বংশবর্ণন ২৭১৫শ অঃ। শিশুপালের মৃত্তি-কারণ,  
ত্রীকুজয়কথা ও ত্রুবলী সংখ্যা-  
নিরূপণ ২৭

১৬শ অঃ। তুর্কবংশকথন ২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭শ অঃ। জন্মের বংশকথন	২৮০
১৮শ অঃ। অমুবংশ ও কর্ণের অধিবংশ- পুত্রতা	২৮০
১৯শ অঃ। জনমেজয়বংশ ও ভরতাদির উৎপত্তি	২৮১
২০শ অঃ। জহু ও পাত্তর বংশকথন	২৮৪
২১শ অঃ। ভবিষ্যরাজবংশ ও পরিক্রি- বংশকথন	২৮৭
২২শ অঃ। ইক্ষাকুবংশীয় ভবিষ্যরাজ- কথন	২৮৮
২৩শ অঃ। বৃহদ্রথবংশীয় ভাবিরাজগণ- বর্ণন	২৮৯
২৪শ অঃ। প্রদ্যোতকবংশীয় ভবিষ্যরাজগণ, ন্দরাজ্য, কলিপ্রভুত্ব ও রাজ- চরিতবর্ণন	২৮৯

### পঞ্চম অংশ ।

২৫শ অঃ। বহুদেব-দেবকীর বিবাহ, শকার নিগট পৃথিবীর গমন, বিষ্ণু- স্তোত্র ও কংসবধে বিষ্ণুর স্বীকার	২৯৮
২৬শ অঃ। যোগমায়ার যশোদাগর্ভে ও ভগবানের দেবকীগর্ভে প্রবেশ এবং দেবগণকৃত দেবকীস্তব	৩০৪
২৭শ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বহুদেবের গোবুলে গমন ও কংসের প্রতি মহামায়ার বাক্য	৩০৬
২৮শ অঃ। কংসের আশ্রয়কক্ষমাগার ও বহুদেব-দেবকীর বন্ধনমোচন	৩০৮
২৯শ অঃ। পুতনাধ	৩০৯
৩০শ অঃ। শকটভঞ্জন এবং বলদেব ও কৃষ্ণের নামকরণ	৩১১
৩১শ অঃ। কালিরামন	৩১৫
৩২শ অঃ। কৌকবধ	৩২০
৩৩শ অঃ। প্রহ্লদবধ	৩২১
৩৪শ অঃ। ইন্দ্রোৎসব বর্ণন ও গোবর্ধন- পূজা	৩২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৫শ অঃ। গোবর্ধনধারণ	৩২৮
৩৬শ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইন্দ্রের আগমন	৩৩০
৩৭শ অঃ। রাস ও গোপীসঙ্গীত	৩৩২
৩৮শ অঃ। অরিস্টাহুরবধ	৩৩৭
৩৯শ অঃ। কংসদরোণে নারদের আগমন	৩৩৮
৪০শ অঃ। কেশিবধ	৩৪০
৪১শ অঃ। অকুন্দের কৃদাবন আগমন	৩৪২
৪২শ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা	৩৪৫
৪৩শ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের রজকবধ ও মালা- কারগৃহে প্রবেশ	৩৪৯
৪৪শ অঃ। কুভানুগ্রহ, ধনুশালাপ্রবেশ ও কংসবধ	৩৫১
৪৫শ অঃ। উগ্রাসেনাভিষেক ও হৃৎশাস্ত্র- সভানয়ন	৩৫৮
৪৬শ অঃ। জরাসন্ধপরাজয়	৩৬১
৪৭শ অঃ। কালযবনোৎপত্তি ও কাল- যবনবধ	৩৬২
৪৮শ অঃ। বলদেবের কৃদাবনযাত্রা	৩৬৫
৪৯শ অঃ। বলরামের বাকুলীলাত ও যমুনাকর্ষণ	৩৬৭
৫০শ অঃ। কুল্লিগীহরণ	৩৬৯
৫১শ অঃ। প্রহ্লাদহরণ, মায়াবতীর প্রহ্লাদ- লাত ও শম্বরবধ	৩৭০
৫২শ অঃ। কুল্লিবধ	৩৭২
৫৩শ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র পরীলাত	৩৭৪
৫৪শ অঃ। পারিজাতহরণ ও ইন্দ্রাদির যুদ্ধ	৩৭৭
৫৫শ অঃ। ইন্দ্রের ক্রমাগোথনা ও স্বায়ম্ভোজগমন	৩৮৩
৫৬শ অঃ। বাণবৃদ্ধবিবরণে উবার স্বপ্ন- বৃত্তান্ত	৩৮৪
৫৭শ অঃ। অনিরুদ্ধহরণ, শিবের যুদ্ধ ও বাণের বাক্যস্বপ্ন	৩৮৬
৫৮শ অঃ। গোপ-কানীয়াবধ ও বারা- ধসীদামন	৩৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৫শ অঃ। লক্ষণাহরণ ও সাংক্ষেপ বন্ধনমোচন	৩১৪	নিরূপণ	৪১১
৩৬শ অঃ। দ্বিবিদ্যবধ	৩১৭	৪র্থ অঃ। প্রলয়ে ব্রহ্মার অবস্থান ও প্রাকৃত প্রলয়	৪২২
৩৭শ অঃ। মূলোৎপত্তি, বহুবলক্ষণ ও ত্রীকৈর দেহত্যাগ	৩২১	৫ম অঃ। ত্রিবিধ দুঃখ, নরকযন্ত্রণা ও ব্রহ্মবয়নিরূপণ	৪২৬
৩৮শ অঃ। কলিযুগারম্ভ, অর্জুনের প্রতি ব্যাসের উপদেশ ও পরিক্রিতের অভিষেক	৩২৪	৬ষ্ঠ অঃ। যোগকথন, কেশিক্ষাত্রো- পাখ্যান, ধর্ম্মধেনুবধ ও ঋগ্ভিকোর মন্ত্রণা	৪৩২
		৭ম অঃ। অস্বজ্ঞান, দেহাত্মবাদিনিদ্রা, যোগপ্রসঙ্গ, ত্রিবিধ ভাবনা, ব্রহ্ম- জ্ঞান ও সাকার-নিরাকার ধারণা এবং ঋগ্ভিকা ও কেশিক্ষাত্রের মুক্তি	৪৩৬
১ম অধ্যায়। কলিযুগরূপ ও কলিযুগ- কথন	৪১২	৮ম অঃ। বিষ্ণুপুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব, বিষ্ণু-নাম- স্মরণমাহাত্ম্য, সলক্ষিত ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যকথন	৪৪৩
২য় অঃ। অন্নধর্ম্মে অধিক ফললাভ	৪১৬		
৩য় অঃ। কল্পকথন ও ব্রহ্মার দিন			

ষষ্ঠ অংশ।

দ্বিতীয় পত্র সমাপ্ত।

# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

## প্রথমোঃশঃ ।

### প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীশ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

\* জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন ।

নমস্তেহস্ত জঘীকেশ মহাপুরুষপূর্বজ ॥

সদক্ষরং ব্রহ্ম যঃ ঈশ্বরঃ পূমান

গুণোন্মাদ্যষ্টিস্তিতিকালসংলয়ঃ ।

প্রধান-বুদ্ধাদি-জগৎপ্রপঞ্চ-স্বঃ

স নোহঙ্কঃবিধুমুর্মতি-ভূতি-মুক্তিদঃ ॥ :

#### প্রথম অধ্যায় ।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ আদিপুরুষ ! তোমার জয়  
হউক । হে বিশ্বোঃপাদক ! তোমাকে নমস্কার ।

হে জঘীকেশ মহাপুরুষ ! তোমাকে নমস্কার ।

যে নিত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম-পুরুষ ঈশ্বররূপে  
সদ্ধাদিগুণের ক্ষোভ-জনিত অষ্টিস্তিতি-প্রল-  
য়ের আশ্রয়, প্রধান বুদ্ধাদি \* জগৎবিস্তৃতির

\* প্রধান (মূল প্রকৃতি মাত্রা) হইতে  
বুদ্ধি (মহত্ত্ব), তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব,  
অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতমাত্রা (শব্দ-স্পর্শাদি  
পাঁচটা স্বল্প ভূত) এবং পঞ্চতমাত্রা হইতে  
আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে ।  
অষ্টি প্রকরণ এইরূপ । \* প্রকৃতের্মহান মহতে-  
হহঙ্কারঃ অহঙ্কারঃ পঞ্চতমাত্রাণি পঞ্চতমা-  
ত্রোচ পঞ্চ মহাভূতানি ॥

প্রণম্য বিষ্ণুং বিশেষাং ব্রহ্মাদীন প্রণিপত্য চ ।

গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৩

ইতিহাসপুরাণস্তং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ।

ধর্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বস্তং বসিষ্ঠতনয়ান্নজম্ ॥ ৪

পরশরং মুনিবরং কৃতপূর্বাঙ্কিকক্রিয়ম্ ।

মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাত্তিবাচ চ ॥ ৫

হন্তো হি বেদাধ্যয়নমদীতমখিলং গুরোঃ ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমম্ ॥ ৬

ত্বংপ্রসাদান্নিশ্রেষ্ঠ মামগো নাকৃতপ্রমম্ ।

প্রসবিতা, সেই বিষ্ণু আমাদিগের মতিভূতি-  
মুক্তিপ্রদ \* হউন । ২ । বিশেষের বিষ্ণু, ব্রহ্মাদি  
দেবতা এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বেদ-  
তুল্য পুরাণ বলিব । ইতিহাসপুরাণজ্ঞ, বেদ-  
বেদাঙ্গপারগ, ধর্মশাস্ত্রাদি-তত্ত্বজ্ঞ, পূর্বাঙ্কিক  
ক্রিয়া সমাপনান্তে আসীন, বসিষ্ঠপৌত্র মুনি-  
শ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়কে প্রণাম ও অভিবাচন করিয়া  
মৈত্রেয় বলিলেন,—গুরুদেব ! আপনার নিকট  
যথাক্রমে অখিল বেদ বেদান্ত এবং সকল ধর্ম-

\* মতি (উত্তম) বুদ্ধি, জ্ঞান (ঐশ্বর্য)  
এবং মুক্তি প্রদায়ক । অথবা, মতিভূতি অর্থাৎ  
তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেক দ্বারা মুক্তিপ্রদায়ক ।



বক্ষ্যন্তে সৰ্ব্বশাস্ত্রেণ প্রাশংসঃ যেহপি বিদ্বিষঃ ॥ ১

সোহহমিচ্ছামি ধৰ্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং তত্ত্বো যথা জগৎ ।

বভূব ভূয়ংচ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥ ৮

যয়য়ঞ্চ জগদ্ব্রহ্মণ যতঃ তচ্চরাচরম্ ।

লীনমাসীন্তথা যত্র লয়মযাতি যত্র চ ॥ ৯

যং প্রমাণানি ভূতানি দেবাদীনাঞ্চ সন্তবম্ ।

সমুদ্রপৰ্ব্বতানাঞ্চ সংস্থানঞ্চ তথা ভুবঃ ॥ ১০

সৃষ্টাদীনাঞ্চ সংস্থানং প্রমাণং মুনিসন্তম ।

দেবাদীনাং তথা বংশান মনন মনস্তরাণি চ ॥ ১১

কল্পান কল্পবিকল্পং চ চতুর্গুণবিকল্পিতান্ ।

কল্পান্তস্ত স্বরূপঞ্চ যুগধৰ্ম্মাংচ কুংকশঃ ॥ ১২

দেবর্ষিশাখিবান্যে চরিতঃ যদ্ব্যহমুনে ।

বেদশাখাপ্রণয়নং যথাবদ্যাসকর্তৃকম্ ॥ ১৩

ধৰ্ম্মাংচ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্ ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সৰ্ব্বং তত্ত্বো বাসিষ্ঠনন্দন ॥ ১৫

ব্রহ্মণ প্রসাদপ্রবণং কুক্ষয় ময়ি মানসম্ ।

যেনাহমেতজ্জানীয়াং তং প্রসাদামহামুনে ॥ ১৫

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। হে মুনিবর! আপন-  
নার অনুগ্রহে “আমি শাস্ত্রে পরিশ্রম করি  
নাই” এ কথা পণ্ডিতেরা বলেন না, এমন কি,  
শত্রুপক্ষেও আমাকে কৃতশ্রম বলিয়া থাকেন।  
হে ধৰ্ম্মজ্ঞ! জগৎ যেরূপে হইয়াছে, পুনশ্চ  
যে প্রকারে হইবে, তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা  
করি। হে ব্রহ্মণ! জগতের উপাদান যাহা,  
এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাতে লীন  
ছিল এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে; আকাশ-  
দিগের পরিমাণ, দেবদিগের উৎপত্তি, সমুদ্র পৰ্ব্বত  
ও পৃথিবীর স্থিতি, সৃষ্ট প্রভৃতি গ্রহের সংস্থান  
ও পরিমাণ, দেবতাদিগের বংশ, মনু ও মনস্তর  
সকলের বিবরণ, চতুর্গুণবিকল্পিত কল্প, কল্পবিকল্প,  
কল্পান্তের স্বরূপ, সম্পূর্ণ যুগধৰ্ম্ম, দেবীষ ও রাজা-  
দিগের চরিত্র, ব্যাসদেবকর্তৃক বেদের শাখাপ্রণয়ন  
এবং ব্রাহ্মণদিগের বর্ষচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্যাঙ্গাদি আশ্রম-  
বাসিগণের ধৰ্ম্ম সমুদয়, হে মহাভাগ শক্তিনন্দন!  
আপনার নিকট শুনিতে অভিলাষ হয়। হে  
ব্রহ্মণ! আমার প্রতি প্রশ্ন হউন; যাহাতে  
আপনার প্রসাদে, এই সকল বিষয় জানিতে

পবিশব উবাচ ।

মাধু মৈত্রেয় ধৰ্ম্মজ্ঞ শ্রাবিতোহস্মি পুরাতনম্ ।

পিতুঃ পিতা মে ভগবান বসিষ্ঠো যদ্বাচ হ ॥ ১

বিধামিত্রেপ্রযুক্তেন রক্ষসা ভক্ষিতো ময়।

শ্রুতস্তাত্ততঃ ক্রোধো মৈত্রেয়াসীম্যভূলঃ ॥ ১

অতোহহং রক্ষসাং সত্রং বিনাশায় সমারভম্ ।

ভম্বীকৃতাস্ত শতশস্ত্রিন্ সত্রে নিশাচরাঃ ॥ ১৮

ততঃ সংক্ষীয়মাণেয তেসু রক্ষঃস্বশেষতঃ ।

মামুবাচ মহাভাগো বসিষ্ঠো মং পিতামহঃ ॥ ১৯

অলমত্যন্তকোপেন তাত মন্যামিমং জহি ।

রাক্ষসা নাপরাধ্যন্তে পিতৃশত্রু বিহিতং তথা ॥ ২

মৃতানামেব ভবতি ক্রোধো জ্ঞানবতাং কৃতঃ ।

হত্বতে তাত কঃ কেন যতঃ সক্রতভুক্ত পুমান্ ॥ ২০

সন্ধিতঙ্গাপি মহতো বংস ক্রেশেন মানবৈঃ ।

যশসন্তপসশ্চৈব ক্রোধো নাশকরঃ পরঃ ॥ ২২

সর্গাপবর্গবাসেধ-কারণং পরমধর্ম্যঃ ।

বর্জয়তি সদা ক্রোধঃ তাত মা তদ্বশো ভব ॥ ২৫

পারি। ৩—১৫। পরাশর কহিলেন, হে ধৰ্ম্মজ্ঞ  
মৈত্রেয়! পুরাতন বিষয় ভাষ্য স্বরণ করাইলে।  
পিতামহ ভগবান বসিষ্ঠ যাহা, বলিয়াছিলেন,  
সেই সকল বিষয় আমার মনে পড়িল। মৈত্রেয়!  
বিধামিত্রেপ্রযুক্তেন রাক্ষস, পিতাকে ভক্ষণ  
করিয়াছে, তুমি আমা-র অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল।  
তখন আমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য যজ্ঞ  
আরম্ভ করায় তাহাতে শত শত নিশাচর ভম্বী-  
কৃত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য রাক্ষস  
ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পিতামহ মহাভাগ বসিষ্ঠ  
আমাকে বলিয়াছিলেন, “বংস! অত্যন্ত কোপ  
করা ভাল নহে, ক্রোধ সংবরণ কর। রাক্ষস-  
গণের অপরাধ নাই, তোমার পিতার ভাগ্যই  
এইরূপ ছিল। মৃত ব্যক্তিদিগেরই ক্রোধ হইয়া  
থাকে, জ্ঞানবানেরা এক্ষণ হন না। হে প্রিয়!  
কেহ কাহাকে বধ করে না; কারণ সকলে আপনা-  
পন কৃত কর্মের ফল ভোগ করে। আর দেখ,  
মনুষ্য অত্যন্ত ক্রোশে বংস ও তত্ত্বা সঞ্চয় করিয়া  
থাকেন, কিন্তু ক্রোধে ক্রোশেই নষ্ট হয়; একান্ত  
পরমর্ধিগণ স্বর্গ ও প্রোক্তের প্রতিষেধক স্বরূপ

অলং নিশাচরৈর্দৈত্যৈর্নৈরনপকারিভিঃ ।  
 সত্রং তে বিরমভূতঃ ক্ষমাসারি হি সাধবঃ ॥ ২৪  
 এবং তাভেন তেনাহমভুনীতো মহায়না ।  
 উপসংহৃতবান সত্রং সদ্যস্তৃষাক্যগৌরবাং ॥ ২৫  
 ততঃ প্রীতঃ স ভগবান বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।  
 সংপ্রাপ্তঃ তদা তত্র পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ॥ ২৬  
 পিতামহেন দত্তার্থাঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।  
 মামুবাচ মহাতাগো মৈত্রেয় পুলহাগ্রজঃ ॥ ২৭  
 বৈরে মহতি যদ্বাক্যাদন্তরেকাশ্রিতা ক্ষমা ।  
 ত্বয়া তস্মাৎ সমস্তানি ভবান শাস্ত্রাণি বেংস্মতি ॥ ২৮  
 সত্ততের্ন মম চেদঃ ক্রুদ্ধেনাপি যতঃ কৃতঃ ।  
 তস্মা তস্মাহাতাগ দদাম্যন্তঃ মহাবরম্ ॥ ২৯  
 পুরাণসংহিতাকর্তা ভবান বংস ভবিষ্যতি ।  
 দেবতাপরমার্থক যথাবদ্ বেংস্মতে ভবান্ ॥ ৩০  
 প্রবৃন্তে চ নিরুণ্ডে চ কণ্ঠ্যাস্তমণা মতিঃ ।  
 মংপ্রসাদদসন্দিদ্ধা তব বংস ভবিষ্যতি ॥ ৩১

ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন : বংস ! ক্রোধের  
 বশীভূত হইও না । অনপকারী দীন নিশাচর  
 সকলকে দম্ব করা বিফল, অতএব তোমার এই  
 যজ্ঞ নিরুণ্ড হউক, কেননা, ক্ষমাই সাধুদিগের  
 সারবস্তু ।” মহোদয় পিতামহ এই প্রকারে  
 উপদেশ করিলে আমি তাঁহার বাক্যের গৌরব  
 ও তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের উপসংহার করিলাম ।  
 ১৬—২৫ । তদনন্তর মুনিসত্তম বসিষ্ঠদেব আমার  
 প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং ইতিমধ্যে ব্রহ্মার পুত্র  
 পুলস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন । পিতামহ  
 তাঁহাকে অর্থাদি দান করিলে, \* হে মৈত্রেয় !  
 মহাতাগ পুলস্ত্য আসন পরিগ্রহ করিয়া আমাকে  
 কহিলেন, “অত্যন্ত বৈরভাব হইলেও তুমি যে  
 গুরুজনের বাক্যে ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ,  
 তাহাতে তুমি সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবে  
 এবং ঐশ্বর্য হইয়াও তুমি আমার বংশের উচ্ছেদ  
 কর নহি, তজ্জন্ত তোমাকে অত্যন্ত এক প্রধান বর  
 দিতেছি । বংস ! তুমি পুরাণ-সংহিতার কর্তা  
 হইলে, দেবতা ও পরমার্থতত্ত্ব যথাবৎ জানিতে  
 পারবে এবং আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি ও নিরুত্তি

তত্ত্ব ভগবান্ প্রাহ বসিষ্ঠো মংপিতামহঃ ।  
 পুলস্ত্যেন যজ্ঞতঃ তে সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৩২  
 ইতি পূর্বং বসিষ্ঠেন পুলস্ত্যেন চ বীমতা ।  
 যজ্ঞতঃ তঃ স্মৃতিং যাতং ত্বংপ্রাদদধিলাং মম ॥ ৩৩  
 সোহহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় পরিপূচ্ছতে ।  
 পুরাণসংহিতাং সম্যক্ তান্ নিবোধ যথাযথম্ ॥ ৩৪  
 বিষ্ণোঃ সকাশাং সত্বতঃ জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্ ।  
 স্থিতিসংযমকর্তাসৌ জগতোহস্ত জগচ্চ সঃ ॥ ৩৫

ইতি ত্রিবিধপুরাণে প্রথমাংশে  
 প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

### দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমায়নে ।  
 সর্দৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ববিজ্ঞবে ॥ ১

বিধায়ক কর্মে \* তোমার বুদ্ধি নির্মূল্য অসম্বিন্দ  
 হইবে ।” অনন্তর মংপিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠ  
 কহিলেন, “পুলস্ত্য তোমাকে যাহা বলিলেন,  
 সমস্ত ঘটিবে ।” হে মৈত্রেয় ! পূর্বে বসিষ্ঠ-  
 দেব ও বুদ্ধিমান পুলস্ত্য এইরূপে যাহা কহিয়া-  
 ছিলেন, সপ্রতি তোমার শ্রমে তৎসমস্ত আমার  
 শ্রমণ হইল । সেই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত  
 সেই পুরাণ সংহিতা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি,  
 যথাবৎ প্রবণ কর । বিষ্ণু হইতে জগৎ উৎপন্ন  
 ও তাঁহাতেই সংস্থিত, বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি-  
 সংযমের কর্তা এবং তিনিই জগৎ । ২৬—৩৫ ।  
 প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

### দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

পরশর কহিলেন, অবিকার, শুদ্ধ, কালক্রমে  
 অবিনাশী, পরমাত্মা, সর্বদা একরূপ, সর্ববিজ্ঞা

\* ইহ বা পরমোক্তের বাগ্মনা-বিষয়ক কর্মকে  
 প্রবৃত্তিজনক ও জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পর্কক কর্মকে  
 নিরুত্তিজনক কহে ।

নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ ।  
 বাহুদেবায় তারায় সর্গস্থিতাস্ত্যকারিণে ॥ ২ ॥  
 একানেকস্বরূপায় স্থলশূক্ষ্মায়ানৈ নমঃ ।  
 অব্যক্তবাক্তভূতায় বিষ্ণুবে মুক্তিহেতবে ॥ ৩ ॥  
 সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোহস্য জগন্ময়ঃ ।  
 মূলভূতো মনস্তমো বিষ্ণুবে পরমাত্মনে ॥ ৪ ॥  
 আধারভূতঃ বিশ্বজ্ঞাপানীয়াঃ সমণীয়াসাম্ ।  
 প্রণম্য সর্বভূতমুচ্যতে পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫ ॥  
 জ্ঞানস্বরূপমাত্ত-নির্মলং পরমার্থতঃ ।  
 তমবার্হস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনিতঃ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥  
 বিষ্ণুঃ গ্রসিষ্ণুঃ বিশ্বজ স্থিতিসর্গে তথা প্রভুম্  
 প্রণম্য জগতমীশমজমক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ৭ ॥  
 কথ্যামি যথা পূর্বে দক্ষাদৌর্মুনিসম্ভবৈঃ ।  
 পৃষ্ঠিঃ প্রোবাচ ভগবান্জয়োনিঃ পিতামহঃ ॥ ৮ ॥  
 তৈশ্চৈতন্যং পুরুষং সায় ভূভুজ নম্রদাতটে ।  
 সারস্বতায় তেনাপি মম সারস্বতেন চ ॥ ৯ ॥  
 পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ ।  
 রূপবর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥ ১০ ॥  
 অপক্ষ্যবিনাশাতাং পবিত্রমাদ্বিজমভিঃ ।

বিষ্ণু, হরি হিরণ্যগর্ভ ও শিব নামে অভিহিত, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারী বাহুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার । একানেকস্বরূপ, স্থলশূক্ষ্মায়, কথ্যকারণী-ভূত, মুক্তিদাতা বিষ্ণুকে নমস্কার : এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূলভূত জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার : বিশ্বজ্ঞান, সূক্ষ্ম-শূক্ষ্ম, সর্বপ্রাণিহিত, অক্ষর, পুরুষোত্তম, জ্ঞান-স্বরূপ, বাস্তবিক অত্যন্ত নিম্নলিখিত কিস্তি ভ্রান্তিদর্শনে দৃষ্টরূপে প্রকাশিত, কালস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতিকর্তা, জগন্ময়, অচ্যুত, জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া, দক্ষাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণকর্তৃক, জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্বে যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমি তাহা যথাবৎ বলিতেছি । ১-৮ । দক্ষাদি মুনিগণ নম্রদাতটে পুরুষং স রজর্কে পিতামহের কথা সকল বলিয়াছিলেন, তিনি সারস্বতকে কহেন, আমি আবার সারস্বতের নিকট শুনিয়াছি । পরাংপর শ্রেষ্ঠ আত্মসংস্থিত, পরমাত্মা, রূপবর্ণাদিনির্দেশ-

বর্জিতঃ শকাতে বজ্জং যঃ সঙ্গাস্তীতি কেবলম্ ॥ ১১ ॥  
 সর্বত্রাসৌ সমস্তক বসত্যত্রৈবৈ যতঃ ।  
 ততঃ স বাহুদেবেতি বিশ্বস্তিঃ পরিপঠ্যতে ॥ ১২ ॥  
 তদ্রূপ পরমং নিতামজমক্ষরমব্যয়ম্ ।  
 একস্বরূপক সদা হেয়াভবাক্ত নিম্নলম্ ॥ ১৩ ॥  
 তদেতৎ সর্বমেবাসীদব্যক্তাবাক্তস্বরূপবৎ ।  
 তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥ ১৪ ॥  
 পরম ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ ।  
 ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবাত্মে রূপে কালস্তথাপরম্ ॥ ১৫ ॥  
 প্রধানপুরুষব্যক্ত-কালানাং পরমং হি যৎ ।  
 পশ্যন্তি স্বরায় শুদ্ধং তদ্বিক্রোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৬ ॥  
 প্রধানপুরুষব্যক্ত-কালান্ত প্রবিভাগশঃ ।  
 রূপাশি স্থিতিসর্গাত-ব্যক্তিসম্ভাবহেতবঃ ॥ ১৭ ॥

বর্জিত, অপক্ষ্য-বিনাশ-পরিণাম-বৃদ্ধি-জন্মবর্জিত, যাহাকে 'সর্বদা আছেন' এইমাত্র বলা যায়, তিনি এই জগতে সর্বদা এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে, এজন্য বিধানের, তাঁহাকে বাহুদেব \* কহিয়া থাকেন । তিনিই জগন্ময়, নিত্যস্বরূপ, অক্ষর, অবায়, পুরুষ, সর্বদা একরূপ এবং হেয়াভবের অভাব জ্ঞাত নিম্নলিখিত । ব্যক্ত (মহাদাদি), অব্যক্ত (মায়), পুরুষ (বেদান্ত ঈক্ষণাদিকর্তা) ও কাল এই চতুর্বিধ রূপাত্মক সেই ব্রহ্মই এই সমস্ত । হে দ্বিজ ! পরব্রহ্মের প্রথম রূপ পুরুষ, দ্বিতীয় তৃতীয় রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং চতুর্থ রূপ কাল । জ্ঞানিগণ এই চারিটির যে শুদ্ধ পরম বস্তু অবলোকন করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ বা পরম রূপ । বিভাগানুসারে পূর্বে ব্যক্ত প্রধানাদি রূপ সকল সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের উত্তর ও প্রকাশের হেতু ।

\* তিনি সমুদয় বস্তুতেই বাস করেন এবং সমুদয় বস্তুই তাঁহাতে বাস করে, অতএব বাহু এবং দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ, অতএব দেব । যিনি বাহু এবং দেব, তিনিই বাহুদেব অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ।

† হেয় অর্থাৎ মায় ও তৎকাণী ; জগত্বে

বাক্তং বিষ্ণুস্তথাবাক্তং পুরুষঃ কাল এব চ ।  
 ক্রীড়তে বালকস্তেব চেষ্টাং তস্ত নিশাময় ॥ ১৮  
 অব্যাক্তং কারণং যং তং প্রধানমুখিসম্ভমেঃ ।  
 প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সৃষ্টা নিত্যং সদসদাস্বকম্ ॥ ১৯  
 অক্ষয়ং নাশদাধারমমেয়মজরং ধবম্ ।  
 শক্স্পর্শবিহীনং তদ্ রূপাদিত্রিসংহতম্ ॥ ২০  
 ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদি প্রভবাপায়ম্ ।  
 তেনাগ্রে সর্বমেবাদীদ্যাপ্তং বৈ প্রলয়াপনু ॥ ২১  
 বেদবাদবিদে বিদ্বান্ নিয়তা ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
 পঠন্তি বৈ তমেবার্থং প্রধানপ্রতিপাদকম্ ॥ ২২  
 নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-  
 র্নসীং তমো জ্যোতিরুত্থন চান্তং ।  
 প্রোতাদিবুদ্ধানুপলভ্যামেকং  
 প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥ ২৩  
 বিষ্ণোঃ স্বরূপাং পরতো হি তেহস্তে  
 রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র ।  
 তস্মৈব তেহস্তেন গুণে বিযুক্তে  
 রূপেণ যং তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্ ॥ ২৪

বিষ্ণু যে পুরুষাদিরূপে প্রকাশিত হন, তাহা ক্রীড়া-প্রবৃত্তি বালকের চেষ্টার স্থায় জানিবে। মুখিসম্ভমেয়া কাৰ্য্যকারণ-শক্তিয়ুক্ত ও সदैকরূপ অব্যাক্তকে কারণ প্রধান এবং সৃষ্টা প্রকৃতি কহিয়া থাকেন। সেই অব্যাক্ত অক্ষয়, অনশ্বাত্ম্য, ইয়ন্তাশ্রয়, অজর, নিশ্চল, শক্স্পর্শবিহীন, রূপাদিরহিত, ত্রিগুণ, অনাদি এবং জগতের উৎপত্তিস্থান ও কাৰ্য্য সকলের লয়স্থান। সৃষ্টির পূর্বে অর্জীত প্রলয়ের পর সমস্তই তদ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। ১—২১। হে বিদ্বন্! দেদন্ত ব্রহ্মবাদিগণ সেই প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিপাদক পঞ্চাঙ্গিখিত শ্লোক পাঠ করেন। প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্ত কোনও বস্তু ছিল না; তখন কেবল প্রধান, ব্রহ্ম এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন। হে দ্বিজ! প্রধান ও পুরুষ এই দুই রূপ, নিরূপাধি বিষ্ণুঃ স্বরূপ, হইতে পৃথক্। তাঁহার অন্ত যে রূপ ঈশ্বরক এই উভয় রূপ সৃষ্টি সময়ে পরস্পর সংযোজিত এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত

প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়ে তু যং ।  
 তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোহয়মুচ্যতে প্রতিসকরঃ ॥ ২৫  
 অনাদিভগবান্ কালো নাস্তেহন্ত দ্বিজ বিদ্যাতে ।  
 অব্যাক্ষিহ্নাস্তত্ত্বজ্ঞেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥ ২৬  
 গুণসামো ততস্তস্মিন্ পৃথক্ পুংসি বাবস্থিতে ।  
 কালস্বরূপরূপং তদ্ বিষ্ণোর্মৈত্রেয় বর্ত্ততে ॥ ২৭  
 ততস্তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগদ্বয়ঃ ।  
 সর্বগঃ সর্বভূতেশঃ সর্বাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ২৮  
 প্রধানং পুরুষশ্চাপি প্রবিষ্টাশ্চৈচ্ছয়া হরিঃ ।  
 ক্ষোভয়ামাস সপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥ ২৯  
 যথা সন্নিবিমাত্রোণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে ।  
 মনসো নোপকর্ত্ত্ব্যং তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩০  
 স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন ক্ষোভাত্য পুরুষোত্তমঃ ।  
 স সঙ্কোচবিকাশাত্যাং প্রধানভূতপি চ স্থিতঃ ॥ ৩১  
 বিকারাণুস্বরূপৈশ্চ ব্রহ্মরূপাদিতিস্থতা ।  
 ব্যক্তস্বরূপশ্চ তথা বিষ্ণুঃ সর্বৈশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩২

হয়, তাহার নাম কাল। মহাপ্রলয়ের সময় বিষ্ণু, প্রকৃতিতে লীন থাকে। এজন্ত উহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়। কালরূপ ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও অব্যাক্ষিহ্ন অর্থাৎ প্রবাহরূপে যথাক্রমে হইতেছে। হে মৈত্রেয়! প্রলয়কালে গুণসামা (সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা) ঘটে এবং পুরুষ। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ভাবে অবস্থিত হন। তখনও বিষ্ণুর সেই কালস্বরূপ রূপ বর্ত্তমান থাকে। তদনন্তর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগদ্বয় সর্বগামী সর্বভূতেশ্বর সর্বাত্মা পরমেশ্বর ইচ্ছানুসারে পরিণামী অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও ক্রিয়া-বস্তা নাই; যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চকলতা জন্মে, পরমেশ্বরের এই ক্ষোভ (জনকতা) ও সেইরূপ। ২২—৩০। সেই পুরুষোত্তমই সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা ক্ষোভ ও ক্ষোভক এবং তিনিই প্রধানরূপে স্থিত। আকাশাদি ভূত ও ঐশাদি জীবরূপে তিনিই

গুণসাম্যাং তত্তত্ত্বাং ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিতানুনে ।  
 গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম ॥ ৩৩ ॥  
 প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহাত্ত্বং তং সমারুণোঃ ।  
 সাত্ত্বিকো রাজসৎশ্চৈব তামসঃ চ ত্রিধা মহান ।  
 প্রধানতত্ত্বেন সমং হুতা বীজমিবাবুতম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বৈকারিকস্তৈজসঃ চ ভূতাদিতৈশ্চৈব তামসঃ ।  
 ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বদভ্যয়ত ॥ ৩৫ ॥  
 ভূতেশ্রিয়গাং হেতুঃ স ত্রিগুণধামহানুনে ।  
 যথা প্রধানেন মহান মহতা স তথাবুতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ভূতাদিস্ত বিকূর্ষণঃ শব্দতমাত্রিকং ততঃ ।  
 সমস্কর্জ শব্দতমাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।  
 শব্দমাত্রং ওধাকাশং ভূতাদিঃ স সমারুণোঃ ॥ ৩৭ ॥  
 আকাশস্ত বিকূর্ষণঃ স্পর্শমাত্রং সমস্কর্জ হ ।  
 বলবানভবদ্বায়ুস্তস্ত স্পর্শে গুণো মতঃ ॥ ৩৮ ॥  
 আকাশং শব্দমাত্রং স্পর্শমাত্রং সমারুণোঃ ।  
 ততো বায়ুর্বিকূর্ষণো রূপমাত্রং সমস্কর্জ হ :

ব্যক্তস্বরূপ, এবং সর্বৈশ্বরের ঈশ্বর । হে দ্বিজো-  
 ত্তম ! পরে সৃষ্টিকালে পূর্ব্যাধিষ্ঠিত সেই গুণ-  
 সাম্যা হইতে গুণব্যঞ্জন অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন  
 হইল । মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ।  
 বীজ যেমন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ  
 পূর্বোক্ত গুণসাম্য ( প্রধান তত্ত্ব ) কতৃক এই  
 মহত্তত্ত্ব আবৃত হইল, অর্থাৎ প্রধানতত্ত্ব মহ-  
 তত্ত্বের ব্যাপক হইয়া থাকিল । মহত্তত্ত্ব হইতে  
 বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস  
 ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার-  
 তত্ত্বের উৎপত্তি । অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া  
 ভূতেশ্রিয়দেবতার উদ্ভবের হেতু । যেমন প্রধান  
 তত্ত্ব দ্বারা মহত্তত্ত্ব আবৃত, মহত্তত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কার  
 তত্ত্বও সেইরূপ আবৃত হইল । তামস অহঙ্কার  
 ক্ষুভিত অর্থাৎ কথোন্মুখ হইয়া শব্দতমাত্র ও  
 শব্দতমাত্র হইতে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের সৃষ্টি  
 করিল এবং উভয়কে আবৃত করিয়া থাকিল ।  
 আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শতমাত্রের সৃষ্টি  
 করিল, তাহা হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান  
 বায়ু জন্মিল এবং আকাশ বায়ুকে আবৃত করিল ।

\* তদনন্তর বায়ু ক্ষুভিত হওয়ায় রূপমাত্র ও জ্যোতি

জ্যোতিরুৎপাদ্যতে বায়োস্তত্রূপগুণমচ্যতে ।  
 স্পর্শমাত্রস্ত বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমারুণোঃ ॥ ৩৯ ॥  
 জ্যোতিঃচাপি বিকূর্ষণঃ রসমাত্রং সমস্কর্জ হ ।  
 সমস্তত্ত্ব ততোহস্তাংসি রসাধারানি তানি চ ।  
 রসমাত্রাণি চান্তাংসি রূপমাত্রং সমা রুণোঃ ।  
 বিকূর্ষণানি চান্তাংসি গন্ধমাত্রং সমস্কর্জিরে ।  
 সংঘাতো জায়তে তস্যাং তস্ত গন্ধো গুণো মতঃ ॥ ৪০ ॥  
 তস্মিংস্তস্মিংস্ত তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা ॥ ৪১ ॥  
 তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি অবিশেষান্ততো হি তে ।  
 ন শাস্তা নাপি বোরাস্তে ন মূঢ়াংচারিশেষণাঃ ॥ ৪২ ॥  
 ভূততমাত্রসর্গোহয়মহঙ্কারাং তু তামসাং ।  
 তৈজসানীন্দ্রিয়গাছন্দৈব বৈকারিকা দশ ॥ ৪৩ ॥  
 একাদশ মনশ্চাত্রে দেব! বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ।

উৎপন্ন হয়, জ্যোতির গুণ রূপ ; জ্যোতি বায়ু  
 দ্বারা আবৃত হইল । জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায়  
 রসমাত্র জন্মিল, তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট  
 জলের জন্ম, ইহা জ্যোতি দ্বারা আবৃত । জল  
 ক্ষুভিত হইয়া গন্ধমাত্রের সৃষ্টি করিল, তাহা  
 হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, ইহার গুণ গন্ধ  
 ৩৯—৪০ । তদন্তরন্ততে তন্মাত্রা আছে, তাহাতে  
 উহাদের তন্মাত্রতা কহা যায় । তন্মাত্র সকল  
 অবিশেষ একান্ত আকাশাদিও অবিশেষ অর্থাৎ  
 কেহই শাস্ত ( প্রকাশক অথবা হৃৎকহেতু ), বোর  
 ( প্রবৃত্তিজনক অথবা দুঃখহেতু ), মূঢ় ( নিয়মন  
 কারী অথবা মোহহেতু ) বিশেষণযুক্ত নহে  
 ইহা কেবল তামস অহঙ্কার হইতে ভূততমাত্রের  
 সৃষ্টি মাত্র । দশ ইন্দ্রিয়কে তৈজস অর্থাৎ  
 রাজস-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং ইন্দ্রিয়  
 গণের দশ দেবতাকে \* বৈকারিক অর্থাৎ  
 সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন  
 একাদশ ইন্দ্রিয় মন ( অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার  
 ও চিত্র এই চারি অংশে বিভক্ত অন্তঃকরণ )  
 এবং চন্দ্র, ব্রহ্মা, কুর্ভ ও ক্ষেত্রজ, মনের এই

\* দিক্, বাত, অক্ষ প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার  
 বহি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ  
 দেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী ।

হক চম্পূনাটিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত চ পঞ্চমম্ ।  
শকাধীনমবাপ্তার্থং বুদ্ধিবৃত্তানি বৈ দ্বিজ ॥ ৪৪  
পাশুপত্যে করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্র্যে পঞ্চমৌ ।  
বিসর্গশিল্পগত্যাতিঃ কশ্ম তেষাঞ্চ কথ্যতে ॥ ৪৫  
আকাশবাসুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা ।  
শকাদিভির্গুণৈর্ব্রহ্মণ সংযুক্তান্যন্তরোত্তরৈঃ ॥ ৪৬  
শান্তা বোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষান্তেন তে স্মৃতাঃ ॥ ৪৭  
নানাবীৰ্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্তত্ত্বস্তে সংহতিং বিনা ।  
নাশক্ বন প্রজাঃ শ্রীমসমাগমা কঃ শশঃ ॥ ৪৮  
সমেত্যাত্তোস্তসংযোগে পরস্পরসমাশ্রয়াঃ ।  
একসম্ভাতলম্বাশ্চ সপ্তাপৌকামাশেষতঃ ॥ ৪৯  
পূৰ্ব্বাধিষ্ঠিতভাক্ত প্রধানং ব্রহ্মণ চ ।  
মহাদাদ্য বিশেষাত্তা হাণ্ডমুংপাদয়তি তে ॥ ৫০  
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধস্ত জলবৃদ্ধবৎ সমম্ ।  
হত্যন্তোহণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদ্বদকেশয়ম্ ।  
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিকোঃ সংস্থানমুত্তমম্ ॥ ৫১  
ত্রাদ্যন্তরূপোহসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ ।

বৈকারিক দেবতা । হে দ্বিজ ! শ্রোত্র, হক, চম্পূ, জিহ্বা ও নাটিকা এই পাঁচ স্ত্রানেলিয় শকাদি গ্রহণের নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্ত । মৈত্র্যে ! গায়, উপায়, কর, পাদ ও বাক্ এই পাঁচ কশ্ম-ব্রহ্মের কার্য যথাক্রমে বিসর্গ (মলমুত্রাদি তাগ), শিল্প, গতি ও উক্তি । হে ব্রহ্মণ ! আকাশ, গায়, তেজ, সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শকাদি গুণযুক্ত । ইহারা শান্ত, বোর, মূঢ় হওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ কথা যায় । ইহারা নানা-বীৰ্য ও পৃথগ্ভূত বলিয়া সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম । অত্যাশ্রয়যোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্ত সম্পূর্ণ একাশ্রয় এবং এক-সম্ভাতের লক্ষণ-ক্রান্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহ বশত ঐ মহাদাদি বিশেষাত্ত সকলে (অর্থাৎ মহন্তত্ব হইতে মহাত্ত পৰ্য্যন্ত) মিলিত হইয়া অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে । ৪১—৫০ । হে মহাবুদ্ধ ! ব্রহ্মরূপ বিষ্ণু (হিরণ্য-গর্ভকীর) উত্তম সংস্থানভূত, জলবৃদ্ধবৎ পূর্ণাকার, উপকেশয় ঐ বৃহৎ প্রাকৃত অণ্ড,

বিষ্ণুর ব্রহ্মরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫১  
মেরুরক্ষমভূতং তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ ।  
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তত্ত্বাসনং মহাত্মনঃ ॥ ৫২  
সাদ্রিহীপসমুদ্রাস্ত সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ ।  
তন্মিন্নেণ্ডং ভবদ্বিপ্রং সদেবাস্থরমানুষঃ ॥ ৫৩  
বারিবহ্নানিলাকাশৈশ্চ ততো ভূতাদিনা বহিঃ ।  
বৃহৎ দশগুণৈরগুণং ভূতাদির্মহতা তথা ॥ ৫৪  
অব্যক্তেনারুতো ব্রহ্মস্তুৈঃ সর্কৈঃ সহিতো মহান  
এতিরাবরণৈরগুণং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃত্তম্ ।  
নারিকেলফলস্রাত্বর্জিতং বাহদলৈরিব ॥ ৫৬  
জুষ্মন রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিধেয়ং হরিঃ ।  
ব্রহ্মা ভূতাস্ত জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ততে ॥ ৫৭  
সৃষ্টং পাতানুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পন ।  
সত্ত্বভূগ্ভগবান বিষ্ণুরপ্রমেষপরাক্রমঃ ॥ ৫৮  
তমোদেকী চ কল্পান্তে ব্রহ্মরূপী জনাৰ্কজনঃ ।  
মৈত্র্যেণাশ্রিততানি ভক্ষয়তি ভীষণঃ ॥ ৫৯

ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃত্ত হইল । অব্যক্ত-রূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মরূপ ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন । মেরু (সুমেরু) হারার উত্তর (গর্ভবেষ্টন-চম্পূ), অত্যাশ্রয় মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্র সকল মহাত্মার গর্ভোদক হইল । হে দ্বিপ্র ! ঐ অণ্ডে সপর্কিত দ্বীপ সকল, সমুদ্র সকল এবং সদেবাস্থর মানুষ, সজ্যোতিঃ লোকসংগ্রহ সমুদয়ই উৎপন্ন হইল । পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দশ দশ গুণ অধিক বারি, বহ্নি, অনিল, আকাশ ও ভূতাদি (তামস অহ-ঙ্কার) দ্বারা ঐ অণ্ড উত্তরোত্তর বহির্ভাগে আবৃত হইল । ভূতাদি আবার মহন্তত্ব দ্বারা আবৃত । ব্রহ্মণ ! ঐ সমস্ত সহিত মহন্তত্ব, অব্যক্ত দ্বারা আবৃত হইল । নারিকেল ফলের অন্তর্কর্ষী বীজ যেমন বাহদলম্বমূহে আবৃত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মা ও ঐ সপ্ত প্রাকৃত আবরণ আবৃত ; বিধেয় হরি তথায় রজোগুণাবলম্বনে স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া এই জগতের সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন । অপ্রমেষপরাক্রম ভগবান বিষ্ণু, সত্ত্বগুণাবলম্বন করিয়া কল্পবিকল্পন (ব্রহ্মা দিলবসান) পৰ্য্যন্ত সৃষ্ট সকলকে যুগে যুগে পালন করেন ।

স ভক্ষয়িত্ব তূতানি জগতোকার্ণবীকৃতে ।  
 নাগপর্ধ্যাক্ষয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬০  
 প্রবুদ্ধঃ পুনঃ সৃষ্টিং কয়োতি ব্রহ্মরূপয়ক্ ॥ ৬১  
 সৃষ্টিস্থিতান্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্বিকাম্ ।  
 স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনাৰ্দ্ধিনঃ ॥ ৬২  
 অষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যাং পাতি চ ।  
 উপসংহ্রিয়তে চাস্তে সংহর্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৬৩  
 পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।  
 সর্বেশ্বরীত্যন্তঃকরণং পুরুষাখ্যং তি যজ্ঞগং ॥ ৬৪  
 স এব সর্বভূতেশো বিবরূপো যতোহব্যয়ঃ ।  
 সর্গাদিক্ ততোহস্তৈব ভূতস্থমপকারকম্ ॥ ৬৫  
 স এব সৃজাঃ স চ সর্গকর্তা  
 স এব পাততি চ পালাতে চ ।  
 ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমুষ্টি-  
 বিষ্ণুর্বিষ্ঠো বরদো বরেশ্বরাঃ ॥ ৬৬  
 ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হে মৈত্রেয়! কল্পান্তে তমোদেকী জনাৰ্দ্ধিন।  
 অতিভীষণ রুদ্ররূপী হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ  
 করেন। সমস্ত ভূতভক্ষণান্তে জগৎ একাৰ্ণবী-  
 রূত হইলে পরমেশ্বর নাগপর্ধ্যাক্ষ-শয়নে শয়ন  
 করেন। প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরূপধারী পুনঃ সৃষ্টি  
 করেন। ঐ একমাত্র ভগবান জনাৰ্দ্ধিনই সৃষ্টি-  
 স্থিতান্তকরণ জন্ত ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্বিকাম সংজ্ঞা  
 প্রাপ্ত হন। প্রভু বিষ্ণুই অষ্টা হইয়া আপনাকে  
 সৃজন করেন, পালক ও পাল্যা হইয়া আপনাকেই  
 পালন করেন এবং শেষে সংহর্তা ও উপসংহার্য্য  
 হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন। যেহেতু, পৃথিবী,  
 অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, সর্বেশ্বরী ও অতঃ-  
 করণ ইত্যাদিরূপ জগৎ সমস্তই পুরুষাখ্য। যখন  
 ঐ অব্যয় হরিই সর্বভূতেশ এবং বিবরূপ তখন  
 ভূতঃ সর্গাদি তাহারই উপকারক (তদ্বিভূতির  
 বিস্তারহেতু)। তিনিই সৃজা, তিনিই সর্গকর্তা,  
 তিনিই পালন ও ভক্ষণ করিতেছেন। তিনিই  
 প্রতিপালিত হইতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদি  
 অবস্থায় শেষ মুষ্টি। অতএব বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বরদ  
 , এবং বরেশ্ব। ৫১—৬৬।

প্রথমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

## তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

নিঃপত্তাপ্রমেরস্ত শুদ্ধস্তাপ্যমলাশ্রয়নঃ ।  
 কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥ ১  
 পরাশর উবাচ ।  
 শভমঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।  
 যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদা ভাবশক্তয়ঃ ।  
 ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ততা ॥ ২  
 তন্নিবোধ যথা সর্গে ভগবান্ সম্প্রবর্ততে ॥ ৩  
 নারায়ণাখ্যো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।  
 উৎপন্নঃ প্রোচাতে বিদ্বন নিত্য এবোপচারতঃ ॥ ৪  
 নিজেন তস্ত মানেন হ্যায়ুর্কর্ষণতঃ স্মৃতম্ ।  
 তৎপরাখ্যং তদর্কক পরাক্রিমভিধীযত ॥ ৫  
 কালস্বরূপং বিষ্ণোঃ খয়মায়োক্তং তবানব ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, নির্গুণ, অপ্রমের, শুদ্ধ ও  
 অমলাশ্রয়ী ব্রহ্মের সর্গাদিকর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার  
 করা যায়? পরাশর কহিলেন, যেহেতু সমস্ত  
 ভাব পদার্থের শক্তি সকল, অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর\*।  
 অতএব হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদি  
 শক্তি, পাবকের উচ্চতার ত্রায় স্বভাবসিদ্ধ  
 ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে যেরূপে প্রবৃত্ত হন, তাহ  
 শ্রবণ কর। হে বিদ্বন্! নারায়ণাখ্য নিত্য  
 ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন;  
 এইরূপ যে বলা হয়, ইহা উপচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায়  
 আবির্ভাব সত্ত্বেও উৎপত্তির সাদৃশ্য হেতু উৎপন্ন  
 বলিয়া কথিত হন। স্বকীয় পরিমূলের শত  
 বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ; তাহার নাম পর  
 তদর্কের নাম পরাক্রি। হে অনব! তোমাকে  
 বিষ্ণুর যে কাল স্বরূপের কথা বলিয়াছি, তদ্ব্য

\* যে জ্ঞানে তর্ক সূহে না অর্থাৎ তর্ক চরে  
 না, তাহাকে অচিন্ত্যজ্ঞান কহে। অর্থাৎ  
 ভাব পদার্থের যে লোকস্বাদি শক্তি আছে  
 এবিধে কিছু তর্ক নাই।

তেন তন্ন নিবোধঃ পরিমাপোপাদনম্ ।  
 অস্ত্রোষাকৈব জন্তানাং ত্রাণামচরাৎ যে ।  
 ভূভূতঃসাগরাদীনামশেষাণাঞ্চ সমস্ত ॥ ৬  
 কাষ্ঠা পঞ্চদশ খায়াত্ নিমেষা মুনিসন্তম ।  
 কাষ্ঠাষ্ট্রিশং কলাস্তাস্ত্রিশং মোহুর্ভিকো বিধিঃ  
 ত্রিশংসংখ্যোরহোরাত্রঃ মুহূর্ত্তের্মানুষ্যং স্মৃতম্ ।  
 অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পঞ্চদশাত্মকঃ ॥ ৮  
 তেঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং রেহয়নে দক্ষিণোত্তরে ।  
 অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দেবানামুভয়ং দিনম্ ॥ ৯  
 দিবৌষধিসহশ্রেণস্ত কৃতত্রেতাাদিসংজ্ঞিতম্ ।  
 চতুর্যুগং স্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে ॥ ১০  
 চারি ত্রীণি দে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্ ।  
 দিব্যাক্তানাং সহস্রাণি যুগেযাতঃ পুরাবিদঃ ॥ ১১  
 তঃপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সক্ষা পূর্বা তদ্রাতিবীকৃত্য ।  
 সক্ষাংশকং তত্তুল্যা যুগজ্ঞানন্তরো হি সঃ ॥ ১২  
 সক্ষাসক্ষাংশয়োরন্তরঃ কালো মুনিসন্তম ।  
 যুগাখাঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃতত্রেতাাদিসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মা, অগ্ন্যা জন্ত ও ভূ, ভূতঃ, সাগরাদি সমস্ত  
 চরাচরের পরিমাপের নিরূপণ শ্রবণ কর । হে  
 মুনিসন্তম ! পঞ্চদশ নিমেষকে কাষ্ঠা কহে,  
 ত্রিশং কাষ্ঠায় এক কলা হয়, ত্রিশং কলাতে  
 এক ষটিকা ও দুই ষটিকায় এক মুহূর্ত্ত হয় ।  
 ত্রিশং মুহূর্ত্তে মনুষ্য লোকের অহোরাত্র হয়,  
 ত্রিশং অহোরাত্রে পঞ্চদশাত্মক মাস হয় ।  
 ছয় মাসে এক অয়ন এবং দক্ষিণ উত্তর এই  
 দুই অয়নে এক বর্ষ । দক্ষিণায়ন দেবগণের  
 রাত্রি ও উত্তরায়ণ দিব্য । দেবপরিমাণের স্বাদশ  
 সহস্র বৎসরে সত্য ত্রেতাাদি নামক চতুর্যুগ হইয়া  
 থাকে । তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর । ১—১০ ।  
 পুরাবিদগণ সত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ যথা-  
 ক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসর  
 কহেন । প্রতিযুগের পূর্বে সক্ষার পরিমাণ  
 যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক শত বৎসর  
 এবং সক্ষাংশক (যুগের অন্তরবর্ত্তী সময়)  
 তত্তুল্য । সক্ষা ও সক্ষাংশের অন্তর্বর্ত্তী যে  
 কাল, তাহাই কৃত (সত্য) ত্রেতাাদি যুগ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিঞ্চৈব চতুর্যুগম্ ।  
 প্রোচ্যতে তৎসহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং যুনে ॥ ১৪  
 ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মণ মনবঃ চতুর্দশ ।  
 ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কালকৃতং শৃণু ॥ ১৫  
 সপ্তর্ষিঃ সুরাঃ শক্রে মনুস্তংহনবো নৃপাঃ ।  
 এককালে হি সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬  
 চতুর্যুগানাং সংখ্যায়া সাধিকা হেবসপ্ততিঃ ।  
 মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনঞ্চ সমস্তম্ ॥ ১৭  
 অষ্টো শতসহস্রাণি দিব্যাঃ সংখ্যায়া গতিঃ ।  
 দ্বাপরকাশং তথাহানি সহস্রাধ্যিকানি চ ॥ ১৮  
 ত্রিশংকোট্যস্ত সম্পূর্ণাঃ সংখ্যায়াঃ সংখ্যায়া দ্বিজ  
 সপ্তষষ্টিস্তথাহানি নিযুতানি মহায়ুনে ।  
 বিংশতিং সহস্রাণি কালোহয়মধিকং বিনা ।  
 মন্বন্তরস্ত সংখ্যেয়ং মানুষৈর্বৎসরেদ্বিজ ॥ ১৯  
 চতুর্দশগুণে হেব কালো ব্রাহ্মামহঃ স্মৃতঃ ।  
 ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম তত্ত্বান্তে প্রতिसংখরঃ ॥ ২০  
 তদা হি দহতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূ, বায়িকম্ ।  
 জনং প্রয়ান্তি তাপাত্তা মহলোকনিবাসিনঃ ॥ ২১  
 একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রাহ্মা নারায়ণাত্মকঃ ।

বলিয়া জানিবে । হে যুনে ! কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর  
 ও কলি এই চতুর্যুগের সহস্র পরিমাণ অর্থাৎ  
 চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয় ।  
 ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনু হন, তাহাদের  
 কালকৃত পরিমাণ শ্রবণ কর । সপ্তর্ষি, সুরগণ,  
 ইন্দ্র, মনু এবং তৎপুত্র নৃপ সকল এককালেই  
 সৃষ্ট (অধিকার প্রাপ্ত) ও এককালেই সংহৃত  
 (জতাধিকার) হন । হে ব্রহ্মণ ! কিঞ্চিদধিক  
 দুই শত পঞ্চাশতি যুগ, মনু ও সুরাদিগণের  
 কাল । ইহারই নাম মন্বন্তর । দিব্য সংখ্যায়  
 মন্বন্তরের পরিমাণ অষ্টলক্ষ দ্বাপরকাশং সহস্র  
 বৎসর । মানুষ বৎসরের গণনায় উহার পরি-  
 মাণ ত্রিশংকোটী সপ্তষষ্টিলক্ষ বিংশতিসহস্র  
 বৎসর । এই কালের চতুর্দশ গুণ ব্রাহ্মা দিন  
 নামে কথিত । তদন্তে ব্রাহ্মা নৈমিত্তিক (ব্রহ্ম-  
 নিদ্রা নিমিত্ত) প্রতিসংখর অর্থাৎ প্রলয় হইয়া  
 থাকে । তৎকালে ভূভুবাদি সর্ব্ব ত্রৈলোক্য  
 দগ্ধ হইতে থাকে । মহলোক-নিবাসিগণ



ভোগিগণ্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যাগ্রাসকুংহিতঃ ॥ ২২

জনৈশ্চৈর্যোগিভির্দেবশ্চিন্ত্যমানোহংসস্তবঃ ।

তৎপ্রমাণাং হি তাং রাত্রিং তস্মৈ সজ্যতে পুনঃ

এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতকং তং ।

শতং হি তস্মৈ বর্ষাণাং পরমায়ুশ্চাহ্বয়নঃ ॥ ২৪

একমস্ত ব্যতীতস্ত পরাক্ষং ব্রহ্মণোহনঘ ।

উস্তাতেহতুংহাকল্পঃ পাদ্ব ইত্যভিধীয়তে ।

দ্বিতীয়স্ত পরাক্ষস্ত বর্তমানস্ত বৈ দ্বিজ ।

বরাহ ইতি কল্লোহং প্রথমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

### চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

ব্রহ্ম নারায়ণাখ্যোহসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথঃ ।

সসঙ্ক সর্বভূতানি তদাচক্ৰ মহামুনে ॥ ১

হইয়া জনলোকে গমন করেন । তদনন্তর ত্রৈলোক্য একাধর হইলে নারায়ণাত্মক ব্রহ্ম ত্রৈলোক্য-গ্রাস-কুংহিত ( প্রপঞ্চগ্রাসে সমুদ্র-ব্রহ্মানন্দ ) এবং শেষ-শয্যাগত হইয়া তাহাতে শয়ন করেন । জনলোকস্থ যোগিরন্দ্র কর্তৃক চিত্ত্যমান অঙ্গসম্ভব ( ব্রহ্ম ) এইরূপে তৎ-প্রমাণা ( ব্রহ্মহংসপরিমিতা ) রাত্রি যাপন করেন । তদন্তে পুনর্বার সৃষ্টি হয় । এইরূপ অহোরাত্র পঞ্চমাসাদি গণনায় ব্রহ্মার বর্ষ । এইরূপ শতবর্ষ সেই মহাত্মার পরমায়ু । যে অনঘ দ্বিজ ! এই ব্রহ্মার এক পরাক্ষ অতীত এবং ঐ পরাক্ষের অন্তে পাদ্ব নামে অভিহিত মহাকল্প হইয়া গিয়াছে । বর্তমান দ্বিতীয় পরাক্ষের এই প্রথম কল্প বরাহ নামে পরিকীৰ্ত্তিত । ১১—২৫ ।

প্রথমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

### চতুর্থ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে ! এই নারায়ণাখ্য ভগবান ব্রহ্মা কল্পের আদিতে

পরাক্ষের স্রষ্টা ।

প্রজাঃ সসঙ্ক ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ ।

প্রজাপতিপতিদেবো যথা তস্মৈ নিশাময় ॥ ২

অতীতকল্পাবসানে নিশাস্তুঃশোখিতঃ প্রভুঃ ।

সঙ্কেদ্বিস্তস্তথা ব্রহ্মা শৃণুং লোকমবৈক্যতঃ ॥ ৩

নারায়ণঃ পরোহ্চিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ ।

ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্বসংগ্রহঃ ॥ ৪

ইমং চোদাহরত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ।

ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৫

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরশ্রবণঃ

অয়নং তস্মৈ তাং পূর্বং ভেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬

তোয়াস্তঃ স মহীং জ্বাহ । জগতোকার্ণবে প্রভুঃ ।

অনুমানং তদৃদ্ধারং কর্ত্ত্বকামঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭

অকরোহং স তনমন্তাং কল্পাদিযু যথা পুরা ।

মংস্কৃৎসাদিকাগং তবং বরাহং বপুর্নাস্তিতঃ ॥ ৮

বেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ ।

স্থিতঃ স্থিরাশ্চা সকাশ্চা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৯

জনলোকগতেঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদৌরভিষ্টতঃ ।

যে রূপে সর্বভূতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলুন পরাক্ষের কহিলেন, প্রজাপতিপতি দেব নারায়ণ, শ্রুক ব্রহ্মা যে প্রকারে প্রজাসৃষ্টি করিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর । অতীত কল্পের অবসানে নিশাস্তুঃশোখিত এবং সঙ্কেদ্বিস্ত প্রভু ব্রহ্মা, লোক শৃণু অবলোকন করিলেন । তিনি নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য, প্রেষ্ঠ, সকলের প্রভু ব্রহ্মস্বরূপী, ভগবান, অনাদি এবং সর্বসংগ্রহ জগতের প্রভবাপ্যয় ( উৎপাদি ও লয়স্থান ) দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন । অপকে নর কহা যায়, যেহেতু অপ ( জল ) নর ( পুরুষোত্তম ) হইতে উৎপন্ন ; সেই নার তাহার পূর্ব জল ( আশ্রয় ), এজন্ত তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত । জগৎ একাধর হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি পৃথিবাকে অনুমানে তোয়াতুর্কা ভীনা জানিয়া তদৃদ্ধার কামনা করিলেন এবং অশেষ-জগতের স্থিতি কাযো স্থিত, স্থিরাশ্চা, সকাশ্চা, পরমাত্মা, আশ্রয় ধর, বরাহর, প্রজাপতি পুরুষকল্পাদিতে যেমন

প্রবিশেষ তদু। তেয়াস্মাধারো ধরাধরঃ ॥ ১০ ৷  
নিরাক্ষ্য তং তদা দেবীপাতালতলমগতম্।

তুষ্টিব প্রণতা ভূত্বা ভক্তিনম্রা বহুস্করা ॥ ১১ ৷  
পৃথিব্যবাচ।

নমস্তে সৰ্মভূতায় তুভ্যং শঙ্খপদাধর।  
শামুক্ষস্মাদদা ত্বং তুভ্যোহং পূৰ্বমুখিতা ॥ ১২ ৷

তুভ্যোহংমুদ্রুতা পূৰ্বং তুম্ময়াহং জনাৰ্দ্দন।  
তথাত্মানি চ ভূতানি গগনাদীগ্রশেষতঃ ॥ ১৩ ৷

নমস্তে পরমাত্মাশ্রয় পুরুষাশ্রয় নমোহস্ত তে।  
প্রধানবাক্তভূতায় কালভূতায় তে নমঃ ॥ ১৪ ৷

ত্বং কৰ্ত্তা সৰ্মভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।  
সর্গাদিনু প্রভো ব্রহ্ম-বিষ্ণুদ্রাস্ত্ররূপধ্বক্ ॥ ১৫ ৷

সংভক্ষয়িত্বা সকলং ভগত্যেকাৰ্ণবীকৃতে।

শেষে ভূমেব গোবিন্দ চিত্ত্যামানো মনীষ্মিভিঃ ॥ ১৬ ৷  
দবতো যং পরং তত্ত্বং তন্ন জানাতি কশ্চন।

মংস-কুর্মাাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ  
বেদ-যজ্ঞময় বরাহ দেহ অবলম্বন পূৰ্ব্বক জন-  
লোকগত সনকাদি সিদ্ধ পুরুষ কৰ্ত্তক অভিষ্টুত  
(সম্যক্ জ্ঞত) হইয়া জল মাধ্য প্রবেশ করি-  
লেন। ১-১০। তখন বহুস্করা দেবী তাহাকে-  
পাতালতলে আগত দেখিয়া প্রণতা ও ভক্তিনম্রা  
ইহা স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন,  
সৰ্মভূত! তোমাকে নমস্কার, হে শঙ্খপদা-  
ধর! তোমাকে নমস্কার। আমি পূৰ্বে তোমা-  
ইতে উখিত অদা ওই পাতালতল হইতে  
আমাকে উদ্ধার কর। হে জনাৰ্দ্দন! তুমি  
আমাকে পূৰ্বে উদ্ধার করিয়াছ। আমি এবং  
গনাদি অগ্ৰাঙ্গ সমস্ত বস্তুই তুময়। হে পর-  
শ্রয়! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাশ্রয়!  
আমাকে নমস্কার; তুমি প্রধান ও ব্যক্তস্বরূপ  
সং কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। প্রভো!  
গাদি বিষয়ে ব্রহ্মবিষ্ণুদ্রাস্ত্ররূপধ্বক্ তুমিই  
বৈভবত, কৰ্ত্তা, তুমিই পাতা এবং তুমিই  
শাক্ষী, হে গোবিন্দ! জগৎ একাৰ্ণবী-  
ইহিলে সকল সংভক্ষণপূৰ্ব্বক তুমিই মনীষি-  
কৰ্ত্তক চিত্ত্যামান হইয়া শয়ন করিতে থাক।  
আর যে পরম, তত্ত্ব, তাহা কেহই জানে না;

অবতারেনু যজ্ঞপং তদর্জুন্তি দিবৌকসঃ ॥ ১৭ ৷

ত্বামারাধা পরং ব্রহ্ম যাতা মুক্তিং মুমুক্ষুঃ।

বাসুদেবমনারাধা কো মোক্ষং সমবাপ্যতি ॥ ১৮ ৷

যং কিঞ্চিন্মনসা গ্রাহ্যং যদগ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ।

বুদ্ধা চ যং পরিক্ষেদ্যং তদ্রূপমখিলং তব ॥ ১৯ ৷

তুম্ময়াহং তদধারা ত্বং সৃষ্টা ত্বামুপাশ্রিতা।

মাধবীমিতি লোকোহয়মভিধন্তে ততো হি মাম্ ॥ ২০ ৷

জয়াখিলজ্ঞানময় জয় স্থূলময়াধার।

জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো ॥ ২১ ৷

পরাপরাস্ত্রনু বিধাস্ত্রনু জয় যজ্ঞপতেহনব।

ত্বং যজ্ঞস্বং বর্ষটিকারত্নমোক্ষারত্নমধরঃ ॥ ২২ ৷

ত্বং বেদান্তং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে।

স্বর্ঘাদয়ো গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ ॥ ২৩ ৷

মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যক্ কঠিনং পুরুষোত্তম।

যজ্ঞোক্তং যজ্ঞ নৈবোক্তং ময়াত পরমেশ্বর।

অবতারে যেকপ প্রকাশিত হয়, দেবতা সকলও  
তাহারই অর্চনা করেন। পরব্রহ্ম তোমাকে  
আরাধনা করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন;  
বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কে মোক্ষ প্রাপ্ত  
হয়? যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু  
চক্ষুরাদির গ্রাহ্য এবং যাহা বুদ্ধির পরিক্ষেদ্য  
(অর্থাৎ যে কিছু সম্পদে বুদ্ধি খাটান যায়),  
তৎসমস্তই তোমার রূপ; আমি তুময়, ত্বদধার  
ত্বং সৃষ্ট ও ত্বদাশ্রিত; এজ্ঞা লোকে আমাকে  
মাধবী \* কহিয়া থাকে। হে অখিলজ্ঞানময়!  
তোমার জয় হউক, হে স্থূলময় অব্যয়! তোমার  
জয় হউক, জয় অনন্ত! জয় অব্যক্ত! জয়  
ব্যক্তময়! প্রভো পরমাত্মন! বিধাস্ত্রনু! জয়-  
যুক্ত হও। হে অনব যজ্ঞপতে! তুমি যজ্ঞ, তুমি  
বর্ষটিকার, তুমি ওক্ষার, তুমি অগ্নিস্বরূপ; হে  
হরে! তুমি বেদ, তুমি তদঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ।  
স্বর্ঘাদি গ্রহ, তারা, নক্ষত্রাদিময় অখিল জগৎ  
তুমি। হে পুরুষোত্তম! আমি এস্থলে মূর্ত্তা-  
মূর্ত্ত, অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম, কিংবা

\* মাধবস্ত ইয়ং—মাধবী। ইহা মাধবের  
অর্থাৎ ত্রীকৃষ্ণের, এই অর্থে—মাধবী।

তং সৰ্বং ত্বং নমস্তভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥

পরাশর উবাচ ।

এবং সংস্তুয়মানস্ত পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ ।

সামস্বরধ্বনিঃ শ্রীমান জগজ্জ পরিষর্ধরম্ ॥ ২৫

ততঃ সমুংক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া

মহাবরাহঃ ক্ষুটপদলোচনঃ ।

রসাতলাদুংপলপত্রসন্নিভঃ

সমুখিতো নীল ইবাচলো মহান ॥ ২৬

উদ্ভিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং

তংসংপ্রবাস্তো জনলোকসংশ্রয়ান্ ।

প্রক্ষালয়ামাস হি তান মহাত্মতীন

সনন্দনাদীনপকম্বধান্ মুনীন ॥ ২৭

প্রয়াস্তি তেয়ানি ক্ষুরাগ্রবিদ্ধতে

রসাতলেবধঃকৃতশব্দসত্ত্বতি ।

স্বাসানিলাস্তাঃ পরতঃ প্রয়াস্টি

সিদ্ধা জনে যে নিয়তং বসন্তি ॥ ২৮

উদ্ভিষ্ঠতস্তস্ত জলাদে কুক্ষি

মহাবরাহস্য মহীং বিধায়া

নিধুবতো বেদময়ং শরীরং

রোমান্তরস্তা মনয়ো জুবন্তি ॥ ২৯

না বলিলাম, তং সমস্তই তুমি। তোমাকে নমস্কার; হে পরমেশ্বর! ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। ১১—২৪। পরাশর কহিলেন, পৃথিবী কর্তৃক এইরূপে সংস্তুয়মান, সামস্বরধ্বনি শ্রীমান ধরবীধর পরিষর্ধর শব্দে গজ্জন করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উংপলপত্রসন্নিভ (সিদ্ধ শ্রাম) প্রকল্পপদলোচন মহাবরাহ নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উংক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান নীলাচলের গ্রায় উণ্ডিত হইলেন। উঠবার সময় সেই সংপ্রববারি তাঁহার মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া জনলোকস্থিত সনন্দনাদি বিগতপাপ মুনি সকলকে প্রক্ষালিত করিল। জলরাশি অধোদিকে ক্ষুরাগ্রবিদ্ধত রসাতল প্রবেশ করিল এবং জনলোকে যে সকল সিদ্ধ বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার স্বসবায়র বেগে ক্ষিপ্ত হইয়া দ্বিগলিত হইলেন। মহীকে ধারণ করিয়া উদ্ভিষ্ঠমান জলাদে কুক্ষি ও কশ্চিতকায় সেই

তং তুষ্টিপুস্তোষপরীতচেতঃসী

লোকে জনে যে নিবসন্তি যোগিনঃ ।

সনন্দনাদ্যা নতিনম্রকঙ্করা

ধরাধরঃ ধীরতরোদ্ধতেক্ষণম্ ॥ ৩০

জয়েধরাণাং পরমেশ কেশব

প্রভো গদাশঙ্খধরাসিচক্রধরক্ ।

প্রসুতিনাশস্থিতিহেতুরীশ্বর-

জ্জমেব নাশ্র্যং পরমঞ্চ যং পরম ॥ ৩১

পাদেষু বেদান্তব যুপদংষ্ট্রে

দন্তেষু যজ্ঞাশ্চ ত্রয়শ্চ বক্ত্রে ।

ভতাশাজিহ্বেহাসি ভনরহাণি

দর্ভাঃ প্রভো যজ্ঞপুমাং জ্জমেব ॥ ৩২

বিলোচনে রাত্নাহনী মহাত্মন

সর্ক্সাগ্রাণ ব্রহ্মপদং শিববস্ত্রে

সন্তান্যশেষাণি শটাকলাপো

দ্বাণং সমস্তানি হবীংষি দেব ॥ ৩৩

ঐক্যতুণ্ড সামস্বরধীরনাদ

প্রাণঃ শকায়ামিনসত্রসঙ্কে

পুণ্ডেষ্টিধর্ম্মগ্রবণোহসি দেব

সনাতনাত্মন ভগবন প্রসীদ ॥ ৩৪

মহাবরাহের রোমাচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আনন্দ-পূর্ণান্তঃকরণ জনলোকনিবাসী সনন্দনাদি সৌমি-গণ নতিনম্রকঙ্করে সেই নির্কিশল উদারলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের পরমেশ! গদাশঙ্খ অসিচক্রধারিন! প্রভো! কেশব! তোমার জয় হউক! তুমিই সৃষ্টি, নাশ এবং স্থিতির হেতু ঈশ্বর; পরমপদও তোমা ভিন্ন অগ্ন নহে। হে যুপদংষ্ট্র! প্রভো! তুমি যজ্ঞপুরুষ; তোমার পাদচতুষ্টয়ে বেদ দন্তে যজ্ঞ, ও বক্ত্রে চিতি (অগ্নিস্থান); তোমার জিহ্বা ভতাশন এবং লোম সকল দর্ভ (কুশ), মহাত্মন! তোমার চক্ষুদ্বয় রাত্রিদিবা, মস্তক সর্ক্সাগ্র ব্রহ্মপদ, শটাকলাপ (স্বক্কেশ্বরাজি), অশেষ স্তব (পুরুষ স্তব প্রভৃতি) এবং যুগ সামস্ত হবিঃ। হে ঐক্যতুণ্ড! সামস্বর-ধীরনাদ! প্রাণঃশকায়। অখিলসত্রসঙ্কে! তোমার অবগম্য

পদক্রমক্রান্তভূতঃ তবভূতম্  
আদিশ্রুতিকাঙ্কর বিশ্বমূর্তে :  
বিশ্বস্ত বিশ্বঃ পরমেশ্বরোহসি  
প্রসীদ নাথোহসি চরাচরস্ত ॥  
দংষ্ট্রাগ্রবিগ্নস্তমশেষমতদ্-  
ভূমণ্ডলং নাথ বিতাব্যতে তে  
বিগাহতঃ পদ্বনং বিলম্বং  
সরোজিনীপত্রমিবোঢ়পক্ষ্ম ॥ ৩৬  
দ্যাবাপৃথিব্যোরতুলপ্রভাব  
যদন্তরং তদ বপুষা তনৈব ।  
ক্যাপ্তং জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তে  
হিতায় বিশ্বস্ত বিভো ভবতুম্ ॥ ৩৭

পরমার্থজন্মেবৈকো নাথোহসি জগতঃ পতে ।  
তনৈব মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৮

ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্যঃ হে দেব সনাতনাত্মন ভগবন !  
প্রসন্ন হও \* । ৩৫—৩৮ । হে অক্ষর বিশ্ব  
মূর্ত্তে ! তোমার পদক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত। আমার  
তোমাকে বিশ্বের আদি-ও স্থিতি বলিয়া জানি ।  
হে নাথ । তোমার দত্তাগ্রস্থিত এই অশেষ  
ভূমণ্ডল, পদ্বন-বিলোড়নকারী গজেন্দ্রের দত্ত-  
সংলগ্ন পক্ষলিপ্ত সরোজিনী-পত্রের স্যায় প্রতীত  
হইতেছে । হে অতুলপ্রভাব ! দ্যাবাপৃথিবীর  
মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত,  
হে জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তি বিভো ! তুমি বিশ্বের  
স্থিতের নিমিত্ত হও । হে জগৎপতে ! তুমিই  
একমাত্র পরমার্থ। অজ্ঞ কেহ নাই । এই চরা-  
চর বন্ধুরা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমারই

\* ১. অকৃতুও—অকৃ (হোমের কুশী)

যাহার তুও (ট্রাট) । সামস্বর—সাম (সাম-  
বেদের স্বর) যাহার স্বর । প্রাণশকার—  
প্রাণশ (যজ্ঞাগ্নি স্থানের অগ্রভাগ) যাহার কায়া  
(শরীরের মধ্যভাগ, অখিল সত্ত্ব সন্ধি সমস্ত সত্ত্ব  
(দার্শন্যবাদি যজ্ঞ সকল) যাহার সন্ধি (শরীর-  
গ্রন্থি বা গাঁট) । ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম—ইষ্ট—বেদ-  
বিহিত কর্ম্ম, পূর্ত্ত—স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম ।

যদেতদ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতদ্ জ্ঞানাত্মনস্তথ ।  
প্রাপ্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥ ৩৯  
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।  
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রামান্তে মোহসংপ্রবে ॥ ৪০  
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ ।  
জ্ঞানাত্মকং প্রাপশ্যন্তি তদ্রূপং পরমেশ্বর ॥ ৪১  
প্রসীদ সর্ব সর্বাশ্বন ভবায় জগতামিমাম্ ।  
উদ্ধারোক্ষীমমোয়াশ্বন শঃ নো দেহজ্ঞলোচন ॥ ৪২  
সম্ভোদিতোহসি ভগবন গোবিন্দ পৃথিবীমিমাম্ ।  
সমুদ্রর ভবায়েশ শং নো দেহজ্ঞলোচন ॥ ৪৩  
সর্গপ্রস্তুতির্ভবতো জগতামুপকারিণী ।  
ভবত্বৈষ্য নমস্কৃত্য শং নো দেহজ্ঞলোচন ॥ ৪৪  
পবাবশ উবাচ ।

এবং সংস্কৃত্যমানোহর্থ পরমাত্মা মহীপদঃ ।  
উদ্ধার ক্ষিতিঃ ক্ষিপ্তং হস্তবান্শ্চ মহার্ঘবে ॥ ৪৫  
তস্মোপরি সমুদ্রস্তা মহতী নৌরিব স্থিতা ।  
বিততহাস্ত দেহস্তা ন মহী যতি সা প্রবম্ ॥ ৪৬

মহিমা । তুমি জ্ঞানাত্মা ; এই যে মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট  
হইতেছে, ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ ; কিন্তু  
অজ্ঞেরা জগৎকে ভ্রতময় দেখিতেছে । অবুদ্ধি-  
গণ জ্ঞানস্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থরূপে  
(স্থলরূপে) অবলোকন করত মোহসংপ্রবে  
(সংসারসাগরে) ভ্রমণ করিতেছে । হে পব-  
মেশ্বর ! যাহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধচেতা, তাহারা  
অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মক রূপ  
বলিয়া দেখেন । হে সর্বাশ্বন সর্ব ! প্রসন্ন  
হও, হে অমোয়াশ্বন ! অভ্যলোচন ! জগতের  
নিবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া  
আমাদিগকে সুখ দান কর । হে ভগবন  
গোবিন্দ ! তুমি সম্ভোদিত হইয়াছ, উদ্ধারের  
নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর ; হে  
অভ্যলোচন ! ঈশ্বর ! আমাদিগকে কল্যাণ  
দাও । তোমার সৃষ্টিপ্রস্তুতি জগতের উপ-  
কারিণী হউক । হে অভ্যলোচন ! তোমাকে  
নমস্কার । আমাদিগকে সুখী কর । ৩৫—৪৪ ।  
পবাবশর কহিলেন, পরমাত্মা মহীপদ এইরূপে  
সংস্কৃত্যমান হইয়া, ক্ষিতিকে শীঘ্র উদ্ধারিত এবং

ততঃ ক্রিতিং সমাং কৃতা পৃথিব্যাং সোহচিনোদগিরীন

যথা বিভাগং ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৭

প্রাকৃ সর্গদিক্তানখিলান্ পর্কতান পৃথিবীতলে ।

অমোঘেন প্রভাবেণ সমস্কোমোঘবাস্ত্বিতঃ ॥ ৪৮

ভূবিভাগং ততঃ কৃতা সপ্তদ্বীপা যথাতথ্যম্ ।

ভুবাদ্যাং তুরো লোকান পূর্ববৎ সমকল্পয়ঃ ॥ ৪৯

ব্রহ্মরূপধরো দেবস্ততোহসৌ রজস্বা বৃতঃ ।

চকার সৃষ্টিং ভগবাৎ তুর্লভ্যরো হরিঃ ॥ ৫০

নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ স্বজ্যানাং সর্গকর্ষণি ।

প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ স্বজ্যাত্তয়ঃ ॥ ৫১

নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈকং নাগ্নাৎ কিঞ্চিদবক্ষ্যতঃ ।

নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠে স্বশক্তা বস্ত বস্ততাম্ ॥ ৫২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমঃশে

চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মহর্গবে রক্ত করিলেন । দেহের বিস্তৃতির  
কৃত পৃথিবী নিমিত্ত না হইয়া সেই সমস্তের  
উপর মহতী নৌকার স্রায় ভাসিতে লাগিল ।  
তদন্তর অনাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান  
করিয়া, যথাবিভাগে পর্কত সকল স্থাপিত করি-  
লেন । সেই অমোঘবাস্ত্বিত, অমোঘ প্রভাবে,  
পূর্ব সৃষ্টিতে দক্ষ অখিল পর্কতকে পৃথিবীতলে  
সৃষ্টি করিয়াছিলেন । অন্তর সপ্তদ্বীপে যথাতথ্য  
ভূ বিভাগ করিয়া পূর্ববৎ ভুবাদি চতুর্লোক  
কল্পনা করিলেন । এই ব্রহ্মরূপধারী দেব  
রজোঃপারত ভগবান চতুর্মুখ হরি, তৎপরে  
সৃষ্টি করিলেন । তিনি স্বজ্য সকলের সৃষ্টিকর্ষে  
নিমিত্ত মাত্র হইলেন, যেহেতু স্বজ্য বস্তুর শক্তিই  
স্বজন বিষয়ে প্রধান কারণীভূত । সে তপস্বি-  
শ্রেষ্ঠ ! স্বজন কার্যে নিমিত্ত মাত্র ভিন্ন অস্ত  
কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায় না । বস্ত সকল  
স্ব শক্তি দ্বারাই বস্ততা প্রাপ্ত হয় ৪৫—৫২ ।

প্রথমঃশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চমোধ্যায়ঃ

মৈত্রেয় উবাচ ।

যথা সমস্কো দেবোহসৌ দেবর্ষিপিতৃদানবান ।

মনুষ্যার্থ্যাং স্বর্গাদীন ভূব্যোঃ সলিললোকসঃ ॥ ১

যদৃগুণং যৎস্বরূপঞ্চ যৎস্বভাবং জগদ্ দ্বিজ ।

সর্গাদৌ স্বষ্টবান ব্রহ্মা তান সমাচক্ষ তত্ত্বতঃ ॥ ২

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় মথরাম্যেষ শৃণু স্বসমাহিতঃ ।

যথা সমস্কো দেবোহসৌ দেবর্ষীনাং পিতৃনাং ॥ ৩

সৃষ্টিং চিত্তয়ত্তস্ত কল্পাদি যথা পুবা ।

অবুদ্ধিপূর্বকঃ সর্গঃ প্রাভূত তত্ত্বমোমঘঃ ॥ ৪

তমো মোহো মহামোহস্তামিশ্রো হৃদস্যংজিতঃ ।

অবিদ্যা পঞ্চপর্কেষা প্রাভূত তা মহাস্থানঃ ॥ ৫

পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধায়তোহ প্রতিবোধবান ।

নহিরতোহপ্রকাশঃ স ব্রহ্মাত্মা নগাত্মকঃ ॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ ! দেব ব্রহ্ম  
যে রূপে দেবর্ষি, পিতৃ, দানব, মনুষ্য, ত্রির্ষাক, ও  
ব্রহ্মাদি ভূ-ব্যোম-সলিলবাসীদিগকে সৃষ্টি করি-  
লেন এবং সর্গের আদিতে জগৎকে যদৃগুণ, যৎ-  
স্বরূপ ও যৎস্বভাব করিয়া স্বজন করিয়াছেন, তাহা  
আমাকে তত্ত্বতঃ বলুন । পরশর কহিলেন,—  
হে মৈত্রেয় ! এই দেব প্রভু যে প্রকারে দেবাদি  
সকলের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছি, সুসমা-  
হিত হইয়া শ্রবণ কর । পুরাকালে কল্পাদিতে  
যে রূপে সৃষ্টি ছিল, তিনি তাহা চিন্তা করিতে  
করিতে অবুদ্ধিপূর্বক তমোময় সর্গ প্রাভূত  
হইল । অর্থাৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র  
ও অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চপর্কী অবিদ্যা প্রাভূত  
হইল \* । তিনি সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করায়

\* তমঃ—দেহাদিতে আত্মাভিমান । মোহ—  
পুত্রাদিতে স্বাত্মাভিমান । মহামোহ—স্বর্গাদি-  
ভোগসুখ । তামিস্র—তৎপ্রতিবাতে ক্রোধ ।  
অন্ধতামিস্র—বিশেষশঙ্কায় নিত্য তদ্রক্ষণে  
অভিনিবেশ ।

মুখ্য নগা যজ্ঞোক্তা মুখ্যসর্গস্তত্ত্বয়ম্ ।  
 তং দৃষ্টসাধকং সর্গমন্ত্রদপনং পুনঃ ॥ ৭  
 তন্ত্ৰাভিধায়তঃ সর্গং তিথ্যক্শ্রোতাভ্যবর্ত্ততঃ ।  
 যদ্যপি তিথ্যক্শ্রোতঃ স তিথ্যক্শ্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ ॥  
 পঞ্চাদয়ন্ত বিখ্যাতাস্তমঃপ্রয়াঃ হবৈদিনঃ ।  
 উঃপঞ্চগ্রাহিণৈঃব তেহজ্ঞানো জ্ঞানমানিনঃ ॥ ৯  
 অহঙ্কৃত অহংমান অষ্টাবিংশদ্বাঙ্গকাঃ ।  
 যন্তপ্রকাশান্তে সর্গে আকৃতাঃ পরস্পরম্ ॥ ১০  
 তমপ্যসাধকং মত্যা ধ্যায়তোহস্তান্ততোহভবৎ ।  
 উক্তশ্রোতাত্তীয়স্ত সাত্ত্বিকোক্তিমবর্ত্ততঃ ॥ ১১  
 তে সুখপ্রীতিবহলা বহিরন্তস্তানবৃত্তাঃ ।  
 প্রকাশা বহিরন্তঃ উক্তশ্রোতোভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২  
 তৃষ্টাঙ্গনতৃতীয়স্ত দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ।  
 তন্মিদং সর্গেভবৎ প্রীতিনিপ্পন্ন ব্রহ্মণস্তদা ॥ ১৩  
 ততোহস্তং স তদা দধ্যো সাধকং সর্গমুদ্ভবম্ ।  
 অসাধকাস্ত তান জ্ঞাত্যা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান ॥ ১৪  
 তথাভিধায়তস্তস্ত সত্যভিধায়িনস্ততঃ ।

অপ্রতিবোধবান, বহিরন্তঃপ্রকাশক ও সংরক্তা  
 (মুদ্রস্তাব) নগাস্বক সৃষ্টি পঞ্চা অবস্থিত  
 হইল। নগ (স্থাবর) সকল মুখ্য (ব্রহ্মার  
 প্রথম সৃষ্টি)। এজন্ত ইহার নাম মুখ্য সর্গ।  
 একে অসাধক দেখিয়া পুনঃ অত্র সর্গধ্যান  
 করিলেন; তাহাতে তিথ্যক্শ্রোতা উৎপন্ন হইল।  
 এই সর্গ তিথ্যক্শ্রোত (আহারসম্পদের জীবিত)  
 বলিয়া তিথ্যক্শ্রোত নামে খ্যাত। তাহারা  
 সকলেই তমঃপ্রায়, অবৈদী (অনুসন্ধানশূন্য),  
 উঃপঞ্চগ্রাহী, অজ্ঞান জ্ঞানমানী, অহঙ্কৃত,  
 অহংমান, অষ্টাবিংশদ্বাঙ্গক, অন্তঃপ্রকাশ এবং  
 পরস্পর আবৃত পঞ্চাদি। ১—১০। তাহা-  
 দিককেও অসাধক, বিবেচনা করিয়া অত্র সৃষ্টি  
 ধ্যান করিলে উক্তবাসী উক্তশ্রোতা সাত্ত্বিক  
 তৃতীয় সর্গ হইল। তাহারা সুখপ্রীতিবহল,  
 বহিরন্তঃ অনাবৃত (অতএব) বহিরন্তঃ প্রকাশ।  
 এই সর্গ তৃষ্টাঙ্গ্য ব্রহ্মার তৃতীয় দেব-সর্গ  
 নামে স্মৃত; তাহা নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার  
 প্রীতি জন্মিয়াছিল। তদনন্তর তিনি মুখ্য  
 সর্গাদিসম্ভব সকলকে অসাধক জানিয়া অপর

প্রাহর্যভূব চাব্যক্তানর্কাক্শ্রোতস্ত সাধকম্ ॥ ১৫  
 যদ্যদর্কাক্শ্রোতঃ প্রবর্ত্ততে ততোহর্কাক্শ্রোতাস্ততঃ ॥  
 তে চ প্রকাশবহলাস্তমোদিত্য রজোবিকাঃ ॥ ১৬  
 তদ্যঃ তে দুঃখবহলা ভূয়োভূয়ঃ কারিণঃ ।  
 প্রকাশা বহিরন্তঃ মনুষ্যাঃ সাধকাঃ তে ॥ ১৭  
 ইত্যেতে কথিতাঃ সর্গাঃ মড়্র মূনিসন্তমঃ ।  
 প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্ত সঃ ॥ ১৮  
 তস্মাত্রাণাং দ্বিতীয়ঃ ভূতসর্গস্ত স স্মৃতঃ ।  
 বৈকারিকতৃতীয়স্ত সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯  
 ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ সমুত্তো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ।  
 মুখ্যসর্গঃ তুর্লভঃ মুখ্যো বৈ স্বাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০  
 তিথ্যক্শ্রোতাস্ত বঃ প্রোক্তস্তৈর্দধ্যায়োক্তাঃ সউচ্যতে  
 উক্তশ্রোতাস্ততঃ যষ্ঠা দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥ ২১  
 ততোহর্কাক্শ্রোতাস্ত সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষ্যঃ ।  
 অষ্টমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসঃ স ॥ ২২  
 পঠ্যতে বৈকৃতঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্ত ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।

উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন। সত্যভি-  
 ধায়ী তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে অবান্ত (মায়্য)  
 হইতে অর্কাক্শ্রোতা সাধক (মনুষ্য) প্রাহর্যভূত  
 হইল। অর্কাক্ (অধঃপ্রবিষ্ট আহারে জীবিত)  
 বলিয়া অর্কাক্শ্রোত বলা যায়। তাহারা  
 প্রকাশবহল, তমোদিত ও রজোবিকারী; এই হেতু  
 মনুষ্যেরা দুঃখবহল, ভূয়োভূয়ঃ কামকারী, বহি-  
 রন্তঃপ্রকাশ ও সাধক। হে মূনিসন্তম! এই  
 মড়্রবিধ সৃষ্টি কথিত হইল। মহন্তস্ত ব্রহ্মার  
 প্রথম সৃষ্টি বলিয়া বিজ্ঞেয়। তস্মাত্রা সকলের  
 সৃষ্টি দ্বিতীয়, তাহা ভূতসর্গ নামে স্মৃত। বৈকা-  
 রিক তৃতীয় সর্গ, ঐন্দ্রিয়িক শব্দে কথিত। এই  
 ত্রিবিধ সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক (আবিদ্যা প্রকৃতি-  
 সমুৎপন্ন)। মুখ্য স্বাবর সর্গ চতুর্থ। তিথ্যক্-  
 শ্রোতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তৈথ্যক্শ্রোত  
 নামে কথিত পঞ্চম সর্গ। তৎপরে উক্তশ্রোতা  
 যষ্ঠ; তাহা দেব সর্গ বলিয়া খ্যাত। তদনন্তর  
 অর্কাক্শ্রোতা মানুষ্য সর্গ সপ্তম। অষ্টম সর্গের  
 নাম অনুগ্রহ, ইহা সাত্ত্বিক ও তামস। এই পঞ্চ  
 সর্গ বৈকৃত এবং শূন্য সর্গের স্রষ্টা

প্রাকৃতো বৈরুতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ ॥২৩  
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ ।  
প্রাকৃতো বৈরুতশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ ।  
স্বজতো জগদীশস্ত কিমত্য়ং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৪  
মৈত্রেয় উবাচ ।  
সংক্ষেপাং কথিতঃ সর্গো দেবাদীনাম্ মূনে ত্বয়া ।  
বিস্তার্য শ্রোতুমিচ্ছামি হস্তো মূনিবরোত্তম ॥ ২৫  
পরশর উবাচ ।  
কর্ষাতির্ভাবিতাঃ পূর্বে কুশলাবশলৈস্ত ত্যঃ ।  
খ্যাতা তয়া হনিম্মুক্তাঃ সংহারে হ্যপসংজ্ঞতাঃ ॥২৬  
স্বাবরাস্তাঃ সুরাদ্যস্ত প্রজা ব্রহ্মাণ্ডচতুর্বিধাঃ ।  
ব্রহ্মণঃ কুর্যতঃ সৃষ্টিং জঙ্ঘিরে মানসাস্ত ত্যঃ ॥২৭  
অতো দেবাসুরপিতৃন মানসং চ চতুষ্টয়ম্ ।  
সিস্থস্মুরভ্যংহেতানি সমাখ্যানমযুযুতং ॥ ২৮  
যুক্তাশ্বিনস্তমোমাত্রা উদ্ভিক্তাভূং প্রজাপতেঃ ।  
সিস্থকোজ্জ্বনাং পূর্বমমুরা জঙ্ঘিরে ততঃ ॥২৯

প্রাকৃত ও বৈরুত যোগে সর্গ অষ্টবিধ । তেঁমার  
সনৎকুমারদি সর্গ নবমঃ এই সকল সর্গ  
জগতের মূল হেতু । প্রজাপতির এই নব  
সর্গ সমাখ্যাত হইল। জগদীশ্বরের স্বজনের  
বিষয় অত্য় কি শুনিতে ইচ্ছা কর ৭ ১১-১৫ ।  
মৈত্রেয় কহিলেন, হে মূনিবরোত্তম । আপনি  
সংক্ষেপে দেবাদির সৃষ্টি কহিলেন, কিন্তু  
আপনার নিকট বিস্তার রূপে শুনিতে ইচ্ছা  
করি। পরশর কহিলেন, প্রজা সকল  
কুশলাবশল প্রাক্তন কর্ষে অভিভাবিত, এজন্ত  
তাহারা সংহার কালে উপসংজ্ঞত হইলেও  
সেই খ্যাতি ( তত্ত্বং কর্ষানুসারিণী বুদ্ধি ) তাহা-  
দিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে না । হে  
ব্রহ্মন ! ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে সুরাদি ও স্বাবরাস্ত  
চতুর্বিধ প্রজা পূর্বোক্ত বুদ্ধি (সংস্কার) সহ  
উৎপন্ন হইল । ইহারা সকলেই মানস ; কারণ  
ব্রহ্মার ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপত্তি হয় । অন-  
ন্তর তিনি দেব, অসুর, পিতৃ ও মানুষ্য অন্তঃ-  
সংজ্ঞক এই প্রজাতত্ত্বের সিস্থস্মু হইয়া সৃষ্টি-  
কাৰ্য্যে কীর শরীর যোজনা করিলেন । প্রজা-  
পতি এইরূপে যুক্তাশ্বা হইলেন ( সৃষ্ট সকলের

উৎসসংজ্ঞক তত্ত্বান্ত অমোমাত্রাস্থিকং তনুম্ ।  
স। তু ত্যক্তা তজন্তেন মৈত্রেয়াভূতবিভাবরী ॥ ৩০  
সিস্থস্মুরভ্যংহেতুঃ প্রীতিমাপ ততঃ সুরাঃ ।  
সঙ্কোজ্জিতাঃ সমুভূতা মুখতো ব্রহ্মণো দ্বিজ ॥ ৩১  
তাক্তা স। তু তনুন্তেন সত্ত্বপ্রায়মভূদ দিনম্ ।  
ততো হি বলিনো রাত্রাবমুরা দেবতা দিবা ॥ ৩২  
সত্ত্বমাত্রাস্থিকামেব ততোহগ্ন্যাং জগাহে তনুম্ ।  
পিতৃবশন্তমানস্ত পিতরন্তস্ত জঙ্ঘিরে ॥ ৩৩  
উৎসসংজ্ঞক পিতৃন সৃষ্টা তত্ত্বামপি স প্রভূঃ ।  
স। চোৎসৃষ্টাভবং সন্ধ্যা দিননক্তান্তরন্তিতঃ ॥ ৩৪  
রজোমাত্রাস্থিকামগ্ন্যাং জগাহে স তনুং ততঃ ।  
রজোমাত্রোংকটা জাতা মনুষ্যা দ্বিজসন্তম ॥ ৩৫  
তামপ্যাগ্ন স তত্যাগ তনুং সদ্যঃ প্রজাপতিঃ ।  
জ্যোঃ স্না হমভবং সাপি প্রাকৃসন্ধ্যা যান্তিবিদ্যতে ॥  
জ্যোঃ স্নায়ামেব বলিনো মনুষ্যাঃ পিতরন্তস্তা ।  
মৈত্রেয় সন্ধ্যাসময়ে তন্মাদেতে ভবন্তি বৈ ॥ ৩৬

অদৃষ্ট বশতঃ ) অমোমাত্রা উদ্ভিক্ত হইল এবং  
সিস্থস্মুর ভবন হইতে প্রথমে অসুরগণ জন্মিল ।  
হে মৈত্রেয় ! তদন্তর তিনি সেই অমোমাত্রা-  
স্থিকা তনু ( তমোময় ভাব ) ত্যাগ করিলেন,  
সেই অমোমাত্রা পরিত্যক্ত হইয়া বিভাবরী হইয়  
গেল । হে দ্বিজ ! তখন সিস্থস্মু ব্রহ্মা অগ্ন  
দেহস্থ ( সাদ্বিক ভাবে স্থিত ) হইয়া প্রীত হই  
লেন । তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে সঙ্কোজ্জিত  
সুরগণ সমুভূত হইল । ৩০তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত  
সেই তনু সত্ত্বপ্রায় দিন হইয়া গেল । এইজন্ত  
অসুরেরা রাত্রিতে ও দেবতাগণ দিব্য বলবান ।  
অনন্তর সত্ত্বমাত্রাস্থিকা অগ্ন তনু গ্রহণ করিলেন,  
তাহাতে তাঁহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জন্মিলেন ।  
প্রভু, পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই তনু ত্যাগ  
করিলে, উহা পরিত্যক্ত হইয়া দিব্যাত্রির অত  
বর্তিনী সন্ধ্যা হইয়া গেল । হে দ্বিজসন্তম  
তখন তিনি রজোমাত্রাস্থিকা অগ্ন তনু গ্রহণ  
করিলেন, তাহাতে রজোমাত্রোংকট মনুষ্যের  
জন্মিল । প্রজাপতি সেই দেহকে সদ্য ত্যাগ  
করিলেন । তাহা জ্যোঃ স্না হইয়া গেল, যাহাকে  
প্রাকৃসন্ধ্যা ( প্রাতঃকাল ) বলা হয় । হে মৈত্রেয়

জ্যোৎস্না রাত্রাহীনী সন্ধ্যা চতুর্থোতানি বৈ প্রভোঃ ।  
ব্রহ্মণস্ত শরীরানি ত্রিগুণোপাশ্রয়ানি তু ॥ ৩৮  
রজোমাত্রাশ্রিকামেব ততোহুত্যাং জগৎ তন্মু ।  
ততঃ ক্ষুদ্রব্রহ্মণো জাতা জজ্ঞে কোপন্তয়া ততঃ ॥  
ক্ষুৎক্ষামানস্কারেহুত্ব সোহসৃজদ্ ভগবাংস্ততঃ ।  
বিক্রীপাঃ শাশ্বলা জাতাস্তেহুত্বাধাবংস্ততঃ প্রভূমু ॥  
মৈবং ভো রক্ষ্যতামেব যৈরুতং রাক্ষসাস্ত তে ।  
উচুঃ খাদাম ইত্যন্তে যে তে যক্ষাস্ত যক্ষণাং ॥ ৪১  
অপ্রিয়ানথ তান দৃষ্টা কেশাঃ নীধাতু বেধসঃ ।  
হীনাস্চ শিরসো ভয়ঃ সমারোহস্ত তচ্ছিরঃ ॥ ৪২  
সপর্ণাং ভেহভবন সপর্ণা হীনদ্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ ।  
ততঃ ক্রুদ্ধো জগৎস্রষ্টা ক্রোধাত্মনো বিনির্মমে ৪৩  
বর্নেন কপিশেনোগ্রো ভূতাস্তে পিশিতাশনাঃ ।  
বয়স্তো গাং সমুৎপন্ন গন্ধকাংস্তস্ত তংক্ষণাং ॥ ৪৪  
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচঃ গন্ধকাংস্তেন তে দ্বিজ ।

এইজগতই মনুষ্য সকল প্রাতঃকালে ও পিণ্ডগণ  
সন্ধ্যার সময় বলশালী হন । ত্রিগুণোপাশ্রয়  
জ্যোৎস্না, রাত্রি, অহঃ ও সন্ধ্যা এই চারিটা প্রভু  
ব্রহ্মার শরীর । ২৫—৩৮ । তাহার পর রজো-  
মাত্রাশ্রিক অস্ত তন্মু গ্রহণ করিলে ব্রহ্মার ক্ষুধা  
ও কোপ জন্মিল ; সেই ভগবান ক্ষুধাবাপ্ত  
হইয়া অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন ।  
তাহারা বিক্রপ, শাশ্বল ও প্রভূকে ভক্ষণ করিতে  
গাংবান হইল । তন্মধ্যে যাহারা কহিল ; ওহে  
একপ করিও না । ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা  
রাক্ষস এবং যাহারা বলিল, খাইতেছি, তাহারা  
যক্ষণ (ভক্ষণার্থবসায়) জগত যক্ষ নামে খ্যাত ।  
সেই অপ্রিয় সকলকে দেখিয়া বেধার কেশ সকল  
শিরোহীন হইয়া পুনর্বার তাঁহার মস্তকে আরো-  
হণ করিল । সপর্ণ (শিরঃসমারোহণ) জগত  
তাহারা সপর্ণ হইল এবং হীনহ হেতু উহাদের  
নাম অহি ; তখন জগৎস্রষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা-  
দিগকে ক্রোধাত্মক করিলেন । উহারা কপিশ-  
বর্ণ, উগ্র ও ম্যাংসাশী । তৎপরে তাঁহার শরীর  
হইতে তংক্ষণাং গন্ধকীর উৎপত্তি হইল ; যে  
দ্বিজ ! ইহারা গো (বাক্য বা গীতি) বন  
(উচ্চারণ বা গান) করিতে করিতে জন্মিল

এতানি সৃষ্টা ভগবান ব্রহ্মা তচ্ছক্তিনোদিতঃ ॥ ৪৫  
ততঃ স্বচ্ছন্দতোহুত্যানি বয়াংসি বয়সোহসৃজৎ ।  
অবয়ো রক্ষসঃক্ষে মুখতোহুজাঃ স সৃষ্টবান ॥ ৪৬  
সৃষ্টবানুদরাদ্ গাংস্ পার্শ্বাভ্যাক্ প্রজাপতিঃ ।  
পদভ্যামগ্নান সমাতঙ্গান শরভান গবয়ান মৃগান ॥  
উষ্ট্রানশ্বতরাং চৈব গ্রহুংস্ত্যাংস্চ জাতয়ঃ ।  
ওষধাঃ ফলমূলিত্রো রোমভ্যস্তস্ত জন্তিরে ॥ ৪৮  
ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা কলস্তাদৌ দ্বিজোত্তম ।  
সৃষ্টা পশোষধীঃ সমাগ্যুযোজ স তদাধরে ॥ ৪৯  
গৌরজঃ পুরুষা মেঘা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ ।  
এতান গ্রাম্যান পশুন প্রাহরারণ্যাংস্চ নিবোধ মে  
স্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপক্ষমঃ ।  
ঔদকঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্ত সরীসৃপাঃ ॥ ৫১  
গায়ত্রক ঋচশ্চৈব ত্রিবাংস্ত্যামং রথন্তরম্ ।  
অগ্নিষ্টোমক যজ্ঞানাং নির্যমে প্রথমানুখ্যং ॥ ৫২  
যজুযিৎ ত্রেষ্টুতং চন্দস্ত্যামং পঞ্চদশং তথা ।  
বৃহৎ সাম তথোক্তক দক্ষিণাদসৃজানুখ্যং ॥ ৫৩

বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত । ভগবান ব্রহ্মা  
তৎশক্তি প্রেরিত হইয়া এই সকলের স্বজন-  
পূর্ব্বক সচ্ছন্দতঃ (তত্ত্বকর্ম্মবশোৎপন্ন ব্যক্তি  
দ্বারা) বয়ঃ হইতে বয়ঃ (পক্ষিজাতি), বক্ষঃ হইতে  
অবয় (মেঘজাতি) ও মুখ হইতে অজের সৃষ্টি  
করিলেন । প্রজাপতি উদর ও পার্শ্বদ্বয় হইতে  
গোজাতি এবং পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ,  
শরভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, গ্রহু ও অগ্নাত  
ভিধ্যাক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন । তাঁহার লোম  
হইতে ফলমূলশালী ওষধি জন্মিল । হে দ্বিজো-  
ত্তম ! তিনি কল্পাদিতে পশোষধীর স্বজন করিয়া  
পরে ত্রেতাযুগ মুখে (আরম্ভকালে) উহাদিগকে  
যজ্ঞে যোজনা করিলেন । গো, অজ, মেঘ,  
অশ্ব, অশ্বতর ও খর এই সকলকে গ্রাম্যপশু  
কহা যায় । আরণ্যগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ  
কর ; স্বাপদ (ব্যাবাদি), দ্বিখুর, হস্তী, বানর,  
পক্ষী, ঔদক (কুম্ভাদি) ও সরীসৃপ । ৩৯—৫১ ।  
প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবাংস্ত্যাম,  
রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নির্যমণ করিলেন ।  
দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ, পঞ্চদশ, চন্দ্রোত্তম



সামানি জগতীচ্ছন্দঃস্তোমঃ সপ্তদশং তথা ।  
 বৈরুপমতিরাত্রক পশ্চিমাঙ্গস্বজমুখাং ॥ ৫৩  
 একবিংশমথর্কানমাশুধামাণমেব চ ।  
 অনুষ্টুভং স বৈরাজম্ উত্তরাদস্বজমুখাং ॥ ৫৫  
 উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্ত জজ্ঞিরে ।  
 দেবাস্থরপিতৃন সৃষ্টা মনুষ্যাং ৫৮ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৬  
 ভক্তঃ পুনঃ সমর্জ্যাদো স কল্পয় পিতামহঃ ।  
 যক্ষান পিশাচান গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসংগণান ॥ ৫৭  
 নরকিরররক্ষাংসি বয়ঃপশুমাংগারগান ।  
 অব্যয়ক ব্যরকৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্ ॥ ৫৮  
 তং সমর্জ্য তদা ব্রহ্ম ভগবানাদিকৃৎ বিভূঃ ।  
 তেষাং যে যানি কশ্মাণি প্রাকৃসৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে  
 তাশ্চেব তে প্রপদ্যন্তে সজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ।  
 হিংস্রাহিংস্রে মহাক্রুরে ধর্ম্মাধর্ম্মাকৃতানুভে ।  
 তদভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাং তং তস্ত রোচতে ॥  
 ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভূঃ ।  
 নানাভং বিনিয়োগকঃ ধাত্তেব ব্যসৃজং স্যমম্ ॥ ৬১  
 নাম রূপক ভূতানাং কৃতানাক্ষ প্রপক্কনম্ ।

স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ স্বজন করিলেন ;  
 পশ্চিম মুখ হইতে সকল সাম সপ্তদশ  
 জগতীচ্ছন্দঃস্তোম, বৈরুপ ও অতিরাত্র স্বজন  
 করিলেন । উত্তর মুখ হইতে একবিংশ  
 অনুষ্টুভচ্ছন্দঃস্তোম, অথর্ব্ববেদ, সোমসংস্থা ও  
 বৈরাজ স্বজন করিলেন । তাহার গাত্র হইতে  
 সমস্ত উচ্চাবচ ভূতের উদ্ভব হইয়াছে ।  
 আদিকৃৎ ভগবান বিভূ প্রজাপতি দেব, অশ্বর,  
 পিতৃ ও মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া; কল্পের আদিতে  
 পুনর্বার যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অগ্নি, নর, কিন্নর,  
 রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও উরগ প্রভৃতি প্রবাহ-  
 রূপে নিত্য বা অনিত্য স্থাণুজঙ্গমময় এই সমুদয়  
 জগতের স্বজন করিয়াছেন । প্রাকৃ সৃষ্টিতে  
 যাহার যাহা কৰ্ম্ম ছিল, পুনঃপুনঃ সজ্যমান  
 হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল ;  
 হিংস্রাহিংস্র, মহাক্রুর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ধাতনুত প্রভৃতি  
 ভাব প্রাপ্ত হইল, এজন্ত সেই সেই ভাবেই  
 তাহাদের অস্তিত্ব চি । 'এইরূপে সেই বিধাতাই  
 ইন্দ্রিয়ার্থ (মোহারাতি) ভূত (জীব) ও শরী-

বেদশাক্তো এবাদো দেবাদীন্যাকার সঃ ॥ ৬২  
 স্ববীণাং নামধেয়ানি যথা বেদশক্তানি বৈ ।  
 যথানিয়োগযোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোহকরোং ॥ ৬৩  
 যথর্ত্ত্বকুলিঙ্গানি নানারূপাণি পথ্যে ।  
 দৃশ্যন্তে তানি তাশ্চেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ৬৪  
 করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদো স পুনঃপুনঃ ।  
 সিসৃক্ষাশক্তিমুক্তোহসৌ সজ্যশক্তিপ্রচোদিতঃ ॥ ৬৫  
 ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫৥

### ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

অর্কাক্রোশোতর্ক কথিতো ভবত্য যন্ত মানুষঃ ।  
 ব্রহ্মণ বিস্তরতে কহি ব্রহ্মা তমসৃজদ্ যথা ॥ ১  
 যথা চ বর্ণনসৃজদ্ যদৃগুণাং ৮ মহামুনে ।  
 যচ্চ তেষাং স্মৃতং কশ্চ বিপ্রাদীনাং তদুচ্যতাম্ ॥

রের বিষয় নানাঃ বিনিয়োগ করিলেন । তিনি  
 বেদান্তসারে দেবাদি ভূতের নাম ও কার্য্যাবভাগ  
 নিরূপণ করিলেন ; স্ববি সকলকে যথা নিয়োগ-  
 যোগ্য ও যথা বেদশ্রুত নাম দিলেন । স্বভূর  
 পথ্যায় ( পুনরাবর্ত্তি ) হইলে যেমন পূর্ব্ববৎ স্বভূ-  
 চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতে দেবাদি  
 ভাবের উৎপত্তিও সেইরূপ । 'সিসৃক্ষ-শক্তিযুক্ত  
 ব্রহ্মা কল্পাদিতে সজ্যশক্তিপ্রেরিত হইয়া এই  
 প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৫২—৬৫ ॥

প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে ব্রহ্মণ !  
 আপনি অর্কাক্রোশোত মনুষ্যের কথা কহিলেন ;  
 তাহাকে ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিলেন, তাহা  
 বিস্তারপূর্ব্বক বলুন । যে যে গুণবিশিষ্ট করিয়া বর্ণ  
 সকলের স্বজন করিয়াছেন এবং সেই বিপ্রাদি

পরশর উবাচ ।

সত্যাত্মিয়ানঃ পূৰ্ণং সিংহকোৰ্দ্ধক্ষণো জগৎ ।  
অজায়ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সজ্জোদিত্তা মুখাং প্রজাঃ ॥ ৩  
বক্ষসে। রজসোদিত্তাস্থা বৈ ব্রক্ষণোভবন ।  
রজসা তমসা চৈব সমুদিত্তাস্থথোকুজাঃ ॥ ৪  
গুহ্যামগাঃ প্রজা ব্রক্ষা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম ।  
তমঃপ্রধানাস্থাঃ সৰ্বাচাতুর্কর্ণ্যমিদং ততঃ ॥ ৫  
ব্রাক্ষণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈগাঃ শূদ্রাঃ দ্বিজসত্তম ।  
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতঃ সমুদিত্তাঃ ॥ ৬  
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সৰ্বমেতদ ব্রক্ষা চকার বৈ ।  
চাতুর্কর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞসাধনমুত্তমম্ ॥ ৭  
যজ্ঞরূপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যাঃসর্গেণ বৈ প্রজাঃ ।  
আপ্যায়ন্তে ধর্ম্যজ্ঞ যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ ॥ ৮  
নিষ্পাদ্যন্তে নরৈস্তৈস্ত স্বধর্ম্মাভিরিতৈস্ততঃ ।  
বিশুদ্ধাচরণেপেতৈঃ সন্তিঃ সমার্গগামিভিঃ ॥ ৯  
স্বর্গাপবর্গে। মানুষ্যাং প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনৈ ।  
যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্যন্তি মনুজা দ্বিজ ॥ ১০  
প্রজাস্থা ব্রক্ষণা স্বস্বাচাতুর্কর্ণ্যাবাবস্থিতৌ ।  
সম্যক্প্রজ্ঞাসমীচারঃপ্রবণঃ মুনিসত্তম ॥ ১১

বর্ণের যাহা কর্তব্য কর্ম, তাহা বলুন । পরশর  
কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সত্যাত্মিয়ানী জগৎ-  
সিংহকু ব্রক্ষার মুখ হইতে প্রথমে রজোদিত্ত  
প্রজাগণ জন্মিয়াছে । বক্ষঃ হইতে রজোদিত্ত  
প্রজা সকল উৎপন্ন, রজঃ ও তম-উদ্ভিজেরা  
উরুজ ১-৪। হে দ্বিজসত্তম ! ব্রক্ষা পাদদ্বয় হইতে  
তমঃপ্রধান অথ প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন । তাহা-  
তেই এই চাতুর্কর্ণ্য । ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ ও  
শূদ্র—মুখ, বক্ষঃস্থল, উরু ও পাদ হইতে সমু-  
দিত্ত । হে মহাভাগ ! ব্রক্ষী যজ্ঞনিষ্পত্তির  
নিমিত্তই এই উত্তম যজ্ঞসাধন চাতুর্কর্ণ্য করিয়া-  
ছেন । হে ধর্ম্মজ্ঞ ! দেবগণ যজ্ঞে আপ্যায়িত  
হইয়া বৃষ্ট্যাঃসর্গ দ্বারা প্রজা সকলকে আপ্যায়িত  
করেন, যজ্ঞ কল্যাণের হেতু । স্বধর্ম্মানরিত  
বিশুদ্ধাচরণেপেত সমার্গগামী সং নরগণ কর্তৃক  
যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয় । হে মুনৈ ! যজ্ঞ হইতে  
মনুষ্য স্বর্গাপবর্গ প্রাপ্ত হইবেন এবং যথাভিরুচিত  
স্থানে গমন করিয়া থাকেন । হে মুনিসত্তম !

যথেক্ষাবাসনিরতাঃ সর্ববাধাবিবর্জিতাঃ ।  
শুদ্ধাত্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্কানুষ্ঠাননির্মলাঃ ॥ ১২  
শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃসংস্থিতে হরৌ ।  
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যতি বিশ্বগাং যেন তংপদম্ ॥ ১৩  
ততঃ কালান্তকো যোহসৌ স চাংশঃ কথিতো হরৈঃ  
স পাতয়ত্যাং যোরমজ্ঞমজ্ঞানসারবৎ ॥ ১৪  
অধর্ম্মবীজসত্ত্বং তমোলোভসমুদ্ভবম্ ।  
প্রজাহু তাহু মৈত্রেয় রাগাদিকমসাধকম্ ॥ ১৫  
ততঃ সা সহজা সিদ্ধিস্তেভ্যাং নতীব জায়তে ।  
রসোল্লাসাদয়শ্চাত্তাঃ সিদ্ধয়োহষ্টৌ ভবন্তি যাঃ ॥ ১৬  
তাহু ক্ষীণশেষেবাহু বর্দ্ধমানে চ পাতক ।  
দন্দাভিভবহুঃখার্ভাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ ॥ ১৭  
ততো দুর্গাণি তাঃকুরুর্কার্কং পার্কতমোদকম্ ।  
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্কটিকাদিকম্ ॥ ১৮  
গৃহাণি চ যথাশ্রায়ং তেন চকুঃ পুরাদিষু ।  
নীতাতপাদিবাধানাং প্রশমায় মহামুনে ॥ ১৯  
প্রতীকারমিদং কুত্ৰা নীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ ।

ব্রক্ষা চাতুর্কর্ণ্যাবাবস্থিতর নিমিত্ত সম্যক্ ব্রক্ষা-  
চারসম্পন্ন, যথেক্ষাবাসনিরত, সর্ববাধাবিবর্জিত,  
শুদ্ধাত্তঃকরণ শুদ্ধ ও সর্কানুষ্ঠানে নির্মল  
সেই প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহাদের  
মন শুদ্ধ হইলে এবং শুদ্ধাত্তঃকরণে হরি  
সংস্থিত হইলে শুদ্ধজ্ঞান জন্মে ; তদ্বারা  
তাহারা বিশ্বর বিশ্বগা পদ দেখিতে পান । হে  
মৈত্রেয় ! তদন্তর হরির যে-কালান্তক অংশের  
কথা বলা হইয়াছে, সে এই সকল প্রজাতে,  
অজ্ঞানসারবৎ অধর্ম্মবীজসত্ত্ব তমোলোভসমুদ্ভব  
অসাধক রাগাদি যোর পাপের নিক্ষেপ ( সংহার )  
করে । ৫—১৫। তাহাতে তাহাদের সেই  
সহজ সিদ্ধি এবং রসোল্লাসাদি অষ্টসিদ্ধি সম্যক্  
রূপে জন্মে না । সিদ্ধি সকল ক্ষীণ ও পাতক  
বর্দ্ধমান হইলে প্রজা সকল দন্দাভিভব দুঃখে  
আর্ভ হয় । হে মহামুনে ! তৎপরে তাহারা  
বাক্ষ, পার্কত, উদক, আদি স্বাভাবিক ও প্রাকা-  
রাদি কৃত্রিম দুর্গ, পুর, খর্কটিক প্রভৃতি স্থাপিত  
এবং নীতাতপাদি বাধা প্রশমের জন্ত তাহাতে  
যথাশ্রায়ে গৃহাদি নির্মাণ করিল, প্রজাগণ

বার্ত্তোপায়ং ততশ্চতুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কৰ্ম্মজাম্ ॥ ২০ ॥  
 ত্রীহয়শ্চ যবাত্শ্চৈব গোধূমা অববন্তিলঃ ।  
 প্রিয়ঙ্গবো হ্যদার্যাশ্চ কোরদ্যাঃ সচীর্ণকাঃ ॥ ২১ ॥  
 মাষা মুগা মস্তরাশ্চ নিস্পাৰাঃ সকুলখকাঃ ।  
 আঢ্যকাশ্চর্ণকাশ্চৈব শণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥ ২২ ॥  
 ইত্যেতাশ্চৈবধীনাস্ত গ্রাম্যাণাং জাতয়ো মুনে ।  
 ওষধ্যা যজ্ঞিরাশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ ॥ ২৩ ॥  
 ত্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অববন্তিলাঃ ।  
 প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হেতা অষ্টমাস্ত কুলখকাঃ ॥ ২৪ ॥  
 শ্রামাকাস্তথ নীবারা জর্তিলাঃ সগবেধুকাঃ ।  
 তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তান্তদ্বয়কটিকা মুনে ॥ ২৫ ॥  
 গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হেতা ওষধ্যস্ত চতুর্দশ ।  
 যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে যজ্ঞস্তথাসাং হেতুরুদ্ভবঃ ॥ ২৬ ॥  
 এতাশ্চ সহ যজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্ ।  
 পরাপরবিদঃ প্রোক্তান্ততো যজ্ঞান বিতম্বতে ॥ ২৭ ॥  
 অহস্তহস্তনুষ্ঠানং যজ্ঞানাং মুনিসত্তম ।  
 উপকারকরং পুংসাং ক্রিয়মাণস্ত শাস্তিদম্ ॥ ২৮ ॥  
 যেযান্ত কালরূপোহসৌ পাপবিন্দুর্মহামতে ।  
 চেতঃস্থ ধরুধে চক্রস্তে ন যজ্ঞেযু মানসম্ ॥ ২৯ ॥

শীতাদির এইরূপ প্রতীকার করিয়া কৰ্ম্মজাত বর্ত্তোপায় (রুখাদি) ও হস্তসিদ্ধি (ভূতি-জীবিকার) সৃষ্টি করিয়াছে। হে মুনে! ত্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কোরদ্য, চীনক, মাষ, মুগা, মস্তর, নিস্পাৰ (শিজ্যা) কুলখক, আঢ্যকা, চর্ণক ও শণ এই সপ্তদশ জাতীয় ওষধী গ্রাম্য। ত্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলখক, শ্রামাক, নীবার, জর্তিল, গবেধুক, বেণুযব ও মর্কটক গ্রাম্যারণ্য এই চতুর্দশ ওষধী যজ্ঞীয় (যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত স্মৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের হেতু (রুষ্টি দ্বারা উৎপাদক)। ১৬—২৬। ইহারা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধিহেতু), এজন্ত পরাবরবিদ প্রোক্তেরা যজ্ঞবিস্তার করিয়া থাকেন। হে মুনি-সত্তম! যজ্ঞ সকলের প্রাভ্যাহিক অনুষ্ঠান, মনুষ্যগণের উপকারক এবং ক্রিয়মাণ পঞ্চস্থনা-রূপ পাপের শাস্তিপ্রদ! হে মহামতে! যাহাদের অভ্যন্তর এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি হয়,

বেদব্যাংস্তথ। বেদান্ যজ্ঞনিষ্পাদকঞ্চ যৎ ।  
 তং সৰ্ব্বং নিষদমানান্তে যজ্ঞকামেধকাধিনঃ ॥ ৩০ ॥  
 প্ররুত্তিমার্গব্যুচ্ছিত্তি-কারিণো বেদনিষ্পদকাঃ ।  
 হুরাস্তানো হুরাচার্য্য বভূবুঃ কুটিলশয়াঃ ॥ ৩১ ॥  
 সংসিদ্ধায়ান্ত বর্ত্তায়ং প্রজাঃ সৃষ্টা প্রজাপতিঃ ।  
 মৰ্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাশুণম্ ॥ ৩২ ॥  
 বর্ণনামাপ্রমাণাঞ্চ ধৰ্ম্মান্ ধৰ্ম্মভূতাং বর ।  
 লোকাংশ্চ সৰ্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ ধৰ্ম্মানুপালিনাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্ ।  
 স্থানমৈল্লং ক্রত্বিয়াণাং সংগ্রামেষুনিবর্তিনাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বৈশ্বান্নাং মারুতং স্থানং স্বধৰ্ম্মমনুবর্তিনাম্ ।  
 গাক্কৰ্ষং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্যাণুবর্তিনাম্ ॥ ৩৫ ॥  
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনাং মুক্তিরেতসাম্ ।  
 স্মৃতং তেষাং মরুৎস্থানং তদেব গুহুর্বাসিনাম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সপ্তর্ষীগন্ত যৎ স্থানং স্মৃতং তদ বৈ বনোকসাম্ ।  
 প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং শ্রাসিনাং ব্রহ্মসংজিতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 যোগিনামমৃতং স্থানং যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।

তাহারা যজ্ঞে মনোযোগ করেন না। বেদ বেদ-বাদ ও যজ্ঞনিষ্পাদক অজ্ঞাত কৰ্ম্মের নিন্দা করত তাহারা যজ্ঞব্যবহাতকারী, প্ররুত্তিমার্গের উদ্দেশ-কর্ত্তা, বেদনিষ্পদক, হুরাস্তা, হুরাচার্য্য এবং কুটিল-শয় হইয়াছে। প্রজা সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তা (জীবিকা) সংসিদ্ধ হইলে, প্রজাপতি যথাস্থান ও যথাশুণ মৰ্য্যাদা স্থাপন করিলেন, হে ধৰ্ম্মভূতাং বর! বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধৰ্ম্ম এবং সম্যক ধৰ্ম্মানু-পালক সৰ্ব্ববর্ণের লোক ও (স্থান) নিরূপণ করিলেন। প্রাজাপত্য লোক, ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণ-দিগের স্থান স্মৃত হইল। সংগ্রামে অনিবর্ত্তী ক্রত্বিয়াদিগের স্থান ঐল্ললোক। স্বধৰ্ম্মানুবর্ত্তী বৈশ্বাদিগের স্থান দেবলোক। পরিচর্যাণুবর্ত্তী শূদ্রজাতির স্থান গাক্কৰ্ষলোক। মরুৎস্থান (জনলোক) অষ্টাশীতি সহস্র উৰ্দ্ধরেতা মুনির স্থান বলিয়া কথিত আছে, তাহাই গুহু-বাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের স্থান হইল। সপ্তর্ষি গণ্ডলের যে স্থান (অপোলোক), তাহাই বনোকস (বানপ্রস্থ) দিগের স্থান। গৃহস্থগণের স্থান প্রাজাপত্য লোক। শ্রাসীদিগের স্থান ব্রহ্ম

একান্তঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি য়ে ॥  
 স্বেষাং তং পরমং স্বামং যং তু পশ্যন্তি স্বরয়ঃ ।  
 গতা গতা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ ।  
 অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ৩৯  
 তমিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবো ।  
 অসিপত্রবনং ধোরং কালসূত্রমবীচিমং ॥ ৪০  
 বিনিন্দকানাং বেদশ্চ যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্ ।  
 স্থানমেতং সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ য়ে ॥ ৪১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে  
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

ততোহভিধায়তন্তস্ত জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ ।  
 তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্ষ্যেষ্টৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১  
 ক্ষেত্রজাঃ সমবর্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্ত বীমতঃ ।  
 তে সর্কে সমবর্তন্ত য়ে ময়া প্রাপ্তদীপিতাঃ ॥ ২

সংজ্ঞিত । যোগীদিগের স্থান অমৃত, যাহা  
 বিষ্ণুর পরম পদ । যাহারা একান্তী, সদা ব্রহ্ম-  
 ধ্যায়ী যোগী, তাহাদের সেই পরম স্থান ; যাহা  
 জ্ঞানিগণ অবলোকন করেন । চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ  
 যাইতেছে ও আসিতেছে, কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র  
 ( অংগং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্র )  
 চিন্তকগণের অদ্যাপি পুনরাবর্ত্তি নাই । তমিস্র,  
 অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন,  
 ধোর, কালসূত্র, অবীচিমং, এই সকল নরক—  
 বেদবিনিন্দক, যজ্ঞব্যাঘাতকারী ও যাহারা স্বধর্ম্ম-  
 ত্যাগী তাহাদের স্থান বলিয়া সমাখ্যাত ২৭—৪১।

প্রথমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, তাঁহার ধ্যানে তংশরী-  
 রাংপন্ন কার্ষ্যাকারণ ( দেহেন্দ্রিয় ) সহ মানসী  
 প্রজা সকললয়্যাছে । সেই বীমানের গাত্র

দেবাদ্যাঃ স্বাবরাস্তাঃ ত্রেগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ ।  
 এবহৃত্তানি সৃষ্টানি চরাণি স্বাবরাণি চ ॥ ৩  
 যদাস্ত তাঃ প্রজাঃ সর্কা ন ব্যবর্ত্তন্ত বীমতঃ ।  
 অথাত্তান মানসানপুত্রানসদৃশানস্বনোহসৃজং ॥ ৪  
 ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ।  
 মরীচিং দক্ষমত্রিকং বসিষ্ঠকৈব মানসম্ ॥ ৫  
 নব ব্রহ্মাণ ইতোতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ।  
 সনন্দনাদয়ো য়ে চ পূর্কং সৃষ্টাস্ত বেষসা ॥ ৬  
 ন তে লোকেষসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাহু তে ।  
 সর্কে তে হাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমংসরাঃ ॥ ৭  
 তেষেবং নিরপেক্ষ্য লোকসৃষ্টৌ মহাস্থনঃ ।  
 ব্রহ্মণোহভুমহাক্রোধত্রৈলোক্যদহনক্রমঃ ॥ ৮  
 তস্ত ক্রোধাৎ সমুদ্ভূত-জ্বালামালাবিদীপিতম্ ।  
 ব্রহ্মণোহভূতং তদা সর্বং ত্রৈলোক্যমখিলং মুনৈঃ ॥  
 ভৃকুটীকুটীলাং তস্ত ললাটাং ক্রোধদীপিতাং ।  
 সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥ ১০

হইতে ত্রেগুণ্য-বিষয়স্থিত দেবাদি ও স্বাবরাস্ত  
 ক্ষেত্রজ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদের বিষয়  
 আমি পূর্বে বলিয়াছি । চরাচর সৃষ্টি এবহৃত্ত ।  
 যখন বুদ্ধিমানের সেই সকল প্রজা ( পুত্র  
 পৌত্রাদি ক্রমে ) বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইল না, তখন  
 তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি,  
 দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠ নামে আশ্রয়সদৃশ অস্ত্র মানস  
 পুত্রগণের সৃজন করিলেন । এই নয় জন  
 পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া নিশ্চিত । বিধাতার পূর্ক-  
 সৃষ্ট সনন্দনাদি সকল, লোকে অনাসক্ত, প্রজা-  
 বিষয়ে নিরপেক্ষ, আগতজ্ঞান ( প্রাপ্তজ্ঞান )  
 বীতরাগ এবং বিমংসর । তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি  
 বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার  
 ত্রৈলোক্য দহনক্রম মহা ক্রোধ উৎপন্ন হইল ।  
 হে মহামুনে ! তৎকালে অখিল ত্রৈলোক্য  
 তাহার ক্রোধসমুদ্ভূত জ্বালামালা বিদীপিত হইয়া  
 উঠিল । তাঁহার ক্রোধদীপিত ভৃকুটী-কুটিল  
 ললাট হইতে মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভ অর্দ্ধনারীনরবপু  
 অতি শরীরবান্ প্রচণ্ড রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন  
 এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে “আত্মাকে বিভাগ কব”

অৰ্জুনান্নবপুং প্রচণ্ডোহতিশরীরবান ।  
 বিভজ্ঞানান্নিত্যকৃত্য তং ব্রহ্মাস্তদৰ্থে ততঃ ॥ ১১  
 তথাক্রোহসৌ ঘিৰা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোং ।  
 বিভেদ পুরুষত্বক দশধা চৈকধা চ সঃ ॥ ১২  
 সৌম্যাসৌম্যোস্তথা শান্তাশান্তৈঃ স্ত্রীত্বক স প্রভুঃ  
 বিভেদ বহুধা দেবঃ স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥ ১৩  
 ততো ব্রহ্মায়সমুতং পূৰ্ব্বং স্বায়ত্বং প্রভুঃ ।  
 আস্থানমেব রুতবান্ প্রজাপাল্যো মনুং দ্বিজ ॥ ১৪  
 শররূপাঞ্চ তাং নারীং তপানির্ভুক্তকন্বষাম্ ।  
 স্বায়ত্ববো মনুর্দেবঃ পত্নীহে জগৃহে বিভুঃ ॥ ১৫  
 তস্মাচ্চ পুরুষাদ্দেবী শতরূপা ব্যজায়ত ।  
 প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রস্তুতাকৃতিসংক্ষিতম্ ॥ ১৬  
 কন্বাষয়ঞ্চ ধর্মজ্ঞ রূপোদঘাণ্ডনাশিতম্ ।  
 দদৌ প্রস্তুতিং দক্ষায় তথাকৃতিং রুচৈঃ পূবা ॥ ১৭  
 প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োৰ্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ ।  
 পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ ॥ ১৮  
 যজ্ঞস্ত দক্ষিণায়ান্ত পুত্রো দ্বাদশ জজ্ঞিরে ।  
 যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবোঃ স্বায়ত্ববে মনৌ ॥ ১৯  
 প্রস্তুতাকৃ তথা দক্ষচতস্রো বিংশতিস্তথা ।

বলিয়া অন্তর্দান করিলেন । ১—১০ । তিনি  
 এইরূপ উক্ত হইয়া স্ত্রীত্ব ও পুরুষরূপে আপ-  
 নাকে ঘিৰা করিলেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শান্তা-  
 শান্তরূপে পুরুষত্বকে একাদশ বিভাগে ও স্ত্রীত্বকে  
 স্বকীয় সিতাসিতরূপে বহুধা বিভক্ত করিলেন ।  
 হে দ্বিজ ! তদনন্তর ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ আপ-  
 নাকেই আশ্রয়সম্বৃত মনু করিলেন । বিভু দেব  
 স্বায়ত্বব মনু, তপানির্ভুক্তকন্বষা সেই শতরূপা  
 নারীকে পত্নীহে গ্রহণ করিলেন । হে ধর্মজ্ঞ !  
 শতরূপা দেবী সেই পুরুষ হইতে প্রিয়ব্রত,  
 উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রস্তুতি, আকৃতি  
 নামে রূপোদঘাণ্ডনাশিত কন্বাষয় প্রসব করেন ।  
 দক্ষকে প্রস্তুতি এবং রুচিকে আকৃতিক দান  
 করা হয় । রুচি আকৃতিকে গ্রহণ করেন,  
 তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণ নামে দাম্পত্য মিথুন  
 জন্মে । দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের  
 জন্ম হয় । তাহারা স্বায়ত্বব মনুস্তরে যাম নামে

সসঙ্কী কন্বাস্তাসান্ত সম্যগ্ভূতানানি মে শূণু ॥ ২০  
 শ্রদ্ধা লক্ষ্মীঃ তিস্তিষ্টিঃ পৃষ্টিশ্চৈশ্বা ক্রিয়া তথা ।  
 বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিরয়োদশ ॥ ২১  
 পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ ।  
 তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়ন্ত একাদশ সুলোচনাঃ ॥ ২২  
 ধ্যাতিঃ সত্যং সত্যতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা ।  
 সন্নীতিশ্চানন্থয়া চ উজ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ২৩  
 ভৃগুর্ভবো মরীচিচ তথা চেবাস্মিরা মুনিঃ ।  
 পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুঃ ধিবরস্তথা ॥ ২৪  
 অত্রির্কসিঠো বহ্নিচ পিতরচ যথাক্রমম্ ।  
 খাতাদান্য জগৃহঃ কন্বা মুনয়ো মুনিসত্তম ॥ ২৫  
 শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং রত্নিরায়জম্ ।  
 সন্তোষঞ্চ তথা ভূষ্টলোভং পৃষ্টিরহয়ত ॥ ২৬  
 মেধাশ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ ।  
 বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপরাশ্রয়ম্ ॥ ২৭  
 ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরহয়ত ।  
 স্মৃৎ সিদ্ধির্ধনঃ কীর্ত্তিরতোতে ধর্মহনবঃ ॥ ২৮  
 কামানন্দা সূতং হর্ষং ধর্মপোত্রমহয়ত ।

খ্যাত, দেব সকল । দক্ষ প্রস্তুতিতে চতুর্বিংশ-  
 শতি কন্বা উৎপাদন করেন ; আমার নিকট  
 তাহাদের নাম শ্রবণ কর । ১১—২০ । শ্রদ্ধা,  
 লক্ষ্মী, রুতি, ভূষ্টি, পৃষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা,  
 বপু, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ  
 দাক্ষায়ণীকে ( দক্ষকন্বাকে ) প্রভু ধর্ম, পত্ন্যার্থে  
 গ্রহণ করিয়াছেন এবং ধ্যাতি সত্য, সত্যতি,  
 স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নীতি, অনন্থয়া, উজ্জা,  
 স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কনিষ্ঠ কন্বা  
 তাহাদিগের অপেক্ষা শিষ্ট । হে মুনিসত্তম !  
 ভৃগু, ভব, মরীচি, অস্মিরা মুনি, পুলস্ত্য,  
 পুলহ, ধিবর ক্রতু, অত্রি, বসিষ্ঠ, বহ্নি এবং  
 পিতৃগণ, ইহারা যথাক্রমে খাতাদি কন্বা  
 গ্রহণ করেন । শ্রদ্ধা কামকে, চলা ( লক্ষ্মী )  
 দর্পকে প্রসব করেন । রত্নির আশ্রয় নিয়ম ।  
 সন্তোষ ও লোভের প্রস্তুতি ভূষ্টি ও পৃষ্টি ।  
 মেধার শ্রুত, ক্রিয়ায় দণ্ড, নয় ও বিনয়ের উৎ-  
 পত্তি । বোধের জননী বুদ্ধি, বিনয়ের জননী  
 লজ্জা, বপুর আশ্রয় ব্যবসায় । শান্তিতে ক্ষেম,

হিংসা ভাৰ্য্যা তৃপ্তমুখ তন্ত্ৰাং জজ্ঞে তথানৃতম্ ।

কস্তা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরকমেব চ ॥ ২৯

মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনস্ত্রিমিতয়োঃ ।

তয়োজ্জ্বলন্তে বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥ ৩০

বেদনা স্বমুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেৎথ রোরবাং ।

মৃত্যোর্য্যাধিজরাক্রোধক্লেশক্ৰোধাং জজ্ঞিরে ॥ ৩১

দুঃখোন্তরাঃ স্মৃতাঃ হেতে সৰ্কে চাধক্ষলক্ষণাঃ ।

নৈবাং তর্হ্যস্তি পুত্রো বা তে সৰ্কে হৃঙ্করতসঃ ॥

রৌদ্ৰাশি তানি রূপাশি বিকোর্ম্মনিবরাশ্চজ ।

নিত্যপ্রলয়হতুং জগতোহন্ত প্রয়াতি বৈ ॥ ৩৩

দক্ষো মরীচিরত্রি ভূদাদ্যাং প্রজেশ্বরঃ ।

জগত্যত্র মহাভাগ নিত্যসর্গস্ত হেতবঃ ॥ ৩৪

মনবো মনুপুত্রাং চ তুপা বীৰ্যধনাং চ যে ।

সমার্গাভিরতাঃ শূরাস্তে নিত্যস্থিতিকারিণঃ ॥ ৩৫

মৈত্রেয় উবাচ ।

যেষাং নিত্য স্থিতির্জনন নিত্যসর্গস্তথেরিতঃ ।

নিত্যভাবাং চ তেষাং বৈ স্বরূপং মম কথ্যতাম্ ॥ ৩৬

সিদ্ধিতে সুখ এবং কীর্তিতে যশের জন্ম । ধর্ম্মের পুত্র এই সকল । কামের পত্নী নন্দা, ধর্ম্মের পৌত্র হর্ষকে প্রসব করেন । অধর্ম্মের ভাৰ্য্যা হিংসা ; তাহাতে অনৃত ও নিকৃতি নামে পুত্র-কস্তা জন্মে । এই উভয় হইতে ভয় ও নরক এবং ভয় ও নরকের পত্নী মায়া ও বেদনার জন্ম হয় । ইহার মধ্যে মায়া ভূতাপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে । ২১—৩০ । বেদনাও রোরব হইতে স্বমুত দুঃখকে প্রসব করে । মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মিল । ইহার দুঃখোন্তর বলিয়া স্মৃত ; যেহেতু সকলেই অধক্ষলক্ষণ । ইহাদের জন্ম বা পুত্র নাই, সকলই উৎকরেত । হে মুনিবরাশ্চজ ! বিধুর সেই সকল বোররূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয়-হেতু প্রাপ্ত হয় । হে মহাভাগ ! দক্ষ, মরীচি, অত্রি ও ভৃগাদি প্রজেশ্বরগণ এই জগতের নিত্যসর্গের হেতু । সমস্ত মনু ও মনুপুত্র রাজ-গণ, বাহারা বীৰ্যধন, সমার্গাভিরত এবং শূর, তাহারা নিত্যস্থিতিকারী । মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! এই যে নিত্যস্থিতি, নিত্যসর্গ ও

পরামর উবাচ ।

সর্গস্থিতিবিনাশাং ভগবান মধুসূদনঃ ।

তৈস্তৈরুপৈরচিন্ত্যাস্মা করোত্যব্যাহতান বিভুঃ ॥ ৩৭

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈব, আত্যন্তিকো দ্বিজ ।

নিত্যং সর্বভূতানাং প্রলয়োহয়ং চতুর্বিধঃ ॥ ৩৮

ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তত্র যচ্ছতে জগতঃ পতিঃ ।

প্রয়াতি প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং প্রকৃতে লয়ম্ ॥ ৩৯

জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাস্থনি ।

নিত্যঃ সदैব জাতানাং যো বিনাশো দিবানিশম্ ॥

প্রস্থতিঃ প্রকৃতেষাং তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতী স্মৃতা ।

দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তরপ্রলয়াদনু ॥ ৪১

ভূতান্তনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম ।

নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ৪২

এবং সর্বশরীরেষু ভগবান ভূতভাবনঃ ।

সংস্থিতঃ কুরুতে বিধুরুং পত্তিস্থিতিসংযমান ॥ ৪৩

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্বদেহিযু ।

বৈকুণ্ঠ্যঃ পরিবর্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা ॥ ৪৪

নিত্যভাবের কথা বলা হইল, তাহাদের স্বরূপ আমাকে বলুন । পরামর কহিলেন, অচিন্ত্যাস্মা ভগবান মধুসূদন, সেই দক্ষাদি মরাদি রূপ দ্বারা অব্যাহত রূপে সর্গ স্থিতি বিনাশ করিয়া থাকেন । হে দ্বিজ ! সর্বভূতের প্রলয় চতু-বিধ ; নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এবং নিত্য । ব্রাহ্মপ্রলয় নৈমিত্তিক, বাহাতে জগৎ-পতি শয়ন করেন । প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান হেতু যোগি-গণের পরমাস্থাতে লয়, আত্যন্তিক শব্দে প্রোক্ত এবং জাতদিগের যে দিবানিশি সর্বদা বিনাশ তাহাই নিত্য প্রলয় । প্রকৃতি হইতে যে মহ-দাদি প্রস্থতি, তাহা প্রাকৃতী সৃষ্টি ; অবান্তর প্রলয়ের পর যে, চরাচরসৃষ্টি তাহা দৈনন্দিনী নামে কথিত । হে মুনিসত্তম ! বাহাতে ভূত-গণ অনুদিন জন্মায়, পুরাণার্থবিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ বলেন । ভগবান ভূতভাবন বিধু এইরূপে সর্বশরীরে সংস্থিত হইয়া উৎপত্তি স্থিতি সংযম করিয়া থাকেন । বিধুর সৃষ্টিস্থিতি-

গুণত্রয়ময়ং হেতদব্রহ্ম শক্তিত্রয়ং মহৎ ।  
যোহতিষাতি স যাতোব পরং নাবর্ততে পুনঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোংশে  
সপ্তমোধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

কথিতস্তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণস্তে মহামুনে ।  
রুদ্রসর্গঃ প্রবক্ষ্যামি তমে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১  
কল্মাষাস্তনস্তলাং হুতং প্রধারতস্ততঃ ।  
প্রাহুরাসীং প্রভোরন্ধে কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ২  
রুদ্রং বৈ সুস্বরং সোহং দ্রবং চ দ্বিজসত্তম ।  
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদ্রস্তং প্রতুবাচ হ ॥ ৩  
নাম দেহীতি তং সোহং প্রতুবাচ প্রজাপতিম্ ।  
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্যসি মা রোদীধৈর্যমাবহ ॥ ৪

বিনাশশক্তি সর্বদেহীর মধ্যে অহর্নিশ সদা  
পরিবর্তিত হইতেছে । হে ব্রহ্মণ! যে ব্যক্তি  
গুণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করে,  
সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় ; পুনরাবর্ত্ত হয়  
না । ৩১—৪৫ ।

প্রথমোংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত :

অষ্টম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, হে মহামুনে! ব্রহ্মার  
তামস সর্গ তোমাকে বলা হইল; রুদ্রসর্গও  
বলিব, তাহা আমার নিকট প্রবণ কর । কল্মা-  
ষিতে আশ্রতুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে  
প্রভুর অঙ্কে কুমার নীললোহিত প্রোদ্বৃত্ত হই-  
লেন । হে দ্বিজসত্তম! তিনি রোদন ও দ্রবণ  
করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন । ব্রহ্মা, তদবস্থা-  
পর তাঁহাকে কহিলেন, “কিজন্য রোদন করি-  
তেছ ?” তিনি প্রজাপতিক কহিলেন, “আমাকে  
নাম দেও” তৎপরে প্রজাপতি বলিলেন, “হে  
দেব! তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিও

এবমুক্তঃ পুনঃ সোহং সপ্তকৃত্তো রুরোদ বৈ ।  
ততোহত্থানি দদৌ তম্যৈ সপ্ত নৃমানি বৈ প্রভুঃ ॥  
স্থানানি চৈবামন্তানং পত্নীঃ পুত্রাং চ বৈ প্রভুঃ ॥ ৫  
ভবং সর্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ ।  
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ ॥ ৬  
চক্রে নামান্তথৈতানি স্থানাশ্রেষাং চকার সঃ ।  
স্থ্যো জলং মহী বহির্বায়ুরাকাশমেব চ ।  
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতান্তনবঃ ক্রমাং ॥ ৭  
সুবর্ণা তথৈবোমা সুকেশী চাপরা শিবা ।  
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্ ॥ ৮  
স্বর্ঘ্যাদীনাম্ নরশ্রেষ্ঠ রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ ।  
পত্ন্যাং স্মৃতা মহাভাগ তদপত্যানি মে শৃণু ।  
যেষাং স্মৃতিপ্রসূতৈর্বা ইদমাপুরিতং জগৎ ॥ ৯  
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রে লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ ।  
স্কন্দঃ স্বর্গোহং সন্তানো বুধশ্চানুক্রেমাং সূতাঃ ॥ ১০  
এবশ্চাকারো রুদ্রোহসৌ সতীং ভার্য্যামবিলম্বত ।  
দক্ষকোপাচ ততাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥ ১১

না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর ।” এইরূপ উক্ত হইয়া  
তিনি পুনঃপুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন ।  
তদনন্তর প্রভু তাঁহাকে অস্ত্র সপ্তনাম এবং  
এই অষ্টনামানুসারে জ্ঞান, পত্নী ও পুত্র প্রদান  
করিলেন । পিতামহ তাঁহাকে ভব, সর্ব, মহে-  
শান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই  
অপর সপ্তনাম দিলেন এবং স্বর্ঘ্য, জল, মহী,  
বহি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ ও সোম  
এই আটটিকে পূর্বোক্ত অষ্টনামের স্থান  
( অনুস্বরূপ ) করিলেন । হে নরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ!  
সুবর্ণলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা,  
দিক্, দীক্ষা এবং রোহিণী ইহার যথাক্রমে,  
রুদ্রাদিনামযুক্ত স্বর্ঘ্যাদি তনুর পত্নী বলিয়া  
স্মৃতা । তাঁহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট  
প্রবণ কর, যাহাদের স্মৃতি প্রসূতি দ্বারা এই  
জগৎ আপুরিত । শনৈশ্চর, শুক্রে, লোহিতাঙ্গ,  
মনোজব, স্কন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ যথাক্রমে  
উইাদের সূত । ১—১০ । এবশ্চাকার ঐ রুদ্র  
সতীনন্দী ভার্য্যা প্রাপ্ত হন । সেই সতী  
দক্ষকোপ হেতু কলেবর ত্যাগ করিয়া মেনকার

হিমবদ্ধহিতা সাত্বং মেনায়াং বিজসন্তম ।

উপষেমে পুনশ্চামানত্যাং ভগবান্ ভবঃ ॥১২

দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভূগোঃ খ্যাতিরহস্যত ।

প্রিয়ক দেবদেবস্ত পত্নী নারায়ণস্য য়া ॥ ১৩

মৈত্রেয় উবাচ ।

কীরাকৌ শ্রীঃ সমুংপন্ন্য শ্রয়তেহমৃতমস্থনে ।

ভূগোঃ খ্যাত্যাং সমুংপন্নৈতেতদাহ কথংভবান ॥১৪

পরশর উবাচ ।

নিতেভব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।

যথা সর্পগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ১৫

অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরৈবা নয়ো হরিঃ ।

বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্মোহসৌ সংক্রিয়াতিয়ম্ ॥

অষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো হরিঃ ।

সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টিমৈত্রেয় শাশ্বতী ॥ ১৭

ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণা ভূ সা

আদ্যাভূতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দনঃ ॥ ১৮

পত্নীশালা মুনো লক্ষ্মীঃ প্রাণংশো মধুসূদনঃ ।

চিতির্লক্ষ্মীর্হির্মহিমা ইধ্যা শ্রীর্ভগবান্ কৃশা ॥ ১৯

গর্ভে হিমবদ্ধহিতা হইয়াছিলেন এবং ভগবান্

ভব অনন্তা উমাকে পুনর্বার বিবাহ করেন ।

ভৃগুর পত্নী খ্যাতি, ধাতা বিধাতা নামে দুই

দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন। যিনি দেবদেব

নারায়ণের পত্নী । মৈত্রেয় কহিলেন, লক্ষ্মী,

অমৃতমুদন সময়ে কীরাকিতে উংপন্ন্য শুনিতে

পাওয়া যায়, আপনি ভূও হইতে খ্যাতির গর্ভে

উংপন্ন্য কিরূপে বলিতেছেন ? পরশর কহি-

লেন, হে দ্বিজোত্তম ! জগন্মাতা অনপায়িনী

বিষ্ণুপত্নী শ্রী নিত্য। হইলেও বিষ্ণু যেমন সর্ক-

গত, ইনিও সেইরূপ ! বিষ্ণু অর্থ, ইনি বাণী ।

ইনি নীতি, হরি নয় । বিষ্ণু বোধ, ইনি বুদ্ধি,

বিষ্ণু ধর্ম ইনি সংক্রিয়া, হে মৈত্রেয় ! বিষ্ণু অষ্টা

ইনি সৃষ্টি । শ্রী ভূমি, হরি ভূধর । ভগবান্

সংভূষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী ভূষ্টি । শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্

কাম । ইনি যজ্ঞ, উনি দক্ষিণা । এই দেবী

আজ্যাহতি, জনার্দন পুরোডাশ । হে মুনো !

লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাণংশ । লক্ষ্মী

চিতি, হরি কৃশ । শ্রী ইধ্যা, ভগবান্ কৃশ ।

সামস্বরূপী ভগবান্ উদগীতিঃ কমলালয়া ।

স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্মাতা বাসুদেবো হতাশনঃ ॥ ২০

শঙ্করো ভগবান্ শৌরির্ভূতিগৌরী দ্বিজোত্তম ।

মৈত্রেয় কেশবঃ সূর্য্যস্তংপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১

বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পত্ন্যা স্বধা শাশ্বতভূষ্টিদা ।

দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্কাস্বকো বিষ্ণুরবকাশোহতিবিস্তরঃ

শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তুষ্টৈবানপায়িনী ।

রুতির্লক্ষ্মীর্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্কত্রগো হরিঃ ॥ ২৩

জলধির্দ্বিজ গোবিন্দস্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে ।

লক্ষ্মীস্বরূপমিস্রাণী দেবেশো মধুসূদনঃ ॥ ২৪

যমঃক্রোধরঃ সাক্ষাদ্ধুমোর্ণা কমলালয়া ।

ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেধরঃ ॥ ২৫

গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্ ।

শ্রীদেবসেনা বিশেষে দেবসেনাপতির্হরিঃ ॥ ২৬

অবিস্টেস্তো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম ।

কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্মিমোহোহসৌ মুহূর্ত্তোহসৌকলাতুসা ।

জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃপ্রদীপোহসৌসর্কসর্কৈবরো হরি

লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুর্জমসংস্থিতঃ ॥ ২৮

ভগবান্ সামস্বরূপী, কমলালয়া উদগীতি ।

লক্ষ্মী, স্বাহা, জগন্মাতা বাসুদেব হতাশন । হে

দ্বিজোত্তম ! মৈত্রেয় ! ভগবান্ শৌরি শঙ্কর,

ভূতি গৌরী । কেশব সূর্য্য, কমলালয়া

উংপ্রভা । ১১—২১ । বিষ্ণু পিতৃগণ, পত্ন্যা

শাশ্বতভূষ্টিদা স্বধা । শ্রী দ্যৌঃ ( আকাশ ),

সর্কাস্বক বিষ্ণু অতি বিস্তর অবকাশ । শ্রীধর

শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাঁহার কান্তি । লক্ষ্মী

রুতি ও জগচ্চেষ্টা, হরি সর্কত্রগ বায়ু । হে

মহামতে দ্বিজ ! গোবিন্দ জলধি, শ্রী তদ্বেলা ।

লক্ষ্মী স্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেশ । চক্রধর

সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধুমোর্ণা । শ্রী ঋদ্ধি,

দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনেধর । হে বিশেষে !

মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী, কেশব স্বয়ং বরুণ ।

শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি । হে দ্বিজো-

ত্তম ! গদাপাণি অবিস্টেস্ত, লক্ষ্মী শক্তি । লক্ষ্মী

কাষ্ঠা, উনি নিমেষ । বিষ্ণু মুহূর্ত্ত, ইনি কলা ।

লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্কৈবর সর্ক হরি প্রদীপ ।

জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু জমসংস্থিত, শ্রী



বিভাবরী ত্রীদিবসে দেবশচক্রগদাধরঃ ।  
 বরপ্রদো বরোবিষ্ণুর্বহুঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯  
 নদস্বরূপী ভগবান ত্রীনদীকপসস্থিতিঃ ।  
 ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০  
 তুঙ্গা লক্ষ্মীর্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ ।  
 রতিরাগো চ ধর্মুজ্ঞ লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১  
 কিঙ্কাজিঘ্রনোক্তেন সংক্ষেপেণৈদমুচ্যতে ।  
 দেবতির্গুহ্মমুখ্যাদৌ পুংনামি ভগবান হরিঃ ।  
 ত্রীনামি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় নান্যথাপি দ্যতে পরম্ ॥ ৩২  
 ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে  
 অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

### নবমোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

ইদঞ্চ শৃণু মৈত্রেয় যৎ পৃষ্ঠোহহমিহ ত্রয়া ।  
 ত্রীসম্বন্ধং ময়া হেতুং ক্রতমাসীং মরীচিতং ॥ ১  
 দুর্কাসাঃ শঙ্করস্তাংশশচচার পৃথিবীমিমাম্ ।

বিভাবরী চক্রগদাধর দেব দিবস । বরপ্রদ  
 বিষ্ণু বর, পদ্মবনালয়া বহু । ভগবান নদ-  
 স্বরূপী, ত্রী নদীরূপসংস্থিতি । পুণ্ডরীকাক্ষ  
 ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা । লক্ষ্মী তুঙ্গা, জগৎ-  
 স্বামী পর নারায়ণ লোভ । চ ধর্মুজ্ঞ ! লক্ষ্মী-  
 গোবিন্দই রতি ও রাগ । অতি বহুত্তির ফল  
 কি, সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, দেবতির্গুহ্ম-  
 মুখ্যাদির মধ্যে পুরুষ নামে ভগবান হরি এবং  
 ত্রীনামে লক্ষ্মী দেবী । উভয় ভিন্ন আর কিছুই  
 নাই । ২২—৩২ ।

প্রথমাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

### নবম অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! তুমি এ  
 স্থলে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এই ত্রীসম্বন্ধ  
 (ইতিহাস) আমি মরীচির নিকট শুনিয়াছি,  
 প্রকাশ কর' হে ব্রহ্মণ ! শঙ্করাস্ত দুর্কাসা

স দদর্শ অজঃ দিব্যাং ঋষিবিদ্যাধরীকবে ॥ ২  
 সন্তানকানামথিলং যন্তা গন্ধেন বাসিতম্ ।  
 অভিসেব্যমভূদব্রহ্মণ তদ্বনং বনচারিপাম্ ॥ ৩  
 উন্নতব্রতশৃগ্বিপ্রস্তাং দৃষ্টা শোভনাং অজম্ ।  
 তাং যযাচে বরারোহাং বিদ্যাধরবধুং ততঃ ॥ ৪  
 যাচিতা তেন তবঙ্গী মালাং বিদ্যাধরাজনা ।  
 দদৌ তস্মৈ বিশালাক্ষী সাদরং প্রণিপতা চ ॥ ৫  
 তামাদায়াশ্বনো মুর্দ্ধি অজমুন্নতরূপধৃক্ ।  
 রুহ্মা স বিপ্রো মৈত্রেয় পরিব্রজ্য মেদেনীম্ ॥ ৬  
 স দদর্শ সমায়াস্তং উন্নতৈরাবতস্থিতম্ ।  
 ত্রৈলোক্যাধিপতিং দেবং সহ দেবৈঃ শচীপতিম্ ॥  
 তামাশ্বনঃ স শিরসঃ অজমুন্নতবটপদম্ ।  
 আদায়ামররাজায় চিক্ষেপোন্নতবমুনিঃ ॥ ৮  
 গৃহীত্বামররাজেন শ্রগৈরাবতমুর্দ্ধনি ।  
 গ্রাস্তা বরাজ কৈলাসশিখরে জাহ্নবী যথা ॥ ৯  
 মদাক্কারিতাক্ষোহসৌ গন্ধাকুঠেন বারণঃ ।  
 করেণাঘায় চিক্ষেপ তাং অজং ধরণীতলে ॥ ১০

ঋষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন  
 বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানক পুষ্পের একটা দিবা  
 মালা দেখিতে পাইলেন ; তাহার গন্ধে বাসিত  
 হইয়া সেই বন বনচারিগণের অতি সেবা হইয়া-  
 ছিল । উন্নতব্রতশৃক্ বিপ্র মালাটা অভিশোভন  
 দেখিয়া সেই বরারোহা বিদ্যাধরবধুর নিকট  
 প্রার্থনা করেন । বিশালাক্ষী তবঙ্গী বিদ্যাধরা-  
 জনা যাচিত হইয়া সাদরে প্রণিপাতপূর্বক  
 তাঁহাকে মালা অর্পণ করিল । উন্নতরূপধৃক্  
 সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও মস্তকে স্থাপন করিয়া  
 মেদিনী পরিত্রাণ করিতেছিলেন । এমন  
 সময় উন্নত ঐরাবতস্থিত, ত্রৈলোক্যাধিপতি, বেদ  
 শচীপতিক দেবগণের সহিত আসিতে দেখি-  
 লেন । উন্নতবৎ সেই মূনি স্বমস্তক হইতে  
 ঐ উন্নতবটপদা মালা গ্রহণপূর্বক ক্ষেপণ  
 করিয়া অমররাজকে দিলেন । মালা অমররাজ  
 কর্তৃক ঐরাবতমস্তকে গ্রাস্ত হইয়া কৈলাসশিখরে  
 জাহ্নবীর তায় শোভা পাইতে লাগিল । মদাক্কা-  
 কারিতাক্ষ সেই হস্তী, গন্ধাকুঠ শুণু দ্বারা  
 আঘাত করিয়া সেই অজ ধরণীতলে ফেলিয়া,

ওতচুক্রোধ ভগবান্ হর্কাসা মুনিসভ্যমঃ ।  
মৈত্রেয় দেবরাজং তং ক্রুদ্ধং তদুবাচ ॥ ১১  
ঐশ্বৰ্য্যমন্ত হৃষ্টায়ান্ অতিস্তমোহসি বাসব ।  
শ্রিয়ো ধাম অজং যন্তুং মদন্তাং নাভিনন্দসি ॥ ১২  
প্রসাদ ইতি নৈন্তস্তে প্রণিপাতপুরুঃসরম্ ।  
হর্ষোঃফুল্লকপোলেন ন চাপি শিরসা গুতা ॥ ১৩  
ময়া দত্তামিমাং মালাং যস্মান্ন বহু মন্তসে ।  
ত্রৈলোক্য শ্রীরতো মূঢ় বিনাশমুপযাস্ততি ॥ ১৪  
মাং মন্ততেহন্তোঃ সৃশং ন্যনং শক্রে ভবান দ্বিজৈঃ  
অতোহবমানমশ্যাকং মানিনা ভবতা কৃতম্ ॥ ১৫  
মদন্তা ভবতা যথাং ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে ।  
তস্যাং প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি ॥  
যন্ত সংজাতকোপন্ত ভয়মেতি চরাচরম্ ।  
যং হুং মামতিগর্বেণ দেবরাজাবমন্তসে ॥ ১৬  
পরশর উবাচ ।  
মহেন্দ্রো বারণক্ষদ্ধাদবতীয্য তুরাষিতঃ ।  
প্রসাদয়ামাস তদা হর্কাসসমকল্মষম্ ॥ ১৮

দিল । ১—১০ । হে মৈত্রেয় ! তদনন্তর মুনি-  
সভ্য ভগবান্ হর্কাসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং  
ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, “ঐশ্বৰ্য্যমন্ত !  
হুরায়ান্ ! বাসব ! তুমি অতি গর্কিত হইয়াছ  
যে, আমার দেওয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূতা মালাকে  
অভিনন্দন করিতেছ না । তুমি প্রণিপাত পুরু-  
সর “ইহা প্রসাদ” এ কথা বলিলে না এবং  
হর্ষোঃফুল্লকপোলে ইহাকে মন্তকে ধারণও  
করিলে না । রে মূঢ় ! তুমি মদন্ত এই মালাকে  
বহু বিবেচনা করিলে না, অতএব তোমার  
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । শক্রে !  
আমাকে নিঃশয়ই অগ্ন্যাগ্ন ব্রাহ্মণের সূদৃশ বিবে-  
চনা করিতেছ, এজন্তই আমার অবমাননা করা  
হইল । মদন্ত মালা মহীতলে ক্ষিপ্ত হইল,  
এইজন্ত তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে ।  
হে দেবরাজ ! আমার কোপে চরাচর ভয় প্রাপ্ত  
হয়, তুমি সেই আমাকে অবমাননা করিতেছ ।  
পরশর কহিলেন, মহেন্দ্র তুরাষিত হইয়া বারণ-  
ক্ষ হইতে অবতীর্ণ হওত প্রণিপাত পুরুসর  
নিপাত হর্কাসাকে অনুন্নয় করিতে লাগিলেন ।

প্রসাদয়ামানঃ স তদা প্রণিপাতপুরুঃসরম্ ।  
প্রতুবাচ সহস্রাক্ষং হর্কাসা মুনিসভ্যমঃ ॥ ১৯  
নাহং কৃপালুহৃদয়ো ন চ মাং ভজতে কমা ।  
অন্তে তে মুনয়ঃ শক্রে হর্কাসসমবেহি মাম্ ॥ ২০  
গৌতমাদিভিরগ্নৈস্ত্বং গর্কমাপাদিতো মুখা ।  
অক্ষান্তিসারসর্ব্বশ্বং হর্কাসসমবেহি মাম্ ॥ ২১  
বশিষ্ঠাদৈর্দয়াসারৈঃ স্তোত্রং কুর্ক্বন্তিরুচ্চকৈঃ ।  
গর্কং গতোহসি যেনৈবং মামপ্যদ্যাবমন্তসে ॥ ২২  
জলজ্জটাকলাপন্ত ভূকুটিকুটিলং মুখম্ ।  
নিরীক্ষ্য কস্তিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্ ॥ ২৩  
নাহং ক্ষমিষ্যে বহন । কিমুক্তেন শতক্রতো ।  
বিড়ম্বনামিমাং ভূয়ঃ করোষ্যনুনয়াম্মিকাম্ ॥ ২৪  
পরশর উবাচ ।  
ইতুত্বা প্রযযৌ বিশ্রো দেবরাজোহপি তং পুনঃ ।  
আরুহেরাবতং ব্রহ্মণ প্রযযাবমরাবতীম্ ॥ ২৫  
ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রে ভুবনত্রয়ম্ ।  
মৈত্রেয়াদীপধ্বস্তং সংক্ষীণৌষধিবারুধম্ ॥ ২৬

তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসাদয়ামান হইয়া মুনি-  
সভ্য সেই হর্কাসা সহস্রাক্ষকে কহিলেন, আমি  
কৃপালুহৃদয় নহি, কমা আমাকে ভজনা করে  
না ; হে শক্রে ! ( যাহারা কমা করে ) তাহারা  
অন্ত মুনি ; আমাকে হর্কাসা বলিয়া জানিও ।  
তুমি গৌতমাদি অগ্ন্যাগ্ন মুনিবর্জক বৃথাগর্ক  
প্রাপিত হইয়াছ ; আমাকে অক্ষান্তিসারসর্ব্বশ্ব  
হর্কাসা বলিয়া জানিও । ১১—২১ । বশিষ্ঠাদি  
দয়াসার ঋষির উচ্চস্তবে তুমি গর্কিত হইয়াছ,  
তাহাতেই আমারও অন্য অবমাননা করিতেছ ।  
ত্রিভুবনে এমন কে আছে, যে আমার জলজ্জট-  
কলাপ, ভূকুটিকুটিল মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়  
প্রাপ্ত না হয় ? শতক্রতো ! অধিক বলিয়া  
কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না ; তুমি পুনঃপুন  
অনুনয় করিতেছ, ইহা বিড়ম্বনা মাত্র । পরশর  
কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! বিশ্রো ইহা কহিয়া চলিয়া  
গেলেন, দেবরাজও ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক  
অমরাবতী গমন করিলেন । হে মৈত্রেয় ! তদ-  
বধি শক্রেসহিত ভুবনত্রয় নিঃশ্রীক, অধ্বস্ত এবং

ন যজ্ঞঃ সংপ্রবর্ত্তন্তে ন তপস্তু তপসাঃ ।

ন চ দানাদিধর্ম্মেষু মনশ্চক্রে তদা জনঃ ॥ ২৭

নিঃসত্ত্বাঃ সকলা লোকা লোভাত্যুপহতেন্দ্রিয়াঃ ।

স্বল্পেহপি হি বভূবুস্তে সাভিলাষা দ্বিজোত্তম ॥ ২৮

যতঃ সত্ত্বং ততো লক্ষ্মীঃ সত্ত্বং ভূতানুসারি চ ।

নিঃশ্রীকাণাং কুতঃ সত্ত্বং বিনা তেন গুণাঃ কুতঃ ২৯

বলশৌর্ধ্যাদ্যভাবশ্চ পুরুষাণাং গুণৈর্কিনা ।

লজ্জনীয়ঃ সমস্তস্ত বলশৌর্ধ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৩০

ভবতাপধ্বন্তমতিলজ্জিতঃ প্রথিতঃ পুমান ।

এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জিতে ॥ ৩১

দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দৈত্যেয়দানবাঃ ।

লোভাভিভূতা নিঃশ্রীকা দৈত্যাঃ সত্ত্ববিবর্জিতাঃ ॥

ত্রিযা বিহীনৈর্নিঃসত্ত্বৈর্দৈবৈশ্চক্রুস্ততো রণম্ ।

বিজিতাত্ত্রিদশা দৈত্যৈরিত্রিাদ্যাঃ শরণং যযুঃ ॥ ৩৩

পিতামহং মহাভাগং হতাশনপুরোগমাঃ ।

যথাবৎ কথিতো দেবৈর্ব্রহ্মা প্রাহ ততঃ সুরান্ ॥ ৩৪

ওষধি ও লতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল । যজ্ঞ-

সংপ্রবর্ত্ত হয় না, তপসগণ তপস্তা করেন না,

কোনও ব্যক্তি দানাদি ধর্ম্মে মনোযোগ করে না ।

হে দ্বিজোত্তম! লোভাদি দ্বারা উপহতেন্দ্রিয়

হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং স্বল্প বিষয়ে

সাভিলাষ হইতে লাগিল । যেখানে সত্ত্ব

অর্থাৎ ধৈর্য্য, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই

অনুগামী, যাহারা নিঃশ্রীক তাহাদের সত্ত্ব

কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতিরেকে গুণ সকলই বা

কোথায় হইতে পারে? গুণ ব্যতিরেকে পুরুষের

বল-শৌর্ধ্যাদির অভাব হয়, বলশৌর্ধ্যাদিবিবর্জিত

ব্যক্তি, সকলের লজ্জনীয় । ২২—৩০ । প্রথিত

ব্যক্তিও লজ্জিত হইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে ।

ত্রৈলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃশ্রীক ও সত্ত্ব-

বর্জিত হইলে পর, দানবগণ দেবতাদের প্রতি

বলোদ্যোগ করিতে লাগিল । তদনন্তর লোভাভি-

ভূত নিঃশ্রীক সত্ত্ববর্জিত দৈত্য সকল, শ্রীহীন

নিঃসত্ত্ব দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল

এবং ইত্যাদি ত্রিদশের দৈত্যাদিগের দ্বারা

বিজিত হইয়া হতাশনকে পুরোবর্ত্তা করিয়া

মহাভাগ পিতামহের শরণ লইলেন । দেবতা

ব্রহ্মোবাচ ।

পরাপরেশং শরণং ব্রজধ্বমহুরাদিনম্ ।

উৎপত্তিস্থিতিনাশা নামহেতুং হেতুমী স্বরম্ ॥ ৩৫

প্রজাপতিপতিং বিষ্ণুমনন্তমপরাঙ্গিতম্ ।

প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ ॥ ৩৬

প্রণতাগ্নিহরং বিষ্ণুং স বঃ শ্রেয়ো বিধাস্ততি ।

এবমুক্তা হুরান্ সর্বান ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

ক্ষীরোদস্তোত্তরং তীরং তৈরৈব সহিতো যযৌ ॥ ৩৭

স গতা ত্রিদশৈঃ সর্কৈঃ সমবেতঃ পিতামহঃ ।

তুষ্টিব বাগ্ভিরিষ্টাভিঃ পরাপরপতিং হরিম্ ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ ।

নম্যাম সর্বং সর্কেশমনন্তমজমব্যয়ম্ ।

লোকধামধরাধারমপ্রকাশমভেদিনম্ ॥ ৩৯

নারায়ণমগীয়াং সমশেষাণামগীয়াসাম্ ।

সমস্তানাং গরিষ্ঠং যদূহুরাদিনাং গরীয়াসাম্ ॥ ৪০

যত্র সর্বং যতঃ সর্বমুৎপন্নং সংপুরঃসরম্ ।

সর্বভূতশ্চ যো দেবঃ পরাণামপি যঃ পরঃ ॥ ৪১

পরঃ পরমাং পুরুষাং পরমাস্ত্রস্বরূপম্ ।

যোগিভিঃ চিত্তাতে যোগসে মূর্ত্তিহেতুর্মুমুকুভিঃ ॥

সকল যথাবৎ বিবরণ কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে

বলিলেন, তোমরা পরাপরেশ, অমুরাদিন, উৎ-

পত্তি-স্থিতি-নাশের হেতু, স্বয়ং অহেতু, স্বর,

প্রজাপতি-পতি, অনন্ত, অপরাঙ্গিত, (অজ-

কার্য্যভূত-প্রধান পুরুষের) কারণ ও প্রণতাগ্নিহর

বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও । তিনি তোমাদের শ্রেয়

বিধান করিবেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা হুর-

বর্গকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদ-

সিন্ধুর উত্তরতীরে গমন করেন । সেখানে

গিয়া সমস্ত ত্রিদশসমবেত পিতামহ ইষ্টবাক্যে

পরাপরপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন ।

ব্রহ্মা কহিলেন, সমস্ত গরীয়ান বস্তুর গরীয়ান্,

অগীয়ানের অগীয়ান্ নারায়ণ, অভেদী, অপ্রকাশ

জগৎস্থিত প্রভাবশালীদিগের আধার, অজ,

অব্যয়, অনন্ত, সর্কেশ সর্বকে আমরা নমস্কার

করি । ৩১—৪০ । যাহাতে সমস্ত, যাহা

হইতে সংপুরঃসর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব

সর্বভূতময়, যিনি পর সকলের পর, পরপুরুষ

সদ্ধাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণাঃ ।  
 স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধোক্তাঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ ৪৩  
 কলাকাস্তানিমেষাদিকালহৃত্ত গোটরে ।  
 যস্ত শক্তির্ন শুদ্ধস্ত প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥ ৪৪  
 প্রোচ্যতে পরমেশো হি যঃ শুদ্ধোহপ্পাচারতঃ ।  
 প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাস্ত্রাযঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৪৫  
 যঃ কারণঞ্চ কার্যঞ্চ কারণস্তাপি কারণম্ ।  
 কার্যস্তাপি চ যঃ কার্যং প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥  
 কার্যকারণস্ত যঃ কার্যং তৎকার্যস্তাপি যঃ স্বয়ম্ ।  
 তৎকার্যকারণভূতৌ যন্ততঃ প্রণতাঃ স্ম তম্ ॥ ৪৭  
 কারণং কারণস্তাপি তস্ত কারণকারণম্ ।  
 তৎকারণানাং হেতুং হ্যং প্রণতাঃ স্ম সুরেশ্বরম্ ॥  
 ভোক্তারং ভোজ্যভূতঞ্চ স্রষ্টারং সৃজামেব চ ।  
 কার্যং কর্মস্বরূপং তং প্রণতাঃ স্ম পরং পদম্ ॥ ৪৯  
 বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ।

হইতে পর ও পরমাস্বরূপস্বক, মুমুকু যোগি-  
 গণ যে মূর্ত্তিহেতুকে চিত্তা করেন, এবং ঈশে  
 সত্ত্বাদিপ্রাকৃত গুণ নাই, সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা  
 শুদ্ধ সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন। যে  
 শুদ্ধস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাস্তানিমে-  
 ষাদি কালহৃত্তের গোচরে নাই, সেই হরি  
 আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি শুদ্ধ  
 হইয়াও উপচারতঃ পরমেশ (লক্ষ্মীপতি) নামে  
 কথিত হন এবং যিনি সর্ব দেহীর আস্ত্রা,  
 সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি  
 কারণ ও কারণেরও কারণ, যিনি কার্য ও কার্যে-  
 রও কার্য, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন  
 হউন। যিনি কার্যকারণের কারণ (ভূতস্ব-  
 র্গ), সেই কার্যেরও কার্য (মহাভূত স্বর্গ),  
 তৎকার্য-কার্য-ভূত (দক্ষাদি স্বর্গ) এবং তৎপর-  
 বর্ত্তীও (উহারের পুত্রপৌত্রাদিও) যিনি স্বয়ং,  
 তাঁহার প্রতি আমরা প্রণত হই। কারণেরও  
 কারণ (ব্রহ্মাও), তাহার কারণের কারণ (ভূত-  
 স্বর্গ), তাহার কারণ সকলের হেতু (প্রধান  
 ভূত স্বরূপ) তেমনাকে নমস্কার করি। ভোক্তা,  
 ভোজ্যভূত, স্রষ্টা, সৃজা, কার্য, কর্মস্বরূপ  
 সেই পরমপদে আমরা প্রণত হই। যাহা

অব্যক্তমবিকারং যং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ৫০  
 ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যং ন বিশেষণগোচরম্ ।  
 তৎপদং পরমং বিকোঃ প্রণম্য সদামলম্ ॥ ৫১  
 যন্তাযুতযুতাংশংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা ।  
 পরং ব্রহ্মস্বরূপং যং প্রণম্যামন্তমব্যয়ম্ ॥ ৫২  
 যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ ।  
 জানন্তি পরমেশস্ত তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥  
 যদ্ব্যোগিনঃ সদোদ্যুক্তাঃ পুণ্যপাপক্ষয়েহক্ষয়ম্ ।  
 পশ্যন্তি প্রণবে চিত্তাং তদ্বিকোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪  
 শতরো যস্ত দেবস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকাঃ ।  
 তবস্ত্যভূতপূর্ব্বস্ত তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৫  
 সর্বেশ সর্বভূতাস্তন্ন সর্ব সর্বাশ্রয়াচ্যুত ।  
 প্রসীদ বিকো ভক্তানাং ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ৫৬  
 ইতুদীরিতমাকর্য ব্রহ্মণস্ত্রিংশান্ততঃ ।  
 প্রণম্যোচুঃ প্রসীদেতি ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ৫৭  
 যন্নায়ং ভগবান ব্রহ্মা জানাতি পরমং পদম্ ।  
 ভক্ততাঃ স্ম জগদ্ধাম তব সর্বগতাচ্যুত ॥ ৫৮

বিশুদ্ধ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত  
 ও অবিকার, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ। ৪১—৫০।  
 যাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয় ও বিশেষণের গোচর  
 নয়, বিষ্ণুর সদা অমল সেই পরমপদকে আমরা  
 প্রণাম করি। এই বিশ্বশক্তি যাহার (ব্রহ্মো-  
 গুণে) স্থিত এবং যাহা পরম ব্রহ্মস্বরূপ, সেই  
 অব্যয়কে প্রণাম করি। দেবগণ, মুনীগণ,  
 আমি বা শঙ্কর কেহই যাহাকে জানেন না,  
 তাহাই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ। সদোদ্যুক্ত  
 যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে প্রণবে চিত্তনীয় যে  
 অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিষ্ণুর পরম-  
 পদ। যে অভূতপূর্ব্ব দেহের শক্তি সকলই  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি হন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ।  
 হে সর্বেশ! সর্বভূতাস্তন্ন! সর্ব সর্বাশ্রয়াচ্যুত  
 বিকো! প্রসন্ন হও, আমরা তোমার ভক্ত;  
 আমাদের দৃষ্টিগোচর হও! ব্রহ্মার এই কথা  
 শুনিয়া ত্রিংশগণ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,  
 প্রসন্ন হও, আমাদের, দৃষ্টিগোচর হও।  
 হে সর্বগতাচ্যুত! এই ভগবান ব্রহ্মাও যাহা  
 জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে

ইত্যন্তে বচসন্তেবাং দেবানাং ব্রহ্মণস্তথা ।

উচুর্দেবর্ষঃ সর্কে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৫৯

আদ্যো যজ্ঞপুমানীড়ো যঃ সর্কেবাঞ্চ পূর্কজঃ ।

তং নতাঃ স্ম জগং অষ্টঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্ ॥ ৬০

ভগবন্ ভূতভব্যেণ জগন্মুক্তিধরাব্যয় ।

প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সর্কেবাং দেহি দর্শনম্ ॥ ৬১

এষ ব্রহ্মা তথৈবাং সহ রুদ্রৈল্লোলচনঃ ।

সর্কাদিত্যোঃ সমং পৃষা পাবকোহং সহায়িত্তিঃ ।

অগ্নিনো বসবশ্চমে সর্কে চৈতে মরুক্ষণাঃ ।

সাধ্যা বিশ্বে তথা দেবা দেবেশ্চৈচর্যমীশ্বরঃ ॥ ৬৩

প্রণামপ্রবণা নাথ দৈত্যসৈন্তপরাজিতাঃ ।

শরণং তামনুপ্রাপ্তাঃ সমস্তা দেবতাগণাঃ ॥ ৬৫

পরশর উবাচ ।

এবং সংস্কৃত্যমানস্ত ভগবান্ শঙ্খচক্রেদধরুঃ ।

জগাম দর্শনং তেষাং মৈত্রেয় পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৫

তং দৃষ্ট্বা তে তদা দ্বেষাঃ শঙ্খচক্রেদধরম্ ।

অপূর্করূপসংস্থানং তেজসাং রাশিমুজ্জিতম্ ॥ ৬৬

প্রণম্যপ্রণতাঃ পূর্কং সংক্রোত স্তমিতেক্ষণাঃ ।

তুষ্টিবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পিতামহপুরোগমাঃ ॥ ৬৭

আমরা প্রণত হইলাম ৥ ৫১—৫৮ ৥ ব্রহ্মা

ও দেবগণের বাক্যাবসানে বৃহস্পতি-পুরোগম

দেবর্ষি সকল বলিয়াছিলেন, যিনি আদ্য,

যজ্ঞপুমান্, স্তবনীয় সকলের পূর্কজ জগং-স্রষ্টার

স্রষ্টা এবং অবিশেষণ তাঁহার প্রতি প্রণত হই।

হে ভগবন্! ভূত ভব্যেণ! জগন্মুক্তিধর অব্যয়!

প্রসন্ন হও, সমস্ত প্রণতদিককে দর্শন দাও। এই

ব্রহ্মা, রুদ্রগণ সহ এই ত্রিলোচন, সর্কাদিত্য

সহ সূর্য্য, সকলান্নি সহিত এই পাবক, অগ্নিনীশ্বর,

বসুগণ, সমস্ত মরুৎ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, দেবগণ

এবং এই ঈশ্বর দেবেশ্চ, হে নাথ! দৈত্যসৈন্ত-

পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণাম নর্ত হইয়া

তোমার শরণাগত হইয়াছেন। পরাশর কহি-

লেন, হে মৈত্রেয়! শঙ্খচক্রেধর ভগবান্ পরমেশ্বর

এইরূপে সংস্কৃত্যমান হইয়া তাঁহাদের দর্শনগোচর

হইলেন। তখন সংক্রোত জগ্নি নিস্পন্দলোচন

পিতামহপুরোগম দেবগণ শঙ্খচক্রেদধর, অপূর্ক-

রূপসংস্পর্শ উজ্জিতভজোরাশি সেই পুণ্ডরী-

দেবা উচুঃ ।

নমো নমোহবিশেষণং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধরুঃ ।

ইন্দ্রমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ ॥ ৬৮

বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বে দেবগণা ভবান্ ।

যোহং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ ॥ ৬৯

স ত্বমেব জগং-স্রষ্টা যতঃ সর্কগতো ভবান্ ।

ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বসট্কারস্ত্বমোক্ষারঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭০

বেদ্যাবেদ্যক সর্কাস্ত্বান্ ত্বয়ক্ষাখিলং জগৎ ।

ত্বামত্র শরণং বিবেশ প্রযাতা দৈত্যনির্জিতাঃ ॥ ৭১

বয়ং প্রসীদ সর্কাস্ত্বান্ তেজসাপ্যায়স্ব নঃ ।

তাবদার্তিস্থথা বাঙ্ক্য তাবদমোহস্তথাহুখম্ ॥ ৭২

যাবরায়াতি শরণং ত্বামশেষাবনাশনম্ ।

তং প্রসাদং প্রসন্নাস্ত্বান্ প্রপন্নানাং কুরুস্ব নঃ ॥ ৭৩

তেজসাং নার্থ সর্কেবাং স্বশক্ত্যাপ্যায়নং কুরু ॥ ৭৪

পরশর উবাচ ।

এবং সংস্কৃত্যমানস্ত প্রণতৈরমরৈর্হরিঃ ।

প্রসন্নদৃষ্টিভগবান্দিদমাংস বিস্কৃতং ॥ ৭৫

কান্ধকে দেখিয়া পূর্কাবর্ষি প্রণত হইলেও পুন-

রার প্রণামপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে দেব! নমো নমঃ। তুমি

অবিশেষ তুমি ব্রহ্মা, তুমি পিনাকধর, তুমি ইন্দ্র

অগ্নি, পবন, মরুৎ, সবিতা ও যম। তুমি বসু-

গণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ; এই যে

দেবগণ তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি।

যেহেতু জগং-স্রষ্টা তুমি সর্কগত। তুমি যজ্ঞ,

তুমি বসট্কার। তুমি ওক্ষার ও প্রজাপতি।

হে সর্কাস্ত্বান্! বেদ্যাবেদ্যময় অখিল জগৎও

ত্বময়। হে বিশ্বে! আমরা দৈত্য দ্বারা পরাজিত

হইয়া এখানে তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে

সর্কাস্ত্বান্! প্রসন্ন হও, তেজ দ্বারা আমাদের

আপ্যায়িত কর। অর্তি, বাঙ্ক্য, মোহ ও অস্থখ

সেই পর্যন্ত, যতক্ষণ অশেষাপনাশন তোমার

শরণাপন্ন না হওয়া যায়। অতএব হে প্রসন্ন-

াস্ত্বান্! প্রসন্ন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।

হে নাথ! স্বশক্তি (লক্ষ্মী) দ্বারা সকলের তেজ

বর্ধন কর ॥ ৫৯—৭৪ ৥ পরাশর কহিলেন,

প্রণত অমরগণ কর্তৃক এইরূপ সংস্কৃত্যমান হইয়া

### শ্রীভগবানুবাচ ।

তেজসো ভবতাং দেবাঃ করিষ্যাম্যপবুংহণম্ ।  
বদাম্যহং যং ক্রিয়তাং ভবন্তিস্তুদিদং সুরাঃ ॥ ৭৬  
অনীয় সহিতা দৈতৈঃ ক্ষীরাকৌ সকলৌষধীঃ ।  
মহানং মন্দরং কুড়া নেত্রং কুড়া তু বাহুকিম্ ॥ ৭৭  
মথ্যাতামমৃতং দেবাঃ সহায়ৈ মথ্যাবস্থিতে ।  
সামপূর্ব্বকং দৈতেয়াস্ত্রে সাহায্যকশ্চিৎ ॥ ৭৮  
সামান্যফলভোক্তারো যুয়ং বাচ্যা ভবিষ্যথ ।  
মথ্যমানে চ তত্রাকৌ যং সমুৎপদ্যতেহমৃতম্ ॥ ৭৯  
তংপানাদ্ বলিনো যুষ্মমরাণ্য ভবিষ্যথ ।  
তথা চাহং করিষ্যামি যথা ত্রিদর্শাবিহ্বলঃ ।  
ন প্রাপ্যাস্ত্যমৃতং দেবাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৮০  
পরশর উবাচ ।  
ইত্যুক্তা দেবদেবেন সর্ক এব ততঃ সুরাঃ ।  
সন্ধানমসুরৈঃ কুড়া যত্নবন্তোহমৃতভবন ॥ ৮১  
নারৌষধীঃ সমানীয দেবদৈতেয়দানবাঃ ।  
কিপ্ত্বা ক্ষীরাক্ষিপয়সি শরদ্রামলভিষি ॥ ৮২

সেই বিশ্বকৃৎ ভগবান প্রসন্নমনে বলিতে  
লাগিলেন । ভগবান কহিলেন, হে দেব  
সকল ! তোমাদের তেজের উপরূপ (পুষ্টি  
সাধন) করিব, আমি যাহা বলিতেছি,  
তাহা কর । দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরাক্ষিতে  
সকল ওষধি আনিয়া (নিষ্ক্রেপপূর্ব্বক) এবং  
মন্দরকে মগ্ন (মাখানি) ও বাহুকিকে নেত্র  
(মগ্নরজ্জু) করিয়া, আমার সাহায্যে অমৃত  
মগ্ন কর । সাহায্যের নিমিত্ত দৈতেয়দিগকে  
সামপূর্ব্বক বল যে, “তোমরা সামান্য ফলভোক্তা  
(সমান ফলভাগী) হইবে । সমুদ্র মথিত  
হইলে যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, তাহা পানে  
তোমরা এবং আমরা বলবান হইব ।” তৎপরে  
আমি একরূপ করিব যাহাতে দেবর্ষেবিগণ অমৃত  
না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয় । ৭৫—৮০ ।  
পরশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ বলিলে সুর-  
গণ অমুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের  
জন্ত যত্নবান হইলেন । হে মৈত্রেয় ! দেব  
মৈত্রেয় দানবেরা নানা ওষধি আনয়ন করত  
শরৎকালের মেঘের গ্রাস নির্মলকান্তিবিপ্লবিত

মহানং মন্দরং কুড়া নেত্রং কুড়া চ বাহুকিম্ ।  
ততো মথিতুমারদ্ধা মৈত্রেয় তরসামৃতম্ ॥ ৮৩  
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্কৈ যতঃ পুচ্ছং ততঃ কুতাঃ ।  
কশ্মেন বাহুকৈর্দৈত্যাঃ পূর্ব্বকায়ৈ নিবেশিতাঃ ॥ ৮৪  
তে তস্ত ফণনিখাস-বহ্নিনাপহতভিষঃ ।  
নিস্তেজসোহসুরাঃ সর্কৈ বভুবুরমিত্যুতৈঃ ॥ ৮৫  
তেনৈব মুখনিখাস-বাহুনাস্তবলাহিকৈঃ ।  
পুচ্ছপ্রদেশে বর্ষন্তিস্থা চাপ্যয়িতাঃ সুরাঃ ॥ ৮৬  
ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান কুশ্মরুপী স্রবং হরিঃ ।  
মগ্নান্দেবধিষ্ঠানং ভ্রমতোহভ্রমহামুনে ॥ ৮৭  
রূপেণাতেন দেবানাং মধ্যে চক্রগদাধরঃ ।  
চতুর্ভুজোদগাজানং দৈত্যমধ্যে পরেণ চ ॥ ৮৮  
উপরিষাক্রান্তবান শৈলং বৃহদ্রূপেণ কেশবঃ ।  
তথাপরেণ মৈত্রেয় যম দৃষ্টং সুরাসুরৈঃ ॥ ৮৯  
তেজসা নাগরাজানং তথাপ্যয়িতবান হরিঃ ।  
গতেন তেজসা দেবানুপবুংহিতবান বিভুঃ ॥ ৯০  
মথ্যমানে ততঃশিন ক্ষীরাকৌ দেবদানবৈঃ ।

ক্ষীরাক্ষিপয়োমধ্যে নিষ্ক্রেপপূর্ব্বক মন্দরকে মগ্নান  
ও বাহুকিকে নেত্র করিয়া সুরের অমৃত মগ্নন  
আরম্ভ করিলেন । কুড়া দেবতা সকলকে  
পুচ্ছের দিকে এবং দৈতেয় সকলকে বাহুকির  
পূর্ব্বকায়ৈ নিযুক্ত করিলেন । হে মহাত্ম্যে !  
অসুরেরা সেই ক্ষীর খাসবাহি দ্বারা নষ্টকান্তি  
হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং তাহার মুখের  
নিখাসবায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত মেঘ সকল পুচ্ছদেশে  
গিয়া বর্ষন করায়, তাহাতে দেবতা সকল আপ্যা-  
য়িত হইতে লাগিলেন । হে মহামুনে ! ভগবান  
হরি স্রবং কুশ্মরুপী হইয়া ক্ষীরোদ মধ্যে  
ভ্রাম্যমাণ মহানাদ্রির অধিষ্ঠান হইলেন ।  
চক্রগদাধর অন্তরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর  
একরূপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া সর্গরাজকে আকর্ষণ  
করিতে লাগিলেন । হে মৈত্রেয় ! কেশব  
সুরাসুরের অদৃষ্ট, অস্ত্র এক বৃহৎরূপ শৈলের  
উপরিভাগে আক্রমণ করিয়া রহিলেন । বিভু  
হরি তেজ দ্বারা নাগরাজকে আপ্যায়িত এবং অস্ত্র  
তেজ দ্বারা দেবগণকে পুষ্টি করিলেন । ৮১—৯০ ।  
তদনন্তর দেবদানব কর্তৃক ক্ষীরাক্ষি মথ্যমান

হরিধামাভবৎ পূৰ্ণং সুরভিঃ সুরপূজিতা ॥ ১১  
 জঘ্ন শূদ্রং ততো দেবা দানবাশ্চ মহামুনে ।  
 ব্যাক্ষিপ্তচেতসশ্চৈব বভূবু স্তমিতেক্ষণাঃ ॥ ১২  
 কিমেতদ্বিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্ত্যয়তাং ততঃ ।  
 বভূব বারুণী দেবী মদাগর্ভিতলোচনা ॥ ১৩  
 কৃতাবর্তীং ততস্তস্মাৎ কীরোদাদ বাসয়ন্ জনং ।  
 গন্ধেন পারিজাতোহভূদ্ দেবস্ত্রীনন্দনস্তরুঃ ॥ ১৪  
 রূপৌদার্যাশ্চণোপেতস্ততঃচাপসরসাং গণাঃ ।  
 কীরোদধেঃ সমুৎপন্নো মৈত্রেয় পরমাত্ততঃ ॥ ১৫  
 ততঃ শীতাংশুরভবদ্ জগহে তং মহেশ্বরঃ ।  
 জগৃহুশ্চ বিষং নাগাঃ কীরোদাচ্চ সমুখিতম্ ॥ ১৬  
 ততো ধ্বস্তরির্দেবঃ ধ্বতাস্বরধরঃ স্বয়ম্ ।  
 বিভ্রং কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্ত সমুখিতঃ ॥ ১৭  
 ততঃ স্বহৃমনস্কাস্তে সর্কে দৈতেরদানবাঃ ।  
 বভূবুর্মুদিতাঃ সর্কে মৈত্রেয় মুনিভিঃ সহ ॥ ১৮  
 ততঃ ক্ষুরং কান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা ।  
 ত্রীর্দেবী পরসন্তম্নাতুস্থিতা ভূতপঙ্কজা ॥ ১৯

হইলে প্রথমে হরিধাম সুরপূজিতা সুরভি উৎ-  
 পন্ন হইলেন । হে মহামুনে ! তখন দেবদানব  
 আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাক্ষিপ্তচেতা ( তলোভা-  
 কষ্টমনা ) এবং নিষ্পন্দলোচন হইলেন ।  
 তদনন্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ “ইহা কি” এইরূপ চিন্তা  
 করিতে করিতে মদাগর্ভিতলোচনা বারুণী দেবী  
 জন্মিলেন । তৎপরে সেই কৃতাবর্ত কীরোদ  
 হইতে দেবস্ত্রীনন্দন পারিজাত তরু গন্ধে  
 জনং বাসিত করিতে করিতে উখিত হইল । হে  
 মৈত্রেয় ! তদনন্তর কীরসিদ্ধ হইতে রূপৌদার্যা-  
 শ্চণযুক্ত পরমাত্ততঃ অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল ।  
 তাহার পর শীতাংশু হইলেন, তাঁহাকে মহাদেব  
 গ্রহণ করেন এবং নাগ সকল কীরোদসমুখিত বিষ  
 গ্রহণ করিলেন । তদনন্তর ধ্বতাস্বরধর দেব ধ্ব-  
 স্তরি স্বয়ং অমৃত-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুখিত  
 হইলেন । হে মৈত্রেয় । তখন দৈতের দানবেরা  
 স্বহৃমনস্ক এবং মুনিগণের সহিত সকলে আন-  
 ন্দিত হইলেন । তাহার পর দেবীপমান কান্তি-  
 মতী বিকশিত কমলে স্থিতা ভূতপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী  
 সেই পদ্ম হইতে উখিত হইলেন । ১১—১৯ ।

তাং তুষ্ণুর্মুদা যুক্তাঃ ত্রীহৃন্তেন মহর্ষয়ঃ ।  
 বিশ্বাবহুমুখান্তস্তা গন্ধর্বাঃ পুরতো জগুঃ ॥ ১০০  
 য়তাচীপ্রমুখা ব্রহ্মন্ নবৃত্তচাপ্সরোগণাঃ ।  
 গন্ধাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে ॥ ১০১  
 দিগ্গজাঃ হেমপাত্রস্থাদায় বিমলং জলম্ ।  
 শ্রাপরাক্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥ ১০২  
 কীরোদো রূপধ্বং তস্তৈ মালাময়ানপঙ্কজাম্ ।  
 দদৌ বিভূষণান্ত্রে বিশ্বকর্মা চকার চ ॥ ১০৩  
 দিব্যমালাস্বরধরা স্নাতা ভূষণভূষিতা ।  
 পশ্চতাং সর্বদেবানাং যযৌ বন্ধস্থলং হরৈঃ ॥ ১০৪  
 তয়াবলোকিতা দেবা হরিবন্ধস্থলস্থয়া ।  
 লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহসা পরাং নিবৃত্তিমাগতাঃ ॥ ১০৫  
 উৎক্লেশং পরমং জঘ্ন দৈত্য্য বিষ্ণুপরাডুম্বাঃ ।  
 তাত্তা লক্ষ্ম্যা মহাভাগ বিপ্রচিন্তিপূরোগমাঃ ॥ ১০৬  
 তজস্তে জগৃহুর্দৈত্যা ধ্বস্তরিধরৈঃ স্থিতম্ ।  
 কমণ্ডলুং মহাবীৰ্যা যদাস্তে তদ্ দ্বিজামৃতম্ ॥ ১০৭  
 মায়য়া লোভয়িত্বা তান বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাস্থিতঃ ।

মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া ত্রীহৃন্তে তাঁহার স্তব  
 করিলেন । বিশ্বাবহুমুখ গন্ধর্ব্ব সকল তাঁহার  
 সমুখে গান করিতে লাগিলেন । হে ব্রহ্মন্ ।  
 য়তাচী প্রমুখ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল ।  
 গন্ধাদি সরিতঃ সকল স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন  
 এবং দিগ্গজগণ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণ  
 পূর্বক সর্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাই-  
 লেন । কীরোদ রূপধারী হইয়া তাঁহাকে অন্মান-  
 পঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং বিশ্বকর্মা অস্ত্রে  
 বিভূষণ করিয়া দিলেন । তিনি স্নাতা, ভূষণ-  
 ভূষিতা ও দিব্যমালাস্বরধরা হইয়া সর্বদেবগণের  
 সমক্ষে হরির বন্ধস্থল আশ্রয় করিলেন । হে  
 মৈত্রেয় ! হরিবন্ধস্থলস্থিতা সেই লক্ষ্মী দেব-  
 গণকে অবলোকন করায় তাঁহারা পরম নিবৃত্তি  
 প্রাপ্ত হইলেন । হে মহাভাগ ! বিষ্ণুপরাডুম্বা  
 বিপ্রচিন্তিপূরোগম দৈত্যেরা লক্ষ্মী কর্তৃক ত্যক্ত  
 হইয়া পরম উন্নিয় হইয়া উঠিল । হে দ্বিজ !  
 তৎপরে সেই দৈত্যগণ ধ্বস্তরিধরস্থিত কমণ্ডলু  
 ধারণ করিল ; তাহাতে অমৃত ছিল । তখন বিষ্ণু  
 বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ ও তাহাদিগকে মায়া দ্বারা

দানবৈভাস্তদাদায় দেবেভাঃ প্রদদৌ বিভূঃ ॥ ১০৮

ততঃ পপুঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাস্তং তদামৃতম্ ।

উদাতাযুধনিত্বিংশা দৈত্যাস্তাংস্ সমভ্যঃ ॥ ১০৯

পীতেহমৃতং চ বলিভির্দেবৈর্দৈত্যচমুস্তদ ।

বধ্যমানা দিশে! ভেজ পাতালং তু বিবেশ বৈ ॥

তদা দেবা মুদা যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাভূতম্ ।

প্রণিপতা যথা পূর্বম্ আশাস্ত ত্রিষ্টিপম্ ॥ ১১১

ততঃ প্রসন্নভাঃ সর্গাঃ প্রযদৌ সেন বহ্ন ন ।

জ্যোতীষি চ যথামার্গে প্রযয়ুর্নিসন্তম ॥ ১১২

দজ্জাল ভগবান্শেষৈশ্চ শত্রুদীপ্তিস্তিভাবহুঃ ।

এষে চ সর্ষভতানাং তদা মতিরজ্যাত ॥ ১১৩

ত্রৈলোক্যাক শিষ্য! জঙ্ঘৈঃ বভূব মুনিসন্তমঃ ।

শক্শ চ ত্রিংশশেষৈঃ পুনঃ শ্রীমানজায়ত ॥ ১১৪

সিংহাসনগতঃ শক্শঃ সংপ্রাপ্য ত্রিদিবঃ পুনঃ ।

দেববাজো স্থিতে! দেবীং তুড়াবাজকরণং ততঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

নমস্তে সর্ষভতানাং জননীমজ্জসত্ত্ববাম্ ।

প্রলোভিত করিয়া সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করত

দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন । তদনন্তর

শত্রুদিগ স্বরগণ অমৃত পানপূর্বক উদাতাযুধ-

নিত্বিংশ হইয়া দৈত্যাদিগকে আক্রমণ করিলেন ।

১০০—১০৯ । অমৃতপানে বলবান দেবগণ

কর্তৃক দৈত্যচমু বধ্যমান হইয়া দিকে দিকে

পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল । তখন

দেবতা সকল আনন্দিত হইয়া শঙ্খচক্রগদাভূতকে

প্রণামপূর্বক পূর্ববৎ ত্রিষ্টিপ ( স্বর্গরাজ্য )

শাসন করিতে লাগিলেন । হে মুনিসন্তম! তৎ-

পরে সর্গা প্রসন্নদীপ্তি হইয়া স্ববস্ত্রে গমন ও

জ্যোতির্গণ যথামার্গে গমন করিতে লাগিলেন ।

ভগবান্ 'বিভাবহু' চারুদীপ্তিতে জ্বলিতে আরম্ভ

করিয়াছিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্ম্মে মতি

হইয়াছিল । হে মুনিসন্তম! ত্রৈলোক্য, শ্রীযুক্ত

ও ত্রিংশশেষ শক্শ ও পুনর্বার শ্রীমান্ হইলেন ।

অনন্তর শক্শ পুনর্বার ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ায়

দেববাজো স্থিত ও সিংহাসনগত হইয়া পদ্মহস্তা

দেবীকে ( লক্ষ্মীকে ) স্তব করিয়াছিলেন । ১১০—

১১৫ । ইন্দ্র কহিলেন, সর্ষভূতের জননী,

ত্রিগুমুদ্রিপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥ ১১৬

ত্বং সিদ্ধিত্বং সুধা স্বাধা স্বধা ত্বং লোকপাবনি ।

সন্ধ্যা রাত্রি প্রভা ভূতির্মেধা ব্রহ্মা সরস্বতী ॥ ১১৭

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে ।

আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥ ১১৮

আত্মিকী ত্রয়ো বার্তা দণ্ডনীতিস্বমেব চ ।

সৌম্যাসৌম্যৈর্জ্ঞগদ্রপৈশ্চর্যৈতদেবি পূরিতম্ ॥

কা তুহা ত্বামৃতে দেবি সর্বযজ্ঞময়ং বপুঃ ।

অধ্যাস্তে দেবদেবস্ত যোগিচিন্ত্যং গদাভূতং ॥ ১২০

ইদা দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্ ।

বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ইয়দানীং সমধিতম্ ॥ ১২১

দারপুত্রাতুখাগারং সুহৃদ্বাতুখাদিকম্ ।

ভবত্যেতন্মহাভাণ্ডে নিত্যং তদ্বীক্ষণাম্ভগাম্ ॥

শরীরারোগ্যমৈশ্বর্যমরিপক্ষক্ষয়ং সুখম্ ।

দেবি হৃদদৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্লভম্ ॥ ১২৩

ত্বং মাতা সর্ষভুতানাং দেবদেবে! হরিঃ পিতা ।

ইয়েতদ্বিমুখা চাদ্য জগদব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥ ১২৪

অজসত্ত্বা, উদ্রিপদলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল-

স্থিতা লক্ষ্মীকে নমস্কার করি । অগ্নি লোক-

পাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাধা

ও স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রভা, ভূতি, মেধা, ব্রহ্মা

ও সরস্বতী । অগ্নি শোভনে দেবি! তুমি

যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তি-

ফলদায়িনী আত্মবিদ্যা । তুমিই আত্মিকী

( তর্কবিদ্যা ), ত্রয়ো, বার্তা ও দণ্ডনীতি । হে

দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্য রূপে এই

জগৎ পূরিত । দেবি! তোমা ভিন্ন অণু কোন

স্ত্রী গদাভূত দেবদেবের সর্বযজ্ঞময় যোগিচিন্ত্য

শরীরে বাস করে? হে দেবি! তুমি পরিত্যাগ

করায় সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল ।

ইদানীং তোমা দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইল । অগ্নি

মহাভাণ্ডে! তোমার দৃষ্টিমাত্রে মনুষ্যদিগের

দারা, পুত্র, আগার, সুহৃদ ও ধনবাত্তাদি হইয়া

থাকে । দেবি! তোমার দৃষ্টিদৃষ্ট পুরুষদিগের

পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য, অরিপক্ষক্ষয়

ও সুখ কিছুই হ্রাস নহে! তুমি সর্ষভূতের

মাতা ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভ-



মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্ ।  
 মা শরীরং কলত্রঞ্চ তাজ্জং সৰ্পপাবনি ॥ ১২৫  
 মা পুত্রান্ মা হৃহৃদবর্গং মা পশূন মা বিভূষণম্ ।  
 তাজ্জং মম দেবস্ত বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে ॥ ১২৬  
 সঙ্কেন সতশৌচাত্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ ।  
 তাজ্জন্তে তে নরাঃ সদাঃ সন্ত্যক্তা য়ে ত্রয়ামলে ॥  
 ত্রয়মলোকিতাঃ সদাঃ শীলাদৌরখিলৈর্গুণৈঃ ।  
 কুলৈশ্চৈর্গুণৈঃ মুহুন্তে পুরুষা নি গুণা অপি ॥ ১২৮  
 স শ্লাঘাঃ স গুণী ধন্তঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্ ।  
 স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যন্তয়া দেবি বীক্ষিতঃ ॥ ১২৯  
 সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ ।  
 পরাশ্রুযী জগদ্ধাত্রি যন্ত ত্বং বিষ্ণুবল্লভে ॥ ১৩০  
 ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান জিহ্বাপি বেষপঃ ।  
 প্রসীদ দেবি পরাক্ষি মায়াংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥  
 পরাশর উবাচ ।

এবং শ্রীঃ সংস্কৃতা সম্যক্ প্রাহ দেবী শতক্রতুম্  
 গুণতাং সৰ্পদেবনাং সৰ্পভূতস্তিতা দ্বিজ ॥ ১৩২

যের দ্বারাই অদা চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত ।  
 ১১৬—১২৪ । অগ্নি সৰ্প-পাবনি ! আমা-  
 দের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, শরীর ও কলত্র  
 ত্যাগ করিও না । অগ্নি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়ে !  
 আমার পুত্রগণ, হৃহৃদবর্গ, পশু ও বিভূষণ সকল  
 ত্যাগ করিও না । অগ্নি অমলে ! তুমি যাহা-  
 দিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ত্ব, সত্য,  
 শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে ।  
 তুমি অবলোকন করিলে নিগুণ পুরুষেরাও সদাঃ  
 শীলাদি অখিল গুণ কুল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয় ।  
 হে দেবি ! তুমি যাহাকে নিরীক্ষণ কর, সে  
 শ্লাঘ্য, সে গুণী, সে ধন্ত, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমান,  
 সে শূর এবং বিক্রান্ত । অগ্নি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণু-  
 বল্লভে ! তুমি যাহার প্রতি পরাশ্রুযী হও,  
 তাহার শীলাদি সকল গুণ সদাই বৈগুণ্য প্রাপ্ত  
 হয় । হে পরাক্ষি দেবি ! ব্রহ্মার জিহ্বাও  
 তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে  
 কদাচ ত্যাগ করিও না । ১২৫—১৩১ । পরা-  
 শর কহিলেন, হে দ্বিজ ! সৰ্পভূতস্তিতা শ্রীদেবী  
 এইরূপে সম্যক্ সংস্কৃতা হইয়া, সকল দেবেব

শ্রীকবাচ ।

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেনানেন তে হরে ।  
 বরং কৃণীষ যন্তিষ্টো বরদাহং তবাগতা ॥ ১৩৩  
 ইন্দ্র উবাচ ।  
 বরদা যদি মে দেবি বরাহৌ যদি বাপাহম্ ।  
 ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া তাজ্জ্যমেষ মেহন্ত বরঃ পরঃ ॥  
 স্তোত্রেন যন্তুর্থেভেন ত্বাং স্তোষাতাক্সিসত্তবে ।  
 স ত্বয়া ন পরিত্যজ্যো দ্বিতীয়োহরু বরো মম ॥  
 শ্রীকবাচ ।  
 ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ন সংত্যক্ষামি বাসব ।  
 দন্তো বরো ময়া যন্তে স্তোত্রোরাধনতুষ্টয়া ॥ ১৩৬  
 যশ্চ সাযং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেনানেন মানবঃ ।  
 মাং স্তোষ্যতি ন তন্ত্ৰাহং ভবিষ্যামি পরাশ্রুযী ॥  
 পরাশর উবাচ ।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈ পুরা ।  
 মৈত্রেয় শ্রীমহাভাগা স্তোত্রোরাধনভেষিতা ॥ ১৩৮  
 ভূগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্ন শ্রীঃ পূর্বমুদধে পুন  
 দেবদানবযজেন প্রস্তুতমতমগ্নে ॥ ১৩৯

সাক্ষাতে শতক্রতুকে বলিলেন । শ্রী কহিলেন  
 হে দেবেশ হরে ! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট  
 হইলাম, ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদ  
 হইয়া এখানে আসিয়াছি । ইন্দ্র কহিলেন, দেবি !  
 যদি আমার বরদা হও, যদি আমি বরের যোগ্য  
 হই, তবে তুমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও না, এই  
 আমার প্রধান বর । অগ্নি অভ্যসত্তবে ! আমার  
 দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে  
 তোমার স্তব করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিও  
 না । শ্রী কহিলেন, হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ বাসব !  
 স্তোত্রোরাধনে তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে যে  
 বর দিলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও  
 না এবং যে এই স্তোত্র দ্বারা সাযং ও প্রাতে  
 আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতি পরাশ্রুযী  
 হইব না । পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় !  
 পুরাকালে মহাভাগা শ্রীদেবী স্তোত্রোরাধনে তুষ্ট  
 হইয়া দেবরাজকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন ।  
 ভৃগুপত্নী খ্যাতিতে উৎপন্ন শ্রী, দেব-দানবের

এবং স্বামী জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।  
 অবতারং করোতোষা তথা । ত্রীশ্বতঃসহায়িনী ॥১৪০  
 পুনঃ পদ্মাহুত্যা আদিতোহভূতদা হরিঃ ।  
 যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূতধরণী ত্রয়ম্ ॥ ১৪১  
 রাধবত্বেভবং সীতা কৃষ্ণিণী কৃষ্ণজয়মনি ।  
 অগোপু চবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ১৪২  
 দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী ।  
 বিষ্ণোদেহানুরূপাং বৈ করোতোষাশ্রয়ন্তনুম্ ॥১৪৩  
 যতঃচতঃ শৃণুয়াজ্জয় লক্ষ্মী যতঃ পঠৈনরঃ ।  
 শিরো ন বিচ্যুতিস্তত্ত্ব গৃহে যাবৎ কুলত্রয়ম্ ॥ ১৪৪  
 পঠতে যেষু চৈবেষ গৃহেষ ত্রীশ্বতঃ মুনৈ ।  
 অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা ন তেবাস্তে কদাচন ॥ ১৪৫  
 তে কথিতং ব্রহ্মন যথাং তং পরিপূচ্ছসি ।  
 ক্ষারাকৌ ত্রীখণ্ডা জাতা পূৰ্বে ভৃগুহুতা সতী ॥  
 ইতি সকলবিভূতাবাপ্তিহেতুঃ •  
 কতিরিয়মিন্দ্রমুখোদগতা হি লক্ষ্মীঃ  
 অনুদিনমিহ পঠ্যতে নৃভির্ধৈ-  
 র্ষসতি ন তেষু কদাচিদপালক্ষ্মীঃ ॥ ১৪৬  
 ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে  
 নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতং মে ত্বা সৰ্গং যৎপ্ৰটোহসি মহামুনে ।  
 ভৃগুসর্গাং প্রভূতোষ সর্গো মে কথাতাং পুনঃ ॥১  
 পরাশর উবাচ ।  
 ভৃগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্না লক্ষ্মীকৃষ্ণপরিগ্রহঃ ।  
 তথা ধাতুবিধাতরো খ্যাতিয়াং জাতো হুতো ভৃগোঃ  
 আয়িনির্যিতিতৈঃ চৈব মেরোঃ কণ্ঠে মহাশ্রনঃ ।  
 ধাতুবিধাত্রেস্তে ভাষ্যে তয়েজ্যজাতো হুতাবুভো ॥৩  
 প্রাণৈঃ স মুকঃ স মার্কণ্ডেয়ো মুকঃ পুতঃ ।  
 ততো দেবশিরা জজ্ঞে প্রাণশ্চাপি হুতঃ শৃণু ॥ ৪  
 প্রাণেন কৃতিমান পুত্রো রাজবংশঃ ততোহভবৎ ।  
 ততো বংশো মহাভাগ বিস্তারং ভার্গবো গতঃ ॥৫  
 পত্নী মরীচো সন্ততিঃ পৌৰ্ণমাসমস্মৃত্য ।  
 বিরজাঃ সৰ্গগঠৈঃ চব তস্ত পুত্রো মহাশ্রনঃ ॥ ৬

তোমাকে এই কথিত হইল, সকল বিভূতি-  
 প্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রমুখোদগতা এই লক্ষ্মীস্তব  
 এই পৃথিবীতে গাছারা অনুদিন পাঠ করেন,  
 তাঁহাদের কদাচ অলক্ষ্মী থাকে না ॥১৪১—১৪৭।

প্রথমোহংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দশম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! যাহা  
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি কহি-  
 লেন। এক্ষণে ভৃগুসর্গ হইতে পুনর্বার এই  
 বংশ আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, ভৃগুর  
 পত্নী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ও ধাতু  
 বিধাত নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা  
 মেরুর আয়তি নির্যতি নানী দুই কন্যা ধাতা বিধা-  
 তার ভাৰ্য্যা। তাঁহাদের পুত্র প্রাণ ও মুকপু। মুক-  
 পুর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের হুত দেবশিরা।  
 প্রাণের দ্বিতীয় পুত্র কৃতিমান রাজবান্। হে  
 মহাভাগ! তৎপরে ভার্গব বংশ কিস্ত হইয়া  
 উঠিল। মরীচির পত্নী সন্ততি, পৌৰ্ণমাসকে প্রসব  
 করেন। সেই মহাত্মার দুই পুত্র, বিরজা ও

হে অনুভূতমুনে পুনর্বার প্রসূতা হইলেন। জগৎ-  
 স্বামী দেবদেব জনার্দন যেমন অবতার গ্রহণ  
 করেন। তঃ সহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপ।  
 ১৪০—১৪১। হরি যখন আদিত্য (বামন)  
 ইয়াছিলেন তখন পুনঃ পদ্ম হইতে উদ্ভূত  
 হইলেন। যখন ভার্গব রাম হইলেন, তখন ইনি  
 ধরণী হইয়াছিলেন। রাধবত্বে সীতা, কৃষ্ণজন্মে  
 কৃষ্ণিণী ও অগ্ন্যত্র অবতারেও ইনি বিষ্ণুর  
 সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহ ও মনুষ্যত্বে  
 মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আশ্রিত্য ত্যাগ  
 করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম ভাষণ  
 বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে, তাহার গৃহে  
 তাবৎকাল ত্রীহীনতা হয় না। হে মুনে! যে  
 গৃহে এই ত্রীশ্বতঃ পঠিত হয়, তথায় কলহাধারা  
 অলক্ষ্মী কদাচ থাকে না। হে ব্রহ্মন! ত্রী  
 পূৰ্বে ভৃগুহুতা হইয়া পরে ক্ষীরাকিত্তে যেরূপে  
 জন্মিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা

বংশসংকীৰ্ত্তনে পুত্রান্ বদিবোহং তয়োদ্বিজ ।  
 স্মৃতিচান্দ্রিরসঃ পত্নী প্রহতাঃ কণ্ঠকান্তথা ॥ ৭  
 সিনীবালী কুহুৎচৈব রাক। চানুমতিস্তথা ।  
 অনুস্ময়া তথৈবাত্রেজ্ঞে পুত্রানকম্মথান ॥ ৮  
 সোমং দুৰ্ব্বাসসকৈব দত্তাত্রেয়ক যোগিনম্ ।  
 প্রীত্য পুলস্ত্যভাষণায়াং দত্তোলিস্তং সূতোহভবৎ  
 পূৰ্ব্বজমনি যোগন্তঃ স্মৃতঃ স্বায়ত্বেহ তরে ।  
 কন্দম্ অবরীয়াং চ সহিস্ সূতত্রয়ম্ ॥ ১০  
 ক্রমা তু স্মৃষুবে ভাষা। পুলহস্য প্রজাপতে:  
 ক্রতোঃ সন্নতিভাষা। বালখিল্যানস্বয়ত ॥ ১১  
 যষ্টিধানি সহস্রাণি যতীনমুক্তরেতসাম্ ।  
 অক্ষুষ্ঠাপৰ্ম্মমাত্রাণাং জলদাস্করতেজসাম্ ॥ ১২  
 উজ্জ্বায়াক বসিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ত বৈ সূতাঃ  
 রজোগাত্রোজ্জ্বাহ্ চ বসনচানবস্তথা ॥ ১৩  
 সূতপাঃ শুক্রে ইত্যোতে সর্ক্রে সপ্তর্ষয়োহমলঃ  
 যোগসাবগ্নিরভিমানী বাক্ষগন্তনয়োহগ্রজঃ ॥ ১৫  
 তস্যাং স্বাহা সূতান লেভে ত্রীনুদারোজসে দ্বিজ  
 পাবকং পবমানক শুচিকাপি জলাশিনম্ ॥ ১৫

সৰ্কগ। হে দ্বিজ! বংশসংকীৰ্ত্তনে এই উভ-  
 যের পুত্র সকল বলিব। অগ্নির পত্নী স্মৃতি  
 অনেক কথার প্রসূতি। তাঁহাদের নাম সিনী-  
 বালী, কুহু, রাক। এবং অনুমতি। অগ্নির  
 পত্নী অনুস্ময়া সোম, দুৰ্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয়  
 এই সকল অকণ্ঠ্য পুত্রকে প্রসব করেন।  
 পুলস্ত্যভাষা প্রীতিতে তৎসূত দত্তোলির জন্ম  
 হয়; যিনি পূৰ্ব্বজন্মে স্বায়ত্বে মন্বন্তরে অগস্ত্য  
 নামে স্মৃত। পুলহ প্রজাপতির ভাষা, ক্রমা,  
 কন্দম, অবরীয়া ও সহিস এই সূতত্রয় প্রসব  
 করেন। ক্রতুর ভাষা সন্নতি বালখিল্যদিগকে  
 প্রসব করেন; সেই উজ্জ্বরেতা, অক্ষুষ্ঠাপৰ্ম্মমাত্র,  
 জলদাস্করতেজস্বী যতিগণের সংখ্যা যষ্টি সহস্র।  
 ১—১২। উজ্জ্বায় গর্ভে বসিষ্ঠের লগু পুত্র  
 উৎপন্ন। রজঃ, গাত্র, উজ্জ্বাহ, বসন, অনব,  
 সূতপা ও শুক্রে, ইহারা সকলে অমল সপ্তর্ষি  
 (তৃতীয় মন্বন্তরে,)। হে দ্বিজ! ব্রহ্মার অগ্রজ  
 ওনয় ঐ যে অভিমানী অগ্নি, স্বাহা তাঁহার  
 ওরূপে উদারভেজাঃ সূতত্রয় লাভ করেন।

তেমন্ত সন্ততাবস্ত্রে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।  
 এবমেকোনপকাশদ্ বহুয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৬  
 কথ্যন্তে বহুয়ঃ স্তে পিতাপুত্রত্রয়ক যৎ ।  
 পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা। ব্যাখাতা যে ময়া তব ॥ ১৭  
 অগ্নিষান্তা বর্হিসদোহনয়ঃ সায়য়ঃ চ যে ।  
 তেভ্যঃ স্বধা সূতে জগ্রে মেনাং বৈদ্যুরিণীং তথা ॥  
 তে উভে ব্রহ্মবাদিনৌ যোগিতৌ চাপূতে দ্বিজ ।  
 উত্তমজ্ঞানসম্পন্নৈ সর্ক্রে সমুদিতৈর্গুণৈঃ ॥ ১৯  
 ইতোযা দক্ষকণ্ঠানাং কথিতাপত্যসম্ভতিঃ ।  
 শ্রদ্ধাবান্ সংস্মরন্তেতাং অনপত্যো ন জায়তে ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে

দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদো মনোঃ স্বায়ত্বেহ তু ।  
 দ্বৌ পুত্রৌ সূমহাবীৰ্য্যৌ ধনুজ্ঞৌ কথিতৌ তব ॥  
 তয়োৰুত্তানপাদস্বয়চ্যাম্বদম্ সূতাঃ ।

পালক পবমান ও ওলালী শুচি। তাঁহাদের  
 সম্ভতি পঞ্চচত্বারিংশৎ। এইরূপে উনপকাশং  
 বহি পরিকীৰ্ত্তিত। ব্রহ্মার সৃষ্ট যে অগ্নি  
 অগ্নিষান্ত ও সায়িক বর্হিসদ নামক পিতৃসক-  
 লের কথা তোমাকে বলিয়াছি। স্বধা তাত-  
 দেব হইতে মেনা ও বৈদ্যুরিণী নামী দুই কণ্ঠ  
 প্রসব করেন। হে দ্বিজ! উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন  
 সমুদিত সর্ক্রেগে তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী  
 এবং যোগিনী। দক্ষকণ্ঠাদিগের অপত্যসম্ভতি  
 এই কথিত হইল। শ্রদ্ধাবান হইয়া ইহা শ্রবণ  
 করিলে অনপত্য হয় না। ১৩—২০।

প্রথমোহংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, স্বায়ত্বে মনুর প্রিয়ব্রত  
 ও উত্তানপাদ নামে ধনুজ্ঞ। সূমহাবীৰ্য্য দুই  
 পুত্রের কথা তোমাকে বলিয়াছি। হে ব্রহ্মন!

অতী ষ্টায়ামভূদ্ ব্রহ্মন পিতুরত্যন্তবলতঃ ॥ ২

সুনীতির্নামা যা রাজস্তুজাতুমহিষী দ্বিজ ।

স নাতিপ্রীতিমান্তস্তাং তগ্নাচাতুর্দধবঃ সূতঃ ॥

রাজাসনস্থিতশাক্যং পিতুর্দ্রাতরমশ্রিতম্ ।

দৃষ্টোত্তমঃ প্রবচক্রে তমারোহণে মনোরথম্ ॥ ৪

প্রত্যক্ষং ভূপতিস্তথাঃ সুরচাঃ নাতানন্দত ।

প্রণয়েনাগতং পুত্রমুৎসঙ্গারোহণে সূকম্ ॥ ৫

সপত্নীতনয়ং দৃষ্ট্বা তমকারোহণে সূকম্ ।

পিতুঃ পুত্রং তথাক্রুতং সুরচির্বাক্যমব্রবীং ॥ ৬

ক্রিয়তে কিং বখা বৎস মহানেশ মনোরথঃ ।

অগ্ন্যগ্নিগর্ভজাতেন অসংয় মমোদরে ॥ ৭

উত্তমোত্তমমপ্রাপ্যম্ অবিবেকোহভিবাঙ্গসি ।

সত্যং সূতত্বমপাশ্য কিন্তু ন তুং ময়া ব্রতঃ ॥ ৮

এতদ্ রাজাসনং সর্দভভং সংশয়কেতনম্ ।

যোগ্যং মমৈব পুত্রম্ কিমাত্মা ক্লিষ্টগতে ত্বয়া ॥ ৯

উচ্চৈশ্বর্যমোরথস্তে বৎস মৎপুত্রস্তেব কিং বখা ।

তমধ্যে প্রিয়ব্রতের অতীষ্টপত্নী সুরচির গর্ভে

পিতার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র উত্তমের জন্ম হয় ।

রাজার সুনীতি নাম্নী যে মহিষী, তিনি তাঁহার

প্রতি অতি প্রীতিমান ছিলেন না, তাঁহার পুত্র

এব । একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনস্থিত

পিতার অশ্রুশ্রিত দেখিয়া, ধ্রুবও তাঁহার

ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ;

বিশ্ব ভূপতি উৎসঙ্গারোহণে সূক প্রণয়গত

পুত্রকে সুরচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন

না । সুরচি পুত্রকে পিতার অস্বাক্ষর ও

সপত্নীতনয়কে আরোহণে সূক দেখিয়া, রুচ-

বাক্যে বলিতে লাগিল, বৎস ! তুমি

আনার উদরে না জন্মিয়া অগ্ন্যগ্নীর গর্ভে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছ, তবে কিজ্ঞা বখা এই মহৎ

অভিলাষ কর ? তুমি অবিবেচক, এজগৎ

তোমার অপ্রাপ্য উত্তমোত্তম বিষয় বাঞ্ছা করি-

তেছ । তুমিও ইহার সন্তান, সত্য বটে, কিন্তু

আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই । সর্দ-

ভভুৎসংশয় ( চক্রবর্তী ) স্থান এই রাজাসন

আমার পুত্রেরই যোগ্য । তুমি কিজ্ঞা আপনার

আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতেছ ? আমার পুত্রের স্থায়

সুনীতামাত্মনো জন্ম কিং ত্বয়া নাবগম্যতে ॥ ১০

পরশর উবাচ ।

উৎসজ্য পিতরং বালস্তং শ্রুত্বা মাতৃত্যধিতম্ ।

জগাম কুপিতো মাতুর্নিজায়া দ্বিজ মন্দিরম্ ॥ ১১

তং দৃষ্ট্বা কুপিতং পুত্রম্ ঈষৎপ্রক্ষুরিতধরম্ ।

সুনীতিরক্ষমারোপ্য মৈত্রেয়ৈতদভাষত ॥ ১২

বৎস কং কোপহেতুস্তে কশ্চ গ্রাং নাভিনন্দতি ।

কোহবজনাতি পিতরং তব যন্তেৎ পরাধাতে ॥ ১৩

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তং সকলং মাত্রে কথ্যামাস তদ্যথা ।

সুরচিঃ প্রাহ ভূপালপ্রত্যক্ষমপি গর্ষিতা ॥ ১৪

বিনিশ্চেষ্টেতি কথিতে তম্মিন পুত্রেণ হৃদয়নাঃ ।

শ্বাসক্ষামেক্ষণা দীনা সুনীতির্বাক্যমব্রবীং ॥ ১৫

সুনীতিরবাচ ।

সুরচিঃ সত্যমাহেদং স্বজ্ঞতাগোহসি পুত্রক ।

ন হি পুণ্যবতাং বৎস সপত্নৈরেবমুচ্যতে ॥ ১৬

নোদ্রোগস্তাত কর্তব্যং কৃতং যদভবতা পুরা ।

তং কোহপহর্জুঃশক্রোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া ॥

তোমার এই বখা উচ্চ মনোরথ কেন ? সুনীতির

গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি কি জান না ? ১—১০ ।

পরশর কহিলেন, হে ঈজি ! বালক সেই মাতৃ-

বাক্য শ্রুতিয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্বক কুপিত

হইয়া, নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন । হে

মৈত্রেয় ! সুনীতি পুত্রকে বপিত ও ঈষৎ

প্রক্ষুরিতাবর দেখিয়া, ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন,

বৎস ! তোমার কোপের হেতু কি ? কে

তোমার অনাদর করিয়াছে ? তোমার নিকট

অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমাননা

করিয়াছে । পরশর কহিলেন, গর্ষিতা সুরচি

ভূপালের সাক্ষাতে যেরূপ বলিয়াছিলেন, এবং

তৎসমস্ত মাতাকে কহিলেন ! পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলিয়া, এই সকল কথা বলিলে দীনা সুনীতি

হৃদয়না ও দীর্ঘ নিশ্বাসে শ্বাসনয়ন হইয়া বলিতে

লাগিলেন, হে পুত্র ! সুরচি, সত্যই বলি-

য়াছে যে, তুমি স্বজ্ঞতাগ । বৎস ! পুণ্যবান-

দিগকে সপত্ন ( শত্রু ) এরূপ কথা বলে না ।

হে তাত ! উদ্বেগ করা কর্তব্য নহে, তুমি

রাজাসনং তথা চ্ছত্রং বরাশা বরবারণাঃ ।  
 যন্ত পুণ্যানি তস্মৈতে মত্বেতং শাম্য পুত্রক ॥১৮  
 অগ্নজমকুতেঃ পুণ্যৈঃ সুরচ্যাং সুরচির্নৃপঃ ।  
 ভার্য্যেতি প্রোচ্যতে চান্দ্ৰা মদ্বিধা ভাগ্যবর্জিতা ॥  
 পুণ্যোপচয়সম্পন্নস্তস্যঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ ।  
 মম পুত্রস্তথা জাতঃ স্নরপুণ্যো ধ্রুবো ভবান্ ॥২০  
 তথাপি দুঃখং ন ভবান কর্তুমর্হতি পুত্রক ।  
 যন্ত যাবৎ স তেনৈব স্নেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান ॥২১  
 যদি বা দুঃখমতার্থং সুরচ্যা বচসা তব !  
 তং পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্বফলপ্রদে ॥ ২২  
 সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ ।  
 নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ ॥ ২৩  
 ধ্রুব উবাচ ।  
 অঙ্গ যং তুমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম ।  
 নৈতদর্শকচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥ ২৪  
 সোহহং তথা যতিয্যামি যথা সর্বোত্তমোত্তমম্ ।

পূর্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপনয়ন  
 করিতে পারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই তাহাই  
 বা কে দিতে পারে? রাজাসন, চ্ছত্র, বরাশ ও  
 বরবারণ এই সকল, যাহার পুণ্য আছে তাহারই।  
 হে পুত্র! ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও।  
 অগ্ন জন্মকৃত পুণ্য হেতু সুরচির প্রতি রাজা  
 সুরচি হইয়াছেন, আর আমার ঠায় ভাগ্য-  
 বর্জিত স্ত্রীলোক কেবল ভার্য্যা নামে কথিত  
 হয় মাত্র। তাহার পুত্র উত্তমও সেইরূপ পুণ্যোপ-  
 চয় সম্পন্ন এবং তুমি আমার স্নর-পুণ্য পুত্র  
 ধ্রুব জন্মিয়াছ। ১১—২০। হে পুত্র! তথাপি  
 তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যে  
 পরিমাণ থাকে, বুদ্ধিমান লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট  
 হয়। আর যদি সুরচির বাক্যে তোমার অত্য-  
 ন্তই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্বফলপ্রদ  
 পুণ্যের উপচয়ে যত্ন কর। সুশীল, ধর্ম্মাত্মা,  
 মৈত্র এবং প্রাণিহিতে রত হও। জল যেমন  
 নিম্ন-প্রবণ, সম্পদ সকলও সেইরূপ পাত্র  
 আশ্রয় করে। ধ্রুব কহিলেন, অঙ্গ! তুমি  
 আমার প্রশমের জন্য যাহা বলিতেছ, তাহা  
 বিমাতার দুর্ভাগ্য-বিদগ্ধ এই আমার হৃদয়ে

স্থানং প্রাপ্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্ ॥২  
 সুরচির্দয়িতা রাজস্তস্তা জাতোহস্মি নোদরাং ।  
 প্রভাবং পশ্য মেহম ত্বং বৃদ্ধস্তাপি ভবোদরে ॥২৬  
 উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভে ন গুতস্তয়া ।  
 স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্ত তং ॥ ২৭  
 নাগদত্তমভীপ্সামি স্থানমশ্ব স্বকর্ম্মণা ।  
 ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন ন প্রাপ পিতা মম ॥২৯  
 পরাশর উবাচ ।  
 নির্জ্জগাম গহাম্মাতুরিত্যুক্তো মাতরং ধ্রুবঃ ।  
 পুরাচ নিষ্ক্রাম্য ততস্তদ্বাহোপবনং যযৌ ॥ ২৯  
 স দদর্শ মুনিংস্তত্র সপ্ত পূর্বাগতান ধ্রুবঃ ।  
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েবু বিষ্টরেযু সমাশ্রিতান ॥ ৩০  
 স রাজপুলস্তান সর্বান প্রণিপত্যাত্যভাষত ।  
 প্রশ্রয়াবনতঃ সম্যগভিবাদনপূর্ব্বকম্ ॥ ৩১  
 ধ্রুব উবাচ ।  
 উত্তানপাদতনয়ং মাং নিবেধত সন্তমাঃ ।

স্থান পাইতেছে না। তবে আমি সেইমত যত্ন  
 করিব, যাহাতে অশেষ জগতেরও পূজিত  
 সর্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি। সুরচি  
 রাজার দয়িতা (প্রিয়ভার্য্যা), আমি তাহার  
 উদরে জন্মগ্রহণ করি নাই; কিন্তু মা! তোমার  
 উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব দেখ  
 তাহাই হউক, আমার সেই ভ্রাতা উত্তম, যাহাকে  
 তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, সেই পিতৃদত্ত রাজা-  
 সন প্রাপ্ত হউক। আমি অগ্ন-দত্ত স্থান অভিলাষ  
 করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্ম্ম দ্বারা সেই  
 স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত  
 হন নাই। পরাশর কহিলেন, ধ্রুব, মাতাকে  
 ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং  
 পুর হইতেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটা বাহোপবনে  
 উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন  
 উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে উপবিষ্ট পূর্বাগত সপ্ত-  
 মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ২১—৩০। রাজ-  
 পুত্র প্রশ্রয়াবনত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত  
 ও সম্যক অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, হে সন্তম-  
 গণ! আমাকে উত্তানপাদের তনয় জানিবেন,

জাতঃ সুনীতাং নির্বেদাদৃষ্ণ্যাকং প্রাপ্তমস্তিকম্ ॥৩২

ঋষয় উচুঃ ।

চতুঃপঞ্চাঙ্গসমুত্তো বালস্তং নৃপনন্দন ।

নির্বেদকারণং কিঞ্চিৎ তব নাদ্যাপি বিদ্যাতে ॥৩৩

ন চিত্ত্যং ভবতঃ কিঞ্চিদ্ প্রিয়তে ভূপতিঃ পিতা ।

ন চৈবেষ্টবিয়োগাদি তব পশ্যামি বালক ॥ ৩৪

শরীরে ন চ তে ব্যাধিরম্যভিরূপলক্ষ্যতে ।

নির্বেদঃ কিং নিমিত্তং তে কথ্যতাং যদি বিদ্যাতে ॥৩৫

পরশর উবাচ ।

ততঃ স কথয়ামাস শূরচ্য। যদ্দাজ্ঞতম্ ।

তন্নিশম্য ততঃ প্রোচুর্মুনয়ন্তে পরস্পরম্ ॥ ৩৬

অগো ক্ষাত্রঃ পরং তেজো বালস্তাপি যদক্ষমা ।

সপত্ন্য। মাতুরুক্তস্ত হৃদয়ান্নাপসপতি ॥ ৩৭

ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ নির্বেদাদ্ যৎ তন্নাথনা ।

কর্ত্ত্বং ব্যবসিতঃ তন্নঃ কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ৩৮

যচ্চ কার্ধ্যং তবাম্মাভিঃ সাহায্যমমিতহ্যতে ।

তদুচ্যতাং বিবক্ষুস্তম্ অম্মাভিরূপলক্ষ্যসে ॥ ৩৯

ঋব উবাচ ।

নামর্থমভীপ্সামি ন রাজ্যং দ্বিজসন্তমাঃ ।

সুনীতির পর্তে আমার জন্ম এবং নির্বেদ  
হেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ঋগিগণ  
কহিলেন, হে নৃপনন্দন! তুমি চারি পাঁচ বৎ-  
সরের বালক, তোমার নির্বেদের কিছু কারণ  
নাই। কোনও চিন্তার বিষয় নাই। যে হেতু  
তোমার পিতা ভূপতি, জীবিত। হে বালক!  
তোমার ইষ্টবিয়োগাদিও দেখিতেছি না; শরীরে  
যে কোনও পীড়া আছে, এরূপও বোধ হইতেছে  
না। তবে তোমার নির্বেদ কেন? যদি কোন  
কারণ থাকে, বল। পরশর কহিলেন, তদনন্তর  
ঐনি শূরচির সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া  
মুনীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহে! ক্ষত্রিয়-  
তেজ কি শ্রেষ্ঠ! যে, বালকের হৃদয় হইতেও  
বিমাত্রাকোর অক্ষমা দর হইতেছে না। ভো  
ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ! নির্বেদ হেতু তুমি যাহা  
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহা  
আমাদিগকে বল। হে অমিতহ্যতে! আমাদিগকে  
তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে, বল, তোমাকে

তৎ স্থানমেকমিচ্ছামি ভুক্তং নাশ্ত্রেন যৎপূরা ॥৪০

এতমে ক্রিয়তাং সম্যক্ কথ্যতাং প্রাপ্যতে যথা ।

স্থানমগ্রাং সমস্তেভাঃ স্থানেভ্যো মুনিসন্তমাঃ ॥৪১

মরীচিরূবাচ ।

অনারাধিতগোবিন্দৈর্নরৈঃ স্থানং নৃপাস্ত্রজ ।

ন হি সত্ৰাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধ্যাচ্যতম্ ॥৪২

অত্রিরূবাচ ।

পরঃ পরাণাং পুরুষো যস্ত তুষ্টি জনাৰ্দনঃ ।

স প্রাপ্নোত্যক্ষয়স্থানম্ এতৎ সত্যং মায়াদিতম্ ॥

অঙ্গিরা উবাচ ।

যস্যাতঃ সর্বমেবেতদ্ অচ্যুতস্যাব্যায়ান্ননঃ ।

তমারাধয গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥ ৪৪

পুলস্ত্য উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঃমৌ ব্রহ্ম তথা পরম্ ।

তমারাধ্য হরিয়ং যতি মুক্তিমপ্যতিত্বলভাম্ ॥ ৪৫

ক্রতুরূবাচ ।

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্ ।

তস্মিৎ স্তেপে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনাৰ্দনে ॥৪৬

বিবক্ষু বোধ হইতেছে। ঋব কহিলেন, হে দ্বিজ-  
সন্তমগণ! অর্থ বা রাজ্যের অভিলাষ করি না,  
অমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি, যাহা  
পূর্বে অগ্রে ভোগ করেন নাই। ৩১—৪০।  
হে মুনিসন্তমসকল! আপনারা এই সাহায্য  
করুন যে, সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ সেই স্থান যেখানে  
পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বলুন। মরীচি  
কহিলেন, হে নৃপাস্ত্রজ! যাহারা গোবিন্দারাধনা  
করে নাই, তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হয় না।  
অতএব অচ্যুতের আরাধনা কর। অত্রি কহিলেন,  
পর সকলের পর পুরুষ জনাৰ্দন যাহার প্রতি তুষ্ট,  
সে অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য বলিলাম।  
অঙ্গিরা কহিলেন, যদি অগ্র্য স্থান ইচ্ছা কর, তবে  
এই সমস্ত জগৎ যে অচ্যুত অব্যায়ার অন্তর্গত,  
সেই গোবিন্দের আরাধনা কর। পুলস্ত্য কহি-  
লেন, ঐ ব্রহ্ম, পরম ধাম ও পর, সেই হরির  
আরাধনা করিয়া লোকে দুর্লভ মুক্তিও প্রাপ্ত  
হয়। ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ও  
যোগে পরম পুমান্, সেই জনাৰ্দন তুষ্ট হইলে

পুলহ উবাচ ।

ঐন্দ্রমিল্লঃ পরং স্থানং যমগাথা জগৎপতিম্ ।  
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাদয় সুব্রত ॥ ৪৭  
বসিষ্ঠ উবাচ ।  
প্রাপ্পোত্যারাদিতে বিক্ষৌ মনসা যদ্ যদিচ্ছতি ।  
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমুবৎসোত্তমোত্তমম্ ৪৮  
ঋষ উবাচ ।

আরাধ্যঃ কথিতে। দেবো ভবন্তিঃ প্রণতস্ত্র মে ।  
ময়া তৎপরিতোষায় যজ্ঞপ্তব্যং তুচ্যতাম্ ॥ ৪৯  
যথা চারাধনং তস্ত্র ময়া কার্যং মহাত্মনঃ ।  
প্রসাদমুখান্তয়ে কথয়ন্তু মহর্ষয়ঃ ॥ ৫০  
ঋষ উচুঃ ।

রাজপুত্র যথা বিষ্ণোরারাদনপট্টৈরৈবৈঃ ।  
কার্যমারাদনং তন্মৈ যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৫১  
বাহ্যার্থনিখিলং শ্চিহ্নং ত্যাজয়েৎ প্রথমং নরঃ ।  
তস্মিন্নেব জগদ্ধান্নি ততঃ কুর্কীত নিশ্চলম্ ॥ ৫২  
এষমেকাগ্রচিন্তেন তন্ময়েন ধৃতাত্মনা ।  
জপ্তব্যং যন্নিবোধৈতৎ তুং নঃ পার্থিবনন্দন ॥ ৫৩

কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। পুলহ কহিলেন, হে সুব্রত! যে জগৎপতিকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্র পরম ঐন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা কর। বসিষ্ঠ কহিলেন, বিষ্ণু আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যান্তর্গত উত্তমোত্তম যে স্থান ইচ্ছা করে, লোক তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য কি? ঋষ কহিলেন, আপনার প্রণতকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলিলেন, এক্ষণে তৎপরিতোষের জন্ত আমার যাহা জপ করা উচিত, তাহা বলুন, হে প্রসাদমুখ মহর্ষিগণ! যে প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলুন ৪১—৫০। ঋষিগণ কহিলেন, হে রাজপুত্র! আরাধনাপরায়ণ-নরগণের যে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্তব্য তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। মনুষ্য প্রথমে চিন্তকে অর্থিল বাহ্যার্থ ত্যাগ করাইবে, পরে সেই জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল করা উচিত। হে পার্থিবনন্দন! এইরূপ তন্ময় একাগ্র চিন্তে ধৃতাত্মা হইয়া যাহা জপ্তব্য, তাহা আমাদিগের

হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ।

ওঁ নমো বাহুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে ॥ ৫৪  
এতজ্ জপাং ভগবান্ জপ্যং স্বায়ত্ত্বো মনুঃ ।  
পিতামহস্তব পুরা তস্ত্র তুষ্টৌ জনার্দনঃ ॥ ৫৫  
দদৌ যথাভিলষিতাম্ ঋদ্ধিং ত্রৈলোক্যহুল্লভাম্ ।  
তথা তুমপি গোবিন্দং তোষয়েতৎ সদা জপন ॥ ৫৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

নিশম্য তদশেষেণ মৈত্রেয় নৃপতেঃ স্মৃতঃ ।  
নির্জগাম বর্নাত তস্মাৎ প্রণিপত্য স তানুর্ঘীন ॥১  
কৃতকৃত্যমিবাশ্রানং মন্ত্যমানস্ততো দ্বিজ ।  
মধুসংজ্ঞকং মহাপুণ্যং জগাম যমুনাতটম্ ॥ ২  
পুনশ্চ মধুসংজ্ঞেন দৈতোনাধিষ্ঠিতং যতঃ ।  
ততো মধুবনং নাম্না খ্যাতমত্র মহীতলে ॥ ৩

নিকট অবগত হও; “হিরণ্যগর্ভ-পুরুষপ্রধানাব্যক্ত-রূপিণে ওঁ নমো বাহুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে” তোমার পিতামহ ভগবান্ স্বায়ত্ত্বব মনু পুরাকালে এই জপ্য মন্ত্র জপ করায় জনার্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যহুল্লভ যথাভিলষিত ঋদ্ধি দান করিয়াছিলেন। তুমিও ইহা সদা জপ করিয়া গোবিন্দকে তুষ্ট কর। ৫১—৫৬।

প্রথমোহংশে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! নৃপতি-স্মৃত ইহা শেষে প্রকারে শ্রবণ করিয়া ঋষি সকলকে প্রণিপাতপূর্বক সেই বন হইতে নির্গত হইয়া ছিলেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মধুসংজ্ঞক মহাপুণ্য যমুনাতটে গমন করিলেন। মধুসংজ্ঞক দৈত্য দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া, মহীতলে মধুবন নামে খ্যাত

হত্বা চ লবণং রক্ষাং মধুপুত্রং মহাবলম্ ।  
শত্রুহ্মে মধুরাং নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥ ৪  
যত্র বৈ দেবদেবস্ত সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ ।  
সৰ্পপাপহরে তস্মিন্ তপস্কীৰ্ণে চকার সঃ ॥ ৫  
মরীচিমুখ্যৈশ্মুনিভির্ধ্বাং দিষ্টমভূঃ তথা ।  
আত্মগ্ৰাণেশদেবেশং স্থিতং বিধুমমগ্নত ॥ ৬  
অনন্তচেতনস্তস্ত ধ্যানতে ভগবান্ হরিঃ ।  
সৰ্পভূতগতে বিপ্র সৰ্পভাবগতোহভবৎ ॥ ৭  
মনস্তবস্থিতে তস্ত বিকো মৈত্রেয় যোগিনঃ ।  
ন শশাক ধরা ভারমুদ্বোঢ়ং ভূতধারিণী ॥ ৮  
বামপাদাঙ্ঘ্রিতে তস্মিন্ ননামার্জেন মেদিনী ।  
দ্বিতীয়ঞ্চ ননামার্জিঃ ক্ষিপ্তেদক্ষিণসংস্থিতে ॥ ৯  
পাদাসুঠেন সংপীড়্য যদা স বহুধাং স্থিতঃ ।  
তদা সা বহুধা বিপ্র চচাল সহ পৰ্ম্মভৈঃ ॥ ১০  
নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাঃ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ ।  
তংক্ষোভাদমরাঃ ক্ষোভং পরং জগ্মুঃ মহামুনে ॥ ১১

শত্রুহ্মে মধুপুত্র লবণ-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া  
সেখানে মধুরা নাদী পুরী নিৰ্মাণ করেন এবং  
যেখানে দেবদেব হরিমেধার (ভগবানের) সান্নিধ্য  
আছে, সেই সৰ্পপাপহরতীরে তিনি তপস্তা  
করিয়াছিলেন। মরীচিমুখ্য মুনিগণ যেকপ নির্দেশ  
করিয়াছিলেন, অশেষ দেবদেবেশ বিধুকে সেই-  
রূপ আপনাতে স্থিত বিবেচনা করেন। হে বিপ্র !  
তিনি অনন্তচেতা হইয়া ধ্যান করিলে, সৰ্পভূত-  
গত ভগবান্ হরি তাঁহার সৰ্পভাবগত (বিশ্বরূপে  
তাঁহার চিন্তা-গত) হইলেন। হে মৈত্রেয় ! সেই  
যোগীর মনে বিধু অবস্থিত হইলে, ভূতধারিণী  
ধরা তাঁহার ভার বহন করিতে পারেন নাহ।  
তিনি বামপাদে স্থিত হইলে বামাদিকের অক্ষমেদিনী  
অবনত এবং দক্ষিণপাদে স্থিত হইলে ক্ষিপ্তির  
দক্ষিণার্দ্ধ অবনত হইয়া পড়ে। হে বিপ্র ! যখন  
তিনি পাদাসুঠে বহুধা আক্ৰমণ করিয়া স্থিত  
হইলেন, তখন সকল পৰ্ব্বত সহ বহুধা বিচলিত  
হইয়াছিল। ১—১০। হে মহামুনে ! নদী, নদ  
ও সমুদ্র সকল পরম সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল,  
তাহাতে অমরগণও নিভান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠি-

যামা নাম তদা দেবা মৈত্রেয় পরমাবুলাঃ ।  
ইন্দ্রেণ সহ সংমস্তা ধ্যানভঙ্গং প্রচক্রমুঃ ॥ ১২  
কুশ্মাণ্ডা বিবিধৈ রূপৈঃ সঙ্কলেশ্চ মহামুনে ।  
সমাধিভঙ্গমত্যন্তম্ আরদ্ধাঃ কৰ্জুমাভুরাঃ ॥ ১৩  
স্থনীতিনাম তন্মাতা সাস্তা তংপুরতঃ স্থিতা ।  
পুত্রেতি কৰুণং বাচমাহ মায়ামরী তদা ॥ ১৪  
পুত্রকাম্যাদ্ভিবৰ্জং শরীরব্যয়দারুণাং ।  
নির্কঙ্কতো ময়া লকো বহুভিঙ্গং মনোরথে ॥ ১৫  
দানামেকাং পরিত্যক্তুম্ অনাথাং ন ত্বমহঁসি ।  
সপত্নীবচনাদবঃস অগতেস্ত্বং গতিশ্চম ॥ ১৬  
ক চ ত্বং পঞ্চবায়ঃ ক চৈতদদারুণং তপঃ ।  
নিবৃত্তাতাং মনঃ কষ্টান্নির্কঙ্কান্ ফলবর্জিতাং ॥  
কালঃ ক্রৌড়নকানাং তে তদন্তেহধ্যয়নস্ত চ ।  
ততঃ সমস্তভোগানাং তদন্তে চেব্যতে তপঃ ॥ ১৮  
কালঃ ক্রৌড়নকানাং যন্তব বালস্ত পুত্রক ।  
তশ্চিৎস্বমিখং তপসি কিং নাশায়ান্মো রতঃ ॥ ১৯  
মংপ্রীতিঃ পরমো ধর্মো বয়োবহুক্রিয়াক্রমম্ ।

লেন। হে মৈত্রেয় ! ধামনামা দেব সকল পরমা-  
কুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণাপূর্বক ধ্যানভঙ্গের  
উপক্রম করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে !  
আতুর কুশ্মাণ্ডগণ (উপদেব বিশেষ) বিবিধরূপে  
ইন্দ্রের সহিত অত্যন্তরূপে সমাধিভঙ্গ আরম্ভ  
করিলেন। তখন মায়ামরী তন্মাতা স্থনীতি যেন  
সাক্ষীলোচনে সন্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণবাক্যে  
“পুত্র !” এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন, “হে  
পুত্র ! এই শরীর-ব্যয়দারুণ নির্কঙ্ক হইতে নিবৃত্ত  
হও, আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ  
করিয়াছি। বৎস ! সপত্নীর বাক্যে এই অনাথা  
দীনাকে একা পরিত্যক্ত করা তোমার উচিত নহে,  
তুমি আমার অগতির গতি। কোথায় তুমি  
পঞ্চবায়ী, শিশু, কোথায় এই দারুণ তপস্তা,  
ফলবর্জিত কষ্টবর নির্কঙ্ক হইতে মনকে নিবৃত্তিত  
কর। এখন তোমার ক্রৌড়ার কাল, তদন্তে  
অধ্যয়ন, তৎপরে সমস্ত ভোগের এবং অবশেষে  
তপস্তার সময়। হে পুত্র ! তোমার যে ক্রৌড়ার  
কাল, তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের  
জগ্ৰ এরূপ তপস্তায় রত হইয়াছ। আমার



অনুবর্ত্তস্ব মা মোহং নিবর্ত্তীশ্মাদধৰ্ম্মতঃ ॥ ২০  
পরিভাজতি বৎসাদ্য যদ্যেতন্ন ভবাস্তপঃ ।  
তাক্ষ্যাম্যহমপি প্রাণান্ ততো বৈ পশ্যতস্তব ॥ ২১  
পরশর উবাচ ।

তাং বিলাপবতীমেবং বাম্পাবিলবিলোচনাম্ ।  
সমাহিতমনা বিষ্ণো পশুন্নপি ন দৃষ্টবান্ ॥ ২২  
বৎস বৎস সুবোরাণি রক্ষাংস্তেতানি ভীষণে ।  
বনেভ্ৰুদ্যাতশস্ত্রাণি সমায়াত্যপগম্যতাম্ ॥ ২৩  
ইতু্যক্তা প্রযযৌ সাথ রক্ষাংস্তাবির্কুলভুক্ততঃ ।  
অভ্যুদ্যাতেগ্রশস্ত্রাণি জ্বালামালাকুলৈর্ম্মুখৈঃ ॥ ২৪  
ততো নাদানতীবোত্রান্ রাজপুত্রস্য তে পুরঃ ।  
মুমূর্চ্ছাদীপ্তশস্ত্রাণি ভ্রাময়ন্তো নিশাচরাঃ ॥ ২৫  
শিবাং শতশো নেতুঃ সজ্জালকবলৈর্ম্মুখৈঃ ।  
ত্রাসায় তস্ম বালস্ত যোগযুক্তস্ত সর্কশঃ ॥ ২৬  
হস্ততাং হস্ততামেষ ছিদ্যতাং ছিদ্যতাময়ম্ ।  
ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতাকায়ম্ ইতু্যচুস্তে নিশাচরাঃ ॥ ২৭  
ততো নানাবিধান্ নাদান্ সিংহোষ্ট্রমকরাননাঃ ।

প্রীতিসাধন তোমার পরম ধর্ম্ম, অতএব বয়োবস্থার  
ক্রিয়াক্রমেব অনুবর্ত্তন কর, মোহের অনুবর্ত্তন  
করিও না; এই অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। বৎস!  
যদি অন্য এই তপস্তা পরিভ্যাগ না কর, তাহা  
হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণভ্যাগ  
করিব। ১১—২১। পরাশর কহিলেন, বিষ্ণুতে  
সমাহিতমনা ধ্রুব, বাম্পাবিলবিলোচনা সেই  
বিলাপকারিণীকে দেখিয়াও দেখিলেন না। “বৎস!  
বৎস! ভীষণবনে এই রাক্ষস সকল অভ্যুদ্যত-  
শস্ত্র হইয়া আসিতেছে, অপগমন কর” এই কথা  
বলিয়া মাতা স্ননীতি চলিয়া গেলেন। অনন্তর  
অভ্যুদ্যাতেগ্রশস্ত্র রাক্ষসগণ জ্বালামালাকুল মুখে  
আবির্ভূত হইল। পরে সেই নিশাচরেরা রাজ-  
পুত্রের সম্মুখে দীপ্ত শস্ত্র সকল ভ্রামিত করিতে  
করিতে অতীব উগ্রনাদ করিয়াছিল। যোগযুক্ত  
বালকের ত্রাস জন্মাইবার জন্ত শত শত শিবা  
সজ্জালকবল মুখে চারিদিকে নাদ করিতে লাগিল।  
নিশাচরগণ কহিল, “ইহাকে বধ কর, বধ কর,  
ছেদন কর, ছেদন কর; কেহ বা কহিল, ইহাকে  
ভক্ষণ করিয়া ফেল। তদন্তর সিংহ, উষ্ট্র ও মকরা-

ত্রাসায় রাজপুত্রস্ত নেতুস্তে রজনীচরাঃ ॥  
রক্ষাংসি তানি তে নাদাঃ শিবাস্ত্রাশ্রায়ণানি চ ।  
গোবিন্দাসক্তচিত্তস্ত ক্ষুর্নেষ্ট্রিয়গোচরম্ ॥ ২৯  
একাগ্রচেতাঃ সত্যং বিষ্ণুমেবাত্মসংশ্রয়ম্ ।  
দৃষ্টবান্ পৃথিবীনাথপুত্রো নাত্যং কথকন ॥ ৩০  
ততঃ সর্ব্বাস্থ মায়াস্থ বিলীনাস্থ পুনঃ সুরাঃ ।  
সংক্ষোভং পরমং জগ্মুস্তং পরাভবশঙ্কিতাঃ ॥ ৩১  
তে সমেতা জগদ্যোনিম্ অনাদিনিধনং হরিম্ ।  
শরণ্যং শরণ্যং যাতাস্তপসা তস্ত তাপিতাঃ ॥ ৩২  
দেবা উচুঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ পরেশ পুরুষোত্তম ।  
ধ্রুবস্ত তপসা তপ্তাস্থাং বয়ং শরণ্যং গতাঃ ॥ ৩৩  
দিনে দিনে কলালেশৈঃ শশাঙ্কঃ পূর্ধ্যতে যথা ।  
তথায়ং তপসা দেব প্রয়াত্যাঙ্কিমহানিশম্ ॥ ৩৪  
ঔত্তানপাদিতপসা বয়মিখং জনার্দন ।  
ভীতাস্থাং শরণ্যং যাতাস্তপসা সত্যং নিবর্ত্তয় ॥ ৩৫  
ন বিদ্যঃ কিং স শত্রুভ্যঃ কিং স্খ্যাতুমভীপসিতি ।

নন সেই রজনীচরেরা সেই রাজপুত্রের ত্রাসের  
জন্ত নানাবিধ নাদ করিল। কিন্তু সেই সকল  
রাক্ষস-নাদ, শিবা ও অন্ত্র সকল গোবিন্দাসক্তচিত্ত  
বালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই। পৃথিবীনাথের  
পুত্র একাগ্রচিত্তে আত্মসংশ্রয় বিষ্ণুকেই সত্য  
দেখিতেছিলেন, অস্ত্র কিছুই দেখিতে পান নাই।  
তৎপরে সমস্ত মায়ী বিলীন হইলে, সুরগণ তাঁহা  
কর্ত্তক পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, পুনর্বার  
অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। ২২—৩১। তাঁহার  
তপস্তায় তাপিত হইয়া তাঁহারা সকলে জগদ্যোনি  
অনাদিনিধন শরণ্য হরির শরণ লইলেন। দেব-  
গণ কহিলেন, হে দেবদেব! জগন্নাথ! পরেশ!  
পুরুষোত্তম! আমরা ধ্রুবের তপস্তায় তাপিত  
হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে দেব!  
শশাঙ্ক যেমন কলালেশ দ্বারা দিনে দিনে পূর্ণ  
হন, সেইরূপ ইনি তপস্তা দ্বারা অহনিশ ঋদ্ধি  
প্রাপ্ত হইতেছেন। হে জনার্দন! আমরা  
ঔত্তানপাদির তপস্তায় এইরূপ ভীত হইয়া,  
তোমার শরণে আসিয়াছি; তাঁহাকে তপস্তা  
হইতে নিবর্ত্তিত কর। তিনি শত্রুভ্যঃ কিং স্খ্যাত-

বিত্তপানুপসোমানাং সাভিলাষঃ পদে নু কিম্ ॥৩৬  
তদস্মাকং প্রসীদেশ হৃদয়াং শল্যমুদ্ধর।  
উত্তানপাদতনয়ং তপসঃ সংনিবর্তয় ॥ ৩৭

ভগবানুবাচ।

নেশ্রুত্বং ন চ সৃধ্যত্বং নৈবানুপধনেশতাম্।  
প্রার্থয়তোষ যৎকামং তং করোম্যখিলাং সুরাঃ ॥৩৮  
যাত দেবা যথাকামং স্বস্থানং বিগতজ্বরাঃ।  
নিবর্তয়াম্যহং বালং তপস্শাস্ত্রসক্তমানসম্ ॥ ৩৯

পরশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেন প্রণম্য ত্রিদশাস্ততঃ।  
প্রযযুঃ স্থানি ধিধ্যানি শতক্রতুপুরোগমাঃ ॥ ৪০  
ভগবানপি সর্বাস্ত্রা তন্ময়ত্বেন তোষিতঃ।  
গগ্না ধ্রুবমুবাচোদং চতুর্ভূজবপুর্হরিঃ ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

উত্তানপাদে ভদ্রং তে তপসা পরিতোষিতঃ।  
বরদোহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সূত্রত ॥ ৪২  
বাহার্থনিরপেক্ষং তে ময়ি চিত্তং যদাহিতম্।

ইচ্ছা করিতেছেন, কিংবা ধনাধিপ, অনুপ ও  
সোমের পদে সাভিলাষ হইয়াছেন, তাহা আমরা  
জানি না। অতএব হে ঈশ! আমাদের  
প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের শল্য উদ্ধার কর,  
উত্তানপাদতনয়কে তপস্বী হইতে সংনিবর্তিত  
কর। ভগবান কহিলেন, হে সুরসকল! এ  
বাঞ্ছিত ইন্দ্রত্ব, সৃধ্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা  
করে না; ইহার বাহা কামনা, তাহা আমি  
সম্পূর্ণ করিব। হে দেবগণ! তোমরা বিগত-  
জ্বর হইয়া যথাভিলাষ স্বস্থানে গমন কর। আমি  
তপস্বীসক্ত বালককে নিবর্তিত করিতেছি।  
পরশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ কহিলে,  
ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া  
স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ৩২—৪০। ভগ-  
বান সর্বাস্ত্রা চতুর্ভূজবপু হরি ধ্রুবের তন্ময়ত্বে  
তোষিত ও নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,  
হে উত্তানপাদে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি  
তপস্বী পরিতোষিত হইয়া তোমাকে বরদানের  
নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, হে সূত্রত! বর  
প্রার্থনা কর। তুমি চিত্তকে বাহার্থনিরপেক্ষ

ভুক্তোহহং ভবতন্তেন তদ্বৃণীষ বরং পরম ॥ ৪৩  
পরশর উবাচ।

ঋত্বা তদগদিতং তস্ত দেবদেবস্ত বালকঃ।  
উন্নীলিতাক্ষে দদৃশে ধ্যানদৃষ্টং হরিং পুত্রঃ ॥ ৪৪  
শঙ্খচক্রগদাশাস্ত্র বরাসিধরমচ্যুতম্।  
কিরীটিনং সমালোক্য জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৪৫  
রোমাক্ষিতাক্ষঃ সহসা সাধবসং পরমং গতঃ।  
স্তবায় দেবদেবস্ত স চক্রে মানসং ধ্রুবঃ ॥ ৪৬  
কিং বদামি স্তবাস্ত্র কেনোক্তেনাস্ত্র সংস্কৃতিঃ।  
ইত্যাকুলমতির্দেবং তমেব শরণং যযৌ ॥ ৪৭  
ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্ যদি মে তোষং তপসা পরমং গতঃ।  
স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥ ৪৮  
ব্রহ্মাদ্যৈর্বেদবেদজৈর্জ্ঞায়তে যস্ত নো গতিঃ।  
তং ত্বাং কথমহং দেব স্তোতুং শক্ষ্যামি বালকঃ ॥  
ঋত্বজিতপ্রবণং হেতং পরমেধরং মে মনঃ।  
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বংপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে

করিয়া যে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, তাহাতে  
আমি ভূষ্ট হইয়াছি; অতএব পরম বর প্রার্থনা  
কর। পরশর কহিলেন, বালক দেবদেবের  
বাক্যে উন্নীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যানদৃষ্ট হরিকে  
দেখিতে পাইলেন। শঙ্খচক্রগদাশাস্ত্র বরাসিধর  
কিরীটী অচ্যুতকে দর্শন করিয়া, ভূমিষ্ঠ প্রণাম  
করিলেন এবং সহসা রোমাক্ষিতাক্ষ ও ভীত  
হইয়া দেবদেবের স্তব করিতে মানস করিলেন।  
পরে “কি বলিয়া ইহার স্তব করি, কিরূপ  
বাক্যেই বা ইহার স্তব হয়” এই চিন্তায় আকুল  
হইয়া, সেই দেবদেবেরই শরণাগত হইলেন।  
ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্। যদি আমার তপস্বায়  
পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই  
বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার স্তব  
করিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! বেদস্ত  
ব্রহ্মাদিও ঋত্বজিত প্রবণ গতি জানেন না, আমি বালক  
হইয়া কিরূপে তাদৃশ তোমার স্তব করিতে পারি?  
হে পরমেধর! ঋত্বজিতপ্রবণ আমার এই মন  
ত্বংপাদযুগলের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে  
বিষয়ে আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন। ৪১—৫০।

পরশর উবাচ ।

শঙ্খপ্রান্তে গোবিন্দস্তং স্পর্শ কৃতাজ্জলিম্ ।

উত্তানপাদতনয়ং বিজবধ্য জগংপতিঃ ॥ ৫১

অথ প্রসন্নবদনস্তংক্রণাং পদনলঃ ।

ভূত্বািব প্রণতো ভূত্বা ভূত্বাতারমচ্যুতম্ ॥ ৫২

ঋব উবাচ ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

ভূতাদিরাদিপ্রকৃতিষ্য রূপং নতোহয়ি তম্ ॥ ৫৩

শুদ্ধঃ স্কন্ধোহখিলব্যাপী প্রধানাং পরতঃ পুমান্ ।

যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে ॥ ৫৪

ভূবাদীনাম্ সমস্তানাম্ গন্ধাদীনাম্ শাশ্বতঃ ।

বুদ্ধাদীনাম্ প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ ॥ ৫৫

তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষজগতঃ পরম্ ।

প্রপদ্যে শরণং তৎকং তদ্রূপং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৬

বৃহজ্জাদি বৃহৎপদ্যচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ।

তস্মৈ নমস্তে সর্বাদ্যনু যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥ ৫৭

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাপাং ।

সর্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদতিতীতদশাঙ্গুলম্ ॥ ৫৮

তদুভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম তদ্বত্বান্ ।

পরশর কহিলেন, হে বিজশ্রেষ্ঠ! জগংপতি

গোবিন্দ সেই কৃতাজ্জলি উত্তানপাদতনয়কে

শঙ্খপ্রান্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন, অনন্তর নৃপ-

নন্দন তংক্রণাং প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া

ভূত্বাতা অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন ।

ঋব কহিলেন, ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ,

মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি হাঁহার রূপ,

তঁাহার প্রতি নত হই । বাহ্যর রূপ শুদ্ধ হৃষ্ম,

অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে পর, সেই

গুণাশী ( গুণসাক্ষী ) পুরুষকে নমস্কার । যিনি

ভূবাদি, গন্ধাদি, বুদ্ধাদি, প্রধান ও পুরুষের পর

এবং শাশ্বত, সেই ব্রহ্মভূত, আত্মা, অশেষ

জগতের পর, শুদ্ধ, পরমেশ্বর ব্রহ্মপদ্যে শরণাপন্ন

হই । বৃহজ্জ ও বৃহৎপদ্যচ্চ, যে তোমার

যোগিচিন্ত্য অবিকাররূপ ব্রহ্মনামে অভিহিত,

হে সর্বাদ্যনু! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ।

হে পুরুষোত্তম! তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ

ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিগণ অতিরিক্ত

ভূতো বিরাট্, স্বরাট্, সম্রাট্, তত্ত্বশচাপাধিপুরুষঃ ॥

অতরিত্যত সোহংখ্যে তিথ্যক্ চোদ্ধিক বৈ ভুবঃ ।

ভূতো বিশ্বমিদং জাতং ভূতো ভূতভবিষ্যতী ॥ ৬০

ব্রহ্মপাধিগণ্যচ্যুতভূতং সর্বমিদং জগৎ ।

ভূতো যজ্ঞঃ সর্বহতঃ পৃষদাজ্যং পশুধিবা ॥ ৬১

ভূতো ঋচোহথ সামানি তত্ত্বশচন্দ্রাসি জজিরে ।

ভূতো যজ্ঞংযাজায়ন্ত ভূতোহৃষাশ্চকতোদতঃ ॥ ৬২

গাবজ্জন্তঃ সমুভূতাজ্জন্তোহজা অবয়ো মৃগাঃ ।

তুমুখাদব্রাহ্মণাভূতো বাহেবাঃ ক্ষত্রমজায়ত ॥ ৬৩

বৈশ্যাস্তবোজাঃ শূদ্রাস্তব পদভ্যাং সমুদগতাঃ ।

অক্লেণঃ সূর্য্যোহনিলঃ শ্রোত্রাচন্দ্রমা মনসন্তব ॥ ৬৪

প্রাণো নঃ শুবিরাজ্ঞাতো মুখাদগ্নিরজায়ত ।

নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্তত ॥ ৬৫

দিশঃ শ্রোত্রাং ক্ষিত্তিঃ পদভ্যাং তত্ত্বঃ সর্বমভূদিদম্

ব্রাহ্মণাঃ সুমহানন্তে যথা বীজে ব্যবহিতঃ ॥ ৬৬

ভাবে স্থিত রহিয়াছে । বাহা ভূত ও বাহা ভাব্য,

তাহা নিঃসৃষ্ট তুমি । তোমা হইতেই বিরাট্

( ব্রহ্মাণ্ড ), স্বরাট্ ( ব্রহ্মা ) ও সম্রাট্ ( মনু )

এবং এই সকলের অধিপুরুষও ( অধিষ্ঠাতা

মহাপুরুষ ) তোমা হইতে । অতএব তুমি

ধিগ্নের অধঃ, উদ্ধ ও তিথ্যক্ সকল দিকেই

অতিরিক্ত হইতেছে, এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত,

তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ ॥ ৫১—৬০ এই

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মপাধার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত ।

যজ্ঞ, সর্বহত, পৃষদাজ্য ( দধিমিশ্রিত ঘৃত ) ও

ধিবা ( গ্রাম্য ও বন্য ) পশু, সমস্ত তোমা হইতে ।

তোমা হইতে সকল ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজ্

উৎপন্ন । ঋক্, একদন্ত গো, অজ, অবয় মৃগাদি

তোমা হইতে জাত । তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,

বাজ্রয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, বৈশ্য তোমার

উরুজ ও শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমুভূত । তোমার

চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল, মন

হইতে চন্দ্রমা, শুবির হইতে আমাদের

প্রাণবায়ু জাত । মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব,

নাভি হইতে গগন ও শিরঃ হইতে দ্যৌঃ ( সুর- )

লোক হইয়াছে । দিক্ সকল শ্রোত্র হইতে ও

ক্ষিত্তি পদ হইতে উৎপন্ন । এই সমস্তই তোমা

সংঘমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা হয়ি ।  
বীজাদক্ষুরসংভূতো গ্রাগ্রোধঃ সূসমুখিতঃ ॥ ৬৭  
বিস্তারকং যথা যাতি তন্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ ।  
যথা হি কদলী নাত্যা ত্বকপত্রাদ বাখ দৃশ্যতে ।  
এবং বিশ্বস্ত নাত্তত্ত্বং তং স্থায়ীশ্বর দৃশ্যতে ॥ ৬৮  
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিং ত্রযেকা সর্বসংস্থিতৌ ।  
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা হয়ি নো গুণবজ্জিতো ॥ ৬৯  
পৃথগ্ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ ।  
প্রভূতভূতভূতায় তুভাং ভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৭০  
ব্যক্তপ্রধানপুরুষ বিরটি সমাট স্বরাট তথা ।  
বিভাবাতেহন্তঃকরণৈঃ পুরুষেষ্বরয়ো ভবান্ ॥ ৭১  
সর্বাত্মিন সর্বভূতত্বং সর্বঃ সর্বস্বরূপগ্রক্ ।  
সর্বং ত্বন্তস্ততঃ কং নমঃ সর্বাাত্মনেহন্ত তে ॥ ৭২  
সর্বাাত্মকোহসি সর্বেশ সর্বভূতস্থিতো যতঃ ।  
কথ্যামি ততঃ কিং তে সর্বং বেংসি হ্লাদিস্থিতম্ ॥

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সুমহান্ গ্রাগ্রোধ যেমন অল্পনীজে ব্যবস্থিত, সংঘমকালে বীজভূত তোমাতে অধিল বিশ্ব সেইরূপ থাকে । বীজ হইতে অক্ষুরসভূত গ্রাগ্রোধ সমুখিত হইয়া যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টিকালে তোমা হইতে জগৎও সেইরূপে হইয়া থাকে । হে ঈশ্বর কদলী যেমন ত্বকপত্র ব্যতীত পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিষ্ণুরও অতত্ত্ব দেখা যায় না ; যেহেতু তুমিই বিশ্বধার । সর্বাধিষ্ঠান-ভূত তোমাতেই একা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিং শক্তি আছে । তুমি গুণবজ্জিত, তোমাতে হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই । পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতভূত তোমাকে নমস্কার । তুমি প্রভূত, ভূতভূত ও ভূতানন্দ, তোমাকে নমস্কার । ব্যক্ত, প্রধান, পুরুষ, বিরটি, স্বরাট ও সমাট স্বরূপ তুমি পুরুষ (ক্ষেত্রজ) সকলের মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে বিভা-বিত হইবে । তুমি সর্বত্র সর্বভূত সর্ব ও সর্ব-রূপগ্রক্ । তোমা হইতে সর্ব ও (হিরণ্যগর্ভা-দির পুত্রাদি রূপ) তাহা হইতে তুমি । অতএব সর্বাাত্মা তোমাকে নমস্কার । হে সর্বেশ । তুমি সর্বাাত্মক, যেহেতু সর্বভূতস্থিত । তবে তোমাকে

সর্বাাত্মন সর্বভূতেশ সর্বসমুদয়মুদ্বব ।  
সর্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্বভূতমনোরথম্ ॥ ৭৪  
যো মে মনোরথো নাথ সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ ।  
তপত তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোহসি জগৎপতে ॥ ৭৫  
শ্রীভগবানুবাচ ।  
তপসস্ত ফলং প্রাপ্তং যদদৃষ্টোহহং ত্বয়া ধ্রুব ।  
মদদর্শনং হি বিফলং রাজপুত্র ন জায়তে ॥ ৭৬  
বরং বরয় তস্মাৎ ত্বং যথাভিমতমাত্মনঃ ।  
সর্বং সম্পদাতে পুংসাং ময়ি দৃষ্টিপথং গতে ॥ ৭৭  
ধ্রুব উবাচ ।  
ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বভ্রাত্তে ভবান্ হৃদি ।  
কিমহ্মতং তব স্বামিন মনসা যথ্যেপ্সিতম্ ॥ ৭৮  
তথাপি তুভাং দেবেশ কথয়িষ্যামি যথয়া ।  
প্রার্থ্যতে হৃদিনীতেন হৃদয়ে নাতিহৃদভম্ ॥ ৭৯  
কিং বা সর্বজগৎশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নো হয়ি হৃদভম্ ।  
ত্বংপ্রসাদফলং ভুঙ্ক্রে ত্রৈলোক্যং মম্ববানপি চ ০  
নৈতদ্রাজাসনং যোগ্যমজাতস্ত মমোদরাং ।

আর কি বলিব, ছাদিস্থিত সমুদয়ই তুমি জানি-তেছ । হে সর্বাাত্মন ! সর্বভূতেশ ! সর্বসমুদ-সমুদ্বব সর্বভূতস্বরূপ তুমি সর্বভূতমনোরথ জানিতেছ । হে নাথ ! আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ । হে জগৎপতে ! আমার তপস্রাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম । শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে রাজপুত্র ধ্রুব ! তুমি তপস্রার ফল প্রাপ্ত হইলে, যেহেতু আমি তোমার দৃষ্ট হইলাম ; আমার দর্শন বিফল হয় না । অতএব আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি দৃষ্টিগোচর হইলে পুরুষের সমস্তই সম্পন্ন হয় । ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্ সর্বভূতেশ ! তুমি সকলেরই হৃদয়ে রহিয়াছ । হে স্বামিন ! আমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা তোমার অক্ষরাত কি ? হে দেবেশ ! তথাপি আমার হৃদিনীতে হৃদয়ে যে হৃদভ বস্তুর কামনা করিতেছে, তাহা তোমাকে বলিব । হে জগৎ-শ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রসন্ন হইলে হৃদভই বা কি ? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করেন । ৭১—৮০ । মাতার সপত্নী গর্ব-

ইতি গৰ্ভাদবোচমাং সপত্নী মাতুরুচ্চকৈঃ ॥ ৮১  
 আধারভূতং জগতঃ সৰ্বেষামুত্তমোত্তমম্ ।  
 প্রার্থয়ামি প্রভো! স্থানং ত্বং প্রসাদাদতোহব্যয়ম্ ॥ ৮২  
 ত্রীভবানুবচ ।  
 যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং স্থানমেতং প্রাপ্যতি বৈ ভবান্ ।  
 ত্বয়াহং তোষিতঃ পূৰ্বম্ অগ্নজন্মনি বালক ॥ ৮৩  
 ত্বমাসীর্বাঙ্গণঃ পূৰ্বং ময্যেকাগ্রমতিঃ সদা ।  
 মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষ্যনিজধৰ্ম্মানুপালকঃ ॥ ৮৪  
 কালেন গচ্ছতঃ মিত্রং রাজপুত্রস্তবাতবং ।  
 যৌবনেহখিলভোগাঢ্যো দর্শনীয়োজ্জ্বলাকৃতিঃ ॥ ৮৫  
 তংসঙ্গাং তস্ত তামৃদ্ধিম্ অবলোক্যাতিলুপ্তভাম্ ।  
 ভবেরং রাজপুত্রোহহম্ ইতি বাঙ্গা ত্বয়া কৃত্য ॥ ৮৬  
 ততো যথাভিলষিতা প্রাপ্তা তে রাজপুত্রতা ।  
 উত্তানপাদস্ত গৃহে জাতোহসি ধ্রুব দুর্লভে ॥ ৮৭  
 অস্ত্রেষাং তদবরং স্থানং কুলে স্বায়ত্ত্ববস্ত্র যং ।  
 তন্ত্ৰৈতদবরং বাল যেনাহং পরিতোষিতঃ ॥ ৮৮  
 মামারাদ্য নরো মুক্তিম্ অবাপ্নোতাবিলম্বিতাম্ ।

পূৰ্বক উচ্চ বাক্যে আমাকে বলিয়াছেন যে, “যে আমার উদরে জন্মে নাই, এই রাজাসন তাহার নহে।” হে প্রভো! এইজন্ত আমি তোমার প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অবয়ব স্থান প্রার্থনা করি। ভগবান্ কহিলেন, হে বালক! যে স্থান তোমার প্রার্থিত, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, পূৰ্ব্বে অগ্নজন্মে তোমা কর্তৃক আমি তোষিত হইয়াছি। তুমি পূৰ্ব্বে আমাতে একাগ্রমতি, পিতামাতার শুশ্রূষ ও নিজধৰ্ম্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে। কিছুকাল পরে যৌবনে অখিলভোগাঢ্য, সুন্দর উজ্জ্বলাকৃতি কোন রাজপুত্র তোমার মিত্র হন। তৎসঙ্গহেতু তাহার সেই অতি দুর্লভ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া, তোমার এইরূপ বাঙ্গা হইল যে, “আমিও রাজপুত্র হইব।” হে ধ্রুব! তদনন্তর দুর্লভ উত্তানপাদগৃহে জন্মিয়া যথাভিলষিত রাজপুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ। হে বালক! স্বায়ত্ত্ববর কুলে যে জন্ম, তাহা অন্তের পক্ষে বর। কিন্তু যে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, তাহার (তোমার) পক্ষে অবর।

ময্যর্পিতমনা বাল কিম্ স্বর্গাদিকং পদম্ ॥ ৮৯  
 ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সৰ্ব্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ ।  
 ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মং প্রসাদাদ ভবান্ ধ্রুব ॥ ৯০  
 হৃষ্যাং সোমাং তথাভৌমাং সোমপুত্রাদ্রুহস্পতেঃ  
 সিতার্কতনয়াদীনাম্ সৰ্ব্বক্লীণাং তথা ধ্রুবম্ ॥ ৯১  
 সপ্তর্ষীগামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ ।  
 সৰ্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব ॥ ৯২  
 কেচিচ্চতুর্ভুগং যাবৎ কেচিম্ভবন্তরং সুরাঃ ।  
 তিষ্ঠন্তি ভবতো দত্তা ময়া বৈ কল্পসংস্থিতিঃ ॥ ৯৩  
 স্থনীতিরপি তে মাতঃ ত্বদাসন্নাতিনিখলা ।  
 বিমানে তারকা ভূতা তবং কালং নিবংস্থতি ॥ ৯৪  
 যে চ ত্বাং মানবাঃ প্রাতঃ সায়ক্ সূসমাহিতাঃ ।  
 কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তেবাধ মহং পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৫  
 পরাশর উবাচ ।  
 এবং পূৰ্ব্বে জগন্নাথাদ্ দেবদেবাজ্ঞানদীর্ঘনাং ।  
 বরং প্রাপা ধ্রুবঃ স্থানম্ অধ্যাক্তে স মহামতে ॥ ৯৬  
 তত্রাপি মানমুদ্বিক্ মহিমানং নিরীক্ষা চ ।

যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, সে আমার আরাধনা করিয়া অবিলম্বিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে ধ্রুব! তুমি মং প্রসাদে ত্রৈলোক্যাদিক স্থানে সৰ্ব্বতারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে, সন্দেহ নাই। হৃষ্য, সোম, ভৌম, সোমপুত্র, রুহস্পতি সিত, অর্কতনয়াদি, সর্বনক্ষত্র ও সপ্তর্ষি, বাহর। বিমানচারী দেবতা, হে ধ্রুব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুবস্থান দিলাম। কোন কোন দেবতা চতুর্ভুগ পর্য্যন্ত থাকেন; কেহ কেহ বা মনস্তবুহস্রী হন, কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলম্। তোমার মাতা অতি নিখুলা স্থনীতিও বিমানে তারকা হইয়া, তবং কাল তোমার নিকটে বাস করিবেন। যে সকল মনুষ্য সূসমাহিত হইয়া, সায়ং প্রাতঃকালে তোমার কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের মহং পুণ্য হইবে। ৮১—৯৫। পরাশর কহিলেন, সে মহামতে! দেবদেব জনার্দন জগন্নাথ হইতে এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান বর প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব বাস করিতেছেন। তাহার মানবুদ্ধি ও মহিমা নিরী-

দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমব্রোশন। জগৌ ॥ ১৭  
অহোহস্ত তপসো বীৰ্য্যম্ অহোহস্ত তপসঃ ফলম্ ।  
যদেনং পুরতঃ কৃত্বা ঐবং সপ্তর্ষীঃ স্থিতাঃ ॥ ১৮  
ঐবস্ত জননী চেয়ং সুনীতিনাম্ সুনতা ।  
অগ্নাং মতিমানং কঃ শক্তো বর্ণয়িতুং ভূবি ॥ ১৯  
ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং পরং স্থানং স্থিরায়তি ।  
স্থানং প্রাপ্তা বরং কৃত্বা যা কৃষ্ণিববরে ঐবম্ ॥ ২০  
যদেচতঃ কীর্ত্তয়েন্নিতাং ঐবস্তারোহণং দিবি ।  
স সৰ্বপাপবিনশ্বুক্তঃ সৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১  
স্থানভ্রংশং ন চাপ্নোতি দিবি বা যদি বা ভূবি ।  
সৰ্বকল্যাণসংযুক্তো দীৰ্ঘকালঞ্চ জীবতি ॥ ২২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে  
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্ষণ করিয়া দেবাসুরাচার্য্য উশন। এই শ্লোক  
গান করিয়াছিলেন, “অহো! ইহাঁর কি তপস্তার  
বীৰ্য্য! অহো! ইহাঁর কি তপস্তার ফল!  
সপ্তর্ষিগণ ইহাঁকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়া-  
ছেন। ইনি ঐবের সুনীতি নাম্নী সুনতা  
জননী।—ইহাঁরও মতিমা বর্ণন করিতে পৃথিবীতে  
কে সক্ষম? যিনি ঐবকে গর্তে ধারণ করিয়া,  
ত্রৈলোক্যের আশ্রয়তা প্রাপ্ত হইয়া স্থিরায়তি  
পরম স্থানকে নিবাসরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।” যে  
ব্যক্তি নিতা ঐবের এই স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন  
করেন, তিনি সৰ্বপাপবিনশ্বুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে  
বিরাজিত হন। তিনি স্বর্গে বা পৃথিবীতে  
স্থানভ্রষ্ট হন না এবং সৰ্বকল্যাণযুক্ত হইয়া  
দীৰ্ঘকাল জীবিত থাকেন। ১৬—১০২।

প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ঐবাস্তিষ্টিক ভব্যক ভব্যাক্ষুর্ভব্যজায়ত ।  
শিষ্টেরাধন্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকশ্যবান্ ॥ ১  
রিপুং রিপুঞ্জয় বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্ ।  
রিপোরাদন্ত বৃহতী চান্দ্রুষং সৰ্বতেজসম্ ॥ ২  
অজীজনং পুষ্করিণ্যাং বাকণ্যাং চান্দ্রুষো মনুস্ ।  
প্রজাপতেরাশ্রজায়াম্ অরণ্যস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ৩  
মনোরজায়ন্ত দশ নন্দলায়াং মহোজসঃ ।  
কশ্যাবাং জগতাং শ্রেষ্ঠ বৈরাজস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ৪  
উরুঃ পুরুঃ শতহ্রদস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ ।  
অগ্নিষ্টোমোহতিরাত্রা চ সুহ্রদ্যশ্চেতি তে নব ॥ ৫  
অভিমন্যুঃ দশমো নন্দলায়াং মহোজসঃ ।  
উরোরজনয়ং পুত্রান্ ষড়্‌াশ্চৈবী মহাপ্রভান্ ॥ ৬  
অঙ্গং সুননসং স্বাতিং ক্রতুমান্সিরসং শিবম্ ।  
অঙ্গাং সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকমজায়ত ॥ ৭  
প্রজার্থম্বয়স্তস্ত মমত্ব দুর্দ্ধিগং করম্ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—মঙ্গলায় ঐবের পত্নী  
শিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র প্রসব করেন।  
ভব্যের পুত্র শত্ৰু। শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া, রিপু, রিপু-  
ঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজ। এই পঞ্চ অকশ্যব  
পুত্র ধারণ করেন। রিপুর স্ত্রী বৃহতী সৰ্বতেজ।  
চান্দ্রুষের গর্ভধারিণী। চান্দ্রুষ, মহাত্মা অরণ্য-  
প্রজাপতির আশ্রজা বাকুনী পুষ্করিণী নাম্নী পত্নীতে  
(ষষ্ঠমবন্তরপতি) মনুকে উৎপাদন করেন।  
হে জগৎশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির কশ্য  
নন্দলার গর্তে মনুর মহোজস দশ পুত্র জন্মিয়া-  
ছিলেন। উরু, পুরু, শতহ্রদ, তপস্বী, সত্য-  
বাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুহ্রদ এবং  
দশম অভিমন্যু। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, মহাপ্রভ,  
অঙ্গ, সুননস, স্বাতি, ক্রতু, অসির, ও শিব এই  
ষট্‌পুত্রের জননী। অঙ্গের পত্নী সুনীথা  
একমাত্র পুত্র বেণের প্রসূতি। হে মহামুনে!  
ঋষিগণ প্রজার নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণ কর

বেণস্ত পাণৌ মথিতে সংবভূব মহামুনে ॥ ৮  
বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
যেন হৃদ্ধা মহী পূৰ্ব্বং প্রজানাং হিতকারণাং ॥ ৯  
মৈত্রেয় উবাচ ।

কিমর্থং মথিতঃ পাণিকর্ষণস্ত পরমর্ষিভিঃ ।  
যত্র যজ্ঞে মহাবীৰ্য্যঃ স পৃথুমু নিসন্তম ॥ ১০  
পরশর উবাচ ।  
সুনীথা নাম যা কহ্মা মৃত্যোঃ প্রথমতোহভবৎ ।  
অঙ্গস্ত ভার্য্য। সা দম্ভা তস্তাং বেণো ব্যজায়তঃ ॥ ১১  
স মাতামহদোষণে তেন মৃত্যোঃ সূতাস্বজঃ ।  
নিসর্গাদেব মৈত্রেয় হৃষ্ট এব ব্যজায়তঃ ॥ ১২  
অভিষিক্তো যদা রাজ্যে স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ ।  
ষোড়শ্যামাস স তদা পৃথিবাং পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৩  
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং কদাচন ।  
তোক্তা যজ্ঞস্ত কল্পস্তো হহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ ॥ ১৪  
ততস্তমুষ্যঃ পূৰ্ব্বং সংপূজ্য জগতীপতিম্ ।  
উচুঃ সামকলং সম্যু মৈত্রেয় সমুপস্থিতাঃ ॥ ১৫

মস্থন করেন। বেণের পাণি মথিত হইলে  
বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি  
পৃথু বলিয়া পরিকীর্তিত এবং প্রজাবর্গের হিত-  
সাধন জন্য পুরাকালে মহীকে দোহন করিয়া-  
ছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিসন্তম!  
পরম ঋষিগণ কি নিমিত্ত বেণ রাজার পাণি  
মস্থন করেন, কিরূপেই বা তাহাতে মহাবীৰ্য্য  
পৃথুর জন্ম হয়? ১—১০। পরশর কহি-  
লেন, মৃত্যুর সুনীথা নামী যে কহ্মা প্রথমে হন,  
তাহাকে অঙ্গের ভার্য্যারূপে দেওয়া হয়। তাঁহা-  
তেই বেণের জন্ম। হে মৈত্রেয়! মৃত্যুর  
সূতাস্বজ বেণ মাতামহদোষে স্বভাবতই হৃষ্ট  
হইয়াছিলেন। তিনি যখন পরম ঋষিগণ কর্তৃক  
রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীপতি  
হইয়া পৃথিবীতে ষোড়শ্য করিয়া দিলেন যে, “কেহ  
যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে  
না এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আগিহি  
ও যজ্ঞপতি প্রভু, অগ্নি কে যজ্ঞের ভোক্তা?”  
হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ‘ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া  
ঐ জগতীপতিকে সম্মানদুর্ভক প্রথমে সামমধুর

ঋষয় উচুঃ ।

তো ভো রাজন্ শৃণু স্বং যদ্বদামস্তব প্রভো ।  
রাজ্যদেহোপকারায় প্রজানাং হিতং পরম্ ॥ ১৬  
দীর্ঘসত্ত্রেণ দেবেশং সর্বযজ্ঞেশ্বরং হরিম্ ।  
পূজয়িষ্যাম ভদ্রং তে তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১৭  
যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষো হরিঃ সংপ্রীণিতো নৃপ ।  
অম্মাভির্ভবতঃ কামান সর্কানৈব প্রদাস্ততি ॥ ১৮  
যজ্ঞৈর্ষজ্ঞেশ্বরো যেষাং রাষ্ট্রে সংপূজ্যতে হরিঃ ।  
তেষাং সর্কেষ্পিততাবাপ্তিং দদাতি নৃপ ভূভুজম্ ॥  
বেণ উবাচ ।

মন্তঃ কোংভাখিকোহস্ত্রোহস্তিযশ্চারাদ্যে মমাপরঃ  
কোহয়ং হরিরিতিখ্যাতে যোহয়ং যজ্ঞেশ্বরো মতঃ  
ব্রহ্মা জনার্দনঃ শত্বরিন্দ্রে বাধুর্ধমো রবিঃ ।  
হতভুগু বরুণো ধাতা পুষা ভূমিনিশাকরঃ ॥ ২০  
এতে চাশ্ত্রে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ ।  
নৃপশ্রোত্রে শরীরস্থঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২২  
এতজ্জ্ঞাত্বা ময়াজ্ঞপ্তং যথাবং ক্রিয়তাং তথা ।  
ন দাতব্যং ন হোতব্যং ন যষ্টব্যঞ্চ বো দ্বিজাঃ ॥ ২৩

বাক্য বলিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, ভো  
ভো প্রভো রাজন্! রাজ্যদেহের উপকারার্থ এবং  
প্রজাদের পরম হিতের জন্য যাহা বলিতেছি শ্রবণ  
কর। আমরা দেবেশ সর্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্ঘ-  
সত্ত্রে পূজা করিব, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতে  
তোমার অংশ থাকিবে। হে নৃপ! যজ্ঞপুরুষ  
হরি আমাদের যজ্ঞে সম্প্রীত হইয়া তোমাকে  
সর্বকামনা প্রদান করিবেন। যাহাদের রাষ্ট্রে  
যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সংপূজিত হন, সেই ভূভুজ-  
গণকে তিনি সর্কেষ্পিত দান করেন। ১১—১৯।  
বেণ কহিলেন,—আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অগ্নি কে  
দ্বিতীয় আরাধ্য আছে? এই হরি কে, যে,  
তাহাকে যজ্ঞেশ্বর বলা হইতেছে? ব্রহ্মা জনা-  
র্দন, শত্ব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, হতভুগু, বরুণ,  
ধাতা, পুষা, ভূমি, নিশাকর এবং অগ্নি যে সকল  
দেবতা শাপানুগ্রহকারী, তাঁহারা সকলেই নৃপের  
শরীরস্থ। কারণ নৃপ সর্বদেবময়। হে দ্বিজগণ!  
তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার  
আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের দাতব্য, হোতব্য,

তত্ৰুত্তরশ্রীঃ ধর্মো যথা স্ত্রীণাং পরো মতঃ ।

মমাজ্ঞাপালনং ধর্মো ভবত্যক তথা দ্বিজাঃ ॥ ২৪

ধর্মঃ উচ্যেত

দেহকুজ্ঞাং মহারাজ মা ধর্মো যাতু সংক্ষয়ম্ ।

হবিষাং পরিণামোহয়ং যদেতদখিলং জগৎ ॥ ২৫

পরশর উবাচ ।

ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোহপি স বেগঃ পরমর্ষিভিঃ ।

যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥

ততস্ত মুনয়ঃ সর্বৈঃ কোপমর্ষসমর্ষিতাঃ ।

হত্যাং হত্যাং পাপ ইত্যুচ্যুস্তে পরস্পরম্ ॥ ২৬

যো যজ্ঞপুরুষং দেবম্ অনাদিনিধনং প্রভুম্ ।

বিনন্দতাম্বাচারো ন স যোগ্যো ভুবঃ পতিঃ ॥ ২৮

ইত্যুক্তা মন্ত্রপুতৈস্তৈঃ কুশৈর্মুনিগণা নৃপম্ ।

নিজম্মুনিহতং পূর্বং ভগবন্নিদনাদিনু ॥ ২৯

ততঃ মুনয়ো রেণুং দৃশুঃ স র্কিতো দ্বিজ ।

কিমেতদিতি চানয়ং পথচ্ছস্তে জনং তদা ॥ ৩০

আখ্যাতক জর্নৈস্তেষাং চৌরীভূতৈররাজকে ।

রাষ্ট্রে তু লোকৈররাক্ষং পরস্বাদানমাতুরৈঃ ॥ ৩১

তেষামুদীর্ণবেগানাং চৌরাণাং মুনিসম্মতাঃ ।

সুমহান দৃশুতে রেণুঃ পরবিত্তপহারিণাম্ ॥ ৩২

ততঃ সংমত্যা তে সর্বৈঃ মুন্যুস্তস্ত ভূততঃ ।

মমন্ত রুক্ষং পুত্রার্থম্ অনপত্যস্ত যত্নতঃ ॥ ৩৩

মধ্যতঃ সমুত্তমো তস্তোরোঃ পুরুষঃ কিল ।

দক্ষপুত্রপ্রতীকাশঃ ধর্মটাস্তোহতিব্রহ্মকঃ ॥ ৩৪

কিংকরোমীতিতান সর্বান বিপ্রান প্রাহ ত্বরমিতঃ

নিষীদেতি তম্ চুস্তে নিষাদস্তেন সোহভবং ॥ ৩৫

ততস্তঃ সম্ভবা জাতা বিদ্যশৈলনিবাসিনঃ ।

নিষাদা মুনিশাঙ্গীল পাপকণ্ঠোপলক্ষণাঃ ॥ ৩৬

তেন দ্বায়ে তং পাপং নিচ্ছাতং তস্ত ভূপতেঃ ।

নিষাদাস্তে ততো জাতা বেণকশ্মনশর্শনাঃ ॥ ৩৭

ততোহন্ত দক্ষিণং হস্তং তমন্ত স্তস্ত তে দ্বিজাঃ ।

মথ্যামানে চ তত্রাতুং পৃথুর্ষেণ্যাঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮

দীপ্যমানঃ স বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জলন্ ।

আদ্যামাজগবৎ নাম খ্যাতং পপাত ততো ধনুঃ ॥ ৩৯

শরাংশ দিব্যা নতসঃ কবচক পপাত হ ।

তস্মিন্ জাতে তু ভূতানি সংপ্রজ্ঞষ্টানি সর্বশাঃ ॥ ৪০

যষ্টব্য কিছুই নাই । তত্ৰুত্তরশ্রী যেমন স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্য সেইরূপ আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের ধর্ম্য । ঋষিগণ কহিলেন, হে মহারাজ ! আজ্ঞা কর, ধর্ম্যসংক্ষয় না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ । পরশর কহিলেন,—পরমর্ষিগণ কর্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপ্যমান ও পুনঃপুনঃ প্রোক্ত হইয়াও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনি সকল কোপামর্ষসমর্ষিত হইয়া পরস্পর বলিয়া উঠিলেন, “হনন কর, এই পাপকে হনন কর । যে অধমাস্তার; যজ্ঞপুরুষ দেব অনাদি অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির যোগ্য নহে ।” মুনিগণ এইরূপ কহিয়া, ভগবন্নিদনাদি দ্বারা পূর্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপুত কুশ দ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন । তদনন্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাঁহারা মিকটস্থ বস্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ইহা কি” তাহারা আতুরভাবে তাঁহাদিগকে কহিল, “অরাজক রাজ্যে চৌরগণ কর্তৃক পরস্ব-

গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে । হে মুনিসম্মতগণ ! পরবিত্তপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই সুমহান পদরেণু দেখা যাইতেছে ॥ ২০-৩২ । পরে মুনি সকল মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত যত্নপূর্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির উরু মণ্ডন করিলেন । তখন মথ্যমান উরু হইতে দক্ষ স্ত্রী ( স্তস্ত বা খুটি ) সদৃশ ধর্মমুখ অতিব্রহ্মকায় এক পুরুষ উৎথিত হইয়া কহিল, “কি করিব ?” তাঁহারা কহিলেন, ‘নিষাদ’ ( উপবেশন কর ), এজন্ত সে নিষাদ হইল । হে মুনিশাঙ্গীল ! পরে তংসন্তানেরা বিদ্যশৈলনিবাসী পাপকণ্ঠোপলক্ষণ নিষাদ হইল । সেই নিষাদরূপে ভূপতির পাপ নিগত হইয়াছিল, এজন্ত তাহারা বেণকশ্মনশর্শন নামে খ্যাত । তদনন্তর দ্বিজগণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত মণ্ডন করিলে তাহাতে প্রতাপবান্ দীপ্যমানবপুঃ সেই ঋণ্য পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির আয় দীপ্তি পাইতে পাইতে জগিলেন । তখন আজগবৎ নামে আদ্যধনুঃ, দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল ।



সংপুত্রেন চ জাতেন বেণোহপি ত্রিদিবং যযৌ ।  
 পুমান্নো নরকং ত্রাতঃ স তেন জুমহাস্মনা ॥ ৪১  
 তং সমুদ্রাং চ নদ্যাং চ রত্নাশ্রাদায় সর্বশঃ ।  
 তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্বাণ্যেবোপতস্থিরে ॥ ৪২  
 পিতামহঃ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ ।  
 স্বাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্বশঃ ॥ ৪৩  
 সমাগম্য তদা বৈণ্যম্ অভ্যসিক্ণনু নরাধিপম্ ।  
 হস্তে তু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্ত পিতামহঃ ॥ ৪৪  
 বিষ্ণোরংশং পৃথুং মহা পরিতোষং পরং যযৌ ।  
 বিষ্ণুচিহ্নং করে চক্রং সর্কেষাং চক্রবর্তিনাম্ ॥ ৪৫  
 ভবতাব্যাহতে যস্ত প্রভাবস্ত্রিদশৈরপি ।  
 মহতা রাজরাজ্যেন পৃথুর্কৈপ্যাঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬  
 সোহভিভিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধম্বকোবিদগৈঃ ।  
 পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্ত প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥ ৪৭  
 অনুরাগাং ততস্তস্ত নাম রাজেত্যজায়ত ।  
 আপস্তস্তস্ত্রিরে চাস্ত সমুদ্রমভিযাস্ততঃ ॥ ৪৮  
 পর্বতাং চ দহ্মর্মাং ধ্বজভঙ্গং চ নাতবৎ ।

তিনি জন্মিলে সকলেই আশ্চর্য্যিত হইয়াছিল ।  
 সেই জুমহাস্মা সংপুত্রের জন্ম হওয়ারতে বেণও  
 পুমান্ন নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া ত্রিদিবে গমন  
 করিলেন । সমুদ্র ও নদী সকল সর্বপ্রকার  
 রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণপূর্বক তাঁহার  
 নিকট উপস্থিত হইলেন । অঙ্গিরস্ দেবগণের  
 সহিত ভগবান্ পিতামহ ও স্বাবর জঙ্গম সকল  
 সমাগত হইয়া নরাধিপ 'বৈণ্যকে' স্থান করা-  
 ইলেন । পিতামহ দক্ষিণহস্তে চক্র দৃষ্টি করিয়া,  
 পৃথকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম  
 পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন । চক্রবর্তীদিগের  
 মধ্যে যাহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব করিতে  
 পারেন না, তাঁহারই হস্তে চিহ্নচিহ্ন চক্র  
 থাকে । ৩৩—৪৫ । বিধিবদ্ধম্বকোবিদগণ,  
 মহাতেজা প্রতাপবান্ সেই বৈণ্য পৃথকে মহৎ  
 রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । পিতার অপ-  
 রঞ্জিত প্রজাবর্গ তৎকর্তৃক অনুরঞ্জিত হইল ।  
 অনুরাগ হেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল । ইনি  
 সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তম্ভিত হইত, বন-  
 যাত্রাকালে পর্বত সমুদ্র পথ দিত, কখন তাঁহার

অকৃষ্টপচ্য। পৃথিবী সিধ্যস্ত্যমানি চিন্তয়া ॥ ৪৯  
 সর্বকামতৃষা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ।  
 তস্ত বৈ জাতমাত্রস্ত যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ॥ ৫০  
 সূতঃ সূতাং সমুপন্নঃ সৌতোহহনি মহামতিঃ ।  
 তস্মিন্বেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোহথ মাগধঃ ॥ ৫১  
 প্রোক্তো তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ ।  
 সূর্য্যতামেষ নৃপতিঃ পৃথুর্কৈপ্যাঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫২  
 কশ্যেতদনুরূপং বাৎ পাত্রং স্তোত্রস্ত চাপায়ম্ ।  
 ততস্তাবুভৌমিপ্রান সর্কানেন কৃতাজ্জলী ॥ ৫৩  
 অদ্য জাতস্ত নো কস্ম জ্ঞায়তেহস্ত মহীপতেঃ ।  
 গুণা নাচাস্ত জ্ঞায়ন্তে ন চাস্ত প্রথিতং যশঃ ।  
 স্তোত্রং কিমাশ্রয়শ্চ কার্য্যমশ্মাভিরূচ্যতাম্ ॥ ৫৪  
 শ্বয উচুঃ ।  
 করিষ্যতোষ যং কস্ম চক্রবর্তী মহাবলঃ ।  
 গুণা ভবিষ্য। যে চাস্ত তৈরয়ং সূর্য্যতাং নৃপঃ ॥ ৫৫  
 পরাশর উবাচ ।  
 ততঃ স নৃপতিস্তোষং তং শ্রুত্বা পরমং যযৌ ।

পতাকাভঙ্গ হয় নাই । পৃথিবী বিনা কর্ষণেই  
 শস্ত্রশালিনী, সূতরাং চিন্তামাত্রেই অন্নলাভ  
 হইতে লাগিল । গো সকল সর্বকামতৃষা এবং  
 পুটকে পুটকে মধু হইল । তিনি জন্মমাত্রে  
 পৈতামহ যজ্ঞ করেন । তাহাতে সেই দিনেই  
 সূতিতে (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গত সোমযজ্ঞ ভূমিতে)  
 মহামতি সূত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ  
 উৎপন্ন হন । মুনিবরগণ ঐ উভয়কে বলিলেন,  
 তোমরা প্রতাপবান্ বৈণ্য পৃথু নৃপতির স্তব  
 কর । তোমাদের অনুরূপ কস্মই এই এবং  
 ইনিও স্তোত্রের পাত্র । তদনন্তর ইহঁারা উভয়ে  
 কৃতাজ্জলি হইয়া বিপ্র সকলকে বলিলেন, অদ্য-  
 জাত এই মহীপতির কস্ম বা গুণ জানা যাই-  
 তেছে না এবং ইহঁার যশও প্রথিত নাই, অত-  
 এব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইহঁার স্তব করিব  
 বলুন । ৪৬—৫৪ । শ্বযিগণ কহিলেন, এই  
 মহাবল চক্রবর্তী নৃপ যেরূপ কস্ম কষিবে এবং  
 ইহঁার যে সকল গুণ হইবে, তদ্বারা ইহঁার স্তব  
 কর । পরাশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপতি তাহা  
 শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন । বিবেচনা

সদগুণৈঃ শ্লাঘ্যতামেতি স্তব্যং চাভ্যাং গুণা মম ॥  
 তস্মাদ্ বদন্য স্তোত্রেণ গুণনির্ব্বণনং হিমৌ ।  
 করিয়েতে করিষ্যামি তদেকহং সমাহিতঃ ॥ ৫৭  
 যদিমৌ বর্জ্জনীয়ক কিঞ্চিদত্র বদিষ্যতঃ ।  
 তদহং বর্জ্জয়িষ্যামীত্যেবকক্রে মতিং নৃপঃ ॥ ৫৮  
 অথ তো চক্রতুঃ স্তোত্রং পৃথোবৈণ্যস্ত ধীমতঃ ।  
 ভবিষ্যেঃ কণ্ঠভিঃ সম্যক্ হৃদরৌ স্তুতমাগধৌ ॥ ৫৯  
 সত্যবাগ্ দানশীলোহয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ ।  
 হ্রীমান্ মৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দৃষ্টশাসনঃ ॥  
 ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ দয়াবান্ প্রিয়ভাষকঃ ।  
 মাগ্ধমানয়িতা যজ্ঞা ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৬১  
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারে স্থিতো নৃপঃ ।  
 স্তুতেনোক্তান্ গুণানিখং স তদা মাগধেন চ ॥ ৬২  
 চকার হৃদি তাদৃক্ চ কণ্ঠাণা কৃতবার্ষসৌ ।  
 ততঃ স পৃথিবীপালঃ পালয়ন্ বহুধামিমাম্ ॥ ৬৩  
 ইয়াজ্ বিবিধৈর্জ্জৈর্মহন্তিভূ রিদ্দক্ষিণৈঃ ।  
 তং প্রজাঃ পৃথিবীনাথম্ উপতসুঃ ক্ষুধার্দিতাঃ ॥ ৬৪  
 ওষধীযু প্রনষ্টান্ তস্মিন্ কালে হরাজকে ।

করিলেন, লোকে সদগুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয়  
 এবং ইহারা আমার গুণের স্তব করিবেন,  
 অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ নিব্বর্ণন করি-  
 বেন, আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব ।  
 যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জন  
 করিব । অনন্তর সেই স্তুত মাগধ, ধীমান্,  
 বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্য-কণ্ঠ দ্বারা সম্যক্ হৃদরে  
 স্তব করিতে লাগিলেন । এই নরেশ্বর নৃপ  
 সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র,  
 ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দৃষ্টশাসন, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়া-  
 বান্, প্রিয়ভাষক, মাগ্ধমানয়িতা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য,  
 সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, এবং ব্যবহারে  
 স্থিত । তিনি স্তোত্রে এই সকল গুণ মনে  
 করিলেন এবং সেইরূপ কণ্ঠও করিয়াছিলেন ।  
 পৃথিবীপাল এইরূপে বহুধা পালন করত ভূরি  
 দক্ষিণায়ুক্ত বিবিধ মহৎ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া-  
 ছিলেন । অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট  
 হইলে প্রজাগণ ক্ষুধার্দিত হইয়া সেই পৃথিবী-  
 নাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্তৃক

তমুচ্চুস্তেন তাঃ পৃষ্ঠস্তত্রাগমনকারণম্ ॥ ৬৫  
 প্রজা উচুঃ ।  
 অরাজকে নৃপশ্রেষ্ঠ ধরিত্রা সকলৌষধীঃ ।  
 গ্রস্তান্ততঃ ক্ষয়ং যাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজেশ্বর ॥ ৬৬  
 ত্বং নো বৃন্তিপ্রদো ধাত্রা প্রজাপালো নিরূপিতঃ ।  
 দেহি নঃ ক্ষুংপরীতানাং প্রজানাং জীবনৌষধীঃ ॥  
 পরাশর উবাচ ।  
 ততোহথ নৃপতির্দিব্যম্ আদায়াজগবং ধনুঃ ।  
 শরাংশ্চ দিব্যান্ রূপিতঃসোহবধবদবহুঙ্করাম্ ॥ ৬৮  
 ততো ননাশ তরিতা গোভূত্বা তু বহুঙ্করা ।  
 সা লোকানুব্রহ্মলোকাদীন তত্রাসাদগমন মহী ॥  
 যত্র যত্র যযৌ দেবী সা তদা ভূতধারিণী ।  
 তত্র তত্র তু সা বৈণ্যং দদর্শাভ্যাদ্যতায়ুধম্ ॥ ৭০  
 ততস্তং প্রাহ বহুধা পৃথং পৃথুপরাক্রমম্ ।  
 প্রবেশমাণা তত্ত্বাণপরিত্রাণপরায়ণা ॥ ৭১  
 পৃথিয্যুবাচ ।  
 স্ত্রীবধে ত্বং মহাপাপং কিং নরেন্দ্র ন পশুসি ।  
 যেন মাং হস্তমত্যর্থং প্রকরোষি নুপোদ্যমম্ ॥ ৭২

জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমনকারণ বলিতে  
 লাগিলেন । প্রজাগণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ  
 প্রজেশ্বর ! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকল ওষধি  
 গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা, ক্ষয়প্রাপ্ত  
 হইতেছে । বিধাতা তোমাকে আমাদের সমস্ত  
 বৃন্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন,  
 আমাদের ক্ষুধার্ত প্রজাগণকে জীবনৌষধি দান  
 কর । ৫৫—৬৭ । পরাশর কহিলেন, অনন্তর  
 নৃপতি রূপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনু  
 ও শর সকল গ্রহণপূর্ব্বক বহুধার অনুধাবন  
 করিলেন । বহুঙ্করা নীচ গোরূপ হইয়া পলায়ন  
 ও গ্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাदिতে গমন করিলেন ।  
 ভূতধারিণী দেবী যে যে স্থানে গমন করিলেন,  
 সেই সেই স্থানেই উল্যতশত্রু বৈণ্যকে দেখিতে  
 পাইলেন । তৎপরে বহুধা কল্পিতা ও তত্ত্বাণ  
 হইতে পরিত্রাণপরায়ণা হইয়া পৃথুপরাক্রম  
 পৃথুকে বলিলেন, হে নরেন্দ্র নৃপ ! তুমি কি  
 স্ত্রীবধে মহাপাপ দেখিতেছ ? তাই আমাকে

পৃথুব্যাচ ।

একস্মিন যত্র নিধনং প্রাপিতে দৃষ্টকারিণি ।

বহুনাং ভবতি ক্লেমঃ তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৭৩

পৃথিব্যাচ ।

প্রজানামুপকারায় যদি মাং ভুং হনিষ্যসি ।

আধারঃ কঃ প্রজানাং তে নৃপশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি ॥ ৭৪

পৃথুব্যাচ ।

ভ্যাং হত্বা বহুধে বাণৈর্মহাসনপরাডুমুখীম্ ।

আশ্বযোগবলেনো ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ৭৫

পরশর উবাচ ।

ততঃ প্রশম্য বহুধা তং ভুয়ঃ প্রাহ পার্থিবম্ ।

প্রবেশিতাক্ষী পরমং সাধ্বসং সমুপাগতা ॥ ৭৬

পৃথিব্যাচ ।

উপায়তঃ সমারত্নাঃ সর্কে সিধ্যন্ত্যপক্ৰমাঃ ।

তস্মাদ্বেদামুপায়ং তে তং কুরুষ যদিচ্ছসি ॥ ৭৭

সমস্তান্তা ময়া জীর্ণা নরনাথ মহৌষধীঃ ।

যদীচ্ছসি প্রদাত্বামি তাঃ ক্ষীরপরিণামিনীঃ ॥ ৭৮

তস্মাৎ প্রজাহিতার্থায় মম ধর্মভূতাং বর ।

বিনষ্ট করিবার জন্ত উদ্যম করিতেছ ? পৃথু কহিলেন, ওরে দৃষ্টকারিণি! যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ। পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আহার কে হইবে? পৃথু কহিলেন, বহুধে! তুমি আমার শাসনপরাডুমুখী, তোমাকে বাণ দ্বারা হত করিয়া আমি আশ্বযোগবলে এই সকল প্রজা ধারণ করিব। ৬৮—৭৫। পরশর কহিলেন,—তখন বহুধা কাম্পিতাক্ষী ও পরম ভীতা হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্বক পুনর্বার বলিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন, উপায়-নুসারে কার্য করিলে সর্বকর্ম সিদ্ধ হয়, অতএব, তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, কর। হে নরনাথ! সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে এই সকল ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে ধর্মভূতাংবর! প্রজাহিতার্থ

তস্ত বংসং প্রযচ্ছ ভুং ক্ষরেষং যেন বংসলা ॥ ৭৯

সমাক কুরু সর্বত্র যেন ক্ষীরং সমস্ততঃ ।

বরৌষধীবীজভূতং ধীর সর্বত্র ভাবয়ে ॥ ৮০

পরশর উবাচ ।

তত উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ ।

ধনুঃকোট্যা তদা বৈণাস্ততঃ শৈল। বিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ৮১

নহি পূর্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে ।

প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বা তদাভবৎ ॥ ৮২

ন শস্ত্রানি ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বনিকুপথঃ ।

বৈণাং প্রভৃতি মৈত্রেয় সর্বসৌত্যস্ত সত্বে ॥ ৮৩

যত্র যত্র সমং তস্য। ভূমেরাসৌম্বর্যপিণঃ ।

তত্র তত্র প্রজানাং হি নিবাসং সমরোচয়ং ॥ ৮৪

আহারঃ ফলমূলানি প্রজানামভবৎ তদা ।

কৃষ্ণেণ মহতা সোহপি প্রনষ্টাস্থৌষধীসু বৈ ॥ ৮৫

স কল্পয়িত্বা বংসং তু মনুং স্যায়ভবং প্রভুঃ ।

স্বৈ পাণো পৃথিবীনাথো হৃদাহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥ ৮৬

শস্ত্রজাতানি সর্কাণি প্রজানাং হিতকাম্যয়া ।

ভোদ্রেন প্রজাস্তাত বর্তন্তেহদ্যপি নিতাশঃ ॥ ৮৭

প্রাণপ্রদানাং স পৃথুর্ষাদ্ভূমেরভূং পিতা ।

আমাকে বংস প্রদান কর, তাহাতে আমি বংসলা হইয়া ক্ষরণ করি। হে বাঁর! আমাকে সমস্ততঃ সর্বত্র সম কর, তাহাতে বরৌষধির বীজভূত ক্ষীর সর্বত্র ধারণ করি। পরশর কহিলেন, তদনন্তর বৈণ্য ধনুঃকোট দ্বারা শত সহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈল সকল বিবর্দ্ধিত (একেক উচ্চতরকৃত) হইয়াছে। পূর্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্ত্র, গোরক্ষ, কৃষি ও বনিকুপথ ছিল না। হে মৈত্রেয়! বৈণ্য হইতেই এ সকলের সম্ভব। ভূমির যে যে স্থল সম ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে প্রজা-দিগের নিবাস কল্পনা করিলেন। ৭৬—৮৫ ওষধি সকল প্রনষ্ট হইলে তখন ফলমূল মাত্র প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও জ্ঞতি কষ্টে। পৃথিবীনাথ প্রভু পৃথু স্যায়ভব মনুকে বংস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী দোহন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্ত্র

ততস্ত পৃথিবীসংজ্ঞাম্ অবাপাখিলধারিণী ॥ ৮৮  
ততশ্চ দেবৈর্মুনিভিদৈতো রশ্মিগাভিরদ্রিভিঃ ।  
গন্ধর্বৈরুরগৈর্গন্ধৈঃ পিতৃভিত্তরভিত্তথা ॥ ৮৯  
তৎ তৎ পাত্রমুপাদায় তৎ তৎ দুষ্কা মুনৈ পয়ঃ ।  
বৎসদোদ্ধ বিশেষাশ্চ তেবাং তদুযোনয়োহভবন ॥ ৯০  
সৈবা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা ।  
সর্বশ্চ জগতঃ পৃথ্বী বিশ্বপাদতলোদ্ভবা ॥ ৯১  
এবংপ্রভাবঃ স পৃথুঃ পুত্রো বেণস্য বীর্ঘবান্ ।  
জস্বে মহীপতিঃ পূর্বঃ রাজাতুং জনরঞ্জনং ॥ ৯২  
য ইদং জন্ম বৈশ্যস্ত পৃথোঃ কীর্ন্তয়তে নরঃ ।  
ন তস্ত দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলদায়ি প্রজায়তে ॥ ৯৩  
দুঃস্বপ্নোপশমং ঘৃণাং শৃণুতং চৈতদুত্তমম্ ।  
পৃথোজন্মপ্রভাবশ্চ করোতি সততং নৃণাম্ ॥ ৯৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে  
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সকল জন্মিল। হে তাত! প্রজাবর্গ অদ্যাপি  
সেই অম্নে জীবন ধারণ করিতেছে। প্রাণ  
প্রদান হেতু পৃথু, ভূমির পিতা হইয়াছিলেন,  
এজন্ত অখিলভূতধারিণী, পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত  
হন। তৎপরে দেব, মুনি, দৈত্য, অদ্রি, গন্ধর্ব,  
ঊরগ, যক্ষ ও পিচুগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে  
ভূমি হইতে স্বাভিমত বস্তু দোহন করিলেন।  
তজ্জাতীয়েরাই তাঁহাদের বৎস ও দোদ্ধা হইয়া-  
ছিলেন। বিশ্বপাদতলোদ্ভবা সেই পৃথ্বীই সর্ব-  
জগতের ধাত্রী, বিধাত্রী, ধারিণী এবং পোষণী।  
এতাদৃশপ্রভাব বীর্ঘবান্ মহীপতি বেণপুত্র পৃথু  
জন্মিয়াছিলেন এবং জনরঞ্জন হেতু প্রথমে তিনি  
রাজা হন। যে নর, বৈশ্য পৃথুর এই জন্ম কীর্তন  
করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুষ্কৃত থাকে না এবং  
এই জন্মকীর্তন তাঁহার পক্ষে ফলদায়ী হয়। পৃথুর  
এই উত্তম জন্ম ও প্রভাব শ্রবণ করিলে সতত  
দুঃস্বপ্নের উপশম হইয়া থাকে। ৮৫—৯৪।

প্রথমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

### চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পৃথোঃ পুত্রো মহাবীর্ঘো জস্বেতেহন্তাধিপালিনো ।  
শিখণ্ডিনী হবির্দানাম্ অন্তর্দানাদ্ ব্যজায়ত ॥ ১  
হবির্দানান্ ষড়্ভায়েরী ধিবণাজনয়ং সূতান্ ।  
প্রাচীনবহিঃ শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনো ॥ ২  
প্রাচীনবহির্ভগবান্ মহানমসীং প্রজাপতিঃ ।  
হবির্দানান্মহারাজো যেন সংবদ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৩  
প্রাচীনাগ্ৰাঃ কুশাস্তস্ত পৃথিব্যামভবন মুনৈ ।  
প্রাচীনবহির্ভগবান্ খ্যাতে ভূবি মহাবলঃ ॥ ৪  
সমুদ্রতনয়ায়ং তু কৃতদারো মহীপতিঃ ।  
মহতস্তপসঃ পারে সর্বাণ্যং মহীপতে ॥ ৫  
সবর্ণাধস্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবাহয়ঃ ।  
সর্বৈ প্রচেতসো নাম ধনুর্কেদস্য পারগাঃ ॥ ৬  
অপৃথুধর্ম্মচরণান্তে তপস্ত মহাতপাঃ ।  
দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৭  
মৈত্রেয় উবাচ ।

যদর্থং তে মহাস্থানস্তপস্তে পুর্নহামুনৈ ।  
প্রচেতসঃ সমুদ্রান্তস্যোতদাধ্যাতুহঁসি ॥ ৮

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

পৃথুর মহাবীর্ঘ দুই পুত্র, অন্তর্দ্বি ও  
পালী। অন্তর্দ্বানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দানকে  
প্রসব করেন। হবির্দানের ঊরসে আয়েয়ী  
ধিবণা,—প্রাচীনবাহু, শুক্র, গয়, রজ ও  
অজিন এই ছয় পুত্রের জননী। ভগবান্  
প্রাচীনবাহু মহারাজ মহান্ প্রজাপতি ছিলেন।  
যদ্বারা প্রজাবর্গ সংবদ্ধিত। হে মুনৈ! তাঁহার  
সময়ে প্রাচীনাগ্ৰ কুশে পৃথিবীতল আন্তৃত  
হইয়াছিল। ভগবান্ প্রাচীনবাহু মহাবল বলিয়া  
বিখ্যাত। মহীপতি মহাতপস্তার পর সমুদ্র-  
তনয় সর্বাণ্যে কৃতদার হন। সামুদ্রী সর্বা  
তাঁহা হইতে প্রচেতা নামে ধনুর্কেদপারগ দশ  
পুত্র ধারণ করেন। তাঁহার অপৃথুধর্ম্মাচরণ  
ও সমুদ্রসলিলবাসী হইয়া দশবর্ষ পর্যন্ত  
মহৎ তপস্তা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন,  
হে মহামুনৈ! মহাস্থা প্রচেতস্গণ যেজন্ত  
সমুদ্রান্তোন্মধ্যে দপস্তা করিয়াছিলেন, তাহা

পরশর উবাচ ।

পিত্রা প্রচেতসঃ প্রোক্তাঃ প্রজার্থমমিতাশ্চনা ।

প্রজাপতিনিযুক্তেন বহুমানপুংসরম্ ॥ ৯

ব্রহ্মণা দেবদেবেন সমাদিষ্টোহম্যহং স্তুতাঃ ।

প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়াস্তে ময়া চোক্তং তথৈতি তং ॥ ১০

তমম প্রীত্যে পুত্রাঃ প্রজাবুদ্ধিমতল্লিতাঃ ।

কুরুধ্বং মাননীয়্য বঃ সমাজ্ঞা চ প্রজাপতেঃ ॥ ১১

পরশর উবাচ ।

ততস্তে তংপিতৃঃ শ্রুত্বা বচনং নৃপনন্দনাঃ ।

তথৈতুক্ত্বা তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ পিতরং মুনৈঃ ॥ ১২

প্রচেতস উচুঃ ।

যেন তাত প্রজাবুদ্ধৌ সমর্থঃ কর্ণণা বয়ম্ ।

ভবামস্তং সমস্তং নঃ কর্ম ব্যাখ্যাতুমহঁসি ॥ ১৩

পিতোবাচ ।

আরাধ্য বরদং বিষ্ণুম্ ইষ্টপ্রাপ্তিমসংশয়ম্ ।

সমেতি নাশ্রুথা মর্ত্তাঃ কিমশ্রুং কথয়ামি বঃ ॥ ১৪

তস্মাৎ প্রজাবিবুদ্ধ্যর্থং সর্বভূতপ্রভুং হরিম্ ।

আরাধ্যত গোবিন্দং যদি সিদ্ধিমভীপসথ ॥ ১৫

ধর্ম্মমর্থক কামক মোক্ষকাঞ্চিচ্ছতা সদা ।

বলুন । পরাশর কহিলেন, প্রজাপতিনিযুক্ত

অমিতাশ্চা পিতা, প্রচেতসদিগকে বহুমান-

পুংসর পুত্রার্থ বলিলেন, হে স্তুতগণ ! প্রজা-

পতি আমাকে “প্রজা সংবর্দ্ধন কর” এইরূপ

আদেশ করায় আমি “তথাস্ত” বলিয়াছি ।

অতএব পুত্রগণ ! তোমরা আমার প্রীতির

নিমিত্ত অতশ্রিত হইয়া প্রজাবুদ্ধি কর । প্রজা-

পতির সমাজ্ঞা তোমাদের মাননীয় । ১—১১ ।

পরশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপনন্দন প্রচেতস-

গণ পিতার বাক্যে “তথাস্ত” বলিয়া জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, হে তাত ! যে কর্ম দ্বারা আমরা

প্রজাবুদ্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা আমাদিগকে

বলুন । পিতা কহিলেন, মনুষ্যগণ বরদ বিষ্ণুর

আরাধনা করিয়া অসংশয় ইষ্টলাভ করে, অশ্রুতা

নহে । আর কি, তোমাদিগকে বলিব ! অতএব

যদি সিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে তোমরা প্রজা-

বুদ্ধির নিমিত্ত সর্বভূতপ্রভু হরি গোবিন্দের

আরাধনা কর । অনাদি ভগবান্ পুরুষোত্তম

আরাধনীরো ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬

যস্মিন্নারাদিতে সর্গং চকারাদৌ প্রজাপতিঃ ।

তমারাধ্যাচ্যুতং বুদ্ধিঃ প্রজানাং বো ভবিষ্যতি ॥ ১৭

পরশর উবাচ ।

ইতোবমুক্তান্তে পিত্রা পুত্রাঃ প্রচেতসো দশ ।

মগ্নাঃ পরোধিসলিলে তপস্তপুং সমাহিতাঃ ॥ ১৮

দশবর্ষসহস্রাণি শ্রুতচিন্তা জগৎপতে ।

নারায়ণে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বলোকপরায়ণে ॥ ১৯

তত্রৈব তে স্থিতা দেবম্ একাগ্রমনসো হরিম্ ।

তুষ্টিবুধঃ স্তুতঃ কামান্ স্তোত্রুরিষ্টান প্রযচ্ছতি ॥ ২০

মৈত্রেয় উবাচ ।

স্তুতং প্রচেতসো বিষ্ণোঃ সমুদ্রান্তসি সংস্থিতাঃ ।

চক্রস্তুমৈ মুনিশ্রেষ্ঠ স্থপুণ্যং বক্তুমহঁসি ॥ ২১

পরশর উবাচ ।

শৃণু মৈত্রেয় গোবিন্দং যথা পূর্বং প্রচেতসঃ ।

তুষ্টিবুধস্যরীভূতাঃ সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ২২

প্রচেতস উচুঃ ।

নতাঃ স্ম সর্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাস্তী ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষোচ্চক ব্যক্তিদিগের

সদা আরাধনীয় । বাহার আরাধনা করিয়া প্রজা-

পতি, আদিকালে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই

অচ্যুতের আরাধনা করিলে তোমাদের প্রজাবুদ্ধি

হইবে । পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ !

পিতা এইরূপ কহিলে প্রচেতসনামা সেই দশ

পুত্র, সমুদ্রসলিলে মগ্ন, সমাহিত ও সর্বলোক-

পরায়ণ জগৎপতি নারায়ণের প্রতি শ্রুতচিন্ত

হইয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্তা করিয়াছিলেন ।

তাহারা সেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেব-

দেব হরির স্তুত করিয়াছিলেন, যিনি স্তুত হইয়া

স্তুতকর্তার ইষ্টকাম প্রদান করেন । ১২—২০ ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রচেতসগণ

সমুদ্রজলমধ্যে থাকিয়া বিষ্ণুর যে স্তুত করিয়া-

ছিলেন, সেই স্থপুণ্য স্তুত আমাকে বলুন ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! প্রচেতা

সকল সমুদ্রসলিলবাসী ও তমসীভূত হইয়া

পূর্বে যেভাবে গোবিন্দের স্তুত করিয়াছিলেন,

প্রবণ কর । প্রচেতসগণ কহিলেন, যাহাতে

তমাদ্যাং তমশেষস্ত জগতঃ পরমং প্রভূম্ ॥ ২৩  
জ্যোতিরাদ্যামনোপম্যম্ অনন্তরমপারবৎ ।  
যোনিভূতমশেষস্ত স্বাবরস্ত চরস্ত চ ॥ ২৪  
যত্নাহঃ প্রথমং রূপম্ অরূপস্ত ততো নিশা ।  
সক্কা চ পরমেশস্ত তস্মৈ কালায়ানে নমঃ ॥ ২৫  
ভূজ্যতেহনুদিনং দেবৈঃ পিতৃভিঃ সুধায়কঃ ।  
জীবভূতঃ সমস্তস্ত তস্মৈ সোমায়ানে নমঃ ॥ ২৬  
যন্তমো হন্তি তীত্রাস্তা স্বভাতিভাসয়ন্ নতঃ ।  
বশ্মশীতাশ্রুতাং যোনিস্তস্মৈ সৃধ্যায়ানে নমঃ ॥ ২৭  
কাঠিবান্ যো বিভর্তি জগদেতদশেষতঃ ।  
শকাদিসংশ্রয়ো ব্যাপী তস্মৈ ভূমায়ানে নমঃ ॥ ২৮  
যদ যোনিভূতং জগতো বীজং যং সর্বদেহিনাম্ ।  
তং তেয়রূপমীশস্ত নমামো হরিমেধসঃ ॥ ২৯  
যো মুখং সর্বদেবানাং হব্যভুক্ত কব্যভুক্ত তথা ।  
পিতৃণাঞ্চ নমস্তস্মৈ বিধবে পাবকায়ানে ॥ ৩০  
ঋকধাবস্থিতো দেহে যশ্চেষ্টাং কুরুতেহনিশম্ ।  
আকাশযোনির্ভগবান্ তস্মৈ বায়ায়ানে নমঃ ॥ ৩১

সর্ববাক্যের শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠা, অশেষ জগতের  
আদ্য জ্যোতি অনোপম্য অনন্ত অপারবৎ  
অশেষ স্বাবর অস্বাবরের যোনিভূত, আদ্য সেই  
পরম প্রভুর প্রতি আমরা নত হই। যে অরূপ  
পরমেশ্বর প্রথমরূপ অহং, তদন্তর নিশা এবং  
সক্কা। সেই কালায়ককে নমস্কার। সকলের  
জীবভূত\*যাহার সুধায়করূপ দেব ও পিতৃগণ  
অনুদিন ভোগ করিতেছেন, সেই সোমায়াকে  
নমস্কার। যে তীত্রাস্তা স্বীয় দীপ্তি দ্বারা আকাশ  
প্রকাশিত করিয়া তমোবিনাশ করেন এবং যিনি  
বশ্ম, শীত ও জলের যোনি, সেই সৃধ্যায়াকে  
নমস্কার। যিনি কাঠিবান্ শকাঙ্গির সংশ্রয় ও  
ব্যাপী এই অশেষ জগৎ ধারণ করিতেছেন,  
সেই ভূমায়াকে নমস্কার। যাহা জগতের  
যোনিভূত ও সর্বদেহীর বীজ, হরিমেধার  
(বিষ্ণুর) সেই জলরূপকে আমরা নমস্কার  
করি। যিনি হব্যকব্যভুক্তরূপে দেব ও পিতৃগণের  
মুখ স্বরূপ, সেই পাবকায়ান বিষ্ণুকে নমস্কার  
২১-৩০। যে আকাশযোনি ভগবান্ দেহে  
পঞ্চা অবস্থিত হইয়া সর্বদা চেষ্টা করিতেছেন,

অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং যঃ প্রযচ্ছতি ।  
অনন্তমুত্তিমান্ শুদ্ধস্তস্মৈ ব্যোমায়ানে নমঃ ॥ ৩২  
সমস্তেন্দ্রিয়বর্গস্ত যঃ সদা স্থানমুক্তম্ ।  
তস্মৈ শব্দাদিরূপায় নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ॥ ৩৩  
গৃহ্মাতি বিষয়ান্ নিত্যম্ ইন্দ্রিয়াস্মাক্ষরাক্ষরঃ ।  
যন্তস্মৈ জ্ঞানমূল্য নতাঃ শ্যো হরিমেধসে ॥ ৩৪  
গৃহীতানিল্লিয়েরর্থান্ আয়ানে যঃ প্রযচ্ছতি ।  
অন্তঃকরণভূতায় তস্মৈ বিখায়ানে নমঃ ॥ ৩৫  
যস্মিন্নতঃ সকলং বিশ্বং যস্মাৎ তথাকাতম্ ।  
লয়স্থানঞ্চ যন্তস্মৈ নমঃ প্রকৃতিশিশুণে ॥ ৩৬  
শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্য গুণবানিব যোহগুণঃ ।  
তমাস্বরূপিণং দেবং নতাঃ স্ম পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৭  
অবিকারমজং শুদ্ধং নিগুণং যন্নিরঞ্জনম্ ।  
নতাঃ স্ম তং পরং ব্রহ্ম যদ্বিক্রিয়াঃ পরমং পদম্ ॥ ৩৮  
অদীর্ঘব্রহ্মস্বমূলম্ অনন্যগ্রামলোহিতম্ ।  
অস্নেহচ্ছায়মনগুম্ অসক্তমশরীরপিম্ ॥ ৩৯  
অনাকাশমসংস্পর্শম্ অগন্ধমরসঞ্চ যৎ ।  
অচক্ষুঃশ্রোত্রমচলম্ অবাক্প্রাণমমানসম্ ॥ ৪০

সেই পরমায়াকে নমস্কার। যে অনন্ত মুর্তিমান্  
(অস্থ ও মুর্তিরহিত) শুদ্ধ, অশেষভূতের  
অবকাশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোমায়াকে  
নমস্কার। যিনি সর্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের  
উদ্ভবস্থান, সেই শব্দাদিরূপ বেধা কৃষ্ণকে নম-  
স্কার, যে ক্ষরাক্ষর ইন্দ্রিয়াস্মা নিত্য বিষয় গ্রহণ  
করেন, সেই জ্ঞানমূল হরিমেধার প্রতি আমরা নত  
হই। যিনি ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয় সকল আয়াকে  
প্রদান করেন, সেই অন্তঃকরণভূত বিখায়াকে  
নমস্কার। সকল বিশ্ব যে অনন্তে থাকে, যাহা  
হইতে উদ্ভূত এবং লয়স্থানও যিনি, সেই  
প্রকৃতিশিশুকে নমস্কার। যে অন্ত ও শুদ্ধ ভ্রান্তি-  
জ্ঞানে গুণবানের দ্বায় সংলক্ষিত হন, সেই  
আস্বরূপী দেব পুরুষোত্তমের প্রতি নত হই।  
যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নিগুণ ও নিরঞ্জন,  
বিষ্ণুর পরমপদ সেই পরমব্রহ্মের প্রতি আমরা  
নত হই। যাহা অদীর্ঘব্রহ্ম, অমূল, অনন্যগ্রা,  
অলোহিত, অস্নেহচ্ছায়, অনগুম্, অসক্ত, অশরীরী,  
অনাকাশ, অসংস্পর্শ, অগন্ধ ও অরস। যাহা

অনামগোত্রমমুখম্ অতেজস্মহেতুকম্ ।  
 অভয়ং ভ্রান্তিরহিতম্ অনিন্দ্যমজরামরম্ ॥ ৪১  
 অরজোহশকমমৃতম্ অধ্বতং যদসংবৃতম্ ।  
 পূর্বাপরে ন বৈ যস্মিন্ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥  
 পরমীশিত্বগুণবৎ সর্বভূতমসংশ্রয়ম্ ।  
 নতাঃ স্ম তংপদংবিক্ষোজ্জিহ্বাদৃগ্গোচরং ন যৎ ॥

পরশর উবাচ ।

এবং প্রচেতসো বিষ্ণুং স্তবস্তন্তংসমাধয়ঃ ।  
 দশবর্ষসহস্রাণি তপশ্চরুর্নৃহার্ণবে ॥ ৪৪  
 ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ তেবামস্তর্জলৈ হরিঃ ।  
 দদৌ দর্শনমুদ্ভিদনীলোঃপলদলচ্ছবিঃ ॥ ৪৫  
 পতত্রিরাজমাক্রুতম্ অবলোক্য প্রচেতসঃ ।  
 প্রণিপেতঃ শিরোভিস্তং ভক্তিভাবনামিতৈঃ ॥ ৪৬  
 ততস্তানাহ ভগবান্ ত্রিরতমীপিতো বরঃ ।  
 প্রসাদহুমুখোহহং বো বরদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪৭  
 ততস্তমুচুবর্দং প্রণিপত্য প্রচেতসঃ ।  
 যথা পিত্রা সমাদিষ্টং প্রজানাং বুদ্ধিকারণম্ ॥ ৪৮

অচক্ষুঃপ্রোত্র, অচল, অবাকুপ্রাণ, অমানস, অনামগোত্র, অমুখ, অতেজস, অভয়, ভ্রান্তি-  
 রহিত, অনিন্দ্য, অজরামর, অজ, অশক, অমৃত, অধ্বত, অসংবৃত এবং যাহাতে পূর্বাপর নাই, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ । যহা জিহ্বাদৃষ্টির গোচর নহে, বিষ্ণুর সেই পরম ঈশিত্বগুণবৎ সর্বভূতসংশ্রয় পদে আমরা নত হই-  
 তেছি । ৩৯—৪৩ । পরশর কহিলেন, প্রচেতসগণ তংসমাধি হইয়া এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করত দশ সহস্র বৎসর মার্গণে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ! তদনন্তর উদ্ভিদনীলোঃপল-  
 দলকান্তি ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়া-  
 ছিলেন । প্রচেতস সকল তাঁহাকে পঙ্কিরাজ-  
 সমাক্রুত অবলোকন করিয়া ভক্তিন্ত্র মস্তকে প্রণিপাত করিলেন । তখন ভগবান্ তাঁহা-  
 দিগকে কহিলেন, “ঈপিত বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসাদহুমুখ ও তোমাদের বরদ হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছি ।” প্রচেতসগণ বরদকে প্রণিপাতপূর্বক পিতৃর সমাদিষ্ট প্রজাবুদ্ধির

স চাপি দেবস্তং দম্বা যথাজ্জিহ্বিতং বরম্ ।  
 অন্তর্দীনং জগামাশু তে চ নিশ্চক্রেমূর্জলাং ॥ ৪৯  
 ইতি ত্রীশ্বিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে  
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তপশ্চরংসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীকৃহাঃ ।  
 অরক্ষ্যমাণামাবক্রবভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ১  
 নাশকম্মারহতো বাতুং বৃতং খমভবদুদ্ভটমৈঃ ।  
 দশবর্ষসহস্রাণি ন শেক্ষেচ্চিষ্টিতং প্রজাঃ ॥ ২  
 তদ্ দৃষ্ট্বা জলনিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ক্রুদ্ধাঃ প্রচেতসঃ ।  
 মুখেভ্যো বায়ুময়িকং তেহংযজন্ জাতমশ্রবঃ ॥ ৩  
 উন্মুলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃষ্যা বায়ুশোষণং ।  
 তানগ্নিরদহদ্বোরস্তত্রাভূদুক্রমসংক্ষয়ঃ ॥ ৪

কারণ বলিলেন । সেই দেব যথাজ্জিহ্বিত বর দিয়া আশু অন্তর্দীন করিলেন এবং তাঁহারাও জল হইতে নির্গত হইলেন । ৪৪—৪৯ ।

প্রথমোহংশে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, প্রচেতসগণ তপশ্চরণ করিতে থাকিলে মহীকৃহ সকল অরক্ষ্যমাণ ( কবণাদি রহিত ) পৃথিবীকে আবৃত করে এবং প্রজাক্ষয় হয় । মারুত বহন করিতে পারে নাই, আকাশ ঝুঙ্ক সকলে আবৃত হইয়াছিল এবং প্রজা সকল দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত চেষ্টা করিতে অক্ষম । জল হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রচেতস-  
 গণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা জাত-  
 ক্রোধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি স্রষ্ট করিলেন । বায়ু ঐ বৃক্ষ সকলকে উন্মুলিত করিয়া শোষণ এবং অগ্নি তাহাদিগকে দহ করে, তাহাতে ষোর বৃক্ষসংক্ষয় হয় । অনন্তর বৃক্ষের রাজা সোম তরুসংক্ষয় দেখিয়া কিছু বৃক্ষ অব-

ক্রমক্রমমথো দৃষ্ট। কিঞ্চিচ্ছিত্তেষ্ণু শাখিবু ।  
উপগম্যাত্রবীদেতান রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥৫  
কোপং যচ্ছত রাজানঃ শৃণুধ্বঞ্চ বচো মম ।  
সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহ ক্ষিতিকৃৎহৈরহম্ ॥ ৬  
রহভূতা চ কশ্যেয়ং বাক্ষে ষী বরবারিনী ।  
ভবিষ্যং জানতা পূৰ্ব্বং ময়া গোভির্বিবাক্তিতা ॥ ৭  
মারিষা নাম নারৈষা বৃক্ষাণামিতি নির্ণিতা ।  
ভাৰ্য্যা বোহস্ত মহাভাগা ধ্রুবং বংশবিবাক্তিনী ॥ ৮  
যুগ্মাকং তেজসোহর্কেন মম চার্ধেন তেজসঃ ।  
অস্ত্রামুংপংস্ততে বিদ্বান দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥৯  
মম চাংশেন সংযুক্তো যুগ্মভেজোময়েন বৈ ।  
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ১০  
কর্ণাম মুনিঃ পূৰ্ব্বমাসীদ বেদবিদাং বরঃ ।  
সুরম্যে গোমতীতীরে স তেপ পরমং তপঃ ॥ ১১  
তংক্লেভায় সুরেন্দ্রেণ প্রমোচাখ্য। বরাপসরাঃ ।  
প্রযুক্তা ক্লেভানামাস তম্বিৎ স স্ৱচিন্মিতা ॥ ১২  
ক্লেভিতঃ স তয়া সার্কিং বর্ধণামধিকং শতম্ ।  
অতিষ্ঠমন্দরদ্রোণাং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ১৩

শিষ্ট থাকিতে এই সকল প্রজাপতির নিকটে  
গিয়া বলিলেন, হে রাজগণ! কোপ সংবরণ  
কর, আমার কথা শুন, আমি ক্ষিতিকৃৎ (বৃক্ষ)  
গণের সহিত তোমাদের সন্ধি করিয়া দিব।  
আমি পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রহভূতা  
এই বরবারিনী বাক্ষে ষী (বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন)  
কন্যাকে সুধাময় কিরণে বর্দ্ধিত করিয়াছি।  
মারিষা নাম্নী এই মহাভাগা বৃক্ষ-কন্যা, নিশ্চয়ই  
তোমাদের বংশবিবাক্তিনী ভাৰ্য্যা হউক। তোমা-  
দের ও আমার অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভেজে, ইহার গর্ভে  
বিদ্বান দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। আমার  
সৌম্যাংশ ও তোমাদের ভেজোময় অগ্নিযোগে  
অগ্নিসম হইয়া প্রজাসংবর্দ্ধন করিবেন। ১—১০।  
পূর্বকালে কণ্ডু নামে বেদবিদাংবর এক মুনি  
ছিলেন, তিনি সুরম্য গোমতীতীরে পরম তপস্তা  
করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র, প্রমোচা নাম্নী কোন  
ঐশ্বর্যবিকাৰ্য্য উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন,  
সে, সেই ঋষিকে ক্লেভিত করিয়াছিল। তিনি

সাত্ত প্রাহ মহাস্থানং গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্ ।  
প্রসাদমুখো ব্রহ্মণ অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ১৪  
তরৈবমুক্তঃ সমুনিস্তত্ত্বামাসক্তমানসঃ ।  
দিনানি কতিচিদভদ্রে স্বীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৫  
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষণতঃ পুনঃ ।  
বুভুজে বিষয়াংস্তরী তেন সার্কিং মহাস্থন। ॥ ১৬  
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন ব্রহ্মণি ত্রিদিবালয়ম্ ।  
উক্তস্তয়েতি স মুনিঃ স্বীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৭  
পুনর্গতে বর্ষণতে সাধিকে সা শুভাননা ।  
যামীত্যাহ দিবং ব্রহ্মণ প্রণয়মিত্যশোভনম্ ॥ ১৮  
উক্তস্তয়েবং স মুনিরুপশুংহায়তেক্ষণাম্ ।  
প্রাহস্ত ত্যাং ক্ৰণং সূত্র চিরং কালং গমিষ্যসি ॥১৯  
তচ্ছাপভীতা সুশ্রেণী সহ তেনৈর্ষণা পুনঃ ।  
শতদ্বয়ং কিঞ্চিদনং বর্ধণামধিতষ্ঠত ॥ ২০  
গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্ ।  
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তব্যা স্বীয়তামিত্যভাষত ॥২১

বিকৃত ও বিষয়াসক্তমানস হইয়া তাহার  
সহিত কিছু অধিক শত বৎসর মন্দর পর্বতের  
দ্রোণীতে বাস করেন। তখন সে ঐ মহা-  
স্বাকে বলিল, হে ব্রহ্মণ! আমি স্বর্গে যাইতে  
ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা দাও।  
সে এইরূপ বলিলে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত মুনি  
বলিলেন, “ভদ্রে! কিছুদিন থাক।” তিনি  
এইরূপ কহিলে তরী সেই মহাস্থার সহিত  
আবার কিছু অধিক শত বৎসর বিষয় ভোগ  
করিল। পরে কহিল, হে ভগবন! অনুজ্ঞা  
দাও, আমি ত্রিদিবালয় যাইতেছি। মুনি  
কহিলেন, “থাক।” পুনঃ কিছু অধিক শত  
বৎসর গত হইলে শুভাননা প্রণয়মিত্যশোভন-  
বাক্যে কহিল, হে ব্রহ্মণ! “আমি স্বর্গে যাই।”  
এইরূপ কহিলে, মুনি আরতলোচনাকে আলিঙ্গন  
করিয়। বলিলেন, “অয়ি সূত্র! ক্রণকাল থাক,  
চিরকালের নিমিত্ত যাইবে।” সুশ্রেণী তাঁহার  
শাপভীতা হইয়া পুনঃ সেই ঋষির সহিত  
কিঞ্চিদন হই শত বৎসর বাস করে। ১১—২০।  
ঐ তরী দেবরাজনিবেশনম্। গমনের নিমিত্ত  
বার বার বলিলেও মহাভাগ ঋষি কেবল “থাক”



তং সা শাপভয়াদ্ভীতা দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা ।  
 প্রোক্তা প্রণয়ভঙ্গান্তিবেদনী ন জহৌ মুনিম্ ॥ ২২  
 তয়া চ রমতস্তস্ত মহর্ষেস্তদহনিশম্ ।  
 নবং নবমভূং প্রেম মন্থথাবিষ্টচেতসঃ ॥ ২৩  
 একদা তু ত্বরাযুক্তো নিঃচক্রোমোজ্জ্বলমুনিঃ ।  
 নিষ্ক্রামস্তকং কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভা ॥ ২৪  
 ইতুতঃ স তয়া প্রাহ পরিকৃতমহঃ শুভে ।  
 সন্ধ্যোপাস্তিৎ করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোহুতথাভবেং ॥  
 ততঃ প্রহস্তু মুদিতা তং সা প্রাহ মহামুনিম্ ।  
 কিমদ্য সর্বধর্মজ্ঞঃ পরিকৃতমহস্তব ॥ ২৬  
 বহুনাং বিপ্র বর্ধাণাং পরিণামমহস্তব ।  
 গতমেতন্ন কুরুতে বিষয়ং কস্ত কথ্যতাম্ ॥ ২৭  
 মুনিরুবাচ ।  
 প্রাতস্তমাগতা ভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্ ।  
 ময়া দৃষ্টাসি তবঙ্গি প্রবিষ্টা চ মমাপ্রমম্ ॥ ২৮  
 ইয়ং বর্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহগতম্ ।  
 উপহাসঃ কিমর্থোহয়ং সদৃশঃ কথ্যতাং মম ॥ ২৯

“থাক” এই কথাই বলিতে লাগিলেন । দাক্ষিণ্য  
 গুণে দক্ষিণা ও প্রণয়ভঙ্গস্থখে দুঃখিতা সেই  
 প্রমোচা শাপভয়ে ভীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ  
 করিল না । মন্থথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি তাহার সহিত  
 অহর্নিশ রমমাণ হইলে নবনব প্রেমের উদ্বেক  
 হইতে লাগিল । মুনি একদা ত্বরাযুক্ত হইয়া  
 উটজ (পর্ণশালা) হইতে নির্গত হইলে অপসরা  
 সুন্দরী কহিল, “কোথায় যাওয়া হইতেছে?”  
 তিনি বলিলেন, “শুভে! দিবস শেষ হইল,  
 আমি সন্ধ্যোপাসনা করিব, নতুবা ক্রিয়া লোপ  
 হইবে।” তখন সে আনন্দিত হইয়া হস্তপূর্বক  
 বলিল, “হে সর্বধর্মজ্ঞ! অদ্যই কি তোমার  
 দিবস শেষ হইল? বহুবৎসরের পর তোমার  
 একদিন শেষ হইল, এ কথায় কাহার না বিষয়  
 বল?” মুনি কহিলেন, অগ্নি ভদ্রে তবঙ্গি!  
 তুমি প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে আসিয়া  
 আমার আগ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আমি তাহা  
 দেখিয়াছি। আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, দিবসের  
 পরিণাম হইল, কেনে এ উপহাস কেন, সত্য

প্রমোচোবাচ ।

প্রভূষস্তাগতা ব্রহ্মণ সত্যমেতন্ন তে মৃষা ।  
 কিংবদ্য তস্ত কালস্ত গতাশ্চকশতানি তে ॥ ৩০  
 সোম উবাচ ।  
 ততঃ সসাধসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্ ।  
 কথ্যতাং তীরু কঃ কালস্তয়া মে রমতঃ সহ ॥ ৩১  
 প্রমোচোবাচ ।  
 সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ষশতানি তে ।  
 মাসাশ্চ ষট্ তথৈবাশ্চ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥ ৩২  
 ঋষিরুবাচ ।  
 সত্যং তীরু বদন্তেতং পরিহাসোহথ বা শুভে ।  
 দিনমেকমহং মন্ত্রে ত্বয়া সার্কিমহাসিতম্ ॥ ৩৬  
 প্রমোচোবাচ ।  
 বদিষ্যামানৃতঃ ব্রহ্মণ কথমত্র তবাস্তিকে ।  
 বিশেষণাদা ভবতা পুণ্ড্রা মার্গানুবর্তিনা ॥ ৩৪  
 সোম উবাচ ।  
 নিশম্য তদ্বচঃ সত্যং স মুনির্নৃপনন্দনাঃ ।  
 ষিঙুমাং ষিঙুমামতীবেশং নিনিদাস্থানমাস্থান ॥ ৩৭

বিবরণ বল । প্রমোচা কহিল, হে ব্রহ্মণ!  
 প্রভূষে আসিয়াছি, তোমার একথা সত্য নহে।  
 মিথ্যা; অদ্য কয়েকশত বৎসর গত হইল।  
 ২১—৩০। সোম কহিলেন, তদন্তর বিপ্র  
 ভীত হইয়া সেই আয়তনয়নাকে ‘জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, “অগ্নি তীরু! বল, আমি তোমার  
 সহিত কতকাল আনন্দ করিলাম?” প্রমোচা  
 কহিল, নয় শত সপ্তাশীতি বৎসর ছয় মাস  
 তিন দিন অতীত হইয়াছে। ঋষি কহিলেন,  
 “অগ্নি শুভে! তীরু! ইহা সত্য বলিতেছ, না  
 উপহাস করিতেছ? আমার বোধ হইতেছে,  
 আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম।”  
 প্রমোচা কহিল, হে ব্রহ্মণ! তোমার নিকট  
 মিথ্যা কিরূপে বলিব? বিশেষতঃ তুমি  
 মার্গানুবর্তী হইয়া (নিজ কর্তব্য কর্ম করণেচ্ছ  
 হইয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছ। সোম কহিলেন,  
 হে নৃপনন্দনগণ! মুনি তাহার কথা শুনিয়া  
 “আমাকে ষিঙু, আমাকে ষিঙু” বলিয়া আপনি

মুনিরূবাচ ।

তপাংসি মম নষ্টানি হতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্ ।  
ইতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিমোহায় নিশ্চিতা ॥৩৬  
উশ্ণিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমাস্ত্রজ্ঞয়েন মে ।  
মতিরেষা হৃত্য যেন ধিক্ তং কামমহাগ্রহম্ ॥ ৩৭  
ব্রতানি বেদবিদ্যাশ্রিত্যকারণাশ্চাখিলানি চ ।  
নরকগ্রামমার্গেণ সঙ্গেনাপহৃতানি মে ॥ ৩৮  
বিনিন্দ্যেখং স ধর্মজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা ।  
তাম্পরসমাসীনামিদং বচনমব্রবীং ॥ ৩৯  
গচ্ছ পাপে যথাকামং যং কাৰ্য্যং তৎকৃতং ত্বয়া ।  
দেবরাজস্ত মংক্রোভং কুরুস্তা ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ৪০  
ন জ্ঞাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতীব্রৈণ বহিনা ।  
সতাং সাগুপদং মৈত্রমুখিতোহহং ত্বয়া সহ ॥ ৪১  
অথবা তব কো দোষঃ কিং বা কুপ্যাম্যহং তব ।  
মমৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪২  
যস্মা শক্রেপ্রিয়ার্থিতা ক্রতো মে তপসো ব্যয়ঃ ।  
তস্মা ধিক্ ত্বাং মহামোহমঞ্জুষাং সুজুগুপ্সিতাম্ ॥৪৩

আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন । পরে মুনি  
কহিলেন, আমার তপস্বী সকল নষ্ট হইল,  
ব্রহ্মবিদগণের ধন এবং বিবেক হৃত হইল ;  
কে মোহের নিমিত্ত যোষিৎ (স্ত্রী) নিশ্চাণ  
করিয়াছে ? আমি আশ্রয়ী, উশ্ণিষট্কাতিগ  
ব্রহ্ম আমার জ্যেষ্ঠ । যে এরূপ মতিকে হরণ  
করিল, সেই কামমহাগ্রাহকে ধিক্ । নরক-  
গ্রামের পথ স্বরূপ সঙ্গ দ্বারা আমার বেদবিদ্যা-  
প্রাপ্তির কারণ অখিল ব্রত অপহৃত হইল ! ধর্মজ্ঞ  
এইরূপে আপনি আপনার নিন্দা করিয়া সেই  
আসীন । অম্পরাকে বলিলেন, “পাপে ! যথা  
ইচ্ছা যাও, তুমি ভাবচেষ্টায় আমার ক্ষোভ  
জন্মাইয়া দেবরাজের কার্যসাধন করিয়াছ ।  
আমি ক্রোধরূপ তীব্র বহি দ্বারা তোমাকে ভস্ম  
করিব না, কারণ আমি সতের অনুমোদিত  
সাগুপদী মৈত্রে তোমার সহিত বহুকাল বাস  
করিয়াছি ।” অথবা তোমার দোষ কি, তোমার  
প্রতিই বা কুপিত হই কেন, আমারই নিতান্ত  
দোষ যে আমি অজিতেন্দ্রিয় । তুমি ইন্দ্র-  
প্রিয়ার্থিনী হইয়া আমার তপস্বী নষ্ট করিয়াছ,

সোম উবাচ ।

যাবদিখং স বিপ্রার্ঘিস্তাং ব্রবীতি স্তমধ্যমাম্ ।  
তাবদ গলংস্বেদজলা সা বভূবতিবেপথুঃ ॥ ৪৪  
প্রবেপমাণাং সততং শ্বিন্নগাত্রলতাং সতীম্ ।  
গচ্ছ গচ্ছতি সক্রোধম্ উবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৫  
সা তু নির্ভংসিতা তেন বিনিষ্ক্রম্য তদাপ্রমাং ।  
আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ্জ জরুপন্নবৈঃ ॥ ৪৬  
বৃক্ষাদ বৃক্ষং যযৌ বালা তদগ্রারূপপন্নবৈঃ ।  
নিশ্মার্জ্জমানা গাত্রাণি গলংস্বেদজলানি বৈ ॥ ৪৭  
ঋষিণা যন্তদা গর্তস্তত্তা দেহে সমাহিতঃ ।  
নির্জ্জগাম স রোমাচ স্বেদরূপী তদঙ্গতঃ ॥ ৪৮  
তং বৃক্ষা জগুর্গর্তম্ একং চক্রে তু মারুতঃ ।  
ময়া চাপ্যায়িতো গোভিঃ স তদা বরুধ শনৈঃ ॥৪৯  
বৃক্ষাগ্রগর্তসংভূতা মারিষাখ্যা বরাননা ।  
তাং প্রদাত্তন্তি বো বৃক্ষাঃ কোপ এষ প্রশাম্যতাম্ ॥  
কণ্ডোরপত্যমেবং সা বৃক্ষেভ্যশ্চ সমুদগতা ।  
মমাপত্যং তথা ব্যায়োঃ প্রয়োচাতনয়া চ সা ॥ ৫১

অতএব মহামোহের আধার এবং অত্যন্ত  
জুগুপ্সিত তোমাকে ধিক্” । ৩১—৪৩ । সোম  
কহিলেন, বিপ্রার্ঘি স্তমধ্যমাকে যেমন ঐ কথা  
বলিলেন, সে অমনি বশ্মাক্ত ও অতি কম্পাষিতা  
হইয়াছিল । মুনিসত্তম সদ্যঃ, কম্পিতা ও  
বশ্মাক্তকলবরা সতীকে সক্রোধে বলিলেন,  
“যাও যাও ।” সেই নির্ভংসিতা অম্পরা, তদাপ্রম  
হইতে বিনিষ্ক্রমণপূর্বক আকাশগামিনী হইয়া  
তরুপন্নবে স্বেদ মার্জ্জনা করিয়াছিল । বালা  
বৃক্ষাগ্রবস্তী অরুণ পন্নবে, গাত্র ও গলংস্বেদজল  
নিশ্মার্জ্জন করিতে করিতে এক বৃক্ষ হইতে অগ্ন  
বৃক্ষে, পুনশ্চ অগ্ন বৃক্ষে এইরূপে চলিয়া গেল ।  
ঋষি তাহার দেহে যে গর্ত সমাহিত করেন,  
তাহা তদঙ্গে রোমকূপ হইতে স্বেদরূপে নির্গত  
হইল । বৃক্ষ সকল ঐ গর্ত গ্রহণ করে এবং  
মারুত একত্রিত করেন । আমিও স্তমধ্যম  
কিরণে উহাকে আপ্যায়িত করাতে উহা ধীরে  
ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল । বৃক্ষাগ্রগর্ত-  
সম্ভূতা বরাননার নাম “মারিষা” । বৃক্ষে  
তোমাদিগকে ঐ কথা প্রদা করিবে, কোপ

স চাপি ভগবান্ কণ্ঠঃ ক্লীণে তপসি সন্তমঃ ।  
 পুরুষোত্তমাখ্যং মৈত্রেয় বিষ্ণোরায়তনং যযৌ ॥৫২॥  
 তত্রৈকাগ্রমতিভূত্বা চকারাধনং হরোঃ ।  
 ব্রহ্মপারমম্ব্যং কুর্স্বন জগমেকাগ্রমানসঃ ।  
 উৰ্দ্ধবাহুর্হাযোগী স্থিতিসৌ ভূপনন্দনাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 প্রচেতস উচুঃ ।

ব্রহ্মপারং মুনো শ্রোতুম্ ইচ্ছামঃ পরমং স্তবম্ ।  
 জপতা কণ্ঠা দেবো যেনারাধ্যত কেশবঃ ॥ ৫৪ ॥  
 সোম উবাচ ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ  
 পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী ।  
 সত্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ  
 পরঃ পরাধামসি পারপারঃ ॥ ৫৫ ॥  
 সকারণকারণতন্ততোহপি  
 তস্তাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ ।

প্রশমিত করি। ৫২—৫০। সে এইরূপে কণ্ঠর, আমার ও বায়ুর অপত্য, এইরূপে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। এবং প্রমোচার তনয়। হে মৈত্রেয়! সেই সন্তম ভগবান্ কণ্ঠ ও তপস্তা ক্লীণ হইলে, বিষ্ণুর পুরুষোত্তম নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। হে ভূপনন্দন! ঐ মহাযোগী তথায় উৰ্দ্ধবাহু ও একাগ্রমতি হইয়া ব্রহ্মপারমম্ব্য মন্ত্র জপ করত একাগ্রমানসে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। প্রচেতসগণ কহিলেন, আমরা মূনির ব্রহ্মপার পরম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহা কণ্ঠ জপ করায় কেশব আরাধিত হইয়াছিলেন। সোম কহিলেন, বিষ্ণু পরপার (সংসারপথের আরম্ভি শূন্য অবধি), অপারপার (দুরন্ত সংসারপথের তীর সমাপ্তি কিংবা সহজে যাহার পার পাওয়া যায় না তদংশ), পর সকল হইতে পর (আকাশাদি অপেক্ষাও অনন্ত), পরমার্থরূপী (সত্যস্বরূপ কিংবা পরম অর্থ অর্থাৎ 'পরমানন্দ'), সত্রহ্মপার (সত্রহ্মণি অর্থাৎ বেদ বা তপোনিষ্ঠ-দিগের প্রাপ্ত্য), পরপারভূত (অনাস্বভূত আকাশাদির অবধি ধ্রুপ), পর সকলের পর (ইন্দ্রিয়া-দিগের পর অর্থাৎ নিরূপাধি), পারপার (ভক্ত-গণের পালক ও বরপূরক কিংবা পালক ও পুরক,

কার্যেয় চৈবং সহ কর্মকর্তৃ  
 রূপৈরশেষৈরবতীহ সর্বম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ব্রহ্ম প্রভূর্ব্রহ্মস সর্বভূতো  
 ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোহসৌ ।  
 ব্রহ্মাক্ষরং নিত্যমজং স বিষ্ণুঃ  
 অপক্ষয়াদৌরথিলৈরসঙ্গি ॥ ৫৭ ॥  
 ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ ।  
 তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রযান্ত প্রশমং মম ॥ ৫৮ ॥  
 সোম উবাচ ।

এতদ্রহ্মাপরাখ্যং বৈ সংস্তবং পরমং জপন ।  
 অবাপ পরমাং স্বর্দ্ধিং সমারাধ্য স কেশবম্ ॥ ৫৯ ॥  
 ইয়ক মারিষা পূর্বম্ আসীদ য়া তাং ব্রবীমি বঃ ।  
 কথ্যগৌরবমেতস্তাঃ কথনে ফলদায়ি বঃ ॥ ৬০ ॥  
 অপুত্রা প্রাণিযং বিষ্ণুং মৃতো ভর্ত্তর সন্তমঃ ।  
 ভূপপত্নী মহাভাগা তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৬১ ॥

ইন্দ্রিয়ারির পালক ও পুরক); তিনি কারণের কারণ, তাঁহার কারণ, তাঁহারও হেতু পরহেতু। চরাচর কারণ ব্রহ্মাণ্ড আরম্ভ করিয়া মূল কারণ পর্যন্ত কারণমালায়ক কার্যেও এইরূপ (প্রকৃতি কার্য মহন্তত্ব আরম্ভ করিয়া চরম কার্য পর্যন্ত কার্যমালায়ক); বিষ্ণুই অশেষ কর্মকর্তৃরূপ সমস্ত রক্ষা করিতেছেন। এই অচ্যুত ব্রহ্ম হইয়াও প্রভু (সর্বনিয়ন্তা) ব্রহ্ম হইয়াও সর্ব-ভূত, ব্রহ্ম হইয়াও প্রজা সকলের পতি (পালক), বিষ্ণু (ব্যাপনশীল) সর্বায়ক হইয়াও অক্ষর, নিত্য, অজ এবং অপক্ষয়াদি অখিল অসং রহিত। অক্ষর অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম, সেইরূপ আমার রাগাদি দোষ প্রশম (ধ্বনাশ) প্রাপ্ত হউক। এই ব্রহ্ম পরাখ্য পরম সংস্তব জপ করত, কেশবের আরাধনা করিয়া, তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ৫১—৫৯। এই মারিষা, পূর্বে যাহা ছিল তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। ইহার বিবরণ তোমাদের কার্যগৌরবজনক ফলদায়ী হইবে হে সন্তমগণ! ভর্তা মৃত হইলে এই মহাভাগ অপুত্রা ভূপপত্নী ভক্তিপূরক পূর্বে বিষ্ণু সন্তুষ্ট করিয়াছিল। আরাধিত বিষ্ণু তাহা

আরাধিতস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ।  
বরং বৃণীষ্যতি শুভ। সা চ প্রাহাস্তবাস্তিতম্ ॥ ৬২  
ভগবন্ বালবৈধব্যাদ্ বৃথাজন্মাহমীদৃশী ।  
মন্দভাগ্যা সমুৎপন্নঃ বিফল। চ জগৎপতে ॥ ৬৩  
ভবন্ত পতয়ঃ শ্লাঘা মম জন্মনি জন্মনি ।  
ঐঃপ্রসাদাং তথা পুত্রঃ প্রজাপতিসমোহন্ত মোহঃ ॥ ৬৪  
রূপসম্পৎসমায়ুক্তা সর্বশ্চ প্রিয়দর্শনা ।  
অযোনিজা চ জায়েয়ং ত্বংপ্রসাদাদধোক্ষজ ॥ ৬৫  
সোম উবাচ ।  
তরৈবমুক্তো দেবেশো হৃষীকেশ উবাচ তাম্ ।  
প্রণামনমামুখাপ্য বরদঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৬  
দেবদেব উবাচ ।  
ভবিষ্যন্তি মহাবীৰ্যা একশিন্বেব জন্মনি ।  
প্রথ্যাতোদারকৰ্ম্মাণো ভবতাঃ পভয়ো দশ ॥ ৬৭  
পুত্রঃ স্তমহাস্মানম্ অতিবীৰ্যপরাক্রমম্ ।  
প্রজাপতিশুভৈর্যুক্তং ভ্রমবাপ্যসি শোভনে ॥ ৬৮  
বংশানাং তস্য কৰ্ত্তৃঃ জগতামিন ভবিষ্যতি ।  
ত্রৈলোক্যমখিল স্ততিস্তস্য চাপূরয়িষ্যতি ॥ ৬৯  
ব্রহ্মণ্যোনিজা সাধবী রূপৌদার্যশুগারিতা ।  
মনঃপ্রীতিকরী নৃণাং মংপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ॥ ৭০

প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, বর প্রার্থনা কর । সেও  
আস্তবাস্তিত বিষয় বলিতে লাগিল ; হে ভগবন্  
জগৎপতে ! বালবৈধব্যাহেতু আমি এরূপ বৃথা-  
জন্ম, মন্দভাগ্যা, বিফল হইলাম ! অধোক্ষজ !  
আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্লাঘ্য  
পতি হন ; প্রজাপতি সম একটী পুত্র হউক  
এবং আমিও যেন রূপসম্পদসম্যুক্তা সকলের  
প্রিয়দর্শনা এবং অযোনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ  
করি। সোম কহিলেন, দেবেশ হৃষীকেশ বরদ  
পরমেশ্বর ঐ প্রণামনম্রা রমণীকে উঠাইয়া  
কহিতে লাগিলেন, একজন্মেই তোমার মহাবীৰ্য  
প্রখ্যাত উদারকৰ্ম্মা দশ পতি হইবেন ।  
শোভনে ! তুমি স্তমহাস্মা অতিবীৰ্যপরাক্রম  
প্রজাপতিশুভৈর্যুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হইবে। এই  
জন্মে তাহার বংশ সকলের কৰ্ত্তৃ হইবে এবং  
তাহার স্ততি ( স্তুতি ), অখিল ত্রৈলোক্য পূর্ণ  
করিবে। তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা,

ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবস্তাং বিশালবিলোচনাম্ ।  
সা চেয়ং মারিষা জাতা যুগ্মংপত্নী নৃপাস্তজাঃ ॥ ৭১  
পরশর উবাচ ।  
ততঃ সোমস্ত বচনাং জগৃহস্তে প্রচেতসঃ ।  
সংহত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্ ॥  
দশভাস্ত প্রচেতোভ্যো। মারিষায়াং প্রজাপতিঃ ।  
জজ্ঞে দক্ষো মহাবাগো যুঃ পূর্বং ব্রহ্মণোহভবৎ ॥  
স তু দক্ষো মহাভাগঃ স্ত্যর্থং স্তমহামতে ।  
পুত্রান উৎপাদয়ামাস প্রজাস্ত্যর্থমাস্মনঃ ॥ ৭৪  
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোহথ চতুষ্পদান ।  
আদেশং ব্রহ্মণঃ কুর্বন্ স্ত্যর্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ৭৫  
স স্ত্যর্থ মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যস্ত্যর্থং স্ত্রিজঃ ।  
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কস্তপায় ত্রয়োদশ ॥ ৭৬  
কালস্ত নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে ।  
তানু দেবাস্তথা দৈত্যা নাগা গাবস্তথা খগাঃ ॥ ৭৭  
গন্ধর্বাশ্চৈব দানবাদ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ।  
ততঃ প্রভৃতি মৈত্রেয় প্রজা মৈথুনসন্তবাঃ ॥ ৭৮

সাধবী, রূপৌদার্য শুগারিতা ও মনুষ্যদিগের  
মনঃপ্রীতিকরী হইবে। বিশাললোচনাকে এই  
কথা কহিয়া দেব অন্তর্দান করিলেন। হে  
নৃপাস্তজগণ ! সেই এই মারিষা তোমাদের  
পত্নী হইল। ৬১—৭১ । পরশর কহিলেন,  
তদন্তর প্রচেতসগণ সোমের বাক্যে কোপ  
সংবরণ করিয়া, বৃক্ষদের নিকট হইতে মারিষাকে  
ধর্ম্মানুসারে পত্নী গ্রহণ করিলেন। দশ প্রচেতস্  
হইতে মারিষার গর্ভে মহাবাগী দক্ষপ্রজাপতি  
জন্মগ্রহণ করেন ; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র হইয়া-  
ছিলেন। হে স্তমহামতে ! সেই মহাভাগ দক্ষ  
স্ত্যর্থ ও আস্ত-প্রজাস্ত্যর্থ নিমিত্ত বহুপুত্র উৎ-  
পাদন করেন। দক্ষ, ব্রহ্মার আদেশে স্ত্যর্থ  
সমুপস্থিত হইয়া, মনের দ্বারা চর, অচর, দ্বিপদ,  
চতুষ্পদ প্রভৃতি স্ত্যর্থ করিয়া, পশ্চাৎ স্ত্যর্থ কস্তা  
সৃজন করেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ ও কস্তাপকে  
ত্রয়োদশ কস্তা দিয়াছিলেন। কাল, পরিবর্তনে  
নিযুক্ত কৃষ্টিকাদি সপ্তবিংশতি কস্তা ইন্দ্রকে  
দেওয়া হয়। এই সকল কস্তাতে দেব, দৈত্য,  
নাগ, গো, খগ, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর ও দানবাদির

সকলজাদ্ দর্শনাং স্পর্শাং পূর্বেবামভবন্ প্রজাঃ ।  
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাম্ তদাত্যন্ততপস্বিনাম্ ॥৭৯  
মৈত্রেয় উবাচ ।

অসুষ্ঠাদ্ দক্ষিণাদ্ দক্ষঃ পূর্বং জাতঃ শ্রুতং ময়া ।  
কথং প্রাচেতসো ভূয়ঃ স সমুভূতো মহামুনে ॥৮০  
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ হুমহান্ হৃদি বর্ততে ।  
যদদৌহিত্রঃ স সোমস্ত পুনঃ শ্বশুরতাং গতঃ ॥৮১  
পরশর উবাচ ।

উংপত্তিঞ্চ নিরোধঞ্চ নিত্যৌ ভূতৈশ্চ সমম ।  
ঋষয়োহত্র ন মুহন্তি যে চাত্র দিব্যচক্ষুঃ ॥৮২  
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে দক্ষাদ্যা মুনিসন্তমঃ ।  
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিধাংস্তত্র ন মুহন্তি ॥৮৩  
কানিষ্ঠাং জ্যৈষ্ঠ্যমপোষাং পূর্বং নাতুদ্বিজোত্তম ।  
তপ এব গরীয়োহভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥৮৪  
মৈত্রেয় উবাচ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ।  
উংপত্তিঃ বিস্তরেণেহ মম ব্রহ্মন্ প্রকীর্তয় ॥৮৫

জন্ম । হে মৈত্রেয় ! তদবধি প্রজা সকল  
মৈথুনসম্ভব হইতে লাগিল ; পূর্বে সঙ্কল্প, দর্শন  
ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের  
অপোবিশেষ দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইত । মৈত্রেয়  
কহিলেন, মহামুনে ! দক্ষিণাসুষ্ঠ হইতে দক্ষের  
জন্ম হয় পূর্বে উনিয়াছি, তিনি পুনরায় প্রাচে-  
তন্ করুণে হইলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! আমার  
মনের আর এক হুমহান সংশয় এই যে, যিনি  
সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার শ্বশুর হই-  
লেন ? ৭২—৮১ । পরশর কহিলেন, হে  
সমম ! ভূতগণের মধ্যে উংপত্তি ও নিরোধ  
নিত্য, ( প্রবাহরূপে অবস্থিত ) দিব্য-চক্ষু ঋষি-  
গণ এ বিষয়ে মুগ্ধ হন না । এই দক্ষাদি মুনি-  
সন্তমগণ যুগে যুগে হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ  
নিরুদ্ধ ( লীন ) হন । বিধান-ব্যক্তি ইহাতে  
মোহপ্রাপ্ত হয় না । হে দ্বিজোত্তম ! পূর্বে  
ইহাদের জ্যৈষ্ঠ্য কানিষ্ঠ্য ছিল না, গুরুতর  
তপস্তা ও প্রভাবই জ্যৈষ্ঠ্যের কারণ হইত ।  
মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! এ স্থলে দেব, দানব,  
গন্ধর্ব, উরগ ও ঋক্ষদিগের উংপত্তি বিস্তারপূর্বক

পরশর উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্বং দক্ষঃ স্বয়ভূবা ।  
যথা সমজ ভূতানি তথা শশু মহামতে ॥৮৬  
মানসানি তু ভূতানি পূর্বং দক্ষোহসৃজৎ তদা ।  
দেবানুবীন্ সগন্ধর্বান্ অশুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥৮৭  
যদাত্ত দ্বিজ মানসো নাভাবর্জিত তাঃ প্রজাঃ ।  
ততঃ সন্ধিত্য স পুনঃ সৃষ্টিহেতোঃ প্রজাপতিঃ ॥৮৮  
মৈথুনেনৈব ধর্ম্মেণ সিন্ধুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।  
অসিরীমাবহং কত্যাং বীরগন্ত প্রজাপতেঃ ॥৮৯  
সুতাং সুতপসা যুতাং মহতীং লোকধারিণীম্ ।  
অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরিণ্যাং পঞ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥৯০  
অসিরাং জনয়ামাস সর্গহেতোঃ প্রজাপতিঃ ।  
তান্ দৃষ্ট্বা নারদো বিপ্রঃ সংবিবর্দ্ধয়িষূন প্রজাঃ ।  
সঙ্গম্য প্রিয়সংবাদো দেবর্ষিরিদমব্রবীৎ ॥৯১  
নারদ উবাচ ।

হে হৃদ্যাং মহাবীৰ্য্যঃ প্রজা যুয়ং করিষ্যথ ।  
ঈদৃশো লক্ষ্যতে যত্নো ভবতাং ত্রয়তমিদম্ ॥৯২  
বালিশা বত যুয়ং বৈ নাত্মা জানীত বৈ ভুবঃ ।  
অন্তরুদ্ধমধশ্চৈব কথং অক্ষথ বৈ প্রজাঃ ॥৯৩

আমাকে বলুন । পরশর কহিলেন, হে মহা-  
মতে ! স্বয়ভূ পূর্বে দক্ষকে “প্রজাসৃষ্টি কর”  
এইরূপ আদেশ করিলেন ; তিনি বেরূপে প্রজা-  
সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । দক্ষ প্রথমে  
মন হইতে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অশুর ও পন্নগের  
সৃষ্টি করেন । ৮২—৮৭ । হে দ্বিজ ! যখন  
তাঁহার ঐ সকল মানসী প্রজা পুত্রপৌত্রাদি  
ক্রমে বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত  
বিবেচনাপূর্বক মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাসিন্ধু  
হইয়া বীরগ প্রজাপতির সুতা সুতপস্বিনী লোক-  
ধারিণী অসিরী নারী মহতী কত্যা কে বিবাহ  
করেন । অনন্তর বীৰ্য্যবান প্রজাপতি সর্গহেতু  
বৈরিণী অসিরীর গর্ভে পঞ্চসহস্র পুত্র উৎপাদন  
করেন । প্রিয়সংবাদ বিপ্র দেবর্ষি নারদ তাঁহা-  
দিগকে প্রজাসংবিবর্দ্ধনেচ্ছ দেখিয়া, নিকটে  
গিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহাবীৰ্য্য ঈশ্বর-  
গণ ! তোমরা প্রজাসৃষ্টি করিবে, এক্ষণ তোমা-  
দের যত্ন দেখা যাইতেছে, যাহা বলি শ্রবণ কর ।

উর্কঃ তির্ধ্যগধৈচব যদ। প্রতিহত। গতিঃ ।

তদ। কশ্যাদ্ ভুবে। নাত্তং সর্কং দ্রক্ষ্যথ বালিশাঃ ॥

পরাশর উবাচ ।

তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্ ।

অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥১৫

হর্য্যথেষথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ ।

বৈরিণ্যামথ পুত্রাণং সহস্রমসৃজং প্রভুঃ ॥১৬

বিবর্জয়িবন্তে তু শবলাখাঃ প্রজাঃ পুনঃ ।

পূর্বোক্তং বচনং ব্রহ্মন নারদেন প্রচোদিতাঃ ॥১৭

অত্রোহস্তমুচুস্তে সর্বৈ সমাগাহ মহামুনিঃ ।

ভাতৃণাং পদবী চৈব গতব্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥১৮

স্তাত্বা প্রমাণং পৃথ্যাৎ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে ততঃ ।

তেহপি তেনৈব মার্গেণ প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্ ।

তোমরা নিশ্চয় বালিশ ( অস্ত্র ), এই পৃথিবীর ( সংসারাস্ত্রের প্রসবক্ষেত্র লিঙ্গশরীরের ) অধঃ ( উপক্রম ), উর্ক ( অবসান ) ও অস্তঃ ( মধ্য ) জান না, কিরূপে প্রজাসৃষ্টি করিবে? মনুষ্য-জন্মে উর্ক অধঃ তির্ধ্যক্ সকল বিষয়ে ( তত্ত্ব-বিচারে ) যখন তোমাদের বুদ্ধি অপ্রতিহত, তখন কিজন্ত ভু ( লিঙ্গ-শরীরের ) অস্ত্র দেখি-তেছ না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত্ন করিতেছ না কেন? ৮৮—৯৪। পরাশর কহিলেন, তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া চারিদিকে চলিয়া গেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না, সেইরূপ তাঁহারাও অদ্যাপি নিবর্তিত হন নাই। হর্য্যথনামা পুত্রেরা নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু প্রাচেতস দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে পুনঃ সহস্র সহস্র পুত্রের সৃজন করিলেন। তাঁহাদের নাম শবলাখ। নারদ তাঁহাদিগকেও প্রজাবর্জনেচ্ছু দেখিয়া পূর্বোক্তরূপ বাক্যে বুঝাইয়া দেওয়ায়, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, “মহামুনি ভোল, বলিতেছেন, ভাতৃগণের পদবী অবলম্বন করুই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই।” পৃথীর প্রমাণ ( লিঙ্গ-শরীরাব-সান ) জুনিয়া, পরে প্রজা-সৃষ্টি করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহারাও সেই মার্গের (মোক্ষপথের)

অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥১৯

ততঃ প্রভৃতি বৈ ভাতা ভাতুরেষ্বষণে দ্বিজ ।

প্রযাতো নগতি তথ। তন্ন কার্ধ্যং বিজানত। ॥১০০

তাংচাপি নষ্টান বিজ্ঞায় পুত্রান দক্ষঃ প্রজাপতি

ক্রোধং চক্রে মহাতাগো নারদং স শশাং চ ॥১০১

সর্গকামন্ততো বিদ্বান্ স মৈত্রেয় প্রজাপতিঃ ।

ষষ্টিংদক্ষোহসৃজংকত্বা বৈরিণ্যামিতি নঃশ্রুতম্ ॥১০২

দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কণ্ডপায় ত্রয়োদশ ।

সপ্তবিংশতি সোমায় চত্বাংশরিষ্টনেমিনে ॥১০৩

দ্বৈ চৈব বহুপুত্রায় দ্বৈ চৈবাস্মিনসে তথা ।

দ্বৈ কৃশাশ্বায় বিহবে তাসাং নামানি মে শূনু ॥১০৪

অরুন্ধতী বহুধামী লম্বা ভানুরুহতী ।

সক্সা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ ॥১০৫

ধর্ম্মপত্ন্যা দশ ত্বৈতাস্তদপত্যানি মে শূনু

বিশ্বেদেবান্ত বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যাজ্যত ॥১০৬

মরুতৃত্যা মরুতৃত্তো বসোন্ত বসবঃ স্মৃতাঃ ॥১০৭

দিকে দিকে চলিয়া গেলেন; তাঁহারাও সমুদ্র-গত নদীর স্থায় অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই। হে দ্বিজ! তদবধি ভাতা, নিরুদ্দেশ ভাতার অর্ষেবণে যাইলে, সেও প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়, অতএব জ্ঞানবানের তাহা করা কর্তব্য নহে। ৯৫—১০০। দক্ষ প্রজাপতি ঐ পুত্রদিগকে নষ্ট ( নিরুদ্দেশ ) জানিয়া ক্রোধ করিলেন এবং নারদকে শাপ দিলেন। হে মৈত্রেয়! সর্গকাম বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ তৎপরে বৈরিণীর গর্ভে ষষ্টি কণ্ডার সৃজন করেন, ইহা আমরা শুন-িয়াছি। তিনি ধর্ম্মকে দশ, কণ্ডপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি এবং বহুপুত্র, আস্মিনস ও বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুই দুই কণ্ডা দান করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বহু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুতৃতী, সক্সা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশ কণ্ডা ধর্ম্মের পত্নী। ইহাদের অপত্য সর্বলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। বিশ্বার পুত্র বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যা সাধ্য-গণকে প্রসব করেন, মরুত্বংগণ মরুত্বতীর সন্তান, বহুর সন্তান বহুগণ, ভানুর পুত্র ভানু-

ভানোহস্ত ভানবঃ পুত্রো মুহূর্তায়াং মুহূর্তজাঃ ।  
 লক্ষ্ম্যাশ্চৈব ষোড়শোহথ নাগবীথী তু যামিজা ॥১০৮  
 পৃথিবীবিষয়ং সৰ্বং অরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত ।  
 সঙ্কল্যাস্ত সৰ্বান্স্রা জজ্ঞে সঙ্কল এব তু ॥১০৯  
 যে জনেকবহুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ ।  
 বসবোহষ্টৌ সমাখ্যাতঃ স্তবাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥  
 আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ ।  
 প্রভাসশ্চ প্রভাবশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥১১১  
 আগস্ত্র পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রাস্তো ধনিস্তথা ।  
 ধ্রুবস্ত্র পুত্রো ভগবান কালো লোকপ্রকালনঃ ॥১২  
 সেমস্ত্র ভগবান বর্চা বর্চস্বী যেন জায়তে ।  
 ধরস্ত্র পুত্রো দ্রবিণো হতহব্যবহস্তথা ॥ ১১৩  
 মনোহরায়ঃ শিশিরঃ প্রাণোহথ বরুণস্তথা ।  
 অনিলস্ত্র শিবা ভাৰ্য্যা তস্তাঃ পুত্রো মনোজবঃ ॥  
 অবিজাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্ত্র চ ।  
 অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত্র শরস্ত্রে ব্যজায়ত ॥ ১১৫  
 তস্ত্র শাধো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ ।  
 অপত্যং কৃত্তিকানাস্ত্র কান্তিকেষ ইতি স্মৃতঃ ॥১১৬

গণ, মুহূর্তার গর্ভে মুহূর্তগণ উৎপন্ন। লক্ষ্মার তনয়  
 ষোষ এবং যামীর পুত্র নাগবীথী, সমস্ত পৃথিবী-  
 বিষয় (চরাচর প্রাণিজাত) অরুন্ধতীতে জন্ম-  
 গ্রহণ করে। সঙ্কল্যার গর্ভে সৰ্বান্স্রা (সর্ব-  
 বস্তুবিষয়ক) সঙ্কল্লের জন্ম। ১০১—১০৯।  
 অনেক বহুপ্রাণ যে জ্যোতিঃ পুরোগম দেবগণ  
 অষ্টবহু বলিয়া সমাখ্যাত, তাঁহাদের বিস্তর  
 বিবরণ বলিতেছি। অষ্টবহুর নাম আপ, ধ্রুব,  
 সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাস ও প্রভাস।  
 আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রাস্ত এবং ধনি।  
 ধ্রুবের পুত্র লোক-প্রকালন (সংহর্তা) ভগবান  
 কাল। সোমের পুত্র ভগবান বর্চা, যাহাতে  
 বর্চস্বী (কান্তিমান) পুরুষ হয়। ধরের ভাৰ্য্যা  
 মনোহরার পঞ্চপুত্র; দ্রবিণ, হত, হব্যবহ,  
 শিশির, প্রাণ ও বরুণ। অনিলের ভাৰ্য্যা শিবার  
 গর্ভে অনিলের দুই পুত্র মনোজব ও অবিজাত-  
 গতি। অগ্নিপুত্র কুমার শরস্ত্রে জন্মগ্রহণ  
 করেন। কৃত্তিকাদিগের অপত্য, এজস্ত্র কান্তি-  
 কেষ নামে স্মৃত। শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ইহাঁর

প্রভাসস্ত্র বিহুঃ পুত্রং ঋষিং নাম্নাথ দেবলম্ ।  
 দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্ত্রাপি ক্ষমাবস্তৌ মনীষিণৌ ॥১১৭  
 বৃহস্পতেস্ত্র ভগিনী বরদ্বী ব্রহ্মচারিণী ।  
 যোগসিদ্ধা জগৎকলমসক্তা বিচরত্বাত ॥ ১১৮  
 প্রভাসস্ত্র তু সা ভাৰ্য্যা বহ্ননাম্ অষ্টমস্ত্র চ ।  
 বিশ্বকর্মা মহাভাগস্ত্রাস্ত্র জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥ ১১৯  
 কর্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিংশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ ।  
 ভূষণানাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥ ১২০  
 যঃ সর্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ ।  
 মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্ত্র শিল্পং মহাস্বনঃ ॥ ১২১  
 তস্ত্র পুত্রাস্ত্র চরাত্রস্তেষাং নামানি মে শৃণু ।  
 অজৈকপাদহির্ব্রহ্মত্বস্ত্র রুদ্রশ্চ বুদ্ধিমান্ ।  
 ত্রুষ্টশ্চাপ্যাস্ত্রজঃ পুত্রো বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥১২২  
 হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ ।  
 বৃষাকপিশ্চ শত্ৰুশ্চ কপর্দী রৈবতস্ত্রথা ॥ ১২৩  
 মৃগব্যাধশ্চ শর্কশ্চ কপালী চ মহামুনে ।  
 একাদশেতে প্রথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ১২৪  
 শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণ্যমমিতৌজসাম্ ।  
 অদিতিদিতির্দন্তুঃ কালো অরিষ্টা সুরসা তথা ॥ ১২৫

পৃষ্ঠজ (অনুজ)। পণ্ডিতেরা দেবল ঋষিকে প্রভা-  
 সের পুত্র বলিয়া জানেন। দেবলেরও ক্ষমাবান  
 মনীষী দুই পুত্র। যোগসিদ্ধা ব্রহ্মচারিণী বরদ্বী  
 বৃহস্পতির ভগিনী অসক্তা হইয়া সমুদায় জগৎ  
 বিচরণ করেন। ইনি অষ্টম বহু প্রভাসের  
 ভাৰ্য্যা। শিল্পসহস্রের কর্তা, ত্রিংশগণের বর্দ্ধকি  
 (সুত্রধর), সর্কভূষণের নির্মাতা, শিল্পিগণের  
 শ্রেষ্ঠ, মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্মা তাঁহাতে  
 উৎপন্ন। ১১০—১২০। বিশ্বকর্মা দেবতাদিগের  
 বিমান সকল নির্মাণ করিয়াছেন এবং সেই  
 মহাস্বার শিল্প অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা।  
 তাঁহার চারি পুত্র। তাঁহাদের নাম বলিতেছি  
 শ্রবণ কর,—অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, ত্রুষ্টা ও বুদ্ধি-  
 মান রুদ্র। ত্রুষ্টার আত্মজপুত্র মহাযশা বিশ্বরূপ।  
 হে মহামুনে! হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত,  
 বৃষাকপি, শত্ৰু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ক  
 এবং কপালী এই একাদশ ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্র  
 নামে প্রথিত। হে ধর্মজ্ঞ! কণ্ঠ্যপের পরী

স্বরভিক্ৰিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইয়া ।  
কক্রমুনিচ ধর্মস্ত তদপত্যানি মে শৃণু ॥ ১২৬  
পূর্বমম্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন সুরোত্তমাঃ ।  
ভূষিতা নাম তেহজোত্তমচূর্বৈষ্মতেহন্তরে ॥ ১২৭  
উপস্থিতেহতিশসংচাক্ষুষজ্ঞান্তরে মনোঃ ।  
সমবায়ীকৃতাঃ সর্বে সমাগম্য পরস্পরম্ ॥ ১২৮  
আগচ্ছত ক্রতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিষ্টা বৈ ।  
মম্বন্তরে প্রশস্যামস্তনঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১২৯  
এবমুক্তা তু তে সর্বে চাক্ষুষজ্ঞান্তরে মনোঃ ।  
মারীচাং কণ্ঠপাজ্জাতান্তে দিতা দক্ষকন্তরা ॥ ১৩০  
তত্র বিষ্ণুচ শক্রচ জম্বতে পুনরৈব চ ।  
অর্ঘ্যমা চৈব ধাতা চ তৃষ্টা পুষা তথৈব চ ॥ ১৩১  
বিবস্বান সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ ।  
অংশো ভগণাদিতিজা আদিত্য দ্বাদশম্মতাঃ ॥  
চাক্ষুষজ্ঞান্তরে পূর্বমাসন যে ভূষিতাঃ সুরাঃ ।  
বৈবস্বতেহন্তরে তে বৈ আদিত্য দ্বাদশম্মতাঃ ॥  
সপ্তবিংশতি ষাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যাহং সূত্রতাঃ

অদিতি, দিতি, দনু, কাল, অরিস্তা, সুরসা,  
স্বরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কক্র ও  
মুনি ; ইহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট  
শ্রবণ কর। পূর্বমম্বন্তরে অর্থাৎ অতিশয়া  
চাক্ষুষ মনুর সময়ে, ভূষিত নামে দ্বাদশ শ্রেষ্ঠ  
সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মম্বন্তর উপস্থিত-  
প্রায় হইলে, তাঁহারা পরস্পর সমাগত ও সম-  
বায়ীকৃত (মিলিত) হইয়া পরস্পরকে বলিতে  
লাগিলেন, দেবগণ! ঐশ্বর্য আইস, আমরা অদি-  
তির গর্ভে প্রবেশ করিয়া বৈবস্বত মম্বন্তরে জন্ম  
গ্রহণ করিব ; তাহাতে আমাদের শ্রেয় হইবে।  
চাক্ষুষ মম্বন্তরে তাঁহারা এইরূপ স্থির  
করিয়া, বৈবস্বত মম্বন্তরে মারীচ কণ্ঠপের পত্নী  
অদিতিতে প্রসূত হন। ঐ মম্বন্তরে বিষ্ণু, শক্র,  
অর্ঘ্যমা, ধাতা, তৃষ্টা, পুষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র,  
বরুণ, অংশ ও ভগ এই অদিতিজগণ দ্বাদশ  
আদিত্য বলিয়া স্মৃত। বাহারা চাক্ষুষ মনুর  
সময়ে ভূষিতনামা দেবতা ছিলেন, তাঁহারা  
বৈবস্বতের সময়ে দ্বাদশাদিত্য নামে কথিত।  
১২১—১৩০। যে সপ্তবিংশতি সূত্রতা সোম-

সর্বনক্ষত্রযোগিস্তত্ত্বান্মাটশ্চৈব তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩১  
তাসামপত্যাত্তবন দীপ্তিগামিত্তজস্ ।  
অরিস্তেনিমিপত্নীনাং অপত্যানীহ যোড়শ ॥ ১৩২  
বহুপুত্রস্ত বিহ্মশ্চতস্ত্রৈ বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ ।  
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মবিসংকৃতাঃ ॥ ১৩৩  
কৃশাধ্বস্ত তু দেবর্ষেদেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ ।  
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরৈব হি ॥ ১৩৪  
সর্বে দেবগণাস্তাত্ত্রয়ঙ্গিঃশং তু ছন্দজাঃ ।  
তেষামঙ্গীহ সততং নিরোধোংপত্তিকচ্যতে ॥ ১৩৫  
যথ। স্বর্ঘ্যস্ত মৈত্রেয় উদয়াস্তময়াবিহ ।  
এবং দেবনিকায়ান্তে সংভবন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩৬  
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কণ্ঠপাদিতি নঃ শ্রুতম্ ।  
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ১৩৭  
সিংহিকা চাতবং কণ্ঠা বিপ্রচিন্তেঃ পরিগ্রহঃ ।  
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতোজসঃ ॥ ১৩৮  
অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান ।  
সংহ্লাদশ্চ মহাবীৰ্য্য দৈত্যবংশবিবর্জনাঃ ॥ ১৩৯

পত্নীর কথা বলিয়াছি, তাঁহারা নক্ষত্র যোগিনী  
এবং তন্নামী অর্থাৎ পুনর্কল্প পুত্রাদি। তাঁহাদের  
অমিতত্তজ দীপ্তিমান অনেক অপত্য হইয়া-  
ছেন। অরিস্তেনিমিপত্নীদিগের যোড়শ পুত্র।  
বিহ্বান বহুপুত্রের বিহ্বান্মী চারি ভাৰ্য্যা (কপিল  
অতিলোহিতা, পীতা ও সীতা)। ব্রহ্মবিসং-  
কৃত শ্রেষ্ঠ ঋক্ সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত। দেবর্ষি  
কৃশাধ্বের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ দেবঅস্ত্র বলিয়া  
খ্যাত। ইহারা যুগসহস্রান্তে পুনর্বার জন্মগ্রহণ  
করেন। হে তাত! সর্বদেবগণ বহু প্রভৃতি  
ত্রয়ঙ্গিঃশং ছন্দজ (যেচ্ছাহুসারে জন্মগ্রহণ-  
শীল) ; ইহাদেরও নিরোধোংপত্তি অর্থাৎ নিরো-  
ধের সহিত উৎপত্তি কথিত হয়। হে মৈত্রেয়!  
সংসারে হৃষ্যের উদয় অস্তের থায় ঐ দেব সকল  
যুগে যুগে সম্ভূত হন। ১৩২—১৩৯। কণ্ঠপের  
ওরসে দিতির পুত্রদ্বয় দুর্জয় হিরণ্যকশিপু এবং  
হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করে, ইহা আমরা শুনিয়াছি।  
বিপ্রচিন্তির পত্নী সিংহিকা নামী এক কণ্ঠাও হয়।  
হিরণ্যকশিপুর প্রথিতোজস চারি পুত্র ; অনুহ্লাদ  
হ্লাদ, বুদ্ধিমান প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ, সকলেই



। তেষাং মধ্যে মহাভাগ সৰ্বত্র সমদৃগ্‌বশী ।

প্রহ্লাদঃ পরমাং ভক্তিং য উবাহ জনাৰ্দ্দনে ॥১৪৩

দৈত্যেন্দ্রদীপিতো বহ্নিঃ সৰ্ব্বাঙ্গোপচিহ্নিতো দ্বিজ ।

ন দদাহ চ যং বিপ্র বাহুদেবে হৃদি স্থিতে ॥১৪৪

মহার্ণবাত্তঃসলিলে স্থিতস্ত চলতো মহী ।

চালন সকলা যস্ম পাশবদ্ধস্ত ধীমতঃ ॥ ১৪৫

ন ভিন্নং বিবিধৈঃ শব্দৈর্ধ্বজং দৈত্যেন্দ্রপাতিভেদে ।

শরীরমদ্রিকঠিনং সৰ্ব্বত্রাচ্যুতচেতসঃ ॥ ১৪৬

বিধানলো জ্ঞানমুখা যস্ম দৈত্যপ্রচোদিতাঃ ।

নাস্তায় সৰ্পপতিয়ো বভূবুর্ভূতজসঃ ॥ ১৪৭

শৈলৈরাক্রান্তদেহোহপি যঃ স্মরণ পুরুষোত্তমম্ ।

ততাজ নাস্তনঃ প্রাণান্ বিষ্ণুস্মরণদংশিতঃ ॥১৪৮

পতন্তমুচ্চাদবনির্ধমুপেতা মহামতিম্ ।

দধার দৈত্যপতিনা ক্লিপ্তং স্বর্গনিবাসিনা ॥ ১৪৯

যস্ম সংশোধকো বায়ুর্দেহে দৈত্যেন্দ্রযোজিতঃ ।

অবাপ সংক্ষয়ং সদ্যশ্চিন্তস্থে মধুহৃদনে ॥ ১৫০

মহাবীৰ্য্য এবং দৈত্যবংশবিবর্দ্ধন । হে মহাভাগ !

ভ্রমধ্যে প্রহ্লাদ সৰ্বত্র সমদৃষ্টি ও জিতেন্দ্রিয় ।

তিনি জনাৰ্দ্দনে পরমভক্তি বহন করিয়াছেন ।

হে বিপ্র ! দৈত্যেন্দ্র দ্বারা দীপিত বহ্নি সৰ্ব্বাঙ্গে

ব্যাপ্ত হইয়াও, বাহুদেব হৃদয়ে অবস্থিত থাকায়

তাঁহাকে দহ করিতে পারেন নাই । যে ধীমান

মহার্ণবের অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও পাশবদ্ধ

অবস্থায় ইতস্ততঃ চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী

বিচলিত হইয়াছিলেন । যে সৰ্ব্বত্রাচ্যুত-বুদ্ধির

অদ্রিকঠিন শরীর, দৈত্যেন্দ্রপাতিত বিবিধ শব্দে

ভিন্ন হয় নাই । দৈত্য-প্রেরিত বিধানলো জ্ঞান-

মুখ, সৰ্পপতিগণ যে উরুতেজস্বীর মৃত্যুর

কারণ হইতে পারে নাই । যে বিষ্ণুস্মরণ

সম্বন্ধ, শৈলাক্রান্তদেহেও পুরুষোত্তমকে স্মরণ

করিয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই । স্বর্গনিবাসী

দৈত্যপতি দ্বারা উচ্চ হইতে ক্লিপ্ত হইয়া

পড়িতে পড়িতে যে মহামারিক অবনী নিকটে

গিয়া ধারণ করিয়াছিলেন । সংশোধক বায়ু

দৈত্যেন্দ্র দ্বারা শব্দে দেহে যোজিত হইয়া,

মধুহৃদন হিত্ত পাকায়, সদাঃ সংক্ষয় প্রাপ্ত

বিষাণভঙ্গমুগ্ধস্ত মদহানিঃ দিগ্‌গজাঃ ।

যস্ম বন্ধঃস্থলে প্রাপ্তা দৈত্যেন্দ্রপরিণামিতাঃ ॥১৫১

যস্ম চোৎপাদিতা কৃত্যা দৈত্যরাজপুরোহিতৈঃ ।

বভূব নাস্তায় পুরা গোবিন্দাসক্তচেতসঃ ॥ ১৫২

শম্বরস্ত চ মায়ানাং সহস্রমতিমায়িনঃ ।

যস্মিন প্রযুক্তং চক্রেণ কৃষ্ণস্ত বিতথীকৃতম্ ॥ ১৫৩

দৈত্যেন্দ্রহৃদোপহৃতং যস্ত হলাহলং বিষম্ ।

জয়স্বামস মতিমান্ অবিকারমমংসরী ॥ ১৫৪

সমচেতা জগতাস্মিন যঃ সৰ্ব্বেষেব জন্তুয় ।

যথাস্মিন তথানাত্র পরং মৈত্রৈশ্চণাধিতঃ ॥ ১৫৫

ধর্ম্মাস্ত্রা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরন্তথা ।

উপমানমশেষাণাং সাধুনাং যঃ সদা ভবৎ ॥১৫৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

হইয়াছিল । দৈত্যেন্দ্র পরিণামিত ( গজ-শিক্ষ -

ক্রমে উদ্‌যোজিত হইয়া ) উগ্ধ দিগ্‌গজগণ

যাহার বন্ধঃস্থলে বিষণভঙ্গ ও মদহানি প্রাপ্ত

হয় । পুরাকালে দৈত্যেন্দ্রপুরোহিতের উৎ-

পাদিত কৃত্যা ( অভিচারক্রিয়া বা তজ্জনিত

বিকটাকার পুরুষ ) যে গোবিন্দাসক্তচেতের

অনন্তর নিমিস্ত হয় নাই । অতিমায়ী সম্বরের

সহস্র মায়া যাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের

চক্রে বিতথীকৃত হয় । যে অমংসরী মতিমান

দৈত্যেন্দ্র পাচকোপহৃত হলাহল বিষকে অবি-

কাররূপে জীর্ণ করিয়াছিলেন । যিনি এই জগতে

সমস্ত জন্তুর প্রতি সমচেতা এবং যেমন আপ-

নাতে, তেমনি অন্ত্র পরম মৈত্রৈশ্চণাধিত

এবং যে ধর্ম্মাস্ত্রা সত্য শৌচাদি গুণের আক-

ও সৰ্ব্বদা সাধুগণের উদাহরণস্থল হইয়া

ছিলেন । ১৪০—১৫৬ ।

প্রথমোহংশে পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতো ভবতা বংশো মানবানঃ মহামুনে ।  
 কারণকাস্ত্র জগতো বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥ ১ ॥  
 যচ্চৈতদ্ ভগবানাহ প্রহ্লাদং দৈত্যসত্তমম্ ।  
 দদাহ নাগ্নিনাশ্রুতং ক্লৃপ্তস্ত্যাজ জীবিতম্ ॥ ২ ॥  
 জগাম বহুধা ক্লেভং প্রহ্লাদে সলিলে স্থিতে ।  
 বন্ধবন্ধে বিচলতি বিক্ষিপ্তাঙ্গৈঃ সমাহতা ॥ ৩ ॥  
 শৈলৈরাক্রান্তদেহোহপি ন মমার চ যঃ পুরা ।  
 ঙ্গৈবাতীব মাহাত্ম্যং কথিতং যস্ত ধীমতঃ ॥ ৪ ॥  
 তস্ত প্রভাবমতুলং বিকোভক্তিমতো মুনৈঃ ।  
 শ্রোতুমিচ্ছামি যচ্চৈতৎ চরিতং দৌণ্ডতেজসঃ ॥ ৫ ॥  
 কিংনিমিত্তমসৌ শস্ত্রৈর্বিধ্বজ্যে দিতিজৈর্যুনে ।  
 কমর্থকাক্ষিসলিলে নিক্ষিপ্তো ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৬ ॥  
 আক্রান্তঃ পর্বতেঃ কস্মাৎ কস্মাদ্ভক্তো মহোরগৈঃ  
 ক্ষিপ্তঃ কিমদ্রিশিখরাং কিং বা পাবকসঞ্চয়ে ॥ ৭ ॥  
 দিম্ভস্তিনাং দণ্ডভূমিং স চ কস্মান্নিরপিতঃ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! আপনি মানব-  
 দিগের বংশ কহিলেন এবং সনাতন বিষ্ণুই  
 এই জগতের কারণ, ইহাও কথিত হইল;  
 কিন্তু ভগবান (আপনি) বলিলেন যে, দৈত্য-  
 সত্তম প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করে নাই, অস্ত্র-সুগ-  
 ইয়াও তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই; প্রহ্লাদ  
 সলিলে স্থিত এবং বন্ধবন্ধাবস্থায় বিচলিত হইলে,  
 তদীয় বিক্ষিপ্তাঙ্গে সমাহত বহুধা ক্লেভ প্রাপ্ত  
 হইয়াছিল; যিনি পুরাকালে শৈলাক্রান্তদেহ  
 হইয়া মৃত হন নাই এবং আপনি যে ধীমানের  
 গুণীষ মাহাত্ম্য বলিলেন; মুনৈঃ! যে দৌণ্ড-  
 তেজার চরিত এইরূপ, সেই বিষ্ণুভক্তের অতুল  
 প্রভাব শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনৈঃ! দিতিজেরা  
 কি নিমিত্ত উল্লুকে শস্ত্রবিধ্বজ্য করে, কি নিমিত্তই  
 ধর্ম্মতৎপরকে অগ্নি সলিলে নিক্ষিপ্ত করে?  
 কি নিমিত্ত তিনি পর্বতে আক্রান্ত হন, মহোরগ  
 সকল কিজন্তু তাঁহাকে দংশন করে? কিজন্তু  
 পর্বতশিখর হইতে, কেনই বা পাবকসঞ্চয়ে

সংশোধকোহনিলগ্নাস্ত্র প্রযুক্তঃ কিং মহামুনিঃ ॥  
 কৃত্যাক দৈত্যগুরবো যুযুজ্জন্তুঃ কিং মুনৈঃ ।  
 শস্ত্রচাপি মায়ানাং সহস্রং কিং প্রযুক্তবান্ ॥ ১ ॥  
 হালাহলং বিষমহো দৈত্যহৃদৈর্মহাস্থনঃ ।  
 কস্মাদদন্তং বিনাশায় যদজীর্ণং তেন ধীমতা ॥ ২ ॥  
 এতং সর্বং মহাভাগ প্রহ্লাদস্ত মহাস্থনঃ ।  
 চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি মহামাহাত্ম্যহৃচকম্ ॥ ৩ ॥  
 নহি কৌতুহলং তত্র যদদৈত্যৈর্ন হতো হি সঃ ।  
 অনন্তমনসো বিধৌ কঃ শক্নোতি নিপাতনে ॥ ৪ ॥  
 তস্মিন্ ধম্পপরে নিত্যং কেশবরাধানোদ্যতে ।  
 স্ববংশপ্রভবৈর্দৈত্যৈঃ কল্লুং ঘেদোহতিহরঃ ॥ ৫ ॥  
 ধম্মাস্থনি মহাভাগে বিষ্ণুভক্তে বিমৎসরে ।  
 দৈতেয়ৈঃ প্রহতং যস্মাৎ তস্মাৎমাখ্যাভূর্মহিসি ॥ ৬ ॥  
 প্রহরন্তি মহাত্মানো বিপক্ষা অপ্যি নৈদৃশে ।  
 গুণৈঃ সমাধিতে সার্থো কিং পুনর্ধ্বংসপক্ষজঃ ॥ ৭ ॥

ক্ষিপ্ত হন? তিনি কি নিমিত্ত দিগ্‌হস্তীদিগের  
 দন্তভূমিতে নিরুপিত হন, মহামুরগণ কি হেতু  
 ইহার প্রতি সংশোধক বায়ু প্রয়োগ করে?  
 ১—৮। মুনৈঃ! দৈত্যগুরগণ কিজন্তু তৎপ্রতি  
 কৃত্য নিয়োগ করিয়াছিলেন, শস্ত্র কি কারণে  
 সহস্র মায়। প্রয়োগ করে এবং দৈত্যহৃদেরা  
 মহাত্মার বিনাশের জন্তু হলাহল বিষই বা দিয়া-  
 ছিল কেন? সেই বিষ ধীমান জীর্ণ করিয়া-  
 ছিলেন! হে মহাভাগ! মহাত্ম্য প্রহ্লাদের  
 মহামাহাত্ম্যহৃচক এই সকল চরিত শুনিতে  
 ইচ্ছা করি। দৈত্যগণ যে তাঁহাকে নিহত  
 করিতে পারে নাই, তাহাতে আমার কৌতুহল  
 নাই, কারণ বিষ্ণুর প্রতি অনন্তমনা ব্যক্তির  
 বিনাশ কে করিতে পারে? তিনি ধম্পপর ও  
 নিত্য কেশবরাধানোদ্যত ছিলেন, (এরূপ ব্যক্তির  
 প্রতি সহজে ঘেব করা যায় না) তাহাতে  
 আবার দৈত্যগণ তাঁহার স্ববংশপ্রভব। তবে  
 দৈতেয়গণ যেজন্তু ধম্মাত্ম্য মহাভাগ বিমৎসর  
 বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রহার করিয়াছিল, তাহা  
 অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন। মহাত্ম্য  
 বিপক্ষ হইলেও ঈদৃশ গুণসমাবিত কোনও  
 সাধকে প্রহার করিতে পারেন না, তবে স্বপক্ষজ

জদেতং কথ্যতাং সৰ্বং বিস্তরামুনিসত্তম ।  
দৈত্যেখরস্ত চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমমংশে  
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় শ্রয়তাং সম্যক্ চরিতং তস্ত ধীমতঃ ।  
প্রহ্লাদস্ত সদোদারচরিতস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১  
দিত্তে পুত্রো মহাবীৰ্য্যে হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ।  
ত্রৈলোক্যং বশমানিত্তে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥ ২  
ইন্দ্রত্মকরো দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্ ।  
বায়ুরগ্নিরপাং নাথঃ সোমশ্চাভূমহাত্মরঃ ॥ ৩  
ধনানামধিপঃ সোহভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ ।  
যজ্ঞভাগানশেষাংস্ত স স্বয়ং বুভুজেহত্মরঃ ॥ ৪  
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তংত্রাসামুনিসত্তম ।  
বিচক্ৰুরবনো সর্বং বিভাণা মানুষীং তনুম্ ॥ ৫

এরূপ করিলেন কেন ? অতএব হে মুনিসত্তম !  
এই সমস্ত বিস্তার পূর্বক বলুন । আমি অশেষ  
প্রকারে দৈত্যেখরের চরিত্তে শুনিতে ইচ্ছা  
করি । ১—১৬ ।

প্রথমমংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! সেই  
সদোদারচরিত মহাত্মা ধীমান্ প্রহ্লাদের সম্যক্  
চরিত্ত শ্রবণ কর । দিত্তির মহাবীৰ্য্য পুত্র হিরণ্য-  
কশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া  
ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়াছিল । ঐ দৈত্য  
ইন্দ্রত্ম করে এবং স্বয়ংই সবিতা, বায়ু অগ্নি ;  
যম, সোম এবং ধনাদি ও যম হইয়াছিল ;  
আর স্বয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ করে । হে  
মুনিসত্তম ! দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ  
করিয়া মানুষীতনু ধারণ করত অবনীতে বিচরণ

জিহ্বা ত্রিভুবনং সর্বং ত্রৈলোক্যংখ্যাদর্পিতঃ ।  
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥  
পানাসক্তং মহাত্ম্যং হিরণ্যকশিপুং তদা ।  
উপাসাক্তিক্রিরে সর্বং সিদ্ধগন্ধর্বপন্নগাঃ ॥ ৭  
অবাদয়ন্ জম্বুচাত্রে জয়শকানথাপরে ।  
দৈত্যরাজস্ত পুরতঃচক্ৰঃ সিদ্ধা মুদাষিতাঃ ॥ ৮  
তত্র প্রনৃত্যাপরসি স্ফটিকাভ্রময়েহত্মরঃ ।  
পপৌ পানং মুদা যুতঃ প্রাসাদে হুমনোহরে ॥ ৯  
তত্র পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ ।  
পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগৃহে গতোহর্ভকঃ ॥ ১০  
একদা তু স ধন্যাত্মা জগাম গুরুণা সহ ।  
পানাসক্তস্ত পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥ ১১  
পাদপ্রণামাবনতং তমুখাপ্য পিতা হুতম্ ।  
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥ ১২  
হিরণ্যকশিপুঃবাচ ।

পাঠ্যতাং ভবতা বৎস সারভূতং হুতাষিতম্ ।  
কালেনৈতাবতা যংত্রেসদোক্খ্যুত্তম শিক্তিতম্ ॥ ১৩

করিয়াছিলেন । সে ত্রিভুবন জয় করিয়া ত্রিলো-  
কের ঐশ্বৰ্য্যে দর্পিত এবং গন্ধর্বগণ কর্তৃক  
উপগীয়মান হইয়া প্রিয় বিষয় সকল ভোগ  
করিতে লাগিল । তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ, গন্ধর্ব,  
পন্নগ মহাত্মা ( অদ্বুত প্রভাব ) পানাসক্ত হিরণ্য-  
কশিপু উপাসনা করিতেন । কেহ কেহ  
দৈত্যরাজের সম্মুখে বাদ্য বাজাইয়া গান এবং  
সিদ্ধগণ মুদাষিত হইয়া জয় শব্দ করিতে লাগি-  
লেন । যে হুমনোহর প্রাসাদ স্ফটিকাভ্রময়  
( স্ফটিকশিলা-নির্মিত ) এবং যাহাতে অপসরীরা  
হৃন্দর নৃত্য করিত, তাহাতে সেই অশুর মুদাষিত  
হইয়া মদিরাদি পান করিত । ১—৯ । তাহার  
শিশুপুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া  
বালপাঠ্য সকল পাঠ করিতে লাগিলেন । তৎ-  
কালে ঐ ধন্যাত্মা একদা গুরুর সহিত পানাসক্ত  
দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন । পিতা  
হিরণ্যকশিপু পাদপ্রণামাবনত অমিতৌজস পুত্র  
প্রহ্লাদকে উগাইয়া কহিতে লাগিল, বৎস !  
তুমি এতকাল সদোদ্যুক্ত হইয়া যাহা পাঠ  
করিয়াছ, সেই সারভূত হুতাষিত পাঠ কর ।

প্রজ্ঞাদ উবাচ ।

শ্রীমতঃ তাত বক্ষ্যামি সারভূতং তবাজ্ঞয়া ।

সমাহিতমনা ভূত্বা যথ্যে চেতস্তবস্থিতম্ ॥ ১৪

অনাদিমধ্যান্তমজমরুদ্ধিকরমচূতম্ ।

প্রণতোহস্মি মহাত্মানং সর্বকারণকারণম্ ॥ ১৫

পরশর উবাচ ।

এবং নিশম্য দৈত্যেশ্বরঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

বিলোকা তদগুরুং প্রাহ সুরিতাধরপল্লবঃ ॥ ১৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ব্রহ্মবন্ধো কিমেতৎ তে বিপ্লবস্ততিসংহিতম্ ।

অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় হৃদ্মতে ॥ ১৭

গুরুরুবাচ ।

দৈত্যেশ্বর ন কোপস্ত বশমাগন্তমহিসি ।

মমোপপদেষজনিৎ নায়ং বদতি তে হৃতঃ ॥ ১৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

অনুশাস্তোহসি কেনেদৃক্ বংস প্রজ্ঞাদ কথ্যতাম্

মমোপদিষ্টং নেত্যেব প্রব্রবীতি গুরুস্তব ॥ ১৯

প্রজ্ঞাদ উবাচ ।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্ত জগতো যো হৃদি স্থিতঃ ।

তস্মতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্ততে ॥ ২০

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

কোহয়ং বিষ্ণুঃ সূহৃদ্বুদ্ধে যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ ।

জগতামীশ্বরস্তেহ পুরতঃ প্রসভং মম ॥ ২১

প্রজ্ঞাদ উবাচ ।

ন শব্দগোচরে যন্ত যোগিধোয়ং পরং পদম্ ।

যতো যন্ত স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোহঙ্ক কিমত্রো মধ্যবস্থিতে ।

তবাস্তি মর্তুকামস্ত্বং প্রব্রবীসি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩

প্রজ্ঞাদ উবাচ ।

ন কেবলং তাত মম প্রজ্ঞানং

স ব্রহ্মভূতো ভবতঃ বিষ্ণুঃ ।

ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরঃ

প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্ ॥ ২৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

প্রবিষ্টঃ কোহস্ত হৃদয়ে হৃদ্বুদ্ধেরতিপাক্ষং ।

ধেনেদৃশাত্তসাধুনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ ॥ ২৫

প্রজ্ঞাদ কহিলেন, হে তাত! যাহা আমার মনে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সারভূত কথা আপনায় আজ্ঞানুসারে বলিতেছি, সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ করুন। অনাদিমধ্যান্ত, অজ, অরুদ্ধিকর, সর্বকারণের কারণ অচ্যুত মহাত্মাকে আমি প্রণাম করি। পরাশর কহিলেন, দৈত্যেশ্বর ইহা শ্রবণে ক্রোধসংরক্তলোচন ও সুরিতাধর-পল্লব হইয়া গুরুর দিকে দৃষ্টিপূর্বক কহিতে লাগিল। ব্রহ্মবন্ধো! এ কি! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে বিপ্লব-স্ততি-সংযুক্ত অসার বিষয় গ্রহণ করাইয়াছ! গুরু কহিলেন, হে দৈত্যেশ্বর! কোপের বশ হইও না; তোমায় এই পুত্র আমার উপদিষ্ট বিষয় বলিতেছে না। হিরণ্যকশিপু কহিল, বংস প্রজ্ঞাদ! কে তোমাকে এরূপ অনুশাসন করিয়াছে বল, তোমার গুরু বলিতেছেন, ইহা আমার উপদিষ্ট নহে। প্রজ্ঞাদ কহিলেন,

হৃদিস্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের শাস্তা, হে তাত! সেই পরমাত্মা বিনা কে কাহাকে শাসন করে? ১০—২০। হিরণ্যকশিপু কহিল, রে! সূহৃদ্বুদ্ধে! জগতের ঈশ্বর, আমার সম্মুখে নিঃশব্দভাবে পুনঃপুনঃ যাহার কথা বলিতেছি, সেই বিষ্ণু কে? প্রজ্ঞাদ কহিলেন, যাহার যোগিধোয় পরম পদ শব্দ-গোচরে নাই, যাহা হইতে বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু কহিল, রে অস্ত! আমি থাকিতে তোয় অত্র পরমেশ্বর কে? তুই মরণেচ্ছু হইয়া পুনঃপুনঃ বলিতেছি। প্রজ্ঞাদ কহিলেন, হে তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণু, সমস্ত প্রজার এবং আপনায়ও ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর। প্রসন্ন হউন, কি জন্ত কোপ করিতেছেন? হিরণ্যকশিপু কহিল, কোন অতি পাপকারী এই হৃদ্বুদ্ধির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে আবিষ্ট-মানস হইয়া ঈদৃশ অসাধু কথা সকল

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন কেবলং মদ্বাদয়ং স বিষ্ণু-  
রাক্রম্য লোকান সকলানবস্থিতঃ ।  
স মাং ত্বদাদীং পিতঃ সমস্তান্  
সমস্তচেষ্টাসু যুক্তি সর্বগঃ ॥ ২৬  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

নিষ্ক্রাম্যতাময়ং দুষ্টঃ শাস্ততাক্ষ গুরুগৃহে ।  
যোজিতো হৃদ্ব্যতিঃ কেন বিপক্ষবিত্তস্ততো ॥ ২৭  
পরশর উবাচ ।

ইতুক্তে স তদা দৈতৈনোতো গুরুগৃহং পুনঃ ।  
অগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রবণোদ্যতঃ ॥ ২৮  
কালেহতীতে চ মহতি প্রহ্লাদমহুরেশ্বরঃ ।  
সমাহারাবীং পুত্র গাথা কাচিৎ প্রণীয়তাম্ ॥ ২৯  
প্রহ্লাদ উবাচ ।

যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতৈশ্চতঃ চরাচরম্ ।  
কারণং সকলস্তাশ্রম নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩০  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দুরাস্মা বধ্যতামেব নানেনার্থোহস্তি জীবতঃ ।  
সপক্ষহানিকর্তৃত্বাদ যঃ কুলাঙ্গারতাং গতঃ ॥ ৩১

বলিতেছে ? প্রহ্লাদ কহিলেন, কেবল আমার  
হৃদয় নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া  
অবস্থিত । পিতঃ ! সেই সর্বস্ব, গানকে  
এবং আপনি প্রভৃতি সকলকেই সমস্ত চেষ্টায়  
নিযুক্ত করিতেছেন । হিরণ্যকশিপু কহিল,  
এই দুষ্টকে দর বয় এবং গুরুগৃহে শাসন  
করা হউক । হৃদ্ব্যতিরূপ কেন বিপক্ষের মিথ্যা  
স্তুতি শিখাইয়াছে ? পরশর কহিলেন, ( গুরুর  
উপকারের জন্ত ) এরূপ বলিলে তিনি দৈত্যগণ  
কর্তৃক পুনরবার গৃহে নীত এবং গুরুশুশ্রবণো-  
দ্যত হইয়া অনিশ বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ।  
বহুকাল অতীত হইলে, অমুরেশ্বর, প্রহ্লাদকে  
আহ্বান করিয়া বলিল, বৎস ! কোন গাথা  
পাঠ কর । প্রহ্লাদ কহিলেন, বাহা হইতে  
প্রধান ও পুরুষ এবং বাহা হইতে এই চরাচর  
সমস্ত জগতের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের  
প্রতি প্রসন্ন হউন । হিরণ্যকশিপু কহিল, এই  
দুরাস্মাকে বধ কর, এ জীবিত থাকায় ফল নাই,

পরশর উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তান্ততন্তন প্রগৃহীতমহাযুধাঃ ।  
উদ্যাতান্তস্র নাশায় দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৩২  
প্রহ্লাদ উবাচ ।  
বিষ্ণুঃ শস্ত্রেণ যুগ্মাকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ ।  
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা ক্রামন্ত্যাদ্বানি মে ॥ ৩৩  
পরশর উবাচ ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈতৈঃ শত্রৌষেরাহতোহপিসনু  
নাবাপ বেদনামগ্নমভূচ্চৈব পুনর্ববঃ ॥ ৩৪  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

হুবুদ্ধে বিনিবর্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ ।  
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতিভবঃ ॥ ৩৫  
প্রহ্লাদ উবাচ ।

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে  
মনস্তনস্তে মম কুত্ৰ তিষ্ঠতি ।  
যস্মিন স্মৃতে জন্মজরাস্তকাদি-  
ভয়ানি সর্বাত্তপয্যাস্ত তাত ॥ ৩৬  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।  
ভো ভো সর্পা দুরাচারমেনমত্যন্তদুঃখ্যত্ম ।

স্বপক্ষের হানি করিতেই কুলাঙ্গার হইয়াছে ।  
২১—৩১ । পরশর কহিলেন, তদন্তর শত  
সহস্র দৈত্য এই আদেশে মহাস্ত্র সকল গ্রহণ-  
পূর্বক তাঁহার নাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল ।  
প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈত্যগণ ! বিষ্ণু যেমন  
আমাতে সেইরূপ তোমাদের অন্ধ ও স্থিত  
রহিয়াছেন, এই সত্যের অবিধান হেতু অস্ত্র  
সকল আমাকে আক্রমণ না করুক । পরশর  
কহিলেন, পরে দৈত্যগণ শতশঃ অস্ত্রাঘাত করি-  
লেও তাঁহার অগ্নমাত্র বেদনা বোধ হয় নাই,  
পুনশ্চ নতন ( নুহ সবল ) হইলেন । হিরণ্য-  
কশিপু কহিল, হুবুদ্ধে ! এই বৈরিপক্ষস্তব  
হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভয় দিতেছি,  
অতি মূঢ়মতি হইও না । প্রহ্লাদ কহিলেন,  
হে তাত ! সমস্ত ভয়াপহারী অনন্ত ভয়  
থাকিতে আমার ভয় কোথায় ? গাধাকে স্মরণ  
করিলে জন্মজরাস্তকাদি সমস্ত ভয় অপগত হয় ।  
৩২—৩৬ । হিরণ্যকশিপু কহিল, ভো ভো

বিষজ্বালাকুলৈকৈঃ সদ্যো নয়ত সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৭

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তেন তে সর্পাঃ কুলকাস্তৃককাকাকাঃ ।  
অদশস্ত সমন্তেবু গাত্রেবতিবিবোয়ণাঃ ॥ ২৮  
স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দগ্ধমানো মহোরগৈঃ ।  
ন বিবেদান্তানো গাত্রং তৎস্মৃত্যাক্লাদসংস্থিতঃ ॥  
সর্পা উচুঃ ।

দংষ্ট্রা বিশীর্ণা মণয়ঃ ক্ষুটিস্তি  
ফণেশু তাপো জ্বলরেশু কম্পাঃ ।  
নাশ্ত ক্চঃ স্বল্পমণীহ তিন্নং  
প্রশাধি দৈত্যেশ্বর কার্ধ্যমন্ত্রং ॥ ২৯  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।  
হে দিগ্গজাঃ সঙ্কটদত্তমিশাঃ  
দ্বৈতেনমম্মদ্রিপুপক্ষভিন্নম্ ।  
তজ্জা বিনাশায় ভবন্তি তন্ত্র  
যথারণেঃ প্রজ্জ্বলিতা হতাশাঃ ॥ ৩১

সর্প সকল! তোমরা বিষজ্বালাকুল মুখ দ্বারা  
এই অত্যন্ত দুর্নতি দূরীকারকে সদাই দংশন  
কর। পরশর কহিলেন, ইহা শুনিয়া কুহক,  
অন্ধক, তক্ষক প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পেরা সমস্ত  
গাত্রে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু মহোরগ-  
গণ কর্তৃক দগ্ধমান হইয়াও তিনি কৃষ্ণে এরূপ  
অসক্তমতি ও তৎস্মৃত্যাক্লাদে সংস্থিত হইয়া-  
ছিলেন যে, আপনার শরীরের বিষয় জানিতে  
পারেন নাই। সর্প সকল কহিল, হে দৈত্যে-  
শ্বর! আমাদের দংষ্ট্রা বিশীর্ণ ও মণি সকল  
ক্ষুটিত হইতেছে; ফণাসমূহে তাপ এবং জ্বরে  
কম্প হইতেছে; তথাপি ইহার ত্বকু স্বল্পমাত্রাও  
ভিন্ন হইল না; আমাদের অস্ত্র কার্ধ্য আদেশ  
করুন। ৩৭—৪০। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে  
দিগ্গজ সকল! তোমরা সঙ্কটদত্ত মিশ্র  
(পরস্পরের দন্তে দন্তে মিলিত) হইয়া এই  
রিপুপক্ষভিন্নকে \* হনন কর। অরনিজাত  
অগ্নি, অরণিকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ এ আমা  
হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই বিনাশের কারণ

\* রিপুপক্ষীরে বাহ্যক ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে।

পরশর উবাচ ।

ততঃ স দিগ্গজৈর্বালো ভূচ্ছিথরসম্মিভৈঃ ॥  
পাতিতে ধরণীপৃষ্ঠে বিবারণৈরবলীড়িতঃ ॥ ৪২  
স্বরতন্ত্র গৌবিন্দমিভদন্তাঃ সহস্রশঃ ।  
শীর্ণা বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য স প্রাহ পিতরং ততঃ ॥ ৪৩  
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠরাঃ  
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ ।  
মহাবিপংপাপবিনাশনোহয়ং  
জনাদ্দিনামুস্মরণাত্তাবঃ ॥ ৪৪  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।  
জ্বালামহুরা বহিরপসর্গত দিগ্গজাঃ ।  
বায়ো সমেধয়াগ্নিং তুং দহতামেষ পাপকুং ॥ ৪৫  
পরশর উবাচ ।  
মহাকাষ্ঠচরচ্ছন্নমহুরেন্দ্রহুতং ততঃ ।  
প্রজ্জ্বালা দানবা বহ্নিঃ দদহঃ স্মারিনোদিতাঃ ॥ ৪৬  
প্রজ্জ্বাদ উবাচ ।

তাতেষ বহ্নিঃ পবনৈরিতোহপি  
ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোহহম্ ।

হইয়াছে। পরশর কহিলেন, তদন্তর ঐ  
বালক ভূভংশিথরের দ্বারা দিগ্গজগণ কর্তৃক  
ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত এবং দহসমূহ দ্বারা অব-  
লীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু গৌবিন্দকে  
স্বরণ করায় সহস্র সহস্র দাঁতদন্ত তাঁহার বক্ষঃ-  
স্থলে বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি পিতাকে  
বলিতে লাগিলেন, এই কুলিশাগ্রনিষ্ঠর গজদন্ত  
সকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল  
নহে, ইহা জনাদ্দিনামুস্মরণের মহাবিপংপাত-  
বিনাশন প্রভাবমাত্র। হিরণ্যকশিপু কহিল,  
অহুরগণ! তোমরা বহ্নি প্রজ্জ্বালিত কর,  
দিগ্গজগণ অপহৃত হও এবং হে বায়ো! তুমি  
অগ্নিকে সমেধিত (বদ্ধিত) কর, এই পাপ-  
কারীকে দগ্ধ কর। পরশর কহিলেন, তদন-  
ন্তর দানবেরা প্রভুপ্রেরিত হইয়া অহুরেন্দ্রহুতকে  
মহাকাষ্ঠরাশিতে আচ্ছন্ন করত অগ্নি জালিয়া  
দাহ করিতে লাগিল। প্রজ্জ্বাদ কহিলেন, হে  
তাত! এই বহ্নি, পবন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়াও

পশ্চামি পদ্মাস্তরগাভ্যতানি

সীতানি সর্বাণি দিশাং মুখানি ॥ ৪৭

পরশর উবাচ ।

অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচুর্ভগবত্শাস্ত্রজা দ্বিজাঃ ।

পুরোহিতা মহাস্থানঃ সান্না সংস্কৃত্য বাগ্নিনঃ ॥ ৪৮

পুরোহিতা উচুঃ ।

রাজন নিয়ম্যতাং কোপো বালেহত্র তনয়েহনুজে

কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥ ৪৯

তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ ।

যথা বিপক্ষনাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৫০

বালস্তং সর্কদোষানাং দৈত্যরাজাঙ্গাপদং যতঃ ।

অতোহত্র কোপমতার্থং যোক্তুমর্হসি নার্তকে ॥ ৫১

ন ত্যক্ত্যতি হরঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদ্ যদি ।

ততঃ কৃত্যাং বাধ্যস্বাস্ত্র করিষ্যামো নিবর্ত্তিনীম্ ॥ ৫২

পরশর উবাচ ।

এবমভ্যর্থিতৈস্তস্ত দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ ।

দৈত্যৈর্নিকশয়ামাস পুত্রং পাবকসঙ্কশাং ॥ ৫৩

আমাকে দক্ষ করিতেছে না, আমি চারিদিক্

পদ্মাস্তরপে আস্ত্রের শ্রায় সীতল দেখিতেছি ।

পরশর কহিলেন, অনন্তর ভাগবাস্ত্রজ (যশো-

মার্ক প্রভৃতি) বাগ্মী মহাস্থা দ্বিজ পুরোহিত-

গণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে স্তব করিয়া বলিতে

লাগিলেন, হে রাজন! এই অনুজ বালক

তনয়ের প্রতি কোপ সংবরণ কর, তোমার কোপ

দেবগণের উপর করা উচিত, কারণ সেখানে

ক্রোধ সফল হয়। হে নৃপ! আমরা এই

বালককে এইরূপে শাসন করিব যে, তাহাতে

তোমার বিপক্ষনাশের নিমিত্ত সে, বিনীত

হইবে। হে দৈত্যরাজ! শিশুস্ত সর্কদোষের

আঙ্গাদ, অতএব এই বালকের প্রতি অত্যন্ত

কোপ করা উচিত হয় না। যদি আমাদের

বাক্য হরির পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তবে

ইহার বধের নিমিত্ত আমরা নিবর্ত্তিনী (হিংস্রা)

কৃত্যা করিব। ৪১—৫২। পরশর কহিলেন,

পুরোহিতগণ কর্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া

দৈত্যরাজ দৈত্যদিগের দ্বারা পুত্রকে পাবক-

ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্ ।

অখ্যাপয়ামাস মুহুরূপদেশোত্তরে শুরোঃ ॥ ৫৪

প্রহ্লাদ উবাচ ।

শ্রয়তাং পরমার্থো মে দৈত্যো দ্বিতিজাস্ত্রজাঃ ।

ন চাত্তথৈতমন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্ ॥ ৫৫

জন্ম বাল্যং ততঃ সর্বো জন্তুঃ প্রাণোতি যৌবনম্

অব্যাহতৈব ভবতি অতোহনুদিবসং জরা ॥ ৫৬

ততঃ চ মৃত্যুমভোতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাস্ত্রজাঃ ।

প্রত্যক্ষং দৃষ্টতে চৈতদস্মাকং ভবতাং তথা ॥ ৫৭

মৃতস্ত চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নাত্থা ।

আগমোহস্বং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্যবঃ ॥ ৫৮

গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জন্মোপপাদনম্ ।

সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥ ৫৯

স্বং ত্রয়োপশমং তবং সীতাদ্যুপশমং সুখম্ ।

মত্ততে বালবুদ্ধিত্যং দুঃখমেব হি তং পুনঃ ॥ ৬০

অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাং ব্যায়ামেন সুর্যধিগাম্ ।

ভ্রান্তিজ্ঞানাত্তাক্ষাণাং প্রহারোহপি স্থায়তে ॥ ৬১

সঙ্কল্প হইতে বাহির করিল। তদনন্তর বালক

গুরুগৃহে বাস করত গুরুর উপদেশোত্তরে শিশু

দানবদিগকে পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগি-

লেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈত্যেয় এবং

দ্বিতিজাস্ত্রজগণ! পরমার্থ শ্রবণ কর। অস্ত্র

কিছু মনে করিও না, আমি লোভাদি বশতঃ

বলিতেছি না। সর্ব জন্তু, জন্ম, বাল্য ও যৌবন

প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর অনুদিবস অব্যাহতরূপে

জরাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বরাস্ত্রজ

সকল! জন্তুগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইহা

আমাদের 'এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হই-

তেছে। মৃতের পুনর্জন্ম হয়, ইহারও অশ্রুতা

নাই। আগমে আছে যে, উপাদান বিনা উদ্ভব

হয় না। পুনর্জন্মোপপাদক গর্ভবাসাদি যাবৎ

অবস্থা, তাবৎকেই দুঃখ বলিয়া জ্ঞানিবে।

মৃঢ়লোক স্বেচ্ছা এবং সীতাদির উপশমকে

শিশুবুদ্ধি হেতু সুখ বিবেচনা করে। কিন্তু

উহা দুঃখমাত্র। ৫৩—৬০। অত্যন্ত তিমি-

তাক্স (জড়ীভূতদেহ) ব্যক্তির যেরূপ ব্যায়ামে

সুখ বোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানাত্তদেহে

ক শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাম্ মহাচয়ঃ ।  
ক কান্তিঃ শোভা সৌরভা-কমনীয়াদয়ো গুণাঃ ॥৬২  
মাংসাংস্বকৃপুষবিগুত্রৈস্বায়ুমজ্জাংস্থিসংহর্তো ।  
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মুঢ়ো নরকে ভাবিতাপি সঃ ॥  
অগ্নেঃ শীতেন তেয়শ্চ তৃষা ভক্তশ্চ চ ক্ষুধা ।  
ক্রিয়তে স্বখকর্তৃত্বং তদ্-বিলোমশ্চ চেতরৈঃ ॥৬৪  
করোতি হে দৈত্যমুতা যাবগ্নাত্ৰং পরিগ্রহম্ ।  
গ্নাবগ্নাত্ৰং স এবাশ্চ দুঃখং চেতসি যচ্ছতি ॥ ৬৫  
যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সস্বকান্ মনসঃ প্রিয়ান্ ।  
তাবতোহস্ত নিখন্তন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ ৬৬  
যদ্বদগৃহে তন্ননসি যত্র তদ্রাবতিষ্ঠতঃ ।  
নাশদ্যহাপহরণং তত্র তৈশ্চ ব তিষ্ঠতি ॥ ৬৭  
জমগ্নাত্ৰ মহদুঃখং ত্রিয়মাণশ্চ চাপি তং ।  
যাতনাস্থ যমগ্নাত্ৰাং গৰ্ভসংক্রমণেষু চ ॥ ৬৮

কামিলোক সকলের পক্ষে, প্রহারও (প্রণয়-  
কুপিত কামিনীদিগের নৃপূরণং কারয়ুক্ত চরণা-  
বাত ) সুখবং প্রতীত হয় । কিন্তু ইহা অবিধি ;  
কোথায় অশেষ শ্লেষ্মাদির মহাচয় শরীর ; আর  
কান্তি, শোভা, সৌরভা, কমনীয়াদি গুণই বা  
কোথায় ? মাংস, অস্থি, পুষ, বিগুত্র, স্নায়ু,  
মজ্জা ও অস্থিনির্মিত দেহে যদি প্রীতিমান্ হয়,  
তাহা হইলে সে মুঢ় নরকেও প্রীতিমান্  
হইবে । শীত, তৃষা ও ক্ষুধা দ্বারা অগ্নি, জল  
ও ভক্ত ( অগ্নের ) সুখকর্তৃত্ব এবং ইতর দ্বারা  
তদ্বিপরীতের সুখ হেতু হইয়া থাকে । হে  
দৈত্যমুতাগণ ! যেসকল বিষয় গ্রহণ করা যায়,  
অন্তঃকরণে সেইরূপই দুঃখ হইয়া থাকে ।  
জন্তুগণ যে পরিমাণে মনের প্রিয় বস্তুর সহিত  
সম্বন্ধ করে, তাহার হৃদয়ে স্নেহই পরিমাণেই  
শোকশঙ্ক প্রোথিত হয় । লোক বিদেশে  
থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর  
হয় না । গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপ-  
হরণ হইতে পারে, ঘটনাক্রমে হয়ও ; কিন্তু  
আশ্চর্যের বিষয় যে, মনঃস্থিত ধনাদির নাশ হয়  
না অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্নাশজ্ঞ শোক অনুভব  
করিতে থাকে । অতএব কোন বস্তুতে অনু-  
রাগ করা উচিত নহে । এই জন্মে মহাদুঃখ,

গৰ্ভে চ সুখলেশোহপি ভবন্তিরনুমীয়তে ।  
যদি তং কথ্যতামেব সর্বং দুঃখময়ং জগৎ ॥৬৯  
তদেবমতিদুঃখানামাপদেহত্র ভবার্ণবে ।  
ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিদুরেকঃ পরায়ণম্ ॥ ৭০  
মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ ।  
জন্মায়োবনজন্মাদ্যা ধৰ্ম্মা দেহস্ত নাস্থনঃ ॥ ৭১  
বালোহহং তাবদিচ্ছাতো যতিষো শ্রেয়সে যুবা ।  
যুবাং বার্কিক প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাম্মনো হিতম্ ॥  
বুদ্ধোহহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে ।  
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎকৃতম্ ॥৭৩  
এবং দুরাশয়াক্ষিপ্তমানসঃ পুরুষঃ সদা ।  
শ্রেয়সোহভিমুখং যাতি ন কদাচিৎ পিপাসিতঃ ॥  
বাল্যে ক্রৌড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ ।  
অজ্ঞা নবদ্যশক্ত্যা চ বার্কিক সমুপস্থিতম্ ॥ ৭৫  
তন্মাদ্বাল্যে বিবেকাত্মা যতে শ্রেয়সে সদা ।  
বাল্যায়োবনবুদ্ধাদ্যোদেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥ ৭৬

ত্রিয়মাণের যমযাতনায় উগ্র দুঃখ এবং গৰ্ভ-  
সংক্রমণেও দুঃখ আছে । গৰ্ভে যদি তোমা-  
দের সুখলেশমাত্রও অনুমান হয়, তবে বল,  
সর্ব জগৎ এইরূপ দুঃখময় । অতএব এরূপ  
অতি দুঃখাপ্পদ ভবার্ণবে একমাত্র বিদুই  
তোমাদের পরায়ণ, ইহা সত্যই বলিতেছি ।  
৬১—৭০ । আমরা সকলে বালক, অতএব  
জান না, দেহের মধ্যে দেহী ( আত্মা ) শাশ্বত  
( নিত্য ) এবং রূপ যৌবন জন্মাদি ধর্ম্ম দেহের,  
আত্মার নহে । “আমি বালক, এখন ইচ্ছানু-  
সারে বিচরণ করি, যুবকালে শ্রেয়ঃকার্যে যত্ন  
করিব ;” যুবা হইয়া মনে করে, “বার্কিক উপ-  
স্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ম্ম করিব ;” বুদ্ধ  
হইয়া বিবেচনা করে, ‘আমি বুদ্ধ, কর্ম্ম সকল  
আমার ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন  
করিব শাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি  
করিব ?’ দুরাশয়াক্ষিপ্তমানস, পিপাসিত  
( বিষয়াসক্ত ) পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত  
করে, কদাচিৎ শ্রেয়োতিমুখে যায় না । অজ্ঞ-  
লোকেরা ক্রৌড়াসক্ত হইয়া বাল্যকাল, বিষয়ো-  
ন্মুখ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া বার্কিক



তদেতদ্ বো ময়াখ্যাতং যদি জানীত নানুত্ম ।  
 তদস্মৎপ্রীত্যে বিষ্ণুঃ সর্ঘ্যাতাং বন্ধমুক্তিদং ॥ ৭৭  
 আয়াসঃ স্মরণে কোহস্ত স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্ ।  
 পাপক্ষয়ং ভবতি স্মরণং তমহর্নিশম্ ॥ ৭৮  
 সর্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্ ।  
 ভবতাং জায়তামেবং সর্বক্লেশান্ প্রহাস্তথ ॥ ৭৯  
 তাপত্রয়েণাভিহত্য যদেতদখিলং জগৎ ।  
 তদা শৌচ্যেযু ভূতেষু ধ্বংসঃ প্রাপ্তঃ করোতি কঃ ॥  
 অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্ ।  
 মুখং তথাপি কুর্য্যত হালিমে বক্ষ্যে যতঃ ॥ ৮১  
 বন্ধবৈরাণি ভূতানি ধ্বংস কুর্য্যতি চেৎ ততঃ ।  
 শৌচ্যাগ্রহোহভিমেহেন ব্যাপ্তানীতি মনোষণি ॥ ৮২  
 এতে ভিন্নদৃশা দৈত্য। বিকল্পা কথিতা ময়া ।

কালকে পশুবৎ যাপন করে। অতএব  
 বিবেকাস্থা লোক বাল্যাবস্থাতেই শ্রেয়োলাভের  
 যত্ন করিবে। দেহী বাল্যযৌবনবৃদ্ধাদি ভাবে  
 যুক্ত নহে। আমি তোমাদিগকে এই সকল  
 বলিলাম, যদি মিথ্যা না মনে কর, তবে  
 আমার প্রীতির নিমিত্ত বন্ধমুক্তিপ্রদ বিষ্ণুকে  
 স্মরণ কর। ইহাঁর স্মরণে আয়াস কি? স্মরণ  
 করিলেই শুভ ফল প্রদান করেন। বাহারা  
 তাঁহাকে অহর্নিশ স্মরণ করেন, তাঁহাদের পাপ-  
 ক্ষয় হয়। সর্বভূতহিত বিষ্ণুতে তোমাদের  
 মতি এবং মূর্তরাং তদবিস্তান প্রাণিসমূহে মৈত্রী  
 হউক; এইরূপ সকল ক্লেশ ত্যাগ করিবে।  
 যখন এই অখিল জগৎ তাপত্রয়ে অভিহিত  
 অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আর্থিদৈবিক ও আর্থিতৌতিক  
 হুঃখযুক্ত, তখন শোচনীয় প্রাণিবর্গের প্রতি  
 কোন্ প্রাপ্ত ব্যক্তি ধ্বংস করেন? ৭১—৮১।  
 যদি প্রাণিসকল ধন বিদ্যাভিসম্পন্ন এবং আমি  
 হীনা হই, তথাপি আনন্দিত থাকা উচিত,  
 কেননা, ধ্বংসের ফল হানি। আর প্রাণিগণ  
 বন্ধবৈর হইয়া যদি ধ্বংস করে, তাহা হইলেও  
 “হা! হা! হাঁহারা মোহবাপ্ত হইয়াছে” বিবেচনা  
 কারয়া মনোষণিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া  
 থাকেন। হে দৈত্যগণ! ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ  
 প্রাণিবর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়া

কৃত্যতাপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রয়তাং মম ॥ ৮৩  
 বিস্তারঃ সর্বভূতস্ত্র বিকোর্বিষমিদং জগৎ ।  
 দ্রষ্টব্যমান্ববং তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮৩  
 সমুৎস্থত্যাশ্রয়ং ভাবং তস্মাদ যুয়ং তথা বয়ম্ ।  
 তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্যাম নিরুতিম্ ॥ ৮৫  
 যা নাগ্নিনা নবার্কেণ নেদুনা নৈব বায়ুনা ।  
 পর্জন্তবরুণাত্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥ ৮৬  
 ন যকৈর্ন চ দৈত্যৈশ্চৈনোরগৈর্ন চ কিন্নরৈঃ ।  
 ন মনুষ্যৈর্ন পশুভির্দেবৈর্নৈবান্সসত্ত্বৈঃ ॥ ৮৭  
 জ্বরাক্ষিরোগাতিসার-প্লীহাশুদিকৈস্তথা ।  
 ধ্বংসে ধামং সরাং দৌর্বা রাগলোভাদিভিঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৮৮  
 নচাগ্নৈর্নৈব চৈকশ্চিন্নিত্যা হত্যন্তনির্মলা ।  
 তামাপ্নোতি মলং তস্মাৎ কেশবে হৃদি সংস্থিতে ॥  
 অসারসংসারবিবর্তনেষু  
 মা যাত তেষাং প্রসত্তং ব্রবীমি ।  
 সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত  
 সমত্বমারাদনমচ্যুতস্ত ॥

এই বিকল্প বা ধ্বংসোপশমপ্রকার বলিলাম, কিন্তু  
 উত্তম লোকদিগের সংক্ষেপ-পরামর্শ আমার  
 নিকট শ্রবণ কর! সর্বভূতময় বিভূর বিস্তার  
 এই বিশ্ব জগৎ, (তিনিই সর্বময়) এজগৎ  
 বিচক্ষণগণ অতদবুদ্ধিতে সকলকেই আশ্রয়  
 দেখিয়া থাকেন। অতএব তোমরা এবং  
 আমরা অহুর ভাব ত্যাগ করিয়া একপ যত্ন  
 করিব, বাহাতে নিরুতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হইব।  
 অগ্নি, অর্ক, ইন্দ্র, বায়ু, পর্জন্ত, বরুণ, সিদ্ধ,  
 রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যেভ্য, উরগ, কিন্নর, মনুষ্য,  
 পশু বা জরা, অক্ষিরোগ, অতিসার, প্লীহা,  
 গুণ্মাদি আশ্রয়সত্ত্ব দোষ কিংবা ধ্বংস, দৌর্বা,  
 মংসর, রাগ লোভাদি অথবা অন্তঃকারণ  
 দ্বারা বাহা (মুক্তি) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কেশব  
 হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য মল (পাপ) ত্যাগ  
 করিয়া সেই অত্যন্ত নির্মল এবং নিত্য মূর্তি  
 প্রাপ্ত হন। হে দৈত্যগণ! অসার সংসারের  
 বিবর্তনে (ঘূর্ণনে অর্থাৎ বারবার দেব মনুষ্য  
 তিথ্যক প্রভৃতি দেখে জন্মমরণে) সমষ্ট হইও  
 না, সর্বত্র সমদর্শী হও। আমি সাহসপূর্বক

তস্মিন্ প্রসঙ্গে কিমিহাস্ত্যলভ্যং  
ধর্মার্থকামৈরলমঙ্গকাণ্ডে ।  
সমাপ্তিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনতাং  
নিঃসংশয়ং প্রাপ্যথ বৈ মহং ফলম্ ॥ ১১  
ইতি ত্রিবিম্বপুরাণে প্রথমেংশে  
সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

তশ্চৈবং দানবাশ্চেষ্টাং দৃষ্ট্বা দৈত্যপতেভ্যাম্ ।  
আচচক্ষুঃ স চোবাচ হৃদনাত্ময় সত্ত্বরঃ ॥ ১  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।  
হে হৃদা মম পুত্রোহসৌ অশ্বেষামপি হৃদ্যতিঃ ।  
কুমারগদেশকো হৃষ্টো হস্তাত্মবিলম্বিতম্ ॥ ২  
হলাহলং বিষং তস্মৈ সর্বভক্ষ্যেয়ু দীয়তাম্ ।  
অবিস্ত্যক্তমর্সো পাপো হস্তাত্মা মা বিচার্যতাম্ ॥ ৩  
পরাশর উবাচ ।  
তে তথৈব ততশ্চক্রেঃ প্রহ্লাদায় মহাত্মনে ।

বলিতেছি, সমভাবই বিম্বর আরাধনা। তিনি  
প্রসন্ন হইলে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম কাম  
অর্থ তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে  
না। অনন্ত ব্রহ্মতরুর আশ্রয় লইলে তোমরা  
নিঃসংশয়ই মহং ফল প্রাপ্ত হইবে। ৮২—১১।  
প্রথমাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, দানবেরা তাঁহার এইরূপ  
চেষ্টা দেখিয়া ভয়ে গিয়া দৈত্যপতিকে বলিল ।  
সেই হিরণ্যকশিপুও পাচকদিগকে ডাকিয়া  
বলিতে লাগিল, ওহে সৃদগণ! আমার এই  
হৃদ্যতি পুত্র অত্র বালকদিগেরও কুমার-উপ-  
দেশক হইয়াছে, হৃষ্টকে অবিলম্বে বিনষ্ট কর ।  
তোমরা উহার সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে অজানিতরূপে  
হলাহল বিষ মিশ্রিত করিয়া পানিষ্টিকে মারিয়া  
ফেল, চিত্তা বা ইতস্ততঃ করিও না। পরাশর

বিষদানং যথাজ্ঞপ্তং পিত্রা তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৪

হলাহলং বিষং ষোরমনস্তোচ্চারণেন সঃ ।

অভিমন্ত্য সহান্নেন মৈত্র্যেয় বুবুজে তদা ॥ ৫

অবিকারং স তদ্ ভুক্তা প্রহ্লাদঃ স্বহৃদমানসঃ ।

অনন্ত্যাতিনিবীধ্যং জরয়ামাস তদ্বিষম্ ॥ ৬

ততস্তদা ভয়ত্রস্তা জীর্ণং দৃষ্ট্বা মহদ্বিষম্ ।

দৈত্যেশ্বরমুপাগম্য প্রণিপত্যোদমব্রবন্ ॥ ৭

হৃদা উচুঃ ।

দৈত্যরাজ বিষং দন্তমস্মাভিরতিভীষণম্ ।

জীর্ণং তেন সহান্নেন প্রহ্লাদেন হৃদেন তে ॥ ৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ত্বর্ঘ্যাতাং ত্বর্ঘ্যাতাং হে হে সদ্যো দৈত্যপুরোহিতাঃ ।

কৃত্যাং তস্মৈ বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরায়ং ॥ ৯

পরাশর উবাচ ।

সকাশমাগম্য ততঃ প্রহ্লাদস্ত পুরোহিতাঃ ।

সামপূর্ব্বমথোচুস্তে প্রহ্লাদং বিনয়াষিতম্ ॥ ১০

পুরোহিতা উচুঃ ।

জাতশ্লৈলোকাবিধ্যাতে আয়ুত্বান ব্রহ্মণঃ কুলে ।

দৈত্যরাজস্ত তনয়ো হিরণ্যকশিপোর্ভবান্ ॥ ১০

বলিলেন, তাহার। তাঁহার প্রতাপবান্ পিতার  
আদেশানুসারে মহাত্মা প্রহ্লাদকে ঐরূপ বিষ  
দান করিয়াছিল। হে মৈত্র্যেয়! তিনিও অনন্ত-  
নামোচ্চারণে ঘোর হলাহল বিষ অভিমন্ত্রিত  
করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলেন এবং  
ভক্ষণপূর্ব্বক অনন্তনামোচ্চারণে নিবীধ্য ঐ  
বিষকে অবিকাররূপে জীর্ণ করিয়া হৃদমানস  
থাকিলেন। তখন পাচকেরা মহং বিষকে জীর্ণ  
দর্শনে ভয়ত্রস্ত হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গিয়া  
প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, সৃদগণ  
কহিল—হে দৈত্যরাজ! আমরা অতি ভীষণ  
বিষ দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পুত্র প্রহ্লাদ  
অন্নের সহিত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। হিরণ্য-  
কশিপু কহিল, হে হে দৈত্যপুরোহিত সকল!  
সদ্য সত্ত্বর হও, সত্ত্বর হও, তাহার বিনাশের  
নিমিত্ত অচিরে কৃত্যা উৎপাদন কর। ১—৯।  
পরাশর কহিলেন, তদনন্তর পুরোহিতগণ  
বিনয়াষিত প্রহ্লাদের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন,

কিং দৈবৈঃ কিমনন্তেন কিমন্তেন তবাপ্রয়ঃ ।  
 পিতা তে সর্বলোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥  
 তস্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষস্তবসংহিতাম্ ।  
 বাচং পিতা সমস্তানাং গুরুণাং পরমো গুরুঃ ॥১৩  
 প্রহ্লাদ উবাচ ।  
 এবমেতমহাভাগাঃ শ্লাঘ্যমেতমহাকুলম্ ।  
 মরীচৈঃসকলেহপ্যগ্নিন্ ত্রৈলোক্যোকোহগ্রথা বদেৎ  
 পিতা চ মম সর্বগ্নিন্ জগত্যাংকৃষ্টচেষ্টিতঃ ।  
 এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানুতম্ ॥ ১৫  
 গুরুণামপি সর্বেবাং পিতা । পরমকো গুরুঃ ।  
 যদুক্তং ভ্রাত্তিরত্রাপি স্বভ্রাপি হি ন বিদ্যতে ॥ ১৬  
 পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ।  
 তত্রাপি নাপরাধ্যমীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্ ॥১৭  
 যদেতৎ কিমনন্তেনেত্যুক্তং যুগ্মাভিরীদৃশম্ ।  
 কো ব্রবীতি যথায়ুক্তং কিন্তু নৈতদ্ বচোহর্থবৎ ॥

হে আয়ুধ্মন! ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য বিখ্যাত কুলে,  
 দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর্ তনয় হইয়া তুমি  
 জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দেবগণ, অনন্ত কিংবা অগ্র  
 কাহারও দ্বারা কি প্রয়োজন? তোমার পিতা,  
 তোমার ও সর্বলোকের আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ  
 হইবে; অতএব এই বিপক্ষস্তবসংযুক্ত বাক্য  
 পরিত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা  
 পরম গুরু। প্রহ্লাদ কহিলেন, মহাভাগ  
 সকল! এইরূপই বটে। মরীচির সকল কুলের  
 মধ্যে এই মহাকুল শ্লাঘ্য। ত্রৈলোক্য কে  
 অগ্রথা বলিতে পারে? আমার পিতা সমস্ত  
 জগতে উৎকৃষ্ট জনগণ কর্তৃক বেষ্টিত, ইহাও  
 আমি জানি, এ কথা সত্য, মিথ্যা নয়। পিতা  
 সমস্ত গুরুর পরমগুরু, আপনারা যাহা বলি-  
 লেন, সে বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ভ্রান্তি নাই। পিতা  
 যে গুরু এবং পরমযত্নে পূজনীয়, তাহাতে  
 সন্দেহ নাই। আর তাঁহ'র নিকট কোনও  
 অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ  
 ধারণা। কিন্তু আপনারা যে বলিলেন, অনন্তে  
 কি হয়, এ কথা কর্তৃদ্বয় দোষযুক্ত, কে বলিতে  
 পারে? বস্তুতঃ এই বাক্য অর্থবৎ (যথার্থ)

ইত্যুক্তা সোহভবন্ মৌনী তেষাং গৌরববস্ত্রিতঃ ।  
 প্রহস্তু চ পুনঃ প্রাহ কিমনন্তেন সাক্ষিতি ॥ ১৯  
 সাধু ভোঃ কিমনন্তেন সাধু ভো গুরুবো মম ।  
 অয়তং যদনন্তেন যদি খেদং ন যান্ত্রধ ॥ ২০  
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃত্যঃ ।  
 চতুষ্টিয়মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা ॥২১  
 মরীচিমিশ্রৈর্দক্ষিণ তথৈবাত্তৈরনন্ততঃ ।  
 ধর্ম্মঃ প্রাপ্তস্তথৈবাত্তৈরর্থঃ কামস্তথাপটৌঃ ॥ ২২  
 ভৎ তত্ত্ববেদিনো ভূত্বা জ্ঞানধ্যানসমাধিভিঃ ।  
 অবাপুর্মুক্তিমপরে পুরুষা ধনস্তবন্ধনাঃ ॥ ২৩  
 সম্পদৈর্ধর্ম্মমাহাস্মা-জ্ঞানসন্ততিকর্ম্মণাম্ ।  
 বিমুক্তৈশ্চকতালভ্যং মূলমারাধনং হরেঃ ॥ ২৪  
 যতো ধর্ম্মার্থকামাখ্যাং মুক্তিঞ্চাপি ফলং দ্বিজাঃ ।  
 তেনাপি হি কিমিত্যেবমনন্তেন কিমুচ্যতে ॥ ২৫  
 কিঞ্চাত্র বহনোন্তেন ভবন্তো গুরুবো মম ।

নহে। ১০—১৮। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহা-  
 দের গৌরববস্ত্রিত (তাঁহাদের গৌরবে যস্ত্রিত  
 অর্থাৎ তাঁহাদের মাত্র করিয়া) হইয়া মৌন-  
 ভাব অবলম্বন করিলেন, পরে হাস্য করিয়া  
 কহিলেন, “অনন্তে কি হয়” এ কথাকে ধত্তা!  
 ভো ভো গুরুগণ! অনন্তে কি হয় বলিতেছেন,  
 ধত্তা! আপনাদিগকে ধত্তা! যদি খেদ প্রাপ্ত  
 না হন, তবে অনন্তে যাহা হয়, শ্রবণ করুন;  
 ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চতুর্বিধ  
 পুরুষার্থ কথিত হয়। যাহা হইতে এই চতু-  
 র্বিধ হয়, তাহা হইতে কি হয়, এ কি বৃথা  
 কথা বলিতেছেন? অনন্ত হইতে দক্ষ মরীচি-  
 মুখ্য অগ্র পুণিগণ ধর্ম্ম, অত্রেরা অর্থ এবং  
 অপর পুণিগণ কাম প্রাপ্ত হন। অপর অনেকে  
 গুরুতর জ্ঞান ধ্যান সমাধি দ্বারা তাঁহা'রা তত্ত্ব-  
 জ্ঞানী হইয়া এবং তজ্জাত নষ্টবন্ধন হইয়া  
 মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরির একতালভ্য  
 আরাধনাই সম্পদ, ঐশ্বর্য, মাহাস্মা, জ্ঞান,  
 সন্ততি, কর্ম্ম এবং বিমুক্তির মূল। হে দ্বিজ-  
 গণ! যাহা হইতে ধর্ম্মার্থকামাখ্যা ফল এবং  
 মুক্তি, সেই অনন্ত দ্বারা কি হয়, ইহা কি  
 বলিতেছেন? এ বিষয়ে অধিক বলিবার ফল

বদন্ত সাধু বা সাধু বিবেকোহম্মাকমজ্জকঃ ॥ ২৬

পুরোহিতা উচুঃ ।

দহমানম্মশ্মভিরগ্নিনা বালবুদ্ধিতঃ ।

ভূয়ো ন বক্ষ্যামীত্যেবং নৈব জ্ঞাতেহস্তু বুদ্ধিমান্ ॥

যদাম্মদ্বচনামোহগ্রাহং ন তক্ষাতে ভবান্ ।

ততঃ কৃত্যাং বিনাশায় তব শ্রম্যাম দুশ্মতে ॥ ২৮

প্রহ্লাদ উবাচ ।

১ঃ কেন হত্নতে জন্তুর্জন্তুঃ ২ঃ কেন বক্ষ্যতে ।

হন্তি বক্ষতি চৈবাশ্মা হনন্ সাধু সমাচরন ॥ ২৯

পরশর উবাচ ।

ইত্বা জ্ঞাস্তেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ ।

কৃত্যামুংপাদয়ামাসু জ্ঞানামালো ক্ষুলাকৃতিম্ ॥ ৩০

অতিভীমা সমাগয়া পাদশাস্ত্রাসক্তচক্ষিতঃ ।

শূলেন সা শৃঙ্গংক্রুকা তং জঘনাস্তু নক্ষসি ॥ ৩১

তং তস্ম জদয় প্রাপ্য শূলং বালস্ত দীপ্তিমং ।

জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্ ॥ ৩২

যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাস্তে হরিরীশ্বরঃ ।

ভঙ্গে ভবতি বজ্রস্ত তত্র শূলস্ত ক। কথা ॥ ৩৩

কি? আপনারা আমার গুরু। সাধু বা অসাধু  
যাহা ইচ্ছা বশুন, আমার বিবেক অল্প। পুরো-  
হিতগণ কহিলেন, ওহে বালক! পুনর্বার  
এরূপ বলিও না, ইচ্ছা মনে করিয়া আমরা  
তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে বক্ষা করিলাম,  
কিন্তু তুমি অবোধ, তাহা জ্ঞানিতে পারিতেছ  
না! দুশ্মতে! ঋষীদের বাক্য যদি মোহ-  
গ্রাহকে তাগ না কর, তাহা হইলে তোমার  
বিনাশের নিমিত্ত আমরা কৃত্য সৃজন করিব।  
প্রহ্লাদ কহিলেন, কে কাহাকে নষ্ট বা বক্ষা  
করে? অসং ও সং আচরণ করত আত্মাই  
আত্মাকে সংহার এবং বক্ষা করিয়া থাকেন।  
১৯—২৯। পরশর কহিলেন, তিনি ইহা  
বলিলে দৈত্যরাজের পুরোহিতেরা জ্ঞানামালায়  
উজ্জ্বল-কৃতি কৃত্য উৎপাদন করিলেন। অতি-  
ভীষণা ঐ কৃত্য পাদশাস্ত্রে ক্ষতি ক্ষত করিতে  
করিতে শৃঙ্গংক্রুদভাবে আসিয়া শূলের দ্বারা  
প্রহ্লাদকে বক্ষস্থলে আঘাত করিল। ঐ দীপ্তি-  
মান শূল তাহার হৃদয়ে ঢেকিয়া খণ্ড খণ্ড ও

অপাশে তত্র পাশৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজ্ঞকৈঃ ।

তানৈব সা জঘনাস্তু কৃত্যা নাশং জগাম চ ॥ ৩৪

কৃত্যো দহমানাংস্তান্ বিলোকা স মহামতিঃ ।

ত্রাহি কৃষ্ণেতানন্ততি বদন্ত্যবপদ্যত ॥ ৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ ।

সর্বব্যাপিন্ জগদ্রূপ জগৎশ্রষ্টর্জনর্দিন্ ।

পাশি বিপ্রানিমানম্মাদৃ হৃঃসহায়স্ত্রপাবকান্ ॥ ৩৬

যথা সর্বৈব ভূতেবু সর্বব্যাপী জগদগুরুঃ ।

বিপ্রৈবেব তথা সর্বৈ জীবন্তেতে পুরোহিতাঃ ॥ ৩৭

যথা সর্বগতং বিষ্ণুং মন্ত্রানানা ন পাবকম্ ।

চিন্ময়মারিপক্ষেপি জীবন্তেতে পুরোহিতাঃ ॥ ৩৮

যে হস্তমগত দন্তং যৈবিষং যৈহর্তাশনঃ ।

যৈদিগ্গজৈরহং ক্ষুদ্রো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥ ৩৯

তেষহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোহস্মি ন কচিৎ ।

তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্তুহুর্বাজকাঃ ॥ ৪০

ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনপায়ী ঈশ্বর  
ভগবান্ হরি যে হৃদয়ে বিদ্যমান, তথায় বজ্রও  
ভগ্ন হইয়া যায়, শূলের কথা কি? পাশিষ্ঠ  
যাজকেরা ঐ অগ্নিপের প্রতি কৃত্য পাতিত  
করায় উহা তাহাদিগকেই সংহার করিয়া  
স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তাহাদিগকে কৃত্য  
দ্বারা দহমান দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ “ত্রাহি  
কৃষ্ণ! ত্রাহি অনন্ত!” বলিতে বলিতে বক্ষার্থ  
তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহ্লাদ কহি-  
লেন, হে সর্বব্যাপিন্। জগদগুরু! জগৎ-  
শ্রেষ্ঠ! জনর্দিন! এই হৃঃসহ মন্ত্র-পাবক  
হইতে এই বিপ্রগণকে বক্ষা কর। সর্বব্যাপী  
জগদগুরু বিষ্ণু সর্বভূতে অবস্থিত, অতএব  
এই পুরোহিত সকল জীবিত হউন। আমি  
যেমন বিষ্ণুকে সর্বগত মনে করিয়া পাবকে  
বক্ষা পাইয়াছি, শত্রুপক্ষেও আমি সেইরূপ  
চিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেরা জীবিত হউন।  
যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল,  
যাহারা বিধ দিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ  
করে, যাহারা হস্তী দ্বারা আঘাত এবং সর্প  
সকল দ্বারা দংশন করায়, সে সকলেরই প্রতি  
আমি সমমিত্রতাবোধ, কাহারও অনিষ্টচিন্তা

পরাশর উবাচ ।

ইত্যাভ্যাস্তেন তে সৰ্বে স্পৃষ্টাঃ নিরাময়াঃ ।

সমুত্তম্বীৰ্জা ভূয়ন্তকোচঃ প্রশয়ান্বিতম্ ॥ ৪১

পুরোহিতা উচুঃ ।

দীর্ঘায়ুরপ্রতিভবলবীৰ্য্যসমধিতঃ ।

পুত্রপৌত্রধনৈৰ্ব্যাকুলতা বৎস ভবোত্তম ॥ ৪২

পরাশর উবাচ ।

ইত্যাচ্চা তৎ ততো গতা যথারম্ভং পুরোহিতাঃ ।

দৈত্যরাজায় সকলমচচমুৰ্হাহামুনে ॥ ৪৩

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমহংশে প্রহ্লাদ-

চরিত্তেষ্টিাদশোধ্যায়ঃ ।

### উনবিংশোধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

হিরণ্যকশিপুঃ ক্রভা হাং কৃত্যং বিতথীকৃতাম্ ।

আহুয় পুত্রং পপ্রচ্ছ প্রভাবশ্চাস্ত কারণম্ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ ।

প্রহ্লাদ সূপ্রভাবাহসি কিমেতৎ তে বিচেষ্টিতম্

করি নাই। অদ্য সেই সতো অমুর-যাজকগণ

জীবিত হউন। পরাশর কহিলেন, ইহা বলিয়া

তিনি স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণ সকল নিরাময় হইয়া

উঠিলেন এবং প্রশয়ান্বিত (স্নেহপূর্ণ) ভাবে

তঁাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি উত্তম,

তুমি দীর্ঘায়ুঃ, অপ্রতিহত-বলবীৰ্য্য-সম্পন্ন এবং

পুত্রপৌত্রধন ঐশ্বর্য্যযুক্ত হও। পরাশর কহি-

লেন, হে মহামুনে! পুরোহিতগণ তঁাহাকে ইহা

বলিয়া দৈত্যরাজ সমীপে গমনপূর্ব্বক তঁাহাকে

যথারম্ভ সকল জ্ঞাপন করিলেন। ৩০—৪৩।

প্রথমহংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

### একোনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই কৃত্য

বিফল হইয়াছে শুনিয়া, পুত্রকে আহ্বান করিয়া,

এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হিরণ্য-

কশিপু কহিল,—প্রহ্লাদ! তুমি অতি প্রভাব-

এতমজ্ঞাদিজনিতমুতাহো সহজং তব ॥ ১

পরাশর উবাচ ।

এবং পৃষ্টভদ্র। পিত্রা প্রহ্লাদোহমুরবালকঃ ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিন্দং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন মন্তাদিকৃতং তাত ন বা নৈসর্গিকং মম ।

প্রভাব এষ সামান্তো বশ্ব যশ্চাতুতো হৃদি ॥ ৪

অন্তেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যান্মনো যথা ।

তস্ত পাপাগমস্তাত হেতুভাবান বিদ্যতে ॥ ৫

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা পরসীড়ান করোতি যঃ ।

তদ্বীজজয় ফলতি প্রভূতঃ তস্ত চান্তভম্ ॥ ৬

সোহহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা ।

চিন্তয়ন্ সৰ্ব্বভূতহ্মমাস্তপি চ কেশবম্ ॥ ৭

শারীরং মানসং হৃৎকং দেবং ভূতভবং তথা ।

সৰ্ব্বত্র শুভচিন্তস্ত তস্ত মে জায়তে কৃতঃ ॥ ৮

এবং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

কর্তব্যো পশুভৈর্জ্ঞাত্বা সৰ্ব্বভূতময়ং হরিম্ ॥ ৯

শালী, তোমার এ কি চেষ্টা! ইহা কি মন্তাদি-

জনিত, না—তোমার স্বাভাবিক? পরাশর

কহিলেন, পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অমুর-

বালক প্রহ্লাদ পিতার পদদ্বয়ে প্রণিপাত করিয়া

বলিলেন, হে তাত! ইহা মন্তাদিকৃত বা আমার

নৈসর্গিক নহে, বাহার বাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস

করেন, ইহা তাহাদের সামান্য প্রভাব। যে

ব্যক্তি আপনায় ছায় অতেরও অনিষ্ট চিন্তা করে

না, হে পিতা! কারণ-অভাবে তাহার পাপাগম

(হৃৎখাগম) থাকে না। যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম, মন ও

বাক্য দ্বারা পরসীড়া করে, তাহার সেই পরসীড়া-

রূপ বীজজাত প্রভূত অন্তত ফল ফলিয়া থাকে।

সৰ্ব্বভূতস্থিত এবং আপনাতেও স্থিত কেশবকে

চিন্তা করি, আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি

না,—কণ্ঠে করি না বা কথায় বলি না। আমি

যখন সৰ্ব্বত্র শুভচিন্তা, তখন আমার দেব

বা ভূতোঃপন্ন শারীরিক বা মানসিক হৃৎখ কোথা

হইতে জন্মিবে? হরিকে এইরূপ সৰ্ব্বভূতময়

জানিয়া সৰ্ব্বভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি

পরশর উবাচ ।

ইতি শ্রুয়া স দৈত্যৈঃ প্রাসাদশিখরে স্থিতঃ ।  
ক্ৰোধাক্কারিতমুখঃ প্রাহ দৈত্যৈরকিঙ্করান্ ॥ ১০  
দুরাত্মা কিপাতাম্যমাং প্রাসাদাং শতযোজনাং ।  
গিরিপৃষ্ঠে পতন্ত্যশ্বিন্ শিলাভিন্নাঙ্গসংহতিঃ ॥ ১১  
ততস্তং চিকিৎসুঃ সর্কে বালং দৈত্যেয়দানবাঃ ।  
পপাত সোহপ্যাধঃকিৎশা হৃদয়েনোদহনং হরিম্ ॥ ১২  
পতমানং গজাঙ্ঘ্রী জগদ্ধাতরী কেশবে ।  
ভক্তিসুতং দধারৈনমুপসংগম্য মেদিনী ॥ ১৩  
ততো বিলোক্য তং স্বহৃদমবিশীর্ণাস্থিপঞ্জরম্ ।  
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ শশ্বরং মারিনাং বরম্ ॥ ১৪  
হিরণ্যকশিপুঃ কুবাচ ।  
নাম্মাভিঃ শকাতে হস্তমসৌ দুর্বুদ্ধিবালকঃ ।  
মায়াং বেত্তি ভবাংস্তম্ভামায়ৈনং নিবৃদয় ॥ ১৫  
শশর উবাচ ।

\*হৃদয়ামোষ দৈত্যৈঃ পশু মায়াবলং মম ।  
সহস্রগাত্রং মায়ানাং যন্ত কোটিশতং তথা ॥ ১৬

করা পণ্ডিতদিগের কর্তব্য । ১—৯ । পরশর  
কহিলেন, প্রাসাদশিখরেস্থিত সেই দৈত্য ইহা  
গুনিয়া ক্রোধে অক্কারিত-(দুস্ত্রোক্ষ)-মুখ  
হইয়া দৈত্যাকিঙ্করদিগকে কহিতে লাগিল,  
দুরাত্মাকে এই শত যোজন প্রাসাদ হইতে  
নিক্ষেপ কর, গিরিপৃষ্ঠে পতিত হউক  
এবং অঙ্গসন্ধি সকল শিলা ভগ্ন হইয়া  
যাউক । তদনন্তর সমস্ত দৈত্যদানব বল-  
পূর্বক তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনিও  
নিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকৈ হৃদয়ে বন্দিত (চিন্তা  
করিতে করিতে) অধঃপতিত হইতে লাগিলেন ।  
জগদ্ধাতা কেশবের প্রতি ভক্তিসুত পতমান  
প্রহ্লাদকে জগদ্ধাত্রী পৃথিবী নিকটে ধারণ  
করিয়াছিলেন । তাঁহাকে অবিশীর্ণ-অস্থিপঞ্জর  
ও স্বহৃদ দেখিয়া হিরণ্যকশি মায়াবিশেষ্ট শশ-  
রকে কহিল, আমরা এই দুর্বুদ্ধি বালককে বধ  
করিতে পারিতেছি না, তুমি মায়া জান, ইহাকে  
মায়া দ্বারা বিনষ্ট কর । শশর কহিল, হে  
দৈত্যৈঃ ! ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি, আমার  
মায়াবল দেখ, সহস্র কোটিশত মায়া আমার

পরশর উবাচ ।

ততঃ স সমুজ্জে মায়াং প্রহ্লাদে শশরোহহরঃ ।  
বিনাশমিচ্ছন দুর্বুদ্ধিঃ সর্কত্বে সমদর্শিনী ॥ ১৭  
সমাহিতমতিভূত্যা শশরোহপি বিমংসরঃ ।  
মৈত্রেয় সোহপি প্রহ্লাদঃ সম্ভার মধুহৃদনম্ ॥ ১৮  
ততো ভগবতা তন্ত রক্ষার্থং চক্রে শূন্তম্ ।  
আজগাম সমাপ্তস্তং জ্ঞানামালিন্দর্শনম্ ॥ ১৯  
তেন মায়াসহস্রং তং শশরস্তাপ্তগামিনা ।  
বালস্ত রক্ষতা দেহমৈকৈকঞ্চে ন হৃদিতম্ ॥ ২০  
সংশোধকং তথা বায়ুং দৈত্যৈস্তদ্বিদমব্রবীৎ ।  
নীত্রেমেব মমাদেশাদ্ দুরাত্মা নীরতাং ক্ষয়ম্ ॥ ২১  
তথৈতাক্ষা তু সোহপোনং বিবেশ পবনে লঘু ।  
নীতোহতিক্রমঃ শোষণ তদ্বেদহস্তাতিহুঃসহঃ ॥ ২২  
তেনাবিষ্টমথাস্থানং স বুদ্ধা দৈত্যবালকঃ ।  
হৃদয়েন মহাস্থানং দধার ধরনীধরম্ ॥ ২৩  
হৃদয়স্থস্ততস্তত্তং বায়ুং তিভীষণম্ ।  
পাপো জনর্দিনঃ ক্রুদ্ধঃ স যথৌ পবনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ২৪  
ক্ষীণাস্ত সর্কমায়াস্ত পবনে চ ক্ষয়ং গতে ।

জানা আছে । পরশর কহিলেন, তদনন্তর  
দুর্বুদ্ধি শশরাত্মক, বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সর্বত্র  
সমদর্শী প্রহ্লাদের প্রতি মায়া সৃষ্টি করিল ।  
হে মৈত্রেয় ! শশরের প্রতিও বিমংসর সেই  
প্রহ্লাদ সমাহিতমতি হইয়া মধুহৃদনকে অরুণ  
করিলেন । তখন দীপ্তিমান উত্তম হৃদর্শনচক্রে  
ভগবানের আদেশে তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়া উপ-  
স্থিত হইল । বালকের দেহ-রক্ষক সেই ক্রত-  
গামী চক্রে দ্বারা শশরের সহস্রমায়া একে একে  
নষ্ট হইয়া গেল । ১০—২০ । দৈত্যৈঃ  
সংশোধক বায়ুকে বলিল, আমার আজ্ঞায় নীত  
এই দুরাত্মাকে ক্ষয় কর । সেই লঘু নীতল  
অতিক্রম ও তদেহের পক্ষে অতিহুঃসহ পবনও  
“যথাজ্ঞা” এই কথা বলিয়া দেহশোষণের নিমিত্ত  
প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ করিল । আপনাকে  
ঐ সংশোধক পবনে ব্যাপ্ত জামিতে পারিয়া  
দৈত্যবালক হৃদয়ে মহাস্থা ধরনীধরকে চিন্তা  
করিলেন । তাঁহার হৃদয়স্থ জনর্দন ক্রুদ্ধ হইয়া  
সেই অতিভীষণ বায়ুকে পান করিয়া ফেলি-

জগাম সোহপি ভবনং গুরোরিব মহামতিঃ ॥ ২৫  
অহস্তহস্তাচার্যো নীতিং রাজ্যফলপ্রদাম্ ।  
গ্রাহয়ামাস তং বালং রাজ্ঞামুশনসা কৃতাম্ ॥ ২৬  
গৃহীতনীতিশাস্ত্রং তং বিনীতকং যদা গুরুঃ ।  
মেনে তদৈনং তংপি ত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥ ২৭  
আচার্য উবাচ ।

গৃহীতনীতিশাস্ত্রে পুত্রো দৈত্যপতে কৃতঃ ।  
প্রহ্লাদস্তত্ত্বতো বেতি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥ ২৮  
হিরণ্যকশিপুব্রুবাচ ।  
মিত্রেণ বর্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ ।  
প্রহ্লাদ ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথং চরেৎ ॥ ২৯  
কথং মন্ত্রিষ্মাতোষু বাহেবভ্যন্তরেণ চ ।  
চারেণ চোরবর্গেষু শক্তিতেষিতরেণ চ ॥ ৩০  
কৃত্যাকৃত্যবিধানেষু দুর্গটিকসাধনে ।  
প্রহ্লাদ কথ্যতাং সম্যক্ তথা কণ্টকশোধনে ॥ ৩১

লেন; সে পবনও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, মায়।  
সকল ক্রীণ ও পবন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ঐ  
মহামতি গুরু-গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর  
আচার্য তাঁহাকে দিন দিন রাজ্যাদিগের রাজ্য-  
ফলপ্রদায়িনী গুত্রাচার্য-প্রণীত নীতি শিক্ষা  
করাইতে লাগিলেন। গুরু যখন তাঁহাকে  
নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিনীত বিবেচনা  
করিলেন, তখন তাঁহার পিতাকে “ইনি শিক্ষিত  
হইয়াছেন” বলিয়াছিলেন। আচার্য কহিলেন-  
হে দৈত্যপতে! তোমার পুত্রকে নীতিশাস্ত্র  
শিক্ষা করান হইয়াছে। ভার্গব (গুরু) যাহা  
বলিয়াছিলেন, তাহা প্রহ্লাদ যথারূপে শিখিয়া-  
ছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে প্রহ্লাদ!  
মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থের প্রতি তিনকালে (ক্ষয়,  
বৃদ্ধি ও তৎসাম্যসময়ে) ভূপতি কিরূপ ব্যবহার  
করিবেন? মন্ত্রী (বুদ্ধি-সহায়), অমাত্য বাহ্য,  
অভ্যন্তরের লোক, চার, চোরবর্গ, শক্তি (জয়  
করিয়া) বাহাদিগকে দাসত্ব স্বীকার করান  
হইয়াছে), ইত্যর, কৃত্যাকৃত্য বিধান, দুর্গ,  
আটবিিক (মহারণ্যবাসী) দিগের সাধন অর্থাৎ  
বলীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চোর ব.

এতচ্চাত্ত্র সকলমধীতং ভবতা যথা ।  
তথা মে কথ্যতাং জ্ঞাতুং তবৈচ্ছামি মনোগতম্ ॥  
পরশর উবাচ ।  
প্রণিপতা পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশয়ভূষণঃ ।  
প্রহ্লাদঃ গ্রাহ দৈত্যেশ্বরং কৃতাজ্জলিপুটস্তথা ॥ ৩৩  
প্রহ্লাদ উবাচ ।  
মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণ নাত্র সংশয়ঃ ।  
গৃহীতকং ময়া কিন্তু ন সদেতমতং মম ॥ ৩৪  
সাম চোপপ্রদানক ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ ।  
উপায়ঃ কথিতাঃ সর্বৈ মিত্রাদীনাপ সাধনৈঃ ॥ ৩৫  
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত মা ক্রোধঃ ।  
সাধাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥  
সর্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে ।  
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কৃতঃ ॥ ৩৬  
ত্বয়তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চাত্ত্র চাস্তি সঃ ।  
যতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চতি পৃথক্ কৃতঃ ॥  
তদেভিরলমতর্থং দুষ্টারৈঃ স্তোত্রবিস্তরৈঃ ।

গাঢ়শত্রুদের প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়েই বা  
কিরূপ আচরণ করা উচিত? এই সকল এবং  
অস্ত্রাত্ত্র তুমি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছ, তাহা  
আমাকে বল, আমি তোমার মনোগত ভাব  
জানিতে ইচ্ছা করি। ২১—৩২। পরশর  
কহিলেন, বিনয়ভূষণ প্রহ্লাদ পিতার পদযুগলে  
প্রণিপাতপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে দৈত্যেশ্বরকে  
বলিতে লাগিলেন,—গুরু আমাকে এ সকল  
বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও গ্রহণ  
করিয়াছি, সংশয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায়  
এই সকল নীতি ভাল নহে। মিত্রাদির সাধন  
বা বলীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড,  
সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু পিতঃ!  
ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই মিত্রাদিগকে  
দেখিতেছি না; হে মহাবাহো! সাধ্যের  
অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? হে তাত!  
সর্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে  
মিত্র অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে?  
ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অস্ত্র  
বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই ইনি আমার

অবিদ্যাস্তর্গ তৈর্ভবঃ কর্তব্যস্তাত শোভন ॥ ৩৯ ৷  
বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানং তাত জায়তে ।  
বালোহস্মিঃ কিং ন খন্দোতমহুপেধরং মজ্জতে ॥  
তংকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে ।  
অয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যাশ্চা শির্লিনৈপুণম্ ॥ ৪১ ৷  
অদেতদবগম্যাহমসারং সারমুক্তমম্ ।  
নিশাময় মহাভাগ প্রণিপতা ব্রবীমি তে ॥ ৪২ ৷  
ন চিস্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঙ্কতি ।  
তথাপি ভাব্যমেবৈতহৃত্যং প্রাপাতে নরৈঃ ॥ ৪৩ ৷  
সর্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমাঃ ।  
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ ॥ ৪৪ ৷  
জড়ানামবিবেকানামমুরাণামপি প্রভো ।  
ভাগ্যভোজ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি ॥ ৪৫ ৷  
তস্মাদ্যতেত পুণ্যেধু য ইচ্ছেমহতীং প্রিয়ম্ ।  
যতিতব্যং সমত্তে চ নির্কাণমপি চেচ্ছতা ॥ ৪৬ ৷  
দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্সরীসৃপাঃ ।

মিত্র, পৃথক্ শত্রু আবার কোথায়? অবিদ্যা  
অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তর্গত দৃষ্ট উদ্যমের এই  
বিস্তর উক্তির ফল কি? হে তাত! শোভন  
(নিকাম আত্মবিদার) যত্ন করা কর্তব্য। অজ্ঞা-  
নতা বশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যাবুদ্ধি জন্মে, হে  
তাত! অহুরেধর! বালক কি খন্দোতকে অগ্নি  
মনে করে না? ৩৩—৪০। যাহা বন্ধনের  
নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; যাহা বিমুক্তির  
হেতু, সেই বিদ্যাই বিদ্যা; অপর কর্ম্ম আয়াস  
এবং অজ্ঞা বিদ্যা শির্লিনৈপুণ্যমাত্র। হে মহা-  
ভাগ! আমি ইহা অসার জানিয়া, উত্তম সার  
বিষয় প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন।  
কে রাজ্যচিন্তা না করে, কে ধনুর বাঙ্ক না  
করে? তথাপি যাহা ভবিতব্য, মনুষ্য সেই  
পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ  
সকলেই মহত্ত্ব লাভের উদ্যম করে, কিন্তু পুরু-  
ষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে।  
প্রভো! জড় (নিষ্চেত) অবিবেক অনীতি-  
মান্ অনুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটে।  
একজ্ঞ যে ব্যক্তি মহতী লক্ষ্মী বা নির্কাণ ইচ্ছা  
করে, তাহার পুণ্যকর্ম্ম এবং সমতার জন্ত যত্ন

রূপমেতদনন্তস্ত বিখোভিন্নিমিব স্থিতম্ ॥ ৪৭ ৷  
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিচ্ছতোহয়ং বিশ্বরূপধ্বক্ ॥ ৪৮ ৷  
এবং জ্ঞাতে স ভগবান্নাদিঃ পরমেধরঃ ।  
প্রসীদতাচ্যুতস্তম্বিন্ প্রসন্নো ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৯ ৷  
পরশর উবাচ ।  
এতং শ্রুত্ব তু কোপেন সমুখায় বরাসনাং ।  
হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং পদা বক্ষ্যস্তাতাড়য়ং ॥ ৫০ ৷  
উবাচ চ স কোপেন সামর্ঘ্যঃ প্রজ্জলমিব ।  
নিষ্পিষ্য পানিনা পাণিঃ হস্তকামো জগদ্যথা ॥ ৫১ ৷  
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।  
হে বিপ্রচিন্তে হে রাহো হে বলৈষ মহার্ঘবে ।  
নাগপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বন্ধা কিপ্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥ ৫২ ৷  
অগ্রথা সকলো লোকস্তথা দৈতেয়দানবাঃ ।  
অনুশাস্তি মূঢ়স্ত মতমস্ত হুরাশ্বনঃ ॥ ৫৩ ৷  
বহুশো বারিতোহস্মাভিরয়ং পাপস্তথাপরৈঃ ।  
স্তুতিং কুরোতি দুষ্টানাম্ বধ এবোপকারকঃ ॥ ৫৪ ৷

করা উচিত। ভিন্নের শ্রায় স্থিত হইলেও  
“দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ক ও সরীসৃপ  
সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ” ইহা অবগত হইয়া  
সমস্ত স্বাবরজঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা  
উচিত। যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বকপধারী।  
এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত  
পরমেধর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি প্রসন্ন  
হইলে ক্লেশসংক্ষয় হয়। পরাশর কহিলেন,  
হিরণ্যকশিপু ইহা শুনিয়া ক্রোধে সিংহাসন  
হইতে উখিত হইয়া পুত্রের বন্ধস্থলে পদাঘাত  
করিল এবং কোপে অসহিষ্ণু ও প্রজ্জলিতের শ্রায়  
হইয়া জগৎ সংহার করিবার ইচ্ছাতেই যেন হস্ত  
দ্বারা হস্তনিষ্পেষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে  
বিপ্রচিন্তে! হে রাহো! হে বল! তোমরা  
ইহাকে দৃঢ়রূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া মহাসমুদ্রে  
নিষ্কিপ্ত কর, বিলম্ব করিও না। নতুবা সমস্ত  
লোক এবং দৈতেয় দানবেরা এই হুরাশ্বান মত  
অবলম্বন করিবে। আমরা এবং অপরে বহুবাহ  
নিবারণ করিলেও এই পাণিষ্ঠ বিষ্ণুর স্তুতি



পরশর উবাচ ।

তত্তন্ত সত্তরা দৈত্যা বন্ধা তং নাগবন্ধনৈঃ ।  
ভট্টুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিকিৎসুঃ সলিলালয়ে ॥ ৫৫  
ততঃচচাল চলতা প্রহ্লাদেন মহার্ঘবঃ ।  
উদ্বলোহভূং পরং ক্ষোভমুপেতা চ সমস্ততঃ ॥ ৫৬  
ভূলোকমখিলং দৃষ্ট্বা প্লাব্যমানং মহান্তসা ।  
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যানিদমাহ মহামতে ॥ ৫৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দৈত্যৈঃ সকলৈঃ শৈলৈরত্রৈব বরুণালয়ে ।  
নিঃশিষ্টৈঃ সর্বৈশ্চ সর্বৈশ্চরিতামেব দুর্মতিঃ ॥ ৫৮  
নাশির্দহতি নৈবাশং শত্রৈশ্চিন্তনো ন চোরগৈঃ ।  
ক্ষয়ং নীতো ন বাভেন ন বিবেশ ন কৃত্যরা ॥ ৫৯  
ন ময়াভিন্ন চৈবোক্তাং পাতিতো ন চ দিগ্গজৈঃ  
বালোহতিহুস্তচিত্তোহয়ং নানেনাথোহন্তি জীবতা ॥  
অদেষ তেয়ধাবত্র সমাক্রান্তো মহীধরৈঃ ।  
তিষ্ঠত্বকসহস্রান্তং প্রাণান্ হান্ততি দুর্মতিঃ ॥ ৬১

করিতেছে ; হুস্তদিগের বধই উপকারক । পরাশর  
কহিলেন, তদনন্তর সেই দৈত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা  
পালনপূর্বক তাঁহাকে সত্তর নাগবন্ধনে বদ্ধ করিয়া  
সলিলালয়ে ( সমুদ্রে ) নিক্ষিপ্ত করিল । তদনন্তর  
প্রহ্লাদ বিচলিত হইলে মহাসমুদ্রে চক্কর এবং  
ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, চতুর্দিকে উদ্বল হইয়া  
উঠিল । হে মহামতে ! অখিল ভূলোক জলপুঞ্জ  
প্লাবিত দেখিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে ইহা  
কহিতে লাগিল, হে দৈত্যেয়গণ । তোমরা সকলে  
এই বরুণালয়ে ( সমুদ্রে ) নিঃশিষ্ট পর্বতসমূহ  
নিক্ষিপ্ত করিয়া এই দুর্মতিক সম্পূর্ণরূপে আক্র-  
মণ কর অর্থাৎ আচ্ছাদিত করিয়া ফেল । ইহাকে  
অগ্নি দগ্ধ করিতে পারিতেছে না, শস্ত্রসমূহ দ্বারা  
এ ছিন্ন হইতেছে না এবং সর্পদংশন, সংশোধক  
বায়ু, বিষ, কৃত্য, মার্য্য দিগ্গজসমূহ দ্বারা কিংবা  
উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও এ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল  
না, এই বালক অতি হুস্তচিত্ত ; ইহার জীবিত  
থাকায় ফল নাই । অতএব ধর্ম্মত সকল দ্বারা  
আক্রান্ত হইয়া সর্হস বৎসর এই সমুদ্রে মধ্যে  
স্থাপিত থাকুক, তাহা হইলে দুর্মতি প্রাণত্যাগ  
করিবে । পরে দৈত্যদানবেরা তাঁহাকে আক্রমণ-

অতো দৈত্যা দানবাশ্চ পর্বতৈস্তং মহোদধৌ ।

আক্রম্য চয়নং চক্রুর্ধোজনানি সহস্রশঃ ॥ ৬২

সচিন্তঃ পর্বতৈরন্তঃ সমুদ্রস্ত মহামতিঃ ।

তুষ্টবাহ্লিকবেলায়ামেকাগ্রমতিরচ্যাতম্ ॥ ৬৩

প্রহ্লাদ উবাচ ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরষোত্তম ।

নমস্তে সর্বলোকাস্বন নমস্তে তিথ্যচক্রিণে ॥ ৬৪

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৬৫

ব্রহ্মহে স্বজতে বিশ্বং হিতৌ পালয়তে পুনঃ ।

রুদ্ররূপায় কল্মাশ্তে নমস্তত্যং ত্রিমূর্তয়ে ॥ ৬৬

দেবা যক্ষাশুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ।

পিশাচা রাক্ষসাস্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা ॥ ৬৭

পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা সরীসৃপাঃ ।

ভূমিরাপো নতো বায়ুঃ শব্দ স্পর্শস্তথা রসঃ ॥ ৬৮

রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাস্মা কালস্তথা গুণাঃ ।

এতেষাং পরমার্থক সর্বমেতং তমচ্যাত ॥ ৬৯

বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিবামুতে ।

পূর্বক সহস্র-যোজন-পথ সমুদ্র পর্বতে আচ্ছন্ন  
করিয়াছিল । ৪১—৬২ । সেই মহামতি  
সমুদ্রমধ্যে পর্বতচ্ছাদিত থাকিয়া আক্ষিক  
বেলায় ( অহরহঃ কর্তব্য ভোজনাদি সময়ে )  
একাগ্রচিত্তে অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন ।  
প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তোমাকে  
নমস্কার ; হে পুরষোত্তম ! তোমাকে নম-  
স্কার ; হে সর্বলোকাস্বন ! তোমাকে নমস্কার ;  
হে তীক্ষ্ণচক্রিণ ! তোমাকে নমস্কার । গো-  
ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার ;  
জগতের হিতরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার ; গোবিন্দকে  
নমস্কার । বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন  
বিষয়ে বিষ্ণু এবং কল্মাশ্ববিষয়ে রুদ্র ; এই  
ত্রিমূর্ত্তমান তোমাকে নমস্কার । দেব, বন্ধ  
অশ্বর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস,  
মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সরীসৃপ,  
ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ,  
গন্ধ, মন, বুদ্ধি, আস্মা, ( অহঙ্কার ) কাল এবং  
গুণ, হে অচ্যুত ! তুমিই এ সকলের পরম

প্রবৃত্তক নিবৃত্তক কন্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥ ৭০  
সমস্তকৰ্ম্মভোক্তা চ কৰ্ম্মোপকৰণানি চ ।  
ত্বমেব বিষ্টো সৰ্ব্বাণি সৰ্ব্বকৰ্ম্মকলক যঃ ॥ ৭১  
মধ্যস্ত্রে তথ্যশেষভূতেষু ভুবনেষু চ ।  
তবৈব ব্যাপ্তিরৈখ্য-গুণসংহৃতিকা প্রভো ॥ ৭২  
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজিনঃ ।  
হব্যকব্যভুগেকঙ্কং পিতৃদেবস্বরূপম্বক ॥ ৭৩  
রূপং মহং তে স্থিতমত্র বিশ্বং  
ততঃ সৃষ্টিং জগদন্তেদীশ ।  
রূপাণি সৰ্ব্বাণি চ ভূতভেদা-  
স্তেষত্তরাশ্রাধ্যমতীৰ্ণ সৃষ্টিম্ ॥ ৭৪  
তস্মাচ্চ সৃষ্টাদিবিশেষণান-  
মগোচরে যং পরমাস্বরূপম্ ।  
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি  
তস্মৈ নমস্তে পূরুষোত্তমার ॥ ৭৫

• সৰ্ব্বভূতেষু সৰ্ব্বাস্তান্ যা শক্তিরপরা ভব ।  
গুণাশ্রয়া নমস্তস্মৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ॥ ৭৬  
যাতীজগোচরা বাচ্যঃ মনসাকাবিশেষণা ।

অর্থাৎ তত্ত্বকারণ। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি  
সত্য ও অসত্য, বিশ্ব ও অমৃত, তুমি বেদোক্ত  
প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কন্ম। বিষ্ণো! তুমিই সমস্ত  
কন্মের ভোক্তা, কন্মের উপকরণ, সর্ব কন্মের  
যাহা ফল, তাহাও তুমি। হে প্রভো! আমাতে  
অশেষ ভূতে এবং ভুবনে তোমারই ঐশ্বর্যগুণ-  
সূচক বাপ্তি রহিয়াছে। ৬৩—৭২। যোগিগণ  
তোমাকে চিন্তা করেন, যজ্ঞকগণ তোমাকেই  
পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতরূপ ধারণে  
হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাক। হে ঈশ!  
তোমার মহৎরূপ বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড) অত্রস্থিত এই  
জগৎ তদ্রূপেকা সৃষ্টরূপ, তদ্রূপেকা সৃষ্টরূপ  
ভূতভেদ অর্থাৎ জরায়ুজাতি, তাহাদের মধ্যে  
তোমার অতীব সূক্ষ্মরূপ অন্তরাশ্রা এবং তদ-  
রূপেকাও পর, সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অগোচর যে  
কোনও অচিন্ত্য পরমাস্বরূপ আছে, সেই পুরু-  
ষোত্তম তোমাকে নমস্কার। হে উৎপত্তিস্থান!  
সৰ্ব্বাস্তান্! সুরেশ্বর! সৰ্ব্বভূতের মধ্যে তোমার  
যে গুণাশ্রয়ভূতা অপরা অর্থাৎ জড়শক্তি আছে,

জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদা। তাং বন্দে চেষ্বরীং পরাম্ ॥  
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা ।  
ব্যতিরিক্তং ন যন্তাস্তি ব্যতিরিক্তোহখিলস্ত যঃ ॥ ৭৮  
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাস্থানে ।  
নামরূপং ন যন্তেকো যোহস্তিত্ত্বেনোপলভ্যতে ॥ ৭৯  
যন্তাবতাররূপাণি সমর্চন্তি দিবৌকসঃ ।  
অপগুহ্যঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাস্থানে ॥ ৮০  
যোহস্তিত্ত্বেন্নশেষস্য পশুতীশঃ শুভাশুভম্ ।  
তং সৰ্ব্বসাক্ষিণং বিশ্বং নমস্তে পরমেশ্বরম্ ॥ ৮১  
নমোহস্ত বিশ্ববে তস্মৈ যন্তাভিন্নমিদং জগৎ ।  
ধ্যেয়ঃ স জগতামাধ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥ ৮২  
যত্রোত্তমতং প্রোতক বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্ ।  
আধারভূতঃ সৰ্ব্বস্ত স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ৮৩  
নমোহস্ত বিশ্ববে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ ।  
যত্র সৰ্বং যতঃ সৰ্বং যঃ সৰ্বং সৰ্ব্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৮৪

সেই শাশ্বতী প্রকৃতিক নমস্কার। যাহা বাক্য-  
মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি-গুণাদি-  
বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য,  
সেই ঈশ্বরী, পরা অর্থাৎ চিৎশক্তিকে বন্দনা  
করি। যাহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি  
অখিল জগতের ব্যতিরিক্ত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা,  
সেই ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার। যাহার নাম  
রূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্র দ্বারা উপলব্ধ হন,  
সেই মহাস্থাকে নমস্কার। দেবতারাও যাহার  
পরমরূপ দেখিতে না পাইয়া অবতাররূপের  
অর্চনা করেন, সেই মহাস্থাকে নমস্কার। ৭৩—  
৮০। যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে  
থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই  
সর্বসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিশ্বকে নমস্কার  
করি। এই জগৎ যাহা হইতে অভিন্ন, সেই  
বিশ্বকে নমস্কার; সেই জগৎকারণ ধ্যেয় অব্যয়  
আমার প্রতিপ্রসন্ন হউন। অক্ষয়, অব্যয়  
(প্রধানমহাদিরূপ), এই বিশ্ব বাহাতে ওত-  
প্রোত অর্থাৎ (দীর্ঘ-সূত্র ও তির্যক্ সূত্র দ্বারা  
বস্ত্রের দ্বারা গ্রথিত ও অনুসৃত) সকলের আধার-  
ভূত সেই হরি আমার প্রতিপ্রসন্ন হউন।  
যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিশ্বকে

সর্বগদ্বাদনন্তঃ স এবাহমবস্থিতঃ ।  
মন্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতন ॥ ৮৫  
অহমেবাক্ষয়ে নিত্যঃ পরমাত্মাস্বসংশ্রয়ঃ ।  
ব্রহ্মসংজ্ঞোহমমেবাত্রে তথাশ্চে চ পরঃ পূমান্ ॥

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে একোন-  
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

এবং সঙ্কিত্তয়ন্ বিষ্ণুমভেদেনাত্মনো দ্বিজ ।  
তন্ময়ত্বমবাগ্ৰ্যং তন্মেনে চাত্মানমচ্যুতম্ ॥ ১  
বিসম্ভার তথাত্মানং নাশ্রুং কিঞ্চিদজানত ।  
অহমেবাব্যয়োহনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ং ॥ ২  
তস্ত তদ্ভাবনায়োগাং ক্লীপপাপস্ত বৈ ক্রমাং ।  
শুদ্ধেহন্তঃকরণে বিষ্ণুস্তোহী জ্ঞানময়েচ্চ্যুতঃ ॥ ৩

নমস্কার; যিনি সর্ব, তাঁহাকে নমস্কার; বাহাতে  
সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার। অনন্তের  
সর্বব্যাপিত্ব জ্ঞাত তিনিই আমি, আমি হইতে  
সমস্ত উৎপন্ন, আমিও সর্বরূপে বর্তমান এবং  
সনাতনরূপ আমি তাহেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে।  
আমিই সৃষ্টির পূর্বে অক্ষয়, নিত্য ও আত্মসংশ্রয়  
ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম  
পুরুষ। ৮১—৮৬।

প্রথমোহংশে একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

হে দ্বিজ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে  
অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিত্য তন্ময় হইয়া  
হইয়া (প্রহ্লাদ) আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়া-  
ছিলেন। তৎকালে আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া-  
ছিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত অর্থাৎ কিছুই জানিতে  
পারেন নাই এবং আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা  
এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবনা-  
যোগে ক্রমে নিষ্পাপ (সমস্ত কৰ্মবাসনারহিত)

যোগপ্রভাবাৎ প্রহ্লাদে জাতে বিষ্ণুময়েহম্মরে ।

চলাতুরগবন্ধৈস্তৈশ্চৈত্রেয়ৈঃ ক্রটিতং ধৃশাং ॥ ৪

ভ্রান্তগ্রাহগণঃ সৌমির্বিধৌ ক্ষোভং মহার্ণবঃ ।

চচাল চ মহী সর্বা সশৈলবনকাননা ॥ ৫

স চ তং শৈলসম্পাতং দৈতৈর্ন্যাস্তমথোপরি ।

প্রক্ষিপ্য তস্মাৎ সলিলান্নিশ্চক্রাম মহামতিঃ ॥ ৬

দৃষ্ট্বা চ স জগদ্ভূপো গগনাত্যপলক্ষণম্ ।

প্রহ্লাদোহস্মীতি সম্ভার পুনরাশ্বানমাত্মনাম্ ॥ ৭

তুষ্টাব চ পুনর্ধামানাদিৎ পুরুষোত্তমম্ ।

একাগ্রমতিরব্যগ্রো যতবাক্ষায়মানসঃ ॥ ৮

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ শূলস্বাক্ষরাক্ষর ।

ব্যক্তব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন ॥ ৯

হইলে তাঁহার জ্ঞানময় শুদ্ধ অন্তঃকরণে অচ্যুত  
বিষ্ণু স্থিত হইয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! অম্মর  
প্রহ্লাদ যোগপ্রভাবে বিষ্ণুময় হইলে বিচলিত  
অবস্থায় ঐ নাগবন্ধন সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া  
গেল, ভ্রমণশীল গ্রাহগণপূর্ণ ও সতরঙ্গ মহাসমুদ্র  
চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং শৈলকানন সহিত  
সমস্ত বহুক্ষরা কম্পিত হইতে লাগিল। অন-  
ন্তর মহামতিও (প্রহ্লাদ) দৈত্যগণ কর্তৃক  
উপরি নিক্ষিপ্ত ঐ শৈলসমূহ ক্ষেপণ করিয়া  
সেই সলিল হইতে নির্গত হইলেন। তিনি  
পুনর্বার আকাশাদিরূপ জগৎ অবলোকন করিয়া  
পুনর্বার আপনাকে “আমি প্রহ্লাদ” এইরূপ  
বিবেচনা করিলেন এবং বুদ্ধিমান (প্রহ্লাদ)  
একাগ্রমতি, অব্যগ্র এবং কায়মনোবাক্যে সংযত  
হইয়া পুনর্বার অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব  
করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পর-  
মার্থ! (জ্ঞানস্বরূপ!) সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা  
তোমাকে নমস্কার; হে অর্থ! (দৃশ্যরূপ!)  
তোমাকে নমস্কার। হে শূল! (জাগ্রদদৃশ্যরূপ!)  
তোমাকে নমস্কার; হে স্বপ্ন! তোমাকে নম-  
স্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার; হে  
অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত!  
তোমাকে নমস্কার; হে অব্যক্ত! তোমাকে  
নমস্কার। হে কলাতীত! (নিরবয়ব) তোমাকে

গুণাঞ্জন গুণাধার নিৰ্গুণায়ন গুণস্থির ।  
মূর্ত্যমূর্ত্ত মহামূর্ত্তে হৃদ্যমূর্ত্তে ফুটফুট ॥ ১০  
করালসৌম্যরূপায়ন বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত ।  
সদসদ্রূপ সন্তাব সদসন্তাবভাবন ॥ ১১  
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চায়ন নিশ্প্রপঞ্চামলাপ্রিত ।  
একানেক নমস্তভ্যং বাহুদেবাদিকারণ ॥ ১২

যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো

যঃ সর্বভূতো ন চ সর্বভূতঃ ।

নমস্কার ; হে সকল ! ( সাবয়ব ! ) তোমাকে  
নমস্কার । হে ঈশ ! ( নিয়ামক ! ) তোমাকে  
নমস্কার ; হে নিরঞ্জন ! ( নির্লেপ ! ) তোমাকে  
নমস্কার ! হে গুণাঞ্জন ! ( স্বকীয় সন্তা  
প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলের অল্পরঞ্জক ! )  
তোমাকে নমস্কার । হে গুণাধার ! তোমাকে  
নমস্কার । হে নিৰ্গুণায়ন ! তোমাকে নমস্কার ।  
হে গুণস্থির ! তোমাকে নমস্কার । হে মূর্ত্ত !  
তোমাকে নমস্কার ; হে অমূর্ত্ত ! তোমাকে  
নমস্কার ; হে মহামূর্ত্তে ! তোমাকে নমস্কার ;  
হে হৃদ্যমূর্ত্তে ! তোমাকে নমস্কার । হে  
ফুট ! ( ভক্তগুণের নিকট প্রকাশস্বরূপ ! )  
তোমাকে নমস্কার ; হে অফুট ! ( অগ্নের পক্ষে  
অপ্রকাশস্বরূপ ! ) তোমাকে নমস্কার । ১—১০ ।  
হে করালরূপ ! তোমাকে নমস্কার ; হে সৌম্য-  
রূপ ! তোমাকে নমস্কার । হে আত্মস্বরূপ !  
তোমাকে নমস্কার ; হে বিদ্যাবিদ্যালয় ! তোমাকে  
নমস্কার । হে অচ্যুত ! তোমাকে নমস্কার ;  
হে সদসদ্রূপসন্তাব ! ( কার্য্যকারণের উৎপত্তি-  
স্থান ) তোমাকে নমস্কার ; হে সদসদ-  
ভাবভাবন । ( কার্য্যকারণের পালক ! ) তোমাকে  
নমস্কার । হে নিত্যানিত্য প্রপঞ্চায়ন ! তোমাকে  
নমস্কার ; হে নিশ্প্রপঞ্চ ! তোমাকে নমস্কার ।  
হে অমলাপ্রিত ! ( জ্ঞানিগণাপ্রিত ! ) তোমাকে  
নমস্কার । হে এক ! তোমাকে নমস্কার । হে  
অনেক ! তোমাকে নমস্কার । হে বাহুদেব !  
তোমাকে নমস্কার । হে আদিকারণ ! তোমাকে  
নমস্কার ; যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রকট ( প্রকাশিত )  
ও প্রকাশ ( চিত্ত্রপঙ্কহেতু ; যিনি সর্বভূত অথচ

বিশ্বং যতৈশ্চৈতদবিশ্বহেতো-

নমোহস্ত তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৩

তস্ত তচ্চৈতসো দেবঃ স্ততিমিখং প্রকূৰ্ত্ততঃ ।

আবির্কভুব ভগবান পীতাম্বরধরো হরিঃ ॥ ১৪

সসত্তমস্তমালোক্য সমুখায়াকুলাঙ্করম্ ।

নমোহস্ত বিশ্ববেতোতং ব্যাজহারাসকৃদ্বিজ ॥ ১৫

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেব প্রপন্নান্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।

অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়্যচ্যুত ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

কূৰ্ত্তন্তে প্রসন্নোহং তত্তিমব্যভিচারিণী ।

যথাভিলষিতো মন্তঃ প্রহ্লাদ প্রিয়তাং বরঃ ॥ ১৭

প্রহ্লাদ উবাচ ।

নাথ যোনিসহশ্রেয় যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।

তেষু তেষুচ্যুত ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্বয়ি ॥ ১৮

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েধনপায়িনী ।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াম্যাপসর্গতু ॥ ১৯

সর্বভূত নহেন ; যাহা হইতে এই বিশ্ব, কিন্তু  
তিনি বিশ্বের হেতু নহেন ) সেই পুরুষোত্তমকে  
নমস্কার ! পরাশর কহিলেন, তিনি তদাতচিন্তে  
এইরূপ স্তব করিলে, দেব ভগবান পীতাম্বরধারী  
হরি আবির্ভূত হইলেন । হে বিজ্ঞ ! প্রহ্লাদ  
তাঁহাকে অবলোকনমাত্র সসত্তমে উখিত হইয়া  
গঙ্গাদ্বারে “বিশ্বকে নমস্কার,” এই কথা  
বারংবার বলিতে লাগিলেন । প্রহ্লাদ কহি-  
লেন,—দেব ! শরণাগতের দুঃখাহারি-কেশব !  
প্রসন্ন হও, হে অচ্যুত ! পুনশ্চ দর্শন  
দিয়া আমাকে পবিত্র কর । শ্রীভগবান  
কহিলেন, প্রহ্লাদ ! তুমি স্থিরতর ভক্তি  
প্রকাশ করায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হই-  
য়াছি ; আমাব নিকট ইচ্ছামত বর গ্রহণ  
কর । প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নাথ অচ্যুত !  
যে যে সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ)  
করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি  
আমার সর্বদা ঐকান্তিক ভক্তি হয়, অবিবেক  
( আসক্ত ) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন  
অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত

ময়ি ভক্তিস্বাস্ত্যেব ভূয়োহপ্যেবং ভবিষ্যতি ।

বরস্ত মন্তঃ প্রহ্লাদ ত্রিয়তাং যন্তবেদিতঃ ॥ ২০

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ময়ি ধ্বেষানুবন্ধোহভূতং সংস্কৃতাবদ্যতে তব ।

মৎপিতৃস্বংকৃতং পাপং দেবং তস্ম প্রণম্যতু ॥ ২১

শস্ত্রাণি পাতিতান্ধ্রসে ক্ষিপ্তো যচ্চাপ্তিসং হতে ।

দংশিতশ্চারণৈর্দিক্তং যদ্বিষং মম ভোজনে ॥ ২২

বন্ধা সমুদ্রে যৎক্ষিপ্তো যচ্চিত্তোহস্মি শিলোচ্চয়ৈঃ

অগ্নিনি চাপ্যাস্থানি যানি যানি কৃতানি মে ॥ ২৩

ত্বয়ি ভক্তিমতো ধ্বেষাদমং তংসন্তবঞ্চ যং ।

ত্বংপ্রসাদাং প্রভো সদ্যন্তেন মুচ্যোত মে পিতা ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রহ্লাদ সর্বমেতং তে মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি ।

অন্তঞ্চ তে বরং দদ্বি ত্রিয়তামহুরাস্বজ ॥ ২৫

আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপ-  
হত না হউক; অথবা হে লক্ষ্মীপতে!  
তোমার অনুশ্রবণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে  
সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক। শ্রীভগবান  
কহিলেন, প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার  
ভক্তি ত আছেই, পুনঃপুনর্জন্মেও এইরূপ  
থাকিবে; সম্প্রতি যেরূপ অভিলাষ হয়, আমার  
নিকট হইতে বর গ্রহণ কর। ১১—২০।  
প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব! আমি তোমার  
স্বব করিতে উদ্যত হইলে আমার পিতা আমার  
প্রতি ধ্বেষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহার যে  
পাপ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হউক। তাঁহার  
আদেশে আমার যে অগ্ন্যাবাত করা হয়, আমি  
যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্পেরা আমাকে  
দংশন করে, আমার ভোজনে বিষ দেওয়া হয়,  
আমাকে বদ্ধ করিয়া যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ও  
পর্বতসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয় এবং আপনার  
প্রতি ভক্তিমান হইলে স্বেচ্ছা-বশতঃ আমার  
প্রতি অগ্ন্যন্ত যে সকল অসম্ভবহার করা হই-  
য়াছে; প্রভো! আপনার প্রসাদে যেন আমার  
পিতা জহংপন্ন পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হন।  
শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! আমার অনু-  
গ্রহে তোমার এ সকলই সিদ্ধ হইবে। অম্বর-

প্রহ্লাদ উবাচ ।

কৃতকৃত্যোহস্মি ভগবন্ বরণেনেব যং ত্বয়ি ।

ভবিত্বী ত্বংপ্রসাদেন ভক্তিরব্যতিচারিণী ॥ ২৬

ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্ম মুক্তিস্তস্ম করে স্থিতা ।

সমস্তজগতাং মূলে যস্ম ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি ॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ ।

যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমস্মিতম্ ।

তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্বাণং পরমাপ্যসি ॥ ২৮

ইত্যুক্ত্বা তর্কধে বিষ্ণুস্তস্ম মৈত্রেয় পশ্যতঃ ।

স চাপি পুনরাগম্য ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥ ২৯

তং পিতা মুর্দ্ধুপাচার পরিষজ্য চ গীড়িতম্ ।

জীবসীতাহা বংসেতি বাপ্যর্দনয়নো দ্বিজ ॥ ৩০

প্রীতিমাংশচাভবং তস্মিন্ননুতাপী মহাহুরঃ ।

গুরুপিত্রোশ্চকারৈবং শুশ্রমাং সোহপি ধর্ম্যবিং ॥

পিতৃপুপরাতিং নীতে নরসিংহস্বরূপিণা ।

পুত্র! তোমাকে আরও এক বর দিতেছি,  
প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ভগবান!  
এই বরেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি যে, তোমার  
প্রসাদে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি  
হইবে। ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি?  
তুমি সমস্ত জগতের মূল, তোমার প্রতি যাহার  
স্থির ভক্তি থাকে, মুক্তি তাহার করস্থিত।  
শ্রীভগবান্ কহিলেন, তোমার অন্তঃকরণ  
আমার প্রতি যেরূপ নিশ্চল ও ভক্তিসমস্মিত  
হইয়াছে, তাহাতে আমার অনুগ্রহে তুমি পরম  
নির্বাণ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে। পরাশর কহি-  
লেন, মৈত্রেয়! বিষ্ণু ইহা বলিয়া তাঁহার  
সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং তিনিও পুন-  
রায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন।  
হে দ্বিজ! পিতা সেই গীড়িত পুত্রকে মস্তকে  
আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন পূর্বক বাপ্যকুললোচন  
হইয়া বলিল, বংস! তুমি জীবিত  
আছ? ২১—৩০। মহাহুর তাঁহার প্রতি  
প্রীতিমান হইল এবং আপনার অবস্থা-বহার  
মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই  
ধর্মজ্ঞ প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার শুশ্রুষা  
করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর

বিমুখা সোহপি দৈত্যানাং মৈত্রেয়াভূতপতিস্ততঃ ॥  
ততো রাজ্যহুতিং প্রাপ্য কশ্মণ্ডিকরীং দ্বিজ ।  
পুত্রপৌত্রাংশ্চ সুবহ্নবাপ্যৈশ্বৰ্য্যমেব চ ॥ ৩৩  
ক্লীর্ণাধিকারঃ স যদা পৃণ্যপাপবিষজ্জিতঃ ।  
তদানেন ভগবদ্ব্যনান্ পরং নির্বাণমাপ্তবান্ ॥ ৩৪  
এবংপ্রভাবো দৈত্যাহসৌ মৈত্রেয়াসীমহামতিঃ ।  
প্রহ্লাদো ভগবন্ত্তো যং ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥ ৩৫  
যজ্ঞেতচ্চরিতং তস্মৈ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ।  
শৃণোতি তস্মৈ পাপানি সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৬  
অহোরাত্রকৃতং পাপং প্রহ্লাদচরিতং নরঃ ।  
শৃণু পঠংশ্চ মৈত্রেয় ব্যাপোহতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭  
পৌর্ণমাস্তামাবস্ত্রামষ্টম্যামথবা পঠন্ ।  
দ্বাদশাং বা তদাপ্নোতি গোপ্রদানফলং দ্বিজ ॥ ৩৮  
প্রহ্লাদং সকলাপংস্থ যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ ।  
তথা রক্ষতি যন্তস্মৈ শৃণোতি চরিতং সদা ॥ ৩৯  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে  
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বিষ্ণু নৃসিংহস্বরূপ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট  
করিলে প্রহ্লাদও দৈত্যাদিগের অধিপতি হইয়া-  
ছিলেন । অনন্তর কশ্মণ্ডিকরী ( ভোগ দ্বারা  
প্রারদ্ধকশ্মক্ষয়কারিণী ) রাজলক্ষ্মী, ঐশ্বৰ্য্য এবং  
বহু পুত্র পৌত্রাদি ভোগ করিয়া যখন তিনি  
ক্লীর্ণাধিকার ( ক্লীর্ণ-আরদ্ধ-কশ্ম ) এবং পুণ্য-  
পাপবিষজ্জিত হইলেন, তখন ভগবদ্ব্যন জন্ম  
পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হন । হে মৈত্রেয় ! তুমি  
যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই  
ভগবন্ত্ত মহামতি দৈত্য প্রহ্লাদ এইরূপ  
প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন । যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা  
প্রহ্লাদের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত  
পাপ সদ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । মৈত্রেয় !  
মনুষ্য, প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়া  
অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন,  
সংশয় নাই । হে দ্বিজ ! পৌর্ণমাসী, অমাবস্তা,  
অষ্টমী কিংবা দ্বাদশীতে পাঠ করিয়া গোপ্রদা-  
নের ফল প্রাপ্ত হন । হরি প্রহ্লাদকে যেমন  
সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সর্বদা

## একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

সংহ্লাদপুত্র আয়ুস্থান্ শিবির্বাঞ্চল এব চ ।  
বিরোচনস্ত প্রাহ্লাদির্কর্ষজ্জিহ্নে বিরোচনাং ॥ ১  
বলেঃ পুত্রেশতস্রাসীদ বাণজ্যোষ্ঠং মহামুনে ।  
হিরণ্যাক্ষহুতাশাসন সর্ব এব মহাবলঃ ॥ ২  
উংকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসত্তাপনস্তথা ।  
মহানাতো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ ॥ ৩  
অভবদনুপুত্রাংশ্চ বিমূর্ছা শঙ্করস্তথা ।  
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ শবরস্তথা ॥ ৪  
একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ ।  
স্বর্ভানুরূষপর্বা চ পুলোমা চ মহাবলঃ ॥ ৫  
এতে দনোঃ সূতাঃ খ্যাতা বিপ্রচিহ্নিঃ বীৰ্য্যবান্ ।  
স্বর্ভানোস্ত প্রভা কচ্ছা শম্বিষ্ঠা বার্ষপর্কণী ॥ ৬  
উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকচ্ছকাঃ ।  
বৈশ্বানরহুতে চোতে পুলোমা কালকা তথা ॥ ৭

তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকেও সেই-  
রূপ রক্ষা করেন । ৩১—৩৯ ।

প্রথমাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

## একবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, সংহ্লাদের পুত্র আয়ুস্থান,  
শিবি ও বাঞ্চল । প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ।  
বিরোচন হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন । মহা-  
মুনে ! বলির একশত পুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যোষ্ঠ ।  
উংকুর, শকুনি, ভূতসত্তাপন, মহানাত, মহাবাহু  
এবং কালনাভ নামে হিরণ্যাক্ষের যে সকল পুত্র  
হয়, ইহারা সকলেই মহাবল । দনুরও অনেক-  
গুলি পুত্র হয় ; বিমূর্ছা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কু-  
শিরা, কপিল, শবর, একচক্র, মহাবাহু, তারক,  
মহাবল, স্বর্ভানু, রুষপর্বা, মহাবল পুলোমা ও  
বীৰ্য্যবান্ বিপ্রচিহ্নি, ইহারা দনুর পুত্র বলিয়া  
খ্যাত । স্বর্ভানুর কচ্ছা প্রভা এবং রুষপর্বার  
কচ্ছা শম্বিষ্ঠা, উপদানবী ও হয়শিরা ; ইহারা  
পরম রূপবতী বলিয়া খ্যাত । বৈশ্বানরের দুই

উভে হুতে মহাভাগে মারীচেন্ত পরিগ্রহঃ ।  
 তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি যষ্টিদানবসন্তমাঃ ॥ ৮  
 পৌলোমা কালকেশ্যাং মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ ।  
 ততোহপরে মহাবীৰ্য্য দারুণাস্ত্রতিনির্ঘাঃ ॥ ৯  
 সিংহিকায়ামথোংপন্ন বিপ্রচিন্তেঃ সূতাস্তথা ।  
 ব্যংশঃ শল্যাং বলবান্ নভঃৈব মহাবলঃ ॥ ১০  
 বাতাপিন্মুচিঃৈব ইন্দ্ৰলঃ স্বমস্তথা ।  
 অঙ্গকো নরকঃৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥ ১১  
 স্বৰ্ভানুঃ মহাবীৰ্য্যঃৈবক্রয়োধী মহাবলঃ ।  
 এতে তে দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবৰ্দ্ধনাঃ ॥ ১২  
 এতেষাং পুত্রপৌত্রাঃ শতশোহংগ সহস্রশঃ ।  
 প্রহ্লাদস্ত তু দৈত্যস্ত নিবাতকবচাঃ কুলে ॥ ১৩  
 সমুংপন্নঃ সুমহতা তপসা ভাবিতাত্মনঃ ।  
 ষট্ সূতাঃ সুমহাসহস্রাত্মায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৪  
 শুকী শ্ৰেনী চ ভাসী চ সূগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা ।  
 শুকী শুকানজনয়ত্লুকী প্রতুলুকান ॥ ১৫  
 শ্ৰেনী শ্ৰেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংৈব গৃধ্রাপি

কণ্ঠা; পুলোমা ও কালকা। মহাভাগা এই  
 উভয় কণ্ঠা, মারীচ অর্থাৎ কণ্ঠপের ভাষা;  
 তাঁহাদের গর্ভে যষ্টিসহস্র সন্তান জন্মে । ১—৮ ।  
 মারীচের এই সকল দানবশ্রেষ্ঠ পুত্রেরা  
 পৌলোম ও কালকেশ্য নামে প্রসিদ্ধ । অনন্তর  
 তন্নিম্ন, বিপ্রচিন্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে মহা-  
 বীৰ্য্য দারুণ ও অতিনির্ঘাণ কতকগুলি পুত্র উৎ-  
 পন্ন হয়; তাহাদের নাম—ব্যংশ, শল্যা, বলবান্,  
 নভঃ, মহাবল বাতাপি, নমুচি, ইন্দ্ৰল, স্বম্,ম,  
 অঙ্গক, নরক, কালনাভ, মহাবীৰ্য্য স্বৰ্ভানু ও  
 মহাবল চক্রয়োধী । সেই এই দানবশ্রেষ্ঠ  
 সকল দনু-বংশবিবৰ্দ্ধকারী । ইহাদের শত  
 সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্মে । সুমহং তপস্তা  
 দ্বারা ভাবিতাত্মা ( আত্মজ্ঞান-সুস্পন্ন ) দৈত্য  
 প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচগণ সমুৎপন্ন হয় ।  
 তাম্রার শুকী, শ্ৰেনী, ভাসী, সূগ্রীবী, শুচি ও  
 গৃধ্রী নামে সুমহাপ্রভাবা ছয় কণ্ঠা জন্মে ।  
 তন্মধ্যে শুকী, শুক ও কাকদিগকে প্রসব করে ।  
 ৯—১৫ । শ্ৰেনী শ্ৰেন সকলকে, ভাসী ভাস-

ওচ্যোদকান্ পক্ষিগণান্ সূগ্রীবী তু ব্যজায়ত ॥ ১৬  
 অশ্বানুষ্ঠান্ গর্দভাংৈব তাম্রাবংশঃ প্রকীর্তিতঃ ।  
 বিনতায়ান্ত পুত্রৌ ধৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ ॥  
 সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠৌ দারুণঃ পন্নগাশনঃ ।  
 সুরসায়ং সহস্রস্ত সর্পাণামমিতোজসাম্ ॥ ১৮  
 অনেকশিরসাং ব্রহ্মন্ খেচরাণাং মহাত্মনাম্  
 কাপ্তবেয়াস্ত বলিনঃ সহস্রমমিতোজসঃ ॥ ১৯  
 সুপর্ণবংশগা ব্রহ্মন্ জঙ্ঘিরে নৈকমস্তকাঃ ।  
 তেষাং প্রধানভূতান্ত শেবাস্থকিতক্ষকাঃ ॥ ২০  
 শঙ্খঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কমলাশ্বতরৌ তথা ।  
 এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটিকধনঞ্জরৌ ॥ ২১  
 এতে চাত্রে চ বহবো দম্ভশূকা বিবোধবাঃ ।  
 গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তস্তাঃ সর্বৈ চ দংশ্টিণঃ ॥  
 স্থলজাঃ পক্ষিণোহস্তাঃৈব দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ ।  
 ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংৈব মহাবলান্ ।  
 গাস্ত বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা ॥ ২৩  
 ইরা বৃক্ষলতাবল্লীভূণজাতীংৈব সর্পশঃ ।

গণকে, গৃধ্রী গৃধ্রসমূহকে, শুচি জলচর পক্ষী-  
 দিগকে এবং সূগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দভগণকে  
 প্রসব করে । তাম্রার বংশ কথিত হইল । বিন-  
 তার বিখ্যাত দুই পুত্র; গরুড় ও অরুণ । সুপর্ণ  
 ( গরুড় ) পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ, দারুণ ও সর্প-  
 ভোজী । হে ব্রহ্মন্ ! সুরসার গর্ভে অমিত-  
 তেজস্বী বহুমস্তকবিশিষ্ট খেচর ও মুহাপ্রভাব-  
 শালী সহস্র সর্পের জন্ম হয় । ক্রুর গর্ভেও  
 বলবান্ অমিত-তেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয় ।  
 হে ব্রহ্মন্ ! ইহারাও অনেক মস্তকবিশিষ্ট ও  
 গরুড়ের বলীভূত । তাহাদের মধ্যে শেষ, বাস্থকি,  
 তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কমল, অশ্বতর,  
 এলাপত্র, নাগ, কর্কোটিক ও ধনঞ্জয় এই সকল  
 এবং অগ্ৰান্ত বহুসংখ্যক উৎকটবিষাক্ত, দংশন-  
 নীল সর্পেরাই প্রধান । ক্রোধবশার বংশীয়-  
 দিগের নাম “ক্রোধবশ” জানিবে । সকলেই  
 দংশ্যামুত; দারুণ ও মাংসালী স্থলজ এবং জলজ  
 পক্ষিগণও তাহা হইতে উৎপন্ন জানিবে ।  
 ক্রোধা, মহাবল পিশাচদিগকেও প্রসব করে ।  
 সুরভি, গো-মহিষ সকলকে প্রসব করেন । ইরা

খস। তু বন্ধরক্ষাংসি মুনিরপসসত্ত্বা ॥ ২৪  
 অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্বান্ সমজীজনং ।  
 এতে কণ্ঠপাদায়াঃ কীর্তিতাঃ স্বর্গলক্ষমাঃ ॥ ২৫  
 জ্যেষ্ঠা পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহত্বে সহস্রশঃ ।  
 এষ মনস্তরে সর্গো ব্রহ্মন্ স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥ ২৬  
 বৈবস্বতে চ মহতি বারুণে বিভতে ত্রুতৌ ।  
 জুহ্বানস্ত ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥ ২৭  
 পূর্বে যত্র তু সপ্তর্ষীন্ উৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্ ।  
 পুত্রৈশ্চ কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ২৮  
 গন্ধর্বভোগিদেবানাং দানবানাঞ্চ সন্তম ।  
 দিতিক্রিনষ্টপুত্রা বৈ ভোষয়ামাস কণ্ঠপম্ ॥ ২৯  
 তয়া চারাবিভঃ সম্যক্ কণ্ঠপস্তপতাং বরঃ ।  
 বরেণ চন্দ্রয়ামাস সা চ বত্রে ততো বরম্ ॥ ৩০  
 পুত্রমিশ্রবধার্থায় সমর্থব্রহ্মিতৌজসম্ ।  
 ন চ তশ্চে বরং প্রাদাদ্ভার্যায়ৈ মুনিসন্তম ॥ ৩১  
 দক্ষা চ বরমভ্যাগ্ৰং কণ্ঠপস্তামুবাচ হ ।

বৃক্ষ, লতা, বন্থী ও সমস্ত তৃণজাতিকে, খস।  
 বন্ধরক্ষাদিগকে, মুনি অপ্সরোগণকে এবং  
 অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্বগণকে প্রসব করেন।  
 এই স্বাবর জন্ম সকলেই কণ্ঠপের বংশ বলিয়া  
 কীর্তিত হইয়া থাকে। ১৬—২৫। তাহাদের  
 মত সহস্র পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্ !  
 স্বারোচিষ মনস্তরে এইরূপ সৃষ্টি কথিত হয়।  
 বৈবস্বত মনস্তরে বারুণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে  
 ব্রহ্মা তাহার হোম কার্য্য করিয়াছিলেন, এই  
 সময় তাঁহার যেরূপ প্রজাসৃষ্টি হয়, বলিতেছি।  
 পিতামহ পূর্বে যে সপ্ত ঋষিকে মন হইতে  
 উৎপাদন করেন, এক্ষণে ঐ মানস পুত্রদিগকে  
 স্বয়ং পুত্র\* কল্পনা করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ !  
 গন্ধর্ব, সর্প, দেব ও দানবদিগের বিবাদে অনেক  
 মতান কিষ্ট হইলে দিতি কণ্ঠপের আরাধনা  
 করিতে লাগিলেন। দিতিকর্তৃক সম্পূর্ণ আরা-  
 ধিত হইয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ কণ্ঠপ তাঁহাকে বর-  
 গ্রহণে প্রলোভিত করিলেন এবং তিনিও ইন্দ্রকে  
 বধ করিতে পারে, এমন একটী পুত্র প্রার্থনা  
 করিলেন। হে মুনিসন্তম ! কণ্ঠপও সেই  
 ভাৰ্য্যাকে বর দিলেন এবং অতি উগ্রবর দান

শক্রং পুত্রো নিহন্তা তে যদি গর্ভং শরচ্ছতম্ ॥৩২  
 সমাহিতাতিপ্রয়তা শুচিনী ধারয়িষ্যসি ।  
 ইত্যেবমুক্তা তাং দেবীং সঙ্গতঃ কণ্ঠপো মুনিঃ ॥  
 দধার সা চ তং গর্ভং সম্যক্ শৌচসমম্বিতা ।  
 গর্ভমাস্রবধার্থায় জ্ঞাত্বা তং মন্বনাপি ॥ ৩৪  
 শুশ্রুযুস্তামথাগচ্ছদ্ বিনয়াদমরাধিপঃ ।  
 তস্মাৎশ্চোভন্তরং প্রেপ্সু রুতিষ্ঠং পাকশাসনঃ ॥  
 উনে বর্ষশতে চাত্তা দদর্শান্তরমাস্রনা ।  
 অরুস্তা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশং ॥৩৬  
 নিদ্রাকাহারয়ামাস তস্তাঃ কুক্ষিং প্রবিষ্টা সঃ ।  
 বজ্রপানিষ্মহাগর্ভং চিচ্ছেদাথ স সপ্তধা ॥ ৩৭  
 স পাটামানো বজ্রেণ প্ররুরোদাতিনারুণম্ ।  
 মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরভাষত ॥ ৩৮

করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “যদি শ্রীবিষ্ণুখ্যান-  
 পরায়ণা অতি পবিত্রা ও শৌচবতী\* হইয়া  
 তুমি শত বৎসর গর্ভধারণ করিতে পার, তাহা  
 হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিবে।”  
 কণ্ঠপ মুনি ইহা বলিয়া সেই দেবীর সহিত  
 সঙ্গত হইলেন। তিনিও শৌচসমম্বিতা হইয়া  
 সেই গর্ভধারণ করিলেন। অমরাধিপতি ইন্দ্র  
 সেই গর্ভকে আপনার বধের কারণ জানিয়াও  
 বিনীত ও শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া দিতির নিকট  
 আগমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তরপ্রেপ্স  
 (শৌচাদিশুশ্রূ-কালদর্শনেচ্ছা অর্থাৎ ছিদ্রাবেষণ-  
 তংপর) হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।  
 ২৬—৩৫। নবনবতি বৎসর পূর্ণ হইলে পর  
 তিনি দিতির এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে,  
 দিতি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শয়ন করিলেন ;  
 নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র বজ্রগ্রহণপূর্বক তাঁহার  
 উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাগর্ভকে সপ্তধা ছেদন  
 করিলেন। সেই গর্ভ বজ্র দ্বারা ছিদ্রমান হইয়া

\* শৌচাদি নিয়ম যথা,—“সম্যায়োর্ণেব  
 ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি। ন ন্নাতব্যং ন  
 ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্বদা। বর্জয়েৎ কলহং  
 লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ। ন মুক্তকেশী  
 তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্তাং কদাচন ॥” ।



সোহভবং সপ্তধা গৰ্ভস্তমিল্লঃ কুপিতঃ পুনঃ ।  
 একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রগারিবিদারিণা ॥ ৩৯  
 মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুরভিবেগিনঃ ।  
 যদুক্তং বৈ মম্ববতা তেনৈব মরুতোহভবন ।  
 দেবা একোনপঞ্চাশং সাহায়া বজ্রপানিনঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে  
 একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যদাভিষিক্তঃ স পৃথুঃ পূৰ্ব্বং রাজ্যে মহাবিভিঃ ।  
 ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোকপিতামহঃ ॥ ১  
 নক্ষত্রগ্রহবিপ্রাণাং বীৰুধ্যাকাপ্যশেষতঃ ।  
 সমং রাজ্যোহদধাদ্রক্ষা যজ্ঞানাং তপসামপি ॥ ২  
 রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং রাজ্যে জলানাং বরুণং তথা ।

অতি দারুণ শব্দে রোদন করিতে লাগিল ।  
 শক্র ( ইন্দ্র ) তাহাকে “রোদন করিও না” এই  
 কথা ষারংবার বলিলেন । সেই গৰ্ভ সপ্ত খণ্ড  
 হইল, ইন্দ্র কুপিত হইয়া শত্রুবিদারণ বজ্র  
 দ্বারা সেই এক এক খণ্ডকে পুনর্বার সপ্ত  
 খণ্ড করিলেন । তাঁহারা মরুৎনামে অভিগেবান  
 দেবগণ হইলেন । ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন,  
 “মারোদীঃ” অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহা-  
 তেই তাঁহারা মরুৎনামে অভিহিত হইলেন, এই  
 একোনপঞ্চাশং দেব. বজ্রপানি অর্থাৎ ইন্দ্রের  
 সাহায্য । ৩৬—৪০ ।

প্রথমাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়\* ।

পূর্বকালে মহাবিগণ পৃথকে রাজ্যে অভি-  
 ষিক্ত করেন, তদনন্তর লোকপিতামহ ( ব্রহ্মা )  
 ক্রমে ক্রমে (সকলকে) রাজ্যদান করিয়াছিলেন ।  
 ব্রহ্মা, চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ, বিপ্র, নানাবিধ  
 লতা, যজ্ঞ এবং তপস্কার রাজ্যে স্থাপিত করি-

আদিত্যানাং পতিং বিষ্ণুং বহ্ন্যনামথ পাবকম্ ॥ ৩  
 প্রজাপতীনাং দক্ষস্ত বাসবং মরুতামপি ।  
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমধিপং দদৌ ॥ ৪  
 পিতৃণাং ধর্মরাজং তং যমং রাজ্যোহভ্যবেচয়ং ।  
 ঐরাবতং গজেন্দ্রাণামশেষাণাং পতিং দদৌ ॥  
 পতত্রিণাঞ্চ গরুড়ং দেবানামপি বাসবম্ ।  
 উচ্চৈঃশ্রবসমস্থানাং বৃষভস্ত গবামপি ॥ ৬  
 শেষস্ত নাগরাজানং মৃগাণাং সিংহমীশ্বরম্ ।  
 বনস্পতীনাং রাজানং প্রক্ষমেবাভ্যবেচয়ং ॥ ৭  
 এবং বিভজ্য রাজ্যানি দিশাং পালাননন্তরম্ ।  
 প্রজাপতিপতিব্রহ্মা স্থাপয়ামাস সর্বতঃ ॥ ৮  
 পূর্বম্ভ্যাং দিশি রাজানং বৈরাজস্ত প্রজাপতেঃ ।  
 দিশঃ পালং সুধরানং সূতং বৈ সোহভ্যবেচয়ং ॥ ৯  
 দক্ষিণম্ভ্যাং দিশি তথা কর্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।  
 পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোহভ্যবেচয়ং ॥ ১০  
 পশ্চিমম্ভ্যাং দিশি তথা রজসং পুত্রমচ্যুতম্ ।  
 কেতুমন্তং মহাস্থানং রাজানমভিষিক্তবান ॥ ১১

লেন । অনন্তর কুবেরকে রাজাদিগের, বরুণকে  
 জলের, বিষ্ণুকে আদিভাগ্যের ও পাবককে বহু-  
 গণের রাজ্যে পতি করিলেন । দক্ষকে প্রজা-  
 পতিগণের, ইন্দ্রকে মরুদগণের, প্রহ্লাদকে  
 দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন ।  
 ধর্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত  
 করিলেন, ঐরাবতকে অসংখ্য গজেন্দ্রের আধি-  
 পত্য দিলেন । গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃ-  
 শ্রবকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের, শেষকে  
 নাগগণের, সিংহকে মৃগগণের, প্রক্ষকে বনস্পতি  
 ( বৃক্ষ ) গণের এবং ইন্দ্রকে দেবগণেরও রাজা  
 করিলেন । প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য  
 সকল বিভাগ করিয়া অনন্তর দিক্‌পালগণকে  
 সর্বদিকে স্থাপিত করিলেন । তিনি বৈরাজ  
 প্রজাপতির পুত্র সুধরাকে পূর্বদিকে দিক্-  
 পাল নিযুক্ত করিলেন । কর্দম প্রজাপতির  
 পুত্র শঙ্খপদ রাজাকে দক্ষিণদিকে অভিষিক্ত  
 করিলেন । ১—১০ । রজের পুত্র অক্ষয়  
 মহাস্থা কেতুমান রাজাকে পশ্চিমদিকে

তথা হিরণ্যরোমাং পর্জন্ত প্রজাপতেঃ ।  
উদ্যোচ্য দিশি হৃদ্বং রাজানমভ্যবেচং ॥ ১২  
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্গা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।  
যথা প্রদেশমদ্যাপি ধর্মতঃ পরিপাল্যতে ॥ ১৩  
এতে সর্কে প্রবৃত্তস্ত স্থিতৌ বিধেঃস্বহাস্থনঃ ।  
বিভূতিভূত রাজানো যে চাত্রে মুনিসত্তম ॥ ১৪  
যে ভবিষ্যন্তি যে ভূতঃ সর্কে ভূতেশ্বর দ্বিজ ।  
তে সর্কে সর্বভূতস্ত বিধেঃস্বং দ্বিজোত্তম ॥ ১৫  
যে তু দেবাধিপত্যে যে চ দৈত্যাধিপাস্থত্বা ।  
দানবানাক য়ে নাথ্যে য়ে নাথ্যে পিশিতাশিনাম্ ॥ ১৬  
পশুনাং য়ে চ পতয়ঃ পতয়ো য়ে চ পক্ষিণাম্ ।  
মহুয্যাণাক সর্গাণাং নাগানাঞ্চাধিপাশ্চ য়ে ॥ ১৭  
বৃক্ষাণাং পর্কতানাঞ্চ গ্রাহাণাঞ্চাপি য়েহধিপাঃ ।  
অতীতা বর্তমানাশ্চ য়ে ভবিষ্যন্তি চাপরৈঃ ॥ ১৮  
য়ে সর্কে সর্বভূতস্ত বিধেঃস্বং সমুত্তমাঃ ।  
ন হি পালনসামর্থ্যমুতে সর্কেস্বং হরিম্ ॥ ১৯  
স্থিতৌ স্থিতং মহাপ্রাজ্ঞ ভবতাগ্নস্ত কণ্ঠচিৎ ॥ ২০  
স্বজ্যেতোষ জগৎসৃষ্টৌ স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ ।

স্থাপন করিলেন এবং পর্জন্ত প্রজাপতির  
পুত্র হৃদ্বং রাজা হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকে  
অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি এই  
সপ্তদ্বীপা সপত্তনা সমস্ত পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে  
(পূর্ববিভাগসুসারে) ধর্মতঃ পরিপালন করিতে  
ছেন। হে মুনিসত্তম! ইহারা এবং অস্ত্র  
যে সকল রাজা আছেন, সকলেই পালন-  
কার্যে প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর বিভূতি-স্বরূপ।  
হে দ্বিজোত্তম! যে সকল ভূতেশ্বর (অধিপতি)  
হইলেন এবং যাহারা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে  
সর্বভূত বিষ্ণুর অংশ। যাহারা দৈত্যাধিপতি,  
যাহারা দানব ও বৃক্ষাদিগের নাথ, যাহারা পশু  
ও পক্ষিগণের পতি, যাহারা মহুয্য, নাগ বা সর্প-  
গণের অধিপতি, যাহারা বৃক্ষ, পর্কত ও গ্রহ-  
গণের অধিপ, যাহারা অতীত হইয়াছেন, যাহারা  
বর্তমান এবং যাহারা ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা  
সকলেই সর্বভূত বিষ্ণুর অংশসমুত্ত। হে মহা-  
প্রাজ্ঞ! পালন কার্যে প্রবৃত্ত সর্কেস্বং হরি  
উত্তিরেকে অস্ত্র কাহারও পালনসামর্থ্য

হস্তি চেবাস্তকচ্চে চ রজঃসম্বাদিসংশ্রয়ঃ ॥ ২১  
চতুর্কর্তাগঃ সংসৃষ্টৌ চতুর্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ ।  
প্রলয়করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনাধিনঃ ॥ ২২  
একোংশেন ব্রহ্মাসৌ ভবতাব্যক্তমুত্তিমান্ ।  
মরীচিমিগ্রাঃ পতয়ঃ প্রজানামন্তাগতঃ ॥ ২৩  
কালস্তৃতীয়স্ত্র্যাংশঃ সর্বভূতানি চাপরঃ ।  
ইখং চতুর্ধা সংসৃষ্টৌ বর্ততেহসৌ রজোপ্তগঃ ॥ ২৪  
একোংশেন স্থিতৌ বিষ্ণুঃ কারোতি প্রতিপালনম্ ।  
মহাদি রূপচাত্রেণ কালরূপোহপরেণ চ ॥ ২৫  
সর্বভূতেশ্চ চাত্রেণ সংস্থিতঃ কুরুতে রজিম্ ।  
সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৬  
আশ্রিত্য তমসৌ রুত্তিমন্তকালে তথা পুনঃ ।  
রুদ্রস্বরূপো ভগবানেকোংশেন ভবতাজঃ ॥ ২৭  
অগ্ন্যস্তকাদিক্রূপেণ ভাগেনাত্রেণ বর্ততে ।  
কালস্বরূপো ভাগোহস্তঃ সর্বভূতানি চাপরঃ ॥ ২৮  
বিনাশঃ ক্রুরতস্তস্ত্র চতুর্দৈবং মহাস্থনঃ ।  
বিভাগকল্পনা ব্রহ্মণ কথ্যতে সার্ককালিকী ॥ ২৯

নাই। ১১—২০। রজঃসম্বাদিগুণসংশ্রয় এই  
সনাতন, সৃষ্টিবিষয়ে স্বজন, স্থিতিবিষয়ে পালন  
এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন।  
জনাধিন সংসৃষ্টিবিষয়ে চতুর্কর্তাগ, পালন-  
বিষয়ে চতুর্ধা সংস্থিত এবং অন্তেও চতুর্ভেদ  
হইয়া প্রলয় করেন। এই অব্যক্ত মুত্তিমান্  
এক অংশ দ্বারা ব্রহ্মা, অন্ত্রভাগে মরীচিপ্রধান  
প্রজাপতি হন, তাঁহার তৃতীয় অংশ কাল এবং  
অপর অংশ সর্বভূত। এই রজোপ্তগাস্বক  
বিষ্ণু সংসৃষ্টিবিষয়ে এইরূপ চতুঃপ্রকারে বর্তমান  
থাকেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু, স্থিতিবিষয়ে সত্ত্ব-  
গুণ সমাশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা প্রতিপালন  
করেন, অস্ত্র অংশে মহাদি রূপ, অপর অংশে  
কালরূপ এবং অস্ত্র অংশে সর্বভূতে সংস্থিত  
হইয়া ক্রীড়া করেন এবং ভগবান্ অজ (বিষ্ণু)  
অন্তকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এক  
অংশ দ্বারা রুদ্ররূপ হন, অস্ত্র ভাগ দ্বারা অগ্নি-  
অস্ত্রকাদিক্রূপে বর্তমান থাকেন, অস্ত্র ভাগ কাল-  
স্বরূপ এবং অপর অংশ সর্বভূত। হে ব্রহ্মণ!  
বিনাশকারী সেই মহাত্মার এইরূপ সার্ক-

ব্রহ্মা দক্ষাদয়ঃ কালস্তথৈবাখিলজন্তবঃ ।  
 বিভূতয়া হরেরেতা জগতঃ সৃষ্টিহেতবঃ ॥ ৩০  
 বিষ্ণুম্বাদয়ঃ কালঃ সর্বভূতানি চ দ্বিজ ।  
 স্থিতেনিমিত্তভূতস্ত বিষ্ণোরেতা বিভূতয়ঃ ॥ ৩১  
 রুদ্রকালান্ত্যকাদ্যাংচ সমস্তাষ্টৈব জন্তবঃ ।  
 চতুর্জা প্রলয়ায়ৈতা জনার্দনবিভূতয়ঃ ॥ ৩২  
 জগদাদৌ তথা মধ্যে সৃষ্টিরাপ্রলয়াদ্ দ্বিজ ।  
 ধাত্রা মরীচিমিষ্টৈশ্চ ক্রিয়তে জন্তভিস্তথা ॥ ৩৩  
 ব্রহ্মা স্বজ্যাদিকালে মরীচিপ্রমুখান্ততঃ ।  
 উৎপাদয়ন্ত্যপজানি জন্তবশ্চ প্রতিক্ষণম্ ॥ ৩৪  
 কালেন ন বিনা ব্রহ্মা সৃষ্টিনিষ্পাদকৌ দ্বিজ ।  
 ন প্রজাপত্যঃ সর্বৈ নৈচৈবাখিলজন্তবঃ ॥ ৩৫  
 এবমেব বিভাগোহয়ং স্থিতাব্যুপপদ্যতে ।  
 চতুর্জা দেবদেবস্ত মৈত্রেয় প্রলয়ে তথা ॥ ৩৬  
 যৎকিঞ্চিৎ স্বজ্যতে যেন সত্যজাতেন বৈ দ্বিজ ।  
 তস্ত স্বজ্যস্ত সংভূতো তৎসর্বং বৈ হরেন্তনুঃ ॥ ৩৭  
 হস্তি বা যৎ কৃচ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্বাবরজঙ্গমম্ ।

কালিকী ( সর্বকালগতা ) চতুর্ভা বিভাগকল্পনা  
 কথিত হয়। ব্রহ্মা, দক্ষাদি, কাল এবং  
 অখিল জন্ত, হরির এই সকল বিভূতি জগতের  
 সৃষ্টির হেতু। ২১—৩০। হে দ্বিজ! বিষ্ণু  
 ম্বাদি, কাল এবং সর্বভূত, স্থিতির নিমিত্ত-  
 ভূত বিষ্ণুর এই সকল বিভূতি। রুদ্র, কাল,  
 অন্ত্যাদি এবং সমস্ত জন্ত জনার্দনের এই  
 চতুঃপ্রকার বিভূতি প্রলয়ের নিমিত্ত হন। হে  
 দ্বিজ! জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রহ্মা ও  
 মরীচিপ্রধান জন্তগণ প্রলয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া  
 থাকেন। আদিকালে ব্রহ্মা স্বজন করেন,  
 তদনন্তর মরীচিপ্রেষ্ট জন্তগণ প্রতিক্ষণ অপত্য  
 উৎপাদন করেন। হে দ্বিজ! ব্রহ্মা, প্রজা-  
 পতিগণ এবং অখিল জন্ত, সকলেই কাল  
 ব্যতিরেকে সৃষ্টি-নিষ্পাদক হইতে পারেন না।  
 হে মৈত্রেয়! পালন বিষয়েও দেবদেবের এই-  
 রূপ চতুর্ভা বিভাগ উপদিষ্ট ( কথিত ) হয় এবং  
 প্রলয়েও সেইরূপ। হে দ্বিজ! যে কোন  
 প্রাণী দ্বারা যাহা কিছু সৃষ্ট হয়, সেই স্বজ্য  
 বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে তৎসমস্তই হরিরই তনু,

জনার্দনস্ত তদ্ রোজং মৈত্রেয়াস্তকরণং বপুঃ ॥ ৩৮  
 এবমেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা ভর্থেব চ ।  
 জগদ্ভক্ষয়িতা চেশঃ সমস্তস্ত জনার্দনঃ ॥ ৩৯  
 সর্গস্থিতান্ত্যকালেমু ত্রিধৈবং সংপ্রবর্ততে ।  
 গুণপ্রবৃত্ত্যা পরমং পদং তস্তাগুণং মহৎ ॥ ৪০  
 তত্ত্বজ্ঞানময়ং বাপি স্বসংবেদ্যমনৌপমম্ ।  
 চতুঃপ্রকারং তদপি স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৪১  
 মৈত্রেয় উবাচ ।

চতুঃপ্রকারতাং তস্ত ব্রহ্মভূতস্ত বৈ মুনৈ ।  
 মমাত্মক্ যথাশ্রায়ং যদ্ব্যতং পরমং পদম্ ॥ ৪২  
 মৈত্রেয় কারণং প্রোক্তং সাধনং সর্ববস্তুম্ ।  
 সাধ্যক বস্তুভিমতং যৎ সাধয়িতুমান্বনঃ ॥ ৪২  
 যোগিনো মুক্তিকামস্ত প্রাণায়ামাদিসাধনম্ ।  
 সাধ্যক পূরমং ব্রহ্ম পূনর্নাবর্ততে যতঃ ॥ ৪৩  
 সাধনালম্বনং জ্ঞানং মুক্তয়ে যোগিনো হি যৎ ।  
 স ভেদঃ প্রথমস্তস্ত ব্রহ্মভূতস্ত বৈ মুনৈ ॥ ৪৪

কিংবা যে যাহা কিছু স্বাবরজঙ্গম ভূতকে  
 কোথাও সংহার করে, হে মৈত্রেয়! তাহা  
 জনার্দনেরই অন্তকারী রোজশরীর। সকলের  
 ঈশ্বর জনার্দন এইরূপেই জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা  
 এবং জগদ্ভক্ষক। তাঁহার অগুণ পরমপদ,  
 গুণ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের  
 ক্ষোভ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্ত্যকালে এইরূপ  
 ত্রিধা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সংপ্রবৃত্ত  
 হন। পরমাত্মার স্বরূপ অনুপম, তত্ত্বজ্ঞান-  
 ময় কিংবা স্বসংবেদ্য হইলেও চতুঃপ্রকার।  
 ৩১—৪১। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনৈ!  
 আপনি যে পরমপদের কথা বলিলেন, সেই ব্রহ্ম-  
 ভূতের ( পরমপদের ) চতুঃপ্রকারতা আমাকে  
 যথাশ্রায়ে বলুন। পরাশর কহিলেন, হে  
 মৈত্রেয়! সর্ববস্তুর যাহা কারণ, তাহাকেই  
 সাধন বলা যায় এবং যাহা সাধন করিবার নিমিত্ত  
 আপনার অভিমত, তাহাই সাধ্য। মুক্তিকাম  
 যোগীর সাধন,—প্রাণায়ামাদি এবং পূরম ব্রহ্ম,  
 —সাধ্য, যাহা হইতে পুনর্নাবর্তন হয় না। হে  
 মুনৈ! সাধনের আলম্বন অর্থাৎ শুদ্ধ তত্ত্বসাদর্শ-  
 বিষয়ক যে জ্ঞান যোগীর মুক্তির কারণ হয়,

যুক্তঃ ক্রেশমুক্তার্থ সাধ্যং তদব্রক্ষযোগিনঃ ।  
তদালম্ননবিজ্ঞানং দ্বিতীয়োহংশো মহামুনে ॥ ৪৫  
উভয়োক্তবিভাগেন সাধ্যসাধনয়োঃ যৎ ।  
বিজ্ঞানমদ্বৈতময়ং তদভাগোহস্তো ময়োদিতঃ ॥ ৪৬  
জ্ঞানত্রয়স্ত চৈতস্ত বিশেষো যো মহামুনে ।  
তন্নিরাকরণদ্বারা দর্শিতাস্বরূপবৎ ॥ ৪৭  
নির্যাপারমনাথোয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনোপমম্ ।  
আত্মসংবোধবিষয়ং সত্ত্বামাত্রমলক্ষণম্ ॥ ৪৮  
প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধমবিতাব্যমসংশ্রিতম্ ।  
বিশোধজ্ঞানময়স্তোক্তং তজ্জ্ঞানং পরমং পদম্ ॥  
তত্রাজ্ঞানরোধেন যোগিনো যান্তি যে লয়ম্ ।  
সংসারকর্ষণোক্তো তে যান্তি নির্বীজতাং দ্বিজ ॥ ৫০

তাহাই সেই ব্রক্ষভূতের প্রথম ভেদ । মহা-  
মুনে ! ক্রেশ-মুক্তির নিমিত্ত যোগাভাসকারী  
যোগীর সাধ্য যে ব্রক্ষ, তদালম্নন অর্থাৎ তৎ-  
পদলক্ষ্য ব্রক্ষ বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, তাহা  
দ্বিতীয় অংশ \* । উভয় সাধ্য সাধনের অবি-  
ভাগে ( একে ) অবৈতময় অর্থাৎ ব্রক্ষই আমি,  
এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অস্ত বা তৃতীয়  
ভাগ বলিতেছি এবং এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ  
( অর্থাৎ আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমি সচ্চি-  
দানন্দ ব্রক্ষ, এইরূপ যে পার্থক্য বোধ ) তাহার  
নিরাকরণ ( অর্থাৎ পরিত্যাগ ) দ্বারা জ্ঞানময়  
বিষ্ণুর পরমপদ নামক যে এক প্রকার জ্ঞান,  
তাহাই চতুর্থ বলিয়া উক্ত । তাহা দর্শিতাস্ব-  
রূপ-বিশিষ্ট, নির্যাপার অনাথ্যেয়, ব্যাপ্তিমাত্র  
অনোপম, আত্ম-সংবোধ-বিষয়, সত্ত্বামাত্র, অল-  
ক্ষণ, প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ, অবিতাব্য ও অসং-  
শ্রিত । ৪২—৪৯ । হে দ্বিজ ! অগ্নিজ্ঞান রোধ  
অর্থাৎ অবিদ্যানাশ দ্বারা যে যোগিগণ, তাঁহাতে  
( চতুর্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রক্ষে ) লীন হন, তাঁহারা  
সংসারক্ষেত্রে বীজবপন-কশ্য বিষয়ে নির্বীজতা

\* পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক-নামক প্রথম পরি-  
চ্ছেদ অধ্যয়ন করিলে সাধ্য-সাধন বা জীব-  
ব্রক্ষের সবিস্তার উপদেশ পাওয়া যাইবে ।

এবং প্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।  
সমস্তভেদরহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্ ॥ ৫১  
তদ ব্রক্ষ পরমং যোগী যতো নাবর্ততে পুনঃ ।  
অপূণ্যপুণ্যোপরমে ক্লীণক্লেশোহতিনির্মূলঃ ॥ ৫২  
যে রূপে ব্রক্ষণস্তস্ত মূর্ত্তকামূর্ত্তমেব চ ।  
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেশ্ববস্থিতে ॥ ৫৩  
অক্ষয়ং তৎ পরং ব্রক্ষ ক্ষয়ং সর্বমিদং জগৎ ।  
একদেশস্থিতস্ত্রাণ্ডেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥ ৫৪  
পরস্ত ব্রক্ষণঃ শক্তিস্তদেতদধিলং জগৎ ।  
তত্রাপ্যাসন্নদ্রহাদ বহুত্বশ্রুতাময়ঃ ॥ ৫৫  
জ্যোৎস্নাভেদোহস্তি তচ্ছভেদস্তদ্ব্যমৈত্রেয় বিদ্যাতে ।  
ব্রক্ষবিষ্ণুশিবা ব্রক্ষন প্রধানা ব্রক্ষশক্তিঃ ॥ ৫৬  
ততঃ দেবা মৈত্রেয় ন্যানা দক্ষাদয়স্ততঃ ।  
ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগপক্ষিসরীসৃপাঃ ।  
ন্যানা ন্যানতরাণ্যেচ বৃক্ষশৃঙ্গাদয়স্ততঃ ॥ ৫৭  
তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্নিবরাধিলম্ ।

( নির্বাসনত ) প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাদের পুন-  
র্জন্ম হয় না । অমল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় ও  
সমস্তভেদরহিত বিষ্ণু নামক পরমপদ এই  
প্রকার । পাপ-পুণ্যের বিনাশ হইলে ক্লীণ-  
ক্লেশ ও অতি নির্মূল যোগী সেই পরম  
ব্রক্ষ প্রাপ্ত হন, যাঁহা হইতে আর পুনরাবর্তন  
হয় না । সেই ব্রক্ষের দুইরূপ,—মূর্ত্ত ও  
অমূর্ত্ত । সেই ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ ঐ  
রূপের সর্বভূতে অবস্থিত । অক্ষর,—সেই  
পরম ব্রক্ষ ; ক্ষর,—এই সমস্ত জগৎ । এক  
স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না ( প্রভা ) যেমন  
বিস্তারিণী, সেইরূপ পরব্রক্ষের শক্তি, এই  
অধিল জগৎ । হে মৈত্রেয় ! যেমন অগ্নির  
নৈকটা ও দূরত্বনিবন্ধন জ্যোৎস্নার বহুত্ব ও  
অল্পতাময় ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ব্রক্ষশক্তিরও  
ভেদ অর্থাৎ তারতম্য বিদ্যমান আছে । হে  
ব্রক্ষন ! ব্রক্ষা, বিষ্ণু, শিব, ইহঁদের প্রধান ব্রক্ষ-  
শক্তি । মৈত্রেয় ! দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন ;  
তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন, মনুষ্য, পশু, মৃগ,  
পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যূন ও ন্যূনতর

আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ ॥ ৫৮  
 সর্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোহপরম্ ।  
 মূর্ত্তং যদ্ব্যগিতিঃ পূৰ্ব্বং যোগারন্তেষু চিত্ত্যতে ॥  
 সালস্বনো মহাযোগঃ সৰ্বীজো যত্র সংস্থিতঃ ।  
 মনস্তব্যাহতে সমগ্ন্ যুক্ততাং জায়তে মূনে ॥ ৬০  
 স পরঃ সর্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ ।  
 মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥ ৬১  
 তত্র সৰ্বমিদং প্রোতমোতক্ষেবাখিলং জগৎ ।  
 ততো জগজ্জগৎ তস্মিন্ স জগচ্চাখিলং মূনে ॥ ৬২  
 ক্রাক্ষরময়ো বিষ্ণুর্বিভক্ত্যখিলমীশ্বরঃ ।  
 পুরুষাব্যাকৃতময়ঃ ভূষণান্ত্রস্বরূপবৎ ॥ ৬৩

এবং তদনন্তর বৃক্ষ গুণাদি । \* হে মুনিবর !  
 উপাধিনিবন্ধন আবির্ভাব, তিরোভাব, জন্ম ও  
 নাশ বিশিষ্ট হইলেও সেই এই জগৎ বস্তুতঃ  
 অক্ষর ও নিত্য ( ব্রহ্ম ) । সর্বশক্তিময় বিষ্ণু  
 অপর ব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্ত,—ঐহাকে  
 যোগিগণ সমাধির পূর্বে যোগারন্তে চিন্তা  
 করেন । ৫০—৬০ । হে মুনে ! যোগিগণের মন  
 ঐহার প্রতি একাগ্র হইলে সালস্বন (ধোয় বিষ্ণুর  
 সহিত) এবং সজীব ( মন্ত্রজপাদি সহিত ) মহা-  
 যোগ সংস্থির হয়, অর্থাৎ যোগিগণের সমাধি  
 জন্মে, হে মহাভাগ ! ব্রহ্মের শক্তি সকলের  
 মধ্যে সেই হরি প্রধান ; যেহেতু তিনিই মূর্ত্ত,  
 অর্থাৎ স্বনীভূত ব্রহ্ম ; সুতরাং অতি নিকটবর্ত্তী  
 এবং সর্বময় ( সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ ) অর্থাৎ ব্রহ্মা-  
 দির ত্রায় তাঁহার অংশ নহেন । তাঁহাতে  
 এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত অর্থাৎ তন্ত্ৰতে  
 বস্ত্রের ত্রায় সর্বতোভাবে অনুস্থত । মুনে !  
 তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন ও তাঁহাতে স্থিত  
 এবং তিনিই জগৎ । কার্য-কারণাত্মক ঈশ্বর  
 বিষ্ণু, পুরুষপ্রকৃতিময় অখিল জগৎকে ভূষণরূপে

\* তারতম্য , অর্থাৎ অবিন্দ্য আবরণের  
 অল্পতা ও আধিক্য আছে, এইজন্ত ব্রহ্মাদির  
 মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা বলা যায় ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভূষণান্ত্রস্বরূপং যচ্চৈতদখিলং জগৎ ।  
 বিভক্তি ভগবান্ বিষ্ণুস্তমমাখ্যাতুমহসি ॥ ৬৪  
 পরাশর উবাচ ।  
 নমস্তুতাপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে প্রভবিকবে ।  
 কথ্যামি যথাখ্যাতং বসিষ্ঠেন মহাভবং ॥ ৬৫  
 আশ্বানমস্ত্র জগতো নির্লেপমগুণামলম্ ।  
 বিভক্তি কৌন্তভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬৬  
 শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তে চ সমাপ্রিতম্ ।  
 প্রধানং বুদ্ধিরপ্যন্তে গদারূপেণ মাধবে ॥ ৬৭  
 ভূতাদিমিত্রিয়াদিক বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ ।  
 বিভক্তি শত্রুরূপেণ শত্রুরূপেণ চ স্থিতম্ ॥ ৬৮  
 বলস্বরূপমত্যন্তজবেনোত্তরিতানিলম্ ।  
 চক্রস্বরূপঞ্চ মনে ধন্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতম্ ॥ ৬৯  
 পঞ্চরূপা তু যা মালা বেজয়ন্তী গদাভূতঃ ।  
 সা ভূতহতসংঘাতা ভূতমালা চ বৈ বিজ ॥ ৭০

ও অন্তরূপে ধারণ করিতেছেন । মৈত্রেয় কহি-  
 লেন,—ভগবান্ বিষ্ণু যে ভূষণ ও অন্তরূপে  
 এই অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা  
 আমাকে অনুগ্রহপূর্বক বলুন । পরাশর কহি-  
 লেন,—আমি, অপ্রমেয় প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে  
 নমস্কার করিয়া, বসিষ্ঠ আমাকে যেৰূপ বলিয়া-  
 ছেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি । ভগবান্  
 হরি এই জগতের নির্লেপ, অগুণ ও অমল  
 আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ পুরুষকে কৌন্তভ-  
 মণিস্বরূপে ধারণ করিতেছেন । প্রধান (প্রকৃতি)  
 শ্রীবৎসরূপে অনন্তের শরীরে আশ্রিত এবং  
 বুদ্ধি মাধবের গদারূপে অবস্থিত । ঈশ্বর তামস  
 ও রাজস অহঙ্কারকে যথাক্রমে শত্রু ও শত্রু-  
 ধনরূপে ধারণ করিতেছেন । সামর্থ্যস্বরূপ  
 এবং বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ সাত্ত্বিক অহঙ্কার-  
 ংক মনকে বিষ্ণু হস্তস্থিত চক্রস্বরূপে ধারণ  
 করেন । ৬১—৬৯ । হে, দ্বিজ ! গদাধরের  
 পঞ্চরূপা অর্থাৎ মূর্ত্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্র-  
 নীল ও হীরক-সমবর্ণা যে বেজয়ন্তী নারী মালা  
 আছে, তাহা পঞ্চতন্ত্রা পংক্তি এবং পঞ্চমহা-

যানীদ্রিগ্যাণ্যশেষাণি বুদ্ধিক্ষ্মাস্ত্রকানি বৈ ।  
 শরুপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জমাদিনঃ ॥ ৭১  
 বিভক্তি যচ্চাসিরভুমচ্যুততাত্ত্বনির্মলম্ ।  
 বিদ্যাময়স্ত তজ্জ্ঞানমবিদ্যাকৌশলসংস্থিতম্ ॥ ৭২  
 ইখং পুমান্ প্রধানঞ্চ বুদ্ধ্যহঙ্কারমেব চ ।  
 ভূতানি চ জ্বীকেশে মনঃ সর্বেক্সিয়াণি চ ।  
 বিদ্যাবিদ্যো চ মৈত্রেয় সর্বমেতৎ সমাপ্রিতম্ ॥ ৭৩  
 অস্তভূষণসংস্থানস্বরূপং রূপবজ্জিতং ।  
 বিভক্তিমারারূপোমৌ শ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ ॥ ৭৪  
 সবিকারং প্রধানঞ্চ পুমান্শ্চৈবাবিল্লি জগৎ ।  
 বিভক্তি পুণ্ডরীকাক্ষন্তদেবং পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৫  
 যা বিদ্যা যা তথ্যবিদ্যা যং সদৃচ্ছাসদব্যয়ম্ ।  
 তং সর্বং সর্বভূতেশে মৈত্রেয় মধুহৃদনে ॥ ৭৬  
 কলাকাষ্ঠানিমেষাদিদিনত্বয়নহারনৈঃ ।  
 কালস্বরূপো ভগবানপরো হরিরব্যয়ঃ ॥ ৭৭  
 ভূলোকোহথ ভুবলোকঃ স্বর্লোকো মুনিসন্তম ।  
 মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকা ইমে বিভূঃ ॥ ৭৮

লোকাস্বমূর্তিঃ সর্বেবাং পূর্বেবামপি পূর্বেজঃ ।  
 স্বাধারঃ সর্ববিদ্যানাং স্বয়মেব হরিঃ স্থিতঃ ॥ ৭৯  
 দেবমানুষপশাদিস্বরূপৈর্কল্লভিঃ স্থিতঃ ।  
 ততঃ সর্বেষরোহনস্তো ভূতমূর্তিরমূর্তিমান্ ॥ ৮০  
 ঋচো যজুঃষি সামানি তথৈবাত্মকানি বৈ ।  
 ইতিহাসোপবেদান্ত বেদান্তেয়ু অথোক্তয়ঃ ॥ ৮১  
 বেদান্তানি সমস্তানি মধাদিগদিতানি চ ।  
 শাস্ত্রাণ্যশেষাণ্যাত্মাত্মহুবাশ্চ যে কচিৎ ॥ ৮২  
 কাব্যালোপাশ্চ যে কেচিদ্ নীতকাত্মখিলানি চ ।  
 শব্দমূর্তিধরৈস্তদ বপুর্কিকোম্মহাস্বনঃ ॥ ৮৩  
 যানি মূর্তীশ্রমূর্তীন যাত্মজাতান বা কচিৎ ।  
 সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্বাণি তদ্বপুঃ ॥ ৮৪  
 অহং হরিঃ সর্বমিদং জনাদিনো  
 নাত্মং ততঃ কারণকার্যজাতম্ ।  
 ঈদৃগমো যস্ত ন তস্ত ভূয়ো  
 ভবোত্ত্বা দ্বন্দ্বগতা ভবন্তি ॥ ৮৫  
 ইতোষ তেহং প্রথমঃ পূরণশাস্ত্র বৈ দ্বিজ ।

ভূত পংক্তি। বুদ্ধি ও কর্মাশ্রক যে সকল  
 ইন্দ্রিয় আছে, জনাদিন তাহাদিগকে অসংখ্য  
 শরুপে ধারণ করেন। অচ্যুত যে অতি নির্মল  
 অসিরুপ ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যাকোষস্থিত  
 বিদ্যাময় জ্ঞান। হে মৈত্রেয়! পুরুষ, প্রধান,  
 বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়,  
 বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমস্তই এইরূপে জ্বী-  
 কেশে সমাপ্রিত। এই রূপ বিবজ্জিত হরি,  
 প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত মায়ারূপ হইয়া  
 অস্ত ও ভূষণস্বরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ  
 করিতেছেন। অতএব পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ  
 এইরূপে সবিকার প্রকৃতি, পুরুষ ও অখিল  
 জগৎ ধারণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়!  
 যাহা বিদ্যা। যাহা অবিদ্যা। যাহা অসং,  
 যাহা সৎ, অব্যয়, সে সকলই সর্বভূতের  
 ঈশ্বর মধুহৃদনে অবস্থিত। কলা, কাষ্ঠা,  
 নিমেষাদি, দিন, ঋতু, অয়ন ও হায়ন-  
 বিশিষ্ট কালস্বরূপ নিত্য ভগবানও অপর হরি  
 অর্থাৎ হরির রূপান্তর। মুনিসন্তম! ভূলোক,

ভুবলোক, স্বর্লোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও  
 সত্য এই সপ্ত লোকও বিভূ (বিভু)। পূর্ক-  
 বর্তী সকলেরও পূর্বেজ, লোকাস্বমূর্তি হরি  
 স্বয়ংই সর্ববিদ্যার আধাররূপে স্থিত। ৭০—৭৯।  
 তদনন্তর নিরাকার সর্বেষর অনন্ত, ভূতমূর্তি  
 হইয়া দেব, মানুষ ও পশু-আদি বহুবিধ আকারে  
 অবস্থিত। ঋকু, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ, ইতি-  
 হাস (মহাভারতাদি), উপবেদ (আয়ুর্কে-  
 দাদি), বেদান্তসমূহের উক্তি সকল, সমস্ত  
 বেদান্ত, মনু-আদির কথিত অশেষ ধর্মশাস্ত্র,  
 পূরণসমূহ, যে কোন অনুবাক (কল্পত্র),  
 যাহা কিছু কাব্যালোপ এবং সঙ্গীত, এতৎ  
 সমস্তই শব্দ-মূর্তিধারী মহাত্মা বিশ্বর শরীর।  
 কিংবা অজ্ঞাত কোন স্থানে যাহা কিছু সাকার  
 ও নিরাকার বস্তু আছে, সে সমস্তই তাঁহার  
 শরীর। “আমি হরি; এই সমস্ত জগৎ জনা-  
 দিন, তন্ত্রিণ অথ কার্যকারণ নাই” যাহার মন  
 এইরূপ হয়, তাহার আর দেহজাত রাগশেষাদি  
 হ্রদ্রোগ উৎপন্ন হয় না। হে দ্বিজ! বিশ্ব-

যথাবৎ কথিতো যস্মিন্ ভ্রতে পাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥  
 কার্তিক্যাং পুঙ্করঙ্গানে দ্বাদশাকেন যৎ ফলম্ ।  
 তদন্ত্ৰ শ্রবণাৎ সৰ্ব্বং মৈত্রেয়্যাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮৭

দেবযিগিষ্ঠগজ্জর্জরাদীনাং সন্তবম্ ।  
 ভবন্তি শৃণুঃ পুংসো দেবাদ্যা বরদা মুনে ॥ ৮৮  
 ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে  
 দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুরাণের এই প্রথম অংশ তোমাকে বলিলাম,  
 যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ মুক্ত হয় ।  
 দ্বাদশ বৎসর কার্তিক মাসে পুঙ্করতীরে স্নান  
 করিলে যে ফল হয়, হে মৈত্রেয়! মানব এই  
 পুরাণ শ্রবণে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয় । যে পুরুষ

দেব, ঋষি, পিতৃ, গজ্জর্জর ও যক্ষাদির উৎপত্তি  
 শ্রবণ করেন, দেবাদিগণ তাঁহাকে বরদান করিয়া  
 থাকেন । ৮১—৮৯ ।  
 দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

প্রথমোংশ সমাপ্ত



# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

## দ্বিতীয়াংশঃ ।

### প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ সমাগাখাতং মমৈতদখিলং ত্বয়া ।  
জগতঃ সর্গসম্বন্ধি যং পৃষ্ঠোহসি গুরো ময়া ॥ ১  
যোঃস্বয়ংশো জগৎসৃষ্টিসম্বন্ধো গদিতস্ত্বয়া ।  
তত্রাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়োহপি মুনিসত্তম ॥ ২  
প্রিয়ব্রতঃস্তানপাদৌ মৃতৌ স্বায়ত্ত্ববস্ত যৌ ।  
তয়োক্তস্তানপাদস্ত ঋষঃ পুত্রস্তয়োদিতঃ ॥ ৩  
প্রিয়ব্রতস্ত নৈবোক্তা ভবতা স্বিজ সন্ততিঃ ।  
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রসন্নো বক্তুমহঁসি ॥ ৪

### প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ গুরো !  
আমি জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে আপনাকে বাহা  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সকল আপনি  
সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলিলেন । মুনিসত্তম !  
আপনি জগৎসৃষ্টি-সংক্রান্ত যে অংশের কথা  
বলিলেন, সেই বিষয় আমি পুনর্ব্বার শুনিতে  
ইচ্ছা করি । স্বায়ত্ত্ববস্ত মনুর যে দুই পুত্র প্রিয়-  
ব্রত ও উস্তানপাদ, তাঁহাদের মধ্যে উস্তানপাদের  
পুত্র ঋষের বিষয় আপনি কহিলেন । হে  
স্বিজ ! প্রিয়ব্রতের সন্তানের কথা আপনি  
বলেন নাই, তাহা শুনিবার বাসনা করি, প্রসন্ন

পরশর উবাচ ।

কর্দমস্তান্নজাং কস্তামুপযমে প্রিয়ব্রতঃ ।  
সত্রাট্ কুক্ষী চ তৎকণ্ঠে দশপুত্রোস্তথাপরে ॥ ৫  
মহাপ্রাজ্ঞা মহাবীৰ্য্যা বিনীতা দক্ষিতাঃ পিতুঃ ।  
প্রিয়ব্রতমুতাঃ খ্যাতান্তেবাং নামানি মে শৃণু ॥ ৬  
আদ্বীধ্রংচাঘ্নিবাহংচ বপুস্থান্ দ্যুতিমাংস্তথা ।  
মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৭  
জ্যোতিষ্মান্ দশমন্তেবাং সত্যনামা মৃতোহন্তবং ।  
প্রিয়ব্রতস্ত পুত্রাণাং প্রখ্যাতো বলবীৰ্য্যতঃ ॥ ৮  
মেধাঘ্নিবাহপুত্রোস্ত ত্রয়ো যোগপরাযুগাঃ ।

হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন । পরশর কহি-  
লেন,—প্রিয়ব্রত কর্দ্দমের ঔরসজাতা কস্তাকে  
বিবাহ করেন ; তাঁহার সত্রাট্ ও কুক্ষি নামী  
দুই কন্যা এবং দশ পুত্র । প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ  
অত্যন্ত জ্ঞানবান্, মহাবীৰ্য্য, বিনীত এবং পিতার  
প্রিয়পাত্র বলিয়া খ্যাত । তাঁহাদের নাম আমার  
নিকট প্রবণ কর ; আদ্বীধ্র, অঘ্নিবাহ, বপুস্থান্,  
দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র  
এবং দশম পুত্র জ্যোতিষ্মান্ । ইনি সত্যনামা  
অর্থাৎ নামের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট এবং প্রিয়-  
ব্রতের সেই সকল পুত্রের মধ্যে বলবীৰ্য্যে  
প্রখ্যাত হইয়াছিলেন । মেধা, অঘ্নিবাহ ও পুত্র



জাতিশ্রম্না মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ ॥ ১  
 নিশ্চয়াঃ সৰ্বকালস্ত সমস্তার্থেষু বৈ মূনে ।  
 চক্ৰুঃ ক্রিয়া যথাস্থায়মফলাকাজিহ্মণো হি তে ॥  
 প্রিয়ব্রতো দদৌ তেষাং সপ্তানাম্ মুনিসন্তম ।  
 বিভজ্য সপ্ত দ্বীপানি মৈত্রেয়ঃ স্তমহাস্থনাম্ ॥ ১১  
 জম্বুদ্বীপং মহাভাগ সোহদ্বীপায় দদৌ পিতা ।  
 মেঘাতিশেস্তথা প্রাচ্যং প্লক্ষদ্বীপমথাপরম্ ॥ ১২  
 শাখ্যলৈ চ বপুশ্চত্বং নরেশমভিষিক্তবান্ ।  
 জ্যোতিশ্চত্বং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৩  
 দ্যুতিমান্শক রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশং ।  
 শাকদ্বীপেশ্বরকপি ভব্যাক্রে চ স প্রভুঃ ॥ ১৪  
 সৰবং পুষ্করদ্বীপে রাজানং সমকারয়ং ॥ ১৫  
 জম্বুদ্বীপেশ্বরো যন্ত আয়ীদ্রো মুনিসন্তম ।  
 তস্ত পুত্রো ভবুবুস্তে প্রজাপতিসমা নব ॥ ১৬  
 নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবৰ্ষ ইলারূতঃ ।  
 রম্যো হিরণ্যান্ বৰ্ষং কুরুভদ্রাশ্চ এব চ ॥ ১৭

এই তিন পুত্র মহাভাগ্যবান এবং জাতিশ্রম্নর  
 হইয়াছিলেন; ইহারা রাজ্যভোগে মনোযোগ  
 করেন নাই,—যোগপরায় হন। মূনে! তাঁহারা  
 সৰ্বকাল সকল বিষয়ে নিশ্চয় এবং ফলের  
 আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া স্থায়ানুসারে ক্রিয়া করিতে  
 লাগিলেন। ১—১০। হে মুনিসন্তম মৈত্রেয়!  
 প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই স্তমহাস্থা সাত পুত্রকে  
 সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিলেন। হে মহাভাগ!  
 সেই পিতা, আয়ীদ্রকে জম্বুদ্বীপ দিলেন এবং  
 মেঘাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ প্রদান করেন। অনন্তর  
 অপর পুত্র বপুশ্চানকে শাখ্যলী দ্বীপে নরপতি  
 করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতা  
 প্রিয়ব্রত) জ্যোতিশ্চানকে কুশদ্বীপে রাজা  
 করিলেন। দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজ্য  
 করিতে আদেশ করিলেন। সেই প্রভু, ভব্যকে  
 শাকদ্বীপের ঈশ্বর করিলেন এবং সৰবনকে পুষ্কর-  
 দ্বীপে রাজা করাইলেন। হে মুনিসন্তম!  
 জম্বুদ্বীপের ঈশ্বর যে আয়ীদ্র, তাঁহার নয় পুত্র  
 হয়; তাঁহারা সকলেই প্রজাপতিতুল্য। তাঁহা-  
 নিগের নাম যথাক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবৰ্ষ,  
 ইলারূত, রম্য, বৰ্ষ, হিরণ্যান্, কুরু, ভদ্রাশ্চ এবং

কেতুমালস্তথৈবাশ্রাঃ সাধুচেষ্ঠৌ নৃপোহভবৎ ।  
 জম্বুদ্বীপবিভাগাং তেভ্যং বিপ্র নিশাময় ॥ ১৮  
 পিত্রা দন্তং হিমাহবন্ত বৰ্ষং নাভেস্ত দক্ষিণম্ ।  
 হেমকূটং তথা বৰ্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় সঃ ॥ ১৯  
 তৃতীয়ং নৈষধং বৰ্ষং হরিবৰ্ষায় দত্তবান্ ।  
 ইলারূতায় প্রদদৌ মেরুর্ধ্বং তু মধ্যগং ॥ ২০  
 নীলাচলাশ্রিতং বৰ্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা ।  
 শ্বেতং তদুত্তরং বৰ্ষং পিত্রা দন্তং হিরণ্যতে ॥ ২১  
 যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বৰ্ষং তং কুরুবে দদৌ ।  
 মেরোঃ পূর্বেণ যদবৰ্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্ ॥ ২২  
 গন্ধমাদনবৰ্ষস্ত কেতুমালায় দত্তবান্ ।  
 ইত্যেতানি দদৌ তেভ্যঃ পুত্রোভ্যঃ স নরেশ্বরঃ ।  
 বর্ষেষু তেহু তান্ পুত্রানভিষিচ্য স ভূমিপঃ ।  
 শালগ্রামং মহাপুণ্যং মৈত্রেয় তপসে যযৌ ॥ ২৩  
 যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষণার্থৌ মহামূনে ।  
 তেষাং স্বাভাবিকী সিন্ধিঃ সুখপ্রায়া হৃদয়তঃ ॥ ২৪

নবম কেতুমাল। ইহারা সকলেই সাধুচেষ্ঠে  
 অর্থাৎ সংকল্পশালী রাজা হইয়াছিলেন। হে  
 বিপ্র! জম্বুদ্বীপে তাহাদের বিভাগ অবগন কর  
 পিতা ( আয়ীদ্র ), নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ  
 হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং  
 তিনি কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ দিয়াছিলেন  
 হরিবর্ষকে তৃতীয় নৈষধবর্ষ দান করেন, ইলা-  
 রূতকে মেরুর চতুর্দিগ্‌বর্তী স্থান ( ইলারূতবর্ষ )  
 প্রদান করিয়াছিলেন। ১১—২০। পিতা, নীলা-  
 চলের আশ্রিত বর্ষ রম্যকে দিলেন, তদুত্তরবর্তী  
 শ্বেতবর্ষ হিরণ্যানকে দেওয়া হয়। শৃঙ্গবান  
 পর্বতের উত্তরস্থ যে বর্ষ ( শৃঙ্গবর্ষ ) তাহা  
 কুরুকে দিলেন, মেরুর পূর্বভাগে যে বর্ষ, তাহা  
 ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন এবং কেতুমালকে  
 গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। সেই নরেশ্বর সকল  
 পুত্রকে এইরূপে এই সকল বর্ষ বিভাগ করিয়া  
 দিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! সেই ভূপতি সেই  
 পুত্রদিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া  
 উপস্চারণের নিমিত্ত মহাপুণ্য শালগ্রামতীর্থে  
 গমন করেন। মহামূনে! ( ভারতবর্ষ ব্যতীত )  
 কিম্পুরুষাদি যে আটটি বর্ষ, তথায় স্বভাবত

বিপর্যায় ন তেষস্টি জরামৃত্যুভয়ং ন চ ।  
 ধন্যধর্মো ন তেষাস্তাং নোক্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ২৬  
 ন তেষস্টি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষষ্টাশ্চ সর্বদা ।  
 হিমাঙ্ঘ্রং যন্ত বৈ বর্ষং নাভেরাসীমহাস্বনঃ ॥ ২৭  
 তস্তর্ধভোহভবৎ পুত্রো মেরুদেব্যং মহাত্মতিঃ ।  
 ঋষভাদ্ ভরতো জ্যেষ্ঠো পুত্রশতস্য সঃ ॥ ২৮  
 কৃত্বা রাজ্যং সধর্মোণ তথেষ্টা বিবিধান্ মথান্ ।  
 অভিষিচ্য সূতং জ্যেষ্ঠং ভরতং পৃথিবীপতিম্ ॥ ২৯  
 তপসে স মহাতাগঃ পুলস্ত্যশ্রামং যযৌ ।  
 বাণপ্রস্থবিধানেন তত্রাপি কৃতনিচয়ঃ ॥ ৩০  
 তপস্তপে যথাত্যায় যদা চ স মহীপতিঃ ।  
 তপসা কর্ষিতোহতর্থং কৃশো ধমনিসত্ততঃ ॥ ৩১  
 নগ্নো বীটাং মুখে দত্ত্বা মহাধ্বানং ততো গতঃ ।  
 ততঃ ভারতং বর্ষমেতল্লোকেষু গীয়তে ॥ ৩২  
 ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রাতিষ্ঠত বনম্ ।

কার্যসিদ্ধি হয়, বিনা যত্নেই সুখভোগ ঘটে ।  
 সেই সকল বর্ষে অসুখ, অকালমৃত্যু প্রভৃতির  
 বিপর্যয় নাই এবং জরা-মৃত্যুভয়ও নাই । সে  
 সকল স্থানে ধর্মার্থ নাই, উত্তম, অধম ও  
 মধ্যম নাই । সেই অষ্টবর্ষে সর্বদাই যুগাবস্থা  
 অর্থাৎ যুগভেদে দেহাদির যে হ্রাস হয়,  
 তাহা নাই । যে মহাত্মা নাভির হিমবর্ষ  
 ছিল, মেরুদেবার গর্ভে তাঁহার ঋষভ নামে  
 মহাত্মতি পুত্র হন ; ঋষভ হইতে ভরত জন্ম-  
 গ্রহণ করেন, তিনি ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে  
 জ্যেষ্ঠ । সেই মহাতাগ স্বধর্মো রাজ্যপালন ও  
 বিবিধ যন্ত্র সম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে  
 রাজা করত বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে, তপস্শাচর-  
 ণের জন্য পুলস্ত্যর আশ্রমে গমন করিলেন  
 এবং সেখানেও কৃতনিচয় হইয়া যথানিয়মে  
 তপস্তা করিতে লাগিলেন । যখন সেই মহী-  
 পতি তপস্তা দ্বারা অত্যন্ত কর্ষিত (সুতরাং)  
 কৃশ হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত শিরা দৃষ্ট  
 হইতে লাগিল, তখন মুখে এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া  
 উলঙ্গবেশে মহাপ্রস্থান গমন করেন । তদনন্তর  
 এই স্থান লোকে ভারতবর্ষনামে কথিত হই-  
 তেছে, যেহেতু পিতা (ঋষভ) বনপ্রস্থান

স্মৃতিভরতজাত্যুঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৩৩  
 কৃত্বা সম্যগ্ দদৌ তস্মৈ রাজ্যমিষ্টমখঃ পিতা ।  
 পুত্রসংক্রামিতশ্রীশ্চ ভরতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৩৪  
 যোগাভ্যাসরতঃ প্রাণান্ শালগ্রামেভ্যজ্ঞমুনে ।  
 অজায়ত চ বিপ্রোহসৌ যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥  
 মৈত্রেয় তস্ত চরিতং কর্ষয়িষ্যামি তে পুনঃ ।  
 স্মতেস্তেজসস্তম্যাদিস্তদ্যদ্যো ব্যজায়ত ॥ ৩৬  
 পরমেষ্ঠী ততস্তম্যং প্রতিহারস্তদ্বজঃ ।  
 প্রতিহর্তেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তস্ত চান্বজঃ ॥ ৩৭  
 ভুবস্তম্যং তথাঙ্গীথঃ প্রস্তারস্তং হুতো বিভূঃ ।  
 পৃথুস্ততোহভবরক্তো নক্তশাপি গয়ঃ হুতঃ ॥ ৩৮  
 নরো গয়স্ত তনয়স্তং পুত্রোহভূদ্ বিরাট্ ততঃ ।  
 তস্ত পুত্রো মহাবীৰ্য্যো বীমাংস্তম্যাদজায়ত ॥ ৩৯  
 মহাতস্তং হুতং চাত্মনস্যস্তস্ত চান্বজঃ ।  
 তষ্টা তষ্টুঃ বিরজো রজস্তস্তাপ্যভূৎ হুতঃ ॥ ৪০

করিলে ভরতকে দিয়া যান । ভরতের স্মৃতি  
 নামে একটা পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল ।  
 ২১—৩৩ । পিতা (ভরত), বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান  
 সহকারে সম্যক রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহাকে  
 (স্মৃতিকে) রাজ্য দিয়াছিলেন । হে মুনে !  
 সেই মহীপতি (ভরত), পুত্রকে রাজ্য-লক্ষ্যী  
 অর্পণপূর্বক শালগ্রামতীর্থে যোগাভ্যাসে রত  
 হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পরে তিনি ব্রাহ্মণ  
 হইয়া যোগিপনের শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া  
 ছিলেন । হে মৈত্রেয় ! তাঁহার চরিত্র তোমাকে  
 পুনর্বার বলিব । তাহার পর স্মৃতির  
 ঔরসে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পুত্র উৎপন্ন হয় । তদন-  
 ন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয় ।  
 তাঁহার পুত্র প্রতিহারের প্রতিহর্তা নামে বিখ্যাত  
 আন্বজ উৎপন্ন হন । প্রতিহর্তা হইতে ভুব  
 উৎপন্ন ; ভুবের পুত্র উঙ্গীথ, উঙ্গীথের পুত্র  
 অধিপতি প্রস্তাব । তাহা হইতে পৃথুর জন্ম ।  
 পৃথুর পুত্র নক্ত এবং নক্তের পুত্র গয় । গয়ের  
 তনয় নর, তৎপরে তাঁহার পুত্র বিরাট উৎপন্ন  
 হন । তাঁহার পুত্র মহাবীৰ্য্য হইতে বীমান্ জন্ম  
 গ্রহণ করেন । তাঁহার পুত্র মহাত্মের আন্বজ  
 মনহ্য, মনহ্যর পুত্র তষ্টা, তষ্টার পুত্র বিরাজ

শতজিহ্বসমস্ত জজ্ঞে পুত্রশতং মুনৈ ।  
 বিশ্বগৃজ্যোতিঃ প্রধানন্তে যৈরিমা বর্জিতাঃ প্রজাঃ  
 তৈরিন্নং ভারতং বর্ষং নবভাগৈরলঙ্কতম্ ।  
 তেবাং বংশপ্রসূতৈশ্চ ভুক্তেয়ং ভারতী পুরা ॥৪২  
 কৃতজ্ঞেতাঙ্গিসর্গেণ যুগাখ্যাং হেকসপ্ততিঃ ॥ ৪৩  
 এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পুরিতং জগৎ ।  
 বারাহে তু মুনৈ কল্পে পূর্বমবন্তরাধিপাঃ ॥ ৪৪

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে  
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতো ভবতা ব্রহ্মণ সর্গাঃ স্বায়ম্ভুবশ্চ মে ।  
 শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তন্তঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ১

এক বিরাজের পুত্র রজ । হে মুনৈ ! রজের পুত্র  
 শতজিহ্ব । শতজিহ্বের একশত পুত্র উৎপন্ন  
 হয়, তাহার মধ্যে বিশ্বগৃজ্যোতিঃ প্রধান । যে  
 শত পুত্র দ্বারা এই সকল প্রজা বর্জিত হইয়াছে,  
 তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে নবভাগে অলঙ্কৃত  
 করিয়াছেন (নবভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য  
 করিয়াছিলেন) । তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্বে  
 সত্যজ্ঞেতাঙ্গিক্রমে একসপ্ততি যুগ পর্যন্ত এই  
 ভারতভূমি ভোগ করেন । হে মুনৈ ! বরাহ-  
 কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু যখন প্রথম মন্বন্তরের অধি-  
 পতি ছিলেন, সেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ  
 প্রিয়ব্রতের বংশোৎপন্নরা রাজা হইয়াছিলেন ।  
 তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর হইতে উত্তানপাদের  
 বংশীয়দিগের আধিপত্য হয় । এই স্বায়ম্ভুব-  
 বংশের পুত্র-পরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হই-  
 য়াছে । ৩৪—৪৪ ।

দ্বিতীয়েংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আপনি  
 আমাকে স্বায়ম্ভুব, মনুর বংশ কহিলেন, এক্ষণে

যাবন্তঃ সাগরা দ্বীপান্তথা বর্ষানি পর্কতাঃ ।  
 বনানি সরিতঃ পুর্যো দেবাদীনাম্ তথা মুনৈ ॥ ২  
 যৎপ্রমাণমিদং সর্বং যদাধারং বদাম্মকম্ ।  
 সংস্থানমস্ত চ মুনৈ যথাবদ্বকুমহীসি ॥ ৩  
 পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয়ঃ শ্রীরত্নমেতৎ সংক্ষেপাদ্ গদতো মম ।  
 নাস্ত্য বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যো হি বিস্তরঃ ॥ ৪  
 জম্বুদ্বীপকাস্যো দ্বীপো শাল্মলিষ্ঠাপরো দ্বিজ ।  
 কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৫  
 এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্ত সপ্ত সপ্তভিরাবৃত্তাঃ ।  
 লবণেশ্বসুরাসর্পির্দ্বিভূজজলৈঃ সমম্ ॥ ৬  
 জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেবাং মধ্যসংস্থিতঃ ।  
 তস্তাপি মেরুশ্চৈত্রেয় মধ্যৈ কনকপর্কতঃ ॥ ৭  
 চতুরশীতিসাহস্রো যোজনৈরস্ত চোচ্ছয়ঃ ।  
 প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ দ্বাত্রিংশদুর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥ ৮  
 মূলে ষোড়শসাহস্রো বিস্তারস্তস্ত সর্বশঃ ।  
 ভূপদ্ব্যস্ত্য শৈলেশঃ কর্বিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৯

আমি আপনার নিকট সকল ভূমণ্ডলের বিবরণ  
 শুনিতে বাসনা করি। মুনৈ ! যতগুলি সাগর, দ্বীপ,  
 বর্ষ, পর্কত, বন ও নদী আছে, দেবাদিগণের যত  
 পুরী আছে এবং এই সমস্ত ভূমণ্ডলের পরিমাণ  
 কত, ইহার আধার কি, উপাদান কি ও আকারই  
 বা কিরূপ, অনুগ্রহপূর্বক যথাবৎ বলুন ।  
 পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয় ! এই সকল  
 সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর । ইহার বিস্তার  
 বিবরণ শতবৎসরেও বলা যায় না । হে দ্বিজ !  
 জম্বু, পুষ্ক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং  
 পুষ্কর, এই সপ্ত দ্বীপ ক্রমাগত লবণ, ইক্ষু, সুরা,  
 নর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল, এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা  
 সর্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত । হে মৈত্রেয় !  
 জম্বুদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত । তাহারও  
 মধ্যস্থলে স্বর্ণপর্কত মেরু অবস্থিত । ইহার  
 উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন ! অধোদিকে  
 ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট, উপরিভাগে  
 দ্বাত্রিংশ-সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহার মূলের  
 সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন । (হুতরাং)  
 শৈলরাজ (সুমেরু), এই পৃথিবীরূপ পদ্বের

হিমবান্ হেমকূটং নিবধচ্চাস্ত দক্ষিণে ।  
 নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ ॥ ১০  
 লক্ষপ্রমাণো যৌ মধ্যো দশহীনাস্তথাপরে ।  
 সহস্রভিতরোচ্ছ্রায়াস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে ॥ ১১  
 ভারতং প্রথমং বর্ধং ততঃ কম্পুরুষং স্মৃতম্ ।  
 হরিবর্ধং তথৈবাত্মনোরোদিক্ষিতো বিজ ॥ ১২  
 রম্যক্কান্তরে বর্ধং তন্ত্ৰৈবানু হিরণ্ময়ম্ ।  
 উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥ ১৩  
 নবসাহস্রমেকৈকমতোবাং বিজসন্তম ।  
 ইলারূতং তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরঙ্কিতঃ ॥ ১৪  
 মেরোচ্চতুর্দিশং তন্তু নবসাহস্রবিস্তৃতম্ ।  
 ইলারূতং মহাভাগ চত্বারশ্চত্ৰ পর্বতাঃ ॥ ১৫  
 বিকস্তা রচিতা মেরোযোজনায়ুতমুচ্ছিতাঃ ॥ ১৬

কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোশ-স্বরূপে সংস্থিত ।  
 ১—১। ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও  
 নিবধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই  
 সকল বর্ষপর্বত অর্থাৎ ভারতাদিবর্ষের সীমা-  
 নিরূপক পর্বত আছে। মধ্যস্থ দুই পর্বত  
 (নীল ও নিবধ) পূর্বে পশ্চিমে লক্ষ যোজন  
 করিয়া দীর্ঘ। অপর দুই দুইটা দশাংশ দশাংশ  
 নান, অর্থাৎ হেমকূট ও শ্বেত নবতি নবতি সহস্র  
 যোজন হিমবান্ শৃঙ্গী একাশীতি একাশীতি সহস্র  
 যোজন দীর্ঘ। তাহারা প্রত্যেকে দুই দুই  
 সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তৃত।  
 হে বিজ! মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে (সমুদ্র-  
 তীরে) ভারতবর্ষ, তৎপরে কম্পুরুষবর্ষ এবং  
 ওদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয়। উত্তরদিকে  
 রম্যক্, তৎপরে হিরণ্ময় এবং ওদনন্তর ভারতের  
 ত্রায় অর্থাৎ ধনুরাকার উত্তর কুরুবর্ষ। হে  
 বিজসন্তম! ইহাদের এক একটা নবসহস্র  
 যোজন বিস্তৃত। ইলারূতবর্ষও নয়সহস্র যোজন,  
 তাহার মধ্যে সুবর্ণ পর্বত মেরু উচ্ছিত।  
 মহাভাগ! সেই ইলারূতবর্ষ মেরুর চতুর্দিকে  
 নবসহস্র যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। চারি-  
 দিকে চারিটা পর্বত আছে। ঐবর কর্তৃক  
 মেরুর বিকস্ত অর্থাৎ ধারপাথ শঙ্কুরূপে নির্মিত

পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।  
 বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বে চান্তরে স্মৃতঃ ॥ ১৭  
 কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিন্নলো বট এব চ ।  
 একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকৈতভাঃ ॥ ১৮  
 জম্বুদ্বীপস্ত সা জম্বুনামহেতুর্গ্রহামুনে ।  
 মহাগজপ্রমাণানি জম্বাস্তস্তাঃ ফলানি বৈ ॥ ১৯  
 পতন্তি ভূভূতঃ পৃষ্ঠে নীর্মমাণানি সর্বতঃ ।  
 রসেন তেষাং প্রখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ॥ ২০  
 সরিং প্রবর্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ ।  
 ন শ্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেত্রিয়ক্ষয়ঃ ॥ ২১  
 তংপানান্ স্বচ্ছমনসান্ জনানান্ তত্র জায়তে ।  
 তীরস্থং তদ্রসং প্রাপ্য সুখবায়ু-বিশোধিতা ।  
 জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্ ॥ ২২  
 ভদ্রাঞ্চ পূর্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে ।  
 বর্ষে ধৌ তু মুনিশ্রেষ্ঠ অয়োধ্যৌ ইলারূতম্ ॥ ২৩  
 বনং চৈত্ররথং পূর্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্ ;

হইয়া উহার চারিদিকে দশ দশ সহস্র যোজন  
 উন্নত হইয়া আছে। পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে  
 গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে  
 সুপার্শ্ব। সেই সকল পর্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব,  
 জম্বু, পিন্নল ও বট, একাদশশত যোজন উচ্চ এই  
 চারি বৃক্ষ, পর্বতের খজার ত্রায় নির্মিত হইয়া  
 রহিয়াছে। হে মহামুনে! সেই জম্বুই জম্বু-  
 দ্বীপ নাম হইবার কারণ। সেই জম্বুজল  
 মহাগজ পরিমিত ফল সকল পর্বতপৃষ্ঠে পতিত  
 হইয়া বিশিষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের রসে তথায়  
 বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়াছে। ১০—২০।  
 সেই নদী গন্ধমাদন হইতে নির্গত হইতেছে,  
 তথাকার নিবাসিগণ উহার জল পান করে।  
 জম্বুনদীর জলে শ্বেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই, এই জল  
 পান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়-  
 ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়। তীরস্থ  
 মৃত্তিকা, সুখস্পর্শ বায়ু দ্বারা বিশোধিত হইয়া  
 জাম্বুনদ নামে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়, ইহা সিদ্ধ-  
 গণের ভূষণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মেরুর পূর্বদিকে  
 ভদ্রাঞ্চ এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের  
 মধ্যে ইলারূতবর্ষ। সুমেরুর পূর্বে চৈত্ররথ বন,

বৈভ্রাজং পশ্চিমে তত্ত্বস্তরে নন্দনং স্মৃতম্ ॥ ২৪  
 অরুণোদয়ং মহাভদ্রমসিতোদয়ং সমানসম্ ।  
 সরাস্তোতানি চচারি দেবভোগ্যানি সৰ্বদা ॥ ২৫  
 শীতান্ত-চক্রমুঞ্জং কুররী মাল্যবাস্তথা ।  
 বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্বতঃ কেশরাচলাঃ ।  
 ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ॥ ২৬  
 নিষধাদ্যা দক্ষিণতন্তস্ত কেশরপর্বতঃ ।  
 শিথিবাসাঃ সর্বৈর্দৃগ্ধাঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ ।  
 জারুধিপ্রমুখাস্তম্বং পশ্চিমে কেশরাচলাঃ ॥ ২৭  
 মেরোরনন্তরাস্থে জঠরাদিববস্থিতাঃ ।  
 শঙ্খকূটোৎথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ ।  
 কালঞ্জরাদ্যাংস্তথা উত্তরে কেশরাচলাঃ ॥ ২৮  
 চতুর্দশসহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী ।  
 মেরোরপরি মৈত্রেয় ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি ॥ ২৯  
 তস্তাঃ সমন্ততঃশ্চেষ্টো দিশাস্তু বিদিশাস্তু চ ।  
 ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ ॥ ৩০

দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং  
 উত্তরে সেইরূপ নন্দন বন আছে। অরুণোদয়  
 মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটা  
 দেবভোগ্য সরোবর সৰ্বদা মেরুর চারিদিকে  
 রহিয়াছে। শীতান্ত, ক্রমুঞ্জ, কুররী এবং মাল্য-  
 বান্, বৈকঙ্কপ্রধান এই সকল পর্বত (ভূপদের  
 কর্ণিকার রূপ) মেরুর পূর্বদিকের কেশর।  
 ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ এবং রুচক, নিষধপ্রধান  
 এই সকল পর্বত তাহার দক্ষিণ দিকের কেশর।  
 শিথিবাসা, বৈহৃক, কপিল ও গন্ধমাদন, জারুধি-  
 প্রধান এই সকল কেশর পর্বত সেইরূপ  
 পশ্চিমদিকে অবস্থিত। শঙ্খকূট, ঋষভ,  
 হংস এবং নাগ, কালঞ্জরপ্রধান এই সকল  
 কেশরাচল উত্তরদিকে অবস্থিত। এই সমুদায়  
 পর্বত মেরুর অন্তরঙ্গে অর্থাৎ মূল সমীপস্থ  
 অঙ্গে এবং জঠরাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে।  
 হে মৈত্রেয়! মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে  
 চতুর্দশ সহস্র যোজন পরিমিত ব্রহ্মার বিখ্যাত  
 মহাপুরী (ব্রহ্মপুরী) রহিয়াছে। তাহার চারি-  
 দিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের  
 বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুর সকল আছে। ২১—৩০।

বিষ্ণুপাদবিনিক্ষ্রান্তা প্লাবয়িত্বৈশ্বর্যমণ্ডলম্ ।  
 সমস্তাদ ব্রহ্মণঃ পুৰ্ণাং গঙ্গা পতিত বৈ দিবঃ ॥ ৩১  
 সা তত্র পতিতা দিম্বু চতুর্ধা প্রতিপদ্যতে ।  
 সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাং ॥ ৩২  
 পূর্বেণ শৈলাং সীতা তু শৈলং যাতাত্তরিক্ণগা ।  
 ততঃ পূর্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈতি সার্ববম্ ॥ ৩৩  
 তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্ ।  
 প্রয়াতি সাগরং ভদ্রা সপ্তভেদা মহামুনে ॥ ৩৪  
 চক্ষুঃ পশ্চিমগিরীনতীতা সকলাস্ততঃ ।  
 পশ্চিমং কেতুমাল্যং বর্ষং গতেতি সাগরম্ ॥ ৩৫  
 ভদ্রা তথাত্তরগিরীনুত্তরাংস্তথা কুরুন ।  
 অতীত্যোত্তরমস্তোখি সমভ্যতি মহামুনে ॥ ৩৬  
 আনীননিষধায়ামৌ মাল্যবদগন্ধমাদনৌ ।  
 তয়োঃস্বয়ংগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৩৭  
 ভারতাঃ কেতুমাল্যং ভদ্রাং কুরবস্তথা ।  
 পত্রাণি লোকপদন্ত মর্যাদা শৈলবাহতঃ ॥ ৩৮

বিষ্ণুপাদোত্তরা গঙ্গা, চক্ষুসগুণের চতুর্দিক  
 প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে  
 পতিত হইতেছেন। সেই গঙ্গা যেখানে পতিত  
 হইয়া চতুর্দিকে চতুর্ধা বিভক্ত হইতেছেন,  
 তাঁহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা;  
 তন্মধ্যে সীতা পূর্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে  
 এক পর্বত হইতে অগ্র পর্বতে গমন করিতে-  
 ছেন, তদনন্তর তিনি ভদ্রা নামক পূর্ববর্ষ  
 দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছেন। মহামুনে!  
 সেইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া  
 ভাঙ্গতবর্ষে আসিয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হওত  
 সাগরে গমন করিতেছেন। চক্ষুও পশ্চিমদিক-  
 স্থিত পর্বত সকল অতিক্রমপূর্বক কেতুমাল  
 নামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইতে-  
 ছেন। মহামুনে! ভদ্রা সেইরূপ উত্তরগিরি  
 এবং উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রে  
 গমন করিতেছেন। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন  
 পর্বত উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত  
 পর্যন্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে  
 সংস্থিত। মর্যাদা-শৈলের মধ্যবর্তী ভারতবর্ষ,  
 কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাবর্ষ এবং কুরুবর্ষ জন্মদ্বীপ-

জঠরো দেবকূটঃ ৫ মধ্যাদাপর্বতাবুভো ।  
 তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামবনীলমিথায়ুভো ॥ ৩১  
 গন্ধমাদনকৈলাসৌ পূর্বপশ্চাত্যাবুভো ।  
 অনীতিযোজনায়ামবর্ণবাস্তুৰ্য্যাবস্থিতৌ ॥ ৪০  
 নিমগ্নঃ পারিপাত্রঃ ৫ মধ্যাদাপর্বতাবুভো ।  
 মেরোঃ পশ্চিমাদিগ্ভাসেযথাপূর্বৌতথাস্থিতৌ ॥ ৪১  
 ত্রিশঙ্গো জারুধিঃ ৫ উত্তরৌ বর্ষপর্বতৌ ।  
 পূর্বপশ্চাত্যাবুভৌ অর্ণবাস্তুৰ্য্যাবস্থিতৌ ॥ ৪২  
 ইতোতে মুনিবর্ষোক্তা মধ্যাদাপর্বতাস্তব ।  
 জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোস্তেষাং বৌদৌ চতুর্দিশম্ ॥  
 মেরোঃ চতুর্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপর্বতঃ ।  
 শীতান্তাদ্যা মুনে তেজামতী হি মনোরমাঃ ॥ ৪৪  
 শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধাচারণসেবিতাঃ ।  
 সুরম্যাণি তথা তাম্ কননানি পুশ্ণি চ ॥ ৪৫  
 লক্ষ্মীবিক্রম্নিগ্ধ্যাদিদেবানাং মুনিসত্তম ।

রূপ পদের পত্র স্বরূপ । জঠর ও দেবকূট এই  
 দুইটী মধ্যাদাপর্বত ; তাহারা উত্তর-দক্ষিণে  
 নীল ও নিমগ্ন পর্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ।  
 পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত গন্ধমাদন ও কৈলাস,  
 এই দুই মধ্যাদাপর্বত অনীতি যোজন  
 করিয়া দীর্ঘ এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রতিষ্ঠিত  
 হইয়া অবস্থিত । মেরুর পশ্চিমদিক্‌ভাগে  
 নিমগ্ন ও পারিপাত্র নামক দুই মধ্যাদাপর্বত,  
 পূর্বদিক্‌বর্তী দুই পর্বতের ত্রায় অবস্থিত  
 অর্থাৎ তাহারা যেমত নীল নিমগ্ন পর্য্যন্ত দীর্ঘ,  
 সেইরূপ মেরুর উত্তরদিকে ত্রিশঙ্গ ও জারুধি  
 দুই বর্ষ-পর্বত আছে, এই দুইটী পূর্বপশ্চিমে  
 দীর্ঘ এবং সাগরগর্ভে প্রতিষ্ঠিত । হে মুনিবর !  
 এই সকল জঠরাদি সীমা-পর্বতের বিষয়  
 তোমাকে বলিলাম । তাহাদের দুই দুইটী  
 পর্বত মেরুর চতুর্দিকে আছে । মুনে ! মেরুর  
 চতুর্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেশর পর্ব-  
 তের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেক  
 মনোরম কন্দর আছে । সিদ্ধ-দেব গায়কগণ  
 তথায় বাস করেন । সেই সকল কন্দরে সুরম্য  
 কানন ও পুর আছে । ৩১—৪৫ । হে মুনি-  
 সত্তম ! সেই সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও

তাম্রায়তনবর্ণাণি জুষ্টানি বরকিন্নরৈঃ ॥ ৪৫  
 গন্ধর্ব্ববক্ষরকাসি তথা দৈতেয়দানবাঃ ।  
 ক্রৌড়ান্তি তাম্ রম্যাহ শৈলদ্রোণীষহর্নিশম্ ॥ ৪৭  
 ভৌমা হেতে স্মৃতাঃ সর্গা বর্ষিণ্যামালয়া মুনে ।  
 নৈতেষু পাপকন্ধ্যাণৌ যান্তি জমশঠৈরপি ॥ ৪৮  
 ভদ্রাঞ্জে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরাদিজ ।  
 বরাহঃ কেতুমালে তু ভরতে কুশ্মরপঙ্কজ ॥ ৪৯  
 মংস্তরূপঃ ৫ গোবিন্দঃ কুরুষাস্তে জনার্দিনঃ ।  
 বিশ্বরূপেণ সর্বত্র সর্বঃ সর্বৈশ্বরো হরিঃ ॥ ৫০  
 সর্বস্তাধারভূতোহসৌ মৈত্রেয়্যাস্তেহখিলাস্মকঃ ।  
 যানি কিস্পুরুষাদীনী বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে ।  
 ন তেষু শোকো নারাসো নোদ্বেগঃ স্তুভ্যাদিকম্ ॥ ৫১  
 স্তৃষ্ণাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্বদুঃখবিরজিতাঃ ।  
 দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুঃ ॥ ৫২  
 ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমাত্তজাংসি তেষু বৈ ।  
 কত্ত্বৈত্যাদিকা নৈব তেন স্থানেষু কল্পনা ॥ ৫৩

স্বর্ঘ্যাদি দেবগণের শ্রেষ্ঠ কিন্নরসেবিত আয়তন  
 বর্ষ সকল রহিয়াছে । গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, রক্ষ,  
 দৈতেয় ও দানবসমূহ সেই সকল রমণীয় শৈল-  
 কন্দরে দিবানিশি ক্রৌড়া করিতেছেন । মুনে !  
 এই সকল স্থান ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ  
 বলিয়া উল্লিখিত হয় । ইহা ধাম্বিক লোক-  
 দিগের বাসস্থান, পাণ্ডিগণ শত জন্মেও এখানে  
 যাইতে পারে না । ব্রহ্মন ! ভগবান্ বিষ্ণু  
 ভদ্রাস্বর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহ-  
 রূপে এবং ভারতবর্ষে কুশ্মররূপে অবস্থিত  
 আছেন । জনার্দন গোবিন্দ, কুরুবর্ষে মংস্ত-  
 রূপে রহিয়াছেন । সর্ব সর্বৈশ্বর হরি বিশ্ব-  
 রূপে সর্বত্রই বিরাজমান । তিনি সকলের  
 আধার ও অখিলাস্মক । মহামুনে ! কিস্পুরু-  
 ষাদি যে আটটি বর্ষ, সে সকল শোক, ভ্রম,  
 উদ্বেগ, স্তৃষ্ণা ও ভয়াদি নাই । প্রজাগণ স্বস্থ,  
 নিরাতঙ্ক, সর্বদুঃখবিরজিত এবং দশ বা দ্বাদশ  
 সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হইয়া জীবিত থাকে ।  
 সে সকল স্থানে পঙ্কজদেব বর্ষণ করেন না,—  
 পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সেই  
 সকল স্থানে সত্য দ্রোতাদি কল্পনা নাই ।

সৰ্বেষেভেষু বৰ্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ ।  
ন্য্যশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রস্থতা বা বিজোন্তম ॥ ৫৪

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়ঃশ্লোকে  
দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিমাশ্চেইশ্চ দক্ষিণম্ ।  
বৰ্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সত্যতিঃ ॥ ১  
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোহস্ত মহামুনে ।  
কর্ষভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥ ২  
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ ।  
বিষ্ণ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ ॥ ৩  
অভঃ সপ্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমন্মানং প্রয়াস্তি বৈ ।  
তির্য্যকৃৎ নরকঞ্চাপি যাত্যত্যতঃ পুরুষা মুনে ॥ ৪  
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চাস্তশ্চ গম্যতে ।

হে বিজোন্তম ! এই সকল বর্ষে সাত সাতটা  
করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে ;  
নদীসমূহ সেই সকল কুলপর্বত হইতে  
নিঃসৃত । ৪৬—৫৪ ।

দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, বাহা সমুদ্রের উত্তর ও  
হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারত-  
বর্ষ ; যেখানে ভারতের বংশ বাস করেন । হে  
মহামুনে ! ইহার বিস্তার নবসহস্র যোজন ।  
ইহা স্বর্গগামী এবং মোক্ষগামী . পুরুষদিগের  
কর্ষভূমি । এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্তি-  
মান, ঋক্ষ, বিষ্ণ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটা কুল-  
পর্বত আছে । মুনে ! এই স্থান হইতে স্বর্গ  
প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুণ্ড্রবরা এই স্থান হইতে  
মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতে তির্য্যকৃ-  
ত্যাতিথে ও নরকে গমন করে । এই স্থান

নবষষ্ঠত্র মর্ত্যানাং কন্ম কুর্মো বিধীয়তে ॥ ৫  
ভারতভ্যস্ত বর্ষস্ত নব ভোজনানি নিশাময় ।  
ইন্দ্রবীপঃ কশেকমান্ তাত্রবর্ণো গভস্তিমান্ ।  
নাগবীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বকৃৎ বারুণঃ ॥ ৬  
অরস্ত নবমস্তেবাং বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ।  
যোজনানাং সহস্রস্ত বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাং ॥ ৭  
পূর্বে কিরাডা যত্র স্তু্যঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ ।  
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্য শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ॥ ৮  
ইছাযুদ্রবর্ণবিজ্যাশ্চৈক্যভয়তো ব্যবস্থিতাঃ ।  
শতদ্রচ্ছত্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ ॥ ৯  
বেদস্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে ।  
নর্য়দাশ্চরসাদ্যাশ্চ ন্যো বিজ্যাভিনির্গতাঃ ॥ ১০  
তাপীপয়োকীনির্কিঞ্চ্যা প্রমুখা ঋক্ষসন্তবাঃ ।  
গোদাবরী ভীমরথী রুক্ষবেণ্যাদিকান্তথা ॥ ১১  
সত্ৰপাদোদ্ভবা নদ্যাঃ স্মৃতাঃ পাপভয়প্রহাঃ ।

হইতে স্বর্গ (ভৌমস্বর্গ—ইলাবৃতাদিবর্ষ), মোক্ষ  
(সদ্যোমুক্তি) অন্তরীক্ষ লোক এবং পাতালাদি  
লোকে গমন করা যায় । অস্ত্র কোনও স্থানে  
মহুযাদিগের কন্মের বিধি নাই । এই ভারত-  
বর্ষের নয় ভাগ আছে, প্রবণ কর । ইন্দ্রবীপ,  
কশেকমান, তাত্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগবীপ,  
সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগরসংবৃত  
বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম । এই বীপ উত্তর  
দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ । ইহার পূর্বদিকে  
কিরাডগণ আছে, পশ্চিমে যবনেরা অবস্থিত  
এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ  
ভাগানুসারে যুক্ত, যুক্ত, বাণিজ্য প্রভৃতি  
অবলম্বন করত বাস করিতেছেন । শতদ্রু-  
চ্ছত্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে  
নির্গত হইয়াছে । হে মুনে ! বেদ-স্মৃতি-  
প্রধান কতগুলি নদী পারিপাত্র পর্বত  
হইতে উৎপন্ন । নর্য়দা ও শুরসাদি নদী  
বিজ্যাচল হইতে নির্গত । ১—১০ । তাপী,  
পর্যাকী ও নির্কিঞ্চ্যা প্রভৃতি নদী, ঋক্ষ পর্বত  
হইতে সমুৎপন্ন । গোদাবরী, ভীমরথী ও  
রুক্ষবেণী আদি পাপভয়হারিনী নদী নব পর্ব-

কৃতমালাভ্রাপর্ণাপ্রমুখা মলয়োত্তবাঃ ॥ ১২  
ত্রিসামাচার্যকুল্যাঙ্গা মহেন্দ্রজ্যোত্তবাঃ স্মৃতাঃ ।  
ঋষিকুল্যাকুমার্যাদ্যাঃ শুভ্রিমংপাদসম্ভবাঃ ॥ ১৩  
আসাং নদ্যপনদ্যং সত্যশ্রাণ্ড সহস্রশঃ ।  
তান্মিমে কুরুপাঞ্চাল মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥ ১৪  
পূর্বদেশাাদকাট্যৈব কামরূপনিবাসিনঃ ।  
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাং সর্কশঃ ॥ ১৫  
তথাপরাস্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরাস্তথাঋষুদাঃ ।  
কারুবা মালবাত্যৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ ॥ ১৬  
সৌবীরাঃ সৈন্ধবাঃ হুণাঃ শাধাঃ শাকলবাসিনঃ ।  
মদ্রারামাস্তথাস্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥ ১৭  
আসাং শিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা ।  
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাঙ্কলাঃ ॥ ১৮  
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্ত্র মহামুনে ।  
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিচাত্ত্রং ন কচিৎ ॥ ১৯  
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজিনঃ ।

তের পাদদেশ হইতে উৎপন্ন। কৃতমালা ও  
ভ্রাপর্ণাপ্রধান। কতকগুলি নদী মলয় হইতে  
উৎপন্ন। ত্রিসামা আর্ষকুল্যাঙ্গি নদী মহেন্দ্র  
পর্বত হইতে উৎপন্ন এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী  
আদি কতগুলি নদী শুভ্রিমান্ পর্বতের পাদ-  
সম্ভবা। ইহাদের সহস্র সহস্র শাখানদী ও  
উপনদী আছে। কুরুপাঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশ-  
দিশানবাসিজন, পূর্বদেশবাসিগণ, কামরূপ-  
নিবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষি-  
ণাত্যবাসিগণ এবং অপরাস্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর,  
ঋষুদ, কারুব, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ;  
সৌবীর, সৈন্ধব, হুণ, শাধ ও শালকবাসিগণ;  
মদ্র, আরাম, অস্বষ্ঠ ও পারসীকাদি, এই  
সমস্ত লোক সেই সকল নদীর তীরে  
বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন।  
এই সকল নদীর সমীপবর্তী দেশ সকল হৃষ্ট  
পুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং মহা ভাগ্যবান।  
হে-মহামুনে! এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা,  
দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অর্থাৎ ধর্মের হ্রাস বৃদ্ধি  
আছে,—অন্ত কোথাও নাই। এখানে মূনি-  
গণ তপস্তা করেন, যাজিকগণ হোম করেন এবং

দাননি চাত্র দীপন্তে পরলোকার্থমাদরাং ॥ ২০  
পুরুষৈষজ্ঞপুরুষো জম্বুদীপে সদেজ্যতে ।  
যজ্ঞৈষজ্ঞময়ো বিষ্ণুরজ্রদীপেষু চাত্তথা ॥ ২১  
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদীপে মহামুনে ।  
যতো হি কশ্মভুরেবা ততোহত্রা ভোগভূময়ঃ ॥ ২২  
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সন্তম ।  
কদাচিত্রভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসংকরাং ॥ ২৩  
গায়ন্তি দেবাঃ কিম গীতকানি  
ধত্তান্ত তে ভারতভূমিভাগে ।  
স্বর্গাপবর্গাপদমার্গভূতে  
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরভাং ॥ ২৪  
কশ্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি  
সংশ্রান্ত বিষ্ণো পরমাস্ত্রভূতে ।  
অবাপ্য তাং কশ্মমহীমনন্তে  
তন্নির্ভয়ং যে তুমলাঃ প্রয়ান্তি ॥ ২৫  
জানাম নৈতং ক বয়ঃ বলীনে  
স্বর্গপ্রদে কশ্মপি দেহবন্ধমু ।  
প্রাস্যাম ধত্তাঃ খলু তে মনুষ্যা  
যে ভারতে নেল্লয়বিপ্রহীনঃ ॥ ২৬

এই স্থানেই লোকে পরলোকের জন্ত আদর-  
পূর্বক দান করিয়া থাকেন। ১১—২০। জম্বু-  
দীপে মনুষ্যগণ যজ্ঞময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে  
সর্বদা যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। অজ্ঞ-  
দীপে অজ্ঞ প্রকার, অর্থাৎ সোম, হৃদ্যাদির পূজা  
হয়। মহামুনে! জম্বুদীপের মধ্যে ভারতবর্ষই  
শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কশ্মভূমি, তন্ত্র অজ্ঞ স্থান-  
গুলি ভোগভূমি। হে মানুষশ্রেষ্ঠ! জীবগণ সহস্র  
সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারত-  
বর্ষে মনুষ্য জন্মলাভ করেন। দেবগণ এই-  
রূপ গীতগান করিয়া থাকেন, “দ্বাহারা স্বর্গ ও  
মোক্ষাপদের পথ-স্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ  
করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্ত।  
সেই অমল অর্থাৎ নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ এই কশ্ম-  
ভূমিতে জন্মগ্রহণপূর্বক নিকাম কশ্ম করত  
পরমাস্ত্রভূত বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া তাঁহাতে লয়  
(ত্রৈক্য) প্রাপ্ত হন। স্বর্গপ্রদ কশ্ম কয় হইয়া  
গেলে, আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহা



নববর্ষং তু মৈত্রেয় জম্বুদ্বীপমিদং ময়া ।  
লক্ষযোজনবিস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং তব ॥ ২৭  
জম্বুদ্বীপং সমাকৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ ।  
মৈত্রেয় বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষারোদধির্কহিঃ ॥ ২৮  
ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে  
তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

### চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ক্ষারোদেন যথা দ্বীপো জম্বুসংজ্ঞাহতিবেষ্টিতঃ ।  
সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ ॥ ১  
জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তারঃ শতসাহস্রসংমিতঃ ।  
স এবং দ্বিগুণো ব্রহ্মণ লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ ॥ ২  
সপ্ত মেধাতিথে পুত্রাঃ লক্ষদ্বীপেশ্বরস্ত বৈ ।  
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ো নাম শিশিরস্তদনন্তরম্ ॥ ৩  
সুখোদয়স্তথানন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ ।

জানি না। সেই সকল মানুষই ধন্য, বাহারা  
নিতান্ত ইন্দ্রিয়-বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম  
লাভ করিয়াছেন। মৈত্রেয়! নববর্ষাবিশিষ্ট  
লক্ষযোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপের কথা তোমাকে  
সংক্ষেপে বলিলাম। হে মৈত্রেয়! লক্ষ যোজন  
বিস্তৃত লবণ সমুদ্র জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া  
বলয়াকারে বাইভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। ২১-২৮  
দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়-অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

### চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—জম্বুনামক দ্বীপ যেমন  
লবণসমুদ্র দ্বারা অভিবেষ্টিত, সেইরূপ লক্ষদ্বীপ  
লবণ সমুদ্রকে সংবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। হে  
ব্রহ্মণ! জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরি-  
মিত, সেই লক্ষদ্বীপ-এইরূপ দ্বিগুণ কথিত হয়।  
লক্ষদ্বীপের অধিপতি ঋধাতিথির সাত পুত্র।  
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়! তদনন্তর  
যথাক্রমে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব,

ধ্রুবঃ সপ্তমস্তেষাং লক্ষদ্বীপেশ্বরী হি তে ॥ ৪  
পূর্ব্বং শান্তভয়ং বর্ষং শিশিরং সুখদং তথা ।  
আনন্দকং শিবকৈব ক্ষেমকং ধ্রুবমেব চ ॥ ৫  
মর্যাদাকারকাস্তেষাং তথাত্তে বর্ষপর্কতাঃ ।  
সপ্তৈব তেষাং নামানি শৃণু মুনিসত্তম ॥ ৬  
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো হৃন্দুভিস্তথা ।  
সোমকঃ সুনমাতৈশ্চ বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৭  
বর্ষাচলেবু রম্যোয় সর্কেষেভেতনু চানবাঃ ।  
বসন্তি দেবগন্ধর্ব্বসহিতাঃ সততং প্রজাঃ ॥ ৮  
তেবু পৃথ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনাঃ ।  
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্বকালস্থখং হি তং ॥ ৯  
তেষাং নদ্যস্ত সপ্তৈব বর্ষাধিক সমুদ্রগাঃ ।  
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ ॥ ১০  
অনুতপ্তাশিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ ।  
অমৃত্য স্কৃতা চৈব সপ্তৈস্তান্তত্র নিয়গাঃ ॥ ১১  
এতে শৈলাস্তথা নদ্যাঃ প্রধানাঃ কথিতাস্তব ।  
সুদ্রশৈলাস্তথা নদ্যস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২

ক্ষেমক এবং ধ্রুব তাঁহাদের সপ্তম। তাঁহারা  
লক্ষদ্বীপে যথাক্রমে স্ব স্ব নামানুসারে কীৰ্ত্তিত  
শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখদবর্ষ, আনন্দবর্ষ,  
শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ এবং ধ্রুববর্ষ, এই নয় বর্ষের  
ঈশ্বর। তাঁহাদের মর্যাদাকারক অস্ত্র সাতটি  
বর্ষপর্কত আছে। হে মুনিসত্তম! তাহাদের  
নাম শ্রবণ কর। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, হৃন্দুভি,  
সোমক, সুনমঃ এবং সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সকল  
রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত  
নিপাপ প্রজা সকল সতত বাস করেন। সেই  
সকল পর্কতে পুত্রিত জনপদ সকল আছে!  
সেখানে চিরকাল (পঞ্চসহস্র বৎসর) পরে  
লোকের মৃত্যু হয়। তথায় আধি কিংবা ব্যাধি  
নাই, অতএব সর্বদাই সুখ। সেই সকল বর্ষের  
সাতটি সমুদ্রগামিনী নদী আছে। তাহাদের  
নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—শ্রবণ করিলে  
পাপ নষ্ট হয়। ১—১০। অনুতপ্তা, শিখী,  
বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃত্য ও স্কৃতা, এই  
সপ্ত নদী আছে। এই সকল প্রধান প্রধান  
পর্কত ও নদীর বিষয় তোমাকে বলা হইল।

তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্ত ডে ।  
 অপসর্গা ন তেষাং বৈ ন চৈবোংসর্গিণী বিজ ॥  
 ন ত্বেবাস্তি যুগাবস্থা তেবু স্থানেষু সপ্তযু ।  
 ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্বদেব মহামতে ॥ ১৪  
 প্রক্ষরীপাদিসু ব্রহ্মন্ শাকরীপান্তিকেবু বৈ ।  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ ১৫  
 ধর্ম্মাঃ পঞ্চ তথৈতেষু বর্ণপ্রমবিত্তাগজাঃ ।  
 বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান্ নিবোধ বদামি তে ॥ ১৬  
 আর্য্যকঃ কুরবৈশ্ব বিবিংশা ভাবিনশ্চ যে ।  
 বিশ্রাক্ষত্রিয়বৈশ্বাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম ॥ ১৭  
 জম্বুবৃক্ষপ্রমাণস্ত তমধ্যে স্তমহাস্তরঃ ।  
 প্রক্ষন্তান্নামসংজ্ঞেয়ং প্রক্ষরীপো দ্বিজোত্তম ॥ ১৮  
 ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈশ্বর্ক্যৈরাধ্যাদিভিঃ ।  
 সোমরূপী জগৎশ্রেষ্ঠা সর্বঃ সর্বৈশ্বরো হরিঃ ॥ ১৯  
 প্রক্ষরীপপ্রমাণেন প্রক্ষরীপঃ সমাবৃতঃ ।  
 তথৈবন্ধুরসোদেন পরিবেশানুকরিণা ॥ ২০

সেখানে আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও পর্বত আছে । পূর্বোক্ত জনপদবাসী হৃষ্ট লোকগণ সর্বদা সেই সকল নদীর জল পান করে । হে দ্বিজ ! সেই জনপদবাসিগণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই । হে মহামতে । সেই সপ্ত স্থানে যুগাবস্থা নাই, —সর্বদাই ত্রেতাযুগ সমান কাল বর্তমান আছে । ব্রহ্মন্ ! প্রক্ষরীপাদি ও শাকরীপান্ত সপ্তদীপে মনুষ্য সকল অনাময় হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন । এই সকল দীপে বর্ণা-শ্রমবিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম ( ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তুর ও পরিগ্রহ ) আছে, তথায় যে চারিবর্ণ আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । মুনিসত্তম ! তথায় বাহারা আর্য্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাঁহারা ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র । হে দ্বিজোত্তম ! তাহার ( প্রক্ষরীপের ) মধ্যে জম্বুবৃক্ষ পরিমিত একটা স্তমহান প্রক্ষর আছে । তাহাতেই এই দীপ প্রক্ষনামক হইয়াছে । তথায় সোমরূপী জগৎশ্রেষ্ঠা সর্ব-সর্বৈশ্বর ভগবান্ হরি আধ্যাদি ত্রিবর্ণ কর্তৃক পূজিত হন । প্রক্ষরীপ-প্রমাণ মণ্ডলাকার ইক্ষু-

ইত্যেবং তব মৈত্রেয় প্রক্ষরীপ উদাহৃতঃ ।  
 সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাস্ত্রাণ্য মে নিশাময় ॥ ২১  
 শাস্ত্রাণ্যন্ত্রেখরো বীরো বপুত্বাস্তংস্ততান শৃণু ।  
 তেষাস্ত নামসংজ্ঞানি সপ্ত বর্ণাণি তানি বৈ ॥ ২২  
 শ্বেতোহথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।  
 বৈহ্যতো মানসশ্চৈব স্প্রভশ্চ মহামুনে ॥ ২৩  
 শাস্ত্রাণেন সমুদ্রোহসৌ দীপেনন্ধুরসোদকঃ ।  
 বিস্তারাদ্বিশ্বেনাথ সর্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥ ২৪  
 তত্রাপি পর্বতঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনিয়ঃ ।  
 বর্ষান্তব্যঞ্জক যে তু তথা সপ্ত চ নিরগাঃ ॥ ২৪  
 কুমুদশ্চৈব তৈশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ ।  
 দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহীধরঃ ॥ ২৬  
 কঙ্কন্ত পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা ।  
 কক্কাহান্ পর্বতকরঃ সরিষামানি মে শৃণু ॥ ২৭  
 যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী ।  
 নিরুত্তিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাস্তাঃ পাপশান্তিদাঃ ॥ ২৮

সমুদ্র দ্বারা প্রক্ষরীপ সমাবৃত । হে মৈত্রেয় ! তোমাকে প্রক্ষরীপের বিষয় এইরূপ সংক্ষেপে বলিলাম । আবার শাস্ত্রা দীপের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর । ১১—২১ শাস্ত্রা দীপের রাজা বীর বপুত্বান্ । তৎপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর । যথা,—শ্বেত, হরিত জীমূত, রোহিত, বৈহ্যত, মানস ও স্প্রভ । হে মহামুনে ! তাঁহাদেরই নামানুসারেই সেই সাতটা বর্ষের নাম হইয়াছে । এই ইক্ষুরসোদক সমুদ্র আপনাপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাস্ত্রা দীপ দ্বারা সর্বতঃ আবৃত হইয়া ক্ষীত আছে । সেখানেও রত্নের উৎপত্তিস্থান ও বর্ষের সীমা-নিরূপক সাতটা পর্বত এবং সাতটা নদী আছে জানিবে । সেই পর্বতগণের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর । প্রথম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় বলাহক, চতুর্থ দ্রোণ, এই পর্বতে মহৌষধি সকল আছে । পঞ্চম কঙ্ক, ষষ্ঠ মহিষ এবং পর্বতবর কক্কাহান্ সপ্তম । এক্ষণে নদী সকলের নাম শ্রবণ কর । যথা,—যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনী এবং নিরুত্তি তাহাদের সপ্তমী । সেই সকল নদীকে স্মরণ

বেতক হরিতকৈব বৈহ্যতঃ মানসঃ তথা ।  
 জীমুত্তরোহিতে চৈব সুপ্রভকান্তিশোভনম্ ॥ ২১  
 সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চাতুর্কর্ষ্যযুতানি বৈ ।  
 শাশ্বলে যে তু বর্ষাণি বসন্তোতে মহামুনে ॥ ৩০  
 কপিলশ্চারণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্ ।  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজ্ঞান্তি তে ॥ ৩১  
 ভগবন্তঃ সমস্তস্ত বিষ্ণুমাংসানবযায়ম্ ।  
 বায়ুভূতং মথৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্ধ্বজিনো যজ্ঞসংস্থিত্তিম্ ॥ ৩২  
 দেবানামত্র সামিধ্যমতীৰ্হ সমনোহরে ।  
 শাশ্বলিঃ সুমহারুক্ষে নাম্না নির্বৃত্তিকারকঃ ॥ ৩৩  
 এব দ্বীপঃ সমুদ্রেন হরোদেন সমারুতঃ ।  
 বিস্তারাম্ভাশ্বলশ্চৈব সমেন তু সমন্ততঃ ॥ ৩৪  
 হরোদকঃ পরিতুতঃ কুশদ্বীপেন সর্কতঃ ।  
 শাশ্বলস্ত তু বিস্তারাদ্বিভুগেন সমন্ততঃ ॥ ৩৫  
 জ্যোতিষ্যতঃ কুশদ্বীপে সপ্তপুত্রাঃ শৃণু ব তান্ ।  
 উদ্ভিদো বেণুমাংসশ্চৈব বৈরোধা লম্বনো হ্রতিঃ ॥ ৩৬  
 প্রভাকরোহথ কপিলস্তন্নামা বর্ষপদ্ধতিঃ ।  
 তস্মিন্ বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈতেয়দানবৈঃ ॥ ৩৭

করিলে পাপশাস্তি হয়। তথায় অভিশোভন  
 বেত, হরিত, বৈহ্যত, মানস, জীমুত, রোহিত ও  
 সুপ্রভ নামক চাতুর্কর্ষ্য-যুক্ত এই সাত বর্ষ  
 আছে। হে মহামুনে! শাশ্বলদ্বীপে কপিল,  
 অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ, এই যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ষ  
 বাস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও  
 শূদ্র। সেই বাগশীলগণ, সকলের আত্মা, অব্যয়  
 ও যজ্ঞের আশ্রয় ভগবান্ বায়ুভূত বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ  
 যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। দেবগণ এই  
 অত্যন্ত সুমনোহর স্থানের নিকটস্থ থাকেন।  
 শাশ্বলী নামে একটি সুখদায়ক সুমহান্ বৃক্ষ  
 আছে; এই শাশ্বলদ্বীপ, শাশ্বলদ্বীপ-তুল্য-বিস্তৃত  
 হরাসমুদ্র দ্বারা চতুর্দিকে সম্পূর্ণ আৱৃত। হুৱা-  
 সমুদ্র শাশ্বলদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা  
 চতুর্দিকে সম্পূর্ণ সর্কতোভাবে পরিবেষ্টিত।  
 কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র; তাহাদের  
 নাম শ্রবণ কর,—উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরোধ, লম্বন,  
 হ্রতি, প্রভাকর এবং কপিল। তাঁহাদের নামানু-  
 সারেই বর্ষ সকলের নাম নিরূপিত হইয়াছে।

তথৈব দেবগণকর্ষ-যক্ষকিম্পুরুষাদিগঃ ।  
 বর্ণান্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠানতং পরাঃ ॥ ৩৮  
 দমিনঃ শুদ্ধিগণঃ স্নেহা মন্দোহাশ্চ মহামুনে ।  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চাতুর্ক্রেমোদিতাঃ ॥ ৩৯  
 যথোক্তকর্ম্মকর্তৃহাং স্বাধিকারক্ষয়াং তে ।  
 তত্ৰৈব তং কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনার্দনম্ ।  
 যজ্ঞতঃ কপয়ন্ত্যগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্ ॥ ৪০  
 বিক্রমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা ।  
 কুশেশয়ো হবির্শৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ ।  
 বর্ষাচলান্ত তত্ৰৈতে সপ্ত দ্বীপে মহামুনে ॥ ৪১  
 নদ্যন্ত সপ্ত তাসান্ত শৃণু নামান্তহুক্রমাং ।  
 হুতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্যতিস্তথা ॥ ৪২  
 বিহ্যদস্তা মহী চান্ধা সর্কপাপহার্যদ্বিমাঃ ।  
 অস্তাঃ সহস্রশস্ত্রৈঃ হুতনদ্যন্তথাচলাঃ ॥ ৪৩  
 কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজ্ঞ্যাত্ত তন্ত তৎস্বাতঃ ।  
 তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো হুতোদেন সমারুতঃ ॥ ৪৪

সে স্থানে দৈতেয় দানবগণের সহিত মনুষ্যগণ  
 এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিম্পুরুষাদিগণ বাস  
 করেন। সেখানেও স্ব স্ব অনুষ্ঠান-তৎপর চারি  
 বর্ষ আছেন। হে মহামুনে! দমী, শুদ্ধী, স্নেহ  
 ও মন্দোহগণ ক্রমাগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও  
 শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা  
 সেই কুশদ্বীপে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়া, আত্ম-  
 দ্বারা জ্ঞান কৰ্ম্মাধিকারক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মরূপ  
 জনার্দনের আরাধনা করত অত্যাগ্র ফলপ্রদ অধি-  
 কার অর্থাৎ অহঙ্কারকে উন্নীত করেন।  
 ২২—৪০। হে মহামুনে! সেই দ্বীপে বিক্রম,  
 হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি  
 এবং সপ্তম মন্দরাচল নামে এই সাতটী বর্ষ-  
 পর্কত আছে। নদীও সাতটী আছে, যথাক্রমে  
 তাহাদের নাম শ্রবণ কর। যথা,—হুতপাপা,  
 শিবা, পবিত্রা, সম্যতি, বিহ্যৎ, অস্তা ও মহী।  
 ইহারা সর্কপাপ-হারিণী। তথায় অস্তান্ত সহস্র  
 সহস্র হুদ্র নদী এবং পর্কত আছে। কুশ-  
 দ্বীপে একটি কুশস্তম্ব আছে, তাহার নামানু-  
 সারে কুশদ্বীপ কথিত হয়। সেই দ্বীপ  
 তৎপরিমাণ হুতসমুদ্র দ্বারা সমারুত এবং

যুতোদং সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ।  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপো মহাভাগঃ ক্রয়তাকাংপরো মহান্ ॥৪৫  
 কুশদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণো যস্ত বিস্তরঃ ।  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাশ্বনঃ ॥৪৬  
 তন্মামনি চ বর্ধাণি তেষাং চত্রে মহীপতিঃ ॥ ৪৭  
 কুশলো মন্দগংচাক্ষঃ পীবরোহপ্যাক্ষকারকঃ ।  
 মুনিশ্চ হৃন্দুভিঃশ্চব সপ্তৈতে তংসুতা মুনে ॥ ৪৮  
 তত্রাপি দেবগন্ধর্বসেবিতাঃ স্তম্ননোহরাঃ ।  
 বর্ধাচলা মহাবুদ্ধে তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৪৯  
 ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব ভূতীয়শ্চাক্ষকারকঃ ।  
 দেবারং পঞ্চমশ্চাত্র তথাত্মাঃ পুণ্ডরীকবান্ ।  
 হৃন্দুভিঃশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণান্তে পরস্পরম্ ॥ ৫০  
 দ্বীপাদ্বীপেযু যে শৈলা যথা দ্বীপানি তে তথা ॥ ৫১  
 বর্ধেষেতেষু রম্যেষু তথা শৈলবরেযু চ ।  
 নিবসন্তি নিরাতক্কাঃ সহদেবগণৈঃ প্রজাঃ ॥ ৫২  
 পুষ্করাঃ পুষ্কলা ধৃত্যস্তিস্পাখ্যাশ্চ মহামুনে ।  
 ব্রাহ্মণাঃ কক্ৰিয়া নৈশ্চাঃ শূদ্রাশ্চানুপক্রমোদিতাঃ ॥

যুতোদ সমুদ্র ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা সংবৃত। হে  
 মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক এই অপর মহাদ্বীপের  
 বিষয় শ্রবণ কর। ইহার বিস্তার কুশদ্বীপের  
 বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাত্মা  
 দ্যুতিমানের সাত পুত্র হয়। মহীপতি (দ্যুতি-  
 মান) তাঁহাদের নামানুসারে বর্ষ সকলের নাম  
 নিরূপণ করেন। হে মুনে! কুশল, মন্দগ, উষ্ণ,  
 পীবর, অক্ষকারক, মুনি ও হৃন্দুভি এই সাতটী  
 তাঁহার পুত্র। হে মহাবুদ্ধে! সেখানেও দেব-  
 গন্ধর্বসেবিত স্তম্ননোহর বর্ষপর্বত আছে;  
 তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রৌঞ্চ,  
 বামন, অক্ষকারক, দেবারং, অষ্ট পুণ্ডরীকবান্  
 পঞ্চম, হৃন্দুভি ষষ্ঠ এবং সপ্তম মহাশৈল।  
 তাহারা উত্তরোত্তর পরস্পর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক  
 দ্বীপ অপেক্ষা অপর দ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইরূপ  
 সেই সকল দ্বীপে যে সকল পর্বত আছে,  
 তাহারাও পরস্পর দ্বিগুণ। ৪১—৫১। এই  
 সকল রমণীয় বর্ষ ও পর্বতে নিরাতক প্রজাবর্গ  
 দেবগণের সহিত বাস করেন। হে মহামুনে!  
 এই দ্বীপে পুষ্কর, পুষ্কল, ধৃত্য ও তিস্প নামক

সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্ত্রভাষাঃ স্তম্ননিগমাঃ ॥ ৫৪  
 গৌরী কুমুভী চৈব সন্ধ্যা রাত্রি মনোজবা ।  
 ক্রান্তিঃশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ধনিগমাঃ ॥ ৫৫  
 তত্রাপি বিষ্ণুভগবান্ পুষ্করান্যোজ্জনাৰ্দ্দিনঃ ।  
 যাগৈ রুদ্রস্ত রূপশ্চ ইজ্যতে যজ্ঞসম্মিধৌ ॥ ৫৬  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন চ ।  
 আবৃতঃ সর্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপভুল্যেন মানভঃ ॥ ৫৭  
 দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ ।  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণেন মহামুনে ॥ ৫৮  
 শাকদ্বীপেধরশ্চাপি ভল্যস্তম্ মহাশ্বনঃ ।  
 সপ্তৈব তনয়ান্তেষাং দদৌ বর্ধাণি সপ্ত সঃ ॥ ৫৯  
 জলদশ্চ কুমারশ্চ সূকুমারো মনীচকঃ ।  
 কুসুমোদশ্চ মৌদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাক্রমঃ ॥ ৬০  
 তৎসংজ্ঞাত্বেন তত্রাপি সপ্ত বর্ধাণ্যনুক্রেমাং ।  
 তত্রাপি পর্বতাঃ সপ্ত বর্ধবিচ্ছেদকারিণঃ ॥ ৬১  
 পূর্বস্তত্রোদয়গিরির্জলাধারস্তথাপয়ঃ ।

লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, কক্ৰিয়া, বৈশ্য ও শূদ্র  
 বলিয়া কথিত হয়। হে মৈত্রেয়! তাঁহারা  
 তথায় যে সকল নদীর জল পান করেন, তাহা-  
 দের নাম শ্রবণ কর। তন্মধ্যে গৌরী, কুমুভী,  
 সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, ক্রান্তি ও পুণ্ডরীকা  
 এই সাতটী বর্ষই প্রধান। এতদ্ভিন্ন এখানে  
 অগ্ৰান্ত শত শত স্তম্ন নদী আছে। সেই  
 দ্বীপেও পুষ্করাদি বর্ষ সকল রুদ্ররূপী ভগবান্  
 জনার্দিন বিষ্ণুকে যজ্ঞে পূজা করিয়া থাকেন।  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্যপরিমাণ দধিমণ্ডোদক সমুদ্রে  
 দ্বারা ক্রৌঞ্চদ্বীপ সর্বতোভাবে আবৃত। মহা-  
 মুনে! দধিসমুদ্রেও ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ  
 বিস্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা সমাবৃত। শাকদ্বীপের  
 ষ্ঠর স্তম্ভাশ্চা ভবেরও সাত পুত্র। তিনি  
 তাঁহাদিগকে সপ্ত বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন।  
 তাহাদিগের নাম,—জলদ, কুমার, সূকুমার,  
 মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাকি এবং সপ্তম পুত্র  
 মহাক্রম। ৫১—৬০। তথায় যথাক্রমে তত্তৎ  
 নামক সাতটী বর্ষ আছে এবং বর্ধবিচ্ছেদকারী  
 সপ্ত পর্বত আছে। হে দ্বিজ! তাহার পূর্ব-  
 দিকে উদয়গিরি; অপর পর্বত সকলের নাম,—

তথা রৈবতকঃ শ্রামস্তথৈবাস্তো গিরির্দ্বিজ ॥ ৬২  
 আকিকেষ্মস্তথা রম্যঃ কেশরী পর্কতোত্তমঃ ।  
 শাকদ্বীপে মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতঃ ॥ ৬৩  
 বত্রত্যবাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ ।  
 তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্কর্ণ্যসমব্বিতাঃ ॥ ৬৪  
 নদ্যাশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্বপাপভয়াপহাঃ ।  
 সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ য়া ॥ ৬৫  
 ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ।  
 অশ্রাশ্চক্ষুশ্চত্বত্র সূদ্রনদ্যা মহামুনে ॥ ৬৬  
 মহৌষরাস্তথা সন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ ।  
 তাঃ পিবন্তি মুদা বৃদ্ধা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥ ৬৭  
 বর্ষেষু তে জনপদাঃ সর্গাদভ্যোত মেদিনীম্ ।  
 ধর্ম্মহানির্ন তেষ্মন্তি ন সংবর্ষঃ পরস্পরম্ ॥ ৬৮  
 মর্যাদাব্যুৎক্রমো নাস্তি তেষু দেশেষু সপ্তম্ ।  
 মৃগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা ॥ ৬৯  
 মৃগা ব্রাহ্মণভূমিতা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা ।  
 বৈশ্যাস্ত মানসাস্তেবাশ্চ শূদ্রাস্তেবাস্ত মন্দগাঃ ॥ ৭০

জলাধার, রৈবতক, শ্রাম, অস্তগিরি, আকিকেষ, রম্য এবং 'পর্কতোত্তম' কেশরী। তথায় সিদ্ধগন্ধর্বসেবিত একটি মহাশাক বৃক্ষ আছে। এই স্থানের বায়ুস্পর্শে পরম আহ্লাদ জন্মে। সেখানে চাতুর্কর্ণ্য-সমব্বিত অনেক পবিত্র জনপদ আছে। সর্বপাপ-ভয়নাশিনী অতিপবিত্রা অনেক নদীও আছে। তন্মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা এবং গভস্তী এই সাতটাই প্রধান। মহামুনে! তথায় অশ্রাশ্চ অযুত অযুত ক্ষুদ্র নদী এবং শত সহস্র পর্কত আছে। স্বর্গভোগানন্তর স্বর্গ হইতে মেদিনীতে আসিয়া জলদাদিবর্ষে বাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সেই সকল নদীর জলপান করেন। সেই সকল বর্ষে ধর্ম্মহানি এবং পরস্পর কলহ নাই। সেই সপ্তদেশে মর্যাদাহানি নাই। মৃগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ চারিবিধ আছে। তাহাদের মধ্যে মৃগগণ,—ব্রাহ্মণ ভূমিত অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাগধগণ,—ক্ষত্রিয়, মানসগণ,—বৈশ্য এবং মন্দগগণ—

শাকদ্বীপে তু তৈববিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে ।  
 যথোত্তৈরিজ্যতে সম্যক্ কশ্মভিনিয়তাস্ততিঃ ॥ ৭১  
 শাকদ্বীপস্ত মৈত্রেয় ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ ।  
 শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনৈব বেষ্টিতঃ ॥ ৭২  
 ক্ষীরাক্ষিঃ সর্বতো ব্রহ্মন্ পুষ্করাখ্যেন বেষ্টিতঃ ।  
 দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৭৩  
 পুষ্করে সর্বলজাপি মহাবীরোহভবৎ সূতঃ ।  
 ধাতকিশ্চ তয়োস্তত্র ধ্বংসে নামচিহ্নিতে ॥ ৭৪  
 মহাবীরং তথৈবাত্মং ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্ ।  
 একশ্চাত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্কতঃ ॥ ৭৫  
 মানসোত্তরসংজ্ঞো বৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ ।  
 যোজনানাং সহস্রাণি উচ্চং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৭৬  
 তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ।  
 পুষ্করদ্বীপবলয়ং মধ্যেন বিভজ্জিব ॥ ৭৭  
 স্থিতেহসৌ তেন বিচ্ছিন্নং জাতং তদ্বর্ষকরম্ !  
 বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্বর্ষং তথা গিরিঃ ॥ ৭৮  
 দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্ত মানবাঃ ।  
 নিরাময়া বিশোকাস্চ রাগদেবাদিবর্জিতাঃ ॥ ৭৯

শূদ্র। ৬১—৭০। হে মুনে! শাকদ্বীপে পূর্বোক্ত বর্ষ সকল সংঘতাস্থা হইয়া যথাশাস্ত্র কশ্ম দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যরূপধারী বৃক্ষকে পূজা করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! শাকদ্বীপ-প্রমাণ বলয়াকার ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা শাকদ্বীপ চতুর্দিকে বেষ্টিত। হে ব্রহ্মন্! শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত পুষ্কর নামক দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রকে চারিদিকে সর্বতোভাবে বেষ্টিত করিয়া আছে। পুষ্করদ্বীপে মহাবীর ও ধাতকি নামে সর্বলের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নামানুসারে দুই বর্ষের নাম মহাবীরবর্ষ এবং ধাতকীখণ্ড হইয়াছে। হে মহাভাগ! এখানে মানসোত্তর নামে একটি বিখ্যাত বর্ষপর্কত আছে। মধ্যভাগে বলয়াকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গোলাকার এই গিরি বলয়াকার পুষ্করদ্বীপকে মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া আছে, তাহাতে সেই বর্ষবয় বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকেই সেইরূপ বলয়াকার হইয়াছে। পুষ্করদ্বীপে মানবগণ নিরাময়, বিশোক এবং

অধমোক্তমো ন তেহাস্তাং ন বধাবধকো দ্বিজ ।  
 নের্যাস্তাং ভয়ং দেবো দোষো লোভাদিকো ন চ ॥  
 মহাবীরং বহির্বর্ষং ধাতকীধং মত্ততঃ ।  
 মানসোত্তরশৈলশ্চ দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ॥ ৮১  
 সত্যানুতে ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে ।  
 ন তত্র নদাঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদয়্যারিতে ॥ ৮২  
 তুল্যবেশাং মনুজা দেবাস্তদ্বৈকরূপিণা ।  
 বর্ণপ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণবর্জিতম্ ॥ ৮৩  
 ত্রয়ীবার্তাদগুনীতিশুশ্রূষারহিতকং তং ।  
 বর্ষদয়্যস্ত মৈত্রেয় ভৌমস্বর্গোহয়মুত্তমঃ ॥ ৮৪  
 সর্বস্ত সুখদঃ কালো জরারোগাদিবর্জিতঃ ।  
 ধাতকীধং সংজ্ঞেহং মহাবীরে চ ব মুনো ॥ ৮৫  
 গ্রাগ্রোথঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্ ।  
 তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৮৬  
 স্বাদৃশকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ ।  
 সমেন পুষ্করশ্চৈব বিস্তারামণ্ডলং তথা ॥ ৮৭  
 এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্ত সপ্ত সপ্তভিরাবৃত্তাঃ ।

রাগ-দেব-বিবর্জিত হইয়া দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত  
 জীবিত থাকে। হে দ্বিজ। তাহাদের মধ্যে উত্তম  
 অধম নাই, বধ্য বধক নাই, সর্বা নাই, অসুয়া  
 ভয় দ্বেষ ও লোভাদি দোষ নাই। ৭১—৮০।  
 দেব-দৈত্যাদি সেবিত মহাবীরবর্ষ মানসোত্তর  
 গগিরির বহির্ভাগে এবং ধাতকীধং অস্তর্ভাগে  
 অবস্থিত। পুষ্করদ্বীপে সত্য মিথ্যা নাই এবং  
 বর্ষদয়্যারিত সেই দ্বীপে কোন নদী বা অস্ত্র  
 পর্বতও নাই। সেখানে মনুষ্যাগণ ও দেবগণ  
 তুল্যবেশ (সমানস্বর্ষী) এবং একরূপ। হে  
 মৈত্রেয়! সেই বর্ষ দুইটা বর্ষ ও আশ্রমাচারহীন,  
 কাম্যধর্ম্মাচুতান-বর্জিত এবং ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ড-  
 নীতি ও গুপ্তাচার রহিত, (সুতরাং) ইহা উত্তম  
 ভৌম স্বর্গ। মুনো! ধাতকীধং ও মহাবীরবর্ষে  
 কাল জরারোগাদি-বর্জিত এবং সকলের সুখ-  
 প্রদ। পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মার উত্তম স্থান একটা  
 গ্রাগ্রোথ রক্ষ আছে। ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্তৃক  
 পূজ্যমান হইয়া তাহাতে বাস করিতেছেন।  
 পুষ্করের সমান বিস্তৃত স্বাদৃশক সমুদ্র পুষ্কর-  
 দ্বীপকে মণ্ডলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া

দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানো দ্বিগুণো পরো ॥ ৮৮  
 পর্য্যাপ্তি সর্বদা সর্ব-সমুদ্রেষু সমানি বৈ ।  
 ন্যনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিত্ত্বৈব জায়তে ॥ ৮৯  
 স্থানীহমগ্নিসংযোগাতুদ্বেকি সলিলং যথা ।  
 তথেন্দুরুদ্ধো সলিলমন্তোধো মুনিসত্তম ॥ ৯০  
 ন ন্যনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্জিত্যাপো হ্রসতি চ ।  
 উদয়াস্তময়ৈধিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্রকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৯১  
 দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ ।  
 অপাং বুদ্ধিক্ষয়ো দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং মহামুনে ॥ ৯২  
 ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ।  
 যদুরসং ভুক্ততে বিপ্র প্রজাঃ সর্বাঃ সদৈব হি ॥ ৯৩  
 স্বাদৃশকস্তাপরতো দৃশ্যতেহলোকসংস্থিতিঃ ।  
 দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্বজন্তুবিবর্জিতা ॥ ৯৪  
 লোকালোকস্তথা শৈলো যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ।  
 উচ্ছারোপাণি ভাবন্তি সহস্রাণ্যচলো হি সঃ ॥ ৯৫

আছে। এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্র দ্বারা  
 আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তী  
 সমুদ্র পরস্পর সমান এবং পরবর্তী দ্বীপ ও  
 সমুদ্র পূর্ববর্তী দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। সকল  
 সমুদ্রের জল সর্বদা সমান থাকে, কখনও ন্যনা-  
 ধিক হয় না। হে মুনিসত্তম! স্থানীস্থিত জল  
 অগ্নির উত্তাপে যেমন ক্ষীত হয়, চন্দ্রের বুদ্ধি  
 হইলে সমুদ্রের জলও সেইরূপ উজ্জিত হইয়া  
 থাকে। অন্যান্য ও অনতিরিক্ত সমুদ্রবারি চন্দ্রের  
 উদয়াস্তময় শুক্র কৃষ্ণ পক্ষে বর্জিত ও হ্রাস হয়।  
 মহামুনে! সামুদ্রিক জলের বুদ্ধি ও ক্ষয় পাঁচ-  
 শত দশ অঙ্গুল দেখা যায়। হে বিপ্র! সেই  
 পুষ্করদ্বীপে সমস্ত প্রজা সর্বদাই স্বয়ং উপস্থিত  
 (অবস্থ-স্বলভ) যদুরস-বিশিষ্ট ভোজ্যবস্তু  
 আহার করিয়া থাকে। স্বাদৃশক সমুদ্রের পরে  
 দ্বিগুণপরিমিত অলোক-সংস্থিতি এবং সর্ব জন্তু-  
 বিবর্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়।  
 আহার পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক  
 পর্বত। সেই শৈল অযুত সহস্র যোজন উচ্চ।

তত্তমঃসমারূতা তং শৈলং সর্বতঃ স্থিতম্ ।  
 ভৃশাণ্ডকটাহেন সমস্তাং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১৬  
 পঞ্চাশংকোটিবিস্তার। সেরমূর্বী মহামুনে ।  
 সহৈবাণ্ডকটাহেন সৰ্বীপাক্রিমহীধরা ॥ ১৬  
 সেরং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্বভূতগুণাধিকা  
 আধারভূতা সর্বৈবাং মৈত্রেয় জগতামিতি ॥ ১৮  
 ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়োৎশে  
 চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

বিস্তার এব কথিতঃ পৃথিব্যা ভবতো ময়া ।  
 সপ্তভিষ্ত সহস্রাণি দ্বিজোক্ত্যুরোহপি কথ্যতে ॥ ১  
 দশসাহস্রমৈকৈকং পাতালং মুনিসত্তম ।  
 অতলং বিভলকৈব নিতলং গভস্তিমং ।  
 মহাধ্যং ভূতলকাং পাতালকাপি সপ্তমম্ ॥ ২

তখনস্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পর্বতকে সর্বতঃ  
 আয়ত করিয়া অবস্থিত ! অন্ধকারও অণ্ড-কটাহ  
 দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত । মহামুনে ! অণ্ড-  
 কটাহের মধ্যবর্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্বতের  
 সহিত সেই এই পৃথিবী পঞ্চাশংকোটী যোজন  
 বিস্তৃত । হে মৈত্রেয় ! আকাশাদি সর্বভূত  
 অপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্ট। সেই এই পৃথিবী  
 সমস্ত জগতের ধাত্রী ( পালনকর্ত্রী ) বিধাত্রী  
 ( জনয়িত্রী ) এবং আধারভূতা । ৮১—১৮ ।

দ্বিতীয়োৎশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ ! পৃথিবীর এই  
 বিস্তার তোমাকে কহিলাম । উহার উচ্চতাও  
 সপ্তভিষ্ত সহস্র যোজন কথিত হইতেছে । মুনি-  
 সত্তম ! অতল, বিভল, নিতল, গভস্তিমং মহা-  
 তল, শ্রেষ্ঠ হুতল এবং সপ্তম পাতাল নামে  
 সাতটা পাতালই ( ভূ-বিবর ) প্রত্যেকে দশ  
 সহস্র যোজন পরিমিত । হে মৈত্রেয় ! এষ্ট

শুক্র। কৃষ্ণারূপা শীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনাঃ ।  
 ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বরপ্রাসাদমণ্ডিতাঃ ॥ ৩  
 তেষু দানবদৈতেরা যক্ষাশ্চ শতশস্তথা ।  
 নিবসন্তি মহানাগ-জাতয়শ্চ মহামুনে ॥ ৪  
 স্বল্পোকাঙ্গপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ ।  
 প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যো গতো দিবি ॥ ৫  
 আফ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ ।  
 নাগৈরাভ্রিয়মাণাসু পাতালং কেন তং সমম্ ॥ ৬  
 দৈত্যদানবকন্তাভিরিতশ্চতশ্চ শোভিতে ।  
 পাতালে কন্ত ন প্রীতির্কিমুক্তস্তাপি জায়তে ॥ ৭  
 দিবাকরশ্ময়ো যত্র প্রভাং তবতি নাতপম্ ।  
 শশিনশ্চ ন শীতায় নিশিদ্যোতায় কেবলম্ ॥ ৮  
 ভক্ষ্যভোজ্যমহাপানমুদিতৈরতিভোগিভিঃ ।  
 যত্র ন জায়তে কালো গতোহপি দনুজাদিভিঃ ॥ ৯  
 বনানি নদ্যো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ ।

সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ শোভিত ভূমি  
 সকল যথাক্রমে শুক্রা, কৃষ্ণা, অরুণা,  
 শর্করা, শৈলী এবং কাঞ্চনী । মহামুনে ! সেই  
 সকল স্থানে দানবগণ, দৈত্যগণ, শত শত যক্ষ  
 এবং মহানাগজাতি সকল বাস করে । নারদ,  
 পাতালসমূহ হইতে ( পাতাল সকল পরিভ্রমণ-  
 পূর্বক ) স্বর্গে গিয়া দেবগণের মধ্যে বলিয়াছিলেন  
 যে, পাতাল সকল স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয় ।  
 তথায় আনন্দজনক সুপ্রভাশালী অনেক শুভ্র  
 মণি আছে, নাগগণ সেই সকল মণি ধারণ  
 করেন,—সেই পাতাল কাহার সহিত সমান  
 হইবে ? অর্থাৎ অপ্রতিম সুস্থান । দৈত্য-  
 দানবকন্তাগণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত পাতালে  
 কাহার না প্রীতি জন্মে ? বিরাগী ব্যক্তিগণও  
 আনন্দ হয় । দিবাকরশ্মি তথায় কেবল প্রভা  
 বিস্তার করে,—উজ্জাপ বিস্তার করে না এবং  
 রাত্রিকালে চন্দ্ৰের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ  
 হয়,—শীতের কারণ হয় না । তথায় অতি  
 ভোগ-বিশিষ্ট দনুজাদিগণ ভক্ষ, ভোজ্য ও মহা-  
 পানে আনন্দিত হইয়া, সময় গত হইলেও  
 জানিত পারেন না । অনেক বন, নদী, রমণীয়

পুংকো-কিলাভিলাপাং-মনোজ্ঞাত্তপরাণি চ ॥ ১০

ভূষণান্যতিরম্যাপি গন্ধাঢ্যানুলেপনম্ ।

বীণাবেণুমদসানাং স্নানান্তুর্ঘ্যাপি চ বিজ ॥ ১১

এতাত্তানি চোদারভাগ্যভোগানি দানবৈঃ ।

দৈত্যোরাগৈঃ-ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ ॥ ১২

পাতালানামবাসন্তে বিক্ষোধ্য তামসী তনুঃ ।

শেষাখ্যা যদুগ্ধানং বভূবুঃ ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ ॥

যোহনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবৈঃ দেবর্ষিপূজিতঃ ।

স সহস্রশিরাঃ ব্যক্তস্বস্তিকামলভূষণঃ ॥ ১৪

ফণামণিসহশ্রেণ যঃ স বিদ্যোত্যয়ন দিশঃ ।

সর্বানুকরোতিনির্বীর্ণানুহিতাজ্জগতোহসুরান ॥ ১৫

মদাবৃণিতনত্রোহসৌ যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ ।

কিরীটী অশ্রবো ভাতি সাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ ॥ ১৬

নীলাবাসা মদোংসিতঃ শ্বেতহারোগণোভিতঃ ।

সাদ্রগঙ্গাপ্রবাহাহসৌ কৈলাসাদিরিবোঁরতঃ ॥ ১৭

লাঙ্গলাসজ্জহস্তাগ্রো বিভ্রম্যলমুত্তমম্ ।

উপাস্ততে স্বয়ং কাত্যা যো বারুণা চ মূর্তয়া ॥ ১৮

কল্লান্তে যন্ত বভ্রুভোঃ বিধানলশিখোজ্জ্বলঃ ।

সন্ধর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যন্তি জগত্রয়ম্ ॥ ১৯

স বিশ্বস্কেধরীভূতমশেষং ক্রিতিমণ্ডলম্ ।

আন্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোহংশেষসুচরাচিভঃ ॥ ২০

তস্ত বীর্ঘ্যং প্রভাবক স্বরূপং রূপমেব চ ।

নহি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ॥ ২১

যন্তেষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা

আন্তে কুহুমমালেব কন্তুর্ঘীর্ঘ্যং বদিস্যতি ॥ ২২

যদা বিজ্ঞতভেহনন্তো মদাবৃণিতলোচনঃ ।

তদা চলতি ভূরেবা সাদ্রিতোয়াদিকাননা ॥ ২৩

গন্ধর্ক্যাম্বরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগচারুণাঃ ।

নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোহরমব্যয়ং ॥ ২৪

যন্ত নাগবহুঃ স্তৈর্নাগিতং হরিচন্দনম্ ।

মুহঃ স্বাসানিলাপান্তং যাতি দিক্ দবাসতাম্ ॥ ২৫

সরঃ কমলাকর (কমলপূর্ণ সরোবর), পুংকো-কিলের মধুর আলাপ এবং অপর অনেক মনোজ্ঞ বিষয় আছে । ১—১০ । হে বিজ ! অতি রমণীয় ভূষণ সকল, গন্ধপূর্ণ অনুলেপন, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের স্বর এবং তুর্ঘ্য এই সকল এবং সৌভাগ্যভোগ্য অস্ত্রাত্মক অনেক বিষয় পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও সর্পগণ ভোগ করিতেছেন । পাতাল সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ নামে যে তামসী তনু আছে, দৈত্যদানবেরাও ঐহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত এবং যে দেবর্ষিপূজিত দেবকে সিদ্ধগণ অনন্ত বলিয়া থাকেন, তিনি সহস্র শিরাঃ এবং ব্যক্তস্বস্তিকরূপ অমলভূষণ ; অর্থাৎ মস্তকের চিহ্ন তাঁহার ভূষণরূপ । তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রফণা মণি দ্বারা দিক্ সকল সমুজ্জ্বল করিয়া সমস্ত অসুরকে নিব্বাধ্য করিতেছেন ; যিনি মদাবৃণিতনত্র এবং সর্বদা এক কুণ্ডল, কিরীট ও মালাধারী হইয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের গ্রায় শোভা পাইতেছেন । ইহার নীল বসন । ইনি মদোংসিত ও শ্বেতহারে উপশোভিত হইয়া কৃষ্ণমেঘ ও গঙ্গা-প্রবাহযুক্ত কৈলাস পর্বতের গ্রায় উন্নত

হইয়াছেন । ইহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অস্ত্র হস্তে উত্তম মুঘল । স্বয়ং লক্ষ্মী এবং বারুণী দেবী মূর্তিমতী হইয়া ঐহাকে উপসনা করিতেছেন । ১১-১৮ । কল্লান্ত সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বিধানল দ্বারা উজ্জ্বলাকৃতি সন্ধর্ষণ নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেন । সেই অশেষ দেবগণ-পূজিত শেষ মুকুটবৎ স্থিত অশেষ ক্রিতিমণ্ডলকে ধারণ করত পাতালমূলে অবস্থিত আছেন । দেবগণও তাঁহার বীর্ঘ্য, প্রভাব, স্বরূপ (তত্ত্ব) এবং রূপ বর্ণন করিতে বা জানিতে পারেন না । এই সমগ্র পৃথিবী ঐহার ফণামণি সকলের কিরণে অরুণবর্ণা হইয়া পুষ্পমালায় গ্রায় মস্তকে স্থিত রহিয়াছে, তাঁহার বীর্ঘ্য কে বর্ণন করিতে পারিবে ? মদাবৃণিত-লোচন অনন্ত যখন জ্ঞাপ্ত করেন, তখন গিরি, সমুদ্র ও কাননসহ এই ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে । গন্ধর্ক, অম্বর, সিদ্ধ, কিন্নর, উরুগ ও চারুগণ গুপের অস্ত্র পান না বলিয়া এই অব্যয় “অনন্ত” নামে খ্যাত । নাগবহুগণ তাঁহার অঙ্গে হরিচন্দনের যে অনুলেপন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিবাসবায়ু দ্বারা বারংবার বিন্ধিগু হইয়া চতু-



যমারাধ্য পুরাণমির্গার্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ ।  
জ্ঞাত্বান্ সকলকৈব নিমিত্তপাঠিতং ফলম্ ॥ ২৬  
তেনেয়ং নাগবর্ষণে শিরসা বিধৃত্য মহী ।  
বিভক্তি মালং লোকানাং সদেবান্নরমানুষাশ্বাম্ ॥ ২৭  
ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে  
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

### ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ততঃ নরকান্ বিপ্র ভূবেদাং সলিলস্ত চ ।  
পাপিনো যেষু পাতাত্তে তান্ শৃণু মহামুনে ॥  
রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা ।  
মহাজালন্তপ্তকুন্তো ঋসনোহথ বিমোহনঃ ॥ ২  
ঋধিরাঙ্কো বৈতরণী ক্রিমীশঃ ক্রিমিতোজনঃ ।  
অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালভক্ষঃ দারুণঃ ॥ ৩

দ্বিকৈ জল-সুগন্ধিকরণচূর্ণ স্বরূপ হয় । পুরাতন  
ঋষি গর্গ বাহ্যর আরাধনা করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি  
এবং উৎপাত শকুনাди বিষয়ে শুভাশুভ যথার্থ-  
রূপে অবগত হইয়াছেন, সেই নাগশ্রেষ্ঠ কর্তৃক  
এই পৃথিবী গ্লত হইয়া দেব, অশ্বর ও মানুষ  
সহিত লোকমালা (পাতালাদি লোক সকল)  
ধারণ করিতেছেন । ১৯—২৭ ।

দ্বিতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে বিপ্র ! তদনন্তর  
পৃথিবী এবং জলের নিম্নভাগে \* যে নরক সকল  
আছে,—পাপিষ্ঠগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়—হে  
মহামুনে ! তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর । রৌরব,  
শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজাল, তপ্তকুন্ত,  
ঋসন, বিমোহন, ঋধিরাঙ্ক, বৈতরণী ক্রিমীশ,

\* পৃথিবীর এবং তমোগর্ভস্থ জলের অধঃ  
ও ব্রহ্মাণ্ডগত গর্ভোদ্ভব উর্দ্ধ ।

তথা পুয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হৃদঃশিরাঃ ।  
সন্দংশঃ কালসূত্রঃ তমশ্চাবীচিরেব চ ॥ ৪  
ঋভোজনাহথাপ্রতিষ্ঠশ্চাবীবিচ তথাপরঃ ।  
ইতোবমাদয়শ্চাত্রে নরক ভূশদারুণাঃ ॥ ৫  
যমস্ত বিষয়ে ষোরাঃ শত্ৰুগ্নিভয়দায়িনঃ ।  
পতন্তি তেহু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্ত য়ে ॥ ৬  
কূটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ ।  
যশ্চাত্তদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রৌরবম্ ॥ ৭  
ভ্রূণহা পুরহর্তা চ গোম্মশ্চ মূর্নিসন্তম ।  
যান্তি তে নরকং রোধং যশ্চোজ্জ্বাসনিরোধকঃ ॥ ৮  
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী সুবর্ণস্ত চ শূকরে ।  
প্রয়াতি নরকে যশ্চৈতঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥ ৯  
রাজস্তবৈশ্বহা তালে তথৈব গুরুভঙ্গগঃ ।  
তপ্তকুণ্ডে স্বস্বগামী হস্তি রাজভট্টাঃ চ যঃ ॥ ১০  
সাধ্বীবিক্রয়কৃৎক্ষপালঃ কেসরিবিক্রয়ী ।  
তপ্তলোহে পতন্ত্যতে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ ॥

ক্রমীতোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ,  
পাপ, পুয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ,  
কালসূত্র, তম অবীচি, ঋভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও  
অপর অবীচি ইত্যাদি এবং আরও অতিশয়  
দারুণ অনেক নরক আছে । শত্ৰুগ্ন ও অগ্নি-  
ভয়-দায়ী এই সকল ষোর নরক যমের অধি-  
কারস্থ । যে পুরুষেরা পাপকর্ম্মে দ্রুত হয়,  
তাহারা সেই সকল নরকে পতিত হয় । যে  
ব্যক্তি কূটসাক্ষী ( জানিয়াও বলে না, অথবা  
অন্তরূপ বলে ), যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে  
এবং যে মিথ্যা কহে, তাহার রৌরব নরকে গমন  
করে । হে মূর্নিসন্তম । যাহারা ভ্রূণহত্যাকারী,  
পুরহরণ কর্ত্তা ও গোশাতক, তাহার স্রোধ নরকে  
গমন করে ; এই রোধ নরকে ঋসরোধ  
হইয়া যায় । সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণ-  
চোর এবং যাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ  
করে, তাহার শূকর নরকে গমন করে । ঋধির  
ও বৈশ্বহস্তা লোক, তাল নরকে এবং গুরুপয়ী-  
গামী তপ্তকুণ্ড নরকে যায় । ভগিনীগামী ব্যক্তি,  
যে রাজদৃত্তকে হত্যা করে, ক্রীবিক্রয়ী, কারাগৃহ-

নু য়ং হুতং বাপি গতা মহাজ্জালে নিপাততে ।  
 অবমত্তা গুরুণাং যো যশাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥ ১২  
 বেদদ্বয়িতা যশ্চ বেদবিক্রেয়কশ্চ যঃ ।  
 অগম্যগামী যশ্চ স্রাং তে যান্তি লবণং দ্বিজ ॥ ১৩  
 চৌরো বিমোহে পততি মর্যাদাদৃশকস্তথা ।  
 বেদদ্বিজপিতৃষেষ্ঠা রত্নদ্বয়িতা চ যঃ ।  
 স যাতি ক্রিমিভঞ্জে বৈ ক্রিমীশে চ তুরিষ্টকৃৎ ॥  
 পিতৃদেবাত্তিথীন যশ্চ পৰ্য্যগ্নাতি নরাধমঃ ।  
 লালভঞ্জে স যাভ্যাগ্রে শরকর্তা চ বেধকে ॥ ১৫  
 করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ ঋজাদিকৃৎ নরঃ ।  
 প্রয়ান্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভূশদারুণে ॥ ১৬  
 অসংপ্রতিগ্রহীতা তু নরকে যাতাথেমুখে ।  
 অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথা নক্ষত্রগচ্চকঃ ॥ ১৭  
 ক্রিমিপূয়বহকৈকো যাতি মিষ্টান্নভুঙনরঃ ।  
 লাক্ষ্যমাংসরসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্ত চ ।

রক্ষক, অথবিক্রেতা এবং যে ভক্ত ব্যক্তিকে  
 পরিত্যাগ করে, ইহারা ওপলৌহ নরকে পতিত  
 হয়। ১—১১। পূত্রবধু বা কন্যা গমন করিলে  
 মহাজ্ঞান নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যে নরাধম গুরু-  
 জনের অবমাননা বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ  
 করে, যে বেদনিন্দা বা বেদবিক্রেয় করে এবং  
 অগম্য গমন করে, হে দ্বিজ! তাহারা লবণ  
 নরকে যায়। চৌর ব্যক্তি বিমোহন নরকে  
 পতিত হয়। শিষ্টাচার-নিন্দক, দেব ব্রাহ্মণ  
 ও পিতৃষেষ্ঠা এবং যে রত্নকে দখিত করে,  
 তাহারা কৃমিভঞ্জন নরকে এবং অভিচারকারী  
 ব্যক্তি ক্রিমীশ নরকে গমন করে। যে নরাধম  
 পিতৃ, দেব ও অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে  
 আহার করে, সে অতি উগ্র লালভঞ্জন নরকে  
 এবং বাণপ্রস্তুতকারী বেধক নরকে গমন করে।  
 যে ব্যক্তি কর্ণনামক বাণ বা যে ব্যক্তি ঋজাদি  
 নির্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন  
 নরকে গমন করে। অসংপ্রতিগ্রহী, অযাজ্য-  
 যাজক এবং নক্ষত্রগণকেরা অণেযুথ নরকে  
 যায়। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি পূত্রপ্রভৃতিকে  
 বধনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, সে,  
 লাক্ষ্য, মাংস সমস্ত রস (হৃদ্যাদি) জিল ও

বিক্রেতা ব্রাহ্মণে যাতি তমেব নরকং দ্বিজ ॥ ১৮  
 মার্জ্জারকুকুটচ্ছাগশ্বরাহবিহঙ্গমান্ ।  
 পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম ॥ ১৯  
 রক্ষোপজীবী কৈবর্তঃ কুণ্ডালী গরদস্তথা ।  
 হুচী মাহিষিকশ্চৈব পরিকারী চ যো দ্বিজঃ ॥ ২০  
 আগারদাহী মিত্রয়ঃ শাকুনিকগ্রামযাজকঃ ।  
 রুধিরাক্ষে পজন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে ॥ ২১  
 মধুহা গ্রামহস্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ ।  
 রেতঃপনাদিকর্তারো মর্যাদাতেনিনো হি যে ।  
 তে কৃক্ষে যাত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে ॥ ২২  
 অসিপদ্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ ।  
 ঔরলিকা মৃগব্যাধা বহিঞ্জাল পতন্তি বৈ ॥ ২৩  
 যাত্যেতে দ্বিজ তদ্রৈব যে চাপাকেযু বহিঙ্গাঃ ।

লবণবিক্রেতা ব্রাহ্মণ, ইহারা কৃমিযুক্ত পুণ্যবহ  
 নরকে গমন করে। হে দ্বিজসত্তম! বিড়াল  
 কুকুট, ছাগ, কক্কর, বরাহ ও পক্ষী সকলকে  
 (জীবিকার্থ) পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই  
 (পুণ্যবহ) নরকেই যায়। যে সকল ব্রাহ্মণ  
 রক্ষোপজীবী (নটমল্লাদি বৃত্তি অবলম্বনকারী)  
 ধীবর কুণ্ডালী (পজিবর্তমানে উপপত্তির ঔরস-  
 জাত ব্যক্তির অন্নভোজী), বিষদাতা, খল,  
 মাহিষিক \* পরিকারী (ধনলোভে অপর্কে অমা-  
 বস্তাদি ক্রিয়া প্রবর্তক) গৃহদাহী, মিত্রহস্তা,  
 শাকুনিক ও গ্রামযাজক হয় এবং সোম  
 বিক্রয় করে, ইহারা সকলেই রুধিরাক্ষ নরকে  
 পতিত হয়। ১২—২০। মধু ও গ্রামহস্তা  
 মনুয্য বৈতরণী নরকে যায়। যাহারা রেতঃ-  
 পাতাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা  
 অতিক্রম করে, যাহারা সর্বদা অশুচি  
 এবং যাহারা কুহকজীবী, তাহারা কৃক্কনরকে  
 গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথা বনচ্ছেদন করে,  
 সে অসিপদ্রবন নরকে গমন করে। মেঘোপ-  
 জীবী ও মৃগ-ব্যাধগণ বহিঞ্জাল নরকে পতিত

\* মহিষোপজীবী কিংবা যে ব্যক্তি ত্রীয়া  
 অসদ্বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত ধনে জীবিকানির্বাহ  
 করে। মহিষী শব্দে ত্রীকেও বুঝায়।

ব্রতানাং লোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ ॥ ২৪  
 সন্দংশযাতনামধ্যে পতন্তাবুভাবপি ।  
 দিবাস্থপ্তে চ স্বপ্নস্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ।  
 পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি স্বভোজনে ॥ ২৫  
 এতে চাত্রে চ নরকাঃ শতশোহংখ সহস্রশঃ ।  
 যেষু হৃদ্যতকর্ষণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ ॥ ২৬  
 যথৈব পাপাত্মেতানি তথাহানি সহস্রশঃ ।  
 ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈরকান্তরগোচরৈঃ ॥ ২৭  
 বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধক কৰ্ম্ম কুর্বন্তি যে নরাঃ ।  
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে ॥ ২৮  
 অংশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দর্শি দেবতাঃ ।  
 দেবাশ্চাধোমুখান্ সর্বান্ অধঃপশন্তি নারকান ॥  
 স্বাবরাঃ ক্রিময়োহস্তাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ ।  
 ধার্মিকান্দিদিশাস্ত্রধর্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩০

হয়। হে ব্রহ্মন! সেই সেই অসাধারণ নরক  
 ভোগানন্তর পাপের আধিক্য বশতঃ যদি তখনও  
 পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ও  
 বক্ষ্যমাণ পাপিগণ এবং যাহারা মৃদতাও ও  
 ইষ্টকাদি সঙ্কয়ে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারাও সেই  
 নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রজলোপক এবং স্বীয়  
 আশ্রয়-ভ্রষ্ট, তাহারা উভয়েই সন্দংশ নরকের  
 যাতনামধ্যে পতিত হয়। যে সকল ব্রহ্মচারী  
 দিবানিদ্ৰায় রোতঃপাত করে এবং যাহারা পুত্রের  
 নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা স্বভোজন নরকে  
 পতিত হয়। এই সকল এবং অগ্নাত শত  
 সহস্র নরক আছে; উহাতে হৃদয়গণ যাতনা  
 ভোগ করিতে থাকে। এই সকল পূর্বোক্ত পাপ  
 যেরূপ সেইরূপ অগ্নাত সহস্র সহস্র পাপও  
 আছে; নরকান্তরস্থ পুরুষেরা তাহার ফল ভোগ  
 করে। যে সকল মনুষ্য কৰ্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা  
 বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কৰ্ম্ম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত  
 হয়। অধোমন্তক, নরকস্থ জীবেরা স্বর্গে দেবতা  
 সকলকে দেখিতে পায় এবং দেবগণও অধোদিকে  
 অধোমুখ নরকস্থ জীব সকলকে দেখিতে পান।  
 পাপিগণ নরক ভোগানন্তর যথাক্রমে স্বাবর, কৃমি,  
 জলজ মৎস্তাদি, পক্ষী, পশু, নর, ধার্মিক মনুষ্য,  
 ত্রিংশ এবং পৃথিবীতে কেহ বা মুমুকু হইয়া

সহস্রভাগাঃ প্রথমা দ্বিতীয়ানুক্রমাং তথা ।  
 সর্বৈ হেতে মহাভাগ যাবমুক্তিসমাপ্তয়াঃ ॥ ৩১  
 যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকৌকসঃ ।  
 পাপকৃদযাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাভূতঃ ॥ ৩২  
 পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্যথা ।  
 তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৩  
 পাপে গুরুণি গুরুণি স্বজ্ঞাত্রে চ তদ্বিদঃ ।  
 প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জ্ঞঃ স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ ॥ ৩৪  
 প্রায়শ্চিত্তান্ত্রাশেষাণি তপঃ কৰ্ম্মাস্বকানি ব ।  
 যানি তেবামনেষাণাং কৃষ্যানুশ্রবণং পরম্ ॥ ৩৫  
 কৃতে পাপেহনুতাপো বৈ যস্মা পুংসঃ প্রজায়তে ।  
 প্রায়শ্চিত্তস্ত তস্মৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৩৬  
 প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন ।  
 নারায়ণমব্যপোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥ ৩৭

জন্মগ্রহণ করে। ২১—৩০। দ্বিতীয় স্থানীয়  
 কৃমিবর্গ হইতে প্রথম-স্থানীয় স্বাবরগণ সহস্র  
 গুণ অধিক। হে মহাভাগ! মুমুকু জন্ম পর্যন্ত  
 এই সমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবর্তী অপেক্ষা  
 পূর্ববর্তী সহস্রগুণ অধিক। নরক ভোগের  
 পর এইরূপ স্বাবরাদিক্রমে পাপিগণ, পাপের  
 ক্ষয় হইলে দেবদ্র লাভ করে এবং স্বর্গবাসিগণও  
 পুণ্যক্ষয় হইলে পাপ বশতঃ কখন বা নরকস্থ  
 হন। পাপীর মধ্যেও আবার প্রায়শ্চিত্তবিমুখ  
 পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায়। যে পাপের  
 অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত; বেদার্থ স্মরণপূর্বক  
 (বিবেচনা করিয়া) পরমর্ষিগণ তাহাই বলিয়া-  
 ছেন। প্রায়শ্চিত্ত-তদ্বজ্ঞ স্বায়ত্ত্বব মনু প্রভৃতি  
 অনেকেই গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প  
 পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হে  
 মৈত্রেয়! তপস্ব্যাক ও কৰ্ম্মাস্বক 'যে অশেষ-  
 প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কৃষ্ণের  
 অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।' পাপ করিয়া, যে  
 পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মনুদির  
 কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। হরি-  
 সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না  
 হইলেও হরিস্মরণে পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু অগ্নি  
 প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না।

বিমুসংস্রবণাং ক্লীপসমস্তক্রেমসংকরঃ ।  
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তত্ত্ব বিম্বোহুর্মীয়তে ॥৩৮  
বাহুদেবে মনো বস্ত্র জপহোমার্চনাদিবি ।  
তত্ত্বান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেশ্বরাদিকং ফলম্ ॥ ৩৯  
ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্ ।  
ক জপো বাহুদেবেতি মুক্তিবীজমহুস্তমম্ ॥ ৪০  
তস্মাদহর্নিশং বিম্বং সংস্রবন্ পুরুষো মুনৈ ।  
ন ষাতি নরকং মর্ত্যঃ সংক্লীণাখিলপাতকঃ ॥ ৪১  
মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্ধ্যয়ঃ ।  
নরকস্বর্গসংক্ষেপে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম ॥ ৪২  
বস্ত্রকমেব হুঃখায় সুখায়ৈষ্যোক্তব্যায় চ ।  
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্বেশ্ব বস্ত্রাস্ত্রকং কুতঃ ॥ ৪৩  
তদেব প্রীত্যে ভূত্বা পুনহুঃখায় জায়তে ।  
তদেব কোপায় ততঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥ ৪৪

প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করিলে, মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় এবং বিম্ব-সংস্রবণ জন্ত সমস্ত সঙ্কিত পাপ ক্ষয় হইয়া মুক্তি লাভ করে, স্বর্গ প্রাপ্তি তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত ।  
হে মৈত্রেয় ! জপ, হোম ও অর্চনাদি কর্মে যাহার মন বাহুদেবে আসক্ত হয়, ইন্দ্রহাদি ফল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছহেতু অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্ন-রূপ । কারণ, পুনরাবর্তন-বিশিষ্ট স্বর্গগমন, আর উত্তম মুক্তিজনক “বাহুদেব” এইরূপ জপ, কথ-নই তুল্য নহে । অতএব মুনৈ ! মরণ-ধন্বশীল পুরুষ অহর্নিশ বিম্বকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়,—নরকে যায় না । স্বর্গ, মনের প্রীতিকর এবং নরক, মনের অপ্রীতিকর । হে দ্বিজোত্তম ! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ; অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য, নরক ও স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল । ৩১—৪২ ।  
যখন এক বস্ত্রই দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সুখ, দুঃখ, ঈর্ষোৎপত্তি ও কোপের কারণ হয়, তখন বস্ত্রকে নিয়ত-স্বভাব কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? বাহ্য প্রীতিজনক, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হয় ; তাহাই কোপের এবং প্রসন্ন-তারও কারণ হয় ! অতএব কোন বস্ত্রই

তস্মাদ্ধুঃখাস্ত্রকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাস্ত্রকম্ ।  
মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ ॥ ৪৫  
জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেয্যতে ।  
জ্ঞানাস্ত্রকমিদং বিখ্যং ন জ্ঞানাদ্বিদ্যতে পরম্ ।  
বিদ্যাবিদ্যোতিতঃ মত্রেয় জ্ঞানমেবাবধারণয় ॥  
এবমেতন্ময়া খ্যাতং ভবতো মণ্ডলং ভুবঃ ।  
পাতালানি চ সর্বাণি তথৈব নরকা দ্বিজ ॥ ৪৭  
সমুদ্রাঃ পর্বতানি চ বদ্বীপবর্ষণি নিম্নগাঃ ।  
সংজ্ঞাপাং সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে  
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সংস্রবণাং প্রায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতং ভূতলং ব্রহ্মণ মমৈতদখিলং ত্বয়া ।  
ভুবলোকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহংমুনৈ ।

দুঃখাস্ত্রক বা সুখাস্ত্রক নাই । সুখ-দুঃখ কেবল মনের পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র । জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম ( সুতরাং পরমার্থ ), জ্ঞানই (অবিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত) বন্ধনের কারণ । ( এবং বিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদি নাশ হইলে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয় । ) এই বিখ্য জ্ঞান-াস্ত্রক,—জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই নাই । হে মৈত্রেয় ! জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণ কর । হে দ্বিজ ! তোমাকে এই ভূম-গুলের বিষয় এইরূপ কহিলাম এবং সমস্ত পাতাল, নরক, সমুদ্র, পর্বত, দ্বীপ, বর্ষ ও নদী, সকলই সংক্ষেপে বলা হইল ; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ৪৩—৪৮ ।

দ্বিতীয়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ ! আপনি আমাকে এই অখিল ভূতলের বিষয় কহিলেন ।

তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা ।

সমাচক্ষ মহাভাগ মহৎ ত্বং পরিপৃচ্ছতে ॥ ২

পরাশর উবাচ ।

রবিচন্দ্রমসৌৰ্ঘবময়ুর্ধৈরবভাষতে ।

সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥ ৩

যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাং ।

নভস্তাবৎপ্রমাণং রৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ ॥ ৪

ভূমধৌজনলক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয় মণ্ডলম্ ।

লক্ষাদ্দিবাকরতাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥ ৫

পূর্ণ শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাং ।

লক্ষদ্রমণ্ডলং কুংকমুপরিষ্ঠাং প্রকাশতে ॥ ৬

যে লক্ষে চোপরি ব্রহ্মণ বৃথো নক্ষত্রমণ্ডলাং ।

তবৎপ্রামাণভাগে তু বৃহত্তাপ্যুশনাঃ স্থিতঃ ॥ ৭

অঙ্গারকোহপি শুক্রেস্ত তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ ।

লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্ত স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥ ৮

শৌরির্বৃহস্পত্যেৎশচর্কং দ্বিলক্ষে সমাগাতিতঃ ।

সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাৎ লক্ষমেকং বিজ্ঞোত্তম ॥ ৯

মুনে! আমি ভুবলোকাদি সমস্ত লোকের রক্তাত  
শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! গ্রহগণের  
সংস্থান (কাহার উপরে কোন গ্রহ অবস্থিত)  
এবং প্রমাণ (তাহাদের পরস্পর অন্তরাল কত  
যোজন) জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে  
বলুন। পরাশর কহিলেন,—সূর্য্য ও চন্দ্রের  
কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও  
পর্ব্বত সমবেত ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া  
কথিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে  
পরিমাণ, ভুবলোকের বিস্তার পরিমণ্ডলও সেই  
পরিমাণ। হে মৈত্রেয়! ভূমি হইতে লক্ষ-  
যোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল। দিবাকরেরও লক্ষ-  
যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল স্থিত। নিশাকর হইতে  
পূর্ণ লক্ষযোজন উপরিভাগে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল  
প্রকাশ পাইতেছে। হে ব্রহ্মণ! নক্ষত্রমণ্ডল  
হইতে দুই লক্ষযোজন উপরে বৃধ এবং বৃধের  
দুই লক্ষযোজন, উপরিভাগে শুক্র অবস্থিত।  
শুক্রে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল। মঙ্গলের  
দুই লক্ষ যোজন পরে বৃহস্পতি স্থির আছেন।  
হে বিজ্ঞোত্তম! বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষযোজন

ঋষিভ্যস্ত সহস্রাণাং শতদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ

মেধীভূতঃ সমস্তস্ত জ্যোতিঃশক্রেস্ত বৈ ধ্রুবঃ ॥ ১০

ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতমুৎসেধেন মহামুনে।

ইজ্যাক্ষলস্ত ভূরেবা ইজ্যা চাত্র ব্যবস্থিতা ॥ ১১

ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহলোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ ।

একযোজনকোটিস্ত যত্র তে কল্পবাসিনঃ ॥ ১২

যে কোটো তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ

সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ ॥ ১৩

চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাং তপঃ স্মৃতম্ ।

বৈরাজ্য যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জিতাঃ ॥ ১৪

যড়গুণেন তপোলোকাং সত্যলোকা বিরাজতে ।

অপুনাশ্বারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥ ১৫

পাদগম্যস্ত যৎকিঞ্চ বস্তস্তি পৃথিবীময়ম্ ।

স ভূলোকঃ সমাখ্যাতে বিস্তারোহস্ত মণ্ডোদিতঃ ॥

উর্দ্ধে শনি অবস্থিত। শনি হইতে এক লক্ষ

যোজন উপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডল

হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিঃশক্রে

মেধীভূত (নাতিশ্বরূপ) ধ্রুব অবস্থিত

রহিয়াছেন। ১—১০। হে মহামুনে! এই

ত্রৈলোক্যের উচ্চতার বিষয় কহিলাম। এই

ত্রৈলোক্য, যজ্ঞাদির ফলভোগের ভূমি। এই

ভারতবর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যেখানে সেই

ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসিগণ বাস করেন, সেই

মহলোক, ধ্রুব হইতে কোটী যোজন উর্দ্ধে

অবস্থিত। মৈত্রেয়! ধ্রুবলোক হইতে দুই

কোটি যোজন উর্দ্ধে জনলোক; এই লোকে

অমলচিত্ত বিখ্যাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ

বাস করেন। জনলোক হইতে অষ্টকোটি

যোজন উর্দ্ধে তপোলোক কথিত হয়; এই স্থানে

দাহ-বর্জিত সেই বৈরাজ্য নামক দেবগণ অব-

স্থিত। তপোলোকানন্তর পূর্ব্বোক্ত জনলোক

হইতে দ্বাদশ কোটি যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক

শোভা পাইতেছে। তাহাই ব্রহ্মলোকও বৈকুণ্ঠ-

লোক বলিয়া কথিত। তথায় পুনর্মুতুশ্রুত বা

অমরগণ বাস করেন। যতদূর পর্য্যন্ত পাদগম্য

অর্থাৎ পদ সঞ্চারের যোগ্য পার্শ্বব বস্তু চাহে,

ততদূর পর্য্যন্ত ভূলোক বলিয়া খ্যাত; বেষ্টিত।

ভূমিস্থ্যন্তরং যত্নে সিদ্ধাদিমুনির্সেবিতম্ ।

ভুবলোকস্তে সোহপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম ॥ ১৭

ঐবস্থ্যন্তরং যত্নে নিযুক্তির্নি চতুর্দশ ।

স্বলোকঃ সোহপি গদিতো লোকসংস্থানচিত্তকৈঃ ॥

ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় পরিপঠ্যতে ।

জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্ ॥ ১৯

কৃতকাকৃতয়োর্মধ্যে মহলোক ইতি স্মৃতঃ ।

শূন্তো ভবতি কল্পান্তে যোহত্যন্তং ন বিনশ্যতি ॥ ২০

এতে সপ্ত ময়া লোক মৈত্রেয় কথিতাস্তবঃ ।

পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডে বিন্তরঃ ॥ ২১

এতদণ্ডকটাহেন তিথ্যক্ চোক্তমধস্তথা ।

কপিথস্ত যথা বীজং সর্বতো বৈ সমাবৃতম্ ॥ ২২

দশোত্তরং পয়সা মৈত্রেয়াণ্ডক তদ্বৃতম্ ।

সর্বোহন্থপরিধানোহসৌ বহিনা বেষ্টিতো বহিঃ ॥

বহিঃ চ বায়ুনা বায়ুমৈত্রেয় নভসা বৃতঃ ।

ইহার বিস্তার আমি বলিয়াছি । হে মুনিসত্তম !

ভূমি ও স্বর্ঘের মধ্যবর্তী সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ

কর্তৃক সেবিত যে স্থান, তাহা ভুবলোক বা

দ্বিতীয় লোক । ঐব ও স্বর্ঘের মধ্যবর্তী যে

চতুর্দশ লক্ষ যোজন স্থান, তাহাকেই লোক-

সংস্থান-চিত্তকগণ স্বলোক কহেন । হে মৈত্রেয় !

এই তিনটা ( ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ ) লোক 'কৃতক'

নামে এবং জন, তপঃ ও সত্য এই তিনটা

'অকৃতক' নামে অভিহিত হয় । কারণ, প্রথ-

মোক্ত তিনটার প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়,—অথ তিন-

টার হয় না । কৃতক ও অকৃতকের মধ্যে

মহলোক । ইহার নাম 'কৃতাকৃতক' । কারণ,

ইহা কল্পান্তে জ্ঞানশূন্য হয় ; কিন্তু একেবারে

বিনষ্ট হয় না । ১১—২০ । মৈত্রেয় ! আমি

এই সপ্তলোকের বিবরণ তোমাকে বলিলাম ;

সপ্ত পাতালের কথাও বলিয়াছি । ব্রহ্মাণ্ডের

বিবরণ এই । কপিথের বীজ যেমন চারিদিকে

সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই চতুর্দশ

ভুবনাস্তক জগৎ পার্শ্বদ্বয়, উর্দ্ধ ও অধঃ, এই

চারিদিকেই অণ্ডকটাহ দ্বারা সমাবৃত । মৈত্রেয় !

সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবৃত ।

এই সমস্ত জলাবরণ কর্ত্তিভাগে অগ্নি দ্বারা

ভূতাদিনা নভঃ সোহপি মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৪

দশোত্তরাণ্যশেষাণি মৈত্রেয়েতানি সপ্ত বৈ ।

মহাত্তক সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্ ॥ ২৫

অনন্তস্ত ন তন্ত্যন্তঃ সংস্থানক্যপি বিদ্যাতে ।

তদনন্তমসংস্থ্যাতপ্রমাণং ব্যাপি বৈ যতঃ ॥ ২৬

হেতুতমশেষস্ত প্রকৃতিঃ সা পরা মূনে ।

অণুনাস্ত সহস্রাণাং সহস্রাণ্যুতানি চ ।

ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ ॥ ২৭

দাক্ষণ্যধিষ্ঠা তেলং তিলে তদ্বৎ পূমানপি ।

প্রধানেহবস্থিতে ব্যাপী চেতনাস্বাস্রবেদনঃ ॥ ২৮

প্রধানক পূমাংসৈব সর্বভূতাস্বভূতরা ।

বিশৃংখল্য মহাবুদ্ধে বৃত্তো সংশ্রয়বশ্মিনীর্গো ॥ ২৯

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাবকারণং সংশ্রয়স্ত চ ।

ক্ষোভাকারণভূতা চ সর্গকালে মহামতে ॥ ৩০

হে মৈত্রেয় ! বহিঃ, বায়ুদ্বারা ও বায়ু আকাশ দ্বারা

আবৃত । আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং

তামস অহঙ্কারও মহন্তস্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত ।

মৈত্রেয় ! অসীম সপ্ত আবরণই উক্তরোক্ত দশ-

গুণ বুদ্ধিতাব প্রাপ্ত । প্রকৃতি আবার মহন্তস্তকেও

আবৃত করিয়া অবস্থিত । সেই অনন্তের ( সর্ব

গতপ্রকৃতির ) অন্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা

নাই ; যেহেতু তাহা অনন্ত ( নিত্য ), অসংখ্যাত,

অপ্রমাণ এবং সর্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ । হে

মুনে ! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্যের হেতু-

ভূতা । তাহাতে এইরূপ সহস্র সহস্র অণুত

এবং এইরূপ কোটি কোটি শত ব্রহ্মাণ্ড অব-

স্থিত আছে । যেমন কাঠের মধ্যে অগ্নি এবং

তিলের মধ্যে তৈল থাকে, সেইরূপ চেতনাস্বা

স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী পুরুষ, প্রধান ( প্রকৃতিতে )

অবস্থিত । হে মহাবুদ্ধে ! সর্বভূতের আত্মা

স্বরূপা বিসৃংখল্য ( বিস্মুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি )

দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রধান ও পুরুষ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্ব-

ভাবে অবস্থিত । হে মহামতে ! সেই চিৎ-

শক্তিই প্রলয়কালে প্রধান ও পুরুষের পৃথক্

হইবার কারণ, স্থিতিকালে সংযোগের কারণ

এবং সৃষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয় । ২১—৩০ ।



অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ব্যাখ্যাতমেতদ্ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং তব সূত্রত ।  
 ততঃ প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃংখ মে ॥ ১  
 যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্ত রথো নব ।  
 ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্ত দ্বিগুণো মুনিসত্তম ॥ ২  
 সার্কাকোটিকথা সপ্ত নিযুতান্তধিকানি বৈ ।  
 যোজনানাস্ত ততাকন্তত্র চক্রেণ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩  
 ত্রিবিভক্তি পঞ্চায়ে বহ্নিমিত্রাক্ষরায়কে ।  
 সংবৎসরময়ৈ কুংসং কালচক্রেণ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪  
 চত্বারিংশং সহস্রাণি দ্বিতীরোহঙ্কো বিবদতঃ ।  
 পঞ্চাত্তানি তু সার্কানি স্পন্দনস্ত মহামতে ॥ ৫  
 অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্যুগার্কয়োঃ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে সূত্রত ! তোমাকে  
 এই ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান কহিলাম । তাহার পর  
 সূর্য্যাদির সংস্থান ও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ  
 কর । মুনিসত্তম ! ভাস্করের রথ নবসহস্র  
 যোজন এবং ইহার ঈষাদণ্ড ( অক্ষ ও যুগের  
 সন্ধানার্থ দণ্ড ) দ্বিগুণ ( অষ্টাদশ সহস্র  
 যোজন ) \* । তাহার অক্ষ দেড় কোটি সপ্ত  
 নিযুত যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক । তাহাতে  
 চক্রে প্রতিষ্ঠিত আছে । পূর্বাঙ্ক, মধ্যাঙ্ক ও  
 অপরাঙ্ক, এই ত্রিবিভক্তি সপ্তসংসর ( পরি-  
 বৎসরাদি পাঁচটি অর শলাকা ) বিশিষ্ট, বসন্তাদি  
 ঋতুরূপ ছয় নেমি প্রান্ত-বলয়বিশিষ্ট সেই অক্ষর  
 ( সংবৎসরময় ) চক্রে সমুদায় কালচক্রে বা  
 জ্যোতিঃচক্রে প্রতিষ্ঠিত আছে । হে মহামতে !  
 সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্কপঞ্চচত্বারিংশ  
 সহস্র যোজন । অক্ষের বাহা পরিমাপ, তাহাই  
 সেই উভয়দিকে তুল্যপরিমাণবিশিষ্ট যুগার্ক

\* বহু অর্থ্যাৎ ঈষার অগ্রভাগে অথবোজনার্থ  
 বক্রভাবে স্থিত কাঠ । যে কাঠ দ্বারা এই  
 উক্তকোণে বোগ হয়, তাহার নাম ঈষাদণ্ড ।

ব্রহ্মাণ্ডকন্তদ্যুগার্কেন প্রবাহারো রথস্ত বৈ ।  
 দ্বিতীরোহঙ্কো তু ততঃক্রেণ সংস্থিতং মানসাতলে ॥  
 হর্যাস্ত সপ্ত ছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু ।  
 গায়ত্রী স বৃহত্যাফিক্ জগতী ত্রিষ্তুবে চ ।  
 অনুষ্টুপংক্তিৱিত্যুক্তাঃ ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥ ১  
 মানসোস্করশৈলে তু পূর্ব্বতো বাসবী পুরী ।  
 দক্ষিণেন যমস্তাত্ৰ প্রতীচ্যাং বরুণস্ত চ ।  
 উত্তরেন চ সোমস্ত তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৮  
 বস্বোকসারা শক্রেস্ত বাম্যা সংযমনী তথা ।  
 পুরী সুখা জলেশস্ত সোমস্ত চ বিভাবরী ॥ ৯  
 কাষ্ঠাং গতৌ দক্ষিণতঃ ক্রিপ্তেযুরিব সপতি ।  
 মৈত্রেয় ভগবান্ ভানুর্জ্যোতিষাং চক্রেসংযুতঃ ॥ ১০  
 অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং ভগবান্ রবিঃ ।  
 দেবযানঃ পরঃ পঠা যোগিনাং ক্লেশসংকরে ॥ ১১  
 দিবসস্ত রবির্যম্যে সর্বকালং ব্যবস্থিতঃ ।  
 সর্ববিপেয়ু মৈত্রেয় নিশার্কস্ত চ সমুখঃ ॥ ১২

পরিমাপ । ব্রহ্ম ( পূর্ব্বোক্ত-দ্বিতীয় ) অক্ষ রথের  
 যুগার্কের সহিত বায়ুরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া প্রবাহার-  
 রূপে বর্তমান আছে । দ্বিতীয় অক্ষ মানসাতলে,  
 সেই চক্রে সংস্থিত । সাতটি ছন্দ, সূর্য্যের  
 অংশ । তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ  
 কর । গায়ত্রী, বৃহতী, উফিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ,  
 অনুষ্টুপ ও পংক্তি ; এই ছন্দগুলি রবির সপ্ত  
 অংশ বলিয়া কথিত । মানসোস্কর শৈলে পূর্ব্ব-  
 দিকে ইন্দ্রের, দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের  
 এবং উত্তরদিকে সোমের পুরী আছে । তাহা-  
 দের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর । ইন্দ্রের পুরী  
 বস্বোকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের  
 পুরী সুখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী । হে  
 মৈত্রেয় ! জ্যোতিঃচক্রে সংযুক্ত ভগবান্ ভানু  
 সেই সর্ব্ব পুরীতে দক্ষিণায়নে প্রবিষ্ট হইয়া  
 ক্রিপ্তবাণের ত্রায় শীঘ্র গমন করেন । ১—১০ ।  
 ভগবান্ রবি অহোরাত্র-ব্যবস্থার কারণ হন  
 এবং তিনিই, রাগাদি ক্লেশ সর্ব্বকালের সম্যক  
 কল্প হইলে ক্রমমুক্তিভাগী যোগিগণের দেবযান  
 নামক শ্রেষ্ঠ ( পুনরাবৃত্তিরহিত ) পথ হইয়া  
 থাকেন । মৈত্রেয় ! এই বিপের তারতম্য



উদয়াস্তমনে চৈব সর্বকালন্ত সমুখে।

বিদিশাসু তুশেষাসু তথা ব্রহ্মন্ দিশাসু চ ॥ ১৩

যৈৰ্ধত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেভাসুদয়ঃ স্মৃতঃ।

জিরোভাবঞ্চ যদৈত্ৰি তদৈবাস্তমনং রবে- ॥ ১৪

নৈবাস্তমনমর্কস্ত নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ।

উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ১৫

শক্রাদীনাম্ পুরে তিষ্ঠন স্পৃশতোষ পুরত্রয়ম্।

বিবর্ণো যৌ বিবর্ণস্থত্নীন্ কোণান্ ধে পুরে তথা ॥

উদিতো বর্ধমানাভিরামধ্যাহ্নাং তপন্ রবিঃ।

মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য যেমন লক্ষ যোজন উচ্চ আকাশে তীত্ৰাদি প্রকাশ শুরু কিরণে বর্তমান থাকেন, উদয়াস্তময় সমস্ত দ্বীপেই সেইরূপ এবং যখন যে দ্বীপ-বর্ধাদিতে মধ্যাহ্নে বর্তমান থাকেন, তখন তাহার সমানস্থিত্রে ক্লিপান্তরাদিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে, তাহারও সমুখবর্তী হন। যেখানে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শ্বরয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সমুখবর্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমস্থিত্রপাতে হয়। হে ব্রহ্মন্! দিক্‌বিদিক্‌ সমুদয়েই এইরূপ। যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হন, সেই স্থলেই তাঁহার অস্ত কথিত হয়। সর্বদা বর্তমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই; রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া, সেই পুর, তাহার সমুখবর্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ দুই কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন; এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোণও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সমুখস্থ দুই কোণ ও তদুখবর্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন \*। রবি

\* যখন ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন চন্দ্রলোকস্থদিগের পক্ষে, অন্তময়, ঈশানকোণস্থ দিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয়। এইরূপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্নে থাকেন,

ততঃ পরং ব্রহ্মস্তোভির্গোভিরন্তং নিষচ্ছতি ॥ ১৭

উদয়াস্তমনাভ্যাক্ষ স্মৃতে পূর্ব্বাপরে দিশৌ।

যাবৎ পুরস্তাং তপতি তবং পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ১৮

ঋতেহমরগিরিরেমোরোক্ষপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্।

যে যে মরীচয়োর্কস্ত প্রযান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্।

তে তে নিরস্তান্তদ্বাসপ্রতীপমুপযান্তি বৈ ॥ ১৯

তন্মাদিশ্যন্তরস্তাং বৈ দিব্যারাত্রিঃ সদৈব হি।

সর্বেষাং দ্বীপবর্ধাণাং মেরুরন্তরতো যতঃ ॥ ২০

প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।

বিশতগ্নিমতো রাত্রৌ বহির্দরাং প্রকাশতে ॥ ২১

উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্ধমান এবং তাহার পর ক্ষয়মাণ কিরণ দ্বারা তাপ বিস্তার করত অস্ত গমন করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব ও পশ্চিম দিক্‌ নিরূপিত হয়। সূর্য্য, সমুখে যতদূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, পশ্চাৎ এবং দুই পার্শ্বেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন। অমরগিরির (সুমেরুর) উপরিভাগে ব্রহ্মসভা বাতীত সর্বত্রই আলোকময় করেন। সূর্য্যের যে সকল কিরণ ব্রহ্মসভায় যায়, তাহার তাহার প্রভায় নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুমেরু, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ধের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পর্বত, সকলের দক্ষিণে অবস্থিত; সেইজন্য মেরুর উত্তরদিকে নিরন্তর রাত্রি, ও দক্ষিণদিকে নিরন্তর দিন। ১১—২০। সূর্য্য অন্তর্গত হইলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রভা অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করে; এই নিমিত্ত দূর হইতেও

তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈঋতকোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়। যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয়, তখন দক্ষিণে অস্ত, নৈঋতকোণে তৃতীয় প্রহর, বায়ুকোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর, ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈঋতকোণে উদয় ইত্যাদি।

বহিঃপালন্তথা তাত্বং দিনেবাশিতি দ্বিজ ।  
অতীব বহিঃসংযোগাদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে ॥ ২২  
তেজস্বী ভাস্করাগ্নেয়ৈ প্রকাশোক্ষস্বরূপিণী ।  
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়তে দিবানিশম্ ॥ ২৩  
দক্ষিণোত্তরভূম্যর্কে সমুচ্চিষ্ঠতি ভাস্করে ।  
অহোরাত্রং বিশত্যন্তমঃপ্রাকাস্যশীলবৎ ॥ ২৪  
আতাত্রা হি ভবন্ত্যাপো দিবানন্তপ্রবেশনাং ॥  
দিনং বিশতি চেবাত্তো ভাস্করেষু স্তম্ভপুষ্ণি ।  
তন্মালচক্রপার্শ্ব্যাপো নক্তমন্তঃপ্রবেশনাং ॥ ২৫  
এবং পুষ্করমধ্যে তু যদা যাতি দিবাকরঃ ।  
ত্রিশভাগস্ত মেদিতাস্তদা মোহুর্ভিকী গতিঃ ॥ ২৬  
কুলালচক্রপার্শ্ব্যন্তো ভ্রমেষ দিবাকরঃ ।  
করোতাহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চেমদিনীং দ্বিজ ॥ ২৭  
অয়নস্তোত্তরভাগো মকরং যাতি ভাস্করঃ ।

অগ্নি দৃষ্ট হয় । হে দ্বিজ ! এইরূপে, দিবসে  
অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় ; এই  
অগ্নিসংযোগ-হেতু সূর্য্য অত্যন্ত প্রখররূপে  
প্রকাশ পান । সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণ  
স্বরূপ তেজ পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি  
পরস্পরকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পরস্পরের উৎকর্ষ  
বিধান করে । সূর্য্য, সূর্য্যের দক্ষিণ ভূম্যর্কে  
গমন করিলে দিনে তমঃশীল রাত্রি এবং উত্তর  
ভূম্যর্কে গমন করিলে রাত্রে প্রকাশশীল দিবা,  
জলে প্রবেশ করে । দিবন্তু, জলে রাত্রি প্রবেশ  
করে বলিয়া জল সকল ঈষৎ তাপবর্ণ হয় এবং  
সূর্য্য অন্ত হইলে জলে দিন প্রবেশ করে, এজন্ত  
রাত্রিকালে জল সকল শুক্রবর্ণ হয় । এইরূপ  
দিবাকর যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিশভাগ-  
ভাগে গমন করেন, তখন তাঁহার মোহুর্ভিকী  
(মুহূর্ত্তসম্বন্ধিনী) গতি হয় । হে ব্রহ্মণ ! এই  
দিবাকর কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তর ত্রায়  
ভ্রমণ করত পৃথিবীর ত্রিশং ভাগ পরিত্যাগ-  
পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক  
এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ অতিক্রম করিতে  
ছেন, এইরূপে ত্রিশং ভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক  
অহোরাত্র হয় । হে দ্বিজ ! ভাস্কর উত্তরায়ণের

ততঃ কুন্তক মীনক রাশে রাশান্তরং দ্বিজ ॥ ২৮  
ত্রিষেতেষথ ভূতেশু ততো বৈষুবতীং গতিম্ ।  
প্রযাতি সবিতা কূর্ব্বন্ অহোরাত্রং ততঃ সমম্ ।  
ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বর্দ্ধতেহনুদিনং দিনম্ ॥  
ততঃ মিথুনভ্রাত্তে পরাকাষ্ঠামুপাগতঃ ।  
রাশিং ককটিকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্ ॥ ৩০  
কুলালচক্রপার্শ্ব্যন্তো যথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে ।  
দক্ষিণে প্রক্ৰমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩১  
অতিবেগিতয়া কালং বায়ুবেগবলাচ্চলন ।  
তস্যাং প্রকৃষ্টাং ভূমিস্ত কালেনাঙ্কেন গচ্ছতি ॥ ৩২  
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শৈল্যান মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে ।  
ত্রয়োদশার্দ্ধমক্ষাণামহা তু চরতি দ্বিজ ।  
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৩৩  
কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসগতি ।  
তথোদগম্নে সূর্য্যঃ সপতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৩৪  
তন্মাদ্দীর্ঘ্যে কালেন ভূমিব্রহ্মণ গচ্ছতি ।  
অষ্টাদশমুহূর্ত্তং যতুস্তরায়ণপশ্চিমম্ ।

প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন । তদনন্তর  
কুন্ত ও তৎপরে মীনরাশিতে গমন করেন ।  
এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর সূর্য্য অহোরাত্র  
সমান করত বৈষুবতী গতি অবলম্বন করেন  
অর্থাৎ বিঘুব রেখায় গমন করেন । তদনন্তর  
প্রতাহ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে ।  
তদনন্তর (মেঘ বৃষ অভিক্রমের পর) মিথুন রাশির  
অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন ।  
পরে ককট রাশিতে গমন করিয়া দক্ষিণায়ন  
করিতে থাকেন । ২১—৩০ । কুলালচক্রের প্রান্ত-  
বর্ত্তী জন্তু যেমন শীঘ্র গমন করে, সূর্য্য দক্ষিণা-  
য়নে সেইরূপ শীঘ্র গমন করেন, বায়ু-বেগবলে  
অতি দ্রুত গমন করত অঙ্গকালেই এক স্থান  
হইতে অন্য প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হন । হে  
দ্বিজ ! দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া  
দ্বাদশমুহূর্ত্তে জ্যোতিঃচক্রের এবং রাত্রিকালে  
মুহূর্ত্তগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরাধি গমন  
করেন । কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেমন মন্দ  
মন্দ গমন করে, সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে সেইরূপ  
মন্দগামী হইয়া গমন করেন । এজন্ত দীর্ঘকালে

অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৩৫  
 ত্রয়োদশাৰ্দ্ধমহা তু ধ্বজাণাং চরতে রবিঃ ।  
 মুহূর্ত্তেস্তাবদৃক্ষাপি রাত্রৌ দ্বাদশভিঃচরন্ ॥ ৩৬  
 অথো মন্দতরং নাভ্যাং চক্রং ভ্রমতি বৈ তথা ।  
 মৃংপিণ্ড ইব মধ্যস্থো ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥ ৩৭  
 কুলালচক্রনাভিস্তু যথা তত্রৈব বর্ত্ততে ।  
 ধ্রুবস্তথা হি মৈত্রেয় তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৮  
 উত্তরোঃ কাষ্ঠরোর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু ।  
 দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্ত মন্দা শীত্ৰা চ বৈ গতিঃ ॥ ৩৯  
 মন্দাহি যস্মিন্নয়নে শীত্ৰা নক্তং তদা গতিঃ ।  
 শীত্ৰা নিশি যদা চাস্ত তদা মন্দা দিবাগতিঃ ॥ ৪০  
 একপ্রমাণমেবৈব মার্গং যাতি দিবাচরঃ ।  
 অহোরাত্রেন যো ভূত্বন্তে সমস্তা রাশয়ো বিজ ॥ ৪১

অল্পমাত্র স্থান গমন করেন। উত্তরায়ণের শেষ দিনে জ্যোতিষ্কের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দ-গামী সূর্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাই দীর্ঘ দিবস হইয়া থাকে। রবি দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে যেমন অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সাক্ষিত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সেইরূপ অপর অর্দ্ধ বৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সাক্ষিত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। অনন্তর কুলালচক্রে নাভি এবং নাভিস্থিত মৃংপিণ্ড যেমন মন্দতর বেগে ভ্রমণ করে, জ্যোতিষ্কের নাভি এবং তত্রস্থ ধ্রুবও সেইরূপ মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে। হে মৈত্রেয়! কুলালচক্রের নাভি এবং নাভিস্থ মৃংপিণ্ড যেমন স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, ধ্রুবও সেইরূপ স্বস্থান পরিত্যাগ করে না,—সেই স্থানেই, পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। উভয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়া-নুসারে সূর্যের, দিবা এবং রাত্রিতে গতি শীত্ৰ এবং মন্দ হইয়া থাকে। যে অয়নে দিবসে সূর্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীত্ৰ গতি হয়, এবং যখন নিশাকালে শীত্ৰগতি হয়, তখন ইহাঁর দিবসে মন্দগতি হয়। ৩১—৪০। এই দিবাচর, এক-প্রমাণ অর্থাৎ দিবা এবং রাত্রিতে তুল্য-পরিমাণ পথ অভিক্রম করেন; হে

যড়ৈব রাশয়ো ভূত্বন্তে রাত্রাবজ্ঞাং চ বড়্ দিবা ।  
 রাশিপ্রমাণম্বনিতা দীর্ঘরুশাস্বতা দিনে ।  
 তথা নিশারায় রাশীনাং প্রমানেণৈবদীর্ঘতা ॥ ৪২  
 দিনাদেদীর্ঘরুশস্বতং তত্তোগনৈব জায়তে ।  
 উত্তরে প্রক্রমে শীত্ৰা নিশি মন্দা গতির্দিবা ।  
 দক্ষিণে ত্বয়নে চৈব বিপরীতা বিবস্বতঃ ॥ ৪৩  
 উবা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা ব্যুষ্টিচাপ্যুচ্যতে দিনম্ ।  
 প্রোচাতে চ তথা সন্ধ্যা উষাব্যুষ্টিোর্ধ্যদন্তরম্ ॥ ৪৪  
 সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে ।  
 মন্দেহা রাক্ষসা বোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥ ৪৫  
 প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেবাং মৈত্রেয় রক্ষসাম্ ।  
 অক্ষরত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৪৬

বিজ! তিনি অহোরাত্র সমস্ত রাশি-ভোগ করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। (সূর্য্যায় দ্বাদশরাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবা-গন্তব্য ও রাত্রি গন্তব্য পথ তুল্য হইল); দিবসের হ্রাস-বৃদ্ধি রাশিসমূহের প্রমাণানুসারে হইয়া থাকে এবং রাত্রিরও হ্রাসবৃদ্ধি রাশি-প্রমাণানুসারে হয়। (যেহেতু) রাশি-ভোগ বশতই দিবা-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্যের শীত্ৰগতি ও দিবসে মন্দগতি হয় এবং দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীত্ৰ-গতি এবং রাত্রিতে মন্দগতি হয় (তাহার কারণ, উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প ও দিন-ভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক; এবং দক্ষিণায়নে বিপরীত) উষাকাল, রাত্রি বলিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যুষ্টি অর্থাৎ প্রভাত, দিন বলিয়া উক্ত হয়; এবং যাহা উক্ত, উষা ও ব্যুষ্টির অন্তর্বর্ত্তী কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যা দোষ হয়। অত-এব বিজগণের সন্ধ্যোপাসনা কর্তব্য, ইহা কুবাই-বার জ্ঞাত কয়েকটী শ্লোক উক্ত হইতেছে,) যথা—পরম দারুণ রৌদ্রমুহূর্ত্তান্তক সন্ধ্যাকাল প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ সূর্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষ-

ততঃ সূর্য্যস্ত তৈর্যুৎ ভবত্যত্যন্তদারুণম্ ।  
 ততো দ্বিজোক্তমাস্তোয়ং যং ক্লিপন্তি মহামুনে ॥৪৭  
 ওঙ্কারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্রী চাতিমন্ত্রিতম্ ।  
 তেন দহন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা । ৪৮  
 অগ্নিহোত্রে হুয়তে য় সমস্তা প্রথমাহতিঃ ।  
 সূর্য্যো জ্যোতিঃসহস্রাং শুভ্রা দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥৪৯  
 ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুর্বিধামা বচসাং পতিঃ ।  
 তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ ॥ ৫০  
 বৈষ্ণবোৎশঃ পরং সূর্য্যো  
 যোহন্তর্জ্যোতিরসংপ্রবম্ ।  
 অভিধায়ক ওঙ্কারস্তস্ত তৎপ্রেরকঃ পরঃ ॥ ৫১  
 তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিরাক্ষারোণাথ দীপ্তিমং ।  
 দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ॥ ৫২  
 তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কাধ্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ ।  
 স হন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়ান্ নোপাস্তিৎ বুদ্ধতে তু যঃ ॥

য়তা এবং প্রত্যহ মরণ হইবে, প্রজাপতিদত্ত  
 এই শাপ আছে। অনন্তর তাহাদিগের সহিত  
 সূর্য্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয়। হে মহামুনে!  
 তৎপরে দ্বিজোক্তমগণ ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার ও গায়ত্রী  
 দ্বারা অভিমন্ত্রিত যে জল নিক্ষেপ করেন, সেই  
 বজ্ররূপী বারি দ্বারা সেই সকল পাপচারী  
 রাক্ষসগণ দহ হইয়া যায়। অগ্নিহোত্রকালে  
 “সূর্য্যো-জ্যোতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত  
 যে প্রথম আহতি প্রদত্ত হয়, তাহা দ্বারা সহস্র-  
 কিরণ, প্রভাকর, ওঙ্কাররূপী, ঋগ্যজুঃসাম-  
 তেজাঃ, বেদাধিপতি ভগবান্ বিষ্ণুরূপ সূর্য্য  
 দীপ্তিমান্ হন; এবং সেই আহতিমন্ত্র উচ্চারণ-  
 মাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়। ৪১—৫০।  
 সূর্য্য, বৈষ্ণব অংশ। যিনি নির্বিকার, উৎকৃষ্ট  
 ও অন্তর্জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ, পরম  
 ওঙ্কার তাহার বাচক এবং রাক্ষসবধে তাহাকে  
 প্রবর্তিত করেন। সেই ওঙ্কারপ্রবর্তিত প্রদীপ্ত  
 জ্যোতিঃ, মন্দেহ নামক সেই সমস্ত রাক্ষসকে  
 দহ করেন। অতএব সন্ধ্যাকালীন উপাসনা-  
 কাণ্ডের লঙ্ঘন করা উচিত নহে। যে সন্ধ্যা-  
 কালে উপাসনা না করে, সে সূর্য্যহত্যা করে।

ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ ।  
 বালখিল্যাদিতিশৈব জগতঃ পালনোদ্যতঃ ॥ ৫৪  
 কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব  
 ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাঞ্চ ।  
 ত্রিংশৎ কলাশৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-  
 শ্চৈত্ৰিংশতা রাত্ৰাহনী সমেতে ॥ ৫৫  
 হ্রাসরুদ্ধী ত্বহর্তাগৈর্দ্বিসানঃ যথাক্রমম্ ।  
 সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমাত্রা বৈ হ্রাসরুদ্ধৌ সমা স্মৃতা ॥ ৫৬  
 লেখাং প্রভৃত্যাদিত্যে ত্রিমুহূর্ত্তগতে তু বৈ ।  
 প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো ভাগশ্চাক্ষঃ সপঞ্চমঃ ॥ ৫৭  
 ততঃ প্রাতস্তনাং কালং ত্রিমুহূর্ত্তস্ত সঙ্গবঃ ।  
 মধ্যাহ্নত্রিমুহূর্ত্তস্ত তন্মাং কালং তু সঙ্গবাং ॥ ৫৮  
 তন্মান্মধ্যাহ্নিকং কালাদপরাহ্ন ইতি স্মৃতঃ ।

অনন্তর, জগৎপালনে উদ্যত ভগবান্ সূর্য্য,  
 বালখিল্যাদি ব্রাহ্মণসমূহ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া  
 গমন করেন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা,  
 ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা বলিয়া গণনা  
 করিবে। ত্রিংশৎকলাতে এক মুহূর্ত্ত হইবে;  
 এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ অহোরাত্র। দিব-  
 সাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন কাল ইত্যাদি  
 এবং সম্পূর্ণ দিবসের (এইরূপ রাত্রির) হ্রাস-  
 রুদ্ধি আছে। কিন্তু সন্ধ্যা (সকল সময়েই)  
 মুহূর্ত্তাশ্রিকা; দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধিতেও  
 তুল্য অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।  
 আদিত্য লেখ অর্থাৎ অর্দ্ধোদয় হইতে তিন  
 মুহূর্ত্ত গমন করিলে ঐ গমন কাল, অর্থাৎ তিন  
 মুহূর্ত্ত, প্রাতঃকাল বলিয়া নির্দিষ্ট হয়; \* ইহা  
 সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের  
 এক ভাগ। সেই প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত  
 “সঙ্গব” এবং সেই সঙ্গবকালের পর তিন মুহূর্ত্ত

\* উপরে .যে অর্থ লিখিত হইল, তাহা  
 স্বামিসম্মত। অত্রবিধ অর্থ যথা—লেখ শব্দে  
 ত্রিমুহূর্ত্তাশ্রিক অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত।  
 ঐ সময় হইতে সূর্য্য তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে  
 তদনন্তর প্রাতঃকাল। তাহা দিবসের পাঁচ  
 ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ত্রিমুহূর্ত্তাশ্রিক।

জয় এব মুহূর্ত্তান্ত কালভাগঃ স্মৃতে বৃধে ।  
 অপরাহ্নে ব্যতীতে তু কালঃ সায়াহ্ন এব চ ॥ ৫৯  
 দশপঞ্চমুহূর্ত্তাহে মুহূর্ত্তাস্তয় এব চ ।  
 দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহবৈষুবতং স্মৃতম্ ॥ ৬০  
 বর্জতেহহো ব্রহ্মসৈচৈবাপ্যয়নে দক্ষিণোত্তরে ।  
 অহস্ত গ্রসতে রাত্রিঃ রাত্রিগ্র সতি বাসরম্ ॥ ৬১  
 শরবসন্তরোন্মধ্যে বিযুবস্ত বিভাব্যতে ।  
 তুলামেঘগতে তানো সমরাত্রিদিনস্ত তৎ ॥ ৬২  
 ককটাবস্থিতে তানো দক্ষিণায়নমুচ্যতে ।  
 উত্তরায়ণমপ্যুত্তং মকরস্থে দিবাকরে ॥ ৬৩  
 ত্রিংশমুহূর্ত্তং কথিতমহোরাত্রস্ত বনয়ী ।  
 তানি পঞ্চদশ ব্রহ্মন্ পঞ্চ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪

মধ্যাহ্ন । সেই মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত্ত  
 “অপরাহ্ন” বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অপরাহ্ন  
 অতীত হইলে সায়াহ্ন কাল। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তা-  
 স্মক অর্থাৎ ত্রিংশদণ্ডস্মক দিবসে এই সকল  
 মুহূর্ত্ত অনান্যতিরিক্ত-ভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত  
 হয়; কিন্তু অল্প সময়ে তিন মুহূর্ত্ত ত্রাস-রুদ্ধি  
 হয়। বৈষুবত দিন (অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ১০  
 চৈত্র ও ১০ আশ্বিন) পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাস্মক।  
 ৫১—৬০। উত্তরায়ণে দিবসের রুদ্ধি এবং  
 দক্ষিণায়নে ত্রাস হয়, এই উভয় অয়নে যথা-  
 ক্রমে দিন, রাত্রিকে গ্রাস করে এবং রাত্রি,  
 দিবসকে গ্রাস করে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর  
 মধ্যে তানু, তুলা বা মেঘরাশি গত হইলে যথা-  
 ক্রমে তুলাখ্য ও মেঘাখ্য “বিযুব” হয়; তাহা  
 সমরাত্রিদিব অর্থাৎ তৎকালে (অয়নাংশবিশেষে  
 পূর্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন)  
 রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ সমান হইয়া থাকে।  
 সূর্য্য, ককট রাশিতে অবস্থিত হইলে, দক্ষিণায়ন  
 উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়।  
 (সূর্য্যের ককট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশি-স্থিতি-  
 কাল দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুন রাশি  
 স্থিতিকাল উত্তরায়ণ, ইহা ভাবার্থ)। যে ব্রহ্মন্ ।  
 ত্রিংশ-মুহূর্ত্তাস্মক যিঁ অহোরাত্র ইতিপূর্বে  
 বলিয়াছি, সেই পঞ্চদশ অহোরাত্র পঞ্চ বলিয়া

মাসঃ পঞ্চদ্বয়েনোক্তো যৌ মাসৌ চার্কজারুতুঃ ।  
 ঋতুত্রয়ধাপ্যয়নং দ্বৈয়নে বর্ষসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৫  
 সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্থাংশবিভক্তিতাঃ ।  
 নিঃসরঃ সর্বকালস্ত যুগমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৬  
 সংবৎসরস্ত প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ।  
 ইষৎসরতৃতীয়স্ত চতুর্থচালুবৎসরঃ ।  
 বৎসরঃ পঞ্চমচ্চাত্র কালোহয়ং যুগসংজ্ঞিততঃ ॥ ৬৭  
 যঃ ষেততোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিকৃততঃ ।  
 ত্রীণি তস্ত তু শৃঙ্গাণি ষেরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃততঃ ॥ ৬৮  
 দক্ষিণকোত্তরকৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা ।  
 শরবসন্তরোন্মধ্যে তস্তানুঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৬৯  
 মেঘাদৌ চ তুলাদৌ চ মেত্রের বিযুবং স্থিতঃ ।

কীর্ণিত হয়; দুই পক্ষে একমাস উক্ত হইয়াছে;  
 দুই সৌর মাসে এক ঋতু; তিন ঋতুতে এক  
 অয়ন এবং দুই অয়নের সংজ্ঞা “বৎসর” \*।  
 চতুর্কিধ অর্থাৎ সৌর, সাবন, চালু ও নাঙ্কত্র  
 মাসানুসারে বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎসরাদি-  
 পঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণ-  
 যের কারণ; এবং তাহা যুগনামে উক্ত হই-  
 হইয়াছে। প্রথম—সংবৎসর, দ্বিতীয়—পরি-  
 বৎসর, তৃতীয়—ইষৎসর, চতুর্থ—অনুবৎসর,  
 পঞ্চম—বৎসর, এইকাল “যুগ” নামে খ্যাত।  
 ষেত বর্ষের উত্তর-দেশবর্তী “শৃঙ্গবান্” নামে যে  
 পর্বত আছে, তাহার তিনটি শৃঙ্গ আছে; এই  
 সকল শৃঙ্গের অন্তিতে ‘এই পর্বত “শৃঙ্গবান্”  
 নামে খ্যাত হইয়াছে। একটা শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটা  
 শৃঙ্গ উত্তর এবং অপরটা মধ্য; এই মধ্য শৃঙ্গটাই  
 “বৈষুবত”। সূর্য্য, শরৎ এবং বসন্ত কালের  
 মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন। যে

\* পঞ্চ, মাস ও বর্ষ, সৌর, সাবন, চালু  
 ইত্যাদি নানাবিধ আছে; কিন্তু ঋতু এবং অয়ন  
 কেবল সৌরই হইয়া থাকে এবং সৌর (দুই)  
 মাস হইলেই যে ঋতু হইবে, তাহা নহে; কিন্তু  
 নির্ধারিত দুই সৌর মাসে এক ঋতু; যথা,—  
 অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু ইত্যাদি।

তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ ।  
দশপঞ্চমুহূর্তং বৈ তদেতদুভয়ং স্মৃতম্ ॥ ৭০ ॥  
প্রথমে কৃত্তিকাতাগে যদা ভাষাংস্তথা শশী ।  
বিশাখানাং চতুর্থোহংশে মূনে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৭১ ॥  
বিশাখানাং যদা সূর্য্যচরত্যংশং তৃতীয়কম্ ।  
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ॥ ৭২ ॥  
তদৈব বিষুবাত্ম্যো বৈ কালঃ পুণ্যোহভিধীয়তে ।  
তদা দানানি দেয়ানি দেবেভ্যঃ প্রথিতাশ্চভিঃ ॥ ৭৩ ॥  
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মুখমেতৎ তু দানজম্ ।  
দত্তদানস্ত বিধুবে কৃতকৃত্যোহভিজায়তে ॥ ৭৪ ॥  
অহোরাত্রাদিমাসৌ তু কলাকাষ্ঠাঙ্গণাস্তথা ।  
পৌর্ণমাসী তথা ক্ষেয়্য অমাবাস্তা তথৈব চ ।  
সিনীবালী কুহূর্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ৭৫ ॥

মৈত্রেয় ! তিমিরাপহ অর্থাৎ সূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে ( প্রথম দিন শকের তাৎপৰ্য্য—অয়নাংশ-ভেদে তত্তমাসীয় পূর্বে ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের মধ্যে কোন এক দিন ) বিষুবং নামক শূঙ্গ অবস্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন । সেই সময় এই উভয় অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি প্রত্যেক পঞ্চদশ-মুহূর্ত স্মৃত হইয়াছে । ৬১—৭০ । হে মূনে ! সূর্য্য যৎকালে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেঘান্তে অবস্থিতঃ, তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে কৃত্তিকারন্তে নিশ্চয়ই অবস্থান করেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার অন্ত-ভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্রকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেঘান্তভাগে স্থিত বলিয়া জানিবে । তখনই পবিত্র বিষুব-নামা কাল অভিহিত হইয়াছে, সেইকালে পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের দেবগণ-উদ্দেশে প্রযত-স্বভাবে দান করা কর্তব্য ও পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত । এইকালে দেবাদির মুখ, দান-গ্রহণের জন্ত বিরত হয় । এই বিষুব-কালে দান করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় । যাগাদিকালের নির্ণয়ার্থে অহোরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা ও কণাদির বিষয় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক । পৌর্ণমাসী

তপস্তপত্রো মধুমাধবো চ  
শুক্লঃ শুভিঃ চায়নমুত্তরং ত্রাং ।  
নভো নভস্তোহধ ইষৎ সৌর্য্যঃ  
সহঃসহস্তাবিত্তি দক্ষিণং ত্রাং ॥ ৭৬ ॥

লোকালোকং যঃ শৈলঃ প্রাপ্তক্তো ভবতো ময় ।  
লোকপালান্ত চত্বারস্তত্র তিষ্ঠন্তি সূত্রতাঃ ॥ ৭৭ ॥  
সুধামা শঙ্খপাট্টেব কর্দমস্তাস্মজ্ঞো দ্বিজ ।  
হিরণ্যরোমা চৈবান্তচতুর্থঃ কেতুমানপি ॥ ৭৮ ॥  
নির্বন্দা নিরতিমানা নিস্তম্ভা নিস্পরিগ্রহাঃ ।  
লোকপালাঃ স্থিতা হেতে লোকালোকে চতুর্দিশু  
উত্তরং যদগস্ত্যস্ত অজবীথ্যাং দক্ষিণম্ ।  
পিতৃগণঃ স বৈ পত্না বৈশ্বানরপথাবহিঃ ॥ ৮০ ॥  
তত্রাসতে মহাত্মান ঋষয়ো যেহগ্নিহোত্রিণঃ ।  
ভূতারন্তকৃত্যং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋষিগুণ্যতাঃ ॥ ৮১ ॥

দুইপ্রকার,—রাকা ও অনুমতি ; \* এইরূপ অমাবস্তারও দুই নাম,—সিনীবালী ও কুহু † । মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই ছয় মাসে উত্তরায়ণ ও ইহা জিন্ন আর ছয় মাসে দক্ষিণায়ন হয় । পূর্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্ব্বতের বিষয় বলিয়াছি, সেই লোকালোক পর্ব্বতে চারিজন সূত্রত লোকপাল বাস করেন । হে দ্বিজ ! ইহাদের নাম সুধামা, কর্দমাস্তজ শঙ্খপাট্ট, হিরণ্যরোমা ও কেতুমান । ইহারা চারি জন লোকালোক পর্ব্বতের চারিদিকে অবস্থিতি করেন, ইহাদের হৃৎ-হৃৎজ্ঞান, অভিমান, অধীনতা বা আসক্তি কিছুই নাই । ৭১—৭৯ । অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণে, বৈশ্বানরপথ জিন্ন মৃগবীথি নামে যে পথ আছে, সেই পথে পিতৃগণ গমন করিয়া থাকেন । সেই পিতৃপথে যে সকল অগ্নিহোত্রী ঋষি আছেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমাগ্নি-\*

\* যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান, তাহাকে রাকা কহে ; আর বাহাতে চন্দ্র এককলা হীন, তাহাকে অনুমতি কহে ।

† দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্তার নাম সিনীবালী  
নষ্টচন্দ্রা অমাবস্তার নাম কুহু ।

প্রারভন্তে তু যে লোকান্তেবাং পহাঃ স দক্ষিণঃ ।  
 চলিতং তে পুনরেক স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৮২  
 সমুদ্রা তপসা চৈব মধ্যাদাতিঃ ক্রতেন চ ।  
 জায়মানান্ত পূর্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ ॥ ৮৩  
 পশ্চিমাতৈব পূর্বেবাং জায়তে নিধনেষিহ ।  
 এবমাবর্তমানস্তে তিষ্ঠন্তি নিরতত্রতাঃ ।  
 সবিতুর্দক্ষিণং মাগং ত্রিতা হাচক্রতারকম্ ॥ ৮৪  
 নাগবীথ্যন্তরং যচ্চ সপ্তবিভাংচ দক্ষিণম্ ।  
 উত্তরঃ সবিতুঃ পহা দেবধানংচ স স্মৃতঃ ॥ ৮৫  
 তত্র তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ ।  
 সমুদ্রং তে জুগুপস্তু তস্মান্মুত্বার্জিতংচ তৈঃ ॥ ৮৬  
 অষ্টাশীতিসহস্রাণাং মুনীনামৃক্রেতসাম্ ।  
 উদকপানানমধ্যমঃ স্থিতা হাভূতসংগ্রবম্ ॥ ৮৭  
 তেহসংপ্রয়োগলোভস্ত মৈথুনস্ত চ বর্জনাং ।

সদ্রী বেদের স্তুতি করেন এবং কালান্তরে যজ্ঞ-  
 বিচ্ছেদ হইলে, যজ্ঞাত্মানে প্রবৃত্ত হইয়া কৰ্ম্ম  
 সকল করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরম্ভকর্ত্তা  
 রূপে দক্ষিণপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা যুগে  
 যুগে বেদের সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে, পুত্রাদির  
 ষ্টরসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করত বংশ প্রবর্তন,  
 বর্ণপ্রমাদি ব্যবস্থা, শাস্ত্রপ্রবর্তন প্রভৃতি উপায়  
 দ্বারা বৈদিক সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্তন করেন।  
 পূর্বে পূর্বে সম্প্রদায় প্রবর্তকগণের নিধনে  
 পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই আবার উত্তরকালীন সম্প্র-  
 দায়-প্রবর্তকগণ জন্মগ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে,  
 যতদিন চন্দ্রতারা প্রভৃতি থাকিবে, ততদিন  
 পূর্ব্বোক্ত, সূর্য্যের দক্ষিণমার্গে স্থিত নিরতত্রত  
 মহাবিগ্ণ, বার বার প্রত্যাবর্তন করিতেছেন এবং  
 বেদের বিনষ্ট সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ধার করিতেছেন।  
 নাগবীথির উত্তরে ও সপ্তবিগ্ণের দক্ষিণে সূর্য্যের  
 উত্তরবর্তী, যে পথ আছে, তাহাকে দেবধান  
 কহে। সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্মালম্ভাব ও  
 জিতেন্দ্রিয় যে সকল সিদ্ধব্রহ্মচারিগণ বাস  
 করেন, তাঁহারা সম্ভানকর্ত্তা করেন না এবং  
 মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সূর্য্যের উত্তরমার্গে  
 প্রলয়কাল পর্য্যন্ত, উর্দ্ধরেতা অষ্টাশীতি সহস্র

ইচ্ছাযোপ্রবৃত্তা চ ভূতারম্ভবিবর্জনাং ॥ ৮৮  
 পুনশ্চাকামসংযোগচ্ছবান্দেদৌবদর্শনাং ।  
 ইতোতিঃ কার্ষণে শুদ্ধান্তেহমৃতত্ত্বং হি ভেজিরে ॥  
 আভূতসংগ্রবং স্থানমনৃতত্ত্বং হি ভাব্যতে ।  
 ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোহয়মপুনশ্চীর উচ্যতে ॥ ৯০  
 ব্রহ্মহত্যামেধাত্যাং পুণ্যপাপকৃতো বিধিঃ ।  
 আভূতসংগ্রবং স্থানং ফলমুক্তং তয়োদ্বিজ ॥ ৯১  
 যাবমাত্রৈ প্রদেশে তু মৈত্রেয়্যাবস্থিতো ধ্রুবঃ ।  
 ক্ষয়মায়ান্তি তাবং তু ভূমেরাভূতসংগ্রবঃ ॥ ৯২  
 উল্লোন্তরমুদিত্যন্ত ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ ।  
 এতদ্বিশুপদং দিব্যং তৃতীয়ং যোনি ভাস্বরম্ ॥ ৯৩  
 নির্দ্ধৃতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতান্ননাম্ ।  
 স্থানং তং পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিষ্কয়ে ॥ ৯৪  
 অপুণ্যপুণ্যোপরমৈ ধ্রুবাণেযোজিতৈঃ তবঃ ।

সংখ্যক মনিগণ বাস করেন। তাঁহারা লোভের  
 অসংযোগ, মৈথুনবর্জন, ইচ্ছা ও ঘেষে অপ্র-  
 বৃত্তি, কৰ্ম্মে অন্তর্ধান-ত্যাগ, যোগ হইতে  
 অস্থলনহেতু এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে দোষ-  
 দর্শন-প্রযুক্ত তমোমোহ হইতে শুদ্ধিলাভ করিয়া  
 অমৃতত্ত্ব (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থিতি) লাভ করিয়া-  
 ছেন। ব্রহ্মার একদিন পর্য্যন্ত অবস্থানকে  
 অমৃতত্ত্ব বলে এবং ত্রৈলোক্যের স্থিতি পর্য্যন্ত  
 কালকে অপুনশ্চীর (পুনর্মুত্বারহিত) কহে।  
 ৮০—৯০। ব্রহ্মহত্যা বা অশ্রমেধ ব্রজ করিলে,  
 যে পাপ বা পুণ্য হয়, প্রলয় পর্য্যন্ত তাহার ফল  
 ভোগ হয়। হে মৈত্রেয়! যে প্রদেশে মাত্রৈ ধ্রুব  
 অবস্থিতি করিতেছেন, ভূমি হইতে সেই প্রদেশ  
 পর্য্যন্ত! প্রলয়ফলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দেব-  
 যানের উর্দ্ধ ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তর-  
 তাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিমৎ  
 স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ  
 বলে। পুণ্য ও পাপ উভয়েই পরিষ্কণ হইলে,  
 দোষরূপ-পঙ্কলেপশ্চ সংযতান্না যতিগণ সেই  
 বিষ্ণুর পরমপাদে অবস্থিতি করিতে পারেন।  
 পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত  
 হইলে, প্রাণিগণ যেখানে গমন করিয়া আব শোক

যত্র গঙ্গা ন শোচন্তি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥১৫  
ধর্ম্যপ্রবাস্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ ।  
তংসাক্ষ্যাং পন্নযোগেৎসন্তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥  
যত্রোত্তমতং প্রোক্তং যদুতং সচরাচরম্ ।  
ভব্যং বিখ্যং মৈত্রেয় তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥১৭  
দিবীং চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়া স্মনাম্ ।  
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৮  
যস্মিন প্রতিষ্ঠিতে ভাসান্ মেধীভূতঃ সয়ং প্রবঃ ।  
প্রবে চ সর্বজ্যোতীঃমি জ্যোতিঃসত্ত্বোচ্চো দ্বিজ ॥  
মেঘেশু সন্ততা বৃষ্টিবৃষ্টৈশ্চাপোহথ পোষণম্ ।  
আপ্যয়নকং সর্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে ॥ ১০০  
ততঃ গজ্যাহুতিবীরা পোষিতান্তে হবির্ভুজঃ ।  
বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ ॥  
এবমেতং পদং বিখ্যাত্তীয়মমলাস্বকুম্ ।  
আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বুদ্ধিকারণম্ ॥১০২

ততঃ প্রবর্ততে ব্রহ্মন্ সর্বপাপহরা সন্নিং ।  
গঙ্গা বেদাসনানামহুলেশনপিঞ্জরা ॥ ১০৩  
বামপাদানুজাসুষ্ঠ-নখশ্রোতো বিনির্গতা  
বিকোর্বিভক্তি বাৎ ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং প্রবঃ ॥  
ততঃ সপ্তধীয়ে। যজ্ঞাঃ প্রাণায়ামপরায়াণঃ ।  
তিষ্ঠন্তি বীচিমাল্যভিরুহমানজটা জলে ॥ ১০৫  
বার্যোষেঃ সন্ততৈর্ধন্যঃ প্লাবিতং শশিমণ্ডলম্ ।  
ভূয়োহধিকতমাং কাস্তিং বহতোতহৃৎপক্ষয়ম্ ॥১০৬  
মেরুপৃষ্ঠে পততুর্চৈর্নিষ্ক্রান্তা শশিমণ্ডলাৎ ।  
জগতঃ পাবনাখায় যা প্রয়াতি চতুর্দিশম্ ॥ ১০৭  
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ সংস্থিতা ।  
একৈব যা চতুর্ভেদা দিগ্ভেদগতিলক্ষণা ॥ ১০৮  
ভেদকালকনন্দাখ্যং যজ্ঞাঃ সর্বোহপি দক্ষিণম্ ।  
দধার শিরসা প্রীত্যা বর্ষণামধিকং শতম্ ॥ ১০৯  
শস্তোজটাকলাপাচ্চ বিনিষ্ক্রান্তাঃ শিরকরাঃ ।  
প্লাবয়িত্বা দিবং নিত্রে পাপাত্যান্ সগরাস্বজান্ ॥১১০

করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ । প্রব প্রভৃতি  
লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়বলীকরণাদিলক্ষ যোগবলে  
দীপ্তিমান হইয়া যেস্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই  
বিষ্ণুর পরমপদ । এই বর্তমান, অতীত ও  
ভবিষ্যৎ সচরাচর জগৎ যেখানে ওতপ্রোত  
রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ । যাহা  
আকাশে প্রকাশমান স্বরূপ চক্ষুর দ্বারা সর্ব-  
ভাসক, তন্ময়াস্মা যোগিগণ বিবেকজ্ঞান বলে  
যাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিজ্ঞাত তাহাই বিষ্ণুর  
পরমপদ । প্রব নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট ;  
নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট ; মেঘসমূহ হইতে  
নিবিড় বর্ষণ ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ ; সেই বৃষ্টি  
দ্বারা লোক সকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয় এবং দেব  
প্রভৃতিও তৃপ্ত হন । কারণ সেই জলপান  
দ্বারা জীবিত গবাদির হৃদ্যোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা  
তঁাহারা পরিপুষ্ট, ফলরাং তঁাহারা ভূতাদির  
স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন । এব-  
শ্রুতকারে সর্বপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পর-  
স্পরায় বৃষ্টির কারণ প্রবনক্ষত্র ও দীপ্তিমান  
ভাস্বর যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই  
অমলাস্বক, সকলের আধারভূত, লোকত্রয়ের

বুদ্ধিকারণ বিষ্ণুর পরমপদ । ১১—১০২ । হে  
ব্রহ্মন্ ! সেই বিষ্ণুপদ হইতেই স্বর্গ-নারী-  
গণের অঙ্গরাগসম্পর্কে পিশঙ্গবর্ণা সর্বপাপ-  
হরা মন্দাকিনী প্রকাশ পান । সেই গঙ্গা,  
বিষ্ণুর বামপাদপদের অঙ্গুষ্ঠনখ হইতে শ্রোত-  
স্বরূপে নির্গত ও প্রব দিবারাত্র তঁাহাকে ভক্তি-  
ভাবে মন্তকে ধারণ করিতেছেন । হে মৈত্রেয় !  
প্রাণায়ামপরায়াণ সপ্তধীর্গণ তরঙ্গমালা-মিচলিত-  
জটাবার হইয়া, যে গঙ্গার জলে অবমর্ষণ মন্ত্র-  
জপ করেন ; ঐহার নিবিড়-বারিপ্রবাহে প্লাবিত  
চন্দ্রমণ্ডল কলাহীন হইলে, পুনরায় অধিকতম  
শোভা বহন করে ; যিনি শশিমণ্ডল হইতে  
নিষ্ক্রান্ত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের  
পবিত্রতার জন্ত চতুর্দিকে প্রয়াণ করেন ; যিনি  
এক হইয়াও চারিদিক-ভেদে গতির নিমিত্ত  
সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ, ভদ্রা এই চারি নামে  
লক্ষিত হইয়া স্থিতি করেন ; ঐহার দক্ষিণ-  
দিকগত, অলকনন্দাশু সমুদ্র প্রবাহ শত  
বর্ষেরও অধিককাল, ভাসান শত, অতি প্রীতির  
সহিত মন্তকে ধারণ করেন ; যিনি শতর  
জটাকলাপ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাপপূর্ণ সগরজন-



স্নাত্ত সলিলে যন্তাঃ সদাঃ পাপং প্রণশ্যতি ।

অপূর্বপুণ্যপ্রাপ্তিঃ সদা মৈত্রেয় জায়তে ॥১১১

দন্তাঃ পিতৃভ্যো যত্রাপত্তনরৈঃ শ্রদ্ধয়াধিতৈঃ ।

সমাত্রেয়ং প্রযচ্ছন্তি তপ্তিং মৈত্রেয় হর্লভাম্ ॥১১২

যন্তামিষ্টা মহাবৈষ্ণবৈঃ পুরুষোত্তমম্ ।

দ্বিজভূতাঃ পরামুদ্রিমবাপূর্দিবি চেহ চ ॥১১৩

স্নানাদ্বিভূতপাপাংশ যজ্জলে যতয়ন্তথা ।

কেশবাসক্তমনসঃ প্রাপ্তা নির্লাপমুত্তমম্ ॥১১৪

শ্রুতান্তিলিখিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতবগাচিতা ।

যা পাবয়তি ভূতানি কীর্তিতা চ দিনে দিনে ॥১১৫

গঙ্গা গঙ্গেতি বৈরাগ্য যোজনানাং শতেষুপি ।

স্থিতৈরুচ্চারিতং হস্তি পাপং জন্মত্রয়োজ্জিতম্ ॥১১৬

যতঃ সা পাবনায়াং ত্রয়াণাং জগতামপি ।

সমুদ্ভূতা পরং তত্ত্ব তৃতীয়ং ভগবৎপদম্ ॥১১৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

গণের অস্থিচূর্ণসমূহকে প্রাবিত করত, তাহা-  
দিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। হে মৈত্রেয় !  
ঘাঁহার সলিলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল  
পাপ নষ্ট হয় ও অপূর্ব পুণ্য লাভ হইয়া  
থাকে ; শ্রদ্ধা সমন্বিত পুত্রগণ, স্বর্গীয় পিতৃ-  
গণের উদ্দেশে ঘাঁহার প্রবাহে একদিনও  
জলতর্পণ করিলে পিতৃগণ তিন বৎসর  
পরিতৃপ্ত থাকেন। ব্রাহ্মণগণ ঘাঁহার তীরে  
পুরুষোত্তম যজ্ঞেঋকে মহাবজ্র দ্বারা যজন  
করিয়া ইহকাল ও পরকালে অতুল সমৃদ্ধি ভোগ  
করিয়াছেন ; যতিগণ ঘাঁহার জলে স্নানাত্ত বিনষ্ট-  
পাপ হইয়া কেশবে মন অর্পণপূর্বক সর্বোত্তম  
ব্রহ্মোক্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিদিন, ঘাঁহার নাম  
শ্রবণে, দর্শনাভিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে, পানে,  
অবগাহনে বা কীর্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয় ;  
প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া “গঙ্গা, গঙ্গা,”  
—ঘাঁহার এই নাম উচ্চারণ করিলে জন্মত্রয়া-  
জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ; সেই গঙ্গা যাহা  
২৫৫ ত্রৈলোক্যবাসনের জন্য উপার্জিত

নবমোহধ্যায়ঃ ॥

পরশর উবাচ ।

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ ।

দ্বিবি রূপং হরৈর্ধত্তু তন্ত পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ ॥ ১

সৈষ ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্ ।

ভ্রমন্তমন্ তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥ ২

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ।

বাতানীকময়ৈর্ধ্বৈকৈঃ বে বদ্বানি তানি বৈ ॥ ৩

শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং যদ্রূপং জ্যোতিষাং দ্বিবি ।

নারায়ণঃ পরং ধাম্নং তত্ত্বাধারঃ স্নয়ং হৃদি ॥ ৪

উত্তানপাদপুস্তক তমারাধ্য প্রজাপতিম্ ।

স তারশিশুমারস্ত ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫

করিয়াছেন, তাহাই। ভগবান বিষ্ণুর পরম তৃতীয়  
পদ। ১০৩—১১৭।

দ্বিতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, আকাশে শিশুমারাকৃতি,  
\* তাবা-পুঞ্জময় প্রভু ভগবান বিষ্ণুর যে রূপ দেখা  
যায়, তাহার পুচ্ছগ্রভাগে ধ্রুব অবস্থিত। সেই  
ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-  
গণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। নক্ষত্রগণও সেই  
ভ্রমণশীল ধ্রুবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রবৎ পরি-  
ভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল ভ্রমণশীল সূর্য্য,  
চন্দ্র, নক্ষত্রগণ ও অন্যান্য গ্রহগণ, বাত-সমূহ-  
রূপ বন্ধন-রজ্জ্ব দ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ রহিয়াছে।  
নক্ষত্রাদি ঐ সূর্য্যাদি গ্রহের অভ্যন্তরীণে যে  
শিশুমারসদৃশ আকারের কথা বলিলাম, সেই  
শিশুমারাকৃতি গ্রহগণের আশ্রয়স্থানকে ভগবান  
নারায়ণ স্নয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়া-  
ছেন। উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব  
প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময়  
সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন।

\* শিশুমার জলজন্তুরিশেষ ।

আধারঃ শিশুমারং চ সর্বাত্মকৈ জনার্দনঃ ।  
 ঐবশ শিশুমারং চ ঐবৈ তাতুর্ব্যবহিতঃ ॥ ৬  
 তদাধারং জগচ্ছেদং সদেবাস্থরমানুযম্ ।  
 যেন বিপ্র বিধানেন তনমৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৭  
 বিবস্থানষ্টতির্মাসৈরাধারাপো রসাস্বিকঃ ।  
 বর্ষতাস্থ ততঃ চান্নমন্নাদপ্যাখিলং জগৎ ॥ ৮  
 বিবস্থানং শুভিস্তৌষ্ণৈরাধার জগতো জলম্ ।  
 সোমং পৃথ্যত্থেদুং চ বায়ুনাড়ীময়েদিবি ॥ ৯  
 নালৈর্বিক্রিপতেহভ্রেয় ধূমান্মিলনমুত্তিযু ।  
 ন ভ্রান্তি যতন্তেভ্যো জলাভ্রাণি তাত্ততঃ ॥ ১০  
 অত্রস্থঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ।  
 সংস্কারং কালজনিতং মৈত্র্যেয়াসাদ্য নির্মলাঃ ॥ ১১  
 সরিং সমুদ্রভৌমাস্ত তথাপঃ প্রাণিসন্তরাঃ ।  
 চতুঃপ্রকারা ভগবানাদন্তে সবিভা মূনে ॥ ১২

সর্বাত্মক জনার্দনই শিশুমাররূপে সকল গ্রহ-  
 গণের ও ঐবের আধার ; এই ঐবৈ স্বর্ঘ্য অব-  
 স্থিতি করেন। এই দেবাস্থরমানুয-পরিবৃত  
 জগতের স্বর্ঘ্যই একমাত্র আধার। কেন তাঁহাকে  
 এ প্রকার আধার বলে, তাহা বলিতেছি,  
 অনভ্রাণিতে শ্রবণ কর। স্বর্ঘ্য স্বকীয় কিরণসমূহ  
 দ্বারা আট মাস ক্রমাগত্রে ষড়্রসাত্মক জল গ্রহণ  
 করিয়া, পুনর্ব্বার চারি মাসে তাহা বর্ষণ করেন।  
 সেই জলরাষ্ট্র দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন  
 দ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হয়। স্বর্ঘ্য, প্রথমে  
 কিরণ দ্বারা জগতের জল সকল গ্রহণ করিয়া  
 চন্দ্রকে পোষণ করেন ; চন্দ্রও অন্তরীক্ষে বায়ু-  
 নাড়ীময় নাল দ্বারা সেই স্বর্ঘ্য হইতে প্রাপ্ত  
 জলসমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। ১ এই মেঘ,  
 ধূম অগ্নি ও বায়ুময়। ঐ চন্দ্রনিক্ষিপ্ত জল-  
 সমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে  
 না বলিয়া মেঘের নাম অভ্র। ১—১০। হে  
 মৈত্র্যেয় ! সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে  
 সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্মল হয়। তখন, সেই জল  
 বায়ুবেগে উদীরিত হইয়া ভূমিতে পতিত  
 হয়। হে মূনে ! সরিং, সমুদ্র, ভূমি ও  
 প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল,

আকাশগঙ্গাসলিলং তদাধার গভস্তিমান্ ।  
 অনভ্রগতমেবোর্ব্যাং সদাঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥ ১৩  
 তস্ত সংস্পর্শনিধূতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তম ।  
 ন যাতি নরকং মর্ত্তো দিব্যস্নানং হি তং স্মৃত্যু ॥ ১৪  
 দৃষ্টস্বর্ঘ্যং হি যদ্বারি পতত্যভ্রৈর্বিদা দিবঃ ।  
 আকাশগঙ্গাসলিলং তদোপাভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ ॥ ১৫  
 কৃত্তিকাদিযু কক্ষেষু বিষমেধনু যদিবঃ ।  
 দৃষ্টার্কং পততি জ্যেষ্ঠং তদগাঙ্গং দিগ্গজোজ্জ্বলিতম্  
 যুথাক্ষেষু চ যন্তোয়ং পতত্যকৌজবিতং দিবঃ ।  
 তং স্বর্ঘ্যরশ্মিভিঃ সদাঃ সমাধায় নিরন্ততে ॥ ১৭  
 উভয়ং পৃথ্যমত্যাখং নৃণাং পাপাপহং দ্বিজ ।  
 আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যস্নানং মহামুনে ॥ ১৮  
 যত্নু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তং প্রাণিনাং দ্বিজ ।  
 পৃথ্যাত্যোষধঃ সর্বা জীবনায়ামুতং হি তং ॥ ১৯  
 তেন বুদ্ধিং পরাং নীতঃ সলিলেনৌষধীগণঃ ।  
 সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানান্ দ্বিজ জায়তে ॥ ২০

ভগবান স্বর্ঘ্য গ্রহণ করেন। স্বর্ঘ্য, সেই  
 প্রসিদ্ধ আকাশ-গঙ্গার অমেঘ-সমুদ্র জল,  
 জল কিরণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া সদাঃ নিক্ষেপ  
 করেন। হে দ্বিজোত্তম ! সেই জলের সংস্পর্শে  
 মনুষ্য পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয় এবং নরকে গমন  
 করে না ; কারণ তাহা দিব্য-স্নান বলিয়া কথিত  
 হইয়াছে। স্বর্ঘ্য প্রকাশ থাকিলে, মেঘ ব্যতি-  
 রেকে আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়,  
 তাহাই আকাশগঙ্গার সলিল। ঐ জল, স্বর্ঘ্য-  
 কিরণপ্রক্ষিপ্ত। কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ বিষম অব-  
 স্থায় থাকিলে, স্বর্ঘ্য প্রকাশ থাকিতে যে বারি  
 আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহা দিগ্গজগা-  
 ন্ধ প্রক্ষিপ্ত আকাশ-গঙ্গার জল। রোহিণী আদি  
 সমান নক্ষত্র স্থিতিকালে স্বর্ঘ্য আকাশ হইতে  
 যে জলক্ষেপ করেন, সেই জল, স্বর্ঘ্যকিরণ  
 কর্তৃক গৃহীত হইয়া নিরন্ত হয়, হে দ্বিজ !  
 হে মহামুনে ! আকাশ-গঙ্গার জল ও দিব্য  
 স্নান এই উভয় অতিশয় পৃথ্যজনক ও পাপ-  
 বিনাশক। হে দ্বিজ ! মেঘ সকল যে জল  
 নিক্ষেপ করে, সেই জল প্রাণিগণের জীবনদায়ী  
 এবং ওষধিগণের পোষণকরী। সেই মেঘ-

তেষাং যজ্ঞান্ যথাশ্রোতান্ মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুশঃ ।

কুর্কৃত্যহরহস্তৈশ্চ দেবানাপ্যায়তি তে ॥ ২১

এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূর্বকাঃ ।

সর্বৈ দেবনিকার্যাশ্চ পশুভূতগণাশ্চ যে ॥ ২২

বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সর্বমন্নং নিষ্পাদ্যতে যয়া ।

সাপি নিষ্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সাবত্রা মুনিসন্তম ॥ ২৩

আধারভূতঃ সবিতুর্ভবো মুনিবরোত্তম ।

ঋতশ্চ শিশুমারোহসৌ সোহপি নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ ২৪

হৃদি নারায়ণস্তশ্চ শিশুমারস্ত সংস্থিতঃ ।

বিতর্ভা সর্বভূতানামাদিভূতঃ সনাতনঃ ॥ ২৫

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

সমুৎসৃষ্ট সলিল দ্বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ফল পরিমাণে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক শুভের কারণ হয়। ১১—২০। শাস্ত্রচক্ষু মানবগণ তাহা দ্বারা যথাবিহিত যজ্ঞ সকল অহরহ সম্পাদন করিয়া, দেবগণের ভূষ্টিসাধন করেন। এই প্রকারে যজ্ঞ, বেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সর্ব প্রকার দেবমূর্তি এবং পশুভূতাদি প্রাণিগণ—এই সকলই বৃষ্টি দ্বারা প্রতিপালিত ; কারণ বৃষ্টিই অন্নের নিষ্পাদক, আর সেই বৃষ্টিকে স্বর্ঘ্য নিষ্পন্ন করেন। হে মুনিবরোত্তম ! আবার সেই স্বর্ঘ্যের আধার ঋত এবং ঋতের আধার শিশুমার, আর সেই শিশুমারও নারায়ণের আশ্রিত। সেই শিশুমারের হৃদয়দেশে সর্বভূতের আদিভূত সনাতন, নারায়ণ অবস্থিতি করিয়া সকল প্রাণিগণকে ভরণ করিতেছেন। ২১—২৫

দ্বিতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

সানীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরন্তরং দ্বয়োঃ ।

আরোহণাবরোহাভ্যাং ভানোরকেন যা গতিঃ ॥ ১

স রথোহধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈশ্চ যিতিস্তথা ।

গন্ধর্বৈরপ্সরোতিশ্চ গ্রামণীসপরাঙ্কসৈঃ ॥ ২

ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব পুলস্ত্যো বাসুকিস্তথা ।

রথকৃৎগ্রামণীহেতিস্তনুর্কৃৎচৈব সপ্তমঃ ॥ ৩

এতে বসন্তি বৈ চৈত্রে মধুমাसे সর্দৈব হি ।

মৈত্রেয় স্তম্ভনে ভানোঃ সপ্ত মাসাধিকারিণঃ ॥ ৪

অর্ঘ্যমা পুলহশ্চৈব রথোজাঃ পুঞ্জিকস্থলা ।

প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চ রথে রবেঃ ।

মাধবে নিবসন্ত্যেতে শুচিসংজ্ঞে নিবোধ মে ॥ ৫

মিত্রোহভিষ্টককে রক্ষঃ পৌরুষেয়োহথ মেনকা ।

হাহা রথশ্বনশ্চৈব মৈত্রেয়েতে বসন্তি বৈ ॥ ৬

বরুণো বসিষ্ঠো রত্না সহজগ্না হুহুবুধঃ ।

দশম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী স্বর্ঘ্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। এই স্বর্ঘ্যরথে, চৈত্র মাসে সাতজন মাসাধিকারী সর্বদা বাস করেন ; তাহাদিগের নাম ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকি, রথকৃৎ নামক গ্রামণী, যক্ষ, হেতি ও তুশ্বক। হে মৈত্রেয় ! ইহারা সপ্ত মাসের অধিকারী হইয়া মধুসংজ্ঞ বা চৈত্রমাসে স্বর্ঘ্যের রথে সর্বদা অবস্থিতি করেন। বৈশাখমাসে রথি-রথে বাহারা বাস করেন, তাহাদের নাম অর্ঘ্যমা পুলহ, রথোজা, পুঞ্জিকস্থলা, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নারদ। স্বর্ঘ্যরথে বাহারা জ্যৈষ্ঠমাসে অধিষ্ঠান করেন, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষেয় রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথশ্বন-যক্ষ। আষাঢ় মাসে বাহারা

রথচিত্রস্তথা শুক্রে বসন্তাষাচসংজ্ঞকে ॥ ৭  
ইন্দ্রে বিবাহবহুঃ শ্রোতঃ এলাপত্রস্তথাসিরাঃ ।  
প্রম্লোচা চ নভঃশ্রেতে সর্গশ্চাক্রে বসন্তি বৈ ॥ ৮  
বিবাহবহুঃসেনচ ভৃগুশ্চাপূর্ণস্তথা ।  
অনুম্লোচা শম্বপালো ব্যাত্রো ভাদ্রপদে তথা ॥ ৯  
পুষা চ সুরচিবাঁতা গোতমোহং ধনঞ্জয়ঃ ।  
হৃষেণোহংশ্রো যুতাচী চ বসন্তাপুংযুজে রবৌ ॥ ১০  
বিভাবহুর্ভরবাজো পর্জন্তৈরাবতো তথা ।  
বিখাচী সেনজিচাপঃ কার্তিকে চাধিকারিণঃ ॥ ১১  
অংগকান্তপতাক্যাস্ত মহাপরন্তথোর্বশী ।  
চিত্রসেনস্তথা বিদ্যমাগশির্ধাধিকারিণঃ ॥ ১২  
ক্রতুর্ভগন্তথোর্ণাঃ স্কর্জঃ কর্কটিকস্তথা ।  
অরিস্তনেমিচৈবাতা পূর্বচিতির্বরাপরাঃ ॥ ১৩  
পৌষমাসে বসন্তোতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ।  
লোকপ্রকাশনার্থ্য বিপ্রবর্ধাধিকারিণঃ ॥ ১৪  
ভৃষ্টাং জমদগ্নিচ কন্বলোহং তিলোত্তমা ।

বাস করেন, তাঁহাদের নাম বরুণ, বসিষ্ঠ, রত্না, সহজত্মা, হুহু, বৃধ ও রথচিত্র। ইন্দ্র, বিবাহবহু, শ্রোতঃ, এলাপত্র, অসিরা, প্রম্লোচা ও সর্গাখ্য রাক্ষস,—ইহারা শ্রাবণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিবাহবহু, উগ্রসেন, ভৃগু, আপুরণ, অনুম্লোচা, শম্বপাল ও ব্যাত্র,—ইহারা ভাদ্রমাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। পুষা, সুরচি, ধাতা, গোতম, ধনঞ্জয়, হৃষেণ ও যুতাচী ইহারা আশ্বিন মাসে রথ-  
রথে বাস করেন। ১—১০। বিভাবহু, ভর-  
বাজ, পর্জন্ত, ঐরাবত, বিখাচী, সেনজি ও  
চাপ,—ইহারা কার্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস  
করেন। অংগ (সূর্য্য), কান্তপা, তাক্য (যক্ষ)  
মহাপর (সর্প), উর্বশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব),  
বিদ্য (রাক্ষস), ইহারা অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্য-  
রথে বাস করেন। ক্রতু (ঋষি), ভগ (সূর্য্য)  
উর্ণাঃ (গন্ধর্ব্ব), স্কূর্য্য (রাক্ষস) কর্কটিক  
(নাগ), অরিস্তনেমি (যক্ষ) ও পূর্বচিতি নামে  
অপ্সরা, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ইহারা সাতজন, লোক  
প্রকাশের নিমিত্ত, পৌষ মাসে, ভাস্করমণ্ডলে  
বাস করেন। ভৃষ্টা (সূর্য্য), জমদগ্নি, কন্বল

ব্রহ্মাপেতোহং ঋতজিৎ যুতরাষ্ট্রোহং সপ্তমঃ ॥ ১৫  
মাষমাসে বসন্তোতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে ।  
শ্রয়তাকাপরে সূর্য্যে ফাল্গুনে নিবসন্তি যে ॥ ১৬  
বিষ্ণুরথতরো রত্না সূর্য্যবর্চাং সত্যজিৎ ।  
বিখামিত্রস্তথা রক্ষো যজ্ঞাপেতো মহামুনে ॥ ১৭  
মাসেযেতেষু মৈত্রেয় বসন্তোতে তু সপ্তকাঃ ।  
সবিতুর্মণ্ডলে ব্রহ্মন্ বিষ্ণুশ্চাপুংহিতাঃ ॥ ১৮  
স্তবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্ব্বৈগায়তে পুরঃ ।  
নৃত্যন্তোহংপরসো যান্তি সূর্য্যস্তানু নিশাচরাঃ ॥ ১৯  
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেহভীমুসংগ্রহঃ ।  
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥ ২০  
সোহং সপ্তগণঃ সূর্য্যমণ্ডলে মুনিমন্তম ।  
হিমোকবারিরুষ্টিনাং হেতুহে সময়ং গতঃ ॥ ২১

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে  
দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(সর্প), তিলোত্তমা, ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস) ঋত-  
জিৎ (যক্ষ) ও যুতরাষ্ট্র (গন্ধর্ব্ব), ইহারা মাষ  
মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। ঋাহারা ফাল্গুন  
মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ  
কর,—হে মহামুনে! বিষ্ণু (সূর্য্য), অবতর  
(সর্প) রত্না, সূর্য্যবর্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্যজিৎ  
(যক্ষ), বিখামিত্র, যজ্ঞাপেত (রাক্ষস),—এই  
সাত জনেই বাস করেন। হে ব্রহ্মন্! মাসে,  
মাসে, যথাক্রমে সাত জন করিয়া পূর্বোক্ত  
আদিত্য প্রভৃতি, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বহ্নিতত্ত্বজঃ  
হইয়া সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকেন। এই  
রথাধিষ্ঠিত, মুনিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, গন্ধর্ব্ব-  
গণ পুরোভাগে গান করিতে থাকেন, অপ্সরোগণ  
নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন ও পশ্চাৎ  
পশ্চাৎ রাক্ষসগণ গমন করেন। পন্নগগণ,  
রথকে সজ্জিত করেন। যক্ষগণ অথের অভীমু  
(অধরজ্জ) ধারণ করেন এবং নিত্যসেবক বাল-  
খিল্যগণ সূর্য্যদেবক বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি  
করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সূর্য্যের সপ্তগণের,  
বিবরণ এই; সপ্তগণ, স্বসময়ে আগমন করিয়া

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

যদেতত্ত্বগবানাহ গণং সপ্তবিধো রবেঃ ।  
মণ্ডলে হিমতাপাদেঃ কারণং তময়া ক্রতম্ ॥ ১  
ব্যাপারাগ্রাপি কথিতা গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ।  
ঋষীণাং বালখিল্যানাং তথৈবাম্বরসাং গুরো ॥ ২  
যক্ষাশাঞ্চ রথে ভানোর্বিশুশক্তিধ্বজান্বনাম্ ।  
কিন্ত্বাদিত্যস্ত যৎ কন্ধ্য তন্নাত্রোক্তং তয়া মূনে ॥ ৩  
যদি সপ্তগণো বারি হিমমুঞ্চক বর্ষতি ।  
তৎ কিমত্র রবের্ধেন রুষ্টিঃ সূর্য্যাদিতীর্ঘ্যতে ॥ ৪  
বিবস্বানুদিতো মধ্যো যাত্যন্তমিতি কিং জনাঃ ।  
ত্রবীত্যেতৎ সমং কন্ধ্য যদি সপ্তগণস্ত তৎ ॥ ৫  
পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় জ্ঞানতামেতৎ যন্তবান্ পরিপৃচ্ছতি ।

ধ্বজক্রমে হিম, উষ্ণ, গারি বর্ষণের কারণ  
হন । ১১—২১ ।

ষিষ্ঠীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, আপনি রবিমণ্ডলে  
হিমতাপাদির কারণ যে, সপ্তবিধ গণের বিষয়  
বলিলেন, তাহা আমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করি-  
লাম । হে গুরো! গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, ঋষি,  
পালখিলা, অমরা ও যক্ষগণ বিষ্ণুশক্তির  
প্রভাবে, সূর্য্যরথে যে যে কন্ধ্য করিতেছেন,  
গহাও বলিয়াছেন; কিন্তু হে মূনে! আপনি  
সূর্য্যপেদের কোন কন্ধ্যই এখানে বলিলেন  
না । যদি সপ্তগণই বারি, হিম, ও আতপ-  
র্ষণ করিয়া থাকেন, তবে, আপনি “সূর্য্য  
ইতে রুষ্টি”—এই কথা কেন কহিলেন?  
দি বলেন, সূর্য্য ও সপ্তগণের ইহা সাধারণ  
শ্রম, তাহা হইলে “সূর্য্য উদিত হইলেন,” “সূর্য্য  
গনমধ্যবর্তী,” “সূর্য্য অন্তর্ধাইলেন,”—কেবল  
ত্রি সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যাগণ এ প্রকার  
ক্য প্রয়োগ কেন করে? পরশর কহিলেন,

যথা সপ্তগণেহপ্যেকঃ প্রধাত্তেনাধিকো রবিঃ ॥ ৬  
সর্ব্বা শক্তিঃ পরা নিকোঞ্চ গৃহজুঃসামসংজ্ঞিতা ।  
সৈবা ত্রয়ী তপত্যাহো জগতং হিনস্তি বা ॥ ৭  
সৈব বিষ্ণুঃ স্থিতঃ স্থিতাং জগতঃ পালনোদ্যতেঃ ।  
ঋগৃযজুঃসামভূতোহন্তঃসবিতুর্বিজ্ঞ ভিষ্ঠতি ॥ ৮  
মাসি মাসি রবির্ধো যন্তত্র তত্র হি সা পরা ।  
ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং কুরোতি বৈ ॥ ৯  
ঋচস্তপস্তি পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নেহথ যজুঃষি বৈ ।  
বৃহদ্রথস্তরাদীনি সামাত্মকঃ কুরে রবো ॥ ১০  
অঙ্গমেবা ত্রয়ী বিধোঞ্চ গৃহজুঃসামসংজ্ঞিতা ।  
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে কুরোতি সা ॥ ১১  
ন কেবলং রবো শক্তির্বৈকবী সা ত্রয়ীময়ী ।  
ব্রহ্মাধ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ম্ ॥ ১২  
সর্গাদৌ ঋত্বয়ো ব্রহ্মা স্থিত্যে বিষ্ণুর্যজুঃস্বয়ঃ ।  
রুদ্রঃ সামময়ৌহস্তায় তন্মাত্যং তত্তান্তচিধ্বনিঃ ॥ ১৩

মৈত্রেয়! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর  
শ্রবণ কর;—এই সপ্তগণের সকলের প্রাধান্ত  
হইতেই ভগবান্ সূর্য্যের প্রাধান্ত অধিক ।  
বিষ্ণুর ঋকৃ-যজুঃ-সামলক্ষণা ত্রয়ীরূপা যে সর্ব্বার্থ-  
প্রকাশিকা শক্তি আছে,—সূর্য্য সেই শক্তি  
স্বরূপ; এই সূর্য্যই তাপ প্রদান করেন ও  
উপাসিত হইয়া জগতের পাপ বিনষ্ট করেন ।  
এই শক্তিই বিষ্ণু; তিনি, জগতের স্থিতি ও  
পালনের জন্য ঋকৃ-যজুঃ-সামরূপে, ‘সূর্য্যের  
অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন । মাসে মাসে  
যিনি সূর্য্য হন, তাহাতেই সেই ত্রয়ীময়ী পরমা  
বিষ্ণুশক্তি অবস্থিতি করেন, ঋকৃ সকল পূর্ব্বাহ্নে  
তাপ প্রদান করেন । বৃহদ্রথস্তরাদি যজুঃ সকল  
মধ্যাহ্নে ও সাম সকল সায়াহ্নে তাপ প্রদান  
করেন । ১—১০ । বিষ্ণুর ঋকৃ-যজুঃ-সাম-স্বরূপা  
ত্রয়ী মূর্ত্তিই সূর্য্যরূপে অবস্থিত । সেই  
অচিন্তনীয়প্রভাবা বিষ্ণু-শক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যে  
অবস্থিতি করিতেছেন । সেই বৈষ্ণবী শক্তি  
কেবল সূর্য্যমাত্রেরই যে অধিষ্ঠাত্রী তাহা,  
নহে, কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনই  
সেই ত্রয়ীময়ী শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত । সৃষ্টির  
প্রাক্কালে ব্রহ্মা ঋত্বয়, স্থিতিকালে বিষ্ণু

এবং সা সাত্ত্বিকী শক্তিরৈক্যবী ষ। ত্রীময়ী ।  
 আত্মসপ্তগুণস্থং তং ভাস্তমমধিষ্ঠিত্তি ॥ ১৪  
 তয়া চাধিষ্ঠিতঃ সোহপি জাজ্ঞনীতি স্বরশ্মিভিঃ ।  
 তমঃ সমস্তজগতাং নাশং নয়ন্তি চাখিলম্ ॥ ১৫  
 স্তবন্তি তং বৈ মনয়ো গন্ধর্কৈর্গায়তে পুরঃ ।  
 নৃত্যন্তোহপ্সরসো যান্তি তত্র চান্ নিশাচরাঃ ॥ ১৬  
 বহন্তি পন্নগা যক্ৈঃ ক্রিয়তেহভীত্বসংগ্রহঃ ।  
 বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য সমাসতে ॥ ১৭  
 নোদেতা নাস্তমেতা চ কদাচিচ্ছত্রিকুপধ্বক্ ।  
 বিষ্ণুর্বিষ্ণোঃ পৃথক্ তস্ত গণঃ সপ্তময়োহপ্যয়ম্ ॥ ১৮  
 স্তস্তস্তদর্পণস্তেব যোহয়মাসন্নতাং গতঃ ।  
 ছায়াদর্শনসংযোগং স তং প্রাপ্নোতাখ্যাননঃ ॥ ১৯  
 এবং সা বৈষ্ণবী শক্তিরৈ বাটপেতি ততো দ্বিজ ।  
 মাসানুমাংসং ভাস্তমমধ্যাস্তে তত্র সংস্থিতম্ ॥ ২০  
 পিতৃদেবমনুষ্যাদীন স সমাপ্যায়ন প্রভুঃ ।

যজুর্ময়, রুদ্র জগতের অস্তের জগ, বেদান্তর-  
 পাঠের প্রতিবন্ধকত্ব রূপ অন্তিময় সাম স্বরূপে  
 অবস্থিত। সেই ত্রীময়ী সাত্ত্বিক বিষ্ণুশক্তি,  
 সপ্তগুণে অধিষ্ঠিত হইয়া, সূর্য্যে অবস্থিত করি-  
 তেছেন। সেই বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠানেই সূর্য্য  
 অতিশয় প্রকাশ পান ও সমস্ত জগতের অখিল  
 অন্ধকার বিনাশ করেন। মুনিগণ তাঁহার স্তব  
 করিতেছেন, গন্ধর্কগণ গান করিতেছেন,  
 অপ্সরোগণ নৃত্য করিষ্যত করিতে অগ্রে গমন  
 করিতেছেন এবং পংচাং পংচাং নিশাচরগণ  
 গমন করিতেছে। সর্পগণ রথসজ্জা করিতে-  
 ছেন, যক্ষগণ অশ্বরজ্জ গ্রহণ করিতেছেন ও  
 বালখিল্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিষ্য রহিয়াছেন।  
 শক্তিরূপধারী বিষ্ণু উদ্ভিত হন না বা অন্তঃ  
 গমন করেন না, কিন্তু তন্নিম্ন আর আর সপ্ত-  
 গুণই যথাসময়ে উদয় বা অন্তঃ গমন করেন।  
 স্তস্তস্ত্বিত অতি নির্মূল দর্পণের নিকটে আসিলে,  
 পদার্থ যে প্রকার আপনার ছায়াযোগে প্রাপ্ত হয়,  
 তদ্রূপ সেই সূর্য্যরথে স্থিত দর্পণ-স্থানীয় বিষ্ণু-  
 শক্তির সান্নিধ্যেই মাসে মাসে, পৃথক্ পৃথক্  
 সূর্য্য স্ব স্ব শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হন। ১১—২০।

পরিবর্ত্ততাহোরাত্রাকরণং সবিতা দ্বিজ ॥ ২১  
 সূর্য্যরশ্মিঃ সূর্য্যো যন্তুর্পিত্তন্তেন চন্দ্রমাঃ ।  
 কৃষ্ণপক্ষহমরৈঃ শব্দং পীয়তে বৈ সুধাময়ঃ ॥ ২২  
 পীতং তদ্বিকলং সোমং কৃষ্ণপক্ষকয়ে দ্বিজ ।  
 পিবন্তি পিতরঃ শেষং ভাস্করাং তর্পণং তথা ॥ ২৩  
 আদন্তে রশ্মিভির্ভুক্ত ক্রিতিসংস্থং রসং রবিঃ ।  
 তমুং সৃজতি ভূতানাং পুষ্টিার্থং শস্ত্রবুদ্ধয়ে ॥ ২৪  
 তেন প্রাণাতাশেষাণি ভূতানি ভগবান্ রবিঃ ।  
 পিতৃদেবমনুষ্যাদীন এবমাপ্যায়তাসৌ ॥ ২৫  
 পক্ষতপ্তিস্ত দেবানাং পিতৃগাঞ্জেব মাসিকীম্ ।  
 শব্দতপ্তিক মতর্গানাং মৈত্রেয়ঃ প্রযচ্ছতি ॥ ২৬  
 ইতি ত্রীবিধুপুরাণে দ্বিতীয়ঃশঃ  
 একদাশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সেই বিষ্ণুশক্তিরই প্রভাবে সূর্য্য, অহোরাত্রের  
 কারণরূপে, পিতৃদেব ও মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তি  
 সাধন করত পরিবর্তন করিতেছেন। সূর্য্যরশ্মিই  
 সূর্য্য দ্বারা শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া  
 চন্দ্রকে পোষিত করে। আবার কৃষ্ণপক্ষে,  
 অমরগণ সেই সুধাময় চন্দ্রের এক এক কলা  
 পান করিয়া থাকেন। দ্বিজ! এই প্রকারে দেবগণ  
 কৃষ্ণচতুর্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের এক এক কলা পান  
 করিলে পর, অবশিষ্ট কলাটুকু অমাবস্যাতে পিতৃ-  
 গণ পান করেন। এক প্রকারে সূর্য্য স্বরশ্মি-  
 যোগে অমৃতীকৃত চন্দ্র দ্বারা দেব ও পিতৃগণের  
 তর্পণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য, কিরণসমূহ দ্বারা  
 পৃথিবীস্থিত যে রস গ্রহণ করেন, তাহাই  
 আবার পরিভ্যাগ করেন; সেই রস দ্বারা শস্ত্রাদি  
 উৎপন্ন হইয়া প্রাণীদিগকে পোষণ করে। এই  
 প্রকারেই ভগবান্ সূর্য্য অশেষ প্রকার জীবের  
 তৃপ্তি সাধন এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্যদিগকে তর্পণ  
 করিতেছেন। 'হে মৈত্রেয়! পূর্বদর্শিত রীতি-  
 ক্রমে সূর্য্য দেবগণের একপক্ষ, পিতৃগণের মাসে  
 একদিন এবং মর্ত্ত্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তি  
 সাধন করিতেছেন। ২১—২৬।

দ্বিতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

রথশ্চিত্রকঃ সোমস্ত কুন্দান্তস্ত বাজিনঃ ।  
বামদক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন চরত্যসৌ ॥ ১  
বীথ্যাশ্রয়াণি ঋক্ষাণি ধ্রুবধারেণ বেগিনা ।  
ভ্রাসরুদ্ধিক্রেমস্তস্ত রশ্মীনাং সবিতুর্ধ্বা ॥ ২  
অর্কস্তেব হি তস্তাখাঃ সরুদযুক্তা বহন্তি তে ।  
কল্পমেকং মুনিশ্রেষ্ঠ বারিগর্ভসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩  
ক্ষীণং দীপ্তং হুতৈঃ সোমমাপ্যায়তি দীপ্তিমান্ ।  
মৈত্রেয়ৈককলং সত্তং রথানৈকেন ভাস্করঃ ॥ ৪  
ক্রমেণ যেন দীপ্তোহসৌ দেবৈশ্চেন নিশাকরম্ ।  
আপ্যায়ত্যনুদিনং ভাস্করো বারিতস্করঃ ॥ ৫  
সত্ত্ব তৎকার্জ্যমাসেন তংসোমস্থং হৃদামৃতম্ ।  
পিবন্তি দেবা মৈত্রেয় হৃদাহারা যতোহমরাঃ ॥ ৬  
ত্রয়স্ত্রিংশং সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, চন্দ্রের রথ চিত্রক ।  
তাহার বাম ও দক্ষিণভাগে কুন্দ-পুষ্পের গ্রায়  
বেতবর্ণ দশ অথ যুক্ত থাকে । এই চন্দ্রে, সেই  
বেগবান ধ্রুবরূপ আধারের আকর্ষণে, নাগবীথীর  
আশ্রয় অধিষ্ঠাদি নক্ষত্রে বিচরণ করেন ।  
হৃদয়ের কিরণ-সমূহের ভ্রাসরুদ্ধির যে প্রকার  
রাতি, চন্দ্রকিরণেরও সেই প্রকার । হে মুনি-  
শ্রেষ্ঠ ! হৃদয়ের গ্রায় চন্দ্রের অখণ্ড জলগর্ভ-সমু-  
দ্ভব এবং একবার যুক্ত হইয়া এককল্প পর্য্যন্ত  
বহন করিয়া থাকে । হে মৈত্রেয় ! সুরগণ  
চন্দ্রের কলাসমূহ পান করিলে তিনি যখন  
কলামাত্রে পর্য্যবসিত হন, তখন দীপ্তিমান হৃদ্য  
তাঁহাকে একরাশি দ্বারা পুনর্বার পোষিত  
করেন । কৃষ্ণপ্রতিপদ আরম্ভ করিয়া সুরগণ,  
চন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষীণ করেন, হৃদ্যও সেই  
পরিমাণে শুক্লপ্রতিপদ হইতে চন্দ্রকে কিরণ-  
গৃহীত করি দ্বারা আপুষ্কিত করিয়া থাকেন ।  
এইরূপে অর্ধমাসে সঞ্চিত চন্দ্রস্থ হৃদ্য দেবগণ  
পান করেন । হে মৈত্রেয় ! একারণ অমরগণ  
হৃদ্যমাত্রই আহার করিয়া থাকেন । ত্রয়স্ত্রিংশং

ত্রয়স্ত্রিংশং তথা দেবাঃ পিবন্তি কলাসাকরম্ ॥ ৭  
কলাসায়বশিষ্টস্ত প্রবিষ্টঃ হৃদ্যমণ্ডলম্ ।  
অমাত্যরুখৌ বসতি অমাবস্তা ততঃ স্মৃতা ॥ ৮  
অপ্হ তন্মিশ্রহেরাট্রে পূর্কং বসতি চন্দ্রমাঃ ।  
ততো বীক্হং বসতি প্রয়াতর্কং ততঃ ক্রমাং ॥  
ছিন্তি বীক্ধে বস্তু বীক্হং সংস্থে নিশাকরে ।  
পত্রং বা পাতল্যত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ॥ ১০  
শেষে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিন্তে কলাস্বকে ।  
অপরহ্নে পিতৃগণা জঘন্ত্যং পূর্ঘ্যাপাসতে ॥ ১১  
পিবন্তি ষিকলাকারশিষ্টা তস্ত কলা তু যা ।  
হৃদ্যমৃতময়ী পূর্ঘ্যা তামিন্দোঃ পিতরো যুনে ॥ ১২  
নিঃসৃতং তদমাবস্তাং গতন্তিতাঃ হৃদ্যমৃতম্ ।  
মাসং তপ্তিমবাপ্যাগ্ধ্যাং পিতরঃ সন্তি নির্হতাঃ ।  
সৌম্যা বহ্নিমদশৈব অগ্নিবাঞ্চ তে ত্রিধা ॥ ১৩  
এবং দেবান্ সিতে পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে তথা পিতৃন ।  
বীক্ধং চামৃতময়ৈঃ শীতৈরগ্নয়মাগুভিঃ ॥ ১৪  
বীক্ধোবাযিনিষ্পাত্তা মনুষ্যপশুকটিকান্ ।

সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশং শত ও ত্রয়স্ত্রিংশং সংখ্যক  
দেবগণ চন্দ্রস্থিত হৃদ্য পান করেন । কলাসায়-  
বশিষ্ট চন্দ্রে যে ভিধিতে হৃদ্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট  
হইয়া অমা নামক হৃদ্যকিরণে বাস করেন, সেই  
ভিধির নাম অমাবস্তা । হৃদ্যপ্রবেশের পূর্বে  
চন্দ্রমা অহোরাত্র জলে বাস করিয়া পরে লতা-  
সমূহে বাস করেন, তৎপরে হৃদ্যে গমন করেন ।  
যখন নিশাকর লতামধ্যে অবস্থান করেন, সেই  
কালে যে লতা ছেদন করে বা তাহার একটীও  
পত্র পাত্তিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা নামক পাতক  
প্রাপ্ত হয় । ১—১০ । কলাস্বক কিঞ্চিৎ অব-  
শিষ্ট জঘন্ত চন্দ্রের শেষভাগ পিতৃগণ অপরহ্নে  
পানের জন্ত সেবন করেন । পরে ষিকলাবশিষ্ট  
চন্দ্রের পঞ্চদশী যে কলা, সেই অমৃতকলা পিতৃ-  
গণ পান করেন । অমাবস্তার চন্দ্রকিরণ-নিঃসৃত  
হৃদ্য পান করিয়া সৌম্য, বহ্নিমদ ও অগ্নিবাঞ্চ  
নামক পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করত এক-  
মাস নির্বৃত্ত থাকেন । এইরূপে চন্দ্রমা শুক্ল-  
পক্ষে পিতৃগণের ও শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা  
লতাসমূহের পোষণ করিয়া থাকেন । শীতলও,—

আপ্যায়রতি শীতাংশুঃ প্রকাশ্যাহ্লাদনেন তু ॥১৫  
বায়ুশ্লিষ্যাসক্তো রথঃ চন্দ্রমুত্তম ৮ ।  
শিবসৈন্তরগৈর্বৃত্তঃ সোহস্তাভির্বায়ুবেগিভিঃ ॥ ১৬  
সবরথঃ সামুর্কধৌ যুক্তো ভূসম্ভবৈর্হৈঃ ।  
সোপাঙ্গপতাকস্ত শুক্রেস্তাপি রথো মহান্ ॥ ১৭  
অষ্টাশ্রঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ভৌমস্তাপি রথো মহান্  
পন্নরাগারুণৈর্নৈঃ সংযুক্তো বহিস্তন্তবৈঃ ॥ ১৮  
অষ্টাভিঃ পাণ্ডুরৈর্যুক্তো বাজিভিঃ কাঞ্চনো রথঃ ।  
তস্মিন্স্থিতিষ্ঠতি বর্ধাস্তে রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥  
আকাশসম্ভবৈরনৈঃ শবলৈঃ স্তম্ভনং যুক্তম্ ।  
তমারুহ শনৈর্ধাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ২০  
স্বর্ভানোল্লঙ্গ্য হৃষ্টো ভূসাতা ধূসরঃ রথম্ ।  
সকৃদ্ব্যক্তাস্ত মৈত্রেয় বহস্ত্যবিরতঃ সনা ॥ ২১  
আদিত্যান্নিঃসৃতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্বতম্ ।  
আদিত্যমেতি সোমাত পুনঃ সৌরেন্দ্র পর্বতম্ ॥২২

বীরশ্ ও ওষধিগণকে নিষ্পন্ন করিয়া এবং  
প্রকাশ দ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করত মহাযু,  
পশু, কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করিতেছেন ।  
বৃথগ্রহের রথ,—বায়ু অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত এবং  
তাহাতে বায়ুবেগশালী শিশঙ্গবর্ণ আটটি অশ্ব  
যুক্ত থাকে । শুক্রেগ্রহের রথ অতি প্রকাণ্ড,  
তাহাতে বরুধ \* অনুর্কধ † উপাসঙ্গ ‡ ও  
পতাকা আছে এবং তাহাতে পৃথিবীসমুৎপন্ন অশ্ব  
সকল যুক্ত রহিয়াছে । মঙ্গল গ্রহের রথ প্রকাণ্ড,  
অষ্টকোণ, কাঞ্চননির্মিত এবং শ্রীমান্ ; তাহাতে  
বহিস্তন্তব পন্নরাগের শ্রায় অরুণবর্ণ অশ্ব সকল  
যুক্ত রহিয়াছে । আটটি পাণ্ডুরবর্ণশালী অশ্বযুক্ত  
কাঞ্চননির্মিত রথে, বর্ধাস্তে প্রতিরাশিতে বৃহ-  
স্পতি অবস্থান করেন । আকাশসম্ভব বিচিত্র-  
বর্ণ অশ্বমুহ-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মন্দ-  
গামী শনৈশ্চর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন ।  
১১—২০ । রহুর রথ, ধূসরবর্ণ । তাহাতে  
ভ্রমরের শ্রায় কৃষ্ণবর্ণ আটটি অশ্ব যুক্ত আছে ।  
হে মৈত্রেয় ! সেই সকল অশ্ব একবার মাত্র

\* রথশুষ্টি ; † রথের নির্মিত কাষ্ঠ ।

‡ রথের উপরিস্থিত কাষ্ঠবিশেষ ।

তথা কেতুরথশ্রাণ্য অপ্যষ্টৌ বাতরংহসঃ ।  
পলালধূমবর্ণতা লাক্ষারসনিভাশ্রুণাঃ ॥ ২৩  
এতে ময়া গ্রহাণাং বৈ তবাখ্যাতা রথা নব ।  
সর্বৈঃ ধ্রুবে মহাভাগ প্রবন্ধা বায়ুরগ্নিভিঃ ॥ ২৪  
গ্রহর্কতারাদিক্যনি ধ্রুবে বন্ধাশ্রুশেষতঃ ।  
ভ্রমস্তাচিৎচারণে মৈত্রেয়ানিলরশ্মিভিঃ ॥ ২৫  
যাবত্যাশ্রুচৈব তারাস্তাস্তাবস্তো বাতরশ্রাণাঃ ।  
সর্বৈঃ ধ্রুবে নিবন্ধাস্তে ভ্রমস্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥২৬  
তৈলাপীড়া যথা চক্রং ভ্রমস্তো ভ্রাময়ন্তি বৈ ।  
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতাবিদ্ধানি সর্বশঃ ॥২৭  
অলাতচক্রবদ্যাদি বাতচক্রে রিতানি তু ।  
যস্মাজ্যোতীংষি বহতি প্রবহন্তেন স স্মৃতঃ ॥ ২৮  
শিশুমারস্ত যঃ শ্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি ।

যোজিত হইয়া সর্বদা সেই রথকে বহন করি-  
তেছে । এই রাহুগ্রহ, চন্দ্রপার্কে সূর্য্য হইতে  
নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করিতেছে এবং  
সৌরপার্কে চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যে  
গমন করিতেছে । পলাল হইতে উৎপন্ন ধূমের  
শ্রায় বর্ণবিশিষ্ট, বায়ুবেগশালী আটটি অশ্ব, কেতু-  
গ্রহের রথ বহন করিতেছে । ইহাদের অঙ্গ  
কেবল ধূমবর্ণ নহে, পরস্তু মধ্যে মধ্যে লাক্ষা-  
রসের শ্রায় অরুণবর্ণও আছে । হে মহাভাগ !  
আমি নবগ্রহগণের এই নরখানি রথের বিষয়  
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ; এই নরখানি  
রথই বায়ুরূপ রজ্জ্ব দ্বারা ধ্রুব নক্ষত্রে আবদ্ধ  
রহিয়াছে । অনন্ত গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল, ধ্রুব-  
নক্ষত্রে বায়ু-রজ্জ্ব দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে । হে  
মৈত্রেয় ! তাহার আভবেগে পরিভ্রমণ করি-  
তেছে । যত সংখ্যক তারা আছে, তত সংখ্যক  
বায়ু-রজ্জ্ব আছে । এই বায়ু-রজ্জ্ব দ্বারা নিবদ্ধ  
সকল গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে এবং ধ্রুবকে ভ্রমণ  
করাইতেছে । তৈলকারগণ যেমন আপনারা  
ঘুরিয়া তৈলচক্রেতে ঘুরাইয়া থাকে, তদ্রূপ সকল  
জ্যোতিষ্কগণ আপনারা ঘুরিতেছে এবং ধ্রুবকে  
ঘুরাইতেছে । যে পথ, বায়ু চক্র দ্বারা শ্রেণিত  
অলাত-চক্রের শ্রায় ঘূর্ণমাণ জ্যোতিষ্কগণকে  
বহন করিতেছে, তাহার নাম প্রবহ । যাহাকে



সন্নিবেশক তস্তাপি শৃণু মুনিসত্তম ॥ ২৯  
 যদহা কুরুতে পাপং তং দৃষ্ট্বা নিশি মুচ্যতে ।  
 যাবত্যাশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারপ্রিতা দিবি ।  
 তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি চ ॥ ৩০  
 উত্তানপাদস্ত্রাধ বিজ্ঞেয়োহ্যন্তরো হনুঃ ।  
 যজ্ঞোধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্মো মূর্খানমাশ্রিতঃ ॥ ৩১  
 হৃদি নারায়ণশাস্তে অগ্নিনো পূর্বপাদয়োঃ ।  
 বরুণশ্চাধ্যমা চৈব পশ্চিমে তস্ত্র সঙ্খিনিী ॥ ৩২  
 শিখঃ সংবৎসরস্তত্র মিত্রোহপানং সমাশ্রিতঃ ।  
 পুচ্ছেহগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কণ্ঠপোহথ ততো ধ্রুবঃ ।  
 তারকাশিশুমারস্ত্র নাস্তমেতি চতুস্তয়ম্ ॥ ৩৩  
 ইত্যেব সন্নিবেশোহয়ং পৃথিব্যা জ্যোতিষাং তথা ।  
 দ্বীপানামুদ্বীনাঞ্চ পর্বতানাঞ্চ কীর্তিতঃ ॥ ৩৪  
 বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেহু বসন্তি বৈ ।  
 তেষাং স্বরূপমাখ্যাতং সংক্ষেপঃ ক্রয়তাং পুনঃ ॥

শিশুমার বলিয়া পূর্বে কীর্তন করিয়াছি এবং  
 ধ্রুব যেখানে অবস্থিত করিতেছেন, তাহার সন্নি-  
 বেশ প্রকার তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ  
 কর। এই শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে,  
 দিবাকৃত সমুদায় পাপ নষ্ট হয়। এই শিশু-  
 মারে যতগুলি তারা দৃশ্য হয়, তাবৎসংখ্যক  
 বর্ষ বা তাহার অধিক বর্ষ, দর্শনকারী পুণ্যলোকে  
 জীবিত থাকে। ২১—৩০। উত্তানপাদ,—সেই  
 শিশুমারের উত্তরহনুস্বরূপ; আর যজ্ঞ তাঁহার  
 নিম্ন হনু। ধর্ম তাঁহার মস্তক স্থান অধিকার  
 করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং নারায়ণ অব-  
 স্থিত, পূর্বপাদদ্বয়ে অগ্নীকুমারের অবস্থিত।  
 বরুণ ও হৃদ্য তাঁহার পশ্চিম-উরুস্বরূপে অব-  
 স্থিত করিতেছেন। সংবৎসর তাঁহার শিখ ও  
 মিত্র তাঁহার আপন স্থান অধিকার করিয়াছেন।  
 অগ্নি, মহেন্দ্র, কণ্ঠপ ও ধ্রুব,—ইহারা সেই  
 শিশুমারের পুচ্ছেদেশে গ্রস্ত রহিয়াছেন, ইহারা  
 কখনই অন্তঃগমন করেন না। মৈত্রেয়! তোমার  
 নিকট এই পৃথিবী জ্যোতিষগুণ, দ্বীপগণ,  
 সমুদ্রগণ, পর্বতগণ, বর্ষগণ ও নদীগণের সন্নি-  
 বেশ কীর্তন করিলাম এবং ঐ সকল স্থানে  
 ঐহারা বাস করেন, তাহাদেরও স্বরূপ বর্ণন

যদনু বৈষ্ণবঃ কায়ন্ততো বিপ্র বহুন্ধরা।  
 পদ্মাকারা সমুদ্ভূতঃ পর্বতাক্যাদিসংযুতা ॥ ৩৬  
 জ্যোত্বীঃ বিষ্ণুভূবিনানি বিষ্ণু-  
 বর্নানি বিষ্ণুর্নিরয়ো দিশশ্চ ।  
 নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং  
 যদন্তি যদান্তি চ বিপ্রবর্ধা ॥ ৩৭  
 জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ  
 অশেষমূর্তিন চ বস্তুভূতঃ ।  
 ততো হি শৈলাক্খিষরাদিভেদান্  
 জনোহি বিজ্ঞানবিজুস্তিতানি ॥ ৩৮  
 যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্বং  
 কর্মক্ষয়ে জ্ঞানমপান্তশেষম্ ।  
 তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি  
 ভবন্তি নো বস্তুমু বস্তুভেদাঃ ॥ ৩৯  
 বস্তুস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-  
 পর্যন্তহীনং সততৈকরূপম্ ।

করিলাম; এক্ষণে ইহার সংক্ষেপ বলিতেছি,  
 শ্রবণ কর। হে বিপ্র! বিষ্ণুর মূর্তিস্বরূপ যে  
 জল, তাহা হইতেই এই পর্বতসমুদ্রাদিযুক্তা  
 পদ্মাকৃতি বহুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুই  
 সকল জ্যোতিষ্ক, বিষ্ণুই সকল ভুবন, বিষ্ণুই  
 সকল বন, বিষ্ণুই সকল পর্বত ও সকল দ্বীপ;  
 বিষ্ণুই সমুদ্র ও নদী। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! জগতে  
 ভাব বা অভাবরূপ যত পদার্থ আছে, সকলই  
 বিষ্ণু। অনন্তমূর্তি ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ;  
 তিনি জড় নহেন; সুতরাং জগতে যত কিছু  
 পর্বত সমুদ্র পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থভেদ  
 আছে, তাহা কেবল জ্ঞান-বিজুস্তগ মাত্র  
 জানিবে। কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হইলে, যখন,  
 শেষরহিত সর্বব্যাপক জ্ঞানময় বিষ্ণু নিজরূপে  
 অবস্থিত করেন, তখন সঙ্কল্পরূপ বৃক্ষের ফল-  
 সমূহ-স্বরূপ নানা বস্তুসমূহে নানাভেদ লক্ষিত  
 হয় না। সকলই এক সনাতন বিষ্ণুতে একা-  
 কারে পরিণত হয়। যাহা পূর্বে ছিল না ও  
 পরে থাকিবে না, এক্ষণে মাত্র দেখা যাইতেছে,  
 এইরূপ বস্তু (যটাদি) কখনই বাস্তব নহে;  
 কারণ একটা পদার্থ একরূপ হই থাকে,—বাস্তব

যচ্চাত্তথাত্তং দ্বিজ ঋতি ভূয়ো  
ন তন্তথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম্ ॥ ৪০  
মহী ষট্ভুং ষটতঃ কপালিকা  
কপালিকা চূর্ণরজস্ততোহণুঃ ।  
জর্মনে স্বকর্ষাস্তিমিতাস্থানিচয়ৈঃ  
আলক্ষ্যতে ব্রাহ্মি কিমত্র বস্ত ॥ ৪১  
তস্মান্ন বিজ্ঞানমূতেহস্তি কিঞ্চিৎ  
কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তজাতম্ ।  
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ষভেদ-  
বিভিন্নচিষ্টৈর্বহুধাভ্যুপেতম্ ॥ ৪২  
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্  
অশেষশোকাদিনিরন্তসঙ্গম্ ।  
এবং সর্দেকং পরমঃ পরেশঃ  
স বাহুদেবো ন যতোহগ্রদাস্তি ॥ ৪৩

পদার্থের রূপান্তর লক্ষিত হয় না। পুনর্বার এই ষটাদি পদার্থ অন্তরূপে পরিণত হইবে। তখন ইহার কোনটী বাস্তব-রূপ বলিব? কি প্রকারেই বা ইহাতে বাস্তব-রূপ থাকিতে পারে? ৩১—৪০। দেখ, পৃথিবী ষট বলিয়া প্রথিত হইলে, তখন তাহাকে আর মহী বলা যায় না। সেই ষট কপালিকাতে পর্যাবসিত হইলে, কপালিকা চূর্ণরূপে পর্যাবসিত হইলে এবং চূর্ণও অণুরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে কি বলিয়া নিশ্চয় করিব?—তাহা মাটী? অথবা ষট? অথবা কপাল? কিন্তু মনুষ্যগণ স্বকর্ষবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়া এই সকল বস্তুকে কেমন ষটাদিরূপ নির্দেশ করিতেছে। মূঢ় মনুষ্যগণ কি বলিতে পারে, এই ষটাদির যথার্থ কোথায় পর্যাবসিত? বস্তুগণের এই প্রকার অনিয়ন্ত্ররূপ পরিণাম ও অযথার্থ প্রযুক্ত জানা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জগতে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, হয় নাই, বা হইবে না, সকলই জ্ঞানবিজ্ঞ ভূত। এই বিজ্ঞানময় আত্মা,—অনাদি কর্ষবশে বিভিন্নচিষ্ট-জনগণ দ্বারা নানাপ্রকারে অভ্যুপেত। কিন্তু বাস্তব-জ্ঞানময় আত্মা এক, তাহার দ্বিতীয় নাই। বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, প্রকৃতিসংজ্ঞ-

সম্ভাব এষো ভবতো ময়োক্তো-  
জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমগ্রং ।  
এতত্ত্ব যং সংব্যবহারভূতং  
তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥ ৪৪  
যজ্ঞঃ পশুবহ্নিরশেষ ঋত্বিক্  
সোমঃ হুতাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ ।  
ইত্যাদিকর্ষাশ্রিতমার্গদৃষ্টং  
ভুরাদিভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্ ॥ ৪৫  
যচ্চৈতত্ত্ববনগতং ময়া তবোক্তং  
সর্কত্রে ব্রজতি হি তত্র কর্ষবশঃ ।  
জ্ঞাতৈবং ধ্রুবমচলং সর্দেকরূপং  
তং কুর্ধ্যাদ্বিশতি হি যেন বাহুদেবম্ ॥ ৪৬  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে  
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

বিমুক্ত সেই জ্ঞান, পরমপুরুষ সনাতন বাহু-  
দেব হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, বিষ্ণু ব্যতি-  
রিক্ত আর কোন বস্তুই নাই। এই আমি  
তোমার নিকট পরমার্থ বলিলাম; জ্ঞানই সত্য,  
তদ্ব্যতিরেকে সকলই অসত্য। যে সকল ত্রিভু-  
বনের বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা  
ব্যবহারমাত্র। বাস্তবিক এ সকলই সেই সনা-  
তন একজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের সঙ্কল্পমাত্র  
রচিত, ইহাতে পরমার্থসম্ভা নাই। ইহা  
কেবল জ্ঞানমার্গের কথা; ইহা ছাড়া তোমার  
নিকট কর্ষমার্গানুসারে, যজ্ঞ, পশু, বহ্নি ঋত্বিক্,  
সোম, দেবগণ ও স্বর্গময় অভিলাষ—এ সকল  
বিষয়ও বলিয়াছি। এই মার্গানুসারে কর্ষ  
করিলে, তাহার ফল ভুরাদি লোকের ভোগ  
হইয়া থাকে। এই তোমার নিকট ত্রিভুবনের  
যত প্রকার স্থানের কথা বলিলাম, জীবগণ কর্ষ-  
বশে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই  
সকল লোকে পরিভ্রমণ করে,—ইহা স্থির  
জানিয়া এমন কর্ষ করা কর্তব্য, যাহার বলে,  
সেই সর্কদা একরূপে বর্তমান অচল বাহু-  
দেবকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়। ৪১—৪৬।  
দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

## মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ সমাগাখ্যাতং যং পৃষ্ঠোহসি ময়াখিলম্ ।  
 ভূসমুদ্রাদিসরিতাং সংস্থানং গ্রহসংস্থিতিম্ ॥ ১  
 বিষ্ণুধারং তথা চৈতং ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।  
 পরমার্থস্ত তেনোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥ ২  
 যজ্ঞেতন্তগবানাহ ভরতস্ত মহীপতেঃ ।  
 কথয়িষ্যামি চরিতং তম্মাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩  
 ভরতঃ স মহীপালঃ শালগ্রামেহবসং কিল ।  
 যোগযুক্তঃ সমাধায় বাসুদেবে সদা মনঃ ॥ ৪  
 পূর্ণাংশপ্রভাবেন ধ্যায়তং সদা হরিম্ ।  
 কথন্ত নাভবমুক্তির্বদভূং স বিজঃ পুনঃ ॥ ৫  
 বিপ্রহুে চ কৃতং তেন যত্নতঃ সুমহাস্মিন ।  
 ভরতেন মুনিশ্রেষ্ঠ তং সর্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৬

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপ-  
 নাকে গ্রহাদির সংস্থিতি ও পৃথিবী, সমুদ্র ও  
 নদী প্রভৃতির সংস্থান বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়া-  
 ছিলাম, আপনি তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদান  
 করিয়াছেন। এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুর আশ্রয়েই  
 অবস্থিতি করিতেছে, ইহাও বলিয়াছেন এবং  
 সেই প্রসঙ্গে পরমার্থভূত জ্ঞানই যে প্রধান,  
 ইহাও সম্যক্ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বে  
 আপনি বলিয়াছেন যে, ভরত নামক নৃপতির  
 চরিত আমি বলিব। এইক্ষণে তাহা আমার  
 নিকটে বলিতে আরম্ভ করুন। আমার শুনা  
 আছে, সেই ভরতনামা নৃপতি, শালগ্রাম নামক  
 প্রদেশে যোগযুক্ত হইয়া অনন্তমানে ভগবান্  
 বাসুদেবের চিন্তা করত কাল যাপন করিতেন।  
 কিন্তু পূর্ণাংশে বাস, অবিরত হরিদ্বানেও  
 তাঁহার মুক্তি না হইবার কারণ কি? তিনি  
 পুনর্বীর কেন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন?  
 এবং সেই সুমহাস্মা ভরত, ব্রাহ্মণ হইয়া পুন-  
 র্কার্য যে সকল কর্ম করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ!

## পরশর উবাচ ।

শালগ্রামে মহাভাগো ভগবন্মাস্তমানসঃ ।  
 স উবাস চিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ ॥ ৭  
 অহিংসাদিবশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ ।  
 অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে ॥ ৮  
 যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব ।  
 কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥ ৯  
 নাগাজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিং স্বপ্নান্তরেহপি চ ।  
 এতং পরং তদর্থকং বিনা নাশ্রদ্যচিস্তয়ং ॥ ১০  
 সমিৎপুংকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে ।  
 নান্তানি চক্রে কশ্যাপি নিঃসঙ্গে যোগতাপসঃ ॥ ১১  
 জগাম সোহভিষেকার্থমেকদা তু মহানদীম্ ।  
 সনৌ উত্ত তদা চক্রে নানন্তানন্তরক্রিয়াঃ ॥ ১২  
 অখাজগাম তৃতীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা ।  
 আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাং ॥ ১৩

আপনি তাহাও আমার নিকট বলুন। পরশর  
 কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই ভরত নামক মহা-  
 ভাগ ভূপতি, ভগবানে চিন্ত অর্পণ করিয়া সেই  
 শালগ্রামে বহুকাল বাস করেন। সেই গুণি-  
 শ্রেষ্ঠ রাজা অহিংসা প্রভৃতি গুণেও চিন্তের  
 সংযমে পরম উৎকর্ষ লাভ করেন। তিনি  
 সর্বদাই কেবল “হে যজ্ঞেশ! হে অচ্যুত!  
 হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে অনন্ত!  
 হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো!” এই  
 কথাই বলিতেন। হে মৈত্রেয়! তিনি স্বপ্নাব-  
 স্থায়ও ইহা ছাড়া কোন বাক্য ব্যবহার করি-  
 তেন না; কেবল উক্ত বাক্য কখন এবং তাহার  
 অর্থ চিন্তা করিতেন, তাঁহার অজ্ঞ চিন্তা ছিল  
 না। সেই যোগতাপস রাজা, সঙ্গ পরিত্যাগ-  
 পূর্বক, ভগবানের পূজাদি ক্রিয়ার জন্ত, সমিধ,  
 পুস্প ও কুশ প্রভৃতির আহরণ করিতেন;  
 এতদ্বিত্ত তাঁহার অজ্ঞ কর্ম ছিল না। ১—১১।  
 এক দিবস রাজা অভিষেকের নিমিত্ত মহা-  
 নদীতে গমনপূর্বক স্নানান্তে অনন্তরকর্তব্য  
 কর্মাদি করিতেছিলেন, এমন সময়ে বনমধ্য  
 হইতে একটা আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসাতুর  
 হইয়া জলপানার্থে সেই স্থানে আগমন করিল।

ততঃ সমভবন্তু পীতপ্রাস্নে জলে তয় ।  
 সিংহস্ত নাদঃ স্তমহান্ সৰ্ব্বপ্রাণিতয়স্করঃ ॥ ১৪  
 ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্ ।  
 অত্যুচ্চারোহণেনাস্তা নদ্যাং গৰ্ভঃ পপাত সঃ ॥ ১৫  
 তমুহমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্ ।  
 জগ্রাহ স নৃপো গৰ্ভাং পতিতং মৃগপোতকম্ ॥ ১৬  
 গৰ্ভপ্রচ্যুতিদোষণে প্রোক্ত্বাক্রমণেন চ ।  
 মৈত্রেয় সাপি হরিণী পপাত চ মমার চ ॥ ১৭  
 হরিণীং তাং বিলোকাৎ বিপ্লবাং নৃপতাপসঃ ।  
 মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥ ১৮  
 চকারানুদিনকাসো মৃগপোতস্ত বৈ নৃপঃ ।  
 পোষণং পুষ্যমাণঃ চ স তেন বরুধে মুনৈ ॥ ১৯  
 চচারাম্রমপৰ্য্যন্তং তথাপি গহনেনু সঃ ।  
 দরং গতা চ শার্দ্দীলত্রাসাদভাযমৌ পুনঃ ॥ ২০  
 প্রাতর্গত্বাতিদ্রবং সারমায়াতাতাশ্রমম্ ।

অনন্তর সেই হরিণীর জলপান প্রায় শেষ হইলে, সৰ্ব্বপ্রাণীর তয়জনক স্তমহান্ এক সিংহের নাদ শুনা গেল । তখন সেই হরিণী, ত্রাসে নদীতটে একটা লক্ষ্য প্রদান করিল । তট অতি উচ্চ থাকায় তাহাতে আরোহণ করিবার কালে, হরিণীর নদীতে গৰ্ভপাত হইল । তখন সেই গৰ্ভ হইতে পতিত মৃগপোত, তরঙ্গমালা-বেষ্টিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃপতি, তাহাকে ধারণ করিয়া তীরে উঠাই-লেন । হে মৈত্রেয় ! অনন্তর গৰ্ভপাতপীড়া ও অতি উচ্চ তটে উল্লসনপ্রযুক্ত সেই হরিণী পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল । পরে নৃপতাপস ভরত, সেই হরিণীকে মৃত দেখিয়া, সেই মৃগশাবককে গ্রহণপূর্বক, স্বকীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । হে মুনৈ ! অনন্তর রাজা, প্রতিদিন সেই মৃগপোতকে পোষণ করিতে লাগিলেন । মৃগপোত এই প্রকারে পুষ্যমাণ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এই মৃগশাবক, প্রথমে আশ্রমের প্রান্তভাগেই বিচরণ করত, তখন সকল আহার করিত ; আবার কখন কখন দূরে গিয়া ব্যায়ভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে পলাইয়া আসিত । ১২—২০ । কোন

পুনঃ ভরতস্বাভূদাশ্রমস্তোটিজাজিরে ॥ ২১  
 তস্ত তস্মিন্ মৃগে দরসমীপপরিবর্ত্তিনি ।  
 আসীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যাবতস্তো দ্বিজ ॥ ২২  
 বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ বিতাম্বেষবান্ধবঃ ।  
 মমন্তং স চকরোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥ ২৩  
 কিংবুদ্ধৈকৈকিতোব্যাসৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ  
 চিরায়মাণে নিষ্ক্রান্তে তস্মাসীদিতি মানসম্ ॥ ২৪  
 এষা বস্তুমতী তস্ত য়াথাক্ষতকৰ্ব্বুরা ।  
 প্রীত্যে মম জাতোহসৌ ক মমৈশ্বৰ্যবালকঃ ॥ ২৫  
 বিবাণাগ্রেণ মবাহ-কণ্ঠয়নপরো হি সঃ ।  
 ক্ষেমোণাত্যাগতোহরণ্যাদপি মাং সুখয়িষ্যতি ॥ ২৬  
 এতে লুনশিখাস্তস্ত দশনৈরচিরোদাগতৈঃ ।  
 কুশাঃ কাশা বিরাজন্তে বটবঃ সামগা ইব ॥ ২৭

কোন দিন সেই মৃগ প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পুনর্ব্বার সায়াহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, কোন দিন বা ভরত রাজার আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাক্ষণেই বিচরণ করিত । হে দ্বিজ ! এবশ্বকারে কখনও দরবর্তী, কখনও নিকটবর্তী সেই মৃগের উপর ভরতের চিন্ত সৰ্ব্বদাই আসক্ত থাকিত ; তিনি অস্ত্র সব চিন্তা ভুলিয়া যাইলেন । ভরত, পূর্বে রাজ্য, তনয় ও অশেষ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াও অবশেষে সেই হরিণ-বালকের উপর অতিশয় মমতা করিতে লাগিলেন । সেই মৃগপোত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদি আসিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করিতেন,—আহা ! সেই মৃগপোতকে বুক বা ব্যাত্র ভক্ষণ করিল, অথবা সিংহ তাহার বিনাশ করিল । তিনি আবার চিন্তা করিতেন, আহা ! এই তাহার ক্ষুরাঘ্রের আঘাতে পৃথিবী কর্ব্বুর হইয়াছে । সেই হরিণ-বালক আমার প্রীতির জগ্ৰহ জন্মিয়াছিল । আহা ! সে এক্ষণে কোথায় ? কখন সে বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা আমার বাহ কণ্ঠয়ন করিয়া আমাকে সুখী করিবে ? অহো ! এই তাহার অচিরোদাগত দন্ত সকল দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইয়া কুশ ও কাশ সকল শিখাইন সামাধ্যায়ী দ্বিজ-

ইখং চিরগতে তস্মিন্ স চক্রে মানসং মুনিঃ ।  
 প্রীতিপ্রসন্নবদনঃ পার্শ্বে চাভবন মৃগে ॥ ২৮  
 সমাধিতপস্বস্ত্রাসীৎ তময়তাদৃতাশ্রয়ঃ ।  
 সন্তোজরাজ্যভোগদ্বিস্বজনস্মাপি ভূপতেঃ ॥ ২৯  
 চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি ।  
 মৃগপোতেভবচিহ্নং হৈর্ঘ্যবস্ত্র ভূপতেঃ ॥ ৩০  
 কালেন গচ্ছতা সোহথ কালকক্রে মহীপতিঃ ।  
 পিতৃব সাস্রং পুত্রোঃ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥ ৩১  
 মৃগমেব তদ্রোক্ষীং ত্যজ্ঞন প্রাণানসাবপি ।  
 তময়তেন মৈত্রেয় নাত্যং কিঞ্চিদচিন্তয়ং ॥ ৩২  
 ততঃ তৎকালকৃতং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্ ।  
 জম্বুদ্বীপমহারণ্যে জাতো জাতিস্বরো মৃগঃ ॥ ৩৩  
 জাতিস্বরহারাধিয়ঃ সংসারস্ত দ্বিজোত্তম ।  
 বিহার্য মাতরং ভূয়ঃ শালগ্রামমুপায়যৌ ॥ ৩৪

বালকগণের ছায়া শোভা পাইতেছে। সেই  
 মুনি, মৃগটী দূরগত হইলে, পুৰ্ব্বোক্ত প্রকারে  
 নানাবিধ চিন্তা করিতেন; আবার সেই মৃগ  
 নিকটে আসিলে তাঁহার বদন আনন্দে প্রসন্ন  
 হইত। ভূপতি ভরত রাজ্যভোগ, ঋদ্ধি ও বন্ধু-  
 বান্ধব পরিভোগ করিলেও কেবলমাত্র সেই  
 মৃগপোতের চিন্তায় অবিরত আসক্তি বশতঃ  
 সমাধি হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই মৃগপোত  
 চপল হইলে তাঁহার চিন্তা চকল হইত; সেই  
 মৃগ দূরে গমন করিলে তাঁহার চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে  
 যেন দূরে গমন করিত। এই প্রকার ভূপতির  
 চিন্তা মৃগবালকেই একান্ত স্থিরভাবে আসক্ত  
 হয়। ২১—৩০। অনন্তর কাল অতিক্রান্ত  
 হইলে সেই মহীপতি ভরত, পুত্রসদৃশ মৃগপোত  
 কর্তৃক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বীক্ষিত হইতে হইতে  
 প্রাণত্যাগ করিলেন। হে মৈত্রেয়! রাজা প্রাণ-  
 ত্যাগ কালেও সন্মুখে সেই মৃগকে নিরীক্ষণ  
 করিয়াছিলেন এবং তাহার চিন্তাতেই মগ্ন  
 থাকিয়া, অন্য কোন চিন্তা করেন নাই। তাহার  
 পর তিনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন মৃগবিষয় চিন্তা  
 করেন বলিয়া, কাশ্যজর পর্বতে জাতিস্বর মৃগ-  
 রূপে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মের  
 সকল বিষয় তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিত্য

শুষ্কভূগৈস্তথা পর্ণৈঃ স কুর্করাশ্রপোষণম্ ।  
 মৃগত্বহেতুভূতস্ত কৰ্ম্মণো নিরুজিতং যযৌ ॥ ৩৫  
 তত্র চোৎসৃষ্টদেহোহসৌ যজ্ঞে জাতিস্বরো দ্বিজঃ ।  
 সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥ ৩৬  
 সর্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।  
 অপশ্যং স চ মৈত্রেয় আশ্রানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥  
 আশ্রনোহধিগতজ্ঞানো দেবাদীনি মহামুনে ।  
 সর্বভূতাত্তভেদেন স দদর্শ মহামতিঃ ॥ ৩৮  
 ন পপাঠ শুক্লপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতম্ ।  
 ন দদর্শ চ কৰ্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগহে ন চ ॥ ৩৯  
 উক্তোহপি বহুশঃ কিঞ্চিজ্জড়বাক্যমভাবত ।  
 তদ্যস্যসংস্কারবৃত্তং গ্রাম্যবাক্যোক্তিমং শ্রিতম্ ॥ ৪০  
 অপঞ্চস্তবপুং সোহথ মলিনানসরগৃদ্বিজঃ ।  
 স্নিগ্ধস্তান্তরঃ সর্বৈঃ পরিভূতঃ স নাগরৈঃ ॥ ৪১

উদ্বিগ্ন হইয়। মৃগজন্মেও তিনি মাতাকে পরিত্যাগ  
 করত পুনর্বার শালগ্রামে গমন করিলেন।  
 অনন্তর শুক্লপর্ণ ও শুক্লভগ্নাত দ্বারা তিনি  
 আশ্রপোষণ করিয়া মৃগ-জন্ম লাভের কারণ  
 স্বকীয় কৰ্ম্ম হইতে নিরুজিত পাইলেন। অনন্তর  
 কালক্রমে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, সদাচার-  
 বিশিষ্ট যোগীদিগের নিখিলকুলে জাতিস্বর  
 ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন। হে মৈত্রেয়!  
 এইজন্মে তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞানবান্ হইলেন;  
 সকল শাস্ত্রের অর্থ তাঁহার জ্ঞাত ছিল। তিনি  
 আশ্রমে প্রকৃতি হইতে পর দেখিতেন। হে  
 মহামুনে! সেই সন্তোষচৈতন্য মহামতি ব্রাহ্মণ,  
 দেবাদি সকল ভূতকেই আপনা হইতে অভিন্ন-  
 রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। উপনয়ন হই-  
 লেও তিনি শুক্লকথিত বেদপাঠ করিতেন না,  
 কোন কৰ্ম্মও দর্শন করিতেন না ও কোন শাস্ত্রও  
 গ্রহণ করিতেন না। বহুবাক্য তাঁহাকে বলিলে,  
 তিনি জড়ের ছায়া অশ্পষ্ট অল্প বাক্য বলিতেন।  
 সেই বাক্য ব্যাকরণাদি দৃষ্ট হইত, কখন বা  
 গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত। ৩১—৪০।  
 সর্বদা তাঁহার দেহ মলিন, বস্ত্র অপরিষ্কার ও  
 দস্ত সকল অমার্জিত থাকিত; এই জন্ত নগর-  
 বাসিগণ সর্বদাই তাঁহার অপমান করিত।

সম্মাননা পরাং হানিং যোগার্থে কুদন্তে যতঃ ।  
 জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিকং বিন্দতি ॥ ৪২  
 তস্মাক্ষরেতং বৈ যোগী সত্যং মার্গমদম্বনং ।  
 জনা যথাবমগ্নোরন গচ্ছন্ত্যুর্নৈব সঙ্গতিম্ ।  
 হিরণ্যগর্ভবচনং বিচিন্ত্যোখং মহামতিঃ ।  
 আত্মানং দর্শয়ামাস জড়োত্তমভাকৃতিং জনে ॥ ৪৩  
 ভুঙক্তে কুশ্মাবতীহাদি শাকং বগ্নফলং কণনং ।  
 যদ্যদাগ্নোতি শুবহ তদন্তে কালসংযমম্ ॥ ৪৪  
 পিতৃপুত্রপতেত সোহংখ ভাঃভ্রাতৃভাব্যাক্ষবৈঃ ।  
 কারিতঃ ক্ষেত্রকর্মাদি কদমাহারপোষিতঃ ॥ ৪৫  
 স তুক্ষুপীনাযযো জড়কারী চ কর্মণি ।  
 সর্মলোকোপকরণং বহুবাহারবেতনঃ ॥ ৪৬  
 তং তাদৃশমসংস্কারবিপ্রাকৃতিবিচেষ্টিতম্ ।  
 ক্রভা সৌবীররাজস্ব বিষ্টিযোগ্যমম্ভাত ॥ ৪৭

হেঁ মৈত্রেয়! সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে। এই কারণে যোগিগণ অবনত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। “মনুষ্যগণ যে প্রকারে অবমাননা করিয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও সম্মতি করে না, সেই প্রকারেই যোগী, সম্মার্গে বিচরণ করিবে”—হিরণ্যগর্ভের এই সারথুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ জনগণের নিকটে সর্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের স্থায় দেখাইতেন। যাবক, ব্রাহ্মী, শাক, বজ্রফল ও ঋণ প্রভৃতি যাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই, ‘কৌতুরূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়,’ এই প্রকার ভাবনায়, ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুংসিত অন্ন দ্বারা পোষণ করত কৃষিকর্মাদি করাইতে লাগিল। তিনি বৃষভের শ্রায় স্পীন-শরীর ও কশ্ম্মে জড়ের শ্রায় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং লোকগণ, আহার-মাত্র দিয়া যখন যে কশ্ম্ম পড়িত, তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধন করিয়া লইত। তাঁহাকে তাদৃশ অসংস্কৃত, অব্রাহ্মণের ব্যবহার্যকরা অবলোকন করিয়া সৌবীর-রাজের সারথি বিনামূল্যে কশ্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল। একদিন সৌবীর

স রাজা শিবিকারূঢ়ো গজ্জং কৃতমতির্দ্বজ ।  
 বভূবেনুমতীতীরে কপিলবের্বরাশ্রমম্ ॥ ৪৮  
 শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে হৃৎপ্রায়ে নৃণামিতি ।  
 প্রষ্টুং তং মোক্ষধ্বজং কপিলাত্ম্যং মহামুনিম্ ॥ ৪৯  
 উবাহ শিবিকং তত্র কর্ত্ত্বচনচোদিতঃ ।  
 নৃণাং বিষ্টিগৃহীতানামগ্ৰেমাং সোহপি মধ্যগঃ ॥ ৫০  
 গৃহীতে বিষ্টানা বিপ্রঃ সর্বজ্ঞানৈকভাজনঃ ।  
 জাতিমরোহসৌ পাপস্ত ক্লয়কাম উবাহ তাম্ ॥ ৫১  
 যথো জড়গতিঃ সাহস্য় যুগমাত্রাবলোকনম্ ।  
 কুর্যন মতিমতাং শ্রেষ্ঠস্তদগ্ৰে ঙ্করিতং যযুঃ ॥ ৫২  
 বিলোক্য নৃ গতিঃ সোহপি বিষমাংশিবিকাগতিম্ ।  
 কিমেতদিত্যাহ সমং গম্যতাং শিবিকাবহাঃ ॥ ৫৩  
 পুনস্তথৈব শিবিকং বিলোক্য বিষমাং হি সঃ ।  
 নৃপঃ কিমেতদিত্যাহ ভবন্তিগম্যতেহগ্রথা ॥ ৫৪

রাজ শিবিকায় আরোহণ করত ইন্দ্ৰমতী-ভীরাহু  
কপিল ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা  
করিলেন। দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি  
শ্রেয়ঃ—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি  
মোক্ষপথজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতেছিলেন।  
অনন্তর পুরোক্ত সারথির বাক্যানুসারে বিনা-  
মূল্যে শিবিকা-বাহনকারী অগ্ৰাণ্ড অনেক ব্যক্তির  
সহিত, সেই ব্রাহ্মণরূপী ভরত সেই নৃপতির  
শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। ৪১—৫০।  
সেই আতিথ্যর সর্বস্বজনবান্ধবিত্র, এই প্রকারে  
বিনামূল্যে গৃহীত হইয়া, কেবল পূর্বজন্মকৃত  
পাপের ক্ষয়ের জগ্ৰাই শিবিকা বহন করিলেন।  
অনন্তর মতিমানদিগের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ,  
যুগমাত্র অবলোকন করত জড়গতিতে গমন  
করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগ্ৰাণ্ড শিবিকা-  
বাহকগণ, শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল।  
সৌবীর-নৃপতি শিবিকার এই প্রকার বিষম-গতি  
অবলোকন করিয়া কহিলেন, “আঃ ইহা কি  
হইতেছে ? শিবিকাবাহিগণ ! তোমরা সকলে  
সমান ভাবে গমন কর।” নৃপতি, তথাপি  
শিবিকার সেই বিষমগতি দেখিয়া কহিলেন,  
“তোমরা কি করিতেছ ? কেন এ প্রকার বিষম-  
ভাবে গমন করিতেছ ?”, নৃপতির অনেকবার

ভূপাত্তেবদন্তস্ত শ্রুত্বৈখং বহুশো বচঃ ।

শিবিকোদ্ধাহকঃ প্রোচুরয়ং বাতীত্যসত্বরম্ ॥ ৫৫  
রাজোবাচ ।

কিং প্রোক্তোহস্তমখানং তয়োঢ়া শিবিকা মম ।

কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষ্যমে ॥ ৫৬  
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

নাহং পীবান্ নচৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া ।

নপ্রোক্তোহস্মি নচায়াসঃ সোঢ়ব্যোহস্তি মহীপতে ॥ ৫৮  
রাজোবাচ ।

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানদ্যপি শিবিকা ত্বয়ি ।

শ্রমশ্চ ভারোহহনে ভবত্যেব হি দেহিনম্ ॥ ৫৮  
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

প্রত্যক্ষং ভবতো ভূপ যদৃষ্টং মম তদ্বদ ।

বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্যাদ্বিশেষণম্ ॥ ৫৯

তয়োঢ়া শিবিকা চেতি ত্বদ্যদ্যপি চ সংস্থিতা ।

মিথ্যৈতদত্র তু ভবান্ শৃণোতু বচনং মম ॥ ৬০

এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অস্ত্রাশ্র শিবিকা-  
বাহিগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল, এই  
ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই  
শিবিকার এ প্রকার বিষয় গতি হইতেছে।  
তখন রাজা কহিলেন,—অহে! তুমি অল্প পথই  
আমার শিবিকা বহন করিয়াছ; তবে কেন এ  
প্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি কি আয়াস সহ্য  
করিতে পার না? তোমাকে ত বিলক্ষণ হস্তপুষ্ট  
দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহীপতে!  
আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন  
করিতেছি না, আমি শ্রান্ত হই নাই, আমার  
আয়াসও সহনীয় নহে। রাজা কহিলেন,—কি  
আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষ তোমায় স্থূল দেখিতেছি।  
এখনও শিবিকা তোমার স্বন্ধে রহিয়াছে; আর  
দেহিগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যস্তাবী; অথচ  
তুমি সকলই বিপরীত কেন বলিতেছ? ব্রাহ্মণ  
কহিলেন, রাজন্! প্রত্যক্ষ আমার যাহা দেখি-  
লেন, তাহা অগ্রে বলুন, পরে বলাবলাদি বিশে-  
ষণের কথা বলিবেন। আপনি পূর্বে কহিলেন  
যে, “তুমি শিবিকা বহন করিতেছ ও শিবিকা  
তোমার উপর রহিয়াছে,”—এ কথাও মিথ্যা,

ভূমৌ পাদযুগলান্বা জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে ।

উরু জঙ্ঘাধরাবহো তদাধারং তথোদরম্ ॥ ৬১

বক্ষঃ স্থলং তথা বাহু স্বন্ধৌ চোদরসংস্থিতৌ ।

স্বন্ধাভ্রিতেষং শিবিকা মমভারোহত্র কিং কৃতঃ ॥

শিবিকায়ং স্থিতকেন্দং বপুস্তৃপলক্ষিতম্ ।

তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচাতে চেদমগ্ৰথা ॥ ৬৩

অহং ত্বঞ্চ তথাগ্রে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্শ্বব ।

গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোহপি যাতয়ম্ ॥ ৬৪

কর্ম্মবশা গুণাশ্চেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে ।

অবিদ্যাসম্মিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তয় ॥ ৬৫

আত্মা শুদ্ধোহক্ষরঃ শাস্তো নির্গুণঃ প্রকৃতে: পরঃ

প্রবৃদ্ধ্যপচর্যো নাস্ত একস্তাখিলজন্তয় ॥ ৬৬

যদা নোপচরন্তস্ত নচৈবাপচর্যো নৃপ ।

তদা পীবানসীতীখং কয়া যুক্ত্য ত্বয়ৈরিতম্ ॥ ৬৭

ভূপাদজঙ্ঘাকট্যুরজঠরাদিমু সংস্থিতে ।

শ্রবণ করুন। পাদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদ-  
দ্বয়ের উপর জঙ্ঘাধর অবস্থিত, উরুদ্বয়ের উপর,  
উদর অবস্থিত ও উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষঃ-  
স্থল, বাহুদ্বয় ও স্বন্ধ অবস্থিত করিতেছে; সেই  
স্বন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে, তবে আপনি  
আমার উপর ভারোপগ্রাস কেন করিতেছেন?  
এবং তৃপলক্ষিত শরীর মাত্রই শিবিকাতে  
রহিয়াছে, তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন,  
আমি শিবিকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহি-  
য়াছ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না।  
৫১—৬৩। রাজন্! তুমি, আমি ও অশ্রু  
সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে।  
ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও,—সত্ত্ব-রজস্তমঃ স্বরূপ  
ত্রিগুণপ্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া  
যাইতেছে। হে পৃথিবীপতে! এই সত্ত্বাদি  
গুণত্রয়ও কস্মের অধীন; সেই কর্ম্ম, অবিদ্যা-  
সম্মিত এবং সর্বজীবের বর্তমান। রাজন্!  
আত্মা—এক, বিশুদ্ধ, ক্ষয়রহিত, শান্তিময়,  
গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি  
অখিল জন্তুতে একরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার  
বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। হে নৃপ! আত্মার যদি  
ক্ষয় ও বৃদ্ধি না রহিল, তবে আপনি আমাকে

শিবিকেষু যদা স্বপ্নে তদা ভাবঃ সমস্তয়া ॥ ৬৮  
তদাত্তৈর্জন্তুভির্ভূপ শিবিকোথো ন কেবলম্ ।  
শৈলক্রমগৃহোথোহপি পৃথিবীসত্ত্বোহপি বা ॥ ৬৯  
যদা পুংসঃ পৃথগ্ভাবঃ প্রাকৃতৈঃ কারণৈর্নৃপ ।  
সোঢব্যাস্ত তদায়াসঃ কথং বা নৃপতে ময়া ॥ ৭০  
যদ্রব্য শিবিকা চেয়ং তদ্রব্যো ভূতসংগ্রহঃ ।  
ভবতে মেখিলস্তাত্ত মমহেনোপরুহিতঃ ॥ ৭১  
পরশর উবাচ ।  
এবমুক্তান্তবমোনৌ স বহন শিবিকাং দ্বিজঃ ।  
সোহপি রাজাবতীর্থোব্যাতং পাদৌ জগৃহে স্বরন  
রাজোবাচ ।

ভো ভো বিশ্বজ্য শিবিকাং প্রসাদং কুরু মে দ্বিজ  
কথাতং কো ভবানত্র জাম্ববদধরঃ স্থিতঃ ॥ ৭৩

কেন যুক্তিবলে স্থল কহিলেন ? যথাক্রমে  
ভূমি, পাদ, জন্তু, উরু, কটি ও ঋত্নাদিতে  
অবস্থিত স্বপ্নের উপর শিবিকা থাকতে, যদি  
আমার ভারবোধ হয়, তবে তোমার ভারবোধ  
কেন না হইল ? হে মহারাজ ! যে যুক্তি  
অনুসারে আমার উপর শিবিকার ভারোপহাস  
করিলে, সেই যুক্তি-বলে, অস্ত্র প্রাণিগণের উপর  
শুধু শিবিকার ভার কেন,—পর্বত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা  
পৃথিবীর ভার উপহাস কেন করিতেছে না ?  
হে মহারাজ ! প্রাকৃত ভারকারণ বস্তুগণের  
সহিত যদি আশ্রয় সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে  
আমার সহনীয় আয়ুস, ইহা কি প্রকারে  
সম্ভবে ? হে নৃপ ! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা  
উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য হইতেই এই দেহা-  
দিও উৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং যে যুক্তিবলে  
ইহা তোমার জিনিস বলা যায় ; সেই যুক্তিবলে  
আমার অশ্বা সকল প্রাণীর ইহার উপর মমতা-  
জ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে । ৬৪—৭১ । পরা-  
শর কহিলেন,—সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ এই  
কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মৌনী হইলেন । তখন  
রাজাও নীত্র শিবিকা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ  
হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন । রাজা  
কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ ! আপনি শিবিকা পরি-  
ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এ

যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্ ।  
তৎসর্বং কথাতাং বিদ্বন্ মহত্ গুপ্তাববে ত্বয়া ॥ ৭৪  
ব্রাহ্মণ উবাচ ।  
প্রয়াতাং কোহমিত্যেতত্ত্বকুং ভূপ ন শক্যতে ।  
উপভোগনিমিত্তক সর্বত্র গমনক্রিয়া ॥ ৭৫  
স্বথহুংখোপভোগো তু তৌ দেহাত্মপাদকৌ ।  
ধর্ম্মাধর্ম্মোস্তবৌ ভোকুং জন্তুর্দেহাদিমুচ্ছতি ॥ ৭৬  
সর্বত্রৈব হি ভূপাল জন্তোঃ সর্বত্র কারণম্ ।  
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ যতঃ কথ্যং কারণং পৃচ্ছতে ততঃ ॥ ৭৭  
রাজোবাচ ।  
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন সন্দেহঃ সর্বকারণো দুঃ কারণম্ ।  
উপভোগনিমিত্তক দেহদেশান্তরগমঃ ॥ ৭৮  
যদ্বৈতস্তবতা প্রোক্তং কোহমিত্যেতদান্বনঃ ।  
বক্তুং ন শক্যতে প্রোক্তং তন্মমেচ্ছা প্রবর্ততে ॥ ৭৯

প্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে ? আপনি কে,  
কেনই বা এপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া রহিয়া-  
ছেন ? এবং এখানে আসিবারই বা কারণ কি ?  
হে বিদ্বন্ ! এ সকল আপনি প্রকাশ করিয়া  
বলুন ; আমার শ্রবণ করিতে অভিযম্য ঔৎসুক্য  
জন্মিয়াছে । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ !  
শ্রবণ কর । আমি কে, একথা বলা যায় না ।  
তবে উপভোগের জন্য সর্বত্র আমার গমনক্রিয়া  
হইয়া থাকে । ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন  
দেহাদির উপপাদক—স্বথ ও হুংখরূপ উপ-  
ভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব, দেহাদি গ্রহণ  
করে । হে ভূপাল ! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সকল  
জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ ; তুমি ইহা  
ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করি-  
তেছ ? রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সকল  
কারণেরই কারণ, ইহার সন্দেহ নাই এবং উপ-  
ভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন ইহাও  
নিশ্চয় ; কিন্তু আপনি পূর্বে বলিলেন যে, “আমি  
কে” একথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না,—  
আমার তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে ।  
হে ব্রাহ্মণ ! যিনি নিত্য অবস্থিত,—“আমি  
সেই” এই প্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ  
হইবেন না ? এপ্রকার শব্দ দ্বারা তাহার



যোহন্তি সোহহমিতি ব্রহ্মন্ কথংবক্তুং ন শক্যতে  
আত্মত্বেষ ন দোষায় শকোহহমিতি যো দ্বিজ ॥৮০

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শকোহহমিতি দোষায় আত্মত্বেষ তথৈব তং ।

অনাস্বস্তাস্ববিজ্ঞানং শকো বা ভ্রান্তিলক্ষণঃ ॥ ৮১

জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দ্বৈতোর্গং তালুকং নৃপ ।

এতে নাং যতঃ সর্কে বাহুনিপ্পাদনহেতবঃ ॥ ৮২

কিং হেতুভির্বদতোষা বাগেবাহমিতি শ্রয়ম্ ।

তথাপি বাগুনাহমেতদ্বক্তুমিখং ন যুক্ত্যতে ॥ ৮৩

পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ পাদপাণাদিলক্ষণঃ

ততোহহমিতি কুত্রেতাংসংজ্ঞারাজনকরোম্যহম্ ॥

যদ্যন্তোহন্তি পরঃ কোহপি মন্তঃ পার্থিবসন্তম ।

তদৈবোহময়কাত্তো বক্তুমেবমপীযতে ॥ ৮৫

বর্ণন কেন করা যায় না? হে দ্বিজ! ‘অহং’  
এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে  
কোন দোষ হয় না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—  
হে নৃপ! তুমি বলিলে যে, অহং শব্দ আত্মাতে  
প্রয়োগ করিলে দোষ নাই, তাহা সত্য  
বটে; কিন্তু অহংশব্দে প্রায়ই আত্মভিন্নে আত্ম-  
জ্ঞান হয়। এই অহংশব্দের আত্ম-উদ্দেশে  
প্রয়োগ ভ্রান্তিমূলকই হইয়া থাকে। ৭২—৮১।  
হে নৃপ! জিহ্বা “অহং” এই বাক্য বলিয়া  
থাকে এবং দন্ত-ওষ্ঠ-তালুও শব্দের যথাসম্ভব  
উচ্চারণ করে, কিন্তু মহারাজ! এই জিহ্বা  
প্রভৃতি অহংশব্দের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল  
তাহারা “অহং”—এই শব্দের উচ্চারণের কারণ  
মাত্র। বাগিত্রিয় কি তবে উক্ত কারণ দ্বারা  
অহং শব্দ উচ্চারণ করিতেছে ও তাহার প্রতি-  
পাদ্য হইতেছে?—একথাও বলা যায় না।  
কারণ তাহা হইলে, “আমি বাক্য নহি” এপ্রকার  
প্রয়োগ হইতে পারে না। পাণি ও পাদাদি  
স্বরূপ দেহপিণ্ড আত্মা হইতে ভিন্ন। হে  
রাজন! তবে, এই অহং সংজ্ঞা কাহার উপর  
প্রযুক্ত হয়? হে পার্থিবসন্তম! আরও যদি  
আমা হইতে ভিন্ন, আর কোন সম্ভাব্য পুরুষ  
বিশ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা  
গাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমা

যদা সমস্তদেহেই পুমামেকো ব্যবস্থিতঃ।

তদা হি কো ভবন্ কোহহমিত্যেতদ্বিফলং বচঃ ॥

ত্বং রাজা শিবিকা চেয়মিমে বাহাঃ পুরঃসরাঃ ।

অয়ং ভবতো লোকো ন সদেতত্ত্ববোচ্যতে ॥ ৮৭

বৃক্ষাদ্দারু ততঃচয়ং শিবিকা ত্রুদধিষ্ঠিতা ।

কিং বৃক্ষসংজ্ঞা বাস্যাঃ শ্রাদ্দাদারুসংজ্ঞা বা নৃপ ॥

বৃক্ষারূতো মহারাজো নায়ং বদতি তে জনঃ ।

ন চ দারুণি সর্বজ্ঞাং ব্রবীতি শিবিকাগতম্ ॥ ৮৯

শিবিকা দারুসংজ্ঞাতে রচনাস্থিতিসংস্থিতঃ ।

অবিদ্যাতাং নৃপশ্রেষ্ঠ তত্ত্বদে শিবিকা ক্রয়া ॥ ৯০

এবং ছত্রশলাকানাং পৃথগ্ভাবো বিমৃশ্যতাম্ ।

ক যাতং ছত্রমিত্যেব গায়ত্রয়ি তথা ময়ি ॥ ৯১

পুমান্ স্ত্রী গৌরজো বাজী কৃষ্ণরোহবিহরিমন্তকঃ ।

দেহেই লোকসংজ্ঞেয়ং বিজ্ঞেয়া কশ্মহেতুয় ॥ ৯২

হইতে ভিন্ন। মহারাজ! সেই এক পুরুষ  
যখন সকল দেহে একভাবে অবস্থিতি করিতে-  
ছেন, “তখন আপনি কে? আমি কে?”  
এসকল বাক্য বিকল। তুমি রাজা, এই  
তোমার শিবিকা, এই অশ্রমের তোমার বাহক-  
বৃন্দ, এই তোমার ভৃত্যাদি, ইহার কেহই  
পরমার্থ সত্য নহে। হে মহারাজ! বৃক্ষ  
হইতে কাঠ, আর সেই কাঠ হইতে শিবিকা,  
তুমি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বল দেখি, ইহাকে  
শিবিকা বলিব কি কাঠ বলিব? জনগণ  
তোমাকে, বৃক্ষারূঢ় ঐকথা বলিতেছে না;  
কিংবা শিবিকাস্থিত তোমাকে কেহই কাঠস্থিত  
বলিতেছে না। হে নৃপ! শ্রেষ্ঠরচনা-বিশেষ-  
সংস্থিত দারুসমূহই শিবিকা; যদি শিবিকা  
অন্ত পদার্থ হয়, তবে ঐ কাঠগুলিকে ভেদ  
করিয়া শিবিকাতানি অন্বেষণ কর দেখি, পাও  
কি না? ৮২—৯০। এই প্রকার তোমার  
ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক্ করিয়া দেখ, ছত্র  
কোথায় গিয়াছে। এই প্রকার তোমার বা  
আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে, হস্ত বা পদ,  
তুমি বা আমি নহি। এইরূপে কাঠাদিতে শিবিকা  
ব্যবহারের গায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, অজ, অশ্ব,  
হস্তী, অবি, হরি, বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কশ্ম-

পুমান্ দেবো ন নরো ন পশুর্ন চ পাদপঃ ।

শরীরাকৃতিভেদাঙ্ক ভূপাতে কস্যযোনয়ঃ ॥ ১৩

বহুরাজ্যেতি যন্মোকে যচ্চ রাজভট্টাঙ্কম্ ।

তথ্যাজ্চ নৃপেখং তন্ন সং সঙ্কল্পনাময়ম্ ॥ ১৪

যং তু কালান্তরেণাপি নাত্যাং সংজ্ঞামুপৈতি বৈ ।

পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্ত্ব নৃপ তচ্চ কিম্ ॥ ১৫

তং রাজা সর্বলোকস্য পিতুঃ পুত্রো রিপো রিপুঃ

পত্ন্যাঃ পতিঃ পিতৃহনোঃ কিং ত্বাং ভূপদাম্যহম্

ত্বং কিমেবং স্থিতঃ কিস্ত শিরস্তব তখোদরম্ ।

কিমুপাদাদিকং ত্বং বা তবৈতৎ কিং মহীপতে ॥ ১৭

সমস্তাবয়বেভাস্ত্বং পৃথগ্ভূপ ব্যবস্থিতঃ ।

কোহহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব ॥ ১৮

এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্ব ময়াহমিতি ভাষিতুম্ ।

পৃথক করণনিষ্পাদ্যং শক্যতে নৃপতে কথম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়োহংশে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

হেতুক, দেহেতে হইয়া থাকে, ইহা জানিবে ।

রাজন! আত্মা,—দেব নহেন, মনুষ্য নহেন,

পশু নহেন, বা বৃক্ষাদিও নহেন; কেবলমাত্র

কৰ্ম্মভেদে তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে ।

তিনি চিরকালই একরূপে অবস্থিত । লোক,

ধন, রাজা, রাজার যোদ্ধা এবং অত্যাচারী

ব্যবহার করে, তাহা এই প্রকার সত্য নহে,

কেবল কল্পনামাত্র । মহারাজ! যে পদার্থের

কোনকালে সংজ্ঞান্তর হয় না তাহাই সত্য বস্তু,

সেই আত্ম-পদার্থ কি প্রকার,—তাহা তোমাকে

কি প্রকারে বুঝাইব? হে মহারাজ! তুমি

সকল লোকের রাজা, আবার তুমি তোমার

পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্ত্রীর স্বামী এবং

তোমার পুত্রের পিতা;—এক্ষণে তোমাকে কি

বলিয়া ডাকা যায়? আমার সম্মুখে তুমি অব-

স্থিত, অথবা তোমার মস্তক ও উদর অবস্থিতি

করিতেছে; তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ,

অথবা এই চরণাদি তোমার?—হে মহীপতে!

এস্থলে কি বলা উচিত? রাজন! তুমি সকল

অবয়ব হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত । তুমি

এক্ষণে নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা কর দেখি,—

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

নিশম্য তস্তোত্তি বচঃ পরমার্থসমব্রিতম্ ।

প্রশ্রাবনতো ভূত্বা তমাহ নৃপতির্দ্বিজম্ ॥ ১

রাজোবাচ ।

ভগবন্ যদ্বয়া প্রোক্তং পরমার্থময়ং বচঃ ।

ঋতে তস্মিন্ ভ্রমস্তীব মনসো মম বৃন্তয়ঃ ॥ ২

এতদ্বিবেকবিজ্ঞানং যদশেষেষু জন্তবু ।

ভবতা দর্শিতং বিপ্র তং পরং প্রকৃতৈর্মহং ॥ ৩

নাহং বহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা ।

শরীরমতদন্যস্তো যেনেয়ং শিবিকা ব্রুতা ॥ ৪

গুণপ্রবৃত্তা ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ কৰ্ম্মচৌদিতাঃ ।

প্রবর্ত্তন্তে গুণা হেতে কিমেতদ্ব্যং ত্বয়োদিতম্ ॥ ৫

এতস্মিন্ পরমার্থজ্ঞ মম শ্রোত্রপথং গতে ।

“আমি কে?” মহারাজ! আশ্রিতত্ত্ব এই

প্রকারে ব্যবস্থিত; হুতরাং অত্র হইতে পৃথক্

করিয়া উচ্চাৰ্য্য “আমি এই” এই প্রকার শব্দ

আমি কি প্রকারে বলিব? ১১—১৯ ।

দ্বিতীয়োহংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—রাজা সৌবীর, সেই

ব্রাহ্মণের এই প্রকার পরমার্থ-সমব্রিত বাক্য

শ্রবণ-পূর্বক, বিনয়বনত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে

আরম্ভ করিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে পর-

মার্থময় বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

আমার মনের বৃত্তি সকল যেন পরিত্রমণ করি-

তেছে । অশেষ জন্তুতেই যে এক পরম বিজ্ঞান-

ময় আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন এবং

প্রকৃতি হইতে পূর্ণ,—ইহা আপনি বুঝাইয়া-

ছেন । “আমি শিবিকা বহন করিতেছি না এবং

শিবিকাও আমার উপর নাই; এই শিবিকা

যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে ভিন্ন ।

গুণের (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) প্রবৃত্তি দ্বারা জন্তুগণ

প্রবর্ত্তিত হইতেছে । আবার সেই ত্রিগুণও কৰ্ম্ম-

মনো বিহ্বলতামেতি পরমার্থার্থিতাং গচ্ছ ॥ ৬

পূর্বমেব মহাভাগং কপিলমহং হি জ্ঞ।

প্রষ্টুমভ্যাদ্যতো গত্বা শ্রেয়ঃ কিত্ত্বত্র শংসনে ॥ ৭

তদন্তরে চ ভবতা যদেতদ্বাক্যমীরিতম্।

তেনৈব পরমার্থার্থং ত্বয়ি চেতঃ প্রধাবতি ॥ ৮

কপিলমীরিতগবতঃ সর্বভূতস্ত বৈ বিজ।

বিকোরংশে। জগমোহনাশারোক্ষীমুপাগতঃ ॥ ৯

স এব ভগবান্ ন্যনমস্মাকং হিতকাম্যয়।

প্রত্যক্ষতামত্র গতো যথৈতত্ত্ববতোচ্যতে ॥ ১০

তদ্ব্যং প্রণতয় ত্বং যচ্ছ্রেয়ঃ পরমং বিজ।

তদ্বদাখিলবিজ্ঞানজলবীচ্যাদিধির্ভবান্ ॥ ১১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ভূপ পৃচ্ছসি কিং শ্রেয়ঃ পরমার্থং নু পৃচ্ছসি।

শ্রেয়াংসি পরমার্থানি অশেষাণি চ ভূপতে ॥ ১২

‘প্রেরিত হইয়াই প্রবর্তিত হইতেছে।’ এই যে সকল কথা বলিলেন, ইহা কি ? হে পরমার্থজ্ঞ ! এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-জিজ্ঞাসু আমার মন, অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। আমি ইহার পূর্বে “এই সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি”,—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত, পরমার্থ-শ্রবণেচ্ছায়, আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছে। সর্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে কপিলমহর্ষি জগতের মোহবিনাশের জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বিজ্ঞ ! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকার বাক্য বলিতেছেন, তাহাতে সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্ত, আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আপনি নিশ্চয় কপিল মহর্ষি। আমি প্রণাম করিতেছি। হে বিজ্ঞ ! যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা আমাকে বলুন। আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় জলনিধি স্বরূপ। ১—১১। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভূপতে ! তুমি শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ কি,—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ; কিন্তু শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ

দেবতারাদ্বয়ং কৃত্বা ধনসম্পদমিচ্ছতি।

পুত্রানিচ্ছতি রাজ্যঞ্চ শ্রেয়স্তস্মৈব তত্ত্বপ ॥ ১৩

কর্ম্ম যজ্ঞাস্থকং শ্রেয়ঃ স্বর্লোকফলদায়ি চ।

শ্রেয়ঃ প্রধানঞ্চ ফলে তদেবানভিসন্ধিতে ॥ ১৪

আত্মা ধ্যেয়ঃ সদা ভূপ যোগযুক্তৈস্তথাপরম্।

শ্রেয়স্তস্মৈব সংযোগঃ শ্রেয়ো যঃ পরমাত্মনা ॥ ১৫

শ্রেয়াংস্বেবমেনেকানি শতশোহথ সহস্রশঃ।

সন্ত্যত্রে পরমার্থস্ত তত্ত্বতঃ ক্ষয়তাক মে ॥ ১৬

ধর্ম্মায় তজ্যতে কিং নু পরমার্থো ধনং যদি।

ব্যয়চক্রিয়তে কস্ম্যং কামপ্রাপ্ত্যপলক্ষণঃ ॥ ১৭

পুত্রশ্চেৎ পরমার্থঃ স্মাৎ সোহপাত্তস্য নরেশ্বর।

পরমার্থভূতঃ সোহগুস্ত পরমার্থো হি তৎপিতা ॥

এবং ন পরমার্থোহপি জগতাস্মিৎচরাচরে।

পরমার্থা হি কার্য্যাণি কারণানামশেষতঃ ॥ ১৮

অশেষবিধ। হে নৃপ ! যে ব্যক্তি দেবারাধনা করিয়া ধনসম্পদ, পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়ঃ। সঙ্কল্পরহিত, যজ্ঞাদি কর্ম্মই মুখ্যশ্রেয়ঃ। আবার কেহ বা সঙ্কল্পপূর্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয়ঃ কহে। কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আত্মার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মাধ্যানই শ্রেয়ঃ; কিন্তু সেই পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই পরমশ্রেয়ঃ এইরূপ অনেক, শত সহস্র প্রকার শ্রেয়ঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে পরমার্থ কি ? তাহার তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর। ধনই যদি ‘পরমার্থ’ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কি প্রকারে করে ? সুতরাং ধন, পরমার্থ নহে! পুত্রকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা, তাহার পিতার সে পুত্র; এইরূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে; কাজে কাজে তাহা হইলে পরমার্থ, সাধারণ-বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব পুত্রাদিও পরমার্থ নহে। এই চরাচর জগতে এই প্রকার পুত্রাদিকে পরমার্থ বলা যায় না; কারণ পুত্ররূপ-কার্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতে, অনন্ত পুত্ররূপ-কার্য, অনন্ত

রাজ্যাদিপ্রাপ্তিরত্রোক্তা পরমার্থতয়া যদি ।  
পরমার্থ ভবন্ত্যত্র ন ভবন্তি চ বৈ ততঃ ॥ ২০ ॥  
ঋগ্‌যজুঃসামনিষ্পাদ্যাং যজ্ঞকৰ্ম্ম মতং তব ।  
পরমার্থভূতং তত্রাপি প্রয়ত্যাং গদতো মম ॥ ২১ ॥  
যজু নিষ্পাদ্যতে কার্যং মৃদা কারণভূতয়া ।  
তৎকারণানুগমনাং জায়তে নৃপ মৃগয়ম্ ॥ ২২ ॥  
এবং বিনাশিত্বির্জীব্যোঃ সমিদ্ভাজ্যকুশাদিভিঃ ।  
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্বী বিনাশিনী ॥ ২৩ ॥  
অনানী পরমার্থস্ত প্রাজ্ঞৈরভূতপগম্যতে ।  
তং তু নাশি ন সন্দেহো নাশিত্রব্যোপপাদিতম্ ॥  
তদেবাক্ষলদং কৰ্ম্ম পরমার্থো মতস্তব ।  
মুক্তিসাধনভূতত্বাং পরমার্থো ন সাধনম্ ॥ ২৫ ॥  
ধ্যানকৈবাস্বনো ভূপ পরমার্থার্থশক্তিতম্ ।

পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান ; সুতরাং পুত্র  
পরমার্থ নহে । রাজ্যাদিপ্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা  
নানা স্থলে উক্ত হয় । এই বলিয়া যদি “রাজ্যই  
পরমার্থ হয়” ইহা বল ; তাহাও বলা যায় না,  
কারণ রাজ্যাদির উৎপত্তি এবং বিনাশ রহি-  
য়াছে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে । ১১—২০ ।  
ঋক্‌ যজুঃ সাম দ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কৰ্ম্মই  
যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার  
বিষয়ে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর । হে নৃপ !  
প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, মুক্তিকারূপ  
কারণ হইতে নিষ্পন্ন—যে ঘটাদিকার্য, তাহা  
কারণানুগত বলিয়া মুক্তিকার্ম্মই হইয়া থাকে ।  
এইরূপ, অনিত্য সমিধ, দ্ব্যত, কুশ প্রভৃতি দ্রব্য  
দ্বারা নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য, তাহা অনিত্য  
হইবে, তাহার সন্দেহ কি ? সেই স্বর্গাদি ফল,  
বিনাশী ; কারণ, তাহার কারণ-ক্ষল বিনাশী  
দ্রব্য । সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে, যেহেতু  
পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া  
স্বীকার করেন । যদি ফলহীন কৰ্ম্মই তোমার  
মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব ; কারণ  
তাদৃশ কৰ্ম্ম, মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং  
‘অক্ষল কৰ্ম্মই তাহা হইল না, এবং তাহা  
নিরপেক্ষও নহে ; সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে ।  
হে ভূপ ! যদি বল, দেখাদি হইতে ভিন্ন-রূপে

ভেদকারি পরেভাস্ত পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥ ২৬ ॥  
পরমাস্বান্নান্যোর্থোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে ।  
মিথ্যেতদগত্ৰব্যং হি নৈতি তদ্রব্যতাং যতঃ ॥ ২৭ ॥  
তস্মাচ্ছ্রোয়াংশ্চশেষাণি নূপৈতানি ন সংশয়ঃ ।  
পরমার্থস্ত ভূপাল সংক্ষেপাং প্রয়ত্যাং মম ॥ ২৮ ॥  
একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ  
জন্মবুদ্ধাদিরহিত আত্মা সর্বগুতোহব্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥  
পরজ্ঞানময়োহসন্তিনীর্মাভাত্যাদিভির্বিভূঃ ।  
স যোগবান যুক্তোহভূত্বেব পাথিব যোজ্যতে ॥ ৩০ ॥  
তস্মাস্তপসদেহেহু সতোহপ্যেকময়ং হি যৎ ।  
বিজ্ঞানং পরমার্থোহসৌ বৈতিনোহতদ্বদর্শিনঃ ॥ ৩১ ॥

আত্মার বিচার করিয়া তাঁহার ধ্যানই পরমার্থ ;  
তাহাও হইতে পারে না ; কারণ এবশ্রকার  
ধ্যান, দেহ হইতে আত্মার ভেদকারী ; কিন্তু  
পরমার্থ ভেদবিশিষ্ট নহেন । কারণ শ্রুতি  
বলিতেছেন, একমেবাদ্বিতীয়ম্ ( অর্থাৎ তিনি  
একই এবং সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ  
শূন্য ) । উপাসনা দ্বারা জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার  
অভেদস্বরূপ যোগই পরমার্থ,—এই কথা যদি  
বল, তাহাও নয় । কারণ পূর্বেবাক্যটি মিথ্যা-  
ভূত, অগ্রবস্ত অপূর্ববস্তর সহিত মিলিত হইয়া  
এক হয় না ; এই হেতু জীবাশ্মা যদি পরমাশ্মা  
হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ে একতা অসম্ভব ।  
এই যে সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম,  
ইহা আপেক্ষিক শ্রেয়ঃ হইতে পারে বটে, কিন্তু  
পরমার্থ নহে । হে ভূপাল ! এক্ষণে পরমার্থ  
কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।  
আত্মা,—সর্বত্রই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ব-  
কালেই একরূপ, বিশুদ্ধ, নির্গুণ এবং প্রকৃতি  
হইতে পৃথক্ । তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি  
অবিনাশী । তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব-  
ব্যাপক । অবিদ্যাপ্রপঞ্চ নামজাত্যাদির সহিত  
তাঁহায় যোগ হয় নাই, হইবে না ও হইতেছে  
না । তিনি, আত্মদেহে ও পরদেহে অবিজিন্ন  
ভাবে বিদ্যমান,—এই প্রকার যে বিশেষরূপে  
জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ । . মহারাজ ! বাহারা

বেগুজ্জ্বলিতেন ভেদঃ যদুজ্জ্বলিতঃ ।

অভেদব্যাপিনো ব্যায়ান্তথা তস্ত মহাস্বনঃ ॥ ৩২

একং রূপভেদং বাহকং প্রবৃত্তিজঃ ।

দেবাদিভেদং ধ্বংসস্তে নান্ত্যেবাবরণে হি সঃ ॥ ৩৩

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তে মৌনিনঃ ভূয়শ্চিন্তয়ানং মহীপতিম্ ।

প্রত্যাচাখ বিপ্রোহসাবধৈতান্তগতাং কথাম্ ॥ ১

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শ্রয়তাং নৃপশাদূল যদৌতং ঋতুণা পুরা ।

অববোধং জনয়তা নিদাষস্ত মহাস্বনঃ ॥ ২

দৈতবাদী, তাহার। ভ্রান্ত । অভিন্ন এবং ব্যাপক—একবায়ু যেরূপ বেগুগত রক্তাদিভেদে যদজ ঋষভ গান্ধারাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, বস্তুতঃ অভিন্ন—একই থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলেও, এক এবং সর্বব্যাপক ভাবেই অবস্থিত । আত্মার যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল আত্মভিন্ন দেহাদির কৰ্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন । আবার দেহাদিভেদ অপধ্বস্ত হইলে, সে বহুরূপস্থ থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মাত্রে অবস্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না । ২১—৩৩ ।

দ্বিতীয়াংশে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—এই কথা বলায়, মহীপতি মৌলী হইয়া, চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পুনর্বার অদ্বৈতবাদসম্বন্ধিনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালে ঋতু, মহাত্মা নিদাষের

ঋতুর্নামাভবং পূজো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

বিজ্ঞাততত্ত্বসম্ভাবো নিসর্গাদেব ভূপতে ॥ ৩

তস্ত শিষ্যো নিদাষোহভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা ।

প্রাদাদশেববিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়া মুখা ॥ ৪

অবাগুজ্ঞানতত্ত্বস্ত ন তস্তাদ্বৈতবাসনাম্ ।

স ঋতুস্তকর্যামাস নিদাষস্ত নরেশ্বর ॥ ৫

দেবিকায়ান্তটে বীরনগরং নাম বৈ পুরম্ ।

সমৃদ্ধমতিরম্যঞ্চ পুলস্ত্যেন নিবেশিতম্ ॥ ৬

রম্যোপবনপর্যন্তে স তস্মিন্ পাথিবোত্তম ।

নিদাষো নাম যোগজ্ঞ ঋতুশিষ্যোহবসং পুরা ॥ ৭

দিব্যে বর্ষসহস্রে তু সমতীতেহস্ত তং পুরম্ ।

জগাম স ঋতুঃ শিষ্যং নিদাষমবলোককঃ ॥ ৮

স তস্ত বৈখন্দেবাস্তে দ্বারালোকনগোচরে ।

গৃহীতার্থো নিজবেশ্য প্রবেশিতঃ ॥ ৯

জ্ঞান জন্মাইবার জন্ত যে সকল কথা বলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ঋতু নামে এক পুত্র হয় । হে ভূপতে ! ঐ ঋতু স্বভাবতই সকল তত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন । পূর্বে পুলস্ত্যতনয় নিদাষ তাঁহার শিষ্য হন । তিনিও অতিশয় আনন্দের সহিত নিদাষকে অশেষবিধ জ্ঞান প্রদান করেন । হে নরেশ্বর ! নিদাষ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান হইলেও তাঁহার এখনও অদ্বৈতবাসনা হয় নাই, ঋতু ইহা জানিতে পারিলেন । পুলস্ত্য-প্রতিষ্ঠিত, বীরনগর নামে এক পুর ছিল । ঐ পুর অতি মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী এবং দেবিকা নামে নদীতটে অবস্থিত ছিল । সেই মনোহর উপবনযুক্ত বীরনগরের প্রাক্তভাগে যোগজ্ঞ, ঋতুশিষ্য নিদাষ পূর্বে বাস করিতেন । দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই ঋতু—শিষ্য-নিদাষ কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্ত অতিথিরূপে বীরনগরে গমন করিলেন । বৈখন্দেব-কর্ম সমাপনান্তে, নিদাষ দ্বারদেশে অতিথি প্রত্যাশায়, অবলোকন করিতে গিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং অর্ধ্য-প্রদানপূর্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাই-

প্রজ্জালিতাঙ্গি পানিক কৃত্যকনপরিগ্রহম্ ।

উবাচ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥ ১০

ঋতুরবাচ ।

ভো বিপ্রবর্ষ্য ভোক্তব্যং যদন্নং ভবতো গৃহে ।

তং কথ্যতাং কদম্নেয়ং ন প্রীতিঃ সততং মনঃ ॥ ১১

নিদাষ উবাচ

ভক্ত্যাবকবাবাট্যানামপূপানাক মে গৃহে ।

যত্রোচতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তং ত্বং ভুজ্জ যথেক্ষয়া ॥ ১২

ঋতুরবাচ ।

কদম্নানি দ্বিজৈতানি মৃষ্টমন্নং প্রযচ্ছ মে ।

সংযাবপায়সাদীনি ব্রহ্মদণিগতবন্তি চ ॥ ১৩

নিদাষ উবাচ

হে হে শালিনি মকোহে যং কিঞ্চিদতিশোভনম্ ।

ভক্ষ্যোপসাধনং মৃষ্টং ভেনোন্মন্নং প্রসাধুয় ॥ ১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ইতুক্তো তেন সা পত্নী মৃষ্টমন্নং দ্বিজস্ত যং ।

লেন । ঋতু, হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়। আসন পরিগ্রহ করিলেন দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিদাষ আদরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি আহার করুন ।” ১—১০ । তখন ঋতু কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! আপনার গৃহে ভোক্তব্য যে অন্ন আছে, তাহা বর্ণন কর ; কারণ ক্লান্ত অন্ন আমার কখনই প্রীতি হয় না । নিদাষ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার গৃহে ভক্ত, যাবক, (যবনির্মিত খাদ্য বিশেষ) কন্দ-ফলমূলাদি এবং অপূপাদি আছে ; ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে রুচি হয়, আপনি তাহাই ভোজন করুন । ঋতু কহিলেন, হে দ্বিজ ! তুমি যাহার নাম করিলে, ঐ সকল অন্ন কদম্ন, আহার-যোগ্য নহে । তুমি আমাকে মৃষ্ট অন্ন, সংযাব, পায়স, ঘন ভিন্ন দধি এবং ফাণিত (গোড়ী) প্রভৃতি দান কর । নিদাষ তখন নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শোভনে ! আমার যাহা কিছু অতিশোভন, মধুর, ভক্ষ্যোপসাধন আছে, তাহা দ্বারা ইহার অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও । ব্রাহ্মণ কহিলেন,— হে রাজন ! নিদাষ, গৃহিণীকে এই কথা

প্রসাধিতবতী তদ্বৈ ভর্তৃবর্চনমগৌরবাং ॥ ১৫

তং ভুক্তবস্তমিচ্ছাতো মৃষ্টমন্নং মহামুনিম্ ।

নিদাষঃ প্রাহ ভূপাল প্রশ্রয়াবনতস্থিতঃ ॥ ১৬

নিদাষ উবাচ ।

অপি তে পরয়া তৃপ্তিরূপমা তৃষ্টিরেব চ ।

অপি তে মানসং স্বস্থমাহারেণ কৃতং দ্বিজ ॥ ১৭

ক নিবাসো ভবান্ বিপ্র ক চ গন্তং সমুদ্যতঃ ।

আগম্যতে চ ভবতা যতস্তচ্চ দ্বিজোচ্যতাম্ ॥ ১৮

ঋতুরবাচ ।

ক্ষুদ্যস্ত তস্ত ভুক্তেহম্নে তৃপ্তির্ব্রাহ্মণ জায়তে ।

ন মে স্ত্রুমাভবৎ তৃপ্তিঃ কস্মাচ্চাপি পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৯

বহিনা পার্থিবে ধাতো কয়িতে স্তুং সমুদ্ভবঃ ।

ভবত্যন্তসি চ ক্ষৌণে নৃণাং তৃড়পি জায়তে ॥ ২০

সুত্ববো দেহধর্ম্মাখ্যে ন মমৈতে যতো দ্বিজ ।

ততঃ স্তুং সম্ভবাতাবাং তৃপ্তিরন্ত্যেব মে সদা ॥ ২১

বলিলে, তাঁহার গৃহিণী ভর্তার বাক্যে গৌরব-প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণের যথোক্ত অন্নসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন । হে নৃপ ! অনন্তর মহামুনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সেই মৃষ্ট-অন্ন আহার করিলে পরে, নিদাষ বিনয়বনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে দ্বিজ ! আহার করিয়া আপনার পরমতৃপ্তি হইয়াছে ত ? আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ত ? আর আপনার মন স্তুষ্ট হইয়াছে ত ? হে বিপ্র ! আপনার নিবাস কোথা ? আপনি কোথায় বা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন ? হে দ্বিজ ! এখানেই বা আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? ঋতু কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! যাহার ক্ষুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃপ্তি হইয়া থাকে ! আমার ক্ষুধাও নাই, সুতরাং তন্নিকৃতি-জ্ঞাত তৃপ্তিও হয় নাই । তবে কেন, এই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? অগ্নি, পার্থিবধাতু ক্ষয় করিলে, ক্ষুধার উৎপত্তি হয় এবং জল ক্ষয় হইলে, মনুষ্যদিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে । ১১—২০ । ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম্ম,—ইহা আমার নহে ; সুতরাং ক্ষুধার সন্তা-

মনসঃ স্বস্থতা তুষ্টিশ্চিন্তাধ্বনিমো বিজ্ঞ ।  
 চেতসো যন্ত তং পৃথু পুমানেন্ভিন্নবুজ্যতে ॥ ২২  
 ক নিবাসন্তবেতু্যক্তং ক গন্তাসি চ যং তুয়া ।  
 কৃতচাগম্যতে তত্র ত্রিভয়েহপি নিবোধ মে ॥ ২৬  
 পুমান্ সৰ্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ ।  
 কৃতঃ কুত্র ক গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবং কথম্ ॥ ২৪  
 নাহং গন্তা ন চাগন্তা নৈকদেশনিকেতনঃ ॥  
 ত্বজ্ঞাতো চ ন চ ত্বং ত্বং নান্তো নৈবাহমপ্যহম্ ॥ ২৫  
 মৃষ্টং ন মৃষ্টমপোষা জিজ্ঞাসা মে কৃতা ভব ।  
 কিং বক্ষ্যসীতি তত্রাপি শ্রয়তাং বিজ্ঞসন্তম ॥ ২৬

বনা না থাকায় আমি সর্বদাই পরিতৃপ্ত \*  
 আছি। এই চিন্তাধ্বন্য স্বস্থতা এবং তুষ্টি;  
 ইহার মনে থাকে; সুতরাং যাহার ধর্ম তাহাকে  
 জিজ্ঞাসা কর; পুরুষের (আত্মার) সহিত  
 ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মা ইহাতে  
 যুক্তও নন। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা  
 করিলে, ‘তোমার গৃহ কোথায়? কোথায়  
 যাইতেছ? এবং কোথা হইতে বা এখানে  
 আসিলে’?—এই তিন কথারই উত্তর আমার  
 কাছে শ্রবণ কর। পুরুষ আকাশের স্তায় যখন  
 সকল স্থলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহার  
 উদ্দেশে, “কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা  
 যাইবে” এই সকল প্রবৃত্ত-বাক্যের কি কোন  
 প্রকার অর্থ সম্ভব হয়? আমি কোন স্থলেই  
 গমন, বা কোন স্থল হইতে আগমন করি  
 না,—একটীমাত্র নির্দিষ্ট স্থলে আমার স্থিতি  
 নহে। যাহাদের একদেশস্থ বলিয়া বিবেচনা  
 কর, তাহার বা তুমি বাস্তবিক তাদৃশ নহ।  
 তুমি আমাকে যে প্রকার দেখিতেছ, বা আমি  
 তোমাকে যে প্রকার দেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি  
 বা আমি সে প্রকার নহি। আমি বাস্তবিক  
 তোমার নিকট মধুর অন্নের প্রার্থনা করি  
 নাই; কেবল আমি মধুর প্রার্থনা করিলে,

\* এস্থলে, ক্ষুধাজন্ত দুঃখাভাব, পরিতৃপ্তি  
 পদের লক্ষ্য কারণ; আত্মার তৃপ্তির কোন গুণ  
 এই মতে স্বীকৃত নহে।

কিমম্বাষধবা মৃষ্টং ত্বজ্ঞাতোহস্মৎ বিজ্ঞোত্তম ।  
 মৃষ্টমেব যদামৃষ্টং তদৈবোদ্বোধকারণম্ ॥ ২৭  
 অমৃষ্টং জায়তে মৃষ্টঃ মৃষ্টাহুবিজতে জনঃ ।  
 আদিমধ্যাবসানেষু কিমন্মং রুচিকারকম্ ॥ ২৮  
 মৃন্ময়ং হি গৃহং যদ্বদ্বদা লিপ্তং স্থিরং ভবেৎ ।  
 পার্থিবোহয়ং তথা দেহঃ পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ ॥  
 যবগোধূমমৃদাদি ঘৃতং তৈলং পয়ো দধি ।  
 গুড়ং ফলাদীনি তথা পার্থিবাঃ পরমাণবঃ ॥ ৩০  
 তদেতত্ত্ববতা জ্ঞাত্বা মৃষ্টামৃষ্টবিচারি যং ।  
 তন্ময়ঃ সমতালসি কার্যং সাম্যং হি মুক্তয়ে ॥ ৩১  
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্ত পরমার্থপ্রিতং নৃপ ।  
 প্রণিপত্য মহাভাগো নিদাষো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২  
 নিদাষ উবাচ ।  
 প্রসীদ মদ্বিতার্থায় কথ্যতাং বহুমাগতঃ ।

তুমি কি উত্তর দাও তাহা শুনিবার জন্য ঐ  
 প্রকার বলিয়াছিলাম। ভোজন-কারীর স্বাদ  
 বা অস্বাদ অঙ্গে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,  
 কিন্তু তোমাদের মধুর রসই অস্বাদ হয়,—  
 ইহাই উদ্বেগের কারণ। আশ্চর্য দেখ, কাল-  
 বশে, কুংসিত অন্নই মধুর হয়; আবার কাল-  
 ক্রমে মধুর অন্ন দ্বারাই মনুষ্যের উদ্বেগ জন্মে।  
 বল দেখি, এমন কোন্ অন্ন আছে, যাহা প্রথমে  
 মধ্যে ও শেষে রুচিকারক? মৃন্ময়গৃহে যেমন  
 মৃত্তিকা লেপ করিলে, ঐ গৃহ স্থিরভাবে থাকে,  
 সেইরূপ পার্থিবদেহ পার্থিব পরমাণুসমষ্টি দ্বারা  
 আলিপ্ত হইয়া স্থির হয়। যব, গোধূম, মৃদা  
 আদি, ঘৃত, তৈল, পয়ো দধি, গুড় ও ফল প্রভৃতি  
 ইহার সর্বসই পার্থিব পরমাণুসমষ্টি, সুতরাং  
 স্বাদুত্ব বা অস্বাদুত্ব সকলেরই সমান। তুমি এই  
 সকল জানিয়া মৃষ্টামৃষ্ট বিচারকারী মনকে,  
 সমতালবহী কর। কারণ সাম্য-জ্ঞানই মুক্তির  
 কারণ। ২১—৩১। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—  
 হে নৃপ! মহাভাগ নিদাষ এই প্রকার পরমার্থ-  
 যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋতুকে প্রণাম পূর্বসর  
 বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে বিজ্ঞ! আপনি  
 প্রসন্ন হউন, মঙ্গলের জন্য আপনি এখানে

নষ্টো মোহন্তব্যাক্যং বচাংস্তেজানি মে দ্বিজ ॥ ৩৩

ঋতুরবাচ ।

ঋতুরস্মি তবাচার্য্যঃ প্রজ্ঞানানায় তে দ্বিজ ।

ইহাগতোহহং যাত্ৰামি পরমার্থভাবোদিতঃ ॥ ৩৪

এবমেকমিদং বিদ্ধি ন ভেদি সকলং জগৎ ।

বাসুদেবাভিধেয়স্ত স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

তথৈতুত্বা নিদায়েন প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।

পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা ইচ্ছাতঃ প্রযথাকৃত্ত্বঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ঋতুর্ভবসহস্রে তু সমভীতে নরেশ্বর ।

নিদাষ জ্ঞানদানায় তদেব নগরং যযৌ ॥ ১

আসিয়াছেন, তাহার সন্মেলন নাই। আপনি কে? আপনার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল। ঋতু কহিলেন,— হে দ্বিজ! আমার নাম ঋতু, আমি তোমার আচার্য্য। তোমার প্রজ্ঞা-দানের জন্ত এখানে আসিয়াছি। এই তোমার নিকট পরমার্থও কহিলাম। এই নিখিল জগৎকে, এক এবং বাসুদেবাখ্য পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিও; ইহাতে ভেদজ্ঞান করিও না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তখন নিদাষ পরম ভক্তিসহকারে “তাহাই করিব” এই কথা বলিয়া প্রণিপাত-পূর্বক তাঁহার পূজা করিলে, সেই ঋতু ইচ্ছাক্রমে সেখান হইতে গমন করিলেন। ৩২—৩৬।

দ্বিতীয় অংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নরেশ্বর! এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋতু, নিদাষকে জ্ঞানদানের জন্ত, পুনর্ব্বার সেই নগরে গমন করি-

নগরস্ত বহিঃ সোহং নিদাষং দৃষ্টে মুনিঃ ।

মহাবলপরীবারে পুরং বিশতি পার্থিবে ॥ ২

দূরে স্থিতং মহাভাগং জনসম্মদবর্জ্জকম্ ।

সুখং কামকর্ষমায়ান্তমরণ্যং সমমিত্ৰকুশলম্ ॥ ৩

দৃষ্ট্বা নিদাষং স ঋতুরূপগম্যাভিগত্য চ ।

উবাচ কন্যাদেবকান্তে স্বীয়তে ভবতা দ্বিজ ॥ ৪

নিদাষ উবাচ ।

ভো বিপ্র জনসম্মদে মহানেষ জনেশ্বরে ।

প্রণিবিক্ষৌ পুরং রম্যং তেনাত্র স্বীয়তে ময়া ॥ ৫

ঋতুরবাচ ।

নরাধিপোহত্র কতমঃ কতমশ্চতরো জনঃ ।

কথ্যতাং মে দ্বিজশ্রেষ্ঠমভিজ্ঞাতো মতো মম ॥ ৬

নিদাষ উবাচ ।

যোহয়ং গজেন্দ্রমুখস্তমদ্রিশ্চসমুচ্ছিতম্ ।

অধিরূঢ়ো নরেন্দ্রোহয়ং পরলোকস্তথৈতরঃ ॥ ৭

লেন। মুনী ঋতু দেখিলেন যে, তৎকালে মহতী সেনা সমভিযাহারে নরপতি, নগরে প্রবেশ করিতেছেন; কিন্তু নিদাষ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। আরও দেখিলেন, নিদাষ লোকসমূহের সম্মদন পরিহারপূর্ব্বক দূরে গিয়াছিলেন, কিন্তু সমিত্রকুশলি আহরণ-পূর্ব্বক, এক্ষণে সুখায় ক্রীড়কর্ত্ত হইয়া আগমন করিতেছেন। তখন ঋতু এই প্রকার অবলোকন করত নিদাষের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাदनপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি কেন একান্তে (নির্জনে) অবস্থান করিতেছ? নিদাষ কহিলেন,—হে বিপ্র! এই নৃপতি নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই-জন্ত বহুলোকের সম্মদ উপস্থিত, সেই কারণে আমি এখানে অবস্থিতি করিতেছি। ঋতু কহিলেন, ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? আর কোন্ ব্যক্তি বা ইতর?—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহার উত্তর দাও; আমার বোধ হইতেছে, তুমি সকল জান। নিদাষ কহিলেন, এই উন্নত-পর্ব্বত শৃঙ্গের শ্রায় উন্নত গজেন্দ্রের উপর যিনি অধিরূঢ়, তিনিই নরেন্দ্র; আর আর যাহারা



ঋতুরবাচ ।

এতৌ হি গজরাজানৌ যুগপৎ দর্শিতৌ মম ।  
ভবতা ন বিশেষণ পৃথক্চিহ্নোপলক্ষণৌ ॥ ৮  
তং কথ্যতাং মহাভাগ বিশেষো ভবতানয়োঃ ।  
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং কোহত্র গজঃ কো বা নরাধিপঃ ॥

নিদাষ উবাচ ।

গজৌ যোহয়মধো ব্রহ্মন্ উপর্য্যস্তৈব ভূপতিঃ ।  
বাহবাহকসংস্কং কো ন জানাতি বৈ দ্বিজ ॥ ১০

ঋতুরবাচ ।

জানাম্যহং যথা ব্রহ্মস্তুত্বা মামববোধয় ।  
অধঃশকনিগদ্যং কিং কিংকৌর্দ্ধমভিধীয়তে ॥ ১১

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সহস্রাক্ষ নিদাষঃ প্রাহ তমুভূম ।  
ক্রয়তাং কথয়াম্যেব যস্মাং ত্বং পরিপূহসি ॥ ১২

রহিয়াছে, তাহারা রাজা নয় । ঋতু কহিলেন, গজ এবং রাজাকে তুমি এককালে দর্শন করাইলে, কিন্তু এই দুয়ের, বিশেষরূপে কোন পৃথক্চিহ্ন দেখাইলে না । হে মহাভাগ! সেই জন্ত এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া বল, ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? ঐটাই বা কে? নিদাষ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে নিম্নে রহিয়াছে, উহা গজ, আর ঐ উপরে যিনি রহিয়াছেন,—তিনি ভূপতি । হে দ্বিজ! বাহ এবং বাহকের সম্বন্ধ কে না জানে? ১—১০ । ঋতু কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি যে প্রকারে জানিতে সক্ষম হই, সেইরূপেই আমাকে বুঝাইয়া দাও যে, অধঃশকে বা কি বুঝায় আর উর্দ্ধ শকেই বা কি বুঝায়? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ঋতু এই কথা বলিলে, নিদাষ-সহসা তাঁহার উপর আরোহণ করিয়া কহিলেন, আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর । এই উপরে যেন আমি রাজা, আর অধোদেশে তুমি যেন হস্তী । হে ব্রহ্মন্! তোমাকে বুঝাইবার জন্ত আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম । তখন ঋতু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি রাজার সদৃশই হইলে, আর আমি যদি গজের তুল্য হইলাম—তবে আমার নিকট বল, তুমিই বা

উপর্য্যাহং যথা রাজা হিমধঃ কুপ্পরৌ যথা ।

অববোধায় তে ব্রহ্মন্ দৃষ্টান্তৌ দর্শিতৌ ময়া ॥ ১৩

ঋতুরবাচ ।

ত্বং রাজেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্থিতোহহং গজবদ্যদি ।

তদেতং ত্বং সমাচক্ষ কতমন্তুমহং তথা ॥ ১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সত্ত্বরং তত্ত্ব প্রগৃহ চরণাবুভৌ ।

নিদাষঃ প্রাহ ভগবানার্চাধ্যক্ষমুভূহ বম্ ॥ ১৫

নাভ্যস্তাংদৈতসংস্কার-সংস্কৃতং মানসং তথা ।

যথার্চাধ্যক্ষ তেন ত্বাং মন্ত্রে প্রাপ্তুমহং গুরুম্ ॥ ১৬

ঋতুরবাচ ।

তবোপদেশদানায় পূর্ব্বশ্রবণাদৃতঃ ।

গুরুস্তেহহমুভূনামা নিদাষ সমুপাগতঃ ॥ ১৭

তদেতদুপদিষ্টং তে সংক্ষেপেণ মহামতে ।

পরমার্থসারভূতং যদবৈতমশেষতঃ ॥ ১৮

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এবমুক্তা যথৌ বিব্রান নিদাষং স ঋতুর্গুরুঃ ।

নিদাষোহপ্যুপদেশেন তেনাদৈতপরোহভবৎ ॥ ১৯

সর্ব্বভূতাত্ত্বভেদেন সদৃশে স তদাশ্রয়নঃ ।

কে? আর আমি বা কে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ঋতু এই কথা বলিলে, নিদাষ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার আচার্য্য ভগবান্ ঋতু । আমার আচার্য্যের মন যেমন স্নেহিত সংস্কারে সংস্কৃত, এমন আর কাহারও নয়; অতএব আমি বিবেচনা করিতেছি, আপনি আমার গুরুই উপস্থিত হইয়াছেন । ঋতু কহিলেন,—হে নিদাষ! পূর্ব্বে তোমায় সেবায় অত্যন্ত আদরযুক্ত ছিলাম, এ নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিবার জন্তই আসিয়াছি, আমি বাস্তবিকই তোমার গুরু ঋতু । হে মহামতে! এই সংক্ষেপে তোমার প্রতি উপদেশ যে, “সকল বস্তুতেই পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানই পরমার্থ এবং সারভূত” । ১১—১৮ । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! গুরু ঋতু, নিদাষকে এই কথা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, নিদাষও সেই উপদেশ-বলে, অবৈত ভাব প্রাপ্ত

যথা ব্রহ্মপরো মুক্তিমবাপ' পরমাং দ্বিজঃ ॥ ২০  
তথা তুমপি ধর্মজ্ঞ তুল্যাত্মরিপুবান্ধবঃ ।  
ভব সর্বগতং জানন্ আত্মানমবনীপতে ॥ ২১  
সিডনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে ন্নতঃ ।  
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২২  
একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ  
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোহগ্ন্যং ।  
সোহহং স চ ত্বং স চ সর্বমেতৎ  
আত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্ ॥ ২৩  
পরাশর উবাচ ।

ইতীরিতস্তেন স রাজবর্ধা-  
স্তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ ।

হইলেন। যেমন ব্রহ্মপর দ্বিজ নিলাব, সকল  
ভূতকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিয়া পরম  
মোক্ষপাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে অবনীপতে! হে  
ধর্মজ্ঞ! তুমিও সেইরূপ আত্মা, রিপু ও  
বান্ধবাদিতে সমজ্ঞান করত সর্বগত আত্মার  
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও। আকাশ  
যেমন এক হইলেও কখন নীল, কখন বা সিত-  
রূপে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ ভ্রান্তদর্শিগণও এক  
আত্মাকে উপাধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া  
থাকে। সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক; জগতে  
যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ;  
সেই আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই।  
তুমি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ; যাহা কিছু  
পদার্থ আছে, সকলই আত্মস্বরূপ; ভেদমোহ

স চাপি জাতিস্মরণাশ্রবোধ-  
স্তত্রৈব জন্মগ্নপবর্গমাপ ॥ ২৪  
ইতি ভরতনরেন্দ্রবৃন্দসারং  
কথয়তি যশ চ শৃণোতি ভক্তিসুভক্তঃ ।  
স বিমলমত্তিরিতি নাস্ত্রমোহং  
ভবতি চ সংস্মরণেষু ভক্তিব্যাগাঃ ॥ ২৫  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে  
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

পরিত্যাগ কর। পরাশর কহিলেন,—সেই  
ব্রাহ্মণ, রাজশ্রেষ্ঠ সৌবীরকে এই প্রকার  
জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, রাজা পরমার্থ দর্শন-  
পূর্বক ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন। আর  
সেই ব্রাহ্মণও পূর্বজন্মস্মরণে জ্ঞানলাভ করিয়া  
সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করিলেন। এই ভরত  
নরপতির সার বৃত্তান্ত যিনি ভক্তিসহকারে পাঠ  
বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার মতি প্রসন্ন হইবে,  
কখন আত্মমোহ উপস্থিত হইবে না এবং  
সেই ভক্তপ্রধান ব্যক্তি, লোকের স্মরণীয়  
হইবেন। ১৯—২৫।

দ্বিতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত !

# বিষ্ণুপুরাণম্

তৃতীয়াংশঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ

কথিতা গুরুণা সম্যক্ ভূসমুদ্রাদিসংস্থিতিঃ ।  
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং জ্যোতিষামপি বিস্তরাং ॥ ১  
বেদাদীনাং তথা সৃষ্টিঋষীণামপি বর্ণিতা ।  
চাতুৰ্ব্বর্ণ্যস্ত চোৎপত্তিস্তিৰ্য্যগ্‌যোনিগতস্ত চ ॥ ২  
ঋবপ্রহ্লাদচরিতং বিস্তরাচ্চ ত্রয়োদিতম্ ।  
মৰুন্তরাণ্যশেষাণি শ্রোতুমিচ্ছাম্যনুক্রেমাং ॥ ৩  
মৰুন্তরাধিপাংশ্চৈব শক্রেদেবপুরোগমান্ ।

প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি মদীয় গুরু-  
স্বরূপ ; আপনি আমার সকাশে পৃথিবী-সমুদ্রা-  
দির সংস্থিতি, সূর্য্য-চন্দ্রাদির এবং জ্যোতির্মণ্ড-  
লের সংস্থান বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। দেব-  
প্রভৃতির ও ঋষিগণের সৃষ্টি, চাতুৰ্ব্বর্ণ্যের ও  
তির্য্যক্ যোনিগত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং  
ঋব-প্রহ্লাদচরিত, আপনি বিস্তারিতরূপে বলিয়া-  
ছেন। হে গুরুদেব ! ইচ্ছা করি যে, আপনি  
অশেষ মৰুন্তর এবং শক্রেদেব প্রভৃতি সমুদায়  
মৰুন্তরাধিপের বিবরণ অনুক্রমে বলেন, আমি

ভবতা কথিতানেতান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং পুরো ॥ ৪

পরশর উবাচ ।

অতীতানাগতানীহ যানি মৰুন্তরাণি বৈ ।  
তত্ত্বং ভবতে সম্যক্ কথ্যামি যথাক্রমম্ ॥ ৫  
স্বায়ত্ত্ববো মনুঃ পুর্ব্বো মনুঃ স্বারোচিষস্তথা ।  
ঔত্তমিঙ্গামসশ্চৈব রৈবতশ্চানুশস্তথা ॥ ৬  
যড়েতে মনবোহতীতাঃ সাপ্তাতত্ত্ব রবেঃ সূতাঃ ।  
বৈবস্বতোহয়ং যশ্চৈতৎ সপ্তমং বর্ততেহন্তরম্ ॥ ৭  
স্বায়ত্ত্ববস্ত কথিতং কল্পাদাবস্তরং ময়া ।  
দেবান্তৰ্ধরশ্চৈব যথাবৎ কথিতা ময়া ॥ ৮

শ্রবণ করি। পরশর কহিলেন, যে সকল মৰু-  
ন্তর অতীত হইয়াছে ও যে সকল মৰুন্তর উপ-  
স্থিত হইবে, সেই সকল আমি তোমার নিকট  
যথাযথ বলিতেছি। প্রথম স্বায়ত্ত্বব মনু, দ্বিতীয়  
স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ঔত্তমি মনু, চতুর্থ তামস  
মনু, পঞ্চম রৈবত মনু এবং ষষ্ঠ চানুশ মনু এই  
ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সূর্য্য-  
তনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুর অধিকার।  
কল্পের আদিতে স্বায়ত্ত্ববনামে যে প্রথম মনু হন,

অত উৰ্জ্জ্ব প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্ত তু ।  
মৰুত্তরাধিপান্ সম্যক্ দেবর্ষীংস্তংসৃত্বাস্তথা ॥ ৯  
পারাবতাঃ সতুষিতা দেবাঃ স্বারোচিষেহস্তরে ।  
বিপশ্চিচ্ছেব দেবেশ্চো মৈত্রেয়স্রীমহাবলঃ ॥ ১০  
উৰ্জ্জ্বঃ স্তম্বস্তথা প্রাণো দন্তোলির্ঋষভস্তথা ।  
নিখরশ্চোর্বরীবান্শ্চ তত্র সপ্তর্ষয়েহভবন ॥ ১১  
চৈত্রকিম্পুকৃষাদ্যাশ্চ সূতাঃ স্বারোচিষস্ত তু ।  
দ্বিতীয়মেতং কথিতমন্তরং শৃণু চোত্তমম্ ॥ ১২  
তৃতীয়ে তন্তরে ব্রহ্মন ঔত্তমির্নাম বো মনুঃ  
সুশান্তির্নাম তত্রেশো মৈত্রেয়সীং সুরেশ্বরঃ ॥ ১৩  
সুধামানস্তথা সত্যঃ শিবাস্তাসন্ প্রতর্দনঃ ।  
বশবর্তিনশ্চ পটঙ্কতে গণা দ্বাদশকাঃ সূতাঃ ॥ ১৪  
বসিষ্ঠতনয়ান্তত্র সপ্তসপ্তর্ষয়োহভবন ।  
অজঃ পরশুদিব্যাদ্যন্তস্তোত্তমিমনোঃ সূতাঃ ॥ ১৫  
তামসস্তান্তরে দেবাঃ সুরূপা হরয়স্তথা ।

তঁহার অধিকার এবং অধিকার-কালে ঐহারা  
দেব ও ঋষি হন, তাহাও যথাক্রমে আমি  
বলিয়াছি। অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর  
এবং সেই সময়ের মৰুত্তরাধিপ-সমূহ, দেব  
ও ঋষিগণ এবং তৎপুত্রাদির বিষয় বলি-  
তেছি। মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মৰুত্তরকালে,  
পারাবতগণ এবং তুষিতগণ দেবতা হন; আর  
মহাবল বিপশ্চিৎ দেবেন্দ্র হন। তৎকালে,  
উৰ্জ্জ্ব, স্তম্ব, প্রাণ, দন্তোলি, ঋষভ, নিখর  
ও উর্বরীবান্,—ইহঁারা সপ্তর্ষি হন। ১—১১।  
স্বারোচিষের তনয়গণের নাম চৈত্র, কিম্পুরুষ  
আদি। তোমার নিকট এই দ্বিতীয় মৰুত্তরের  
কথা कहিলাম। এখন ঔত্তমীয় তৃতীয় মৰু-  
ত্তরের কথা শুন। হে ব্রহ্মন! স্তৃতীয় মৰুত্তরে  
ঔত্তমি নামে মনু ছিলেন। মৈত্রেয়! তৎকালে  
সুশান্তি নামে ইন্দ্র, দেবগণের রাজা হন। সে  
সময় সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দন ও বশবর্তী—  
এই দ্বাদশাশ্রক পঞ্চপ্রকার ছিলেন। এই মৰু-  
ত্তরে সপ্তজন বসিষ্ঠতনয় সপ্তর্ষি হন। এই  
ঔত্তমি মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য  
ইত্যাদি। তামসনামক মৰুত্তরে সুরূপগণ, হরি-  
গণ, সত্যগণ ও সুধীগণ দেবতা হন। ইহঁারা

সত্যশ্চ সুবিয়শ্চৈব সপ্তবিংশতিকা গণাঃ ॥ ১৬  
শিবিরিশ্রস্তথা চাসীচ্ছত্রেজ্ঞোপলক্ষণঃ ।  
সপ্তর্ষয়শ্চ যে তেষাং তত্র নামানি মে শৃণু ॥ ১৭  
জ্যোতির্দ্যামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোহর্ষিবনকস্তথা ।  
পীবরশ্চর্ষয়ো হেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে ॥ ১৮  
নরঃ খ্যাতিঃ শান্তহয়ো জাহ্নুজ্জ্বাদয়স্তথা ।  
পুত্রান্ত তামসস্তাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥ ১৯  
পঞ্চমে চাপি মৈত্রেয় রৈবতো নাম নামতঃ ।  
মহুর্বিভুশ্চ তত্রেশো দেবাশ্চৈবান্তরে শৃণু ॥  
অমিতাভা ভূতরজো-বৈকুণ্ঠাঃ সম্মেধগণাঃ ।  
এতে দেবগণান্তত্র চতুর্দশ চতুর্দশ ॥ ২১  
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরুদ্রবাহস্তথাপরাঃ ।  
বেদবাঃ সুধামা চ পর্জ্যন্তশ্চ মহামুনিঃ ॥ ২২  
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্র তত্রাসন্ রৈবতেহস্তরে ।  
বলবন্ধুঃ স্রসন্তারুঃ সত্যকাত্যশ্চ তৎসুতঃ ॥ ২৩  
নরেশোঃ সুমহাবীৰ্য্যা বভূবুর্মুনিসত্তম ॥ ২৪  
স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা ।

প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক। এই সময়  
শিবি রাজা, শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। এই  
সময়ে ঐহারা সপ্তর্ষি হন, তাহাদের নাম বলি-  
তেছি, শ্রবণ কর। জ্যোতির্দ্যামা, পৃথু, কাব্য,  
চৈত্র, অর্ষি, বনক ও পীবর; ইহঁারা তামস  
মৰুত্তরে সপ্তর্ষি হন। নর, খ্যাতি, শান্ত হয়,  
জাহ্নুজ্জ্ব আদি তামস-মনুর সুমহাবল পুত্রেরা  
রাজা হন। মৈত্রেয়! পঞ্চম মৰুত্তরে রৈবত  
নামে মনু হন। তৎকালে বিভু, ইন্দ্র হন; সে  
সময় ঐহারা দেবতা হন, তাহাদের নাম শ্রবণ  
কর। অমিতাভ, ভূতরজ, স্রমেধগণ, ইহঁারা  
দেবগণ ছিলেন। ইহঁাদের মধ্যে প্রত্যেক গণে  
চতুর্দশ করিয়া দেবতা। হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী,  
উর্জ্জ্বাহ, দেববাহ, সুধামা, পর্জ্যন্ত এবং মহা-  
মুনি; রৈবত মৰুত্তরে ইহঁারা সপ্তর্ষি ছিলেন।  
রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম বলবন্ধু, স্রসন্তারু  
এবং সত্যক প্রভৃতি। হে মুনিসত্তম! ইহঁারা  
সুমহাবীৰ্য্য রাজা হন। ১২—২৪। স্বারোচিষ,  
ঔত্তমি, তামস ও রৈবত,—এই চারিজন মনু

প্রিয়ব্রতাবরা হেতে চছারো মনবন্তথা ॥ ২৫  
 বিষ্ণুস্মারণ্য তপসা স রাজর্ষিঃ প্রিয়ব্রতঃ ।  
 মৰন্তরাধিপানেতান্ লব্ধবানান্নবংশজান্ ॥ ২৬  
 যষ্ঠে মৰন্তরে চাসীচ্চাক্ষুমাখ্যস্তথা মনুঃ ।  
 মনোজবন্তথৈবেন্দ্রো দেবানপি নিবোধ মে ॥ ২৭  
 আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যাস্চ পৃথুগাস্চ দিবৌকসঃ ।  
 মহানুত্বাবা লেখাস্চ পট্টেভেৎপ্যষ্টকা গণাঃ ॥ ২৮  
 সুরমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো মধুঃ ।  
 অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নিস্তি চর্যঃ ॥ ২৯  
 উরুঃ পুরুঃ শতদ্রুমপ্রমুখাঃ স্তমহাবলাঃ ।  
 চাক্ষুষস্ত মনোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপত্যয়োহভবন্ ॥ ৩০  
 বিবস্বতঃ সূতো বিপ্র প্রাক্ষদেবো মহাহ্র্যতিঃ ।  
 মনুঃ সংবর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রত্যং সপ্তমেহন্তরে ॥ ৩১  
 আদিত্য-বহ্ন-রুদ্রাদ্যা দেবাশ্চাত্ত মহামুনে ।  
 পুরুন্দরন্তথৈবাত্র মৈত্রেয় ত্রিদশৈবরঃ ॥ ৩২  
 বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোহথার্জুনমদগ্নিঃ সগৌতমঃ ।  
 বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োহভবন্ ॥ ৩৩

প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্তা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয়বংশে এই মৰন্তরে অধিপতিগণকে লাভ করেন। যষ্ঠ মৰন্তরকালে চাক্ষুষ-নামে মনু হন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারে মনোজব ইন্দ্র হন এবং বাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। আদ্য, প্রসূতা, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ—এই মহানুত্বাব পঞ্চম-গণ তখন দেবতা হন। ইহাঁদের প্রত্যেক আট ব্যক্তিতে এক এক গণ। সেই সময়ে সুরমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু, ইহাঁরা সপ্তর্ষি হন। উরু, পুরু, শত-দ্রুমপ্রমুখ স্তমহাবল, চাক্ষুষ-মনুপুলগণ রাজা হন। হে বিপ্র! এক্ষণে সপ্তম মৰন্তর বিদ্যমান। এক্ষণে সূর্যের পুত্র দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান প্রাক্ষদেব মনু হইয়াছেন। হে মহামুনে! এই বৈবস্বত মৰন্তরকালে আদিত্য, বহ্ন ও রুদ্রগণ দেবতা আছেন। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মৰন্তরে পুরুন্দর দেবগণের অধিপতি। ২৫—৩২। বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি,

ইক্ষাকুশ্চব নাভাগো হুষ্টিঃ শর্ঘ্যাতিরেব চ ।  
 নারিষ্যন্ত্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্দিষ্ট এব চ ॥ ৩৪  
 করুষশ্চ পৃষঙ্গশ্চ বহুমান্ লোকবিশ্রুতঃ ।  
 মনোর্বৈবস্বতশ্চৈভেত নব পুত্রাশ্চ ধার্মিকাস্ ॥ ৩৫  
 বিষ্ণুশক্তিরনোপম্যা সঙ্ঘোদ্রিতা স্থিতৌ স্থিতা ।  
 মৰন্তরেযশেষেধু দেবভূনাধিষ্ঠিত্তি ॥ ৩৬  
 অংশেন তস্ত যজ্ঞেহসৌ যজ্ঞঃ স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ।  
 আকৃত্যাং মানসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমেন্তরে ॥  
 ততঃ পুনঃ স বৈ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেহন্তরে ।  
 তুষিতার্যাং সমুৎপন্নো হজিতস্তম্বিতেঃ সহ ॥ ৩৮  
 ঔত্তমে তন্তরে চৈব তুষিতস্ত পুনঃ স বৈ ।  
 সত্যান্নামভবং সত্যঃ সত্যোঃ সহ সুরোত্তমৈঃ ॥ ৩৯  
 তামসস্তান্তরে চৈব সপ্তাংশে পুনরেব হি ।  
 হর্ঘ্যায়্যাং হরিভিঃ সার্কং হরিরেব বভূব হ ॥ ৪০  
 রৈবতেহপ্যন্তরে দেবঃ সন্তৃত্যাং মানসোহভবৎ ।  
 সন্তৃত্যে রাজসৈঃ সার্কং দেবৈর্দেববরো হরিঃ ॥ ৪১

গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ—ইহাঁরা সপ্তর্ষি। ইক্ষাকু, নাভাগ, হুষ্টি, শর্ঘ্যতি, বিখ্যাত নারিষ্যন্ত, নাভ, করুষ, পৃষঙ্গ ও লোকবিশ্রুত বহুমান—এই নয়টা বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইহাঁরা পরম ধার্মিক, এক্ষণে বিষ্ণুশক্তি, উপমারহিত ও সঙ্ঘোদ্রিত। বিষ্ণুশক্তি হইতেই লোক সকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মৰন্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন। প্রথম স্বায়ত্ত্বব-মৰন্তরকালে আকৃতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ-মৰন্তরকালে উক্ত অজিত মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঔত্তম-মৰন্তরকালে ঐ তুষিত, সুরোত্তম সত্য-গণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করত সত্য নামে বিখ্যাত হন। পরে তামস-মৰন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরি নাম গ্রহণপূর্বক হর্ঘ্যার গর্ভে উৎপন্ন হন। ৩৩—৪০। রৈবত-মৰন্তর সময়ে রাজ-গণের সহিত দেবতাপ্রেষ্ঠ হরি সন্তৃত্যের গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্বক মানস নামে বিখ্যাত হন।

চান্দ্রবে চান্দ্রে দেবো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ ।  
বিকুণ্ঠায়ামসৌ জন্তে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৪২  
মমন্তরে তু সপ্তাপ্তে তথা বৈবস্বতে বিজঃ । \*  
বামনঃ কণ্ঠপাদ্বিহরদিত্যাং সমভূব হ ॥ ৪৩  
ত্রিভিঃ ক্রৈমৈরিমান্ লোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা  
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্ঠকম্ ॥ ৪৪  
ইত্যেতাস্তনবস্তস্ত সপ্তমবস্তরেষু বৈ ।  
সপ্তাথবাভবন বিপ্র যাত্তিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৪৫  
যমাদ্বিংশমিদং সর্কং তস্ত শত্ৰু্য মহাত্মনঃ ।  
তস্যাং স প্রোচ্যতেবিষ্ণুর্বিশেষতোঃ প্রবেশনাং ॥  
সর্কে চ দেবা মনবাঃ সমস্তাঃ  
সপ্তর্ষয়ো যে মনুস্বনবচ ।  
ইন্দ্রেণ যে যদ্বিদ্বিশেষভূতো  
বিষ্ণোরশেষাস্ত বিভূতয়স্তাঃ ॥ ৪৭ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

চান্দ্র-মমন্তরে পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনামক দেব-  
গণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম ধারণ-  
পূর্বক জন্মগ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজ! বৈব-  
স্বত মমন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ মহাত্মা বৈকুণ্ঠ  
বিষ্ণু, কণ্ঠপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে  
জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভুবন  
জয় করিয়া নিকটক কুরত দেবরাজকে তাহা  
প্রদান করেন। হে বিপ্র! সপ্ত মমন্তরে  
বিষ্ণুর এই সপ্তমূর্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা  
রক্ষণ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা নারায়ণের  
শক্তি হইতে এই বিষ্ণু উৎপন্ন এবং সেই শক্তি  
সকল বিষ্ণুই প্রতিষ্ঠ—এইজন্ত তিনি বিষ্ণু  
বলিয়া অভিহিত; প্রবেশার্থক বিশধাতু হইতেই  
বিষ্ণু এই পদটী সাধিত। সকল দেবতা,  
সমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ষি, সমুদায় মনুপুত্র,  
সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র,—ইহারা সকলেই বিষ্ণুর  
প্রসিদ্ধ বিভূতি। ৪১—৪৭।

তৃতীয়াংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

প্রোক্তান্তোতানি ভবতা সপ্ত মমন্তরাণি বৈ ।  
ভবিষ্যাণ্যপি বিপ্রর্ষে! মমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১  
পরশর উবাচ  
স্বর্ঘ্যস্ত পত্নী সংজ্ঞাতা তনয়া বিশ্বকর্মণঃ  
মনুর্ঘামো যমৌ চৈব তদপত্যানি বৈ মূনে ॥ ২  
অসহস্তী তু সা ভর্তৃশ্বেজাচ্ছায়াং যুযাজ বৈ ।  
ভর্তৃঃ শুক্রশ্বেহরণ্যং স্বয়ং তপসে যযৌ ॥ ৩  
সংজ্ঞেয়মিত্যর্থকং চ ছায়ায়ামাত্মজত্রয়ম্ ।  
শনৈশ্চরং মনুষ্কাণ্যং তপতীং চাপ্যভীজনং ॥ ৪  
ছায়াসংজ্ঞো দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা ।  
তদাত্মেয়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদমমর্ঘ্যয়োঃ ॥ ৫  
অতো বিবস্থানাত্ম্যতে তরৈবারণ্যসংস্থিতাম্ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আপনি  
আমার নিকট অতীত সপ্ত-মমন্তরের বিষয় কহি-  
লেন, এখন ভবিষ্য সপ্ত-মমন্তরের আখ্যান  
কীর্জন করুন। পরশর কহিলেন,—বিশ্ব-  
কর্ম্মার সংজ্ঞা নামে এক তনয়কে স্বর্ঘ্য, পত্নী-  
রূপে গ্রহণ করেন। হে মূনে! এই সংজ্ঞার  
গর্ভে, স্বর্ঘ্যের গুণসে মনু, যম ও যমৌ নামে  
তিনটা পুত্র উৎপন্ন হয়। কিছুদিন পরে  
সংজ্ঞা ভর্তার তেজ সহ করিতে না পারিয়া  
ছায়ানামী একটা কন্যাকে স্বামি-শুক্রশ্বায় নিযুক্ত  
করত স্বয়ং তপস্কার্থ অরণ্যে গমন করিলেন।  
ঐ ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপ ছিল। দিবা-  
কর ঐ ছায়ানামী কন্যাকে সংজ্ঞা জ্ঞান  
করিয়া, তাহার গর্ভে হুইটা পুত্র ও  
একটা কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম  
পুত্রটির নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্রটির নাম  
সাবর্ণি মনু; কন্যাটির নাম তপতী। অনন্তর  
একদা ছায়া কুপিতা হইয়া কোন কারণে যমকে  
শাপ দিলেন। তখন যম ও স্বর্ঘ্য উভয়েই  
বুঝিলেন যে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন,  
আর কোন নারী হইবেন। • তখন ছায়া প্রকৃত

সমাধিদৃষ্টা। দদুশে তামধাং তপসি স্থিতাম্ ॥ ৬  
 বাজিরূপধরঃ সোহপি তস্তাং দেবাবধাখিনির্নো ।  
 জনস্মাস রেবন্তং রেতসোহন্তে চ ভাস্করঃ ॥ ৭  
 আনিহ্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ রবিঃ ।  
 তেজসঃ শমনকান্তা বিশ্বকর্মা চকার হ ॥ ৮  
 ভ্রমিমারোপ্য স্বর্যস্ত তস্ত তেজোবিশাতনম্ ।  
 কৃতবানষ্টমং ভাগং ন ব্যশাতত্নতাব্যয়ম্ ॥ ৯  
 যঃ স্বর্যাদেফবৎ তেজঃ শ্যতিতং বিশ্বকর্মাণা ।  
 জাজ্বল্যমানমপতং তত্বমো মুনিসন্তম্ ॥ ১০  
 ত্বষ্টেব তেজসা তেন বিখ্যোচক্রমকল্পয়ৎ ।  
 ত্রিংশূলকৈব রুদ্রস্ত শিবিকাং ধনদস্ত চ ॥ ১১  
 শক্তিঃ শুভস্ত দেবানামশ্রেয়সাৎ যদায়ুধম্ ।  
 তং সর্বং তেজসা তেন বিশ্বকর্মা ব্যবক্রয়ৎ ॥ ১২  
 ছায়াসংজ্ঞাহতো যোহসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মম ।

ব্যাপার প্রকাশ করিলে স্বর্য সমাধি-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্বক তপস্তা করিতেছেন। অনন্তর স্বর্যও অশ্বরূপ ধারণপূর্বক সেই অশ্বরূপিনী সংজ্ঞাতে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটি পুত্র দেব অগ্নি-কুমার বলিয়া কীর্তিত হইলেন। তৃতীয় পুত্রটি রেতের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করাতে রেবন্ত নামে কীর্তিত। ভগবান্ রবি সংজ্ঞাকে পুনর্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। তখন বিশ্বকর্মা স্বর্যের তেজের প্রশমন করিলেন। তিনি স্বর্যকে ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপণপূর্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন; কিন্তু স্বর্যতেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্মা স্বর্য হইতে যে বৈকব-তেজ চাঁচিলেন, সেই জাজ্বল্যমান তেজঃ ভূতলে পতিত হইল। ১—১০। তখন বিশ্বকর্মা, ভূ-পতিত সেই স্বর্যতেজো দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিংশূল, কুবেরের শিবিকা নামে অস্ত্র প্রস্তুত করিলেন এবং তিনি ঐ তেজ দ্বারা কাক্তিকের শক্তি ও অগ্ন্যাত দেবতাগণের অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিলেন। ছায়ায় গর্ভে স্বর্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি

পূর্বজস্ত সর্বগেহসৌ সাবর্ণিন্তেন চোচাতে ॥ ১৩  
 তস্ত মনন্তরং হেতুঃ সাবর্ণকমখাষ্টমম্ ।  
 তং শৃণু মহাভাগ ভবিষ্যৎ কথয়ামি তে ॥ ১৪  
 সাবর্ণিস্ত মনুর্দোহসৌ মৈত্রেয় ভবিতা ততঃ ।  
 সূতপাচামিতাভাচ মুখ্যাচাপি তদা সুরাঃ ॥ ১৫  
 তেষাং গবন্ত দেবান্ মৈকৈকৌ বিংশকঃ সূতঃ ।  
 সপ্তযানপি বক্ষ্যামি ভবিষ্যামুনিসন্তম ॥ ১৬  
 দীপ্তিমান্ গালবো রামঃ কৃপো দৌমিস্তথাপরঃ ।  
 মংপুত্রস্ত তথা ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গঃ সপ্তমঃ ॥ ১৭  
 বিষ্ণুপ্রসাদদনব্যঃ পাতালস্তরগাচরঃ ।  
 বিরোচনসূতঃ স্রবাং বরিরিল্লো ভবিষ্যতি ॥ ১৮  
 বিরজাচার্বারীবাংচ নিরোহাদ্যাস্তথাপরঃ ।  
 সাবর্ণস্ত মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নরেশ্বরঃ ॥ ১৯  
 নবমো দক্ষসাবর্ণো মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ ।  
 পারা মরীচিগর্ভাচ সুধর্মাণস্তথা ত্রিধা ॥ ২০  
 ভবিষ্যন্তি তদা দেবা একৈকো দ্বাদশো গণঃ ।

জ্যেষ্ঠের সমান-বর্ণপ্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন। সাবর্ণি মনুর অন্তরের নাম সাবর্ণক মনন্তর। মহাভাগ! এক্ষণে সেই সাবর্ণক অষ্টম মনন্তরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মনন্তর শেষ হইলে সাবর্ণি নামে যে মনু হইবেন, তাঁহার আধিকার-কাসে সূতপ, অমিতাভ ও মুখ্যাগণ দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গণে একবিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন। হে মুনিসন্তম! সেই সময় বাহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি,—দীপ্তিমান্ গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বখামা, মংপুত্র ব্যাস, ঋষ্যশৃঙ্গ, পাতাল-মধ্যবাসী বিরোচন-তনয় পাণহীন বলি, বিষ্ণুর কৃপায় তখন ইন্দ্র হইবেন। বিরজা আর্করী-বান্ ও নিরোহাদি সাবর্ণ মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। ১১—১৯। হে মৈত্রেয়! দক্ষ-সাবর্ণ নবম মনু হইবেন। পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম,—এই ত্রিবিধ গণ তৎকালে দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। হে দ্বিজ! এই সময় মহাবীর্ষ্য

তেষামিল্পো মহাবীৰ্য্যো ভবিষ্যত্যঙ্কতে। দ্বিজঃ ॥২১  
সবলো দ্যুতিমান্ ভব্যো বহুম্বেধা। ঋতিস্তথা।  
জ্যোতিষ্মান্ সপ্তমঃ সত্যস্তত্রেতে চ মহর্ষয়ঃ ॥ ২২  
ঋতকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ।  
পৃথুশ্রবাধ্যাশ্চ তথা দক্ষসাবর্ণকাস্ত্রজাঃ ॥ ২৩  
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।  
সুধামানো বিরুদ্ধাশ্চ শতসংখ্যাস্তথা সুরাঃ ॥ ২৪  
তেষামিল্পশ্চ ভবিতা শান্তিনাম মহাবলঃ।  
সপ্তর্ষয়ে ভবিষ্যন্তি যে তদা তান্ শৃণুয চ ॥ ২৫  
হবিষ্মান্ সুরূতিঃ সত্যো হপাংমূর্তিস্তথাপরাঃ।  
নাভাগোহপ্রতিমোজাশ্চ সত্যকেতুস্তথৈব চ ॥২৬  
স্বক্ষেত্রশ্চান্তমোজাশ্চ হরিষেণাদয়ে। দশ।  
ব্রহ্মসাবর্ণপুত্রাস্ত রক্ষিষ্যন্তি বহুদ্রুমাম্ ॥ ২৭  
একাদশশ্চ ভবিতা ধর্ম্মসাবর্ণিকো মনুঃ।  
বিহঙ্গমাঃ কামগমা নিষ্কারণতয়স্তথা ॥ ২৮  
গণাস্তেতে তদা মুখ্যা দেবানাম্ ভবিষ্যতাম্।  
একৈকস্ত্রিংশকস্তেবাং গণশ্চৈল্লশ্চ বৈ বুধঃ ॥ ২৯  
নিশ্চরশ্চান্নিতেজাশ্চ বপুস্মান বিষ্ণুরাক্ষিণিঃ।

অঙ্কতে নামা ইল্ল হইবেন। এই মন্বন্তরে  
সবল, দ্যুতিমান্ ভব্য, বহু, মেধা, ঋতি, জ্যোতি-  
ষ্মান ও সত্য ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। ঋত-  
কেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা  
ইত্যাদি,—দক্ষ-সবর্ণের পুত্রগণের নাম। হে  
মুনে! ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হইবেন। এই  
সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন।  
ইহাদের প্রত্যেক গণে একশত করিয়া সংখ্যা।  
মহাবল শান্তি, দেবগণের ইল্ল হইবেন। এই  
সময় ঋাহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম  
শ্রবণ কর। হবিষ্মান্, সুরূতি, সত্য, অপান্মতি,  
নাভাগ, অপ্রতিমোজা, সত্যকেতু, স্বক্ষেত্র,  
উত্তমোজা ও হরিষেণ আদি করিয়া ব্রহ্মসাবর্ণের  
দশ পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন। ধর্ম্মসাবর্ণি  
একাদশ মনু হইবেন। তৎকালীন বিহঙ্গমগণ,  
কামগমগণ ও নিষ্কারণরতিগণ,—ইহারা দেব-  
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল  
দেবগণের প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া  
দেবতা। এই সময় বুধ, ইল্ল হইবেন। এই

হবিষ্মানবশ্চৈতে ভাব্যাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ॥ ৩০  
সর্ষগঃ সর্ষগধ্মা চ দেবানীকাদয়স্তথা।  
ভবিষ্যন্তি মনোস্তস্ত তনয়াঃ পৃথিবীধরাঃ ॥ ৩১  
রুদ্রপুল্লস্ত সাবর্ণো ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ।  
ঋতধামা চ তত্রৈল্লো ভবিতা শৃণু মে সুরান ॥৩২  
হরিতা লোহিতা দেবতাস্তথা স্তমনসো দ্বিজ।  
স্বকর্মাণশ্চ তারাশ্চ দশকাঃ পঞ্চ বৈ গণাঃ ॥ ৩৩  
তপস্বী সূতপাশ্চৈব অপোমূর্তিস্তপোরতিঃ।  
তপোরতিহৃতিশ্চাত্তাঃ সপ্তমস্ত অপোদনঃ ॥ ৩৪  
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়স্তথা।  
মনোস্তস্ত মহাবীৰ্য্য ভবিষ্যন্তি সূতা নৃপাঃ ॥ ৩৫  
ত্রয়োদশো রৌদ্রানামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।  
সূত্রামাণঃ সূধর্ম্মাণঃ স্বকর্মাণস্তথাপরাঃ ॥ ৩৬  
ত্রয়স্ত্রিশদ্বিভেদাস্তে দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ।  
দিবস্পতির্মহাবীৰ্য্যস্তেষামিল্পো ভবিষ্যতি ॥ ৩৭  
নির্মোহস্তস্বদর্শী চ নিশ্চরকম্পো নিরুংসুকঃ।  
ঐতিমানব্যয়শ্চাত্তাঃ সপ্তমঃ সূতপা মুনিঃ ॥ ৩৮

মন্বন্তরে নিশ্চয়, অগ্নিতেজা, বপুস্মান্, বিষ্ণু,  
আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনব,—ইহারা সপ্তর্ষি  
হইবেন। সর্ষগ সর্ষগধ্মা ও দেবানীক প্রভৃতি  
এই মনুর সন্তানগণ রাজা হইবেন। ২০—৩১।  
অনন্তর রুদ্রপুল্ল সাবর্ণ দ্বাদশ মনু হইবেন।  
সে সময় ঋতধামা ইল্ল হইবেন। এইকালে  
ঋাহারা দেবতা, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর।  
হে দ্বিজ! হরিতগণ, লোহিতগণ, স্তমনোগণ,  
স্বকর্ম্মগণ ও তারাগণ—এই পঞ্চগণ, দেবতা  
হইবেন। ইহাদের প্রতিগণেই দশ জন করিয়া  
দেবতা। তপস্বী, সূতপা, অপোমূর্তি, তপোরতি,  
অপোদ্বতি, দ্যুতি ও অপোদন—ইহারা সপ্তর্ষি  
হইবেন। দেববান, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি  
উক্ত মনুর মহাবলশালী পুত্রেরা রাজা হই-  
বেন। হে মুনে! রৌচ্য ত্রয়োদশ মনু হইবেন।  
এই মন্বন্তরে সূত্রামগণ, স্বকর্ম্মগণ ও সূধর্ম্মগণ  
দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গণে  
তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা। মহাবীৰ্য্য দিব-  
স্পতি ইহাদের ইল্ল হইবেন। নির্মোহ, তস্ব-  
দর্শী, নিশ্চরকম্প, নিরুংসুক, ঐতিমান, অব্যয় ও



সপ্তর্ষিষ্টিমে তস্ত পুত্রানপি নিবোধ মে ।  
 চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ ॥ ৩৯  
 ভৌত্যচর্দভুশ্চাত্র মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ ।  
 শুচিরিত্তঃ সুরগণান্তত্র পঞ্চ শৃণু তান্ ॥ ৪০  
 চান্দ্রবংশে পবিত্রাশ্চ কনিষ্ঠা ভাজিরাস্থা ।  
 বচোবুদ্ধাশ্চ বৈ দেবাঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু ॥ ৪১  
 অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুক্রেণ মাগবোধগ্নিঞ্চ এব চ ।  
 যুক্তস্তথা জিতশ্চাত্তো মনুপুত্রানতঃ শৃণু ॥ ৪২  
 উরুগভীরব্রহ্মাদ্যা মনোস্তস্ত সূতা নৃপাঃ ।  
 কথিতা মুনিশাঙ্গল পালয়িষ্যন্তি যে মহীম্ ॥ ৪৩  
 চতুর্ধুগান্তে বেদানাং জায়ন্তে কিল বিপ্লবঃ ।  
 প্রবর্তয়ন্তি তানন্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ ॥ ৪৪  
 কুতে কুতে স্মৃতেবিপ্র প্রণেতা জায়তে মনুঃ ।  
 দেবা যজ্ঞভুক্তান্তে তু যাবদম্বন্তরস্ত তং ॥ ৪৫  
 ভবন্তি যে মনোঃ পুত্রা যাবদম্বন্তরস্ত তৈঃ ।  
 তদম্বন্তরোত্তরৈশ্চৈব তাবদ্ভুঃ পরিপাল্যতে ॥ ৪৬

মুতপা,—ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন । এই মনুর  
 পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর ; চিত্রসেন ও বিচিত্র  
 আদি, ইহারা সকলেই পৃথিবীপতি হইবেন ।  
 হে মৈত্রেয় ! যিনি চতুর্দশ মনু হইবেন, তাহার  
 নাম ভৌতা । এই মনুতরে শুচি—ইন্দ্র হই-  
 বেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর । ৩২—৪০ ।  
 চান্দ্রবংশ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভাজিরগণ ও  
 বচোবুদ্ধগণ,—ইহারা ই দেবতা হইবেন । এই  
 মনুতরে ঋত্বিজা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নামও  
 আমার নিকটে শ্রবণ কর । অগ্নিবাহু, শুচি,  
 শুক্রে, মাগধ, অগ্নিঞ্চ, যুক্ত ও অজিত ;—হে  
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই মনুতরীয় মনুপুত্রগণের নাম  
 শ্রবণ কর । উরু, গভীর, ব্রহ্ম ইত্যাদি ইহারা  
 সকলে পৃথিবীপাল হইবেন । প্রত্যেক চতুর্ধুগা-  
 বসানে বেদবিপ্লব হয় ; অনন্তর সপ্তর্ষিগণ  
 ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্বার বেদ প্রবর্তিত  
 করেন । হে বিপ্র ! মনু প্রত্যেক সত্যযুগে  
 ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন । এক মনুতর-কাল  
 পর্য্যন্ত দেবতারা যজ্ঞভুক্ত হন । মনুপুত্র ও  
 তদম্বন্তরোত্তর এক মনুতর-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী-

মনুঃ সপ্তর্ষয়ো দেবা ভূপালাশ্চ মনোঃ সূতাঃ ।  
 মনুতরে ভবন্ত্যেতে শক্রেণৈশ্বাধিকারিণঃ ॥ ৪৭  
 চতুর্দশভিরেতৈস্ত গঠৈর্মম্বন্তরৈরিজ ।  
 সহস্রযুগপর্ধ্যন্তঃ কলো নিঃশেষ উচ্যতে ॥ ৪৮  
 তাবৎপ্রমাণা চ নিশা ততো ভবতি সন্তম ।  
 ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে শেবাহাবদুসংপ্লবে ॥ ৪৯  
 ত্রৈলোক্যমখিলং গ্রন্থা ভগবানাদিকৃষ্ণিভুঃ ।  
 সমায়াসংস্থিতো বিপ্র সর্বভূতো জনার্দনঃ ॥ ৫০  
 ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান যথা পূর্বং তথা পুনঃ ।  
 সৃষ্টিং করোত্যব্যাস্মা কল্ল কল্ল রজোগুণঃ ॥ ৫১  
 মনবো ভূভুজঃ সেন্সা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ।  
 সাত্ত্বিকোহংশঃ স্থিতিকরো জগতে দ্বিজসন্তম ॥ ৫২  
 চতুর্ধুগেহ্যাসো বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ ।  
 যুগব্যবহাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তং শৃণু ॥ ৫৩  
 কুতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিশ্বকপদ্বক ।  
 দদাতি সর্বভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৫৪

পালন করিয়া থাকেন । মনু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ,  
 দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ,—ইহারা প্রতি  
 মনুতরে উৎপন্ন হন । হে দ্বিজ ! এইরূপ  
 চতুর্দশ মনুতরে সহস্র চতুর্ধুগ অর্থাৎ হইলে  
 এক কল্প কথিত হয় । অনন্তর ঐ কল্প পরি-  
 মিত রাত্রি হয় । হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! সেই  
 রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি জলনিধিবে অনন্ত-  
 শয্যা শয়ন করেন । ৪১—৪৯ । হে বিপ্র !  
 ভগবান আদি-বিভু সর্বভূতধার জনার্দন  
 কল্লান্তে সকল ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার  
 মায়াতে অবস্থিতি করেন । অনন্তর তাদৃশ  
 নিশাবসানে প্রতিকল্পেই অব্যাস্মা ভগবান  
 প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণাত্ময়ে পূর্বের স্থায় পুন-  
 র্কার সৃষ্টি করিয়া থাকেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !  
 মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও  
 সপ্তর্ষিগণ,—ইহারা সকলেই বিষ্ণুর ভূবন-  
 স্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ । হে মৈত্রেয় !  
 জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারিযুগে যে প্রকার  
 যুগান্তসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা শ্রবণ কর ।  
 তিনি সত্যযুগে সর্বভূত-হিতার্থে মহর্ষি কপি-  
 লাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণিকে

চক্রবর্তিস্বরূপে ত্রেতাযুগে ।  
 দুষ্টানাং নিগ্রহং কুরুন পরিপাতি জগন্ময় ॥ ৫৫  
 বেদমেকং চতুর্ভেদঃ কৃত্বা শাখাশতৈর্বিভূঃ ।  
 করোতি বহলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপকৃৎ ॥ ৫৬  
 বেদাংস্ত দ্বাপরে ব্যস্ত কলেরন্তে পুনহরিঃ ।  
 কঙ্কিস্বরূপী হুবর্তান মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ ॥ ৫৭  
 এবমেব জগৎ সর্বং পরিপাতি করোতি চ ।  
 হস্তি চাত্ত্বশনস্তায়ানান্ত্যশ্মাদ্যতিরেকি যৎ ॥ ৫৮  
 ভূতং ভবাং ভবিষ্যৎ সর্বভূতান্মহাত্মনঃ ।  
 তদত্রোক্ত বা বিপ্র সত্ত্বাঃ কথিতস্তব ॥ ৫৯  
 মনস্তরাগ্যাশেষাণি কথিতানি ময়া তব ।  
 মনস্তরাগিপাঠেচ ব কিমতং কথয়ামি তে ॥ ৬০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়ঃশে  
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান-প্রদান করেন । ত্রেতাযুগে  
 সেই প্রভু চক্রবর্তিস্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ  
 করত ত্রিভুবন রক্ষা করেন । তিনি দ্বাপরযুগে  
 বেদব্যাস রূপ ধারণপূর্বক এক বেদকে চারি-  
 ভাগে বিভক্ত করিয়া, পঞ্চাৎ শত শাখায় বহলো-  
 ক্ত করেন এবং পুনর্বীর উহা অনেক অংশে  
 বিভক্ত করিয়া থাকেন । সেই হরি এই প্রকার  
 বেদব্যাস-রূপে বেদ বিভাগ করিয়া, পঞ্চাৎ  
 কলির শেষে কঙ্কিরূপ গ্রহণ করত দুর্কৃতদিগকে  
 সংপথে আনয়ন করিবেন । অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু  
 এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন  
 করেন এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন ;  
 সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই ।  
 হে বিপ্র ! ইহলোকে বা পরলোকে ভূত,  
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যত পদার্থ আছে, তাহা  
 সকলই ভগবান্ মহাত্মা বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন,  
 ইহা তোমাকে বলিয়াছি । অশেষ মনস্তর ও  
 মনস্তরাগিপতিগণের বৃত্তান্ত তোমায় বলিলাম,  
 এক্ষণে আর কি বলিব ? ৫০—৬০ ।

তৃতীয়ঃশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া তুতো যথাপূর্বমিদং জগৎ ।  
 বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতঃ ন পরং বিদ্যতে ততঃ ॥ ১  
 এতত্ত্ব শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যস্তা বেদা মহাত্মন ।  
 বেদব্যাসস্ত রূপেণ যথা তেন যুগে যুগে ॥ ২  
 যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ব্যাসো যো য আসীন্মহামুনে ।  
 তং তমাচক্ষু ভগবন্ শাখাভেদাং নো বদ ॥ ৩  
 পরাশর উবাচ ।  
 বেদরূপস্ত মৈত্রেয় শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ ।  
 ন শক্যো বিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণু তম্ ॥ ৪  
 দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুব্যাসরূপী মহামুনে ।  
 বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥ ৫  
 বীর্থাং তেজো বলকাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ ।  
 হিতায় সর্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ ॥ ৬  
 যয়া স কুরুতে তবা বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, এই জগৎ বিষ্ণুস্বরূপ ;  
 বিষ্ণুতেই ইহা অবস্থিতি করিতেছে ; এবং  
 সেই বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থই  
 নাই ; এবিষয় পূর্বে আপনার নিকট জ্ঞাত  
 হইয়াছি । মহাত্মা বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে যুগে  
 যুগে যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন,  
 এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । পরন্তু  
 হে ভগবন্ মহামুনে ! কোন কোন যুগে কে  
 কে বেদব্যাস হন এবং শাখা সকলের কয়  
 প্রকার ভেদ, তাহা বলুন । পরাশর কহিলেন,  
 হে মৈত্রেয় ! বেদরূপ বুদ্ধের সহস্র-প্রকার  
 শাখা-ভেদপ্রযুক্ত এই সমুদায় শাখার বিষয়  
 বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ, অতএব  
 সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর । হে মহা-  
 মুনে ! ব্যাসরূপী বিষ্ণু, প্রতি দ্বাপরযুগেই  
 জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে  
 বিভাগ করেন । তিনি মানবগণের বীর্থা, তেজ  
 ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্বভূতের হিতের  
 জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন । সেই প্রভু

বেদব্যাসাভিধান। তু সা মূর্তির্মধুবিধিঃ ॥ ৭  
যস্মিন্ মধন্তরে যে যে ব্যাসান্তাংস্তান্ নিবেধ মে  
যথা চ ভেদঃ শাখানাং ব্যাসেন ক্রিয়তে মুনৈ ।  
অষ্টাবিংশতি কৃত্বা বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ ।  
বৈবস্বতেহন্তরে হস্মিন্ দ্বাপরেণ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯  
বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতি সত্তম ।  
চতুর্ধা যৈঃ কৃতো বেদো দ্বাপরেণ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০  
দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্ময়ং বেদাঃ স্ময়ন্তুবা ।  
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১  
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসচতুর্থে চ রুহম্পতিঃ ।  
সবিতা পঞ্চমে ব্যাসো মৃত্যুঃ ষষ্ঠে স্মৃতঃ প্রভুঃ ॥ ১২  
সপ্তমে চ তথৈবেন্দো বসিষ্ঠচাষ্টমে স্মৃতঃ ।  
সারস্বতঃ নবমে ত্রিধামা দশমে স্মৃতঃ ॥ ১৩  
একাদশে তু ত্রিধ্বা ভরদ্বাজন্ততঃ পরম্ ।  
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষে বশী চাপি চতুর্দশে ॥ ১৪  
ত্রয়োদশে পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ ।  
কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে ঋণজ্যাহষ্টাদশে স্মৃতঃ ॥ ১৫  
অতো ব্যাসো ভরদ্বাজে ভরদ্বাজাং তু গোতমঃ ।

বিষ্ণু যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন,  
সেই মূর্তির নামই বেদব্যাস। হে মুনৈ! যে যে  
মধন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া যে প্রকারে  
বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে  
প্রবণ কর। এই বৈবস্বত মধন্তরে সকল  
দ্বাপরযুগেই মহর্ষিগণ পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ অষ্টা-  
বিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন। হে  
সজ্জনশ্রেষ্ঠ! প্রতিদ্বাপরযুগে বেদকে চারি-  
ভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক  
বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের  
পরিচয় বলিতেছি। ১—১০। এই মধন্তরের  
প্রথম দ্বাপরে ভগবান স্ময়ন্তু স্ময়ং বেদ বিভাগ  
করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদ-  
ব্যাস হন। এই প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে উশনা,  
চতুর্থে রুহম্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে মৃত্যু,  
সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত,  
দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিধ্বা, দ্বাদশে  
ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দশে বশী,  
পঞ্চদশে ত্রয়োদশ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে,

গোতমাদন্তমো ব্যাসো হর্যাস্তা যোহভিধীয়তে ॥  
অথ হর্যাস্তানো বেণঃ স্মৃতো রাজশ্রবায়সঃ ।  
সোমশুশ্রায়নস্তম্যাং তপবিদ্বিরিতি স্মৃতঃ ॥ ১৭  
ঋক্ষোহভুভুগর্বস্তম্যাং বাসীকিধৌহভিধীয়তে ।  
তম্যাদম্যং পিতা শক্ত্রির্ব্যাসস্তম্যাদম্যং মুনৈ ॥ ১৮  
জাতুকর্ণেহভবম্মন্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ ।  
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ ॥ ১৯  
একো বেদচতুর্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিবু ।  
তবিষ্যে দ্বাপরে চাপি দ্বৈধির্ব্যাসো ভবিষ্যতি ॥ ২০  
ব্যতীতে মম পুত্রেষ্মস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনৌ ।  
ঋষমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্ ।  
বৃহদ্বাদবৃহৎ হ্রস্বত তদ্রক্ষ্যেতাভিধীয়তে ॥ ২১  
প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূভুবঃ স্রিরিত্যেতে ।  
ঋগ্‌যজুঃসোমার্থদর্শণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২  
জগতঃ প্রলয়োপপত্তৌ যন্তং কারণমংকিতম্ ।  
মহতঃ পরমং শুভং তস্মৈ সূত্রক্ষণে নমঃ ॥ ২৩

কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণজ্য, ঊনবিংশে ভরদ্বাজ,  
বিংশে গোতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
হর্যাস্তা, দ্বাবিংশে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ,  
ত্রয়োবিংশে সোমশুশ্রায় গোত্রীয় তপবিদ্ব, চতু-  
র্বিংশে ভার্গবায় ঋক্ষ—যিনি বাগ্মীকি বলিয়া  
অভিহিত হন, পঞ্চবিংশে মংগিতা শক্ত্রি, ষড়-  
বিংশে আমি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, অষ্টবিংশে  
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদ-  
ব্যাস। ইহারাই প্রত্যেক দ্বাপরযুগের প্রথমে  
এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মংপুত্র  
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্ম বেদব্যাস মুনী অতীত হইলে,  
ভবিষ্য দ্বাপরযুগে দ্বৈধিপুত্র অশ্বখামা বেদব্যাস  
হইবেন। ১১—২০। 'ও' এই একাক্ষরই  
ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থিত; এই ওঁকার, বেদের  
কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, এই জগত্ ব্রহ্ম  
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভূলোক,  
ভুবলোক ও স্বলোক, ইহার প্রণবরূপ ব্রহ্মে  
নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। ওঙ্কার—ঋক্,  
যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদস্বরূপ, এই হেতু  
ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি জগতের  
সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতেও

অগাপারমক্ষ্যং জগৎসংমোহনালয়ম্ ।  
সংপ্রকাশপ্রভৃতিভ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্ ॥ ২৪  
সাংখ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাস্ত্রনাম্ ।  
যৎতদব্যক্তমমৃতং প্রবৃত্তং ব্রহ্মশাখতম্ ॥ ২৫  
প্রধানমাস্ত্রযোনিং চ ওহাসত্বক শঙ্কতে ।  
অবিভাগং তথা শুক্লমক্ষরং বহুধাস্ত্রকম্ ॥ ২৬  
পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ ।  
যদ্রূপং বাসুদেবস্ত পরমাস্ত্রস্বরূপিণঃ ॥ ২৭  
এতদ্রূপত্রিধাতোদমভেদমপি স প্রভুঃ ।  
সর্বভূতেষুভেদোহসৌ ভিদাতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ ॥ ২৮  
স ঋত্বয়ঃ সাময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ময়ঃ ।  
ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্ ॥ ২৯

মহৎ ও পরম শুভ, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। তিনি আদ্যন্ত-শূন্য, তিনি অশার, তিনি জগতের সমোহন তমোগুণের আধার, তিনি সংপ্রকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা পুরুষগণের ভোগ ও মোক্ষ-রূপ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন। তিনি সাংখ্যদর্শনজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা; অন্ত-রিল্লিয় ও বহিরিল্লিয়, বাহাদের সংঘত, তিনি তাঁহাদিগের বিবেকজ্ঞানের হেতু। তিনি বহি-রিল্লিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশরহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণাম-রহিত নিত্য ব্রহ্ম। তিনি বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ; তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অজ্ঞ কেহই তাঁহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান; তিনি বিভাগরহিত; তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয়শূন্য এবং বহুস্বরূপ। পরমাস্ত্রস্বরূপ বাসুদেবের প্রতিকৃতি সেই পরমব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার। এই ওঙ্কার-রূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা তিন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্ন ভাবে সর্বভূতে অবস্থিতি করিতে-ছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। তিনি ঋগ্‌বেদ, সাম-বেদ ও যজুর্বেদ স্বরূপ; তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সার স্বরূপ; তিনি শরীরিগণের

স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং  
করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্ ।  
শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা  
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানন্তঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে  
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

### চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

আদ্যো বেদচতুষ্পাদঃ ষতসাহস্রসংখ্যতঃ ।  
ততো দশগুণঃ কুংক্ষো যজ্ঞোহয়ং সর্বকামধুক্ ॥ ১  
ততোহত্র মংসুতো ব্যাসোহষ্টাষিংশতিমেহন্তরে ।  
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্বা ব্যতজ্জং প্রভুঃ ॥ ২  
যথা তু তেন বে ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা ।  
বেদাস্তথা সমন্তেষ্টেবাস্তা ব্যাসেষ্টথা ময়া ॥ ৩  
তদনেনৈব বেদানাং শাখাভেদান দ্বিজোত্তম ।

আস্ত্রস্বরূপ। তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখারচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ এবং অনন্ত ॥ ২১—৩০ ॥

তৃতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

### চতুর্থ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি ভেদসমগিত বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই সর্ব-প্রকার অভিলাষপ্রদানকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টা-ষিংশতিতম দ্বাপরযুগে সেই চতুষ্পাদ বেদকে, একীভূত দেখিয়া মংপুত্র ধীমান্ ব্যাসদেব, পূর্বের গ্রায় পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অত্রাত্ত বেদব্যাসগণ, আমিও পূর্বে বিভাগ করিয়াছিলাম। হে

চতুর্গুণেশ্বরচিতান্ সমস্তেশ্বরধার ॥ ৪  
 কৃষ্ণদৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুम् ।  
 কোহন্তো হি ভূবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃন্তবঃ ॥ ৫  
 তেন ব্যস্তা যদা বেদা মৎপুত্রো মহাস্থনা ।  
 দাপরে হত্রে মৈত্রেয় তন্মে শৃণু যথার্থতঃ ॥ ৬  
 ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তং প্রচক্রেমে  
 অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥ ৭  
 ঋগ্বেদশ্রাবকঃ পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ ।  
 বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্ত চাগ্রহীৎ ॥ ৮  
 জৈমিনিং সামবেদস্ত তথৈবাত্বর্কবেদবিৎ ।  
 স্মমন্তপ্তস্ত শিষ্যোহভ্যুদয়দ্যাসস্ত ধীমতঃ ॥ ৯  
 রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্ ।  
 স্তং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাসপুরাণয়োঃ ॥ ১০  
 এক আসীদযজুর্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকজয়ৎ ।  
 চাতুর্হোত্রমভ্দ্ধ্যমিত্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥ ১১

বিজ্ঞপ্তে! এইরূপেই সমস্ত চতুর্গুণে বেদ সকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষ্যং প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। নারায়ণ ভিন্ন অত্র কোন ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে? মৈত্রেয়! দাপরগুণে আমার পুত্র মহাস্থা ব্যাস, যেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ আমার নিকটে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বেদব্যাসকে আজ্ঞা করিলে তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ বেদ-পারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন। সেই মহামুনি,—পৌল, বৈশম্পায়ন ও জৈমিনিকে, যথাক্রমে, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবক রূপে গ্রহণ করেন। অত্বর্কবেদস্ত স্মমন্তও সেই ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইলেন। অনন্তর তিনি স্ততজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণপার্শের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ১—১০। পূর্বক যজুর্বেদ এক প্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের

আধ্বর্য্যব্য যজুর্ভিত্তি ঋগ্ভিত্তিহোত্রং তথা মুনিঃ ॥  
 ঔগাত্রং সামভিত্তিক্রে ব্রহ্মত্বকাপ্যত্বর্কভিঃ ॥১২  
 ততঃ স ঋচমুক্ত্যত ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ ।  
 যজুঃষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥ ১৩  
 রাজত্বত্বর্কবেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ ।  
 কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতং ॥ ১৪  
 সোহয়মেকো মহাবেদতত্ত্বেন পৃথক্কৃতঃ ।  
 চতুর্ধা তু ততো জাতঃ বেদপাদপকাননম্ ॥ ১৫  
 বিভেদ প্রথমং বিপ্র পৈলঋগ্বেদপাদপম্ ।  
 ইলপ্রমতঃ প্রাদাদ বাস্কলায় চ সংহিতে ॥ ১৬  
 চতুর্ধা স বিভেদাথ বাস্কলির্বিজ্ঞং সংহিতাম্ ।  
 বোধাদিতো দদৌ তাস্ত শিষ্যোভাঃ স মহামুনি  
 বোধাগ্নিমার্গরো তদদ্যাস্তবরূপপরাশরো ।  
 প্রতিশাখাস্ত শাখায়াস্তস্মাস্তে জগদ্ব্যমুনৈ ॥ ১৮  
 ইলপ্রমতিরেকাং তু সংহিতাং পশুতঃ ততঃ ।

ব্যবস্থা করিলেন। এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে যজুর্বেদ দ্বাৰা অধ্বর্য্যব্য, ঋগ্বেদ দ্বাৰা হোত্র, সামবেদ দ্বাৰা ঔগাত্র ও অত্বর্কবেদ দ্বাৰা মুনি বেদব্যাস ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন করেন। তৎপরে তিনি ঋগ্বেদ সকল উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদসংহিতা, যজুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্বেদসংহিতা ও সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদসংহিতা রচনা করিলেন। হে মৈত্রেয়! অত্বর্কবেদ রাজগুণের কৰ্ম্ম সমুদায় ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা করিলেন। বেদব্যাস, এইরূপে মহাবেদ-বৃক্ষকে বিভক্ত করিলে, ঐ বেদ সকল নানা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া কাননরূপে পরিগণিত হইল। হে বিপ্র! অগ্রে পৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য ঋক্বেদরূপ বৃক্ষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, ইল-প্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। হে বিজ্ঞ! মহামুনি বাস্কলিও ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। বোধ্য, আগ্নিমার্গ, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক শিষ্যচতুষ্টয়ও উক্ত শাখার প্রতিশাখ

মাণ্ডুকেয়ং মহাশ্বানং মৈত্রেয়্যাধ্যাপয়ং তদা ॥ ১১  
তস্ত শিষ্যপ্রশিষ্যোভ্যঃ পুত্রশিষ্যানু ক্রমাদ্ব্যযৌ ।  
বেদমিত্রস্ত সাকল্পঃ সংহিতাং তামধীতবান্ ॥ ২০  
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যোভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ ।  
তস্ত শিষ্যান্ত য়ে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ২১  
মুকালো গালবশ্চৈব বাৎস্যঃ শালীয় এব চ ।  
শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীমৈত্রেয়ঃ স্তমহামুনিঃ ॥ ২২  
সংহিতাক্রিয়কক্ষে শাকপুর্ণিরথৈতরম্ ।  
নিরুক্তমকরোঃ তদ্বৎ চতুর্থং মুনিসত্তম ॥ ২৩  
ক্রোঞ্চ বেতালিকস্তদ্বৎ বলাকশ্চ মহামতিঃ ।  
নিরুক্তকৃচ্চতুর্গোহভূদেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২৪  
ইত্যতাঃ প্রতিশাখাভ্যোঃ প্যনুশাখা দ্বিজোত্তম ।  
বান্ধলিচাপরাশ্ত্রিষঃ সংহিতাঃ কৃতবান দ্বিজ ॥ ২৫

অধ্যয়ন করিলেন। যে মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমতি  
যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন। তিনি তাহার  
একাংশ স্ত্রী তনয় মাহত্মা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন  
করাইলেন। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে  
তাহাদিগেরও শিষ্য-পুত্রাদিতে ঐ শাখা ক্রমশঃ  
বিস্তারিত হইল। এইরূপে শিষ্য প্রশিষ্যে বেদ-  
মিত্রনামক সাকল্প ও উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন  
করিলেন। ১১—২০। পরে তিনি ঐ শাখা  
হইতে পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া পাঁচ  
জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ পঞ্চ  
শিষ্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর :—মুকাল,  
গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ  
জন মহামুনিই বেদমিত্রের শিষ্য। ইন্দ্রপ্রমতির  
দ্বিতীয় শিষ্য শাকপুর্ণি। অধীত স্বক্কে বিভক্ত  
করিয়া তিনখানি সংহিতা করিলেন। পরে তিনি  
একখানি নিরুক্তও প্রণয়ন করেন। ক্রোঞ্চ,  
বেতালিক ও মহামতি বলাক—এই তিন মহর্ষি  
উক্ত তিন খানি পাঠ করিলেন। যিনি নিরুক্ত  
অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তকৃৎ নামে প্রথিত  
হইলেন। হে দ্বিজ! এই নিরুক্তকৃৎ, বেদ ও  
বেদাঙ্গসমূহে পারগ ছিলেন। এইরূপে বেদ-  
রক্ষকের প্রতিশাখা হইতে অনুশাখা সকল উৎপন্ন  
হইল। হে দ্বিজ! বান্ধলিও অপর তিনটি

শিষ্যঃ কালায়নির্গার্গ্যতৃতীয়শ্চ কথাজবঃ ।  
ইত্যেতে বহুধা প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্তিতাঃ  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে  
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যজুর্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশমহামতিঃ ।  
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বে ॥ ১  
শিষ্যোভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগদ্বস্তেহপ্যনুক্রেমাৎ ।  
যাজ্ঞবল্ক্যস্ত তস্তাত্ত্বং ব্রহ্মরাতন্ত্রতো দ্বিজঃ ।  
শিষ্যঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপারঃ সদা ॥ ২  
ঋষির্ঘোহদ্য মহামরো সমাজে নাগমিষ্যতি ।  
তস্ত বৈ সপ্তরাত্রান্ত্র ব্রহ্মহতা ভবিষ্যতি ॥ ৩  
পূর্ব্বমেব মুনিগণৈঃ সময়োহভূৎ কৃতো দ্বিজ ।

সংহিতা করিলেন। তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও  
কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে ঐ তিন  
সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে অনেক  
মহর্ষি কর্তৃক বহুপ্রকারে বেদের সংহিতা সকল  
প্রবর্তিত হইয়াছে। ২১—২৬।

৩তীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

পরশর বলিলেন,—মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশ-  
ম্পায়ন, যজুর্বেদরূপ বৃক্ষের সপ্তবিংশতি শাখা  
প্রণয়ন করিলেন। তিনি সেই সমুদায় শাখা  
বহু শিষ্যকে দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে উহা  
গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মরাতপত্র পরম ধর্ম্মজ্ঞ  
ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যানামা শিষ্য সর্ব্বদা গুরুসেবা-  
পরাধণ ছিলেন। হে ব্রহ্মন! পূর্ব্বের ঋষিগণ  
একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে,  
আমাদের এই মহামরুস্থিত সমাজে অদ্য যিনি  
আসিবেন না, সেই ঋষি সপ্তরাত্রির পর ব্রহ্ম-

বৈশম্পায়ন একস্ত তং ব্যতিক্রান্তবাংস্তদা ॥ ৪  
 স্বশীঘ্রং বালকং সোহথ পদাশ্চষ্টমবাতয়ং ॥ ৫  
 শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যঃ ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতম্ ।  
 চর্যধ্বং মংকুতে সর্বে ন বিচার্যমিদং তথা ॥ ৬  
 অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেতিভগবন দ্বিজৈঃ ।  
 ক্লেশিতৈরঙ্গভেজোভিচরিয়েহহমিদং ব্রতম্ ॥ ৭  
 ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ ।  
 মৃত্যুত্যাং যং ত্বয়াধীতং মত্তে বিপ্রাবমন্তক ॥ ৮  
 নন্তেজসো বদন্তেতান্ যন্তং ব্রাহ্মণপুত্রবান্ ।  
 তেন শিষ্যেণ নার্যোহন্তি মমাজ্জাতভঙ্গকারিণা ॥ ৯  
 যাজ্ঞবল্ক্যস্ততঃ প্রাহ তন্তৈত্যতং তে ময়োদিতম্ ।  
 মন্যাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ ॥ ১০

হত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবেন। সকল ঋষিই এই নিয়ম, পালন করেন; কিন্তু একা বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন। পরে তিনি ঐ শাপ-ক্রমে স্বকীয় ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন। তখন তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—হে শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আমার জন্ত ব্রহ্মহত্যা-পাতক-বিনাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর, বিচার করিও না। এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইহা-দিগকে বুঝা ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমিই একাকী এই ব্রতচরণ করিব। মহামতি গুরু বৈশম্পায়ন এই কথা শ্রবণ করিয়া, রোষ-পূর্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, 'অরে বিপ্রগণের অবমাননাকারি! তুমি আমার নিকটে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা সমুদায় পরিত্যাগ কর। যে শিষ্য তুমি, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে নিন্তেজ বলিতেছে, সেই আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী তোমার শ্রায় শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে দ্বিজ! আপনাতে তত্ত্ব আছে বলিয়া আমি আপনাকে ঈদৃশ বাক্য কহিয়াছি। আমারও আপনার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই। আপনার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই গ্রহণ

পরশর উবাচ ।

ইতুভ্যক্তা রুধিরাত্তানি সরুপাণি যজুর্বেদ সঃ ।  
 ছন্দয়িত্বা দদৌ তমৈষ যযৌ চ শ্বেচ্ছন্ন মুনিঃ ॥ ১১  
 যজুর্বেদ্যথ বিষ্ণুতানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ ।  
 জগৃহস্তিস্তিরা ভূত্বা তৈস্তিরীয়াস্ত তে ততঃ ॥ ১২  
 ব্রহ্মহত্যারতং চীর্ণং গুরুণ। চোদিতৈস্ত যৈঃ ।  
 চরকাধ্বর্ঘ্যবস্তে তু চরণামুনিসত্তম ॥ ২৩  
 যাজ্ঞবল্ক্যোহপি মৈত্রেয় প্রাণায়ামপরায়ণঃ ।  
 তুষ্ট্যৈব প্রবতঃ সূর্য্যং যজুর্ব্যভিলষন্ততঃ ॥ ১৪  
 যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিষ্ণুভ্যে সিততজসে ।  
 ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ ॥ ১৫  
 নমোহগ্নীষোমভূতায় জগতঃ কারণায়নে ।  
 ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌম্যদ্রুমরুবিভ্রতে ॥ ১৬  
 কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালজ্ঞানায়নে নমঃ ।  
 ধোয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাত্মরূপাণে ॥ ১৭  
 বিভত্তি যঃ সুরগণানাপ্যায়োল্লং স্বরশ্মিভিঃ ।

করুন। ১—১০। পরশর কহিলেন, অনন্তর মহাঋষিজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া রুধিরাত্ত সাক'র যজুর্বেদ উপাধারণ করিয়া দিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তিস্তিরপক্ষিকপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এইজন্ত উক্ত যজুর্বেদ-শাখা তৈস্তিরীয়া নামে অভিহিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহারা গুরুকর্তৃক আজ্ঞাপ্ত হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাহাদের অবলম্বিত শাখা চরকাধ্বর্ঘ্য নামে বিখ্যাত হইল। হে মৈত্রেয়! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ পাইবার অভিলাষে প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া দিবাকরের জুতি করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদীপ্তি সবিতাকে নমস্কার। বেদ যাহার তেজঃস্বরূপ, সেই ঋক্, যজুঃ ও সামময় সবিতাকে নমস্কার। যিনি অগ্নীষোমায় যজুর্মূর্তি এবং জগতের কারণ স্বরূপ, যিনি সূর্য্য নামক মহৎ তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার। সেই কলা-কাষ্ঠানিমেষাদির জ্ঞান, কারণ ধোয়, বিষ্ণুরূপ, পরমাত্মরূপী দিবাকরকে নমস্কার। যিনি

স্থধামুজেন চ পিতৃনু তস্মৈ ত্রুপ্তাশ্বনে নমঃ ॥ ১৮  
হিমাশ্বপদ্বয়দ্বীনাং কর্তা হর্তা চ যঃ প্রভুঃ ।  
তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্যায় বেধসে ॥ ১৯  
যো হস্তি তিমিরানোকে জগতোহস্ত জগৎপতিঃ ।  
সত্ত্বধামধরো দেবো নমস্তস্মৈ বিবস্বতে ॥ ২০  
সংকর্ষযোগ্যো ন জনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্ ।  
যন্নিবনুদিতো তস্মৈ নমো দেবায় বেধসে ॥ ২১  
স্পষ্টে যদংশুভিলোকঃ ক্রিয়াযোগ্যোহভিজায়তে ।  
পবিত্রতাকারণায় তস্মৈ শুদ্ধাশ্বনে নমঃ ॥ ২২  
নমঃ সবিত্রে সূর্যায় ভাস্করায় বিবস্বতে ।  
আদিত্যাদিভূতায় দেবাদীনাং নমো নমঃ ॥ ২৩  
হিরণ্যয়ো রথো যস্য কেতবোহমৃতধারিনঃ ।  
বহন্তি ভুবনলোকিচক্ষুঃ তং নমাম্যাহম্ ॥ ২৪

পরশর উবাচ ।

ইত্যেবমাদিভিস্তনু ভূয়মানঃ স্তবৈরবিঃ\*  
বাজিরূপধরঃ প্রাহ ত্রিয়তামিতি বাঙ্কিতম্ ॥ ২৫

নিজ কিরণ দ্বারা চক্ষুকে পরিবাসিত করত  
সুধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণের পরিতুষ্ট করেন,  
সেই পরিতপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি  
যথাসময়ে হিম, রুষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন ও  
সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, সেই ত্রিকাল-  
রূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি  
একাকী এই জগতের তিমিরসমূহ দূর করেন,  
যিনি সত্ত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি,  
সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। ১১—২০।  
যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সংকর্ষানুষ্ঠান  
করিতে পারে না, জলও শৌচের কারণ হয় না  
সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। মনবগণ  
গাঁহার অংশ দ্বারা স্পষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের  
যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ধ-স্বভাব সেই  
দিবাকরকে নমস্কার। সবিতাকে নমস্কার,  
সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বানকে  
নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নম-  
স্কার। গাঁহার চক্ষুঃ সমুদয় ভুবন অবলোকন  
করিতেছে, গাঁহার রথ হিরণ্যময়, অমৃতাহারী বেদ-  
ময় অশ্বগণ গাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই  
সূর্য্যকে নমস্কার। পরশর কহিলেন,—যাজ্ঞ-

যাজ্ঞবল্ক্যস্তদা প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরম্ ।  
যজুংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরো ॥  
এমমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজুংষি ভগবান্ রবিঃ ।  
অযাত্যামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদৃশুঃ ॥ ২৭  
যজুংষি যৈরবীতানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজোক্তম্ ।  
বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যগঃ সোহভবদৃশতঃ ॥ ২৮  
শাখাভেদান্ত তেষাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্ ।  
কাখাদ্যাস্ত মহাভাগ যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্তিতাঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে  
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

বল্ক্য, এই প্রকারে স্তব করিলে পর, সূর্য্য অশ্ব-  
রূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—  
“তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর।”  
তখন যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া  
কহিলেন, আমার গুরুও যাহা জানেন না, ঈদৃশ  
যজুর্বেদ আমাকে দান করুন। পরশর কহি-  
লেন,—যাজ্ঞবল্ক্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান্  
সূর্য্য, যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন  
না, তাদৃশ অযাত্যাম নামক যজুর্বেদ তাঁহাকে  
দান করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে সকল  
ব্রাহ্মণকর্তৃক এই অযাত্যাম নামক যজুর্বেদ  
অধীত হয়, তাঁহারা বাজিরূপ সূর্য্য-প্রোক্ত  
সংহিতাধায়নকারী বলিয়া বাজিশব্দে অভিহিত  
হইয়া থাকেন, কারণ এই বেদদানকালে  
ভগবান্ সূর্য্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়া-  
ছিলেন। মহাভাগ! এই বাজিপ্রোক্ত যজু-  
র্বেদের কাণ্ডপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা  
আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ঐ শাখা সকলের  
প্রবর্তক। ২১—২৯।

তৃতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।



ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

সামবেদতরোঃ শাখাঃ ব্যাসশিষ্যঃ স জৈমিনিঃ ।  
 ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় বিভেদ শৃণু তমম ॥ ১  
 স্তমস্তপ্ত পুত্রোহভূৎ সুকর্মাশ্রাপ্যভূৎ সূতঃ ।  
 অধীতবস্তাবেকৈক্যং সংহিতাং তৌ মহামুনী ॥ ২  
 সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্মা তং সূতস্ততঃ ।  
 চকার তঞ্চ তচ্ছিষ্যো জগৃহাতে মহামতী ॥ ৩  
 হিরণ্যনাভঃ কোশল্যঃ পৌষ্পিজিৎ দ্বিজোত্তম ।  
 উদীচ্যসামগাঃ শিষ্যাস্তেভ্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪  
 হিরণ্যনাভাং তাবত্যাং সংহিতা যৈদ্বিজোত্তমৈঃ ।  
 গৃহীতাস্তেহপি চোচ্যাস্তে পণ্ডিতৈঃ প্রাচ্যসামগাঃ  
 লোকাক্ষিঃ কথুমিচ্ছৎ কুসীদীর্ঘান্নলিস্তথা ।  
 পৌষ্পিজিশিষ্যাস্তেভ্যেঃ সংহিতা বহলীকৃত্য ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! ব্যাসশিষ্য জৈমিনি, যে প্রকারে সামবেদরূপ বৃক্ষের শাখা সকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। জৈমিনির স্তমস্ত নামে এক পুত্র ও সুকর্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন। এই মহামুনিদ্বয় জৈমিনিসকাশে এক এক সামবেদ-শাখা অধ্যয়ন করিলেন। স্তমস্ত ও তৎপুত্র সুকর্মা ঐ শাখাদ্বয়কে সহস্র প্রকার সংহিতায় বিভাগ করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! পরে স্তমস্তপুত্র সুকর্মার শিষ্যদ্বয়, মহামতি কোশল্য হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিজি, ঐ সহস্র প্রকার সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। হিরণ্যনাভের পঞ্চদশসংখ্যক শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে। ইহার উদীচ্যসামগ নামে বিখ্যাত। এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন। ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্য-সামগ বলিয়া থাকেন। লোকাক্ষী, কথুমি, কুসীদি ও লাজলি ইহারা পৌষ্পিজির শিষ্য। ইহাদের হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা হইয়াছে।

হিরণ্যনাভশিষ্যঃ চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ ।

প্রোবাচ কুতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যোঃ স মহামতিঃ ॥ ৭  
 তেচাপি সামবেদোহসৌ শাখাভির্বহলীকৃতঃ ॥ ৮  
 অথর্কানামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চরম্ ।  
 অথর্কবেদং স মুনিঃ স্তমস্তরমিত্যুতিঃ ॥ ৯  
 শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং মোহপি তদ্বিধা ।  
 কৃত্বা তু দেবদর্শয় তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥ ১০  
 দেবদর্শস্ত শিষ্যাস্ত মোহগো ব্রহ্মবলিস্তথা ।  
 শৌভায়নিঃ পিঙ্গলাদস্তথাগো মুনিসত্তম ॥ ১১  
 পথ্যস্তাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কুতা যৈর্দ্বিজং সংহিতাঃ ।  
 জাজলিঃ কুমুদাদিচ্চ ততীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ ॥ ১২  
 শৌনকস্ত দ্বিধা কুতা দদাবেকাশ্চ বনবরে ।  
 দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে ॥  
 সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাচ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ ।  
 নক্ষত্রকল্পে বেদানাং সংহিতানাং তথৈব চ ॥ ১৫  
 চতুর্থং ত্রাদাঙ্গিরসঃ শান্তিকল্পেচ পঞ্চমঃ ।  
 শ্রেষ্ঠাত্তথর্কণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥ ১৫  
 আখ্যানৈশ্চাপ্যাপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ ।

কুতি নামে হিরণ্যনাভের একজন মহাবুদ্ধিমান শিষ্য, চতুর্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্বিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান। কুতির এই সকল শিষ্যগণও সামবেদের অনেক শাখা বিস্তার করেন। এক্ষণে অথর্কবেদের শাখা সকল বলিতেছি। অমিত্যুতি মুনি স্তমস্ত, কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্কবেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অথর্কবেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুই জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। ১—১০। মোহগো, ব্রহ্মবলি, শৌভা-য়নি ও পিঙ্গলাদ, ইহারা দেবদর্শের শিষ্য। পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। তন্মধ্যে শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুই ভাগ করিয়া একটা শাখা বক্রকে ও একটা শাখা সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান। সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ স্ব স্ব সংহিতা দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতা-কল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প; এই পাঁচ ভাগ সংহিতা সকলের বিকল্পক ও অথর্কবেদের

পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ ১৬  
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোহভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ  
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥  
সুমতিচাণ্ডিবর্জাংচ মিত্রয়ঃ শাংশপায়নঃ ।  
অরুতব্রণোহথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্ত চান্তবন ॥  
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ।  
রোমহর্ষণিকা চাত্তা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥ ১৯  
চতুষ্ঠয়েনাপ্যেভেন সংহিতানামিদং মূলে ॥ ২০  
আদ্যাং সর্গপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে ।  
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥ ২১  
ব্রাহ্মা পাদ্যং বৈষ্ণবক শৈবং ভাগবতং তথা ।  
অথাত্মং নারদীয়ক মার্কণ্ডেয়ক সপ্তমম্ ।  
আগ্নেয়মষ্টমকৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ॥ ২২  
দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্ ।  
বারাহং দ্বাদশকৈব স্বান্দকত্র ত্রয়োদশম ॥ ২৩

মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তৎপরে পুরাণার্থ-বিশারদ ভগবান্  
বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান গাথা ও কল্প-  
শুদ্ধির সহিত, পুরাণ-সংহিতা রচনা করিলেন ।  
বেদব্যাসের সৃষ্টজাতীয় লোমহর্ষণ নামে  
বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন ।  
মহামুনি ব্যাস, তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন  
করাইলেন । লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ।  
তাঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্জা, মিত্রয়,  
শাংশপায়ন, অরুতব্রণ ও সাবর্ণি । কাশ্যপ-  
বংশীয় অরুতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহঁারা  
রোমহর্ষণ হইতে অদ্বীত মূল সংহিতা অবলম্বনে,  
প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা  
করেন । হে মূলে ! ঐ চারি সংহিতার সার-  
গ্রহণ করিয়া আমি এই বিষ্ণু-পুরাণসংহিতা  
রচনা করিয়াছি । ১০—২০ । ব্রাহ্মপুরাণ, সমুদয়  
পুরাণের আদি বলিয়া কীৰ্ত্তিত । পুরাণবিৎ  
যাক্তিরা বলেন, পুরাণ সকল অষ্টাদশ সংখ্যায়  
বিত্ত । তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্ম-  
পুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম  
ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্ক-  
ণ্ডেয়পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপু্রাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ,  
দশম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ

চতুর্দশ বামনক কৌর্দ্দশ পঞ্চদশ স্মৃতম্ ।  
মাংসক গারুড়কৈব ব্রহ্মাণ্ডক ততঃ পরম্ ॥ ২৪  
সর্গচ প্রতিসর্গচ বংশো মনন্তরাণি চ ।  
সর্কেষেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতক যং ॥ ২৫  
যদেতং তব মৈত্রেয় পুরাণং কথ্যতে ময়া ।  
এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্যস্য সমনন্তরম্ ॥ ২৬  
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমবন্তরাণিহি ।  
কথ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরশেষেষেব সত্তম ॥ ২৭  
অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা শ্রায়বিস্তরঃ ।  
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রক বিদ্যা হোতাংচতুর্দশ ॥ ২৮  
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গারুকীশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ।  
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্ত বিদ্যা হৃষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ২৯  
জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ ।  
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়স্তয়ঃ ॥ ৩০  
ইতি শাখাঃ প্রসজ্যাতাঃ শাখা ভেদান্তত্বেব চ ।  
কর্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদহেতুস্তথোদিতঃ ॥ ৩১  
সর্বমবন্তরেষেব শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ ।

বারাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্বন্দপুরাণ, চতুর্দশ বামন-  
পুরাণ, পঞ্চদশ কুর্ঙ্গপুরাণ, ষোড়শ মংসপুরাণ,  
সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ।  
এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মনন্তর  
ও বংশানুচরিত, এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হই-  
য়াছে । হে মৈত্রেয় ! এই আমি তোমার  
নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম  
বিষ্ণুপুরাণ । ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত  
হইয়াছে । হে সত্তম ! এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ,  
প্রতিসর্গ, বংশ ও মনন্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই  
ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে । চারি  
বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, শ্রায়, পুরাণ ও  
ধর্মশাস্ত্র, এই চতুর্দশ প্রকার বিদ্যা । আয়ুর্বেদ,  
ধনুর্বেদ, গারুকীবেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা, অর্থ-  
শাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, এই বিদ্যা-চতুষ্ঠয় মিলা-  
ইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয় । ঋষি প্রধান তিন  
প্রকার ; প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, তৃতীয়  
রাজর্ষি । এই তোমার নিকট বেদের শাখা,  
সংখ্যা, শাখাভেদ, শাখাকর্তা ও শাখাভেদের  
কারণ বলিলাম । প্রত্যেক মনন্তরেই এইরূপে

প্রাজাপত্য্য প্রতিনিভ্য তথিকন্নাঙ্ঘ্রিমে দ্বিজ ॥৩২  
এতং তবোদিতং সৰ্বং যং পৃষ্ঠোহহমিহ ত্বয়া ।  
মৈত্রেয় বেদসম্বন্ধং কিমন্ত্যং কথয়ামি তে ॥ ৩৩

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে শাখা-  
ভেদো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

### সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

যথাবং কথিতং সৰ্বং যং পৃষ্ঠোহসি ময়া দ্বিজ ।  
প্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং তত্ত্বান্ প্রব্রবীতু মে ॥১  
সপ্ত দ্বীপানি পাতাল-বীধ্যাং স্তমহামুনে ।  
সপ্ত লোকং যেন্তরস্থা ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য সৰ্বতঃ ॥২  
স্থূলে: সূক্ষ্মৈস্তথা সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মৈ: সূক্ষ্মতরৈস্তথা ।  
স্থূলে: স্থূলতরৈশ্চতঃ সৰ্বং প্রাণিভিরাবৃত্তম্ ॥৩  
অস্থূলস্যান্তিভাগোহপি ন সোহস্তু মুনিসত্তম ।

বেদের শাখাভেদ হয় । প্রাজাপত্য্য প্রতি অর্থাৎ  
সৃষ্টির প্রাকালে প্রাজাপতি ব্রহ্মা বাহা প্রকাশ  
করেন, তাহা নিত্য । এই সমুদায় শাখাদিভেদ  
তাহার বিকল্পমাত্র । হে মৈত্রেয় ! তুমি বেদ-  
সম্বন্ধে আমার নিকট বাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলে, তৎসমুদায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে  
আর কি বলিব ? ২১—৩৩ ।

তৃতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

### সপ্তম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ ! আমি  
আপনার নিকট বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি  
তাহা সকলই যথাযথরূপে বলিয়াছেন । এক্ষণে  
আমি একটা বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি  
তাহা বলুন । হে মহামুনে ! সপ্তদ্বীপ, পাতাল-  
বীধী সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল  
স্থানই স্থূল, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম, স্থূল ও  
স্থূলতর জীবগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে । মুনি-  
প্রভৃতি এমন যজ্ঞেদরপ্রমাণ স্থানও দেখা যায়

ন সন্তি প্রাণিনো যত্র কশ্চবল্লনিবন্ধনাঃ ॥ ৪  
সর্কে চৈতে বশং যান্তি যমস্ত ভগবান্ কিল ।  
আয়ুষোহন্তে ততো যান্তি যাতনাস্তং প্রচোদিতাঃ ॥  
যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাশ্বথ যোনিয়ু ।  
জন্তবঃ পরিবর্তন্তে শাস্ত্রাণামেব নির্ণয়ঃ ॥ ৬  
সোহহমিচ্ছামি তং প্রোতুং যমস্ত বশবর্তিনঃ ।  
ন ভবন্তি নরা যেন তং কশ্চ কথয়ামলম্ ॥ ৭  
পরশর উবাচ ।

অয়মেব মুনে প্রশ্নো নকুলেন মহাস্থনা ।  
পৃষ্ঠঃ পিতামহঃ প্রাহ ভীষ্মো যং তং শৃণু মে ॥৮  
পুরা সমাগতো বংস সখা কলিঙ্গকো দ্বিজঃ ।  
স মামুবাচ পৃষ্ঠো বৈ ময়া জাতিম্মরো মুনিঃ ॥ ৯  
ভেনাখ্যাতমিদকেদমিথং তত্ত্ববিষ্যতি ।  
তথাচ তদভূবংস যথোক্তং তেন দীমতা ॥ ১০  
স পৃষ্ঠং ময়া ভূয়ঃ শ্রদ্ধাধানবতা দ্বিজঃ ।  
যদ্ যদাহ ন তদ্ ভূতমুত্থা হি ময়া কচিৎ ॥ ১১

না, যেখানে স্বর্কীয় ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীব-  
গণ বিচরণ না করিতেছে । ভগবন ! আয়ুঃ  
শেষ হইলে সকল জীবগণই যমের বশ হয় ও  
পরে যমের আদেশে নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা  
ভোগ করিয়া থাকে । অনন্তর পাপভোগ শেষ  
হইলে তাহারা দেবাদি শরীর গ্রহণ করে ।  
শাস্ত্রের ইহাই নিশ্চয় । মনুষ্যগণ যে, কি প্রকার  
কর্ম করিলে আর যমের অধীন হইবে না, আমি  
সেই কর্ম জানিতে ইচ্ছুক, আপনি শীঘ্র বলুন ।  
পরশর কহিলেন,—মুনে ! মহাস্থনা নকুল,  
পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই বিষয় প্রশ্ন করেন ।  
তদন্তরে ভীষ্ম বাহা বলেন, তাহা আমার নিকটে  
শ্রবণ কর । ভীষ্ম কহিলেন,—বংস ! কলিঙ্গ-  
দেশোদ্ভব আমার সখা একজন ব্রাহ্মণ, এক-  
দিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন  
যে, আমি কোন জাতিম্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা  
করাতে তিনি বলিলেন, ইহা বর্তমানে এইরূপ  
আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে । বংস  
নকুল ! সেই জননী ব্যক্তি বাহা বলিলেন,  
তাহাই হইল । ১—১০ । আমি শ্রদ্ধাযুক্ত  
অন্তঃকরণে পুনর্বার সেই কলিঙ্গদেশোদ্ভব

একদা তু ময়া পৃষ্টং যদেতদ্ভবতোদিভম্ ।  
প্রাহ কালিন্সকো বিপ্রঃ স্মৃত্বা তন্ত মুনৈর্বচঃ ॥১২  
জাতিস্মরণে কথিতো রহস্তঃ পরমো মম ।  
যমকিন্সরয়োর্ধোহভূৎ সংবাদস্তং ব্রবীমি তে ॥১৩  
কালিন্স উবাচ ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং  
বদতি যমঃ কিল তন্ত কর্ণমূলে ।  
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান  
প্রভুরহমত্ননৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥ ১৪  
অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা  
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ ।  
হরিগুরুবশগোহস্মি ন স্বতন্ত্রঃ  
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিবৃৎ ॥ ১৫  
কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ  
কনকমভেদমপীয়তে যথৈকম্ ।  
সুরপশুমনুজাদিকল্পনাভি-  
হিরিখিলাভিরুদীর্ঘাতে তথৈকঃ ॥ ১৬

ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জাতিস্মরোক্ত  
যে সকল কথা আমাকে বলিলেন, তাহা সফ-  
লই অব্যভিচারী (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য) ।  
এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, একদা  
আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কালিন্সক  
ব্রাহ্মণ, জাতিস্মর মুনির বাক্য স্মরণপূর্বক বলি-  
লেন, পূর্বে যম ও যমকিন্সরের পরস্পর যে  
অত্যন্ত গোপনীয় কথাপকথন হইয়াছিল,  
সেই বিষয় জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমার কাছে  
বলেন; এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি। কালিন্স  
কহিলেন, পাশহস্ত স্বীয় দৃত্যকে দেখিয়া যম  
তাহার কর্ণমূলে কহিলেন, মধুসূদনের শরণাগত  
ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিও; যেহেতু আমি  
বৈষ্ণব ভিন্ন অত্র সকল জীবের প্রভু। দেবগণ  
কর্তৃক অর্চিত বিধাতা, লোকের পাপপুণ্য-  
বিচারের জন্ত 'যম' এই নাম দিয়া আমাকে  
নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি গুরু স্বরূপ হরির  
অধীন, কিন্তু স্বাধীন নহি, যেহেতু হরি আমারও  
দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ যেমন একরূপ  
হইয়াও বলয়, মুকুট, কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কার-

ক্ষিতিজলপরমাণবোহনিলান্তে  
পুনরপি যাস্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা ।  
সুরপশুমনুজাদয়স্তথাত্তে  
গুণকলুষেণ সনাতনে তেন ॥ ১৭  
হরিমমরগণার্চিতাজ্জি পদ্মং  
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্যঃ ।  
তমপগতসমস্তপাপবন্ধং  
ব্রজ পরিহত্য যস্মাঙ্গিমাজ্যাসিতম্ ॥ ১৮  
ইতি যমবচনং নিশ্চয়্য পাশী  
যমপুরুষস্তমুবাচ ধর্ম্মরাজম্ ।  
কথয় মম বিভো সমস্তধাতু-  
ভবতি হরেঃ খলু যাদৃশোহস্ত ভক্তঃ ॥ ১৯  
যম উবাচ ।  
ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ  
সমমতিরাস্ত্রসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে ।  
ন হরতি ন চ হস্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ  
সিতমনসং তমবৈহি বিহুভক্তম্ ॥ ২০

ভেদে নানারূপে নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার  
একমাত্র হরি দেব, মনুষ্য পশু প্রভৃতি নানা  
প্রকার কালিনিক রূপভেদে বহুরূপে কীর্তিত।  
বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেই  
সময় যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণুসমষ্টি  
পৃথিবীমাত্রাদিতে মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণ-  
ক্ষোভজনিত সুরাসুরমনুজাদিও প্রলয়কালে  
সেই সর্বগুণপ্রভু সনাতন বিহুতেই বিলীন  
হয়। দেবগণ ঘাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া  
থাকেন, সেই হরিকে যিনি সকল বস্তুর আত্মা  
ভাবিয়া নমস্কার করেন, সেই অপগতপাপ  
পুরুষকে, দ্ব্যতাহতি দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নির গ্রায়  
স্পর্শ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও।  
পাশহস্ত যমদূত, ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য  
শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, বিভো! কিরূপে  
কোন প্রকার ব্যক্তি হরির ভক্ত হন, তাহা  
বলুন। যম কহিলেন,—যিনি নিজ বর্ণের ধর্ম্ম  
হইতে বিচলিত না হন, যিনি নিজ সুহৃদ্বর্গেও  
বিপক্ষপক্ষে সমভাবে দেখিয়া থাকেন; যিনি  
পরদ্রব্য অপহরণ করেন না, কোন জীব হিংস

কলিকলুষমলেন যন্ত নাস্তা  
বিমলমতের্মলিনীকূতোহস্তমোহে ।  
মনসি কৃতজ্ঞানর্দনং মনুষ্যং  
সততমবৈহি হরেরতীব ভক্তম্ ॥ ২১  
কনকমপি রহস্তবেক্ষ্য বুদ্ধা  
শ্রমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরশ্বম্ ।  
ভবতি চ ভগবত্যানন্তচেতাঃ  
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ২২  
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক বিষ্ণু-  
র্মনসি নৃণাং ক চ মংসাদিদোষঃ ।  
ন হি তুহিনময়ধরশিাপঞ্চে  
ভবতি হতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ২৩  
বিমলমতিবিমংসরাঃ প্রশান্তঃ  
সুচিচরিতোহখিলসম্বন্ধমিত্রভূতঃ ।  
প্রিয়হিতবচনোহস্তমানমায়ে  
বসতি সদা হৃদি তস্ত বাহুদেবঃ ॥ ২৪  
বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্  
ভবতি পূমান্ জগতোহস্ত সৌম্যরূপঃ ।

করেন না, গাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশৃঙ্খ ও  
অতি নির্মল, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া  
জানিবে। ১১—২০। গাঁহার নির্মল অন্তঃ-  
করণ কলিকলুষ দ্বারা সমল না হয়, যিনি মোহ-  
শৃঙ্খ হৃদয়ে সর্বদা জনার্দনকে চিন্তা করেন,  
তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া জানিবে।  
যিনি নির্জনে পরশ্ব শ্রবণ দেখিয়াও ভুগের ছায়  
বুঝিয়া উপেক্ষা করেন, যিনি অত্র চিন্তা পরি-  
ত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তা করেন,  
সেই পুরুষপ্রধানকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা  
করিবে। স্ফটিকগিরির ছায় নির্মল বিষ্ণু বা  
কোথায় ও মনুষ্যের মাংসর্ঘ্যাদিদোষ-কলুষিত  
হৃদয়েই বা কোথায় ? এ উভয়ের অনেক অন্তর।  
চন্দ্রকিরণ-সমূহে কখনই হতাশনদীপ্তিজাত  
উগ্রতা থাকে না, অর্থাৎ রাগদ্বৈষাদি-যুক্ত  
মনুষ্য কখনই হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে  
পারে না, সুরতাং বিষ্ণুভক্তই হইতে পারে না।  
যে ব্যক্তি নির্মল-চিন্ত, মাংসর্ঘ্যরহিত, প্রশান্ত,  
বিতৃষ্ণচরিত, সৰ্বা জীবেই মিত্র, প্রিয়বাদী ও

ক্ষিত্রসমভিত্রম্যাত্মনোহন্তঃ  
কথয়তি চারুতয়েব শালপোতঃ ॥ ২৫  
যমনিয়মবিধূতকশ্যপাণং  
অনুদিনম্যুতসত্তমানসানাম্ ।  
অপগতমদমানমংসরাণাং  
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্ ॥ ২৬  
হৃদি যদি ভগবানাদিরাস্তে  
হরিরসিশৃঙ্গদাধরোহব্যয়াস্মা ।  
তদধমব্যবিবাতকর্তৃভিন্নং  
ভবতি কথং সতি চান্ধকারমর্কে ॥ ২৭  
হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তুন্  
বদতি তথানুতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ ।  
অন্তভজনিহতশ্রমস্ত পুংসঃ  
কলুষমতেহৃদি তস্ত নাস্ত্যনন্তঃ ॥ ২৮  
ন সহতি পরসম্পদং বিনিদ্মাং  
কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ ।

হিতবাদী এবং অভিমান ও মায়াবাহিত, তাঁহার  
হৃদয়েই বাহুদেব বাস করেন। সেই সনাতন  
বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই  
প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই  
লোকে বুঝিয়া থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয়  
পার্থিব রস আছে। হে দূত ! যম ও নিয়ম  
দ্বারা গাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, গাঁহাদের  
হৃদয় সর্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, গাঁহাদের  
অভিমান, অহঙ্কার ও মাংসর্ঘ্য নাই ; এবংবিধ  
মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও।  
শৃঙ্গদাধরোহব্যয়াস্মা ভগবান্ হরি যদি  
হৃদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে সকল পাপই  
পাপবিনাশী ভগবান্ দ্বারা নষ্ট হয়, কারণ সূর্য্য  
থাকিতে কখন অন্ধকার থাকিতে পারে না। যে  
পরধন হরণ করে, যে প্রাণিগণের হিংসা করে,  
যে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে, যে নিষ্ঠুর বাক্য  
প্রয়োগ করে, যাহার মন নির্মল নহে, অমঙ্গল  
কার্য্যে যাহার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে,—ঈদৃশ  
ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন না। যে  
ব্যক্তি, পরের ঐশ্বর্য্য সহ করিতে পারে না,  
যাহার মতি কলুষিত, যে সাধুদিগের নিন্দা করে,

ন যজতি ন দদাতি ঐশং সন্তঃ  
মনসি ন তস্ত জনার্দনোহধমস্ত ॥ ২৯  
পরমহুহাদি বান্ধবে কলত্র  
হুতনয়্যাপিতমাতৃত্বত্ববর্ষে ।  
শঠমতিক্রপযাতি যোহর্থত্বফাঃ  
তমধমচেষ্টমবৈহি নাস্ত ভক্তম্ ॥ ৩০  
যশস্তমতিরসং প্রবৃতিসন্তঃ  
সততমনাধ্যবিশালসঙ্গমস্তঃ ।  
অহুদিনকৃতপাপবন্ধবঃ  
পুরুষপণ্ডরিহি বাহুদেবভক্তঃ ॥ ৩১  
সকলমিদমহক বাহুদেবঃ  
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ  
ইতি মতিরচলা ভবতানন্তে  
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দ্রাং ॥ ৩২  
কমলনয়ন বাহুদেব বিধো  
ধরনিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে ।  
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ  
তাজ ভট দূরতরেণ তনপাপান্ ॥ ৩৩

যে অসাধু, যে যাগ করে না, সাধুকে দান করে না,—ঈদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দন বাস করেন না। যে ব্যক্তি প্রিয়-হুহাদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্বীয় নিকট, পুত্র বা কণ্ঠার নিকট, পিতামাতার নিকট, ভৃত্য সকলের নিকট শঠতা অবলম্বন করিয়া, অর্থত্ব করে, সেই অধম-স্বভাব ব্যক্তি, বিস্তৃত নহে জানিবে। যে ব্যক্তির মন গহিত কাণ্ডে প্রবৃত্ত থাকে, যে ব্যক্তি সর্বদা অসংকার্যে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতি নীচসংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইতে যত্ন করে,—সেই পুরুষপণ্ড, বাহুদেবের ভক্ত নয়। ভগ-বান্ বাহুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, এই সকল জ্ঞান এবং আমিও বাহুদেব ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনন্তদেবের প্রতি াঁহার এই-রূপ অচলমতি হয়, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরিহার করিবে। ২১—৩২। “হে কমলনয়ন! হে বাহুদেব! হে বিধো! হে ধরনিধর! হে

বসতি মনসি যন্ত সোহব্যাস্ত্রা  
পুরুষবরস্ত ন তস্ত দৃষ্টিপাতে ।  
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-  
প্রতিহতবর্ধিবলস্ত সোহস্ত্রলোক্যঃ ॥ ৩৪  
কালিন্দ্র উবাচ ।  
ইতি নিজভটশাসনায় দেবে  
রবিতনয়ঃ স কিলাহং ধর্মরাজঃ ।  
মম কথিতমিদঞ্চ তেন তুভ্যং  
কুরুবর সম্যগিদং ময়াপি চোক্তম্ ॥ ৩৫  
ভীষ্ম উবাচ ।

নকুলৈতম্মাখ্যাতং পূর্বং তেন দ্বিজম্বনা ।  
কলিন্দ্রদেশাদভ্যেতা প্রীয়তা স্তুমহাত্মনা ॥ ৩৬  
ময়াপ্যেতদ্যথাহ্যায়ং সম্যগ্ভবংস তবোদিতম্ ।  
যথা বিষ্ণুতে নাহ্যং ত্রাণং সংসারসাগরে ॥ ৩৭  
কিন্দরা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ ।  
সমর্থাস্তস্ত যস্ত্রাস্ত্রা কেশবালম্বনঃ সদা ॥ ৩৮

অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমার আশ্রয় হও” যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপরাহিত ব্যক্তিগণের দূর হইতেই পলায়ন করিও। যে পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যত-দূর পর্ধ্যস্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্ধ্যস্ত বিষ্ণুচক্র প্রভাবে তোমার ও আমার বলবর্ধ্য বিনষ্ট হইবে, হুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাস্ত্রার নিকটেও গমন করিতে পারি না, তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার যোগ্য। কালিন্দ্র কাহলেন,—হে কুরুবর! দেব রবি-তনয় ধর্মরাজ, নিজ দূতকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই জাতিস্মর মুনি, আমাকে ঐ কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা কহিলাম। ভীষ্ম কহিলেন,—হে নকুল! পূর্বে কলিন্দ্রদেশ হইতে অভ্যাগত স্তুমহাত্মা ত্রাণ প্রীত হইয়া আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন। বৎস! অধুনা আমি সেই বৃদ্ধান্ত যথারীতি তোমার নিকট কহিলাম। এই সংসারসাগরে বিষ্ণু ব্যতীত আর পরিত্রাণ নাই। বাহার হৃদয়, সকল সময়েই কেশব-

পরশর উবাচ

এতন্মুনে তবাখ্যাতং গীতং বেবদ্বতেন যঃ

তৎপ্রশ্নানুগতং সম্যক্ কিমত্ৰং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩৯

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে যমগীতা

নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ ভগবান্ দেবঃ সংসারবিজিগীষুভিঃ ॥

মামাখ্যাহি জগন্নাথো বিষ্ণুরাধ্যতে যথা ॥ ১

আরাধিতাস্ত গৌবিন্দাদারাধনপট্টৈর্নরৈঃ ।

যং প্রাপাতে ফলং শ্রোতুং তবেচ্ছামি মহামুনে ॥২

পরশর উবাচ ।

যং পৃচ্ছতি ভবানেতং সগরেন মহাত্মন ।

ঔর্য আহ যথা পৃষ্টস্তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥ ৩

প্রিয় রহিয়াছে, তাঁহার যম, যম-কিন্ধর, যমদণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই। পরশর কহিলেন,—এই নকুল-প্রম-প্রসঙ্গে, ভীষ্মকীর্ণিত যমগীতা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণ আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ২৩—৩৯ ।

তৃতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ ! যাহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা কিরূপে ভগবান্ দেব ভগ্নাত্মা, বিষ্ণুর আরাধনা করেন ? এবং হে মহামুনে ! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, মনুষ্যগণ কোন্ ফল লাভ করেন, তাহাও আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরশর কহিলেন,—তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্বে মহাত্মা সগর কর্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া, ঔর্য যাহা প্রত্যুত্তর

সগরঃ প্রশ্নপত্যেদমৌর্যং পপ্রচ্ছ ভাগবম্ ।

বিক্ষেপারাদনোপায়সম্বন্ধং মুনিসত্তম ॥ ৪

ফলক্ষারাদিতে বিক্ষো যং পুংসামভিজায়তে ।

স চাহ পৃষ্টো যদন্তন তমৈত্রেয়াখিলং শৃণু ॥ ৫

ঔর্য উবাচ ।

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গবন্ধং তথাশ্পদম্ ।

প্রাপ্নোত্যারাদিতে বিক্ষো নীর্কণমপি চোত্তমম্ ॥ ৬

যদ্যদ্বিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাদিতেহচ্যুতে ।

তং তদাপ্নোতি রাজেন্দ্রে ভুরি স্বল্পমখাপি বা ॥ ৭

যং তু পৃচ্ছসি ভূপাল কথমারাদ্যতে হি সঃ ।

তদহং সকলং তুভ্যং কথয়ামি নিবোধ মে ॥ ৮

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধ্যতে পণ্ডা নাশ্চ তন্তোষকারণম্ ॥ ৯

যজন যজ্ঞান যজ্ঞতেনং জপতেনং জপন্ নৃপ ।

দেন, আমি বলি শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম !

সগর, ভৃগুবংশীয় ঔর্যকে প্রশ্নপাতপূর্বক

জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা

হইতে পারে এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে,

মনুষ্যগণের কি ফল হয় ? হে মৈত্রেয় ! ঔর্য

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর প্রদান

করেন, তাহা শ্রবণ কর। ঔর্য কহিলেন,

বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, ভূমিসম্বন্ধী সমুদায়

মনোরথ সকল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি

হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নীর্কণমুক্তিও পাওয়া যায়।

হে রাজেন্দ্র ! যে ফল যে পরিমাণে ইচ্ছা

করা যায়, তাহা অল্পই হউক, আর অধিকই

হউক, আচ্যুতের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই

পাওয়া যায়। ভূপতে ! “কিরূপে বিষ্ণুর

আরাধনা করিতে হয় ?” এই কথা যে তুমি

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই সম্বন্ধে আমি

তোমাকে সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সকীয় বর্ণোক্ত আচারসমূহের অনুষ্ঠানপত্র

হইলেই, পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে

সমর্থ হন, যেহেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত

আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন অত্র কোন পথই বিষ্ণুর

তোষজনক নহে। হে নৃপ ! বিধি অনুসারে

যত্ন করিলেই বিষ্ণুর যজন হয়, বিধিপূর্বক

স্বস্ত্যস্তাং হিনস্তোনাং সৰ্বভূতো যতো হরিঃ ॥১০  
তস্যাং সদাচারবতা পুরুষেণ জনর্দিনঃ ।  
আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত-ধৰ্ম্মানুষ্ঠানকারিণা ॥ ১১  
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ ধরণীপতে ।  
স্বধৰ্ম্মতঃ পরো বিষ্ণুমাধ্যয়তি নাগ্ৰথা ॥ ১২  
পরাপবাদং পৈশুশ্চান্ননৃতঞ্চ ন ভাষতে ।  
অহোদেগকরঞ্চাপি তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৩  
পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিম্ ।  
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥  
ন তারয়তি নো হস্তি প্রাণিনোহংগাংচ দেহিনঃ ।  
যো মনুষ্যো মনুষ্যেন তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥  
দেবদ্বিজগুরুণাং যো গুরুষামু সদাদ্যত্যঃ ।  
তোষ্যতে তেন গোবিন্দঃ পুরুষেণ নরেশ্বর ॥১৬  
যথাত্মনি চ পুত্রে চ সৰ্বভূতেষু যন্তথা ।  
হিতকামো হরিস্তেন সৰ্বদা তোষ্যতে হৃথম্ ॥১৭

জপ করিলে বিষ্ণুরই জপ হয়, অত্ৰ কোন  
প্রাণীরও হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা  
হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সৰ্বভূতময় । ১—১০ ।  
অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত  
শাস্ত্রানুষ্ঠান করিলেই ভগবান্ জনার্দনের আরা-  
ধনা করা হয় । হে ধরণীপতে ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,  
বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা স্ব স্ব ধৰ্ম্মে রত থাকিলেই  
ইহাদের বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, ইহা নিশ্চয় ।  
যিনি সমক্ষে পরোক্ষে পরনিন্দা বা শঠতা-  
চরণ বা মিথ্যা কথা ব্যবহার না করেন, যিনি  
এমন কোন কার্যই করেন না যে, তদ্বারা  
কোন জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, তাঁহার  
উপরই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন । হে রাজন্ !  
যিনি পরপত্নীহরণে, পরদ্রব্য-গ্রহণ বা পরহিংসা  
ক্রমে মতি না করেন, তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুকে  
সন্তুষ্ট করিতে পারেন । যিনি কোন জীবকে  
বা উদ্ভিদকে বিনষ্ট বা প্রহার না করেন, সেই  
পুরুষই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন ।  
যিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর সেবাতে সৰ্বদা  
উদযোগী থাকেন, হে নরেশ্বর ! তিনিই ভগ-  
বান্ বিষ্ণুর পরিতোষ করিতে পারেন, তাঁহার  
প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন । যিনি

যশ্চ রাগাদিদোষেণ ন দুষ্টং নৃপ মানসম্ ।  
বিশুদ্ধচেতসা বিষ্ণুস্তোষ্যতে তেন সৰ্বদা ॥ ১৮  
বর্ণশ্রমেযু যে ধৰ্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তম ।  
তেষু তিষ্ঠন্ নরো বিষ্ণুমাধ্যয়তি নাগ্ৰথা ॥ ১৯  
সগর উবাচ ।  
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বর্ণধৰ্ম্মানশেষতঃ ।  
তথৈবাপ্রামধৰ্ম্মাংচ দ্বিজবৰ্ধ্য ব্রহ্মীহি তান্ ॥ ২০  
ঔরব উবাচ ।  
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্ ।  
ভ্রমেকাগ্রমনা ভূষা শৃণু ধৰ্ম্মান্ ময়োদিতান্ ॥ ২১  
দানং দদ্যাং যজ্ঞে দেবান্ যজ্ঞে স্বাধ্যায়তঃপরঃ  
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্যাচ্চান্নিপরিশ্রমম্ ॥ ২২  
ব্রতার্থং যাজয়েচ্চাত্মান্ অগ্নানধ্যাপয়েৎ তথা ।  
কুর্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুরুত্বং ত্রায়তো দ্বিজঃ ॥  
সৰ্বভূতহিতং কুর্যাৎ নাহিতং কস্তচিদ্বিজঃ ।

সৰ্বভূতেরই স্বকীয় পুত্রের স্থায় মঙ্গল কামনা  
করেন, তিনি স্ত্রে হরির সন্তোষ জন্মাইতে  
পারেন । হে রাজন্ ! বাহার মন হৃদয় রাগাদি-  
দোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের  
উপর বিষ্ণু সৰ্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন । হে নৃপ !  
শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণশ্রমের ধৰ্ম্ম উক্ত আছে,  
যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই  
বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় ।  
সগর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমি  
আশ্রমধৰ্ম্ম ও বর্ণধৰ্ম্ম সকল শ্রবণ করিতে  
ইচ্ছা করি, সেই সমুদায় বলুন । ১১—২০ ।  
ঔরব কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য  
ও শূদ্রদিগের ধৰ্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি,  
তুমি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর । ব্রাহ্ম-  
ণের কর্তব্য এই যে, দান করিবে, যজ্ঞ  
দ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে থাকিবে,  
বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য স্নান-তপোপাতি  
কর্মে রত থাকিবে এবং অগ্নি পরিশ্রম করিবে ।  
ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্ত অত্ৰ ব্রাহ্মণাদির স্বাস্থ্য  
করিবে ও অধ্যয়ন করাইবে, বিশেষ প্রয়োজনে  
উপস্থিত হইলে বা গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত  
হইলে ত্রায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে । ব্রাহ্মণ !



মৈত্রী সমস্তভূতেশু ব্রাহ্মণস্তোভমং ধনম্ ॥ ২৪  
 গ্রাণে রত্নে চ পারকো সমবুদ্ধিভবদ্বিজঃ ।  
 ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শত্ৰুতে চাত্ৰ পার্থিব ॥ ২৫  
 দানানি দদ্যাৎকিচ্ছাতো বিজ্ঞাত্যঃ ক্ষত্রিয়োহপি হি  
 যজ্ঞেচ্চ বিবিধৈধ্বজৈরধীয়াত চ পার্থিব ॥ ২৬  
 শত্বাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্ত  
 তস্তাপি প্রথমে কলে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥ ২৭  
 ধর্মিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ ।  
 ভবন্তি নৃপভেদঃশা যতো যজ্ঞাদিকর্মণাম্ ॥ ২৮  
 হুষ্ঠানাং ত্রাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাং ।  
 প্রাপ্নোতাতিমান লোকান বর্ণসংস্থাকরো নৃপঃ ॥  
 পাশ্তপাল্যং বর্ণিজ্যকৃষিক মনুজেশ্বর ।  
 বৈশ্যায়দৌবিকাং ব্রহ্মা দমৌ লোকপিতামহঃ ॥ ৩০  
 তস্তাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্মশ্চ শত্ৰুতে ।  
 নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামনুষ্ঠানকং কর্মণাম্ ॥ ৩১  
 দ্বিজাতিসংপ্রায়ং কশ্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্ ।

সর্বপ্রাণীর হিতসাধন করিবে, কখন কাহারও  
 অনিষ্ট করিবে না, কারণ সর্বপ্রাণীর প্রতি  
 মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উক্ত ধন । ব্রাহ্মণ পরকায়  
 রত্নকে প্রস্তুত তুল্য বিবেচনা করিবে । হে  
 রাজন! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের  
 প্রশস্ত কর্ম । ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে  
 দান করিবে, বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা  
 করিবে এবং অধ্যয়ন করিবে । শস্ত্রধারণ করা  
 ও পৃথিবীরক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ জীবিকা ।  
 ইহার মধ্যে পৃথিবী-পালন করাই প্রথম কল ।  
 ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন,  
 যেহেতু পৃথিবীতে সম্পন্ন যজ্ঞাদি কর্মের অংশ  
 ভূপতিগণ প্রাপ্ত হন । বর্ণস্থিতি-সম্পাদক রাজা  
 হুষ্ঠের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা আপনার  
 অতীষ্টলোক প্রাপ্ত হন । হে মনুজেশ্বর!  
 লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্বজাতির এইরূপ  
 জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা পশুপালন  
 করিবে, বাণিজ্য করিবে ও কৃষিকর্ম করিবে ।  
 ১১—৩০ । অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, এই তিন  
 প্রকারও বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম । এতদ্ব্যতীত  
 তাহারা অস্ত্রাস্ত্র নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও

ক্রেয়বিক্রয়জৈকোপি ধনৈঃ কারুণ্ডবেন বা ॥ ৩২  
 দানকং দদ্যাৎ শূদ্রোহপি পাপযজ্ঞৈর্বজ্ঞেত চ ।  
 পিত্র্যাদিককং বৈ সর্বং শূদ্রঃ কুর্যাত তেন বৈ ॥ ৩৩  
 ভূত্যাদিভরণার্থং সর্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ ।  
 ঋতুকালভিগমনং স্বদারেশু মহীপতে ॥ ৩৪  
 দয়া সমস্তভূত্রেষু তিতিক্ষানভিমানিতা ।  
 সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা ॥ ৩৫  
 মৈত্র্যস্পৃহা তথা তদ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর ।  
 অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণনাং কথিতা গুণা ॥ ৩৬  
 আশ্রমাণাঞ্চ সর্বেষাংমেতে সামান্তলক্ষণাঃ ।  
 গুণাংস্তথাপদ্ধত্যাংচ বিপ্রাদীনামিমান্ শৃণু ॥ ৩৭  
 ক্রাত্বং কশ্ম দ্বিজস্তোভ্যং বৈশ্বকশ্ম তথাপদি ।

করিবে । শূদ্রের কর্তব্য এই যে, দ্বিজগণের  
 সেবা করিবে; দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির  
 জন্ত কর্মচারণ করিবে, তদ্বারা আশ্রমপোষণ  
 হইবে, যদি পূর্বোক্ত কর্ম দ্বারা আশ্র-  
 মপোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য দ্বারা বা কারু-  
 ণ্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে । এতদ্ব্য-  
 তীত শূদ্রের দ্বিজসেবার্জিত ধন দ্বারা বৈশ্বদেব  
 নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, দানাদি সংকার্যে  
 প্রবৃত্ত থাকিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিয়া  
 নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে ।  
 ভূত্যাদির ভরণের জন্ত সকল বর্ণেরই অর্থো-  
 পাৰ্জন করা এবং ঋতুকালে স্বত্বীতে গমন  
 করা কর্তব্য । সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্রেশ-  
 সহিহুতা, অভিমানশূভতা, সত্য, বাহুভুদ্ধি ও  
 অন্তঃভুদ্ধি, পরিমিত পরিশ্রম, মঙ্গল, প্রিয়-  
 বাদিতা, মৈত্রী, অস্পৃহা, অকার্পণ্য, অনুসূয়তা  
 হে রাজন! এই সমুদায় সমস্ত বর্ণেরই গুণ  
 বলিয়া অভিহিত ও সাধারণ লক্ষণ । অতঃপর  
 ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণের আপদ্বর্ম অর্থাৎ স্ব  
 বৃত্তি দ্বারা জীবিকা না চলিলে, কিরূপ বৃত্তি অব-  
 লম্বন করা উচিত, তাহা প্রবণ কর । যজন,  
 বাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণবৃত্তি  
 দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি-  
 যের কর্ম শস্ত্রধারণাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ  
 করিবে । তদভাবে বৈশ্বকর্ম পশুপালন কৃষি-

রাজস্ব্য চ বৈশ্বোক্তং শূদ্রকর্ম্য ন বৈ ভয়োঃ ॥৩৮  
সামর্থ্যে সতি তং ত্যাজ্যমুভাভ্যামপি পার্থিব ।  
উদেবাপদি কর্তব্যং ন কুর্ধ্যাৎ কর্মসঙ্করম্ ॥ ৩৯  
ইত্যেতে কথিতা রাজন্ বর্ণধর্ম্য ময়া তব ।  
ধর্ম্মশাস্ত্রমিণাং সম্যক্ ক্রবতো মে নিশাময় ॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে ধর্ম্মো  
নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ঔর্য উবাচ ।

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতঃপরঃ ।  
গুরুগৃহে বসেভূপ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ১  
শৌচাচারবতা তত্র কার্যং শুশ্রবণং গুরোঃ ।  
ব্রতানি চরতা গ্রাহো বেদশ্চ কৃতবুঞ্জিনা ॥ ২

বাণিজ্যাদিতে রত হইবে । ক্ষত্রিয়ও আপংকালে  
বৈশ্ব্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ  
ও ক্ষত্রিয় কখনও শূদ্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবে  
না । হে রাজন্ ! যদি কোনরূপে কোন উপায়  
থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, শূদ্রের  
কর্ম্ম অবলম্বন করিবে না ; কিন্তু বিপংকালে  
উপায়ান্তর বিদ্যমান না থাকিলে কাজে কাজেই  
শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে । যাহাতে  
চতুর্বর্ণের বৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়, সেই  
বিষয়ে সকলেই প্রযত্নপর থাকিবে । রাজন্ !  
এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম  
সকল कहিলাম । এক্ষণে আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম  
বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৩১—৪০ ।

তৃতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

ঔর্য कहিলেন,—হে নৃপতে ! বালক,  
উপনয়নান্তে বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য  
অবলম্বনপূর্ব্বক, সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস  
করিবে । সেখানে শৌচ ও আচারানুষ্ঠান করত  
গুরুশুশ্রূষা করিবে এবং ব্রতসমূহের আচরণ

উভে সন্ধ্যো রবিং ভূপ তথৈবান্নিং সমাহিতঃ ।  
উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্ধ্যাৎ গুরোরপ্যভিবাচনম্ ॥ ৩  
স্থিতে তিষ্ঠেৎব্রজেদ্ যতি নীচৈরাসীং তথা সতি  
শিষ্যো গুরো নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতিকূলং ন সম্ভজেৎ ॥৪  
তেনেবোক্তঃ পঠেদেদং নাচাচিন্তঃ পুরঃস্থিতঃ ।  
অনুজ্ঞাতঞ্চ ভিক্ষান্নমশীয়াদ্ গুরুণা ততঃ ॥ ৫  
অবগাহেদপঃ পূর্ব্বমাচার্য্যোণাবগাহিতাঃ ।  
সমিজ্জলাদিকঞ্চাস্ত কল্যাং কল্যমুপানয়েৎ ॥ ৬  
গৃহীতগ্রাহবেদশ্চ ততোহনুজ্ঞামবাপা বৈ ।  
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্নগুরুনিরুতিঃ ॥ ৭  
বিধিনাবাপ্তদারস্ত ধনং প্রাপ্য স্বকর্ম্মণা ।  
গৃহস্বকার্য্যমখিলং কুর্ধ্যাদ্ভূপাল শক্তিতঃ ॥ ৮  
নিবাপেন পিতৃনর্চেৎ যজৈর্দেবাস্তথাতিথীন ।  
অন্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপতোন প্রজাপতিম্ ॥ ৯

করত বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে ।  
হে রাজন্ ! হই সন্ধ্যা সমাহিত হইয়া রবি  
ও অগ্নির উপাসনা করিবে এবং উপাসনান্তর  
গুরুকে অভিবাচন করিবে । গুরু গমন করিলে  
গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে উপবিষ্ট  
হইবে ; কখনও প্রতিকূলাচরণ করিবে না ।  
গুরু অনুজ্ঞা করিলে তাঁহার সমুখে বসিয়া  
অনুজ্ঞাচিন্তে বেদ অধ্যয়ন করিবে ; পরে গুরুর  
আজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবে ।  
আচার্য্য অগ্রে অবগাহন করিলে, শিষ্য পশ্চাৎ  
অবগাহন করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে  
কুশ, জল ও পুষ্প গুরুর জন্ত আহরণ করিবে ।  
শিষ্য এইরূপে আপনার অধ্যয়নোচিত বেদপাঠ  
সমাপ্ত করত কৃতবিদ্যা হইয়া গুরুকে দক্ষিণা  
প্রদানপূর্ব্বক গুরুর অনুমতি অনুসারে গৃহস্থা-  
শ্রমে প্রবেশ করিবে । রাজন্ ! গুরুগৃহে  
বাস সমাপ্ত হইলে, যথাবিধানে বিবাহ করিবে ।  
পরে অধ্যাপনাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া  
শক্তি অনুসারে সমুদায় গৃহস্বকার্য্য সম্পন্ন  
করিতে থাকিবে । পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃগণের,  
যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, অন্ন দ্বারা অতিথিগণের,  
স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের, অপত্যজনন দ্বারা

বলিকর্ষণা চ ভূতানি বাক্সতোনাখিলং জগৎ ।  
 প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকম্মসমজ্জিতান্ ॥  
 \*৫ যে কেচিৎ পরিত্রাডব্রক্ষচারিণঃ  
 তেহপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্ ॥  
 বেদাহরণকার্যেণ তীর্থস্থানায় চ প্রভো ।  
 অটন্তি বহুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥ ১২  
 অনিকেতা হনাহারা যে তু সাযংগৃহাশ্চ তে ।  
 তেবাং গৃহস্থঃ সর্বেষাং প্রতিষ্ঠাযোনিরেব চ ॥ ১৩  
 তেবাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যং মধুরং নৃপ ।  
 গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসনভোজনম্ ॥ ১৪  
 অতিথির্দ্বন্দ্ব ভগ্নাশো গৃহাং প্রতিনিবর্ততে ।  
 স তশ্চৈঃ দৃষ্টাতং দত্তা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১৫  
 অবজ্ঞানমহংকারো দন্তশ্চৈব গৃহে মতঃ ।  
 পরিতাপোপযাতো চ পারুযাঞ্চ ন শস্ততে ॥ ১৬  
 যন্ত সম্যক্ করোত্যেবাং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্ ।

প্রজপতির, বলিকর্ষণ দ্বারা ভূতগণের এবং সত্য  
 বাক্য দ্বারা সমুদায় লোকের অর্চনাকারী গৃহস্থ,  
 সর্কারী সংক্কার্জিত উত্তম স্বর্গাদিলোকে গমন  
 করেন : ১—১০। যে সকল পরিত্রাজক বা  
 ব্রক্ষচারী ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন,  
 গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেটজন্ত গার্হস্থ্য  
 আগ্রহই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেরা বেদসংগ্রহের জন্ত  
 কিংবা পৃথিবী-দর্শনের জন্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া  
 থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই আহার-  
 সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। তাঁহারা ভ্রমণ-  
 ক্রমে সাযংকালে যে স্থলে উপস্থিত হন, তাহাই  
 তাঁহাদের গৃহ। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির  
 আশ্রয়কারণ। রাজন! এই সকল ব্যক্তি  
 যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ কুশল-  
 জিজ্ঞাসাপূর্বক মধুর-বাক্য কহিবে এবং  
 সামর্থ্যানুসারে আহার, আসন ও শয্যা প্রদান  
 করিবে। অতিথি হতাশ হইয়া, যাহার গৃহ  
 হইতে ফিরিয়া যান, সে ব্যক্তি অতিথির দৃষ্ট  
 গ্রহণ করে এবং অতিথি, গৃহস্থের সঙ্কিত পুণ্য  
 লইয়া গমন করে। অতিথির প্রতি অবজ্ঞা,  
 অহংকার প্রকাশ, দন্ত, দান করিয়া পরিতাপ,  
 প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা, এই সমুদায় গৃহস্থের

সর্ববন্ধবিনির্মুক্তো লোকানাপ্রোত্যনুত্তমান্ ॥ ১৭  
 বয়ঃপরিণতো রাজন কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী ।  
 পুত্রেষু ভাৰ্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ স হৈব বা ॥  
 পর্ণমূলফলাহারঃ কেশশাশ্রুজটাধরঃ ।  
 ভূমিশায়ী ভবেৎ তত্র মুনিঃ সর্বাতিথির্নৃপ ॥ ১৯  
 চর্ম্মকাশকুশৈঃ কুৰ্য্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ।  
 তদ্বৎ ত্রিসবনং স্নানং শস্তমশ্র নরেশ্বর ॥ ২০  
 দেবতাভ্যর্চনং হোমঃ সর্বাভাগতপূজনম্ ।  
 ভিক্ষা বলিপ্রদানঞ্চ শস্তমশ্র নরেশ্বর ॥ ২১  
 বস্ত্রস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গশ্চ শস্ততে ।  
 তপস্ততশ্চ রাজেন্দ্র শীতোষ্ণাদি সহিযুতা ॥ ২২  
 যন্তেতাং নিহিতশর্চ্যাং বানপ্রস্থশ্চরেমুনিঃ  
 স দহত্যগ্নিবদদোষান্ জয়েন্মোকোশ্চ শাশ্বতান্ ॥ ২৩  
 চতুর্গচ্চাগ্রমে ভিক্ষাঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ ।

উচিত নহে। যে গৃহস্থ এই সমুদায় উত্তম  
 বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সংসার-  
 বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম স্বর্গাদি-  
 লোকে প্রাপ্ত হন। রাজন! গৃহস্থ এইরূপ  
 গৃহস্থের কর্তব্যকর্ম্ম নির্বাহ করিয়া বয়ঃপরিণতি  
 হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা  
 পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবে। হে  
 নৃপ! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শাশ্রু  
 ও জটা ধারণ করত, ফল, মূল ও বৃক্ষের পত্র  
 আহারপূর্বক ভূমিতে শয়ন করিবে এবং মুনি-  
 রক্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার অতিথি-  
 পূজা করিবে। চর্ম্ম, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয়  
 ও উত্তরীয় বস্ত্র নিষ্কাশ করিবে। হে নরেশ্বর!  
 এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা স্নানও বনবাসীর প্রশস্ত  
 কর্ম্ম। ১১—২০। রাজন! দেবতাপূজা,  
 হোম, অভাগত ব্যক্তি সকলের পূজা, ভিক্ষুককে  
 ভিক্ষা দান এবং দেবতোদ্দেশে পূজোপহার  
 প্রদানও বনবাসীর কর্তব্য কর্ম্ম। হে রাজেন্দ্র!  
 গাত্রে বস্ত্র স্নেহ মাখিবে এবং শীত গ্রীষ্ম সহ-  
 পূর্বক তপস্তা করিবে। যে ব্যক্তি সমাহিত-  
 চিত্তে বানপ্রস্থশ্রমে মুনিব্যবহার করেন, তিনি  
 হতাশনের শ্রায় আশ্রয়দোষ সমুদায় দ্বন্দ্ব করত  
 অস্ত্রে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। হে নৃপ! পণ্ডি-

তস্ত স্বরূপং গদতো মম শ্রোতুং নৃপাইসি ॥ ২৪  
পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ত্যক্তস্নেহো নরাধিপ ।  
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছন্নিসু তমঃসরঃ ॥ ২৫  
ত্রৈবর্গিকাস্ত্যজ্ঞেং সর্বানারন্ত্যনবনীপতে ।  
মিত্রাদিয়ু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তুষু ॥ ২৬  
জরায়ুজাণ্ডাদীনাম্ বাহুনঃকশ্মতিঃ কচিং ।  
যুক্তঃ কুর্কীত ন দ্রোহং সর্বসংস্কাঞ্চ বর্জয়েৎ ॥  
একরাত্রিস্থিতিগ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে ।  
তথা ত্রিষ্ঠদ্যথা প্রীতির্দেবো বাহ্য ন জায়তে ॥ ২৮  
প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ বান্দ্যরে ভুক্তবর্জনে ।  
কালে প্রশস্তবর্ণানাম্ ভিক্ষার্থং পর্যট্টেদৃগহান্ ॥ ২৯  
কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পমোহলোভাদয়ঞ্চ যে ।  
তাংস্ত দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাটু নিশুমো ভবেৎ  
অভয়ং সর্বসম্ভ্রতো দস্তা যশ্চরতে মুনিঃ ।

তের। যে চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিক্ষুর আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! তৃতীয় আশ্রমাস্তে পুত্র, কলত্র ও সমুদায় দ্রব্যে রেহশূন্য হইয়া মাংসখ্য পরিত্যাগ করত চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। হে অবনীপতে! ভিক্ষু—ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র রহং সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ষ দ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিবেন; ইহার অধিক কাল থাকিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে প্রীতি জন্মে ও ঋষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহার নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, সেই সময় ভিক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। পরিব্রাটু ব্যক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য হইবেন। যে মুনি সর্বজীবকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন,

ন তস্ত সর্বসম্ভ্রতো ভয়মুৎপদ্যতে কচিং ॥ ৩১  
কৃত্যগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং  
শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি ।  
বিপ্রস্ত ভিক্ষোপগতৈর্বিভি-  
শ্চিতাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্ ॥ ৩২  
মোক্ষপ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং  
শুচিঃ স্বসঙ্কলিতবুদ্ধিযুক্তঃ ।  
অনিদ্বন্দ্বং জ্যোতিরিব প্রশান্তং  
স ব্রহ্মলোকং জয়তি দ্বিজাতিঃ ॥ ৩৩  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে যতি-  
ধর্মো নাম নমোহধ্যায়ঃ ।

### দশমোহধ্যায়ঃ ।

সগর উবাচ ।

কথিতকাভুরাশ্রম্যং চাতুর্বর্ণাক্রিয়া তথা ।  
পুংসঃ ক্রিয়ামহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজসন্তম ॥ ১

সকল জীব হইতেও তাহার ভয় উৎপন্ন হয় না। যে ব্রাহ্মণ, চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপনপূর্বক, ভিক্ষারূপ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজ মুখে হোম করত চৈতন্ত অগ্নি দ্বারা কর্ষ সকল দহন করেন, তিনি উত্তম লোক ( ব্রহ্মলোক—মুক্তি ) প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প-রচিত, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মোক্ষের কারণ চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি অনিদ্বন্দ্ব জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন। ২১—৩৩ ।

তৃতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

### দশম অধ্যায়ঃ ।

সগর কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি চতুরাশ্রমের কর্ষ ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া সকল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাত-

নিত্যং নৈমিত্তিকীং কাম্যাং

ক্রিয়াং পুংসামশেষতঃ ।

সমখ্যাহি ভৃগুশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞো হসি মে মতঃ ॥ ২

ঔর্ব্ব উবাচ ।

যদেতদুক্তং ভবতা নিত্যনৈমিত্তিকান্ত্রিতম্ ।

তদহং কথয়িষ্যামি শৃণুযেকমনা নৃপ ॥ ৩

জাতস্ত জাতকর্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডমশেষতঃ ।

পুত্রস্ত কুবরীত পিতা শ্রাদ্ধকাণ্ডাদয়াক্রমম্ ॥ ৪

যুগ্মাংস্ত প্রামুখান বিপ্রান ভোজয়েন্নুজ্ঞেশ্বর ।

যথারুত্তি তথা কুর্ধ্যাদ্দেবায় পিত্র্যং দ্বিজয়নাম্ ॥ ৫

দগ্ধা যবৈঃ সবদরৈর্মিত্রান পিণ্ডান মুদা যুতঃ ।

নান্দীমুখেন্ভ্যস্তীর্থেন দদ্যাদ্দেবেন পার্থিব ॥ ৬

প্রাজাপতেন বা সর্বমুপচারং প্রদক্ষিণম্ ।

কুবরীত তন্ত্ৰাশেষরুত্তিকালেবু ভূপতে ॥ ৭

ততশ্চ নাম কুবরীত পিঠৈব দশমেহহনি ।

কর্ম্ম আদি ক্রিয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।

ভৃগুশ্রেষ্ঠ ! আমি জানি যে, আপনি সর্বজ্ঞ,

অতএব আপনি মানবগণের নিত্য, নৈমিত্তিক

ও কাম্য কর্ম্ম সমুদায় অশেষ প্রকারে বলুন ।

ঔর্ব্ব কহিলেন, নৃপ ! আপনি যে নিত্যনৈমি-

ত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তাহা

আমি বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন ।

পুত্র জন্মাইলে পিতা তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি

অশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ও আভ্যাদয়িক শ্রাদ্ধ করি-

বেন । আভ্যাদয়িক শ্রাদ্ধ সময়ে দুই জন

ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে- বসাইয়া স্বকীয় কুল-ব্যব-

হার ক্রমে দেবপঙ্কজের ও পিতৃপঙ্কজের শ্রাদ্ধকর্ম্ম

করিতে হইবে । রাজন ! সন্তুষ্টচিত্তে দধি,

যব ও বদর মিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, দৈব-

তীর্থ দ্বারা ( অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ

বলা যায় । ) নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান

করিবে । অথবা প্রাজাপতিতীর্থ অর্থাৎ কনি-

ষ্ঠাঙ্গুলি-মূল দ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান

করিবে । ভূপতে ! সমুদায় বুদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদক্ষিণ্য

ক্রমে করা কর্তব্য । অনন্তর পুত্রোৎপত্তি-

দিনাবধি দশম দিবস অতীত হইলে, পিতা

পুত্রের নামকরণ করিবেন । পুরুষের নাম

দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং ক্রি শশ্ববর্ষাদিসংযুতম্ ॥ ৮

শশ্বতি ব্রাহ্মণস্তোক্তং বশ্বতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্ ।

গুপ্তদাসায়কং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৯

নাথহীনং নবাশস্তং নাগশকযুতং তথা ।

নামহল্যং জুগুপসং বা নাম কুর্ধ্যাং সমাক্ষরম্ ॥ ১০

নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতিগুরুক্ষরান্বিতম্ ।

সুখোচ্চাৰ্য্যস্ত তন্মাম কুর্ধ্যাদ্ভ্যং প্রবণাক্ষরম্ ॥ ১১

ততোহনন্তরসংস্কারসংস্কৃতো গুরুবৈশ্বান ।

যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্ধ্যাদ্ভিদ্ধ্যাপিরগ্রহম্ ॥ ১২

। গুরুবে দস্তা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।

গার্হস্থ্যমিচ্ছন ভূপাল কুর্ধ্যাদ্দারপরিগ্রহম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং কুর্ধ্যাং সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্ ।

জুরোঃ গুজ্জবৎ কুর্ধ্যাং তৎপুত্রাদেরথাপি বা ॥ ১৪

বৈখানসো বাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্বা যথেক্ষরা ।

পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক্ কুর্ধ্যামহীপতে ॥ ১৫

বর্ষৈরেকগুণাং তার্ধ্যামৃদ্বহং ত্রিগুণং স্বয়ম্ ।

পুরুষবাচক হইবে । নামের প্রথম দেবতার

নাম ও শেষে শর্মা বর্ষা প্রভৃতির যোগ করিবে ।

ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্মা, ক্ষত্রিয়ের

নামের শেষে বর্ষা ও বৈশ্য শূদ্রের নামের

শেষে ( যথাক্রমে ) গুপ্ত দাস প্রভৃতি যোগ

করা উচিত । অর্থহীন, অপ্রশস্ত, অপশক-

যুক্ত, অমহল্য ও নিন্দিত নাম ব্যবহার

করিবে না । নামের অক্ষরগুলি সম হওয়া

উচিত । ১—১০ । পিতা,—অনতিদীর্ঘ, অনতি-

ব্রহ্ম, অনতি-সংযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট, সুখোচ্চাৰ্য্য,

মধুর-অক্ষর নাম রক্ষা করিবেন । অনন্তর

বালক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমন-

পূর্ব্বক যথোক্ত বিধি অবলম্বন করত বিদ্যা পরি-

গ্রহে রত হইবে । হে ভূপাল ! পাঠ সমাপ্ত

করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার

ইচ্ছায় দারপরিগ্রহ করিবে ; অথবা সঙ্কল্পপূর্ব্বক

ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করত জীবন অতিবাহিত করিবে

এবং গুরু বা গুরুপুত্রাদির গুজ্জবা করিবে ;

কিংবা পূর্ব্বক যে প্রকার সঙ্কল্প থাকে, তদনুসারে

বনবাসী হইবে ; অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন

করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে । যিনি

নাতিরেশামকেশাং বা নাতিরুক্ষাং ন পিতৃলাম্ ॥

নিসর্গতো বিকলাঙ্গীমধিকাস্তীং চ নোদ্বহেৎ ।

নাবিশুদ্ধাং সরোগাং বাকুলজাং বাতিরোগিণীম্ ॥

ন হৃষ্টাং হৃষ্টবাচাচাং ব্যঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ ।

ন শাশ্বত্যাঙ্গনবতীং নচৈব পুরুষাকৃতিম্ ॥ ১৮

ন স্বর্ঘরস্বরাং ক্রাম-বাক্যাং কাকস্বরাং ন চ ।

নানিবদ্ধেক্ষণাং তদং বৃত্তাক্ষীং নোদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥

যন্তাশ্চলোমলে জজ্জের গুল্কো যন্তাস্তধোমরতো ।

গণ্ডয়োঃ কূপকো যন্তা হসন্ত্যাস্তাঞ্চ নোদ্বহেৎ ॥ ২০

নোদ্বহেৎ তাদৃশীং কন্ত্যাং প্রাজ্ঞঃ কার্যবিশারদঃ ।

নাতিরুদ্ধস্রবিং পাণ্ডুরজামরবেক্ষণাম্ ॥ ২১

আগ্নীনহস্তপাদঞ্চ ন কন্ত্যামুদ্বহেদ্বধঃ ।

ন বামনাং নাতিদীর্ঘাং নোদ্বহেৎ সংহতক্রবম্ ॥ ২২

ন চাতিচ্ছিদ্রদশনাং ন করলমুখীং নরঃ ।

পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ পিতৃপক্ষাচ সপ্তমীম্ ॥ ২৩

ং কন্ত্যাং ত্রাযোন বিধিনা নৃপ ।

ব্রাহ্মো দৈবন্তধৈবার্ঘ্যঃ প্রাজাপত্যস্তথাহুরঃ ॥ ২৪

গান্ধর্বরাক্ষসৌ চাত্তৌ পৈশাচশ্চাষ্ট্রমোহধমঃ ॥ ২৫

এতেষাং যন্ত যো ধর্মো বর্ণস্তোক্তো মহর্ষিভিঃ ।

কুর্বীত দারাহরণং ভেনাত্যাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৬

সমর্থচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তয়া ।

সমুদ্রহেদদদাতোষা সম্যগৃঢ়া মহাফলম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে

দশমোহধ্যায়ঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ

সগর উবাচ

গৃহস্থস্য সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনৈ ।

লোকাদম্যাং পরম্যাচ যমাতিষ্ঠন্ন হীকৃত ॥ ১

গৃহস্থাত্মমে প্রবেশ করিবেন, তিনি বিবাহ কন্তার বয়ঃক্রম, আপনার বয়ঃক্রমের তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত জানিয়া এবং অতিকেশা, বা অজ-কেশা অতি কুরুবর্ণা বা অতিপিত্তলবর্ণা, স্বভা-বতঃ বিকলাঙ্গী, অধিকাস্তী, অবিশুদ্ধা, রুধ-শরীরী, মন্দকুলোৎপন্ন, হৃষ্টা, কটুভাবিণী, পিতামাতা অনুসারে বিকলাঙ্গী, শাশ্বচিহ্ন-বিশিষ্টা, পুরুষকারী, স্বর্ঘরস্বরা, অতিক্রীণবচনা, কাকস্বরা, পক্ষ্মশূত্র-নেত্রী, বৃন্তনয়না কন্তাকে বিবাহ করিবেন না । যাহার জজ্জায় লোমশ, যাহার গুল্ক উন্নত, হান্ত করিবার কালে যাহার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে না । ১১—২০ । যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ; যাহার নয়ন অরুণ, এবংবিধ কন্তাকে কার্যবিশারদ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিবাহ করিবে না । যাহার হস্ত ও পদ ঈষৎ স্থূল, ঈদৃশ কন্তা বিবাহের যোগ্য নহে; যাহার শরীর অতি খর্ব্ব বা অতি-দীর্ঘ, যাহার ভ্রুগুল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিত ঈদৃশ কন্তা বিবাহ করিবেন না । যাহার দন্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ করাল, —ঈদৃশ কন্তাকে এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও

পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্তাকেও বিবাহ করিবে না । হে রাজন! গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র শ্রাব্যনুগত বিধি অনুসারে বিবাহ করিবে । ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ঘ, প্রাজাপত্য, আহুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও সর্কাদম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ আছে । এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্মসম্মত বলিয়া মহর্ষিরা কীর্জন করিয়াছেন, সেই বিবাহ-বিধি অবলম্বনপূর্বক দার পরিগ্রহ করিবে, কিন্তু পৈশাচবিবাহ করা উচিত নহে । এইরূপে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ-পূর্বক সহধর্মচারিণী পত্নী পরিগ্রহ করিবে; যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নী মহাফল প্রদান করে । ২১—২৭ ।

তৃতীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একাদশ অধ্যায় ।

সগর কহিলেন, হে মুনৈ! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ সদাচার

ওঁর্ক উবাচ ।

অয়তং পৃথিবীপাল সদাচারস্য লক্ষণম্ ।  
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুতরাপি ॥ ২  
সাধবাঃ ক্লীণদোষান্ত সচ্ছন্দঃ সাধুবাচকঃ ।  
ভেষ্যমাচরণং যত্নু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৩  
সপ্তর্ষয়োহথ মনবাঃ প্রজানাং পতনস্তথা ।  
সদাচারস্ত বক্তারঃ কর্তারং মহীপতে ॥ ৪  
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে হুহে চ মানসে মতিমান্ নৃপ ।  
বিভুদ্ব্যস্তিতয়েদ্ধর্ম্মমর্যাদাশ্রাবিরোধিনম্ ॥ ৫  
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়ারপি চিন্তয়েৎ ।  
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা ॥ ৬  
পরিত্যজেদর্থকামৌ ধর্ম্মসীড়াকরৌ নৃপ ।  
ধর্ম্মমপ্যমুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ ॥ ৭  
ততঃ কল্যাং সমুখায় কুর্ধ্যাৎমৈত্র্যং নরেশ্বর ।  
নৈর্ধাত্যমিবুদ্বিক্লেপমতীত্যাত্যধিকং ভুবঃ ॥ ৮  
দূরাদাবসথাংমুত্রং পুরীষঞ্চ সমুংসজেৎ ।

শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ওঁর্ক কহিলেন,—  
হে পৃথিবীপাল ! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ  
করুন । সদাচারপরাণ মনুষ্য ইহলোক ও  
পরলোক জন্ম করিতে পারেন । সং শব্দের  
অর্থ সাধু । ষাঁহার দোষশূন্ত, তাঁহাদিগকেই  
সাধু বলা যায় । সাধুদিগের যে আচার, তাহারই  
নাম সদাচার । হে মহীপতে ! সপ্তর্ষিগণ,  
মনুষ্যগণ ও প্রজাপতিগণ, এই সদাচারের  
বক্তা ও কর্তা । হে নৃপ ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে হুহু  
ও প্রশান্ত অন্তঃকরণ, বুদ্ধিমান জাগরিত হইয়া  
ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মাবিরোধী অর্থচিন্তা করিবে ।  
ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কামচিন্তাও  
করিবে । ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে কাহারও  
দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি না হয়, এইজন্ত ত্রিবর্গের  
প্রতিই সম দর্শন রাখা কর্তব্য । হে নৃপ !  
ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে ।  
যে ধর্ম্ম অনুশ্রবণ বা সমাজবিরুদ্ধ, তাদৃশ ধর্ম্মও  
অনুষ্ঠান করিবে না ; হে নরেশ্বর ! প্রত্যুবে  
গাত্ৰোত্থান করত গ্রামের নৈর্ধাতকোণে বাণ-  
বিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান  
হইতে দূরদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিবে ; যে

পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে পশ্বিক্লেপে গৃহাঙ্গণে ॥ ৯  
আশ্রচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোশূর্যাগ্নিনিলাংস্তথা ।  
গুরুদ্বিজাতীং চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥ ১০  
ন কৃষ্টে শস্ত্রমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসাদি ।  
ন বস্ত্র নি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ ॥ ১১  
নাপ্স্থ ন বাস্তসস্তৌরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ ।  
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্ত মূত্রস্য চ বিসর্জনম্ ॥ ১২  
উদমুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি ।  
কুব্জীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ॥ ১৩  
তৃণৈরাস্তীযী বনুধাং বস্ত্রপ্রারতমস্তকঃ ।  
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিকিহুদীরয়েৎ ॥ ১৪  
বল্লীকম্বিকোংখাতাং মৃদমস্তর্জলাং তথা ।  
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাক্লেপসম্ভবাম্ ॥ ১৫  
অন্তঃপ্রাণাবপনাঞ্চ হলোংখাতাঞ্চ ভূমিপ ।  
পরিত্যজেদ্দৈত্যাঃ সকলাঃ শৌচসাধনম্ ।

স্থলে পদচিহ্ন থাকিবে, তাদৃশ স্থানে বা গৃহ-  
প্রাঙ্গণে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না ; আশ্র-  
চ্ছায়ার উপর, গৃহচ্ছায়ার উপর এবং গো,  
ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বায়ু বা অগ্নির  
সমুখে, অথবা শূর্যাভিমুখে, পণ্ডিত প্রভাব  
করিবেন না । ১—১০ । পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হলাদি  
দ্বারা কৃষ্টভূমিতে, শস্ত্রক্ষেত্র মধ্যে, গোষ্ঠ মধ্যে,  
জনসমাজে, পথিমধ্যে নদ্যাদিতীর্থে জলমধ্যে,  
তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ  
করিবে না । রাজন ! কোন ব্যাঘাত না  
থাকিলে পণ্ডিত দিব্যভাগে উত্তরমুখ, রাত্রি-  
কালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন  
পুরীষোৎসর্গকালে মুস্তিকার উপর কতকগুলি  
তণ বিছাইবে । বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিবে  
সেস্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না, কথা  
কহিবে না । অনন্তর শৌচকালে বল্লীক-মুস্তিকা,  
মুখিক-মুস্তিকা, আর্দ্র-মুস্তিকা, শৌচাবশিষ্ট  
মুস্তিকা ও গৃহলেপ মুস্তিকা গ্রহণ করিবে না ।  
কীটযুক্ত মুস্তিকা এবং হলোংখাত মুস্তিকা  
পরিত্যাগ করিবে । এই সকল ভিন্ন আর  
আর সকল মুস্তিকা দ্বারা শৌচনির্বাহ হইতে

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বাক্যকরে দশ ।  
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তাত্মা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥ ১৭  
অচ্ছেনাগন্ধকেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ ।  
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮  
নিষ্পাদিতাজ্জি শৌচস্ত পাদাবভ্রাক্ষ্য বৈ পুনঃ ।  
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্যেৎ  
শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানক নৃপালভেৎ ।  
বাহু নাভিক তোয়েন হৃদয়ধাপি সংস্পৃশেৎ ॥ ২  
আচান্ত চ ততঃ কুর্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনম্ ।  
আদর্শাঙ্গনামঙ্গল্যদূর্দ্ধাদ্যালভনানি চ ॥ ২১  
ততঃ স্ববর্ণধ্বজেন বস্ত্রার্থক ধনার্জনম্ ।  
কুব্বীত শ্রদ্ধাসম্পন্নো যজ্ঞেচ পৃথিবীপতে ॥ ২২  
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাঃ সংস্থিতাঃ ।  
এন যতো মনুষ্যাণাং যতেতাতো ধনার্জনে ॥ ২৩  
নদীনদতড়গেষু দেবখাতজলেসু চ

নিত্যক্রিয়ার্থং স্মরীত গিরিপ্রভবণেষু চ ॥ ২৪  
কূপেয়বৃদ্ধততোয়েন স্নানং কুব্বীত বা ভুবি ।  
স্মরীতোদ্ধততোয়েন অথবা ভূবাসন্তয়ে ॥ ২৫  
শুচিবস্ত্রধরঃ স্নাতো দেবধিপিতৃতপর্ণম্ ।  
ভোমেষ হি তীর্থেন কুব্বীত স্নসমাহিতঃ ॥ ২৬  
ত্রিরপঃ প্রীণনার্থায় দেবানামপবর্জ্যেৎ ।  
তথর্ষাণাং যথাশ্রায়ং সরুচ্যাপি প্রজাপতে ॥ ২৭  
পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে ।  
পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্ ॥ ২৮  
মাতামহায় তঃ পিত্রে তঃ পিত্রে চ সমাহিতঃ ।  
দদ্যাৎ পৈত্রেণ তীর্থেন কাম্যকাত্মং শৃণুষ মে ॥ ২৯  
মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যে তথা নৃপ !  
গুরুবে মাতুলাদীনাম্ স্নিক্সমিত্রায় ভূতুজে ॥ ৩০  
ইদমপি জপেদনু দদ্যাদাচ্ছোহ্ময়া নৃপ  
উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদিতপর্ণঃ ॥ ৩১  
দেবানুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ ।

পারে । লিঙ্গে একবার, গুহদেশে তিনবার, বাক্যহস্তে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাতবার মৃত্তিকা লেপন করিলে শৌচ নির্বাহ হয় । অনন্তর গন্ধশূত্র, ফেনশূত্র নির্মূল জলে আচমন করিবে । আচমনের পূর্বে সমাহিত হইয়া পুনর্বার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, পাদশৌচ করত পাদপ্রক্ষালন করিবে । পরে তিনবার মুখमध्ये জল গ্রহণ করিয়া দুইবার মুখ মার্জন করিবে । তৎপরে মস্তক, ইন্দ্রিয় সূকল, ব্রহ্মরজ্জ, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়—এই সমুদয় স্থান যথাক্রমে সজল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে । ১১—২০ । এইরূপে শৌচ সাধনপূর্বক স্নানান্তে আচমন করিয়া কেশসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে ; স্নানার্শ, অঙ্গন, দূর্দ্ধা প্রভৃতি মাজলিক দ্রব্যসমূহের য ব্যবহার করিবে । যে ভূপতে ! এই সমস্ত কার্য হইলে গৃহস্থ জীবিকার জন্ত জাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জন করিবে, শ্রদ্ধা-সহকারে যোগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে । অগ্নিষ্টোমাদি সোমসংস্থা, অধ্যাধেয়াদি হবিঃসংস্থা, অষ্টকাদি পাকসংস্থা,—এই সমুদায় ধর্ম্ম্য কার্য ধন দ্বারাই সম্পন্ন হয় ; সুতরাং মনুষ্য ধন উপার্জন

করিতে যত্ন করিবে । অনন্তর নিত্যক্রিয়ার জন্ত নদী নদ তড়াগ কিংবা দেবখাতে কিংবা পর্ব্বত-প্রভবণে স্নান করা উচিত । এই সকলব অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আনিয়া স্নান করিবে । কোন কারণে এই সকল পদার্থের সমাবেশ না ঘটিলে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিত-মানসে তত্ত্ব তীর্থে দেব, ঋষি ও পিতৃতপর্ণ করিবে । দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করিবে । পৃথিবীপতে ! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তিনবার জল প্রদান করিবে । পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা জল প্রদান করিবে । পরে কাম্য তপর্ণ বলিতেছি শ্রবণ করন । এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার, ইহা বৃদ্ধপ্রমাতার, ইহা গুরুপত্নীর, ইহা গুরুর, ইহা মাতুলমিত্র-গণের, ইহা রাজার—এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইচ্ছাক্রমে অভিলষিত বন্ধুগণকে জল প্রদান করিবে । পরে সকল জীবগণের উপকারার্থ



পিশাচা গুহকাঃ সিদ্ধাঃ কুশ্মাণ্ডান্তরবঃ ধ্বগাঃ ॥৩২  
 জলেচরা ভূমিলয়া বাহাহারাঃ৫ জন্তবঃ ।  
 শ্রীতিমেতে প্রয়াস্তান্ত মন্দভেনানুনাথিলাঃ ॥ ৩৩  
 নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ ।  
 তেষামাপ্যায়নায়ৈতদীয়তে সলিলং ময়া ॥ ৩৪  
 যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহজ্জন্মনি বান্ধবাঃ ।  
 তে সর্বের তপ্তিময়াস্ত য়ে চাম্যভোয়কাজ্জিহ্বাঃ ॥৩৫  
 যত্র কচন সংস্থানং ক্ষুভ্রকোপহতাস্তনাম্ ।  
 ইদমপ্যক্ষয়কাস্ত ময়া দন্তং তিলোদকম্ ॥ ৩৬  
 কাম্যোদকপ্রদানন্তে ময়ৈতে কথিতং নৃপ ।  
 যদন্তা প্রণীয়তেতমমুখ্যঃ সকলং জগৎ ॥ ৩৭  
 জগদাপ্যায়নোভূতং পুণ্যমাপ্নোতি চানঘ ।  
 দন্তা কাম্যোদকং সম্যগেতেভ্যঃ প্রদ্ব্যাবিতঃ ॥৩৮  
 আচম্য চ ততো দদ্যাৎ স্বর্ধ্যায় সলিলাঞ্জলিম্ ।  
 নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে ।  
 জগৎসবিত্রে শুভরে সবিত্রে কশ্মদায়িনে ॥ ৩৯

দেবাদি তর্পণ করিবে। ২১—৩১। তাহার  
 মন্ত্র,—দেবগণ, অশ্বরগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ,  
 রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, গুহকগণ, সিদ্ধগণ,  
 কুশ্মাণ্ডগণ, ব্রহ্মগণ, পক্ষিগণ, জলজন্তুগণ,  
 ভূতলস্ব কীটাদি-পবনাহারী প্রাণিগণ, ইহারা  
 সকলে জল দ্বারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন। যে  
 সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ যাতনা-  
 ভোগ করিতেছে, তাহাদের তপ্তির নিমিত্ত আমি  
 জল প্রদান করিতেছি। গাঁহারা আমার বান্ধব,  
 গাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, গাঁহারা অজ্ঞ  
 আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি যিনি আমার  
 নিকট হইতে জল প্রার্থনা করেন, তাহারা সক-  
 লেই মন্দস্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। হে  
 নৃপ! কাম্যজল প্রদানের পর আমি যে  
 জল প্রদানের কথা বলিলাম, ইহা প্রদত্ত হইলে  
 অখিললোক শ্রীত হন। হে. অপাণ! ইহার  
 প্রদাতাও জগতের তপ্তিসম্পাদন জন্ম পরম পুণ্য  
 লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে  
 কাম্যোদক প্রদানানন্তর প্রদ্ব্যাবিত হইয়া,  
 আচমনপূর্ব্বক, স্বর্ধ্যাকে সলিলাঞ্জলি প্রদান  
 করিবে। তাহার এই মন্ত্র,—“নমো বিবস্বতে”

অতো গৃহার্চনং কুর্ধ্যাদভীষ্টমুরপূজনম্ ।  
 জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদেৎ চ নিবেদনৈঃ ॥ ৪০  
 অপূর্ব্বমগ্নিহোত্রক কুর্ধ্যাৎ প্রাগ্ব্রহ্মণে ততঃ ।  
 প্রজাপতিং সমুদ্दिश दद्यादाहतिमादरात् ॥ ৪১  
 গুহেভ্যঃ কাশ্মপয়াধ ততোহনুমতয়ে ক্রমাৎ ।  
 তচ্ছেষং মণিকেহভ্যোহথ পর্জন্তায় ক্ষিপেত্ততঃ ॥  
 দ্বারে ধাতুবিধাতুঃ চ মধ্যে চ ব্রহ্মণঃ ক্ষিপেৎ ।  
 গৃহস্থ পুরুষব্যত্ৰ দিগ্দ্দেবানপি মে শৃণু ॥ ৩৩  
 ইন্দ্রায় ধর্ম্মরাজায় বরুণায় তথেন্দবে ।  
 প্রাচাদিযু বুধো দদ্যাৎ হতুশেষান্নকং বলিম্ ॥৪৪  
 প্রাণ্ডন্তরে চ দিগ্ভাগে ধন্বন্তরিবলিং বুধঃ ।  
 নির্বপদ্বৈষদেবক কশ্ম কুর্ধ্যাদতঃ পরম্ ॥ ৪৫  
 বায়বো বায়বে দিহু সমস্তাসু ততো দিশাম্ ।  
 ব্রহ্মণে চান্তরিক্ষায় ভানবে প্রক্ষিপেদ্বলিম্ ॥ ৪৬  
 বিশ্বদেবানু বিশ্বভূতানথো ভূতপতীন পিতৃন ।  
 যক্ষগাণঞ্চ সমুদ্दिश বলিং दद्यान्नरेश्वर ॥ ৪৭

ইত্যাদি। অনন্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ,  
 দীপ নিবেদন দ্বারা গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইষ্ট  
 দেবতার পূজা করিবে। ৩২—৪০। পরে  
 প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র নির্বাহ করিয়া প্রথ-  
 মতঃ ব্রহ্মাকে, পরে প্রজাপতিকে যত্নের সহিত  
 আহতি প্রদান করিবে। তৎপরে গুহ, কাশ্মপ ও  
 অনুমতিকে যথাক্রমে জল প্রদান করিয়া তদ-  
 বশিষ্ট জল, জলাশয় নিকটে জর্দ ও মেষকে  
 উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ।  
 দ্বারের দুই পার্শ্বে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে ও  
 মধ্য দেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে।  
 পরে দিহুপালদিগের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ  
 করুন। গৃহের পূর্বে ইন্দ্রকে, দক্ষিণে ধর্ম্মরাজকে,  
 পশ্চিমে বরুণকে, উত্তরে চন্দ্রকে হতুশেষ অন্নরূপ  
 বলি প্রদান করিবে। পূর্বে উত্তর দিকে ধন্বন্তরি-  
 বলি ও বৈষদেব-বলি প্রদান করিবে, তৎপরে  
 কশ্ম নির্বাহ করিবে। হে রাজন! বায়-  
 কোণে বায়ুকে, তৎপরে সমস্ত দিকে ব্রহ্ম,  
 অন্তরীক্ষ ও ভানুকে বলি প্রদান করিবে।  
 পরে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূতগণ, ভূপতিগণ,  
 পিতৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান

অতোহুতন্নমাদায় ভূমিতাগে স্বেচৌ বৃধঃ ।  
 দদ্যাদশেবভূতেভ্যঃ স্বেচ্ছয়া তৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৮  
 দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি  
 সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈতসজ্জাঃ ।  
 প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা-  
 য়ে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥ ৪৯  
 পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকায়াঃ  
 বুভুক্ষিতাঃ কশ্মনিবন্ধবদ্ধাঃ ।  
 প্রয়াস্ত তে তপ্তিমিদং ময়ান্নং  
 তেভ্যো বিসৃষ্টং স্তুবিনো ভবন্ত ॥ ৫০  
 যেবাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-  
 নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি ।  
 তত্পুয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ  
 প্রয়াস্ত তপ্তিং মুদিতা ভবন্ত ॥ ৫১  
 ভুতানি সর্বাণি তথান্নমেত-  
 দহং বিহূর্ণ যতোহুতদন্তি ।  
 তন্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-  
 মন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেভ্যাম্ ॥ ৫২

করিবে। অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে  
 অথ অন্ন লইয়া সমাহিতমানসে পবিত্র ভূমিতে  
 অশেষ প্রাণীকে প্রদান করিবেন। তাহার  
 মন্ত্র—“দেবগণ, মনুগণ, পশুগণ, পক্ষি-  
 গণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, উরগগণ, দৈত্যগণ,  
 প্রেতগণ, পিশাচগণ, তরুগণ, ও অজ্ঞাত যে  
 সকল জীব, মদন্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা  
 এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা  
 কর্শ্ব-বন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি  
 তাহাদের জন্ত এই অন্ন প্রদান করিতেছি।  
 ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন।  
 ৪১—৫০। যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই,  
 বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং  
 অন্নও নাই, আমি তাহাদের তৃপ্তির জন্ত পৃথি-  
 বীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে  
 তাহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন।  
 নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি, সকলেই  
 বিষ্ণুস্বরূপ; কারণ বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই  
 নাই। এই জন্ত সমুদায় ভূতসমূহ আমা

চতুর্দশো ভূতগণো য এষ-  
 স্তত্র স্থিতো যেখিলভূতসজ্জাঃ ।  
 তৃপ্তার্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং  
 তেভ্যামিদং তে মুদিতা ভবন্ত ॥ ৫৩  
 ইত্যুচ্চাৰ্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমৰ্থিতঃ ।  
 ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্বোশ্রয়ো যতঃ ॥ ৫৪  
 খচগুলবিহঙ্গানামেকং দদ্যাৎ ততো নরঃ ।  
 যে চাত্রে পতিতাঃ কেচিদপাত্রা ভুবি মানবাঃ ॥ ৫৫  
 ততো গোদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্ঠেদৃগ্হাস্ত্রণে ।  
 অতিথিগ্রহণার্থায় তদৃদ্ধং বা যথেষ্টম্ ॥ ৫৬  
 অতিথিং তত্র সংপ্রাপ্তং পূজয়েৎ স্বাগতাদিনা ।  
 তথাসনপ্রদানেন পাদপ্রক্ষালনে চ ॥ ৫৭  
 শ্রদ্ধায় চান্নদানেন প্রিয়প্রণোস্তরেণ চ ।  
 গচ্ছতঃচানুযাতেন প্রীতিমুপাদয়েৎ গৃহী ॥ ৫৮  
 অজ্ঞাতকুলনামান্নমত্ততঃ সমুপাগতম্ ।

হইতে ভিন্ন নহে; আমি সমুদায় জীবস্বরূপ;  
 সুতরাং আমি সমুদায় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির  
 জন্ত অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দশ প্রকার  
 প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণীকেই তৃপ্তির জন্ত  
 আমি অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহারা  
 সকলেই প্রমোদ লাভ করুন। গৃহস্থ এই  
 মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে ভূত-  
 গণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন  
 প্রদান করিবে; যেহেতু গৃহস্থই সকলের  
 আশ্রয়। অনন্তর কুকুর, চাণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং  
 যে কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহা-  
 দিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান  
 করিবে। পরে অতিথির জন্ত, গোদোহন  
 কালমাত্র অপেক্ষা করিবে। অথবা ইচ্ছানু-  
 সারে তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাক্ষণে  
 দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি অতিথি উপস্থিত  
 হন, তাহা হইলে স্বাগত-জিজ্ঞাসা, আসন-  
 প্রদান, পাদপ্রক্ষালন, শ্রদ্ধার সহিত অন্ন  
 দান, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা এবং  
 গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাহার প্রীতি উৎ-  
 পাদন করিবে। যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত,  
 অজ্ঞান হইতে যিনি সমাগত, চতুর্দশ অতিথির

পূজয়েদতিথিং সম্যক্ নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥ ৫৯  
 অকিঞ্চনমসম্বন্ধমতদেশাৎ সমাগতম্ ।  
 অসংপূজ্যাতিথিং ভুঞ্জন্ ভোক্তুকামং ব্রজত্যাগঃ ॥  
 স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপূষ্টা চ তথা কুলম্ ।  
 হিরণ্যগৰ্ভবুদ্ধ্যা তং মন্ত্ৰেতাভ্যাগতং গৃহী ॥ ৬১  
 পিতৃথর্গ্যাপরং বিপ্রমেকমপ্যাশয়েম্মপ ।  
 তদেগ্ৰাৎ বিদিত্চারণসমুত্তিং পঞ্চযজ্ঞিরম্ ॥ ৬২  
 অন্নগ্রহক সমুদ্রুতা হত্কারোপকল্পিতম্ ।  
 নিবাপভূতং ভূপাল শ্রোত্রিয়য়োপকল্পয়েৎ ॥ ৬৩  
 দদ্যাক্ত ভিক্ষাত্রিতয়ং পরিব্রাড্ ব্রহ্মচারিণাম্ ।  
 ইচ্ছয়া চ নরো দদ্যাদ্ভিভবে সত্যবিরিতম্ ॥ ৬৪  
 ইত্যেতেহতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রাপ্তক্তা ভিক্ষবচ যো  
 চতুরঃ পূজয়ন্নৈতান নৃযজ্ঞার্গাং প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫  
 অতিথিগ্ৰহ তন্মাত্রেণ গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে ।

পূজা করিবে, কিন্তু একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে  
 অতিথি বলিয়া পূজা করা উচিত নহে। যিনি  
 অগ্র দেশ হইতে সমাগত, বাহার সহিত কোন  
 সম্বন্ধ নাই, যিনি পাথেরাদি রহিত, সিঁদুশ  
 ভোজনার্থী অতিথির পূজা না করিয়া, স্বয়ং  
 গৃহস্থ যদি আহার করেন, তাহা হইলে তিনি  
 নরকগামী হন। ৫১—৬০। গৃহস্থ ব্যক্তি  
 অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল, বিদ্যা  
 প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া, হিরণ্যগৰ্ভ  
 বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে। নৃপ! অন-  
 তর পিতৃলোকের তপ্তির উদ্দেশে, পঞ্চ-যজ্ঞের  
 অনুষ্ঠানকারী ও তদ্বিনীত অগ্র একটি ব্রাহ্মণ  
 ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের আচার ও  
 কুল পরিজ্ঞাত থাকা উচিত। রাজন্! এই  
 মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত ও পৃথক্ স্থাপিত অন্নগ্র  
 উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।  
 গৃহস্থ এইরূপে তিন প্রকার ভিক্ষা প্রদান  
 করিয়া যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে 'ইচ্ছা-  
 নুসারে পরিব্রাট ও ব্রহ্মচারীদিগকে অবিরিত  
 দান করিবে। শেষোক্ত এই তিন প্রকার  
 অতিথি ও পুরুষোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদয়ে চারি  
 প্রকার অতিথির অর্চনাকারী গৃহস্থ, নৃযজ্ঞরূপ  
 ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বাহার গৃহ

স দত্তা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৬৬  
 ধাত প্রজাপতিঃ শক্রে বহির্বহুগণোহধ্যমা ।  
 প্রবিষ্টাতিথির্মৈবৈতে ভুঞ্জতেহন্নং নরেশ্বর ॥ ৬৭  
 তন্মাদতিথিপূজায়াং যতেত সততং নরঃ ।  
 স কেবলমঘং ভুঞ্জেক্ত যো ভুঞ্জেক্ত ত্রিতিথিং বিনা ॥  
 ততঃ সুবাসিনীদুঃখিগর্ভিণী-বৃদ্ধবালকান্ ।  
 ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥ ৬৯  
 অভুক্তবৎসু চৈতেষু ভুঞ্জন্ ভুঙ্তে হি দুষ্কৃতম্ ।  
 মৃতংচ নরকং গত্বা শ্লেষ্মভুগ্জায়তে নরঃ ॥ ৭০  
 অন্নাতানী মলং ভুঙ্তে অজসী পৃথশোণিতম্ ।  
 অসংস্কৃতান্নভুঙ্তমুত্রং বালাদি প্রথমং শক্ৰং ॥ ৭১  
 তন্মাচ্ছগুণ রাজেন্দ্র যথা ভুঞ্জীত বৈ গৃহী ।  
 ভুঞ্জতঃ তথা পুংসঃ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥ ৭২

হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া গমন করেন,  
 সেই গৃহস্থামী অতিথির পাপ সকল গ্রহণ  
 করেন; আর অতিথি গৃহস্থামীর সঙ্কিত  
 পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। নরপতে!  
 ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য ও  
 বহুগণ, অতিথি-শরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ন  
 ভোজন করেন। অতএব অতিথি-পূজা বিষয়ে  
 সকলেই যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি অতিথির  
 অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভোজন করে, সে  
 কেবল পাপ ভোজন করে। অতিথিসেবার  
 পর গৃহস্থ ব্যক্তি, সুবাসিনী গর্ভিণী দুঃখার্ত্ত  
 বালক ও বৃদ্ধাদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন  
 ভোজন করাইয়া, পঞ্চাং স্বয়ং ভোজন  
 করিবে। ৬১—৬৯। এই সকল ব্যক্তির  
 ভোজন না হইলে, সেই আহার তাঁহার দুষ্কৃত-  
 হার বলিয়া গণ্য এবং পরকালে নরকে গমন  
 করিয়া তিনি শ্লেষ্মভুক্ হন। যে ব্যক্তি স্নান না  
 করিয়া ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে।  
 যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সে ব্যক্তি  
 রক্ত ও পুথ পান করে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত  
 অন্ন ভোজন করে, সে মূত্র পান করে। যে  
 ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির অগ্রে আহার করে,  
 সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে। রাজেন্দ্র!  
 যেরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্তব্য ও

ইহ চারোগ্যমতুলং বলবৃদ্ধিস্থা নৃপ।  
 ভবতানিষ্টশাস্তিঃ চ বৈরিপক্ষাভিচারিকা ॥ ৭৩  
 স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবধিপিতৃতর্পণম্।  
 প্রশস্তরত্নপাণিস্ত ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥ ৭৪  
 কৃতজ্ঞাপ্যো হতে বহ্নৌ শুক্লবস্ত্রধরো নৃপ।  
 দত্তাহতিথিত্যো বিপ্রৈস্তো গুরুভ্যাঃ সংপ্রিতায় চ  
 পূণ্যগন্ধবরঃ শস্ত্রমাল্যধারী নরেশ্বর।  
 নৈকবস্ত্রধরোহর্ধাপানিপানো নরাধিপ ॥ ৭৬  
 বিগুণ্ণবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিত্তুমুখঃ।  
 প্রাণ্ডমুখোদিতমুখে বাপি ন চৈবাশ্রমনা নৃপ ॥ ৭৭  
 অন্নং প্রশস্তং পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ  
 ন কুংসিতাহতং নৈব জুগুপ্সাবদসংস্কৃতম্ ॥ ৭৮  
 দত্তা তু ভুক্তং শিষ্যোভ্যাঃ স্মৃতিতোভাস্তথা গৃহী।  
 প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেনু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥ ৭৯  
 নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর!

যে রূপে ভোজনে পাপ না জন্মায়, তাহা শ্রবণ  
 কর। বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আহার করিলে  
 ইচ্ছানোকে সমধিক আরোগ্য বলবৃদ্ধি, অনিষ্ট-  
 শাস্তি ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয়। গৃহস্থ  
 ব্যক্তি স্নানান্তর যথাবিধানে দেব ঋষি ও পিতৃ-  
 তর্পণ করিয়া হস্তে প্রশস্ত রত্নসুব্রীক ধারণ-  
 পূর্বক প্রযত হইয়া আহার করিবে। প্রথমতঃ  
 বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্বক জপ ও হোম করিয়া  
 ঋতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে  
 গাহার করাইবে। অনন্তর পবিত্র গন্ধদ্রব্য  
 ও প্রশস্ত মাল্য ধারণপূর্বক প্রীতিযুক্ত ও  
 বিগুণ্ণবদন আর্দ্রপাণি ও আর্দ্রপদ হইয়া পূর্ব  
 বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবে;  
 ভোজনকালে একবস্ত্রধারী বিদিত্তুমুখ বা অশ্রমনা  
 হওয়া উচিত নহে। অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও  
 প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। কুং-  
 সিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, যাহা কদম্ব  
 বা অসংস্কৃত,—এতদূশ অন্ন আহার করিবে  
 না। অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও স্মৃতিত ব্যক্তি-  
 দিগকে দান পূর্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত  
 ও বিশুদ্ধ পাত্রে আহার করিবে। কাষ্ঠময়  
 ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য স্থানে,

নাকালে নাতিসঙ্কীর্ণে দত্তাশ্রক নরোহগ্নয়ে ॥ ৮০  
 মস্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্ত্রং ন চ পর্য়ুষিতং নৃপ।  
 অশ্রুত ফলমাংসেভ্যাঃ শুক্লশাকাং তথৈব চ ॥ ৮১  
 তদ্বদ্বাদরিকোভ্যাঃ শুড়পকোভ্যাঃ এব চ।  
 ভুঞ্জীতোদ্ধতসারাগি ন কদাচিন্নরেশ্বব ॥ ৮২  
 নাশেষং পুরুষোহগ্নীয়াদশ্রুত জগতীপতে।  
 মধ্বন্নদধিসর্পিভ্যাঃ শক্নুভ্যাঃ চ বিবেকবান্ ॥ ৮৩  
 অগ্নীয়াং তন্মনা ভূত্বা পূর্বস্ত মধুরং রসম্।  
 লবণাক্রো তথা মধো কটুতিক্তাদিকং ততঃ ॥ ৮৪  
 প্রাগ্ভবৎ পুরুষোহগ্নম্ নৈব মধো চ কঠিনাশনম্  
 পুনরন্তে দ্রবানী চ বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ॥ ৮৫  
 অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিখং বাগ্ধ্যতোহন্নমকুংসয়ন্  
 পকগ্রাসামহামোং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥ ৮৬  
 ভুক্তা সমাগচ্চাম্য প্রাণুখোদম্মুখোহপি বা।

অতিসঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে  
 না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না  
 করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। ৭০—৮০।  
 রাজন্! প্রশস্ত অন্ন মস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত  
 করিবে। পর্য়ুষিত অন্ন ভোজন করিবে না।  
 ফল, মাংস ও শাক শুক্ল হইলে অভোজ্য।  
 বদরিকারিকার এবং শুড় পক্ণ দ্রব্য শুক্ল হইলে  
 ভক্ষণ করিবে না। যাহার সার উদ্ধার করিয়া  
 লওয়া হইয়াছে, স্ফূট বস্ত্র ও কঠন ভক্ষণ করিবে  
 না। হে জগতীপতে! বিবেকী ব্যক্তি মধু  
 অন্ন দধি ঘৃত ও শক্ণু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য  
 নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা  
 হইয়া ভোজন করিবে, প্রথমতঃ মধুর, মধো  
 লবণ ও অন্ন, শেষে কটুতিক্তাদি রস আহার  
 করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধো  
 কঠিন, শেষে আবার দ্রবদ্রব্য ভোজন করে,  
 তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই  
 প্রকার রীতিতে অনির্বিদ্ধ অন্ন আহার করিবে।  
 প্রাণাদি পকবায়ুর তপ্তির নিমিত্ত আহার সময়ে  
 বাগ্ধ্যত হইয়া থাকিবে এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা  
 করিবে না। ভোজনান্তর সময়ে মহামোনী  
 হৃৎকারাদি বর্জিত হইয়া পকগ্রাস ভক্ষণ করিবে।  
 আহারান্তে আচমন করিয়া পূর্ব বা উত্তরমুখে

যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥ ৮৭  
 সূক্ষ্মঃ প্রশান্তচিত্তস্ত কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।  
 অতীষ্টদেবতানাস্ত কুবরীত স্মরণং নরঃ ॥ ৮৮  
 অগ্নিরাপ্যায়ত্ত্বনং পার্থিবং পবনৈরিতঃ ।  
 দন্তাবকাশং নতসা জরয়ত্ত্বস্ত মে সূখম্ ॥ ৮৯  
 অন্নং বলায় মে ভূমেরপামন্যনিলস্ত চ ।  
 ভবতোতং পরিপতোঁ মমাস্তব্যাহতং সূখম্ ॥ ৯০  
 প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তুথা ।  
 অন্নং পুষ্টিকরকাস্ত মমাস্তব্যাহতং সূখম্ ॥ ৯১  
 অগস্তিরগ্নির্কিড়বানলশ্চ  
 ভুতং ময়ান্নং জরয়ত্ত্বশেষম্ ।  
 সূখঞ্চ মে তং পরিণামসন্তব্যং  
 যচ্ছত্তরোগো মম চাস্ত দেহে ॥ ৯২  
 বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি-  
 প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ ।  
 সত্যেন ভেনান্নমশেষমেত-  
 দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥ ৯৩

যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন  
 করত পুনর্বার আচমন করিবে। অনন্তর আসন  
 পরিগ্রহপূর্ব্বক সূক্ষ্ম ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া অতীষ্ট  
 দেবগণের স্মরণ করিবে। বায়ু কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত  
 অগ্নি, আকাশ কর্তৃক দন্তাবকাশ মদীয় অন্নকে  
 জীর্ণ করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার  
 শরীরস্থিত পার্থিব ধাতু পরিপুষ্ট হউক এবং  
 আমার সূক্ষ্ম হউক। অন্ন হইতে আমার  
 শরীরস্থিত পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু, এ সমু-  
 দায়ের শক্তি বর্দ্ধিত হউক এবং অন্নই ঐ  
 ধাতুচতুষ্টয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার  
 নিরবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম হউক। ৮১—৯০। এই  
 অন্ন প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চ  
 প্রাণের পুষ্টিকর হউক, আমারও ব্যাঘাত-রহিত  
 সুখলাভ হউক। আমি যে সমুদায় অন্ন  
 ভোজন করিয়াছি, তাহা অগস্তি নামক অগ্নি  
 ও বড়ধানল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং  
 আমি অন্নপরিপাকজন্ত সূখও লাভ করি, আমার  
 শরীরও রোগহীন হউক। একমাত্র ভগবান্  
 বিষ্ণুকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দেহ ও আত্মার প্রেষ্ঠ

বিষ্ণুরক্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা ।  
 সত্যেন তেন বৈ ভুতং জীর্ঘ্যত্বনিমিত্তং তথা ॥ ৯৪  
 ইতুচ্ছাধ্য স্বহস্তেন পরিমুখ্য তথোদরম্ ।  
 অনায়াসপ্রদায়ানি কুর্ধ্যাৎ কস্মাণ্যত্মপ্রিতঃ ॥ ৯৫  
 সচ্ছাত্রাদিবিবোধেন সম্মার্গাদ্যবিরোধিনা ।  
 দিনং নয়েৎ ততঃ সন্ধ্যামুপতিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ ॥ ৯৬  
 দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বান্নকৈর্গূতাং বৃধে ।  
 উপতিষ্ঠেদ্যথাভায়ং সমাগাচম্য পার্থিব ॥ ৯৭  
 সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়োঃ পার্থিবেষ্যতে ।  
 অথত্র হৃতকাশীচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥ ৯৮  
 সূর্য্যোণাভাদিতো যশ্চ ততঃ সূর্য্যেণ চ স্বপন্ ।  
 অথত্রাতুরভাবাং তু প্রায়শ্চিত্তী ভবনরঃ ॥ ৯৯  
 তন্মাদনুদিতো সূর্য্যো সমুখায় মহীপতে ।  
 উপতিষ্ঠেন্নরঃ সন্ধ্যামবসপৎশ্চ দিনান্তজাম্ ॥ ১০০

বলিয়া আমি যে উপাসনা করি, সেই সত্য  
 উপাসনার বলে এই মল্লক নানাবিধ অন্ন  
 আরোগ্যপ্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক।  
 আমার নিরবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম হউক। বিষ্ণু ভোক্তা,  
 অন্ন বিষ্ণুর পরিণাম,—এই প্রকার ভাবনাময়  
 সত্য উপাসনাবলে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ  
 হউক। গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল পূর্ব্বলিখিত  
 মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উদর মার্জন করিয়া, আলস্য  
 পরিত্যাগ করত অনায়াস সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত  
 হইবে। সাধুসমাদৃত পথের অবিরোধী সং-  
 শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবসের শেষভাগ  
 অতিবাহিত করিবে। অনন্তর সায়াংকাল উপ-  
 স্থিত হইলে সমাহিতমানসে সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত  
 হইবে। হে নৃপ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা  
 ও সূর্য্য অর্ধান্তমিত হইলে সায়াংসন্ধ্যা আরম্ভ  
 করিবেন। সন্ধ্যোপাসনা সময়ে যথাবিধি আচমন  
 করিবে। হে নৃপ! হৃতকাশীচ, হৃতকাশীচ,  
 পীড়া, ভয়, এই কয়েকটি বাধা না থাকিলে  
 প্রতিনিহই সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। যে  
 ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত, সূর্য্যের উদয় বা অস্ত-  
 কালে শয়ন করিয়া থাকে, সে পাপী হয়।  
 মহীপতে! এই কারণে গৃহস্থ সূর্য্যোদয়ের  
 পূর্ব্বক সমুখানপূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিবে

উপতিষ্ঠিত্তি যে সন্ধ্যাং ন পূৰ্ব্বাং ন চ পশ্চিমাম্ ।  
ব্রজতি তে হ্রাস্তানন্তামিস্রং নরকং নৃপ ॥ ১০১  
পূনঃ পাকমুপাদায় সায়মপ্যবনীপতে ।  
বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈ পশ্চ্যমন্ত্রং বল্লিৎ হরেৎ ॥ ১০২  
তত্রাপি স্বপচাদিতান্তুধৈবান্নাপবৰ্জ্জনম্ ।  
অতিথিঞ্চগতং তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্বুধঃ ॥ ১০৩  
পাদশৌচাসনপ্রহরষাগতোক্ত্যা চ পূজনম্ ।  
ততঃচান্নপ্রদানেন শয়নেন চ পার্থিব ॥ ১০৪  
দিবার্তিৰ্থে তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং নৃপ ।  
তদেবাষ্টগুণং পুংসাং হৃদ্যোঢ়ে বিমুখে গতে ॥ ১০৫  
তস্মাৎ স্বশক্ত্যা রাজেন্দ্র হৃদ্যোঢ়মতিথিং নরঃ ।  
পূজয়েৎ পূজিতে তস্মিন পূজিতাঃ সর্বদেবতাঃ ॥  
অন্নশাকান্নদানেন স্বশক্ত্যা প্রৌণয়েৎ পুমান্ ।  
শয়নপ্রস্তরমহীপ্রদানৈরথবাপি তম্ ॥ ১০৭

দিনাবসানে সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া  
সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ১১—১০০। হে  
নৃপ! যে সকল হ্রাস্তা পূর্বসন্ধ্যা ও সায়ং-  
সন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহারা অন্ধতামিস্র  
নামক নরকে গমন করে। অবনীপতে! সায়ং-  
কালে গৃহস্থপত্নী পাক করিয়া অন্ন গ্রহণপূর্বক  
বৈশ্বদেব নিমিত্ত মন্ত্রহীন বলি প্রদান করিবে।  
এ সময়েও জ্ঞানবান পুরুষ,—চণ্ডালপ্রভৃতি  
অসম্মল ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি  
সায়ংকালে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে  
ঋণশক্তি তাঁহার পূজা করা কর্তব্য। পাদোদক-  
প্রদান, আসনদান, নম্রতাপ্রকাশ, কুশলপ্রদ,  
অন্নপ্রদান ও শয্যাদান দ্বারা তাঁহার পূজা  
করিবে। রাজন! দিবারাগে অতিথি বিমুখ  
হইয়া গমন করিলে যে পরিমন্ত্রণ পাপ হয়,  
হৃদ্যান্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন  
করিলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়। রাজেন্দ্র!  
এইজন্ত হৃদ্যান্তগমনের পর সমাগত অতিথিকে  
সামর্থ্যানুসারে পূজা করিবে। রাত্রিকালে  
অতিথি পূজিত হইলে সমুদায় দেবতার পূজা  
করা হয়। ভোজনার্থ শাক অন্ন ও জল প্রদান  
এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা ভূমি প্রদান দ্বারা  
স্বশক্তি অনুসারে অতিথির প্রীতি উৎপাদন

কৃতপাদাদিশৌচং ভুক্তা সায়ং ততো গৃহী ।  
গচ্ছেদক্ষুটিতাং শয্যামপি দারুণয়ীং নৃপ ॥ ১০৮  
নাবিশালাং নবা ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ ।  
ন চ জন্তময়ীং শয্যামবিতিষ্ঠেনাস্ততাম্ ॥ ১০৯  
প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ ।  
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতস্ত রোগদম্ ॥ ১১০  
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপশ্চ্যামবনীপতে ।  
পুন্নাম্যক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুথাস্থ রাত্রিষু ॥ ১১১  
নান্নাতান্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাম্ ।  
নানিষ্ঠাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গর্তিণীম্ ॥  
নাদক্ষিণাং নাত্তকামাং নাকামাং নাত্তযোষিতম্ ।  
ক্ষুংক্ষামামতিভুতাং বা স্বয়কৈভির্গুণৈর্গুতঃ ॥ ১১৩  
স্নাতঃস্রগংগন্ধক্ প্রীতো ন দ্যাতঃ ক্ষুধিতোহপি বা  
সকামঃ সান্নুরাগং ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ ॥ ১১৪

করিবে। রাজন! গৃহস্থ রাত্রিকালে ভোজ-  
নান্তে পাদাদি প্রক্ষালন করিয়া ছিদ্রবহিত গজ-  
দন্তময় পর্ধ্যক্ষে, তদভাবে কাষ্ঠময় পর্ধ্যক্ষে শয়নার্থ  
গমন করিবে। এই পর্ধ্যক্ষ যেন বৃহৎ বা ভগ্ন  
না হয়, অসম, কীটপূর্ণ না হয় এবং ছিন্ন মলিন  
ও অনাবৃত না হয়। শয়নকালে পূর্ব বা দক্ষিণ-  
দিকে মস্তক করা কর্তব্য। পশ্চিম বা উত্তরশিরা  
হইয়া শয়ন করিলে রোগ হয়। ১০১—১১০।  
হে অবনীপতে! ঋতুকালে স্বপত্নীতে গমন  
করা কর্তব্য। পুন্নামক নক্ষত্রে শুভ সময়ে  
যুথ রাত্রিতে গমন করা উচিত। পত্নী যদি  
অন্নাতা হয় এবং যদি শীড়িতা বা রজস্বলা হয়,  
অথবা সকামা না হয়, অথবা অপ্রশস্তা থাকে,  
অথবা যদি সেই পত্নী কুপিতা বা গর্তিণী  
হয়, তবে গমন করিবে না। যে স্ত্রী অনু-  
কূলা নহে, যে অগ্ন পুরুষে আসক্তা, যে  
অকামা, যে পরপত্নী, যে ক্ষুধার্তা, যে অধিক  
ভোজন করিয়াছে, তাহাতে গমন করিবে না;  
এবং আপনিও যদি পূর্বোক্ত ঋতাব্যবধিত হয়,  
তবে স্ত্রীগমন করিবে না। স্নাত, মালা ও  
গন্ধদ্রব্যধারী, প্রীত, সকাম ও সান্নুরাগ হইয়া  
স্ত্রীগমন করিবে, স্নুধ্যযুক্ত বা চিন্তাযুক্ত হইয়া

চতুর্দশষ্টমী চৈব অমাবস্তা পূর্ণিমা ।  
 পৰ্বণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ ১১৫  
 তেলস্ত্রীমাংসস্ত্রী পৰ্বস্বৈতেষু বৈ পুমান্ ।  
 বিষ্ণুত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং নৃপ ॥ ১১৬  
 অশেষপৰ্বস্বৈতেষু তস্যাং সংযমিভিবুধৈঃ ।  
 ভাবাং সঙ্কান্তদেবেজ্যাদ্যানজপ্যপন্নৈরৈঃ ॥ ১১৭  
 নাশ্রুণে নাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা ।  
 দেবদ্বিজগুরুণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ ॥ ১১৮  
 চৈত্যচত্বরতীর্থৈশ্চ গোষ্ঠে নৈব চতুপ্পথে ।  
 নৈব শ্মশানোপবনসলিলেষু মহীপতে ॥ ১১৯  
 প্রোক্তপৰ্বস্বশেষেষু নৈব ভূপাল সন্ধ্যায়োঃ ।  
 গচ্ছেদ্যবায়ং মতিমান্ মৃত্যোচ্চারণীড়িতঃ ॥ ১২০  
 পৰ্বস্বভিগমোহধত্তো দিবা পাপপ্রদো নৃপ ।  
 ভূবি রোগাবহো নৃণামপ্রশস্তো জলাশয়ে ॥ ১২১  
 পরদারাম গচ্ছেচ্চ মনসাপি কদাচন ।  
 কিম্বাচাশ্চিবন্ধোহপি নাস্তি তে নৃ ব্যবায়িনাম্ ॥

গমন করিবে না। রাজেন্দ্র! চতুর্দশী অষ্টমী  
 অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কয়েক দিবস  
 পৰ্ব। যে পুরুষ এই সকল পৰ্বদিবসে তেল-  
 মর্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রীসন্তোগ করে, সে  
 বিষ্ণু-ভোজন নামক নরকে গমন করে।  
 জ্ঞানবান্ ব্যক্তির এই সকল পৰ্বদিবসে  
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংশাস্ত্রচর্চা, দেবপূজা, যাগ,  
 দ্যান ও জপ করিবেন। গো-ছাগাদিঘোনিতে,  
 অঘোনিতে, দেবালয়ে, ব্রাহ্মণ বা গুরুর আলয়ে  
 অথবা গৃহস্থ দ্বারা মৈথুনাদি করিবে না।  
 ভূপতে! চৈত্যবৃক্ষতলে, প্রাক্ষণে, তীর্থে,  
 গোষ্ঠে, চতুপ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা জলমধ্যে  
 মৈথুন করা উচিত নহে। নৃপ! বুদ্ধিমান্  
 ব্যক্তি পুরুষোক্ত সমুদায় পৰ্বদিবসে, প্রত্যুষে,  
 সন্ধ্যাসময়ে কিংবা মলমূত্রবেগযুক্ত হইয়া  
 স্ত্রীগমন করিবে না। পৰ্বদিবসে স্ত্রীগমন  
 করিলে ধনহানি হয়, দিবাভাগে গমন করিলে  
 পাপ হয়, ভূমিতলে স্ত্রীসন্তোগ করিলে কীৰ্ত্তি-  
 নাশ হয়, জলাশয়ে গমন করিলে অমঙ্গল হয়।  
 বাঁকা বা মন দ্বারাও কখন পরস্ত্রীগমন করিবে  
 না। কারণ পরস্ত্রীগমন করিলে অস্থিবিহীন

মূতো নরকমভোতি হীয়তেত্রাপি চাযুষঃ  
 পরদারগতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি তীতিদা ॥ ১২৩  
 ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমংস্ নরো ব্রজেৎ ।  
 যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষুনৃতাবপি ॥ ১২৪  
 ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে গৃহস্থ-ধর্মো  
 নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ঔরু উবাচ ।

দেবগোত্রাক্ষণং সিদ্ধবৃদ্ধাচার্যাস্তথার্চয়েৎ ।  
 দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীতুপচরেৎ তথা ॥ ১  
 সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাংচ তথাষধীঃ ।  
 গারুড়ানি চ রত্নানি বিভূষাং প্রযতো নরঃ ॥ ২  
 প্রসিদ্ধামলাকেশংচ শৃগন্ধিস্চারুবেশধৃক্ ।  
 সিতাঃ স্তন্যমসৌ জল্যা বিভূষাচ নরঃ সদা ॥ ৩  
 কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেন্নামপ্যাপ্রিয়ং বদেৎ ।

হইতে হয়। পরস্ত্রীগমন করিলে ইহলোকে  
 আয়ুক্ষয় হয় ও পরলোকে নরকে গমন করে।  
 জ্ঞানবান্ এই সমুদায় চিন্তা করিয়া, পুরুষোক্ত  
 দোষশূন্য সকামা স্বকীয় পত্নীতে ঋতু-  
 কালে বা অগ্নি সময় ইচ্ছানুসারে গমন  
 করিবে। ১১১—১২৪।

তৃতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ।

ঔরু কহিলেন,—গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতঃ  
 গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ, বৃদ্ধ আচার্য্যগণের পূজা  
 করিবে এবং দুই সন্ধ্যা সন্ধ্যাদেবীকেই নমস্কার  
 করিবে। অগ্নি সকলের হোমাদি দ্বারা উপচরণ  
 করিবে। গৃহস্থ, সর্দার প্রভৃৎ হইয়া অনুপহত  
 বস্ত্রধর, মহৌষধি ও গারুড় রত্ন সকল ধারণ  
 করিবে। কেশগুলি সর্বদা চিকণ ও পরিষ্কার  
 রাখিবে। শৃগন্ধযুক্ত মনোহর বেশধারী হইবে  
 ও উত্তম শুক্ল পুষ্প ধারণ করিবে। কখন কিছু-  
 মাত্রও পরস্ব হরণ করিবে না, কাহাকেও অঙ্গ-

প্রিয়ক নানুতং ক্রয়ান্নদোষানুদীরয়েৎ ॥ ৪  
নাভ্রিয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ।  
ন হৃষ্টং যানমারোহেৎ কূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৫  
বিস্ত্রিপতিতোন্নতবহুবৈরাতিকীর্টকৈঃ ।  
বন্ধকী-বন্ধকীতর্জ-ক্ষুদ্রানুতকথেঃ সহ ॥ ৬  
তথাতিব্যয়নীনৈঃ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ ।  
বৃধে ন সত্রীং কুর্বাতি নৈকপত্নানমাশ্রয়েৎ ॥ ৭  
নাংগাহেজ্জলোবস্ত বেগমগ্নে নরেশ্বর  
প্রদীপ্তং বেগা ন বিশোভারোচচ্ছিত্রং তরোঃ ॥ ৮  
ন বর্ধ্যাদন্তসংসর্ষৎ ন কৃত্যায়ান্নাসিকাম্ ।  
ন সংব্রতমুখো হৃষ্টো ন শ্বাসকাসো চ বর্জয়েৎ ॥ ৯  
নোচ্চৈর্হসেন সশকক ন মুকেৎ পবনং বুধঃ ।  
নখান্ন বান্দয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ ॥ ১০  
ন শাশ্রু ভক্ষয়োল্লোষ্টং ন মৃদনৌয়াঘ্রিকক্ষণঃ ।

মাত্রও অপ্রিয় বাক্য করিবে না, মিথ্যা প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে না। আত্মের দোষ বর্ণন করিবে না। হে পুরুষেশ্বর! আত্মের সম্পদ দেখিয়া মোত করিবে না, কাহারও সহিত শত্রুতাও করিবে না। নিন্দিত যানে আরোহণ করিবে না। নদীকূলচ্ছায়া আশ্রয় করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি, লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সহিত, পণ্ডিত বা উন্নত ব্যক্তির সহিত, বহুশত্রুসমন্বিত লোকের সহিত, বদেশস্থিত মনুষ্যের সহিত, বেষ্টা ও ক্রোধাপত্তির সহিত, অন্নলাভগর্বিত ব্যক্তির সহিত, মিথ্যাবাদীর সহিত, অতি ব্যয়কারী মনুষ্যের সহিত, পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তির সহিত ও শত্রুর সহিত মিত্রতা করিবে না। এক পথও আশ্রয় করিবে না। হে নরেশ্বর! স্রোতস্পত্তী নদ্যাতির স্রোত রহিত জলে স্নান করিবে না; প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ বা রক্ষের শিখরে আরোহণ করিবে না। দন্তে দন্তে সর্ষণ করিবে না, নাসিকা কুণ্ঠিত করিবে না। মুখ আবৃত না করিয়া হাঁই তুলিবে না। পাস ও কাস অনাবৃত মুখ হইয়া বর্জন করিবে। উচ্চ হাঙ্গ বা শব্দপূর্বক অধোবাণু পরিত্যাগ করিবে না। নখবাধ্য বা নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না এবং নখ দ্বারা ভূমিতে লিখিবে

জ্যোতীঃসম্মেধ্যঃ শস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো ।  
নখাং পরস্ত্রিয়কৈব সূর্য্যকাস্তমনোদয়ে ॥ ১১  
ন হুং বৃধ্যচ্ছবকৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥ ১২  
চতুপ্পাখান্ চৈত্যতরুন্ শাশানোপবনানি চ ।  
দুষ্টদ্বীসম্নিকবন্ধ বর্জয়েন্নিশি সর্বদা ॥ ১৩  
পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিঃছায়াং নাতিক্রমেদ্ববুধঃ ।  
নৈকঃ শূণ্ডাটবীং গচ্ছেম চ শূণ্ডগৃহে বসেৎ ॥ ১৪  
কেশাশ্বিকণ্টকামেধ্য-বহ্নিভংগতুবাংস্তথা  
স্নানার্হাং ধবলীকৈব দরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৫  
নানার্ঘ্যানাশ্রয়েৎ কাশিচৎ ন জিহ্মান্ন রোচয়েদ্বুধঃ  
উপসর্পেত ন ব্যালান্ চিরং তিষ্ঠেম চোখিতঃ ॥ ১৬  
অতীব জাগরন্থপ্নে তদ্বৎ স্নানাসনে বুধঃ ।  
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামক নরেশ্বর ॥ ১৭  
দংশিষ্টং শৃঙ্গিবৎ চৈব প্রোক্তো দুরেণ বর্জয়েৎ ।

না। বিচক্ষণ ব্যক্তি শাশ্রুচর্ষণ বা লোষ্ট্রমর্দন করিবে না। প্রভো! অপবিত্র অবস্থায় সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ ও ব্রাহ্মণাদি প্রশস্ত পদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। ১—১১। উলঙ্গ পরস্রী ও উদয়াতকালীন দিবাকর দর্শন করিবে না; শব দর্শন করিয়া, শবগন্ধ আশ্রয় করিয়া ঘৃণা করিবে না, যেহেতু শবগন্ধ সোমের অংশ। রাত্রিকালে চতুপ্পাখ, চৈত্যবৃক্ষ, শাশান, উপবন ও দুষ্টদ্বীপ এ সমুদায়ের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে। পূজ্য ব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ এ সকলের ছায়া অতিক্রম করা বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত নহে। শূণ্ডগৃহে বাস বা একাকী শূণ্ড অরণ্যে গমন করিবে না। কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্ত্র, অগ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজল দ্বারা আর্দ্র ভূমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। অনাধ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না। কুটিল লোকের সহিত আসক্তি করিবে না। হিংস্র জন্তুর নিকট গমন করিবে না। নিদ্রোভঙ্গের পর অধিকক্ষণ দৃণ্ডায়মান থাকিবে না। অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিকক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিকক্ষণ স্নান, অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিকক্ষণ শয্যাসেবন ও



অবস্থায়ক রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপো তথা ॥ ১৮  
 ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো ন চৈবেপস্পৃশেদবুধঃ ।  
 মুক্তকচ্ছন চাচামেং দেবভার্তাচক বজ্রয়েং ॥ ১৯  
 হোমদেবার্চনান্যাস্ত্র ত্রিষাশ্চামনে তথা ।  
 নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে ॥ ২০  
 নাসমঞ্জসশীলৈস্ত সনাসীত কদাচন ।  
 সদবৃত্তসঙ্গিকর্ষো হি ক্কাধর্মপি শত্রুতে ॥ ২১  
 বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবয়ৈশ্চ সদা বুধঃ ।  
 বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈশ্চ পৈষ্যতে ॥ ২২  
 নারভত কলিং প্রাজ্ঞঃ শুদ্ধবৈরং ন কারয়েং ।  
 অপান্নহানিঃ সোঢব্য্য বৈরেণার্থগমং তাজেং ॥ ২৩  
 স্নাতো নাস্তানি নির্ঝাজ্জেং স্নানশাট্য ন পাশিনা ।  
 ন চ নিধূর্ণয়েং কেশানাচামেবৈ চোশ্চিতঃ ॥ ২৪  
 পাদেন নাক্রেমং পাদং ন পূজ্যভিমুখং নয়েং

অধিকক্ষণ ব্যায়াম করিবে না। হে রাজেন্দ্র !  
 প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দংশ্ট্রী ও শৃঙ্গী নিকটে যাইবে  
 না। সমুখ বায়ু, সমুখ রৌদ্র এবং নীহার  
 পরিত্যাগ করিবে। উল্লঙ্গ হইয়া স্নান নিদ্রা ও  
 আচমন করিবে না। কাছা খুলিয়া আচমন বা  
 দেবপূজা করিবে না। হোম, দেবপূজা আদি  
 ত্রিষা, আচমন, পূণ্যহবাচন ও জপকার্য্যে  
 একবস্ত্র হইয়া প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য নহে।  
 ১২—২০। ফুটিলাচিত্ত মনুষ্যের সহিত কথ-  
 নাই একত্র অবস্থান করিবে না। ক্কাধর্ম কালও  
 সাধু ব্যক্তির সংসর্গ প্রশস্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি  
 উত্তম বা অধম লোকের সহিত বিরোধ করিবে  
 না। হে নৃপ ! বিবাদ ও বিবাহ সমশীল লোকের  
 সহিত করাই কর্তব্য। বস্ত্রতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি  
 কাহারও সহিত বিবাদ আরম্ভ করিবে না,  
 নিষ্কল শত্রুতা করিবে না। অন্ন ক্ষতিও সহ  
 করা উচিত, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা  
 দ্বারা অর্থ লাভ করা উচিত নহে। স্নান করিয়া  
 পরিধেয় বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্র সকল মার্জন  
 করিবে না। কেশ কম্পন করিবে না। স্নানের  
 পর জল হইতে উঠিয়া স্থলে আচমন করিবে  
 না। পদ দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না।  
 পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদ স্থাপন করিবে না।

বীরাসনং গুরোরগ্রে ত্যজত বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২৫  
 অপসব্যং ন গচ্ছচ্চ দেবাগারচতুষ্পথান ।  
 মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ ভতে বিপরীতান্নদক্ষিণান ॥ ২৬  
 সোমাদ্যর্কানুবায়ুনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সমুখম্ ।  
 কুর্যাং শ্ঠীবনবিমুদ্রাসমুংসর্গক পণ্ডিতঃ ॥ ২৭  
 তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েং তস্মৎ পথানং নাবমূত্রয়েং ।  
 শ্লেষ্মাবিগ্ন ত্রুরক্তানি সর্কষদেব ন লজ্জয়েং ॥ ২৮  
 শ্লেষ্মাসিংহানকোংসর্গো নান্নকালে প্রপশ্যতে ।  
 বলিমঙ্গলজপ্যাদো ন হোমে ন মহাজনে ॥ ২৯  
 যোষিতো নাবমত্তেত ন চাসাং বিশ্বসেদবুধঃ ।  
 ন চৈবেবর্জুবেং তাম্ নাধিকুর্যাং কদাচন ॥ ৩০  
 মঙ্গল্যপুস্পরদ্বাজ্যপূজ্যাননভিবাচ্য চ ।  
 ন নিষ্ক্রামেকং হাং প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরে। নৃপ ॥ ৩১  
 চতুষ্পথান্ নমস্কুর্যাং কালে হোমপরে ভবেং  
 দীনানভ্যজরেং সাধুনুপাসীত বহুশ্রুতান্ ॥ ৩২

গুরুজনের সমুখে বিনয়ী হইবে, বীরাসন  
 পরিত্যাগ করিবে। দেবাগার, চতুষ্পথ, মঙ্গ-  
 লিক দ্রব্য ও পূজ্য ব্যক্তি, এ সমুদায়ের বাম-  
 ভাগ দিয়া গমন করিবে না। এতদ্বিপরীত  
 বস্ত্র বা ব্যক্তির দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাইবে না।  
 পণ্ডিত ব্যক্তি, চল্লি, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বায়ু,  
 পূজ্য ব্যক্তি, এই সকলের অভিমুখে নিষ্ঠাবন,  
 মূত্র বা বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান  
 হইয়া প্রস্রাব করিবে না, পথো ও প্রস্রাব করিবে  
 না। শ্লেষ্মা, মল, মূত্র ও রক্ত কদাচ লক্ষন  
 করিবে না। আহারের কালে দেবপূজা, মঙ্গ-  
 লিক কার্য্য ও জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যকালে  
 এবং মহাজনসমীপে শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না।  
 ইচ্ছিবে না। শ্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না।  
 তাহাদের উপর অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে।  
 তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইবে না এবং তাহা-  
 দের উপর কোন বিষয়ের কর্তৃত্বও দিবে না।  
 ২১—৩০। সদাচারপরায়ণ বিধান ব্যক্তি মঙ্গ-  
 লিক বস্ত্র, পুস্প, রত্ন, হৃত ও পূজ্য ব্যক্তিকে  
 নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে  
 না। চতুষ্পথ সমূহকে নমস্কার করিবে। যথা-  
 কালে হোম-পর হইবে, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার

দেবর্ষিপূজকঃ সম্যক্ পিতৃপিতৃণোদকপ্রদঃ ।  
সংকর্ত্তা চাত্ত্বিনীনাং যঃ স লোকানুত্তমান্ ব্রজেৎ ।  
হিতং মিতং প্রিয়ং কালে বশ্যাত্মা যোহুতিভাষতে  
স যাতি লোকানাহ্লাদ-হেতুভূতান্ সুপাক্ষয়ান্ ॥৩৪  
ধীমান্ ভীমান্ ক্রমাযুক্ত আন্তিকৌ বিনয়ান্বিতঃ ।  
বিদ্যাভিজ্ঞানবুদ্ধানাং যাতি লোকানুত্তমান্ ॥ ৩৫  
অকালগর্জ্জিতানো তু পর্কস্বাশৌচকাদিষু ।  
অনধ্যায়ং বৃধঃ কুর্ধ্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥ ৩৬  
শমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ববন্ধুরমংসরী ।  
ভীতাপ্শুনকং সাধুঃ স্বগন্তশ্রান্নকং ফলম্ ॥ ৩৭  
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাট্টেবীষু চ ।  
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানংকঃ সদা ব্রজেৎ ॥৩৮  
নোজ্জং ন তিষ্ঠাগৃদরং বা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদবৃধঃ ।  
যুগমাত্রং মহৌপঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্ ॥ ৩৯

ও বিদ্বান সাধু ব্যক্তির সম্মান করিবে। যিনি দেবগণের ও ঋষিগণের পূজক, যিনি পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণকারী এবং যিনি অতিথি-সংকার করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম লোকে গমন করেন। যিনি জিতেল্লিয় হইয়া, সময়ে মিতহিত ও প্রিয়বাক্য বলেন, তিনি দেহাবসানে আনন্দজনক অক্ষয় লোকে গমন করেন। যিনি ধীমান্, ভীমান্, ক্রমাবান্, আন্তিক ও বিনীত, তিনি সংকুলজাত বিদ্যাবুদ্ধ ব্যক্তির যোগ্য উত্তম লোকে গমন করেন। শূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ-কালে, পর্কদিবসে, অশৌচ সময়ে ও অকালে মেঘগর্জ্জনে, পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধের উপশম করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও অমংসর এবং সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গলাভ অতি সামান্য ফল। যিনি শরীর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বর্ষার ও রৌদ্রের সময় ছত্র ব্যবহার করিবেন। রাজিতে গমন বা বনমধ্যে প্রবেশের সময় দণ্ডপাণি হইয়া চলিবেন এবং গমনকালে সর্বদাই পাতুকা ব্যবহার করিবেন। পার্শ্ব বা উর্দ্ধ বা দূরতর প্রদেশ দেখিতে দেখিতে যাওয়া পণ্ডিতের উচিত নহে। গমনকালে সমুখবর্তী চারি হস্ত ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করত

দোষহেতুনশেষাংস্ত বশ্যাত্মা যো নিরস্ততি ।  
তস্ত ধর্ম্মার্থকামানাং হানিরীক্ষাপি জায়তে ॥ ৪০  
পাপেহপ্যাপাঃ পরম্বেহপ্যতিথস্তে প্রিয়ানি যঃ ।  
মৈত্রীদ্রবাত্তঃকরণস্তস্ত মুক্তিঃ করে দ্বিতা ॥ ৪১  
যে কামক্রোধলোভানাং বাতরাগা ন গোচরে ।  
সদাচারস্থিতাস্তেবামনুভাবৈধূতা মহী ॥ ৪২  
তস্যাং সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যঃ পরপ্রীতিকারণম্  
সত্যং যঃ পরহুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ॥ ৪৩  
প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতিমিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ ।  
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যন্ত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥ ৪৪  
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ  
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৫  
ইতি ত্রীবিম্বপুরাণে ভূতীয়েহংশে  
সদাচারো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

যাইবেন। যে ব্যক্তি জিতেল্লিয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত-সমুদায় ও অজ্ঞাত দোষের হেতুকে বিনষ্ট করেন, তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের অন্নও ব্যাঘাত হয় না। ৩১—৪০। পানী ব্যক্তির প্রতি যিনি পাপ ব্যবহার না করেন, কোন ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে যিনি তাহাকে প্রিয় বাক্য বলেন, যিনি সমুদায় প্রাণীর বন্ধু এবং সেই বন্ধুতান্বিত হইয়া তাঁহার চিন্তা আর্দ্র থাকে, মুক্তি তাঁহার হস্তগত। যে ব্যক্তি সর্বদা সদাচারপধারণ ও বাতরাগ। যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার অনুভবেই পৃথিবী অবস্থিতি করিতে-ছেন। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি, সকল সময়ে সত্য বাক্য কহিবেন, সত্যই সকলের প্রীতি উৎপাদন করে; যে স্থলে সত্য কথা কহিলে কাহারও অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌনী হইয়া থাকিবে। যে স্থলে প্রিয়বাক্য হিতজনক ও যুক্তিযুক্ত না হয়, সে স্থলে প্রিয়বাক্য বলিবে না, কারণ হিত-বাক্য যদিও নিতান্ত অপ্রিয় হয়, তথাপি তাহাও বলা প্রেয়ঃ। যে কার্য্য ইহলোকে প্রাণিগণের মঙ্গলকারী হয়, মতিমান্ সেই কার্য্যই কায়-মনোবাক্যে ভজনা করিবেন। ৪১—৪৫।

ভূতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

## ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ওঁকর্ক উবাচ ।

সচেলস্ত পিতুঃ স্নানং জাতে পুত্রে বিবীয়তে ।  
 জাতকর্ষ্ম ততঃ কুর্যাৎ শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ে চ যৎ ॥ ১  
 যুথানুদৈবাংশ্চ পিত্রাংশ্চ সম্যক্ সম্যক্রেমাদ্বিজ্ঞান্ ।  
 পূজয়েদ্ভোজয়েচ্চৈব তন্মানা নাশ্তমানসঃ ॥ ২  
 দক্ষ্যক্ৰতেঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্খুখোদমুখোহপি বা ।  
 দেবতীর্থেন বৈ পিণ্ডান দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ ॥ ৩  
 নান্দীমুখং পিতৃগণন্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব ।  
 প্রীয়তে তত্ত্ব কৰ্তব্যং পুরুষৈঃ সর্বৈরুদ্বিগ্নি ॥ ৪  
 কণ্ডাপুত্রবিবাহেবু প্রবেশে নববেশনঃ ।  
 নামকর্ষণি বালানাং চূড়াকর্ষাদিকে তথা ॥ ৫  
 সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে ।  
 নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥ ৬  
 পিতৃপূজাবিধিঃ প্রোক্তো বৃদ্ধাবেশসমাসতঃ ।  
 শ্রয়তামবনীপাল প্রেতকর্ষ্মক্রিয়বিধিঃ ॥ ৭

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ওঁকর্ক কহিলেন,—পুত্র জন্মিবামাত্র সন্নিহিত  
 পিতা তৎক্ষণাৎ সচেল হইয়া স্নান করিবেন,  
 অনন্তর পুত্রের জাতকর্ষ্ম ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ  
 করিবেন । তিনি অনন্তমানস হইয়া বামদিক্  
 হইতে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যুথায়ুথ শ্রাদ্ধ  
 স্থাপন করত পূজা করিবেন ও শ্রাদ্ধগণিককে  
 আহার করাইবেন । নৃপ! প্রাঙ্খুখ বা উত্তরমুখ  
 হইয়া দধি আতপত গুল ও কুলফল দ্বারা নির্মিত  
 পিণ্ড দেবতীর্থ বা প্রজাপতি তীর্থ দ্বারা প্রদান  
 করিবেন । তে রাজন! এই শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ,  
 ইহা দ্বারা পিতৃগণ পরিতপ্ত হইয়া থাকেন । এই  
 কারণে সকল পুরুষের সর্বপ্রকার বুদ্ধিকার্য্য  
 এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা কৰ্তব্য । কণ্ডার  
 বিবাহ, পুত্রের বিবাহ, নতন গৃহপ্রবেশ, বালকের  
 নামকরণ, চূড়াকর্ষ্ম, সীমন্তোন্নয়ন ও পুত্রমুখ-  
 দর্শন কালে এবং অগ্ন্যুত্তর অভ্যুদয় কালে, গৃহস্থ  
 শ্রুত হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবেন ।  
 হে অবনীপাল! পূর্বে প্রাচীন মতানুসারে  
 সংক্ষেপে পিতৃপূজার বিধি উক্ত হইয়াছে।

প্রৈতদেহং শুভৈঃ স্নানৈঃ স্নাপিতং অগ্নিভূষিতম্ ।  
 দক্ষা গ্রামাদবহিঃস্নাতাঃ সচেলাঃ সলিলাশয়ে ॥ ৮  
 যত্র তত্র স্থিতায়ৈতদমুকায়েতি বাদিনঃ ।  
 দক্ষিণাভিমুখা দহুর্বাক্ষবাঃ সলিলাঞ্জলিম্ ॥ ৯  
 প্রবিষ্টাশ্চ সমং গোভিগ্রামং নক্ষত্রদর্শনে ।  
 কটধ্বাংস্ততঃ কুর্য্যভূমৌ অন্তরশায়িনঃ ॥ ১০  
 দাতব্যোহনুদিনং পিণ্ডঃ প্রেত্যয় ভুবি পার্থিব !  
 দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যমমাংসং মহুজর্ষত ॥ ১১  
 ক্ষিাদি তাবদিচ্ছাতঃ কৰ্তব্যং বিপ্রভোজনম্ ।  
 প্রেতস্তপ্তিং তথা যাতি বন্ধুবর্গেণ ভুঞ্জতা ॥ ১২  
 প্রথমেহহি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা ।  
 বহ্নত্যাগং বহিঃ স্নানং কৃতা দদ্যাৎ তিলোদকম্ ।  
 ততোহনু বন্ধুবর্গস্ত ভুবি দদ্যাৎ তিলোদকম্ ।  
 চতুর্থেহহি চ কৰ্তব্যং ভস্মাশ্চিচয়নং নৃপ ॥ ১৪  
 তদৃক্ষ্মদ্বন্দ্বর্ষশ্চ সপিণ্ডানামপীযাতে ।

এক্ষণে প্রৈতকর্ষ্মের ক্রম শ্রবণ করুন । মরণোহে  
 সেই মৃতদেহকে স্নান ও মালা দ্বারা বিভূষিত  
 করিয়া গ্রামের বাহিরে দক্ষ করিবে । পরে সেই  
 বহ্নের সহিত জলাশয়ে স্নান করত দক্ষিণমুখ  
 হইয়া 'যত্র তত্র স্থিতায় এতৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ  
 করিয়া বান্ধবগণ সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে ।  
 দিনের মধ্যে দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে, গোগণের  
 সহিত সায়াংকালে নক্ষত্রদর্শনপূর্বক গ্রামে  
 প্রবেশ করিবে । পরে ভূমিতে তপশ্যায় শয়ান  
 থাকিয়া কটধ্ব (প্রৈতকার্য্য) পালনে প্রবৃত্ত  
 হইবে । ১—১০ । হে নৃপ! অশৌচকাল পর্য্যন্ত  
 প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে এক একটী  
 পিণ্ড দিবে । নরশ্রেষ্ঠ! দিবাভাগে একবার  
 মাংসহীন অন্ন আহার করিবে । এই অশৌচ-  
 কালে ইচ্ছানুসারে সপিণ্ড জ্ঞাতিদিগকে ভোজন  
 করাইবে; কারণ বন্ধুবর্গ ভোজন করিলে মৃত  
 ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে । অশৌচের  
 প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম দিবসে বহ্নত্যাগ  
 বহির্দেশে স্নান, প্রেতের উদ্দেশে সতিলোদক  
 প্রদান করিবে । তাহার পরে প্রৈতবন্ধুগণও  
 ভূমিতে সতিলোদক প্রদান করিবে । হে নৃপ!  
 অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম ও অশ্চিচয়ন

যোগ্যঃ সৰ্বক্ৰিয়াণাস্ত সমুদয়লিলাস্তথা ॥ ১৫  
অনুলেপনপুষ্পাদিভোগাদগ্ৰত পাথিবী ।  
শয্যাসনোপভোগঃ সপিণ্ডানামপীষদেত ।  
ভক্ষ্যস্থিচয়নাদৰ্শং স যোগে ন তু যোষিতা ॥ ১৬  
বালে দেশান্তরস্থে চ পতিতে চ মুনৌ মুতে  
সদ্যঃশৌচং তথেষ্ট্রাতো জলাশুদ্বন্ধনাদিযু ॥ ১৭  
মৃতবন্ধোদিশাহানি কুলশ্রাবণং ন ভুঞ্জতে ।  
দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ঃ চ নিবর্ততে ॥ ১৮  
বিপ্রশ্ৰেয়তদ্বাদশাহং রাজশ্রাবণ্যশৌচকম্ ।  
অৰ্দ্ধমাসঃ বৈশ্রাব্য মাসঃ শূদ্রস্ত শুক্লয়ে ॥ ১৯  
অমুজো ভোজয়েৎ কামং দ্বিজান্যো ততো দিনে  
দদ্যান্দর্ভেবু পিণ্ডক প্রেতাযোস্থিষ্টসন্নিধৌ ॥ ২০  
বার্ধ্যায়ুধপ্রতোদাস্ত দণ্ডঃ চ দ্বিজভোজনানং ।  
প্রষ্টব্যোহনন্তরং বর্ণৈঃ ওধোরন্তে ততঃ ক্রমাং ॥

করিবে, অনন্তর সপিণ্ড হ্যাতিবর্ণের অঙ্গ স্পর্শ  
করিতে পারে। বাহার। সমানোদক, তাঁহার।  
অশৌচে পক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি কক্ষ্য করিতে পারেন।  
কিন্তু অক্ষ চন্দন ও পুষ্প প্রভৃতির ভোগ করি-  
বেন না। ঐ কালে সপিণ্ডগণও শয্যা আসন  
প্রভৃতির ভোগ করিতে পারেন, ভক্ষ্য ও অস্থি  
চয়নের পর স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। বালক,  
দেশান্তরিত ব্যক্তি, পতিত ব্যক্তি ও গুরু,  
দেহত্যাগ করিলে, অথবা কোন ব্যক্তি ইচ্ছা-  
শ্রমক দেখুত্যাগ করিলে, কিংবা জল অগ্নি বা  
উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু হইলে, শ্রবণ মাত্রই  
সদ্যঃ শৌচ হয়। মৃতব্যক্তির সপিণ্ডকুলের  
অন্ন, মৃতাহ হইতে দশ দিন ভোজন করিবে না।  
অশৌচকালে দান, পতিগ্রহ, যজ্ঞ অধ্যয়নকর্ম  
করিবে না। ব্রাহ্মণের অশৌচ দশদিন, ক্ষত্রি-  
য়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবস, শূদ্রের  
একমাস অশৌচ অশৌচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে  
তিনটা বা পাঁচটা অথবা যাদৃশ রুচি, কিন্তু তিন  
পাঁচের কম না হয়, অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন  
করাইবে। এই ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে,  
কুশের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান  
করিবে। ১১—২০। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন  
হইলে ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রিয় অগ্নিকে, বৈশ্য

ততঃ স্ববর্ণধর্য্য। যে বিপ্রাদীন্যমুদাহৃতঃ ।  
তন্ কুস্বীত পুমান্ জীবৈমিজধর্ম্মার্জ্জনেস্তথা ॥ ২২  
মৃতাহনি চ কৰ্তব্যমেকোদ্বিষ্টমতঃ পরম্ ।  
আহ্বানাদিক্রিয়াদেব-নিয়োগরহিতং হি তং ॥ ২৩  
একোহর্থস্তত্র দাতব্যস্তথৈবৈকং পবিত্রকম্ ।  
প্রেতার পিণ্ডো দাতব্যো ভুক্তবংসু দ্বিজাতিযু ॥ ২৪  
প্রশ্নঃ তত্রাভিরতিব্রজমানৈর্দ্বিজমানাম্ ।  
অক্ষ্যামমুক্শেতি বক্তব্যং বিরতো তথা ॥ ২৫  
একোদ্বিষ্টময়ো ধর্ম্ম ইখ্যমাংসরাং স্মৃতঃ ।  
সপিণ্ডীকরণং তস্মিন কালে রাজেন্দ্র তচ্ছু ॥ ২৬  
একোদ্বিষ্টবিধানেন কার্যং তদপি পাথিবী ।  
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭  
পাত্রং প্রেতস্ত তত্রৈকং পাত্রত্রয়মুতং তথা ।  
মেচরং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং নৃপ ত্রিযু ॥ ২৮

প্রতোদকে ও শূদ্র যষ্টিকে জিজ্ঞাসা করিয়া গুদ্বি  
লাভ করিবেন। অশৌচান্তে চতুর্দশের মধ্যে  
যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাই অবলম্বন করিবেন  
এবং ধর্ম্মোপার্জিত ধন দ্বারা জীবিকা নিব্বাহে  
প্রবৃত্ত হইবেন। পরে প্রতিমাসে মৃততিথিতে  
একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এই মাসিক শ্রাদ্ধে  
আবাহনাদি ক্রিয়া ও বৈশ্বদেব আবাহন করিতে  
হয় না, এই মাসিক শ্রাদ্ধে একটা অর্ঘ্য ও  
একটা পবিত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণ  
ভোজন হইলে প্রেতোদদেশে পিণ্ড দান  
করিবে। অনন্তর যজ্ঞমানের ‘অভিরম্যতাম্’  
এই কথার পর ব্রাহ্মণগণ ‘অভিরতাং স্যঃ’ এই  
উত্তর করিবেন ও ‘অমুকস্ত অক্ষ্যামিদমুপতিষ্ঠ-  
তাম্’ এই বাক্য বলিবেন। এইরূপ একবংসর  
পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ করা  
কর্তব্য। রাজন! একবংসর পূর্ণ হইলে  
সপিণ্ডীকরণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে  
পাথিবী! এই সপিণ্ডীকরণও একোদ্বিষ্টবিধিক্রমে  
করিতে হইবে। পরন্তু ইহাতে তিল, গন্ধ ও  
উদকযুক্ত চারিটা পাত্র স্থাপন করিতে হইবে।  
এই পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেতের একপাত্র ও  
পিতৃলোকের তিন পাত্র। অনন্তর প্রেতপাত্র হ

ততঃ পিতৃভ্রমাপন্নৈ তস্মিন্ প্রেতে মহীপতে ।  
 শ্রাদ্ধধর্ম্মৈশেষৈশ্চ তৎপূর্বানচর্চয়েৎ পিতৃন ॥২৯  
 পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভাতা বা ভাতৃসন্ততিঃ  
 সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে ॥ ৩০  
 তেষামভাবে সর্কেষাং সমানোদকসন্ততিঃ ।  
 মাতৃপক্ষস্ত পিণ্ডেন সংবদ্ধা যে জলেন বা ॥ ৩১  
 স্কলদ্বয়েহপি চোচ্চিহ্নে স্ত্রীতিঃ কার্ধ্যা ক্রিয়া নৃপ ।  
 সংবাতাস্তগতির্বাপি কার্ধ্যা প্রেতস্ত বা ক্রিয়া ॥৩২  
 উৎসন্নবন্ধুধকুখানাং কারয়েদবনীপতিঃ ।  
 পূর্বাঃ ক্রিয়ামধ্যমাংচ তথা চৈবোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ॥  
 ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়াঃ হেতাস্তাসাং ভেদং শৃণু মে  
 আদাহবার্ঘ্যাদিস্পর্শাদিস্তাস্তাং যঃ ক্রিয়াঃ ॥৩৪  
 তঃ পূর্বা মধ্যমা মাসি মাত্রেকোদ্বিষ্টসংজিতাঃ ।  
 প্রেতে পিতৃভ্রমাপন্নৈ সপিণ্ডীকরণাদনু ॥ ৩৫  
 ক্রিয়ন্তে যঃ ক্রিয়াঃ পিত্রাঃপ্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ

জলাদি দ্বারা পিতৃপাত্রের স্বেচন করিবে। হে  
 মহীপতে! সেই প্রেত পিতৃভাব প্রাপ্ত হই-  
 বার পর স্বধাকারাদি দ্বারা তাঁহা হইতে উদ্ধৃতন  
 তিন পুরুষের অর্চনা করিবে। হে নৃপ! পুত্র,  
 পৌত্র, প্রপৌত্র, ভাতা, ভাতৃপুত্র কিংবা অন্য  
 কোন সপিণ্ড সন্তান, সপিণ্ডীকরণে অধিকারী।  
 ২১—৩০। যদি ইহাদের অভাব হয়, তবে  
 সমানোদক সন্তান, তদভাবে মাতামহসপিণ্ড,  
 তাহারও অভাব হইলে মাতামহ-সমানোদক  
 সন্তান সপিণ্ডীকরণ করিবে। যাহার পিতৃকুল  
 ও মাতৃকুল উভয়ই লোপ পাইয়াছে, স্ত্রীলোকে  
 তাহার সপিণ্ডীকরণ করিতে পারিবে। তাদৃশ  
 স্ত্রীলোক না থাকিলে সমানপ্রবর সহায়্যারী প্রভৃ-  
 তিরাও প্রেতরূতা করিতে পারে। যাহার বন্ধু  
 বা উত্তরাধিকারী কেহই নাই, রাজা তাহার  
 আদ্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয়া করাইবেন।  
 এই তিন প্রকার ক্রিয়ার ভেদ শ্রবণ করুন।  
 দাহ হইতে বর্গানুসারে জল-শস্ত্র প্রভৃতির  
 স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া, তাহার নাম আদ্য-  
 ক্রিয়া। মাসিক একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া  
 বলা যায়। প্রেত, পিতৃভ্র প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডী-  
 করণের পর যে সকল শ্রাদ্ধ কর্তব্য, তাহার

পিতৃমাতৃসপিণ্ডেস্ত সমানসন্নিবৈস্তথা ॥ ৩৬  
 তৎসজ্জাস্তগতশ্চৈব রাজ্ঞা বা ধনহারিণা ।  
 পূর্বাঃ ক্রিয়াস্ত কর্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ ॥  
 দৌহিত্রৈর্ব নরশ্রেষ্ঠ কাধ্যাস্তন্তনয়ৈস্তথা ।  
 মৃতাহনি চ কর্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 প্রতিসংবৎসরং রাজনেকোদ্বিষ্টবিধানতঃ ॥ ৩৮  
 তস্মাদুত্তরসংজ্ঞা যঃ ক্রিয়াস্তাঃ শৃণু পার্থিব ।  
 যদা যদা চ কর্তব্যা বিধিনা যেন বানব ॥ ৩৯

• ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে প্রেতৌদ্ধ-  
 দেহিকং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

### চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

ওঁর্ক উবাচ ।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রনাসত্য-স্বর্ঘ্যান্ধিবসুমারুতান ।  
 বিবেদেবানৃষিগণান্ বয়্যাসি মনুজান্ পশুন ॥ ১  
 সরীসৃপান পিতৃগণান যচ্চাত্ত্বতসংজ্ঞকম্ ।

নাম অন্তিমক্রিয়া, পিতা, মাতা, সপিণ্ড, সমা-  
 নোদক, শিষ্য, গুরু, সহায়্যারী, বন্ধু, রাজা বা  
 অপর কোন উত্তরাধিকারী, পূর্বক্রিয়া করিতে  
 পারেন; পরন্তু পুত্রপৌত্রাদিই অন্তিম ক্রিয়া  
 করিতে পারে, অপরে ঐ ক্রিয়ার অধিকারী  
 নহে। পুত্রাদির অভাবে দৌহিত্র বা দৌহিত্র-  
 তনয় অন্তিমক্রিয়া করিবে। নৃপ! প্রতি-  
 বৎসর মৃততিথিতে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধের রীতি-  
 ক্রমে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অন্তিমক্রিয়া কর  
 উচিত। হে পার্থিব! যাহাকে অন্তিমক্রিয়া  
 কহে, তাহা যে যে সময় যে যে বিধি অনুসারে  
 করিবে, তাহা শ্রবণ করুন। ৩১—৩৯।

তৃতীয়াংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

ওঁর্ক কহিলেন,—ব্রহ্মাসহকারে শ্রাদ্ধ  
 করিলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, স্বর্ঘ্য,  
 অগ্নি, বহু, মরুৎ, বিশ্বদেব, ঋষি, পক্ষী, মনুষ্য

শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাধিতঃ কুর্কনু তপয়তামিলং হি তং ॥২।  
মাসি মাস্তসিতে পক্ষে পঞ্চদশং নরেশ্বর।  
তথাষ্টকানু কুর্কীত কাম্যানকালানু শৃণু মে ॥ ৩  
শ্রাদ্ধাইমগতং দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা বিজম্।  
শ্রাদ্ধং কুর্কীত বিজ্ঞায় ব্যতীপাতেহয়নে তথা ॥৪  
বিষুবে চৈব সপ্তাংশে গ্রহণে শশিহৃদ্যয়োঃ।  
সমন্তেষেব ভূপাল রাশিধর্কে চ গচ্ছতি ॥ ৫  
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে।  
ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্কীত নবশ্রাগমে তথা ॥ ৬ ●  
অমাবস্তা যদা মৈত্রে বিশাখাঋতিযোগিনী।  
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণস্তুপ্তিং তদাপ্রোভাষ্টবার্ষিকীম্ ॥ ৭  
অমাবস্তা যদা পুষ্যে রৌদ্রে চক্রে পুনর্কসৌ।  
দ্বাদশাংসং তদা তপ্তিং প্রয়াস্তি পিতরোহর্জিতাঃ ॥৮  
বৎসবজৈকপাদৃক্ষে পিতৃণাং তপ্তিমিচ্ছতাম্।  
বারুণে চাপ্যমাবস্তা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৯

পশু, সরীসৃপ ও পিতৃগণ এবং অগ্ন্যন্ত সমুদায় ভূতগণ তৃপ্তিলাভ করেন। হে নৃপ! প্রতিমাসে অমাবস্তা তিথিতে এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা নিত্য শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধের কাম্যকাল আমার নিকটে শ্রবণ কর। যখন শ্রাদ্ধের যোগ্য দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে, অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে, কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে, তখন কাম্যশ্রাদ্ধ করিবে। বিষুব-সংক্রান্তিতে সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণকালে, প্রত্যেক সংক্রান্তিদিবসে, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জন্ত পীড়া উপস্থিত হইলে, হৃৎস্পন্দ দর্শন করিলে ও নতন শস্য গৃহে আসিলে, কাম্যশ্রাদ্ধ বিধেয়। যে অমাবস্তা তিথি অনুরাধা, বিশাখা বা ঋত্বীনক্ষত্রযুক্ত হয়, সে অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যে অমাবস্তা তিথি পুষ্যা, অর্দ্রা বা পুনর্কসু নক্ষত্রযুক্ত হয়, সেই অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যিনি দেবগণের তৃপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষ্যুক্ত অমাবস্তা অতীব দুর্লভ, অর্থাৎ তাদৃশ অমাবস্তায়

নবম্বক্ষে ধমাবস্তা যদৈতেধবনীপতে।  
তদা তপ্তিপ্ৰদং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং শৃণু চাপরম্ ॥১০  
গীতং সনৎকুমারেণ যদৈলায় মহাশ্বনে।  
পৃচ্ছতে পিতৃততায় শ্রদ্ধাবনতায় চ ॥ ১১  
বৈশাখমাসস্ত তু যা তৃতীয়া  
নবম্যসৌ কার্ত্তিকগুরুপক্ষে।  
নভস্তমাসস্ত তমিস্রপক্ষে  
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাষে ॥ ১২  
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈ-  
রনন্তপূর্বাভিধ্বংসততঃ ॥ ১৩  
চন্দ্রক্ষয়ৌ মাধবমাসি যত্র  
দিনক্ষয়ে বৈ বিসুবদ্বয়ক।  
মহন্তরাদ্যাভিধ্বংসস্তথৈব  
ছায়াগতং ব্যতীপাতযোগঃ ॥ ১৪  
উপপ্লবে চন্দ্রমসৌ রবেশ্চ  
ত্রিষষ্টিকাশ্যায়নধরে চ।  
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং  
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রথতো মনুষ্যঃ।

শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন। হে অবনীপতে! অমাবস্তা, পূর্ব্বোক্ত নয়টী নক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাতে কৃত শ্রাদ্ধ, পিতৃলোককে অতিশয় তৃপ্ত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অগ্নি যে দিনে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাহা শ্রবণ কর। ১—১০। পিতৃতত্ত্ব শ্রদ্ধাবনত মহাশ্বা পুরুষা, সনৎ-কুমারের সমীপে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিকগুরু নবমী, ভাদ্রমাসের ত্রয়োদশী এবং মাঘমাসের অমাবস্তা, এই চারি মাসের চারিটী তিথির নাম যুগাদ্যা। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, এই চারি দিবস শ্রাদ্ধাদি করিলে, অনন্ত ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসের অমাবস্তা, দিনক্ষয়যুক্ত বিসুব-সংক্রান্তি-দ্বয়, মহন্তরের আদ্যতিথি সকল, ছায়াগত ব্যতীপাতযোগ, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, অষ্টকাত্রয়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়, এই সকল সময়ে যে ব্যক্তি প্রথত হইয়া, পিতৃগণকে সতি

শ্রাদ্ধং কৃত্ব তেন সমাঃ সহস্রং  
 রহস্তমেতং পিতরো বদন্তি ॥ ১৫  
 মাষাসিতে পিতৃদশী কদাচি-  
 হুপৈতি যোগং যদি বারুণেন ।  
 ঋক্ষেণ কালঃ স পরঃ পিতৃণাং  
 নহন্তপুণ্যেন পলভ্যতেহসৌ ॥ ১৬  
 কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্  
 ভবন্তি ভূপাল তদা পিতৃভ্যাঃ ।  
 দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তপ্তিং  
 বর্ষায়ুতং তং কুলজৈর্মহুযৈঃ ॥ ১৭  
 তত্রৈব চেস্তাদ্রপদাস্ত পূর্ব্বাঃ  
 কালে তদা যং ক্রিয়তে পিতৃভ্যাঃ ।  
 শ্রাদ্ধং পরাং তপ্তিমুপেত্য তেন  
 যুগং সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি ॥ ১৮  
 গঙ্গাং শতদ্রমথবা বিপাশাং  
 সরস্বতীং নৈমিষগোমতীং বা ।  
 অত্রাবগাহার্চনমাদরেণ  
 কৃত্বা পিতৃণাং হুরিতং নিহন্তি ॥ ১৯

জল প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ-  
 করণ জন্ম ফললাভ হয় । সকলের অবিদিত  
 এই দিবসসকলের কথা পিতৃগণই বলিয়া  
 থাকেন । যদি কদাচিৎ মাষমাসের অমাবস্যা  
 তিথি, শতভিষানক্ষত্রবৃত্তা হয়, তবে সেই  
 তিথি পিতৃগণের উৎকৃষ্ট সময় । হে নৃপ! ঐ  
 অন্ন পুণ্যে মনুষ্যাগণ এবংবিধ যোগ প্রাপ্ত হয়  
 না । রাজন্! ঐ মাষমাসের অমাবস্যা তিথিতে  
 যদি ধনিষ্ঠানক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হয়, তবে  
 সেই দিবস সংকুলোৎপন্ন মনুষ্যেরা পিতৃগণের  
 উদ্দেশে অন্ন জল প্রদান করিলে, সেই পিতৃ-  
 গণ দশসহস্র বৎসর পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ।  
 মাষমাসের অমাবস্যা যদি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র-  
 বৃত্তা হয়, তবে ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে,  
 পিতৃগণ সম্পূর্ণ একযুগ তপ্তির সহিত নিদ্রা  
 যান । গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী ও  
 নৈমিষারণ্যস্থ গোমতী, এই সকল নদীতে অব-  
 গাহন করিয়া আদরের সহিত পিতৃলোকের

গায়ন্তি চৈতং প্লিতরঃ সর্দৈব  
 বর্ষামষাতৃপ্তিমবাপ্য ভূয়ঃ ।  
 মাষাসিতান্তে শুভতীর্থতোয়ৈ-  
 র্ঘাস্ত্রামি তপ্তিং তনয়াদিদত্তৈঃ ॥ ২০  
 চিত্তঞ্চ বিস্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং  
 শস্ত্রং কালঃ কথিতো বিধিঃ ৮ ।  
 পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তিঃ  
 নৃণাং প্রযচ্ছন্ত্যভিবাঙ্কিতানি ॥ ২১  
 প্লিতৃগীতান্তথৈবাত্র শ্লোকান্তাং ৮ শৃণুয মে ।  
 শ্রদ্ধা তথৈব ভবতা ভাব্যং তত্রাদৃত্যনা ॥ ২২  
 অপি ধত্তা কুলে জায়াদম্যাকং মতিমান্ নরঃ ।  
 অকুরুন্ বিস্তশাষ্ট্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্বপিষ্যতি ॥  
 রত্নবস্ত্রমহীযান-সর্বভোগাদিকং বহু ।  
 বিভবে সতি বিপ্রৈস্তো যোহস্মানুদিশ্য দাস্ততি ॥  
 অন্নেন বা যথাশক্ত্য। কালেতস্মিন্ ভক্তিনম্রবীঃ ।  
 ভোজয়িষ্যতি বিপ্র্যাগ্ধ্যান্ তন্মাত্রবিভবে। নরঃ ॥ ২৫

অর্চনা করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ।  
 পিতৃগণ সর্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষা-  
 কালের, মষাতৃপ্তি ( অপর পক্ষীয় মষায়ুক্ত ত্রয়ো-  
 দশীতে বিহিত শ্রাদ্ধ-সম্পাদিত ) লাভ করিয়া,  
 পুনর্ব্বার মাষমাসে অমাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি-  
 প্রদত্ত মঙ্গলময় তীর্থজল দ্বারা তপ্তি লাভ  
 করিব । ১১—২০ । বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ  
 মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি, যথোক্ত ও পরম-  
 ভক্তি, শ্রাদ্ধ সময়ে এই সকলের সমাবেশ হইলে  
 মনুষ্যাগণ ব্যক্তি ফল লাভ করেন । এ স্থলে  
 কতকগুলি পিতৃগীতা শ্লোক আমার নিকটে  
 শ্রবণ করুন ; আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া আদ-  
 রের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন । যিনি  
 বিস্তশাষ্ট্য পরিহার করত আমাদিগকে পিণ্ডদান  
 করেন, এরূপ ধত্তা কোনও মতিমান্ ব্যক্তি যদি  
 আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সন্তানের  
 যদি বিভব থাকে, তবে তিনি আমাদের উদ্দেশে  
 ব্রাহ্মণ সকলকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও  
 সর্ব প্রকার ভোগদ্রব্য দান করিবেন । তদৃশ  
 ঐশ্বর্য না থাকিলে, শ্রাদ্ধকালে ভক্তিনম্রবুদ্ধি

অসমর্থোন্নদানস্ত ধাত্তমানং স্বশক্তিঃ ।  
প্রদাত্ততি দ্বিজাগ্রোভ্যঃ সন্নান্নং বাপি দক্ষিণাম্ ॥  
তত্রাপ্যসামর্থ্যযুক্তঃ করাগ্রাগ্রস্থিতাংস্তিলান ।  
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কন্মৈচিহ্নপ্ দাত্ততি ॥ ২৭  
তিলৈঃ সপ্তাষ্ট্তির্বাপি সমবেতান জলাঞ্জলীন ।  
ভক্তিনম্নঃ সমুদ্दिষ্ট ভূব্যস্মাকং প্রদাত্ততি ॥ ২৮  
যতঃ কৃতশ্চিৎ স প্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্  
অভাবে প্রীণয়ন্নান্ শ্রদ্ধায়ুক্তঃ স দাত্ততি ॥ ২৯  
সর্কাভাবে বনং গন্ত্য কঙ্কামূলপ্রদর্শকঃ ।  
স্থূর্ধ্যাদিলোকপালানামিদমুচৈঃ পঠিষ্যতি ॥ ৩০  
ন মেহস্তি বিত্তং ন ধনং ন চাগ্রং  
শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৃনতোহস্মি ।  
চপ্যস্ত ভক্ত্যা পিতরো মরৈতে  
ভূর্জো কৃতৌ বয়ং নি মারুতশ্চ ॥ ৩১

হইয়া, স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে অন্ন দ্বারা ব্রাহ্মণ-  
শ্রেষ্ঠগণকে ভোজন করাইবেন । যদি অন্নদানেও  
শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে  
স্বশক্তি অনুসারে আম ধাত্ত অথবা যৎকিঞ্চিদাত্ত  
দক্ষিণা প্রদান করিবেন । হে ভূপ ! যদি কোন  
ব্যক্তি এ প্রকার করিতেও অশক্ত হয়, তাহা  
হইলে করাগ্রে কতকগুলি তিল লইয়া কোন  
দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রণিপাত করত অর্পণ করিবে,  
অথবা ভক্তিনম্ন হইয়া আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে  
সাতটী আটটী তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ  
করিবে । অথবা যদি ইহাতেও অসমর্থ হয়,  
তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক  
(গাভীর একাহতক্ষা) তৃণ আহরণ করত শ্রদ্ধা-  
যুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির জন্ত গাভীকে  
প্রদান করিবে । যদি ইহার মধ্যে কোনও দ্রব্য  
সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে, বনমধ্যে  
প্রবেশপূর্বক কঙ্কামূল প্রদর্শন করত স্থূর্ধ্যাদি  
লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র  
পাঠ করিবে যে, আমার বিত্ত নাই, ধন নাই,  
পিত্রশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তু নাই, এইজন্ত  
আমি পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি । আমার  
ভক্তি দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করুন, আমি এই

ওঁর্ক উবাচ ।

ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্  
যঃ করোতি কৃতং তেন শ্রাদ্ধং ভবতি পার্থিব ॥৩২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে  
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ওঁর্ক উবাচ ।

ব্রাহ্মণান ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে যদুপাংস্তান্নিবেদ্য মে  
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিমহুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ১  
বেদবিৎ শ্রোত্রিয়ো যোগী তথা বৈ জ্যেষ্ঠসামগঃ ।  
ঋত্বিক্ স্বপ্রীয়দৌহিত্রজামাতৃশ্বশুরস্তথা ॥ ২  
মাতুলোহথ তপোনিষ্ঠঃ পঞ্চাধ্যভিরতস্তথা ।  
শিষ্যাঃ সম্বন্ধিনশ্চৈব মাতাপিতরতশ্চ যঃ ॥ ৩  
এতান্ নিযোজয়েৎ শ্রাদ্ধে পূর্বোক্তানপ্রথমং নৃপ  
বাহুদয় গগনে উত্থাপিত করিলাম । ওঁর্ক  
কহিলেন, হে নৃপ ! ধন থাকুক বা না থাকুক,  
উভয় অবস্থাতে যে প্রকারে শ্রাদ্ধাদি করিতে  
হয়, পিতৃগণ তাহা বলিয়াছেন ; সেই বিধি অনু-  
সারে যিনি কাণ্ড করেন, তাঁহার যথাবিহিত  
শ্রাদ্ধই করা হয় । ২১—৩২ ।

তৃতীয়াংশে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ওঁর্ক কহিলেন,—শ্রাদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী  
ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা শ্রবণ  
কর । ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিমহুপর্ণ, ষড়ঙ্গ-  
বেদাধ্যায়ী, বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠ-  
সামগ\* ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে ;  
ঋত্বিক্, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর,  
মাতুল, তপস্তাপরায়ণ, পঞ্চাঙ্গি-নিরত, শিষ্য,  
সম্বন্ধী, মাতাপিতার সেবাপরায়ণ এই সমুদয়  
ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্ত শ্রাদ্ধে নিযুক্ত  
করিবে । শ্রাদ্ধকালে, পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ না



ব্রাহ্মণান্ পিতৃপুষ্ঠার্থমুক্সেবনস্তরান্ ॥ ৪  
 মিত্রং কু কুনখী ক্রীষঃ শ্রাবদন্তস্তথা বিজঃ ।  
 কতাদবয়িতা বহ্নিবেদোজ্ঞঃ সোমবিক্রয়ী ॥ ৫  
 অভিশন্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ ।  
 ভূতকাধ্যাপকস্তবঃ ভূতকাধ্যাপিতঃ ৭ ॥ ৬  
 পরপূর্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথোজ্ঞকঃ ।  
 কৃষলীহুতিপাষ্টা চ কৃষলীপতিরেব চ ।  
 তথা দেবলকশ্চৈব শ্রাদ্ধে নাইত্তি কেতনম্ ॥ ৭  
 প্রথমেহহি বৃধঃ শস্তান্ শ্রোত্রিয়াদীন নিমন্তয়েৎ  
 কথং কথং তদৈবৈষাং নিয়োগান্ পৈত্র্যদৈবিকান্ ॥ ৮  
 ততঃ ক্রোধব্যবায়াদীনায়সক্ দ্বিজৈঃ সহ ।  
 যজমানো ন কুবীত দেবসন্তত্র মহানয়ম্ ॥ ৯  
 শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্তা তু ভোজয়িত্বা নিযুক্তা চ ।  
 ব্যাবায়ী রেতসো গৰ্ভে মজ্জয়ত্যান্ননঃ পিতৃন ॥ ১০  
 তস্যাং প্রথমমত্রোক্তং দ্বিজাগ্র্যগাং নিমন্তণম্ ।  
 অনিমন্ত্য দ্বিজান্ গেহমাগতান্ ভোজয়েদ্যতীন ॥

থাকিলে, যথাক্রমে তদনুকুল শেবোক্ত ব্রাহ্মণকে  
 ভোজন করাইবে। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্রীষ,  
 শ্রাবদন্ত, কতাদবক, অগ্নি ও বেদভাগী, সোম-  
 বিক্রয়ী, মহাপাতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ,  
 চোর, পিশুন, গ্রামযাজক, বেতন গ্রহণপূর্বক  
 অধ্যাপন বা অধ্যয়নকর্তা পরপূর্বাপতি, মাতা-  
 পিতার পরিত্যাগকারী, শূদ্রসন্তান-প্রতিপালক,  
 শূদ্রাঙ্গীর ভর্তা ও দেবল এই সকল ব্রাহ্মণ  
 শ্রাদ্ধে স্থান পাইতে পারেন না। বিজ্ঞব্যক্তি  
 শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতি  
 নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে, ‘আপনি দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ  
 ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ’ ইহা নিমন্ত্রিত  
 ব্যক্তিকে বলিয়া দিবেন। শ্রাদ্ধের দিবস  
 ‘শাক্ককর্তা’, ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহাদি, ক্রোধ,  
 স্ত্রীসহবাস এবং পরিশ্রম করিবে না, কারণ  
 তাহা মহাদোষ। পূর্বদিন শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ  
 করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া, পরদিন শ্রাদ্ধে ভোজন  
 করাইয়া বা ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে,  
 মৈথুনকর্তা নিজ পিতৃপক্ষকে রেতঃক্লেশে নিমগ্ন  
 করিয়া থাকে। ১—১০। এই কারণে শ্রাদ্ধের  
 পূর্বদিন প্রধান ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে।

পবিত্রপার্শ্বাচাৰ্য্য নামনেচুপবেশয়েৎ ॥ ১২  
 পিতৃণামযুক্তো যুথান্ দেবানামিচ্ছয়া দ্বিজান্ ।  
 দেবানামেকমেকং বা পিতৃণাঞ্চ নিযোজয়েৎ ॥ ১৩  
 তথা মাতামহশ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবসমৰিতম্ ।  
 কুবীত ভক্তিসম্পন্নস্তত্ত্বং বা বৈশ্বদৈবিকম্ ॥ ১৪  
 প্রাশ্বুথান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দেবানামুভয়াস্বকান্ ।  
 পিতৃপৈতামহানাঞ্চ ভোজয়েচ্চাপ্যদ্ব্যুথান্ ॥ ১৫  
 পৃথক্ তয়োঃ কেচিদাহঃ শ্রাদ্ধস্ত করণং নৃপ ।  
 একত্রৈকেন পাকেন বদন্ত্যন্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬  
 বিষ্টারথং কুশান দক্ষা সম্পূজ্যার্য্যবিধানতঃ ।  
 কুর্ঘাদাবাহনং শ্রাদ্ধো দেবানাং তদনুজ্ঞয়া ॥ ১৭  
 যবান্নান তু দেবানাং কুর্ঘাদর্ঘ্যং বিধানবিৎ ।

অনিমন্তিত ব্যক্তিগণ গৃহে উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধে  
 তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণগণ  
 গৃহে আগমন করিলে শৌচাদি দ্বারা তাঁহা-  
 দিগকে পূজা করিবে। পরে সেই ব্রাহ্মণ-  
 গণ আচমন করিলে, পবিত্রপার্শ্ব হইয়া  
 তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট আসনসমূহে উপবেশন  
 করাইবে। সামর্থ্যানুসারে পিতৃপক্ষে অযুখ ও  
 দেবপক্ষে যুখ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে; নিতান্ত  
 অসমর্থক্সে পিতৃপক্ষে একটা ও দেবপক্ষে  
 একটা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে। এইরূপ ভক্তি-  
 সহকারে বিশ্বদেব ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ শ্রাদ্ধ  
 করিবে। কিংবা পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে  
 একটা বিশ্বদেব নিয়োগ করিবে। দেবপক্ষের  
 ব্রাহ্মণগণকে পূর্বমুখে বসাইয়া ভোজন করা-  
 ইবে। পিতৃপক্ষের মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ-  
 দিগকে উত্তরমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। হে  
 নৃপ! কোন কোন মহর্ষিগণ বলেন যে, পিতামহ  
 বর্গের ও মাতামহবর্গের পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে  
 হইবে। কাহারও বা মতে একত্র এক পাকেই  
 উভয়বর্গের শ্রাদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ  
 ব্রাহ্মণগণকে আসনের জন্ত কুশসমূহ প্রদান  
 করিয়া, অর্ঘ্যবিধানানুসারে অর্চনা করত  
 তাঁহাদের অনুমতি লইয়া দেবগণের আবাহন  
 করিবে। পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি যবসহিত উদক  
 দ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্য প্রদান করিবে

অগ্নিগন্ধপদীপাংশচ দত্ত্বা ত্তেভ্যো যথাবিধি ॥১৮  
 পিতৃণামপসব্যং তং সৰ্বমেবোপকল্পয়েৎ ।  
 অনুজ্ঞাক্ত ততঃ প্রাপ্য দত্ত্বা দৰ্ভান্ দ্বিধাকৃতান্ ॥১৯  
 মন্ত্রপূৰ্বে পিতৃণাম্ কুৰ্যাদাবাহনং যুধঃ ।  
 তিলাশুনো চাপসব্যং দদ্যাৎ অর্ঘ্যাদিকং নৃপ ॥ ২০  
 কালে তত্রাতিথিং প্রাপ্তমন্নকামং নৃপাধ্বগম্ ।  
 ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কামং তমপি পূজয়েৎ ॥ ২১  
 যোগিনো বিবিধৈ রূপৈর্নরাণামুপকারিণঃ ।  
 ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ২২  
 তন্মানভ্যর্চয়েৎ প্রাপ্তং কালে তত্রাতিথিং যুধঃ ।  
 শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হস্তি নরেন্দ্রাপূজিতেহতিথিঃ ॥২৩  
 জুহুয়াধ্যাক্ষনকারবর্জকমন্নং ততোহনলে ।  
 অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্তত্রিঃকৃতঃ পুরুষর্বভ ॥ ২৪  
 অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেত্যাদৌ নৃপাতুতিঃ ।  
 সোমায় বৈ পিতৃমতে দাতব্য্য তদনন্তরম্ ।  
 বৈবস্বতায় চৈবাহা তৃতীয়া দীযতে ততঃ ॥ ২৫

হতাবশিষ্টমন্নাং পিতৃপাত্রেণ নির্বপেৎ ।  
 ততোহত্র মিষ্টমত্যাখমভীষ্টমতিসংস্কৃতম্ ॥ ২৬  
 দত্ত্বা জুধ্বমিচ্ছাতো বাচ্যমেতদনিষ্টরম্  
 ভোক্তব্যং তৈশ্চ তচ্চিষ্টৈর্মো নিভিঃসুমুখৈঃসুধম্  
 অক্লেশ্যতা চাতুরতা দেয়ং তেনাপি ভজিতঃ ।  
 রক্ষোহন্নমন্ত্রপঠনং ভূমেরাস্তরুণং তিষ্টে ॥ ২৮  
 রুত্বা ধোয়াঃ স্বপিতরন্তুএব দ্বিজসন্তমাঃ ।  
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।  
 মম তপ্তিং প্রয়াস্ত্য দ্বিপ্রদেহেয় সংস্থিতাঃ ॥২৯  
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।  
 মম তপ্তিং প্রয়াস্ত্য হোমোপায়িতমূর্তয়ঃ ॥ ৩০  
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।  
 তপ্তিং প্রয়াস্ত্য পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে ॥৩১  
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।  
 তপ্তিং প্রয়াস্ত্য মে ভক্ত্যা যন্নয়েতদিহাকৃতম্ ॥ ৩২

ও মালা, গন্ধ, হুপ, দীপ দান করিবে। অনন্তর  
 বামভাগে পিতৃগণকেও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে।  
 তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত দুই-  
 ভাগে দৰ্ভ প্রদান করিবে। পরে পণ্ডিত ব্যক্তি  
 পিতৃগণের আবাহন করিবে। রাজন! পরে  
 বামভাগে সতিলোদক দ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান  
 করিবে। ১১—২০। এই সময় অন্নলাভের  
 ইচ্ছায় কোন পথিক অতিথি উপস্থিত হইলে,  
 ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁহার যথেষ্ট  
 পূজা করিবে। অবিজ্ঞাতস্বরূপ যোগিগণ লোকের  
 উপকার করিবার জন্ত নানারূপ ধারণ করিয়া,  
 এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। হে নরেন্দ্র!  
 এই কারণে জ্ঞানী, শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত  
 অতিথির পূজা করিয়া থাকেন, অতিথি  
 অপূজিত হইলে, শ্রাদ্ধফলকে বিনষ্ট করেন।  
 হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া,  
 লবণরহিত শাক প্রভৃতি ব্যঞ্জন ও অন্ন দ্বারা  
 তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।  
 রাজন! তন্মধ্যে ‘অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা’  
 এই মন্ত্র বলিয়া প্রথম আহুতি, ‘সোমায়  
 পিতৃমতে স্বাহা’ এই মন্ত্র বলিয়া, দ্বিতীয় আহুতি,

‘বৈবস্বতায় স্বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করত তৃতীয়  
 আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে হতাবশিষ্ট  
 অন্ন লইয়া, অন্ন অন্ন পিতৃপাত্রে সমুদায়ে নির্বপণ  
 করিবে। অনন্তর অত্যন্ত অভীষ্ট অতিসংস্কৃত  
 মিষ্ট অন্ন, নিমন্ত্রিত দ্বিজগণকে দান করিয়া  
 কোমল ভাবে বলিবে যে, আপনারা যথেষ্টরূপে  
 ভোজন করুন। ব্রাহ্মগণও তদগতচিত্ত হইয়া  
 মৌনাবলম্বনে প্রসন্নমুখে ভোজন করিবেন।  
 শ্রাদ্ধকর্ত্তা ক্রোধ ও ভরাহীন হইয়া, তত্ত্বিসহ-  
 কারে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অনন্তর রক্ষোহন্ন  
 ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ও ভূমিতে তিল ছড়া-  
 ইয়া, সেই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে আপনার  
 পিতৃলোকস্বরূপ চিন্তা করিবে। আমার পিতা,  
 পিতামহ ও প্রপিতামহ, ব্রাহ্মণগণের অধিষ্ঠান  
 করত তপ্তি লাভ করুন। আমার পিতা, পিতা-  
 মহ ও প্রপিতামহ, অগ্নিতে হোম দ্বারা আপ্যা-  
 য়িতমূর্ত্তি হইয়া, পরিতপ্তি লাভ করুন। ২১-৩০।  
 আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ভূতলে  
 মন্দন্ত পিণ্ড দ্বারা তপ্তিলাভ করুন। এই শ্রাদ্ধে  
 আমি স্বাহা করিতে অসমর্থ হইলাম, তাহাও  
 পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, আমার ভক্তি

মাতামহস্তৃপ্তিমূপৈতু তস্ত

পিতা তথা তস্ত পিতা তথাশ্চ ।

বিশ্বে চ দেবাঃ পরমাং প্রয়াস্ত

তৃপ্তিং প্রণশস্ত চ যাতুধানাঃ ॥ ৩৩

যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-

ভোক্তব্যয়াস্মা হরিরীশ্বরোহত্র ।

তংসন্নিধানাদপ্যাস্ত সত্যো

রক্ষাংশ্চশেষাণ্যস্মরাং চ সৰ্বে ॥ ৩৪

তপ্তেব তেব বিকিরেদগ্নং বিশেষু ভূতলে ।

দদ্যাক্ষাচমনার্থ্য তেভ্যো বারি সক্রং সক্রং ॥ ৩৫

সুতৃপ্তেষ্টেবরুজ্জাতঃ সৰ্বেণাগ্নেন ভূতলে ।

সতিলেন ততঃ পিণ্ডান্ সমাগ্ণং দদ্যাৎ সমাহিতাঃ ৩৬

পিতৃতীর্থেন সতিলান্ দদ্যাদথ জলাঞ্জলীন ।

মাতামহেভ্যস্তেনৈব পিণ্ডাংস্তীর্থেন নির্বপেৎ ॥ ৩৭

দক্ষিণাপ্রবণকৈব প্রযজ্ঞেনোপপাদয়েৎ ।

অবকাশেষু চোক্ষেষু জলতীরেষু চৈব চি ॥ ৩৮

দক্ষিণাগ্রেব দর্ভেষু পুষ্পধূপাদি পূজিতম্ ।

দ্বারা সম্পন্ন জ্ঞানে পরিতপ্ত হউন। আমার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং বিশ্বদেবগণ পরিতপ্ত হউন, রাক্ষস সকল প্রনষ্ট হউক। সমস্ত হব্যকব্যভোক্তা অবয়াস্মা যজ্ঞেশ্বর হরি এখানে রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধান-হেতু এইক্ষণেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অসুর পলায়ন করুক। এই মন্ত্র কয়টি ভক্তি-ভাবে পাঠ করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণগণ পরিতপ্ত হইলে, কঁতক অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের জন্ত ব্রাহ্মণগণকে, এক এক গ্ৰন্থ জল প্রদান করিবে। অনন্তর পরিতপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, সমাহিত-মানসে তিল ও ব্যঞ্জনাদি সহিত উত্তম অন্ন দ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দিবে। অনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলসহিত সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহদিগকেও পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ড প্রদান করা উচিত। এই সকল কার্যে যত্নপূর্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহার মধ্যে জলতীরে বা অগ্নি কোন উত্তম পরিপ্লত স্থানে কিংবা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশ সকল

স্বপিত্রে প্রথমং পিণ্ডং দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥ ৩৯

পিতামহার চৈবাত্মং তংপিত্রে চ তথাপরম্ ।

দর্ভমূলে লেপভূজঃ প্রীণয়েন্নেপযবর্ণৈঃ ॥ ৪০

পিণ্ডেৰ্মাতামহাংস্তদ্বদগন্ধমালাদিসংযুতৈঃ ।

পূজয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যাণাং দদ্যাক্ষাচমনং ততঃ ॥ ৪১

পিত্রেভ্যঃ প্রথমং ভক্ত্য তন্নন্যো নরেশ্বর ।

সুস্বধেভ্যাশিষা যুক্তাং দদ্যাক্ষত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥ ৪২

দক্ষ্য চ দক্ষিণাং তেভ্যো বাচয়েদ্বৈশ্বদেবিকান্ ।

প্রীয়ভামিতি যে বিশ্বদেবান্তেন ইতীরয়েৎ ॥ ৪৩

তথৈতি চোক্তে তৈবিত্রৈঃ প্রাণীণীয়াস্তথাশিষঃ ।

পশ্চাদ্বিসর্জয়েদেবান্ পূর্বং পৈত্র্যান্ মহামতে ॥

মাতামহানামপ্যেবং সহ দেবৈঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ ।

ভোজনে চ স্বশক্ত্যা চ দানে তদ্বিসর্জনে ॥ ৪৫

আপাদশৌচনাং পূর্বং কুর্ধ্যাদেবদ্বিজমহু ।

বিস্তার করিয়া, প্রথমে পিতাকে পুষ্প, পুপ,

দীপাদি দ্বারা অর্চিত পিণ্ড প্রদান করিবে।

তৎপরে পিতামহকে একটা ও প্রপিতামহকে

একটা পিণ্ড দিবে। অনন্তর হস্তলিপ অন্ন

যর্ষণপূর্বক লেপভোজী পিতৃগণকে পরিতপ্ত

করিবে। ৩১—৪০। অনন্তর গন্ধমালা

প্রভৃতিসংযুক্ত পিণ্ড সকল দ্বারা মাতামহগণের

পূজা করিয়া দ্বিজসমূহকে আচমনীয় জল প্রদান

করিবে। হে নরেশ্বর! অনন্তর তন্নন্য হইয়

ভক্তিপূর্বক “সুস্বধা” এই আশীর্বাদ গ্রহণ

করিয়া, পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্যানুসারে

দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর দক্ষিণা প্রদান

করিয়া, বৈশ্বদেবিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে

যে, এই দক্ষিণাপ্রদান দ্বারা বিশ্বদেবগণ প্রীত

হউন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিকট ইহার উত্তর

গ্রহণ করিবে। হে মহামতে! ব্রাহ্মণের

“উথাস্ত” এই কথা বলিলে, তাঁহাদের নিকট

হইতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে। প্রথমতঃ

পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণদিগকে, পশ্চাৎ দেবগণের

ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জন করিবে। দেবগণের

সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালেও এই-

রূপ বিধান অবলম্বনীয়। ভোজন, যথার্থকি

দান ও বিসর্জন পিতৃশ্রাদ্ধের ক্রমেই করিবে

বিসর্জনস্ত প্রথমং পৈত্রমাত্রমহেধু বৈ ॥ ৪৬  
বিসর্জয়েৎ প্রীতিবচঃ সন্মান্যতর্জিতংস্ততঃ ।  
নিবর্তেতাভ্যুজ্জাতা আদ্যারাত্তাদনরজৈঃ ॥ ৪৭  
ততস্ত বৈশ্বদেবাধ্যং কুর্ধ্যানিতাক্রিয়াং বৃধঃ ।  
ভৃগ্বীয়াচ্চ সমং পূজ্য-ভূতাবদ্ধুভিরাশ্বনঃ ॥ ৪৮  
এবং শ্রাদ্ধং বৃধঃ কুর্ধ্যাৎ পৈত্র্যং মাতামহস্তথা ।  
শ্রাদ্ধেরাপ্যায়িতা দদ্যুঃ সর্বকামান পিতামহাঃ ॥ ৪৯  
তৌণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রং কৃতপস্তিলাঃ ।  
বজতস্ত তথা দানং কথাসন্দর্শনাদিকম্ ॥ ৫০  
বর্জ্যানি কুর্স্বতঃ শ্রাদ্ধং কোপোহধ্বগমনং তুরা ।  
ভোক্তুরপাত্র রাজেন্দ্র ত্রয়মেতন্ শত্ৰুতে ॥ ৫১  
বিশ্বদেবাঃ সপিতরস্তথা মাতামহা নৃপ ।  
কলগপ্যায়তে পুংসাং সর্বং শ্রাদ্ধং প্রকুর্স্বতাম্ ॥

উভয় পক্ষের শ্রাদ্ধস্থলেই অগ্রে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণের পাদশৌচ প্রভৃতি কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। পরন্তু পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জন অগ্রে করিতে হইবে। অনন্তর প্রীতি-বাক্য ও সন্মানপূর্বক পূজিত ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জন করিবে। বিসর্জনকালে দ্বারপর্য্যন্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বদেব নামক নিতাক্রিয়র অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর সংঘর্ষচিন্তে মাগ্ন ব্যক্তি, বন্ধু ও ভূতা প্রভৃতির সহিত একত্র ভোজন করিবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি, এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহশ্রাদ্ধ করিবেন। পিতামহগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তপ্তিলাভ করিলে, সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করেন। শ্রাদ্ধস্থলে দৌহিত্র (খড়্গাপাত্র) কুতূপ, ছাগলোম রচিত কম্বল, তিল, বজত গ্রহণ, বজত দর্শন ও বজত-কথা শ্রবণ, এই সমুদায় পবিত্রতা-জনক। ৪১—৫০। হে রাজেন্দ্র! যিনি শাদ্ধকর্ত্তা, তাঁহার ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে হারা পরিত্যাগ করা উচিত। যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাঁহার পক্ষেও ঐ তিনটি কথা কর্তব্য নহে। মহারাজ! সমুদায় শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রতি বিশ্বদেব, পিতৃমাতামহগণ ও তত্ত্ব-

সোমাদ্যারঃ পিতৃগণো যোগাদ্যারশ্চ চন্দ্রমাঃ ।  
শ্রেষ্ঠযোগিনিয়োগস্ত তস্মাদ্ ভূপাল শত্ৰুতে ॥ ৫৩  
সহস্রস্তাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুত্রতঃ স্থিতঃ ।  
সর্বান ভোক্তৃংস্তারয়তি যজমানঃ তথা নৃপ ॥ ৫৪  
ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে শ্রাদ্ধকল্পে  
নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

### ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

#### ঔর্ধ্ব উবাচ ।

হবিষ্যমাংসমাংসৈস্ত শশস্ত শকুনস্ত চ ।  
শৌকরজ্জাগলৈরৈবৈ রৌরবৈর্গর্ভায়ন চ ॥ ১  
ঔরভগবৈশ্চ তথা মাসরজ্জা পিতামহাঃ ।  
প্রয়াস্তি তপ্তিং মাংসৈস্ত নিত্যং বাত্ৰাণসামিষৈঃ ॥ ২  
খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু ।  
শস্তানি কৰ্ম্মণ্যত্যন্ত-তপ্তিদানি নরেশ্বর ॥ ৩  
গয়ামপেতা যঃ শ্রাদ্ধং কৰোতি পৃথিবীপতে ।  
সফলং তস্ত তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতৃপ্তিদম্ ॥ ৪

নীর সকলেই পরিতপ্ত হইয়া থাকেন। হে ভূপতে! চন্দ্র পিতৃগণের আধার এবং চন্দ্র যোগাদ্যার, অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে নিয়োগ করা উচিত। হে রাজন! সহস্র শ্রাদ্ধ-ভোজী ব্রাহ্মণের অগ্রে যদি একজন মাত্র যোগী অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তা এবং যজমানকে উদ্ধার করেন ৫১—৫৩ তৃতীয়াংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

### ষোড়শ অধ্যায় ।

ঔর্ধ্ব কহিলেন,—শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণ-দিগকে হবিষ্য ওরাইলে, পিতৃগণ একমাস পর্য্যন্ত পরিতপ্ত থাকেন, অস্ত্র প্রদানে দুই মাস, শশক-মাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারিমাস, শূকরমাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগ-মাংস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস দিলে সাত মাস, কক্কমাংস প্রদান করিলে আট মাস গবয়মাংস প্রদানে নয় মাস, মেঘমাংস প্রদানে

প্রসান্তিকাঃ সনীবারাঃ শ্রামাকা দ্বিবিধাস্তথা ।  
 বনৌষধীপ্রধানাস্ত শ্রাদ্ধার্হাঃ পুরুষবর্ষত ॥ ৫  
 যবাঃ প্রিয়ঙ্গবো মুলা গোহূমা ব্রীহয়ন্তিলাঃ ।  
 নিম্বাঃ কোবিদারাশ্চ সর্বশাশ্চৈব শোভনাঃ ॥ ৬  
 অকৃতগ্রয়ণং যচ্চ ধাতুজাতং নরেশ্বর ।  
 রাজমাসানগুণৈশ্চৈব ময়ুরাশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৭  
 অলাবুং গৃঞ্জনকৈব পলাতুং পিণ্ডমূলকম্ ।  
 গান্ধারকং করন্তাণি লবণাত্তোষরাণি চ ॥ ৮  
 আরক্তাশ্চৈব নিধ্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ ।  
 বর্জ্যন্তেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্ততে ॥ ৯  
 নক্তাহুতং ন চোংসৃষ্টং তপ্যতে ন চ যত্র গোঃ ।  
 দুর্গন্ধি ফেনিলকাসু শ্রাদ্ধযোগ্যং ন পার্ধিব ॥ ১০  
 ক্ষীরমেকশকানাং যদৌষ্ট্রমাবিকমেব চ ।

দশ মাস, গোমাংস প্রধান করিলে এগার মাস  
 পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিভোগ থাকেন। পরন্তু যদি  
 বাদ্ধীণস মাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে  
 পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন। হে রাজন্!  
 গওারের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু এই সমুদায়  
 দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তি-  
 দায়ক। পৃথিবীপতে! যে ব্যক্তি গয়াতে  
 গমনপূর্ব্বক, শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়।  
 তাহার পিতৃগণ পরিভোগ থাকেন। হে পুরুষ-  
 শ্রেষ্ঠ! দেবধাতু, নীবারধাতু, খেত ও কৃষ্ণবর্ণ  
 এই দুই প্রকার শ্রামাক ধাতু ও পশ্চাত্ত  
 প্রধান বন্তৌষধি, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের  
 উপযুক্ত। যব, প্রিয়ঙ্গু, মুলা, গোহূম, ব্রীহি,  
 তিল, শিনী, কোবিদার ও সর্বশ, এই সমুদায়  
 ওষধি শ্রাদ্ধে প্রশংসনীয়। হে নরেশ্বর!  
 অকৃতগ্রয়ণ ধাতু, রাজমাষ, হুম্ব শারী ধাতু ও  
 মসুরাদিল, অলাবু, গৃঞ্জন, পলাতু, পিণ্ডাকৃতি  
 মূলক, গান্ধার, করন্ত, উষর-ভূমিতে উৎপন্ন  
 লবণ, স্বভাবতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ বৃক্ষনিধাস, প্রত্যক্ষ  
 লবণ ও অপ্রশস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ  
 করা কর্তব্য। রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত  
 নীপিকার জল, গোসমূহের অতৃপ্তিকারক জল,  
 দুর্গন্ধ জল ও ফেনিল জল, শ্রাদ্ধযোগ্য নহে।  
 ১—১০। একশক জন্তুর হৃৎ, উষ্ট্রহৃৎ, মৃগহৃৎ,

মার্গক মাহিবকৈব বর্জয়েৎ শ্রাদ্ধকর্ষণি ॥ ১১  
 ষণ্ডাপবিক্কাণ্ডালপাষাণ্ডামস্তুরোগিভিঃ ।  
 কৃকবাকু-খ-নৈশ্চৈব বানরগ্রামশুকরৈঃ ॥ ১২  
 উদকা স্তত্কার্শৌচিমৃতহারৈশ্চ বীজিতৈঃ ।  
 শ্রাদ্ধে হুয়া ন পিতরো ভূজ্যতে পুরুষবর্ষত ॥ ১৩  
 তন্মাং পরিভ্রিতে কুখ্যাচ্ছাদ্ধং শ্রদ্ধাসমম্বিতৈঃ ।  
 উর্ব্ব্যাং চ তিলবিক্ষেপাদ্বাতুধানান্ নিবারয়েৎ ॥ ১৪  
 ন পুতি নৈবোপপন্নং কেশকৌটাদিভিন্দুপ ।  
 ন চৈবাভিষেদ্বৈশ্চ শ্রমন্নং পর্যুষিতং তথা ॥ ১৫  
 শ্রদ্ধাসমম্বিতৈর্দন্তং পিতৃভো। নামগোত্রতঃ ।  
 যদাহারস্ত তে জাতান্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥ ১৬  
 ভ্রয়ন্তে চাপি পিতৃভির্গীতা গাথা মহীপতে ।  
 ঈকাকোশ্মনুপুত্রস্ত কলাপ্যোপবনে পুরা ॥ ১৭  
 অপি নন্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সম্মার্গগামিনঃ ।

গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দান্তান্ত্যশ্বাকমাদরাং ॥ ১৮  
 অপি নঃ স্বকুলে জায়াদ্ যো নো দদ্যাত্ত্রয়োদশীম্

মহিবহুর্ক, শ্রাদ্ধকর্মে পরিত্যাগ কারবে। ষণ্ড  
 অপবিক্কা, চাণ্ডাল, পাষাণ্ড, উম্বাস্ত, চির-  
 রোগী, কুকুর, নগ, বানর, গ্রামশুকর, বজ্র-  
 স্বলা নারী, জননাশৌচ ও মরণশৌচবিশিষ্ট  
 এবং মৃতহারক, শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে, দেবগণ  
 ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না; অত  
 এব সাবধানে সদাচার-পরায়ণ, লোকগণ্ধে  
 সমুখে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করিবে। ভূমিতে  
 তিল নিক্ষেপ করিয়া, নিশাচরগণকে দূর করিবে  
 দুর্গন্ধ, কেশযুক্ত, কৌটযুক্ত, কাঙ্ক্ষিক-মিশ্রিত  
 পর্যুষিত অন্ন, শ্রাদ্ধে দেওয়া কর্তব্য নহে  
 শ্রদ্ধাসহকারে নামগোত্র উল্লেখ করিয়া, পিতৃ  
 গণকে অন্ন দান করিলে, পিতৃগণ যদাহারযোগ্য  
 হইয়া, অবস্থিতি করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা তদাহ  
 প্রাপ্ত হন। কলাপ নামক উপবনে পিতৃ  
 মনুপুত্র ঈকাকুকে এই গীতা বলিয়াছিলেন।  
 আমাদের বংশে সম্মার্গগামী এমন কোন সন্ত  
 জন্মে যে, সে পুত্র গয়ায় গিয়া সমাদরের সহি  
 আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। আমরা  
 কুলে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে যে

পায়সং মধুসর্পিভ্যাং বর্ধনু চ মধানু চ ॥ ১৯  
গৌরীং বা প্যাবহংকৃত্যং নীলং বা কুব্জমুং স্তজেং  
যজেত বাস্বমেধেন বিধিবদক্ষিণবত ॥ ২০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়ঃ ২৭শ আচার-  
কীর্তনং নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ইত্যাহ ভগবানৌষধঃ সগরায় মহাস্থনে ।  
সদাচারান্ পুরা সম্যক্ মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে ॥ ১  
মহাপাতদশেষেণ কথিতং ভবতে দ্বিজ ।  
সমুদ্রজ্য সদাচারং কশ্মিনোপোতি শোভনম্ ॥ ২  
মৈত্রেয় উবাচ ।  
বণ্ডাপবিক্রপ্রমুখা বিদিতা ভগবন মম ।  
উদকাদাঃ ৩ যে সর্বের নগ্নমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩

আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মধাসংযুক্ত  
ত্রয়োদশী তিথিতে, ঘৃত-মধু-সংযুক্ত পায়স  
প্রদান করে। আমাদের বংশে এমন কোন  
পুত্র জন্মে যে, সে গৌরী কন্যা বিবাহ বা কুব্জ  
উৎসর্গ করে, অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দান করত  
অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। ১১—২০ ।

• তৃতীয়ঃ ২৭শ ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! পূর্ক-  
কালে, সদাচারসমূহের বিষয়, মহাস্থা সগর  
জানিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ ঔষধ এই সকল  
কথা বলিয়াছিলেন। আমি তোমার কাছে  
অশেষ প্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম।  
হে দ্বিজ! সদাচার লক্ষন করিয়া কেহই  
মদল লাভ করিতে পারে না। মৈত্রেয়  
কহিলেন,—হে ভগবন! ক্রীব, অপবিক্র ও  
উদক্য কাহাকে বলে, তাহা আমার বিদিত  
আছে; কিন্তু নগ্ন কাহাকে বলে, তাহা

কো নগ্নঃ কিংসমাচারো নগ্নসংজ্ঞাং নরো লভেৎ  
নগ্নস্বরূপমিচ্ছামি যথাবদাক্ষিতং ত্বয়া ॥ ৪

পরশর উবাচ

ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণব্রতীর্দ্বিজ ।  
এতামুজ্জ্বতি যো মোহাং স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ  
ত্রয়ী সমস্তবর্ণানাং দ্বিজ সংবরণং যতঃ ।  
নখো ভবতুজ্জ্বতিতায়ামতস্তস্তামসংশয়ম্ ॥ ৬  
ইদং শ্রয়তামহান্তাশ্রায় স্তমহাস্থনে ।  
কথ্যামাস ধর্মজ্ঞো বসিষ্ঠো মংপিতামহঃ ॥ ৭  
ময়াপি তন্ন গদতঃ ক্রতমেতন্নহাস্থনং ।  
নগ্নসংজ্ঞি মৈত্রেয় যং পৃষ্টোহহমিহ ত্বয়া ॥ ৮  
দেবানুরমভূদ্ যুদ্ধং দিব্যমকং পুরা দ্বিজ ।  
তস্মিন্ পরাজিতা দেবা দৈতৈঃ হ্রাদপুরোগমেঃ ॥ ৯  
কীরোদন্তোত্তরং কুলং গত্যাপ্যন্তু বৈ তপঃ ।  
বিকোরাধানার্থায় জগুঃ ১০মং স্তবং তথা ॥ ১০

আমি জানি না, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি।  
নগ্ন কে? মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে,  
নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে? নগ্নের স্বরূপ বা কি?  
এ সমুদায় আপনি যথাবিধি বলুন, আমি  
শুনিতে ইচ্ছা করি। পরশর কহিলেন,—দ্বিজ!  
বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ ঋগ্‌ যজুঃসাম-সংজ্ঞক  
ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ পরিত্যাগ  
করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন। হে ব্রহ্মন!  
ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ; অতএব এই ত্রয়ী-  
রূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে, নগ্ন হয়, ইহাতে  
সংশয় নাই। আমার ধর্মজ্ঞ পিতামহ বসিষ্ঠ,  
মহাস্থা ভীষ্মকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন,  
তাহা শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! তুমি যে  
আমার নিকট নগ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ,  
ইহা মহাস্থা মংপিতামহ যখন ভীষ্মের নিকট  
বলেন, তখন শুনিয়াছি। হে দ্বিজ! পূর্ক-  
কালে কোন সময় দিব্য এক বৎসর ব্যাপিয়া  
দেবগণ ও অশুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়, সেই  
যুদ্ধে হ্রাদ-প্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয়  
করেন। অনন্তর দেবগণ কীর-সমুদ্রের উত্তর-  
কূলে গুনপূর্কক বিষ্ণুর আরাধনার জন্ত তপস্তা  
আরম্ভ করিলেন ও এই স্তব করিতে লাগি-

দেবা উচুঃ ।

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্ত যাং গিরম্ ।  
বক্ষ্যামো ভগবান্যদ্যন্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ১১  
যতো ভূতাত্তশেষাণি প্রস্থতানি মহাশ্বনঃ ।  
যস্মিৎ ৭৮ লয়মেব্যস্তি কন্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ ॥ ১২  
তথাপ্যারতিবিধং স-ধ্বস্তবীৰ্য্যা ভব্যার্থিনঃ ।  
জাং স্তোষ্যামত্বোক্তীনাং যথার্থ্যং নৈব গোচরে ॥  
হুমুখী সলিলং বহ্নির্কায়ুরাকাশমেব চ ।  
সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং তং পরঃ পুমান্ ॥ ১৪  
একং তবৈতচ্ছূতাস্তন্ মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বপুঃ ।  
আব্রহ্মস্তুপ্পপাশ্বতং স্থানকালবিভেদবৎ ॥ ১৫  
তত্রেশ তব তং পূৰ্ব্বং স্ফাভিকমলোত্তমম্ ।  
রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মা য়নে নমঃ ॥ ১৬  
শক্রাকরুদ্রবশ্বিনী-মরুৎসোমাদিভেদবৎ ।  
বয়মেব স্বরূপং যং তস্মৈ দেবায়নে নমঃ ॥ ১৭

লেন । ১—১০ । দেবগণ কহিলেন, আমরা  
লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল  
বাক্য বলিব, তদ্বারা সেই আদিভূত ভগবান  
নিখু প্রসন্ন হউন । যে মহাত্মা হইতে অনন্ত  
ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহাতে সকলেই  
বিলীন হইবে, কোন ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে  
সমর্থ হইবে । হে প্রভো ! তোমার স্তবোক্তির  
বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর,  
তথাপি আমরা শক্ররূপ পরাজয় দ্বারা হীনবীৰ্য্য  
হইয়া আপনাদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব  
করিতে প্ররুত হইলাম । তুমি পৃথিবী, তুমি  
সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি সাধু, তুমি আকাশ,  
তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি  
প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ । হে ভূতায়ন !  
তোমার একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময় শরীর আব্রহ্ম-  
স্তুপ পর্য্যন্তও সমুদায় স্থান ও কালের বিভেদ  
করিতেছে । হে ঈশ্বর ! সৃষ্টি করিবার জন্ত  
তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম  
মূর্ত্তি, তিনিই ব্রহ্মা ; তুমিই সেই ব্রহ্মার স্বরূপ ।  
আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি ।  
আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বহু, অগ্নি, মরুৎ,  
সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে বাহার স্বরূপ হই-

দন্তপ্রায়মসমোষি তিতিক্ষাদমবর্জিতম্ ।  
যদ্রূপং তব গোবিন্দ তস্মৈ দেভ্যায়নে নমঃ ॥ ১৮  
নাতিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাভিস্তিমিততেজসি ।  
শব্দাদিলোতি যং তস্মৈ তুভ্যং যক্ষায়নে নমঃ ॥ ১৯  
কৌধ্যামায়াময়ং বোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্ ।  
নিশাচরাশ্বনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ২০  
স্বর্গস্থবশ্বিনীসদ্ব্যস্ম-ফলোপকরণং তব ।  
ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দিন ॥ ২১  
হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমগমনাদিযু ।  
সিদ্ধাখ্যং তব যদ্রূপং তস্মৈ সিদ্ধায়নে নমঃ ॥ ২২  
অতিতিক্রাধনং ক্রুরমুপভোগময়ং হরে ।  
দ্বিজিস্থং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পায়নে নমঃ ॥ ২৩  
অববোধি চ যচ্ছান্তমদোষমপকরম্বম্ ।  
ঋষিরূপায়নে তস্মৈ বিষ্ণো রূপায় তে নমঃ ॥ ২৪  
ভক্ষয়তাখং কলাস্তে ভূতানি যদবারিতম্ ।

তেছি, সেই সমুদায় দেবতাস্বরূপ তোমাকে  
নমস্কার । হে গোবিন্দ ! তোমার যে মূর্ত্তি  
দন্তময়, বিবেকশূন্য, ক্রমা ও দান্ততা-বিবর্জিত,  
সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার । ছন্দস্বরূপ  
নাড়ী সকল সমধিক জ্ঞানের আধার বলিয়া,  
যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দ রূপ রস প্রভৃতি  
বিষয়ে যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ যক্ষরূপী  
তোমাকে নমস্কার । হে পুরুষোত্তম ! ক্রুর  
ও মায়াবী অদ্বিতীয় আধার যে মূর্ত্তি বোর তমো-  
ময় বলিয়া খ্যাত, তুমি সেই নিশাচর স্বরূপ  
তোমাকে নমস্কার । ১১—২০ । হে জনার্দন !  
স্বর্গস্থিত ধাণ্ডিকগণের উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ  
অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ ; সেই অদৃষ্টরূপী  
তোমাকে নমস্কার । বাহারা অগ্নি জল প্রভৃতি  
গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই  
লিপ্ত হন না, বাহারা সর্বদা প্রসন্নভাষা, তাদৃশ  
সিদ্ধগণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার । হে হরে !  
অক্রমাই যাহাদের সর্বস্ব, বাহারা ক্রুর, যাহা  
দের উপভোগে পরিতপ্ত হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিস্থ-  
গণরূপী তোমাকে নমস্কার । তোমার যে মূর্ত্তি  
জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপরহিত, সেই

যদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্যৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ২৫  
সপ্তক্য সর্বভূতানি দেবানীশ্ববিষেযতঃ ।  
নতাত্যন্তে চ যদ্রূপং তস্যৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ২৬  
প্রবৃত্তা রজসো যচ্চ কর্মণাং কারকাস্বকম্ ।  
জনর্দন নমস্তস্যৈ যদ্রূপায় নরাত্মনে ॥ ২৭  
হৃদ্যবিশ্বশব্দবোপেতং যদ্রূপং তামসং তব  
উদ্ভাগগামি সর্বাত্মন তস্যৈ পশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ২৮  
যজ্ঞাস্ততং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্ ।  
প্রকাদিভেদৈর্ধেদৈ তস্যৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৯  
ত্রিগোমূষদেবাদি-ব্যোমশকারিকক যঃ ।  
এব ত্বাদেঃ সর্বশ্চ তস্যৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩০  
প্রধানবুদ্ধাদিময়াদশেষঃ  
যদন্তাদম্ ॥ পরমং পরাত্মন  
রূপং ত্বাদাঃ ন যদন্তাত্মনা  
তস্যৈ নমঃ কারণকাবণায় ॥ ৩১

কম্বকপ তোমার মূর্ত্তিকে নমস্কার । হে পুণ্ডরী-  
কাক্ষ ! তোমার যে মূর্ত্তি, কল্যাণে অব্যবহিত  
কপে সমুদায় ভূতকে ভক্ষণ করে, সেই কাল-  
বর্ষী তোমাকে নমস্কার । তোমার যে মূর্ত্তি  
দেব মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে  
নিশ্চয়কপে ভক্ষণপূর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার  
সেই হৃদমূর্ত্তিকে নমস্কার । হে জনর্দন !  
সকল রজঃগুণের পরিচালন কর্ষে প্রবৃত্ত  
সেই মনুষ্যপুরুষ, তোমাকে নমস্কার ।  
হে সর্বাত্মন ! যাহার অষ্টাবিংশতি প্রক-  
র ভেদে তমোময় ও উদ্ভাগগামী, সেই পশ্চ-  
াত্তি পুরুষ তোমাকে নমস্কার । তোমার যে  
মূর্ত্তি, জগতের সিদ্ধিসাধন যজ্ঞাচ্চ-স্বরূপ, প্রক-  
লভ্য ভেদে বিভিন্ন প্রকার, সেই উদ্ভিদাত্মক  
হে মাকে নমস্কার । তুমি সকলের আদি কারণ  
ত্রিগোমূষ দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি  
সকলই তোমার মূর্ত্তি, অতএব সর্বস্বরূপী  
তোমাকে নমস্কার । ২১—৩০ । হে পরমাত্মন !  
তোমার যে মূর্ত্তি প্রভৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার  
প্রভৃতি প্রাপকময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক  
সৃষ্ট, সকলের আদি, যাহার সদৃশ অস্ত্র কোনরূপ  
নাই, সেই কারণ-কারণ মূর্ত্তিস্বরূপ তোমাকে

শুদ্ধাদিনীর্ঘাদিষ্মনাদিহীন-  
মগোচরে যচ্চ বিশেষণানাম্ ।  
শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমধীদৃশং  
রূপায় তস্যৈ ভগবন নতাঃ স্ম ॥ ৩২  
যনঃশরীরে যদন্তদেহে-  
যশেষজন্তবজমবায়ং যৎ ।  
কম্যচ্চ নাত্তদ্ব্যতিরিক্তমস্তি  
ব্রহ্মপুরুষায় নতাঃ স্ম তস্যৈ ॥ ৩৩  
সকলামিদমজ্ঞশ্চ যচ্চ রূপং  
পরমপদা যবতঃ সনাতনম্ ।  
তমনিধনমশেষবীজভূতং  
প্রভূমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্ ॥ ৩৪  
পরশর উবাচ ।

স্তোত্রাত্মাত্মবাসনে তু দৃষ্টং পরমেধম্ ।  
শঙ্খচক্রগদাপাণি গরুড়স্থং সুরা হরিম্ ॥ ৩৫  
তমুচুঃ সকলা দেবাঃ প্রণিপাতপুরুসরাঃ ।  
প্রসীদ দেব দৈত্যোত্তমহীতি শরণার্থিনঃ ॥ ৩৬

নমস্কার করি । হে ভগবন ! তোমার যে মূর্ত্তি,  
শুদ্ধ রূপ প্রভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্ত্তির ব্রহ্মতা  
দীর্ঘত, প্রভৃতি পরিমাণ নাই, যে মূর্ত্তি ষ্ণাদি  
গুণগুণ, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর,  
যাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহাম্বর। যে মূর্ত্তি  
দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার  
করিতেছি । যিনি আমাদের শরীরে, অস্ত্রাত্ম  
সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান  
করেন, যিনি জন্ম ও ক্ষয়রহিত, যাহা হইতে  
জিহ্ন আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মপুরুষ,  
বিশুদ্ধে নমস্কার । যিনি উপস্থিহীন, এই  
সমুদায় প্রপঞ্চ যাহার রূপভেদ, পরমপদ ব্রহ্মই  
যাহার আশ্রয়, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্মল প্রভু,  
যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই বাসু-  
দেবকে নমস্কার করি । পরশর বলিলেন,—  
স্তবের অবসান হইলে দেবগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-  
পাণি গরুড়াকৃৎ পরমেধর হরিকে দেখিতে পাই-  
লেন । তখন সমুদায় দেবগণ তাঁহাকে নমস্কার-  
পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ ! প্রসন্ন হও ; আমরা  
শরণাপন্ন, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে রক্ষা



ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাংশ্চ দৈত্যৈর্দ্রুপদপুরোগমৈঃ ।  
 হৃতং নো ব্রহ্মণোহপ্যাস্কামূলজ্য পরমেশ্বর ॥৩৭  
 বদ্যাপ্যশেষ ভূতস্ত বয়ং তে চ ভবাংশকাঃ ।  
 ত্ৰ্যাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পঞ্চামহে জগৎ ॥ ৩৮  
 স্ববর্ণধর্ম্মাভিক্রতা বেদমার্গানুসারিণঃ ।  
 ন শক্যাস্তেহুরয়ো হস্তমস্মাভিস্তপসাস্বিতাঃ ॥ ৩৯  
 তমুপায়মমোয়ান্নস্মাৎ দাতুমহিসি ।  
 যেন তানহুরান্ হস্তং ভবম ভগবন কমাঃ ॥ ৪০

পরশর উবাচ

ইতুক্তো ভগবাংস্তেভো মার্যামোহং শরীরতঃ ।  
 তমুংপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ প্রাহ চেনং হুরোক্তমান ॥

শ্রীভগবানুবাচ

মার্যামোহোহয়মখিলান্ দৈত্যান্ স্তামোহয়িষ্যতি  
 ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিক্রতাঃ ॥ ৪২  
 স্থিতৌ স্থিতস্ত মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপণ্টিনঃ ।  
 ব্রহ্মণো যোহধিকারস্ত দেবদৈত্যাদিকাঃ সুরাঃ ॥ ৪৩

কন। হে পরমেশ্বর! হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ  
 ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের  
 ত্রিলোক ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে। যদিও  
 তুমি অশেষ জীবস্বরূপ ও আমরা তাহারা  
 তোমার অংশ, তথাপি আমরা অবিদ্যাভেদে  
 জগৎ সমুদায় পরস্পর ভিন্ন দেখিতেছি।  
 আমাদের শত্রুগণ সস বর্ণধর্ম্মে প্রভৃ বেদ-  
 মার্গানুসারী ও তপঃসম্পন্ন হুরাঃ আমরা  
 তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেছি  
 ন। অমের্যায়ান্ ভগবন্! যাহাতে আমরা  
 সেই সমুদয় অসুরকে নষ্ট করিতে পারি।  
 তুমি আমাদের এরূপ কোন উপায় করিয়া  
 দাও ৩:—৪০। পরশর কহিলেন, দেবগণ  
 কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, ভগবান বিষ্ণু প্রায়  
 শরীর হইতে মার্যামোহ উৎপাদন করিয়া হুর-  
 শ্রেষ্ঠগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—এই মার্য-  
 মোহ সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিবে। পরে  
 তাহারা বেদমার্গবিহীন হইলে, তোমরা অনা-  
 রাসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।  
 হে দেবগণ! স্বষ্টিরক্ষার জন্ত ব্রহ্মা নিযুক্ত  
 আছেন। যে সকল দৈত্য বা দেবতা ব্রহ্মার

অঙ্গাঙ্কত ন ভীঃ কার্যা মার্যামোহোহয়মগ্রতঃ ।  
 গচ্ছত্বদ্যোপকারায় ভবিত। ভবতাং সুরাঃ ॥ ৪৪  
 ইতুক্ত্বা প্রণিপাতেনং যযুর্দেবা যথাগতম্ ।  
 মার্যামোহোহপি তৈঃ সন্ধিং যযৌ যত্র মহাসুরাঃ ॥  
 ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়োঃশঃ মার্যামোহো-  
 পান্তিনাম সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তপস্তভিরতান্ সোহথ মার্যামোহো মহাসুরান্ ।  
 মত্রেয় দদৃশে গতান্ নন্দ্যতীরসংগ্রয়ান্ ॥ ১  
 ততো দিগঙ্গরো মুণ্ডো বহিঃপত্রবরো দ্বিজ ।  
 মার্যামোহোহসুরান্ ব্রহ্মমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২  
 “ মার্যামোহ উবাচ ।  
 ভো দৈত্যপতয়ো ক্রত যদর্থং তপ্যতে তপঃ ।  
 ঐহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ ॥ ৩

অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আমারই  
 বধ্য। হে দেবগণ! এক্ষণে তেঁমরা গমন কর,  
 তয় করিও না; এই মার্যামোহ অগ্রে অগ্রে  
 তোমাদের উপকারের জন্ত গমন করুক।  
 পরশর কহিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ কহিলেন।  
 দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন।  
 যেখানে অসুরগণ অবস্থিত করিতেছে, মার্য-  
 মোহও তাঁহাদের সহিত সেই স্থানে গমন  
 করিল। ৪১—৪৫।

চতুর্থাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—মত্রেয়! অনন্তর  
 মার্যামোহ সেই স্থান হইতে গমন করিয়া  
 দেখিলেন সেই মহাসুরগণ নন্দ্যতীরে তপস্কা-  
 রিতেছে। হে দ্বিজ! তখন মার্যামোহ দিগঙ্গর  
 মুণ্ডোতমস্ক ও বাহিঃপত্রবরী হইয়, অসুরগণকে  
 এইরূপ মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল,—  
 দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন তপস্তা করিতেছ,

অহুর, উঃ ।

পারত্র্যকললাভায় তপচর্য্য মহামতে ।

অস্ম্যভিরিগমারকা কিং ব! তেংত্র বিবন্ধিতম্ ॥ ৫

মায়ামোহ উবাচ ।

কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপথ ।

অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতচ্ মুক্তিদ্বারমসংরতম্ ॥ ৫

ধর্ম্মো বিমুক্তেরহোংয়ং নৈতদস্ম্যং পরঃ পরঃ ।

অত্রৈবাবস্থিতাঃ সর্গং বিমুক্তিং বা গমিষ্যথ ।

অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতচ্ সর্কে যুগং মহাবলঃ ॥ ৬

পরশর উবাচ ।

এবং প্রকারে বহুভিষ্মুক্তির্দর্শনবদ্ধিতৈঃ

মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদিপাক

ধর্ম্মায়েতদধর্ম্মায় সদেতন্ন সন্দিগ্ধতাপি ।

বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তিং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৮

পরমার্গোহয়মত্যাগং পরমার্গো ন চাপ্যয়ম্ ।

\* কার্য্যমেতদকার্য্যং নৈতদেবং ক্ষুটকৃত্ত্বদম্

তাহা বল । এই তপস্শ্রা দ্বারা তোমর ঐহিক, না পারলৌকিক ফল ইচ্ছা কর? অহুরগণ কহিল, মহামতে! পারত্রিক-ফল লাভের জন্য আমরা তপস্শ্রা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ বিষয়ে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর? মায়ামোহ কহিল, যদি তোমরা মুক্তির ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কষ্ম কর এবং মুক্তির অসংবৃত দ্বার-সরূপ মহন্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর । এই ধর্ম্মই মুক্তির উপযোগী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অথ কোন ধর্ম্মই নাই । এই ধর্ম্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, বাহাতে অভিরুচি তাহা পাইতে পারিবে । তোমরা সকলেই মহাবল । তোমরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর । পরশর কহিলেন,—এইরূপে মায়ামোহ নানাপ্রকার যুক্তি-প্রদর্শন দ্বারা এবং পরিবদ্ধিত বাক্যসমূহ দ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে অপারূত করিল । ইহাতে ধর্ম্ম হয়, ইহাতে অধর্ম্ম হয়, এইটী সং, এইটী অসং, ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে মুক্তিলাভ হয় না, ইহা অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য্য পরমার্থ নহে, এইটী সংকার্য্য, এইটী অকার্য্য, এই বিষয় এরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এই প্রকার,

দিদ্যাসসাময়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মোহয়ং বহুবাসসাম্ ॥ ৯

ইত্যনৈকান্তবাদক মায়ামোহেন নৈকধঃ ।

তেন দর্শয়িতা দৈত্যাঃ স্বধর্ম্মাস্ত্যাজিতা দ্বিজ ॥ ১০

অর্হধেমং মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে বতঃ ।

প্রোক্তান্তমাত্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেহভবন ॥ ১১

ত্রয়ীধর্ম্মসমুৎসর্গং মায়ামোহেন তেহস্মরাঃ ।

কারিতান্তময়্য হাসংস্তথাত্তে তংপ্রবোধিতাঃ ॥ ১২

তৈরপ্যাত্তে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যাত্তে পরে চ তৈঃ ।

অজৈরহোভিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দৈতৈঃ প্রাশস্তয়ী ॥

পুনশ্চ রক্তাপরধর্ম্মায়ামোহোহজ্ঞিতেক্ষণঃ ।

অত্যানাহসুরান্ গতা মুধন্নমধুরাক্ষরম্ ॥ ১৪

মায়ামোহ উবাচ

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নিকর্ষণার্থমথাস্মরাঃ ।

তদলং পশুযাতাদি চপ্তধর্ম্মৈর্নিবোধত ॥ ১৫

ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, ইহা বহুবন্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম, হে দ্বিজ! এইরূপ অনেক প্রকার সংশয়-জনক বাক্য বলিয়া মায়ামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল । ১—১০ . মায়ামোহ দৈত্যগণকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধর্ম্ম অর্হিত অর্থাৎ মাত্র কর । এইজন্ত যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা অর্হিত নামে বিখ্যাত হয় । মায়ামোহ এরূপে অহুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল; অহুরসমূহও মায়ামোহ-প্রভাবে মুঢ় হইয়া অত্যন্ত জনকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল । অর্হিতদীক্ষিত ব্যক্তিগণও অত্যাচারিতাদিগকে, অত্যাচারিতাদেরও অপর দৈত্যদিগকে, তাহারা আবার আর আর ব্যক্তিকে, আর আর ব্যক্তিরও অত্যন্ত দৈত্যগণকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইল; অল্প দিনের মধ্যেই বৈদিক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল অনন্তর মায়ামোহ রক্তাপর পরিধানপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জনরাগ করিয়া অত্যাচারগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মূহ মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল,—হে অহুরগণ! যদি নিকর্ষণমুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশুহিংসাপ্রভৃতি চুপ্ত ধর্ম্ম

বিজ্ঞানময়মৈবৈতদশেষমবগচ্ছথ ।

শূদ্রাধ্বং মে বচঃ নম্যগুবুধৈরেবমুদীরিতম্ ॥ ১৬

জগদেতদন্যথাং ভ্রান্তিচ্ছানার্থতঃ পরম্ ।

রাগাদিদ্বৈমত্যাং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥ ১৭

পরশব উবাচ ।

এবং শূদ্রাত শূদ্রাধ্বং শূদ্রাত্তেবমিতীরয়ন ।

মাযামোহঃ স দৈত্যেবান ধর্মমতাজয়ম্বিজম্ ॥ ১৮

নানাপ্রকারবচনং স তেষাং যুক্তিযোজিতম্ ।

তথা তথা চ দৃষ্টং তত্জপ্তে যথা যথা ॥ ১৯

ভেতপাত্যেবাং তত্বেবাচুরতৌরস্তে তথোদিতাঃ

মৈত্রেয় তত্জপ্তাধ্বাং বেদমুতাদিতং পরম্ ॥ ২০

অজ্ঞানপাত্যপাশ ও প্রকারৈবৈবুভিদিজ ।

দৈত্যেবান মোহমাস মায়ামোহোহতিমোহরুং ।

পল্লেনৈব চি কপলন মায়ামোহেন তেহমুরাং ।

মোহিতান্ততাজঃ নরীং ত্রয়ীমার্গাতিতাং কথাম্ ।

কোন দক্ষ হইবে না এই সমুদায় জানিবে,

জগৎ বিজ্ঞানময় বলিতা অবগত হও । আমার

বাক্য ভাল কবিয়া শুনি । এবিষয়ে পণ্ডিতগণ

এইরূপ বলিয়াছেন যে এই জগৎ অনাধার ।

ইহা ভ্রমসঙ্কটে নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতেছে ।

ইহা ভ্রমজ্ঞানগোচর অর্থাৎস্বয়ং তৎপর ও

রাগাদিদ্বৈমতঃ সাত্ত্বিয় নমিত । পরাশর কহি-

লেন,—মায়ামোহঃ এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ

বুঝিবে, এইরূপ মুক্তিদায়ক । এই কথা বলিয়া

দানবগণকে নিজ ধর্ম পরিচয় করাইল ।

মায়ামোহঃ দৈত্যগণের নিকট এইরূপে নানা-

প্রকার যুক্তিবাক্য বাক্য বলিতে লাগিল যে,

তাহারা সেই বাক্যানুসারে স স ধর্ম পরিচয়

করিল । ধর্মত্যাগিগণ অতঃপর নিকট কহিল,

অন্তেও পরেও নিকট প্রচার করিতে লাগিল ।

হে মৈত্রেয় ! দৈত্যেবা এইরূপে বেদোক্ত ও

মুতান্ত পদম ধর্ম পরিচয় করিল । ১১—২০ ।

হে দ্বিজ ! অতিশয় মোহজনক মায়ামোহ, অত্যাচার

বলবিশ পাশওরূপ ধারণ করিয়া, অত্যাচার অত্যাচার

গণকে মোহিত করিল । এইরূপে মায়ামোহ-

মোহপ্রভাব অত্যাচার অত্যাচার বেদমার্গ-

কেচিদ্ভিনন্দাং বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ ।

যজ্ঞকর্মকলাপস্ত তথাগ্রে চ বিজ্ঞমানাম্ ॥ ২৩

নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্মায় নেঘাতে ।

হবীংস্থানলদগ্ধানি গলায়েত্যর্ভকাদিতম্ ॥ ২৪

যজ্ঞেরনৈকৈর্দেবতমবাপোক্তেণ ভূজ্যতে ।

শমাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বয়ং পত্রভূক পশুঃ ॥ ২৫

নিহতস্ত পশোঃস্ত স্বর্গপ্রাপ্তিবদীয়াতে ।

স্বপিতা যজ্ঞমানেন কিন্ন তন্মান্ন হত্যাতে ॥ ২৬

তপ্তরে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্ত্রে ন চেৎ ততঃ ।

দদ্যাৎ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধায়ানং ন বহুতঃ প্রবাসিনঃ ॥ ২৭

জনশ্রদ্ধায়মিত্যেতদবগম্য ততো বচঃ

উপেক্ষা শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাং যজ্ঞেরিতম্ ॥ ২৮

ন হাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহামুরাঃ ।

শ্রিত সমুদায় কথা পরিত্যাগ করিল । হে দ্বিজ ।

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল ;

কেহ কেহ ২ অবগণের নিন্দা আরম্ভ করিল ;

কেহ বা যজ্ঞ কর্মকলাপের, কেহ বা ব্রাহ্মণের

নিন্দা করিতে লাগিল, যে কার্যে কোন

প্রাণীর হিংসা হয়, ঐদৃশ কার্যে ধর্ম হয়, এই

বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে । ততসমুদয়

অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে, ইহা বাল-

কের যোগ্য বাক্য । অনেক যজ্ঞ দ্বারা দেবত,

হইরা ইন্দ্রের সহিত যদি শর্মী প্রভৃতি কাষ্ঠ

ভোজন করিতে হয়, তবে দেবতা অপেক্ষা

পশুও শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু পশু মরস পত্র ভক্ষণ

করে । যজ্ঞস্থলে গণ্ডবধ করিলে, যদি সেই

পশু সর্বাংগমন করে, তবে যজ্ঞমান কেন আপ-

নার পিতাকে বধ করে না ? শ্রাদ্ধকালে এক-

ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অশ্রু ব্যক্তির ভূপ্তি

হয়, তাহা হইলে প্রবাসনমন কালে খাদ্য দ্রব্য

সঙ্গে লইবার কি প্রয়োজন ? (পুত্রগণ প্রদায়

গৃহে আহার করিলেই প্রবাসীর ভূপ্তি হইতে

পারে) । অতএব ইহা কেবল লোকের বিশ্বা-

সের উপর নির্ভর করিতেছে । তোমরা ইহা

বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাতে উপেক্ষা করাই

শ্রেয়ঃ হইতেছে । আমি যাহা কহিলাম, তাহাতে

তোমাদের রুচি হউক । অমুরগণ ! আপু-

যুক্তিমঞ্চনঃ শ্রাহং ময়াষ্টেষ্চ ভবদ্বিধৈঃ ॥ ২৯  
 মায়ামোহেন তে দৈত্যঃ একারৈর্বহুভিস্থতাঃ ।  
 ব্যুৎপত্তিঃ যথা নৈমঃ ত্রয়ীং কণ্ঠদরোচয়ং ॥ ৩০  
 ইখমুয়াগধিত্ব তেদু দৈত্যেযু তেহমরাঃ  
 উদযোগং পরাং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ৩১  
 ততো দেবাস্থয়ং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্বিজ ।  
 হতাশ্চ তেহমরা দেবৈঃ সমাগপরিপঙ্খিনঃ ॥ ৩২  
 স্বধর্ষকবচস্তেযানভূদ যঃ প্রথমং বিজ ।  
 তেন রক্ষাভবং পূৰ্ণং নেতুর্নষ্টে চ তত্র তে ॥ ৩৩  
 ততো মৈত্রেয় তস্মৈ বক্তিনো যেহভবন জনাঃ ।  
 নগ্নস্তে তেহতস্তাত্ত্বং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা ॥ ৩৪  
 ব্রক্ষচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ ।  
 পরিব্রাজ ব চতুর্থোহন্ত পঞ্চমে নোপপদ্যতে ॥ ৩৫  
 যন্ত সন্ত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে ।  
 পরিব্রাজ বাপি মৈত্রেয় স নগ্নঃ পাপকল্পরঃ ॥ ৩৬

বাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না ।  
 তোমরা, আমি বা অশ্রু ব্যক্তি, সকলেরই যুক্তি-  
 সঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত । মায়ামোহ,  
 এইরূপে বহুবিধ উপায় দ্বারা দৈত্যগণকে ঈদৃশ  
 বিরূতিভাবাপন্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে  
 কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি রহিল না ।  
 ২১—৩০ এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী  
 হইলে, দেবগণ পরম উদ্যোগ করিয়া তাহাদের  
 নিকট যুদ্ধ করিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন । হে  
 দ্বিজ ! অনন্তর পুনর্বার দেবাস্থরের সংগ্রাম  
 আরম্ভ হইল । তখন দৈবতার, সমাগবিব্রষ্ট  
 অস্থরগণকে বিনাশ করিলেন । পূর্বে অস্থর-  
 গণের স্বধর্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্বারাই তাহারা  
 রক্ষিত ছিল, এক্ষণে সেই ধর্মরূপ কবচ নষ্ট  
 হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল । হে মৈত্রেয় !  
 এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-  
 প্রবর্তিত ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাও নগ্ন ।  
 কারণ তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করি-  
 য়াছে । ব্রক্ষচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজ, এই  
 চতুর্বিধ আশ্রম আছে । পঞ্চম আশ্রম নাই ।  
 হে মৈত্রেয় ! যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ  
 করিয়া, বানপ্রস্থ বা পরিব্রাজ না হয়, সেই

নিত্যনাং কশ্মণাং বিপ্র তস্ত হানিরহর্নিশম্ ।  
 অকুর্ষন বিহিতং কণ্ঠ শক্তং পততি তদ্দিনে ॥ ৩৭  
 প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতানপদি ।  
 পক্ষং নিতাক্রিয়াহানে কণ্ঠা মৈত্রেয় মনবঃ ॥ ৩৮  
 সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্বহু পুংসোহভিজায়তে ।  
 তস্তাবলোকনাং হৃদ্যো নিরীক্ষ্য সাধুভিঃ সদা ॥ ৩৯  
 স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্ত শুদ্ধিহেতুমহামতে ।  
 পুংসে, ভবতি অস্ত্রাভি, ন স্ত্রী পুংসকশ্মণঃ ॥ ৪০  
 দেববিপিতভূতানি যন্ত নিঃশস্তং বেদনি ।  
 প্রয়াস্ত্যনর্জিতাশ্রিত লোকে তস্মৈ পাপপুংসঃ ॥ ৪১  
 দেবাদিনিঃশাসহত্য শরীরং যন্ত বেদ চ  
 ন তেন সঙ্ঘরং কুর্ধ্যাং গৃহসনপরিচ্ছাদে ॥ ৪২  
 সন্তাষণানুশ্রাদ্ধি সাহাস্ত্রাদৈব বর্জ্যতঃ ।  
 জায়তে তুল্যতা পুংসস্তেনৈব দ্বিজ বৎসরম্ ॥ ৪৩  
 অথ ভুক্তিতে গৃহে তস্ত করোতা স্ত্র্যং তপ সনে ।

পাপাস্রাও নগ্ন বলিয়া গণ্য হইবে দ্বিজ ! যে  
 ব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিধিত  
 ক্রিয়া না করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয়, তাহার  
 পূর্বকৃত সমুদায় নিত্য কশ্মণ্ড বিনষ্ট হয় । হে  
 মৈত্রেয় ! বিপংকাল ব্যতীত যে একপক্ষ নিত্য-  
 ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি মহা  
 প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে এক-  
 বৎসর কাল যে মনুষ্যের নিত্যক্রিয়, ন হই  
 তাহাকে দর্শন করিলে সপ্তদিনের মধ্য দর্শন  
 করা কর্তব্য । হে মহামতে ! স্ত্রীশ ব্যক্তিকে  
 স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত হস্ত করিয়া শুদ্ধি-  
 লাভ করিতে পারা যায় ; কিন্তু সেই পাতকীর  
 স্ত্রী কিছুতেই হইতে পারে না । ৩১—৪০ ।  
 এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ, পিতৃগণ  
 ও ভূতগণ, পূজা না পাইয়, নিশ্বাস পরিত্যাগ-  
 পূর্বক অশ্রুত প্রতিনিয়ম করেন, তাহা হইতে  
 আর পাপাচারী নাই । যাহার শরীর ও গৃহ  
 দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের নিশ্বাস দ্বারা  
 মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ, এক আসন  
 বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সম্পর্ক করিবে না । যে  
 ব্যক্তি উক্ত পাতকীর সহিত একবৎসরকাল  
 সন্তাষণ, কুশলপ্রশ্ন বা একত্র উপবেশন করে,

শেষে চাপেক্ষণেন স সম্যাস্তং সমে ভবেৎ ॥৪৪/ দেবতাপিতৃভূতানি তথানভ্যর্চ্য যোহতিথীন্ ।  
 ভূতুং স পাতকং ভূতুং নিরুতিস্তস্ত্র কৌদীনী ॥  
 ত্রাক্ষণাদ্যাস্য মে বর্গাঃ স্বধর্ম্মাদিত্যতোমুখম্ ।  
 যান্তি তে নমঃ সন্তোস্ত্রানীকর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ॥ ৪৬  
 চতুর্থাং যত্র বর্ণনাম্ মেত্রেয়াতাত্তমস্করং ।  
 তত্রাস্ত্রা সাধুবস্ত্রীনামুপষাতায় জায়তে ॥ ৪৭  
 অনভ্যর্চ্য নবীন দেবান পিতৃন ভূতান্তিথীংস্তথা  
 যো ভূতুং তস্ত্র সন্তোষাতপতন্তি নরকে নরাঃ ॥৪৮  
 তস্যাক্ষেতান নরৈঃ নগ্নাঃ স্ত্রীসন্তোষাদিতান ।  
 সর্ব্বদা বর্জ্যেয়ং প্রাক্ষ আলাপস্পর্শাদিঃ ॥ ৪৯  
 শ্রদ্ধাবস্তি রুতং যজ্ঞাং দেবান পিতৃপিতামহান ।  
 ন স্ত্রীণ্যস্মি তচ্ছ্রদ্ধাং যদেভিরবলোকিতম্ ॥ ৫০  
 জায়তে চ পুং খ্যাতো রাজা শতধনভূতি

সে তৎসদৃশ পাতকী হয়। যে ব্যক্তি সৈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে, বা তাহার সহিত একসঙ্গে উপবেশন করে কিংবা এক শয্যায় শয়ন করে সে তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ হয়। যে ব্যক্তি দেবগণের, পিতৃগণের, ভূতগণের ও অতিথিগণের পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে এবং তাহার নিরুতি নাই। ত্রাক্ষণ প্রভৃতি বর্চতুষ্টিয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্মপরাধম্ব হব, কিংবা হীনবুদ্ধি অবলম্বন করে, তাহা হইলে নমঃ সংজ্ঞা লাভ করে। ছে 'মেত্রেয়'! এক গৃহে যদি বর্চতুষ্টিয় অত্যন্ত সংসর্গ করে, তাহা হইলে সেই গৃহবাসে সাধুব্যবহারের উপষাত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঋষিগণকে, দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অতিথিকে পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সন্তোষণ করিলে লোক নরকে গমন করে। এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদপরিভাষাদিহিত এই সমস্ত নমঃ ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি না তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। শ্রদ্ধাবান লোকে, যখন যজ্ঞপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, সেই সময় নমঃগণ যদি অবলোকন করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তাদেরও সেই শ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের তৃপ্তি-

পত্নী চ শৈব্য। তস্ত্রাভূততিথীংপরাধনা ॥ ৫১  
 পতিব্রতা মহাত্মনা সত্যশৌচদয়্যাসিতা  
 সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না বিনয়েন নয়েন চ ॥ ৫২  
 স তু রাজা তয়া সার্ব্বং দেবদেবং জনর্দ্দিনম্ ।  
 আরাধয়ামাস বিভূং পরমেণ সমাধিনা ॥ ৫৩  
 হোমৈর্জপৈস্তথা দানৈরুপবাসৈঃ চ ভক্তিতঃ ।  
 পূজাতিং চানুদ্বিসং তন্মনা নাত্তমানসঃ ॥ ৫৪  
 একদা তু সমং স্নাতো তৌ তু ভার্য্যাপতী জলে ।  
 ভাগীরথ্যাঃ সমুত্তীর্ণৌ কার্ত্তিক্যাং সমুপেষিতৌ ॥  
 পাষাণ্ডিনমপশ্রেতোমারাত্তং সমুখং বিজ্ঞ ।  
 চাপাচার্য্যে তস্ত্রাসৌ সখা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥ ৫৬  
 অতস্তদৌরবাং তেন সহলাপমথাকরৌং ।  
 ন তু সা বাগ্ধৃতা দেবৌ তস্ত্র পত্নী যতব্রতা ॥ ৫৭  
 উপোষিতায়াতি রবিক্ তস্মিন্দৃষ্টে দর্শনং চ ॥ ৫৮

সাধন করিতে পারে না। ৪১—৫০। 'ভনিয়াছি, পূর্ব্বকালে শতধনু নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। অতি ধনুপরাধণ; শৈব্য। নারী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন। ঐ শৈব্য পতিব্রতা মহাত্ম্যবতী সত্যনিষ্ঠা শৌচপরায়ণা দয়্যাপরতন্ত্রা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও বিনয়্যাসিতা ছিলেন। সেই রাজা, শৈব্যার সহিত পরম সমাধি দ্বারা দেবদেব বিভূ জনর্দ্দিনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রতিদিন তন্মনা হইয়া, ভক্তি সহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পূজা দ্বারা আরাধনা করিতেন, অল্প বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। একদা তাহার স্ত্রী-পুত্রকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, একত্র ভাগীরথীসঙ্গিলে স্নান-পূর্ব্বক উখান করিলেন, এমন সময়ে সমুখে সমাগত এক পাষাণ্ডকে অবলোকন করিলেন। হে বিজ্ঞ! 'এই পাষাণ্ড মহাত্মা রাজার চাপাচার্য্যের সখা। রাজা আচার্য্যগৌরব স্মরণ করিয়া, সেই পাষাণ্ডের সহিত আলাপ করিলেন, পরে তাঁহার পত্নী আরক্তব্রতা দেবী শৈব্য বাগ্ধৃতা হইয়া থাকিলেন। তিনি উপোষিতা ছিলেন বিবেচনা করিয়া সেই পাষাণ্ডের দর্শন হওয়াতে স্ফূর্ত্ত দর্শন করিলেন।

সমাগমা যথাক্রমঃ সম্প্রীতি যথাবিধি ।  
 বিজ্ঞানঃ পূজাদিকঃ সর্বঃ কৃতবর্ত্তে স্থিজোত্তম ॥৫৯॥  
 কালেন গচ্ছতা রাজা মমারসৌ সপত্নিজিৎ ।  
 অধারোহ তং দেবী চিত্তাহং ভূপতিং পতিম্ ॥  
 স তু তেনাপচারেণ স্বা জ্ঞেস্তে বহুধাধিপঃ ।  
 উপোষিতেন পাশেণ সন্তাষো যঃ কতোহভবৎ ॥৬১॥  
 সাপি জাতিম্বরা জজ্ঞে কশীরাজমুতা শুভা ।  
 সর্ববিজ্ঞানসম্পূর্ণঃ সর্বলক্ষণপজিতা ॥ ৬২ ॥  
 তাং পিতা দাতুকামোহতঃ বরায় বিনিবারিতঃ ।  
 তয়েব তস্য বিরতে বিবাহারম্ভতো নৃপঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ততঃ সা দিব্যঃ দৃষ্ট্যা দৃষ্টা শ্বানং নিজং পতিম্ ।  
 বিদিশাখ্যঃ পুংস গতা তদবস্থং দদর্শ তম্ ॥ ৬৪ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা হস্তভাগং শ্বানঃ ভূতং পতিং তথা ।  
 দদৌ তস্মৈ বরদ্বন্দ্বঃ সংস্কারপ্রবণং শুভম্ ॥ ৬৫ ॥  
 ভূজ্ঞান দত্তং তাং সৌভাগ্যমতিমিষ্টমভীপ্সিতম্ ।

হে স্থিজোত্তম! অনন্তর সেই সম্প্রীতি, যথারীতি  
 আগমনপূর্বক, বিধানানুসারে বিমুখপূজা প্রভৃতি  
 সমুদায় কৰ্ম্ম কবিলেন। কিছুকাল পরে  
 পত্নিজিৎ রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।  
 দেবী শৈব্যাও চিত্তাহং পতির অনুগমন করি-  
 লেন। ৫৯—৬০। রাজা উপোষিত হইয়া  
 যে পাশেণের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই  
 জন্য কক্করশব্দেতে জন্মপরিগ্রহ করিলেন।  
 শব্দ পঙ্কীও কশীরাজের চুহিতা রূপে  
 জন্মিলেন এবং সর্ব-বিজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব-  
 লক্ষণসম্পন্ন, শোভন ও জাতিম্বরা হইলেন।  
 অনন্তর কশীরাজ, কোন বরে কথা সম্প্রদান  
 করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ কথায় তাঁহাকে  
 বিবাহের আরম্ভ হইতে নিষেধ করাতে রাজা  
 বিরত হইলেন। পরে কশীপতিতনয়া শৈব্যা  
 দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি  
 কক্কর হইয়া বিদিশা-নগরীতে অবস্থান করি-  
 তছেন। তখন তিনি সেই স্থানে গিয়া তদবস্থ  
 তত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন। হে মহাভাগ!  
 তত্ত্বকে তাদৃশ কক্কর হইতে দেখিয়া কশীরাজ-  
 চুহিতা আদরপূর্বক তাঁহাকে উত্তম আহার  
 প্রদান করিলেন। তাঁহার তত্ত্বও তৎপ্রদত্ত

স্বজাতিজলিতং কুর্সন্ বহু চাটু চকার বৈ ॥ ৬৬ ॥  
 অতীব ত্রীড়িতা বালা কুর্সতা চাটু তেন সা ।  
 প্রণামপূর্বমাহেদং দরিতং তং কুশোনিজম্ ॥ ৬৭ ॥  
 পত্ন্যবাচ  
 স্বর্ঘ্যতাং তম্বাহারাজ দাক্ষিণ্যললিতং ত্বয়া ।  
 যেন স্বশোনিমাপন্নো মম চাটুকরো ভবান্ ॥ ৬৮ ॥  
 পাশেণৈব সমাভাষ্য তীর্থস্নানাদনন্তরম্  
 প্রাপ্তোহসি কংসিতাং যোনিং কিমশ্রয়সিতং প্রভো  
 পরাশর উবাচ  
 তয়েবং স্মারিতে তত্র পূর্বজাতিকৃতে তদা ।  
 দণ্ডো চিরমথাবাপ নির্বেদমতিতীর্ণতম্ ॥ ৭০ ॥  
 নিবিগ্ৰচিত্তঃ স ততো নিগম্য নগরং ততঃ ।  
 মরুপ্রপতনং কৃত্ব শার্গলাং যোনিমাগতঃ ॥ ৭১ ॥  
 সাপি দ্বিতীয়ে স প্রাপ্তে বর্ষে দিব্যেন চক্ষুৰ্বা ।  
 জ্ঞাতা শৃগালং তং দ্রষ্টুং যযৌ কোলাহলং গিরিম্

অভিলষিত অতি মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে  
 করিতে স্বজাতি-যোগ্য চাটু প্রকাশ করিতে  
 লাগিলেন। স্বামীর চাটুদর্শনে বালা কশীরাজ-  
 চুহিতা অতীব লজ্জিত হইলেন তিনি কুশো-  
 নিজাত তত্ত্বকে প্রণামপূর্বক বলিতে আরম্ভ  
 করিলেন, মহারাজ! আপনি কক্কর সপা বোধে  
 গৌরব প্রকাশপূর্বক যে প্রীতি মধুর বাক্য  
 ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অদ্য কক্কর  
 জন্ম গ্রহণ করিয়া এই নগরে চাটু করিতেছে  
 তাহা স্মরণ করুন প্রভো! আপনি তীর্থ-  
 স্নানের পর পাশেণদ্বারা সম্বন্ধ করিয়া এই  
 কংসিত যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহা  
 কেন স্মরণ করিতেছেন না? ৬১—৬২। পরাশর  
 কহিলেন,—কশীরাজ-চুহিতা এইরূপ স্মরণ  
 করিয়া দিলে, কক্কর পূর্বজন্মের জন্ম অনে-  
 ক চিন্তা করিল ও পরে অতিদুর্লভ নির্বেদ  
 প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই কক্কর নির্বেদ-  
 হৃদয় হইয়া সেই নগরী হইতে নির্গমন-  
 পূর্বক পর্বতশৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত  
 হইয়া প্রাণত্যাগ করত শৃগাল-যোনিতে জন্ম  
 গ্রহণ করিল পরে দ্বিতীয় বৎসর সেই  
 শৈব্যা দিব্যচক্ষু দ্বারা পতি শৃগাল-যোনিতে

তত্রাপি দৃষ্টা তং প্রাহ শার্গলীং যোনিমাগতম্ ।

ভর্তারমতিচার্কসী তনয়া পৃথিবীপতেঃ ॥ ৭৩

পত্ন্যুবাচ ।

অপি স্মরসি রাজেন্দ্র শ্ৰেয়োনিহস্ত যময় ।

প্রোক্তং তে পূর্বচরিতং পাষণ্ডলাপসংশ্রয়ম্ ॥ ৭৪

পুনস্তয়োক্তিস্তজ্জ্জাহ্না সত্যং সত্যবতাং বরঃ ।

কননে স নিরাহারস্ততাজ্জ সৎ কলেবরম্ ॥ ৭৫

ভৃশস্তো বৃকঃ জাতং গহা তং নির্জনে বনে ।

স্মরয়ামাস ভর্তারং পূর্ববৃত্তমনিন্দিতা ॥ ৭৬

ন ত্বং বৃকো মহাভাগ রাজা শতধনুর্ভবান্ ।

শ্চা ভূক্তা ষ্ণ শৃগলোহভূরকং সাম্প্রত্যং গতঃ ॥

পরশর উবাচ ।

স্মারিতেন যদা ত্যক্তস্তেনায়া গৃধ্রতাং গতঃ ।

অবাপ সা পুনঃ সন্য বোধয়ামাস ভাবিনী ॥ ৭৮

নরেন্দ্র যথাতমায়্য হস্তং তে গৃধ্রচেষ্টয়া ।

পাষণ্ডলাপজাতোহয়ং দেবে) বদগৃধ্রতাং গতঃ ॥

ততঃ কাকজমাপন্নং সমনস্তরজ্জয়নি ।

উবাচ তসী ভর্তারমূলভাতাশ্চযোগতঃ ॥ ৮০

অশেষঃ ভূতৃতঃ পূর্বং বশাঃ যস্মৈ বলিং দদুঃ ।

স ত্বং কাকজমাপন্নোজাতে হৃদ্যবলিভুক্তপ্রভেঃ ॥ ৮১

পরশর উবাচ ।

এবমেব চ কাকজং স্মারিতং স প্রত্যতনম্ ।

ততাজ্জ ভূপতিঃ প্রাণান ময়ূরমবাপ চ ॥ ৮২

ময়ূরং তং ততঃ সা বৈ চকারানুগত্য শুভা ।

দৈতৈঃ প্রতিক্ষণং হৃদ্যোক্তপুং তজ্জাতিভোজনৈঃ ॥

ততস্ত জনকে রাজঃ বাজিমেষং মহাক্রতুম্ ।

চকার তস্তাবভূৎ স্বাপয়ামাস তং তদা ॥ ৮৩

সম্নো বরক তবঙ্গী স্মরয়ামাস চাপি তম্ ।

যথাসৌ স্বগণালাদ্যা যোনির্গৃগাহ পাতিবৈ ॥ ৮৫

স্মৃতজন্মক্রমঃ সোহথ ততাজ্জ সৎ কলেবরম্

উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্য কোলাহল পর্বতে গমন করিলেন। রমণীয়রূতি রাজকুমারী, সেখানে শৃগাল-যোনি-প্রাপ্ত ভর্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র ! কুকুর-যোনিতে অবস্থানকালে পূর্বে, পাষাণের সহিত আলাপ-বিষয়ক যে পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা কি স্মরণ করেন ? পরশর কহিলেন,—পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু, পত্নীর নিকট তদৃশ বাক্য শ্রবণ-পূর্বক সমুদায় বুঝিতে পারিলেন এবং অনাহারে সেই কানন মধ্যেই শৃগাল-দেহ পরিভ্রমণ করিলেন। অনন্তর তিনি বৃক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, অনিন্দিতা কালীরাজতনয়া নির্জন অরণ্যে প্রবেশপূর্বক বৃকরূপী ভর্তাকে পূর্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন; মহাভাগ ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক রাজা। আপনি পূর্বে কুকুর, পরে শৃগাল হইয়া জন্মান; এক্ষণে বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন। কালী-রাজ-কহিতা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা বৃকদেহ পরিভ্রমণপূর্বক গৃধ্র হইয়া জন্মিলেন। রাজকুমারী পুনর্বার গৃধ্রের নিকট গিয়া সমুদায় পূর্ববৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন।

কহিলেন, রাজন ! আপনি গৃধ্রের দ্বায় চেষ্টা করিবেন না, আপনি কে, তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। পাষাণ্ডলাপ-জনিত দেবে আপনি গৃধ্র হইয়াছেন; পরে রাজা গৃধ্রশরীর পরিভ্রমণ করিয়া কাক হইলেন। তবী কালীরাজ-কহিতা যোগবলে কাকরূপী ভর্তাকে জানিয়া কহিলেন, প্রভে পূর্বে অশেষ ভূপ বশীভূত হইয়া বাহ্যকে বলি প্রদান করিত, এক্ষণে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক্ত হইলেন। পরশর কহিলেন,—কাকজন্মেও রাজা এই প্রকার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মারিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরে ময়ূর হইয়া জন্মিলেন। ৭০—৮২ তখন কালীরাজ-তনয়া ভর্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া প্রতিক্ষণে ময়ূরজাতির ভক্ষ্য পরম রমণীয় বিবিধ দ্রব্য প্রদান দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদনপূর্বক তাহাকে অনুগত করিতে লাগিলেন, অনন্তর জনক রাজা অথমেই নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে সেই ময়ূরটিকে স্নান করাইলেন। কালীরাজনন্দিনী স্নান করিয়া রাজা কিরূপে কুকুর শৃগাল প্রভৃতির যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ময়ূররূপী রাজাও ত্রয়স পূর্ব পূর্ব

জজ্ঞে চ জনকশ্চৈব পুত্রোহসৌ সুমহাশ্রমঃ ॥ ৮৬  
ততঃ সা পিতরং তস্মৈ বিবাহার্থমচোদয়ং ।  
স চাপি কারয়ামাস পিতা তস্তাঃ শ্রয়ংবরম্ ॥ ৮৭  
শ্রয়ংবরে কৃতে সা তং সপ্তাপুং পতিমাক্রমঃ ।  
বরয়ামাস ভূয়োহপি ভর্তৃভাবেন ভাবিনী ॥ ৮৮  
বভূজে চ তয়া সার্কং স ভোগান্ নৃপনন্দনঃ ।  
পিতর্যুপরতে রাজ্যং বিদেহেহু চকার বৈ ॥ ৮৯  
ইয়াজ যজ্ঞান্ সুবহ্ন দদৌ দানানি চাধিনাম্ ।  
পুত্রাস্থাপাদয়ামাস যুধে চ সহারিভিঃ ॥ ৯০  
রাজ্যং ভুক্ত্ব যথাশ্রায়ং পালয়িত্বা বহুধরাম্ ।  
ততাজ স প্রিয়ান প্রণান সংগ্রামে ধন্যতোনৃপঃ ॥  
ততঃ সাত্ত্বং তং ভূয়ো ভক্তারং সা ত্রৈলোক্যং ।  
অগারুরোহ বিধিবদ্ যথাপূর্বং মুদা সত্যী ॥ ৯১  
ততোহবাপ তয়া সার্কং রাজপুত্র্য স পাথিব্যঃ ।  
ঐশ্বানরীত্য ব লোকানলোকান কামগৃহাংক্ষয়ান্ ।

স্বর্গাক্ষয়ভূমতুলং দাম্পত্যমতিদূর তম্ ।  
প্রাপ্তং পূর্ণফলং প্রাপ্য সংশুক্লিষং তান্বিজোত্তম ॥  
এব পাষণ্ডসন্তানদোষঃ প্রোক্তো ময়া দ্বিজ ।  
তথাস্থমেধবতুখরানমহোজ্যমেব চ ॥ ৯৫  
তয়াং পাথিগুণিঃ পাপৈরালাপস্পর্শনে তাজেৎ ।  
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞান্দো চাপি দৌষিতঃ ॥ ৯৬  
ক্রিয়াহানিগ্ৰহে যজ্ঞ মাসমেকং প্রজায়তে ।  
তস্তাবলে কন্যাং স্বযং পশ্যন্ত মতিমান নরঃ ॥ ৯৭  
কিঃ পুনরেষেক স তাত্ত্র্য ত্রয়ী সর্কায়ান দ্বিজ ।  
পরান্নভোজিভিঃ পাপৈর্দেবদেবিরোধিভিঃ ॥ ৯৮  
পাথিগুণে বিকলশ্রুতান্ বিড়লব্রতকান শটান ।  
হৈতুকান-বক্লুভিঃ বাহ্মাত্রেণাপি ন্যাসয়েৎ ॥  
দরাদপাস্ত্র সস্পর্কঃ সহাস্রাণি চ পাথিভিঃ  
পাথিগুণিহুঁরাচরৈস্তম্ভঃ তান পরিবর্জয়েৎ ॥

জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ  
করিলেন। সেই মহায়া জনক রাজারই পুত্র-  
রূপে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর তসী কানীরাঙ্গ-  
শ্রী পিতাকে বিবাহের আয়োজন করিতে  
বলিলেন। কানীরাঙ্গও কথার নিমিত্ত শ্রয়ংবর-  
সভা করিলেন। যখন শ্রয়ংবরসভা হইল, তখন  
রাজকন্তা, স্বীয় ভক্তাকে সমাগত দেখিয়া  
পূর্বকার ভর্তৃভাবে বরণ করিলেন। জনক রাজার  
পুত্রও কানীরাঙ্গতনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ  
করিতে লাগিলেন। পরে জনক রাজার মৃত্যুর  
পর তিনি বিদেহদেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন।  
তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও যাচক-  
গণকে বহুসংখ্য ধন দান করিতে লাগিলেন।  
কালক্রমে তাঁহার বহু পুত্র জন্মিল; তিনি শত্রু-  
গণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তিনি শ্যামানুসারে  
রাজ্যভোগ ও পৃথিবী পালন করিয়া, ধন্যযুদ্ধে  
প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন। মূলোচনা  
সত্যী রাজকন্তা, আনন্দের সহিত পূর্বের শ্রায়  
পুনর্বীর বিধানানুসারে চিতাশায়ী মৃতপতির  
অঙ্গুগমল করিলেন। ৮০—১২। অনন্তর রাজা  
সেই রাজকন্তার সহিত, ইন্দ্রলোক অতিক্রম-

পূর্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষবলোকে গমন  
করিলেন যে বিজোত্তম। তিনি পরিশুদ্ধ  
হইয়, অতুলনীর অক্ষয় স্বর্গে দুর্গত দাম্পত্য-  
সুখ ও পূর্ণাঙ্কিত সমুদয় পুণ্যের ফল ভোগ  
করেন যে দ্বিজ। এই আনি তোমার  
সমীপে পাষণ্ডের সহিত সন্তানদের দোষও  
অশ্বমেধ যজ্ঞে জ্ঞানের মহোজ্য বলিলাম। অত-  
এব পাষণ্ড পাপাচারাদিগের সহিত আলাপ ব-  
তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে ন। বিশেষতঃ কোন  
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয় ও যজ্ঞে দৌষিত হইবার  
সময় তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ কর; অতীত  
কর্তব্য। যাহার গৃহে এক মাস কাল নিত্য  
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি  
তদৃশ ব্যক্তির দর্শনে শুদ্ধির জন্ত সূচ্য দর্শন  
করিবেন। বিশেষতঃ পরান্নভোজী বেদবিরোধী  
যে সকল পাপাত্মা, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে,  
তাহাদিগকে দর্শন করিলে সূচ্য দর্শন করা অতীত  
কর্তব্য। পাষণ্ড, বিকলশ্রুত, বিড়লব্রতী, শট,  
হৈতুক ও বক্লুভিঃ এই সকল মনুষ্যকে বাক্য-  
মাত্র দ্বারাও অর্চনা করিবে না। সস্পর্কের  
কথা দূরে থাকুক, একত্রে পাপীদিগের সহিত  
অবস্থানও দোষ স্পর্শ, এইজন্য তদৃশ ব্যক্তি-



এতে নম্রাস্তবাক্যাতা দৃষ্ট্যা ত্র্যাক্ষোপষাতকঃ ।  
 যেবাং সন্তুষণং পুসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্ৰুতি ॥১০১  
 এতে পাষাণ্ডিনঃ পাপা ন ত্তোতানালপেদ্বৃধঃ ।  
 পুণ্যং নশ্ৰুতি সন্তুষাদেতেবাং তদ্দিনোত্তরম্ ॥১০২

পুংসাং জটধরণমোণ্ড্যবতাং বৃধৈব  
 মোষাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতানাম্ ।  
 তেয়প্রদানপি ত্রিপিণ্ডবহিঃকৃতানাং  
 সন্তুষণাদপি নরা নরকং প্রয়াতি ॥ ১০  
 ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে  
 অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

গণের সঙ্গ যত্নপূর্বক পরিহার করিবে। নগ্ন  
 কাহাকে কদে, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি-  
 লাম ইহারা শ্রদ্ধা দর্শন করিলে শ্রদ্ধা বিনষ্ট  
 হয় : ইহাদের সহিত সন্তুষণ করিলে এক-  
 দিনের পুণ্য প্রদত্ত হয় এই পাপাঙ্গাদিগের  
 নাম পাষাণ্ড পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের সহিত  
 আলাপ করিবেন ন ইহাদের সহিত সন্তুষণ  
 করিলে সেই দিনের উপার্জিত পুণ্য ক্ষয় হয় ।

নিরর্থকরূপধারী, বিনাকারণে মুণ্ডিতমুণ্ড, দেবা-  
 তিথিপূজা ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্বপ্রকার  
 শৌচহীন, ভগ্ন কিংবা পিতৃপিণ্ডদানে পরাশ্রয়  
 এই সকল ব্যক্তির সন্তুষণমাত্র করিলেও  
 মনুষ্যাগণ নরকে গমন করে। ৯৩—১০৩ ।  
 তৃতীয়াংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥  
 তৃতীয় অংশ সমাপ্ত ।

তৃতীয়াংশ সমাপ্ত

—o—

# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

## চতুর্থাংশঃ ।

### প্রথমোহধ্যায়ঃ

মৈত্রেয় উবাচ

ভগবন স্বনরৈঃ কার্যং সাধুকর্মাণ্যবস্থিতৈঃ ।

তদ্বৎ গুরুপাখ্যাতং নিত্যনৈমিত্তিকাস্থকম্ ॥ ১

বর্ণধর্মাস্তথাখ্যাতা ধর্ম্মা যে চাশ্রমেযু বৈ ।

শ্রোতুমিচ্ছামাহং বংশান্ তাংস্ত্বং প্রকৃতি মে গুরে

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় শক্ৰতাময়মনেকযজ্ঞবীরশূরভূপাল-

লক্কতো ব্রহ্মদির্শ্মানবো বংশঃ

তথা চোচ্যতে

ব্রহ্মাদ্যং যে মনোদর্শনশমহত্ত্বহনি সংস্মরে

তস্ত বংশসমুচ্ছদে ন কদাচিত্তবিস্মৃতি ॥ ৩

প্রথম অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন গুরুদেব !  
সম্মার্গানুসারী মনুষ্যাগণের নিত্য ও নৈমিত্তিক  
যে সকল কন্ম কর্য্য কর্তব্য, আপনি তাহা আমাকে  
বলিয়াছেন। হে গুরো! আপনি আশ্রমসমু-  
হের ও বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মও বলিয়াছেন। এক্ষণে  
আমি বংশ সকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা  
করি, আপনি তাহা বলুন। পরশর কহিলেন,—  
মৈত্রেয়! এক্ষণে মনুর বংশ শ্রবণ কর; নানা  
বক্ষকর্তা বীর শূর ভূপালগণ উৎপন্ন হইয়া এই  
বংশকে, অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই ভূপাল-

তদন্ত বংশানুপূর্ব্বাশেষপাপপ্রক্ষালনার

মৈত্রেয়েতাং শূনু। তদ্বৎ সা সকলজগতামনাদি-

রাদিভূত ঋগ্‌যজুঃসামাদিময়ো ভগবদ্বিষ্ণুময়স্ত

ব্রহ্মণো মুক্তিরূপং হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগ-

বান্ ব্রহ্মা প্রাপ্তভূব ॥ ৪

ব্রহ্মণঃ দক্ষিণাসুষ্ঠজন্মা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ

দক্ষশ্রাপাদিতিরদিতৌবিবদান বিবস্বতে; মনু-

শ্মানোরিক্সাকুনৃগপ্তশর্ঘ্য তিরিষ্যন্ত-প্রাণ্ডনভাগ-

নেদিষ্টকরমশস্যপ্রাণ্যঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥ ৫

গণের আদিপুরুষ ব্রহ্মা। এই প্রকার উক্ত

আছে যে, “যে ব্যক্তি আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে

সমগ্র মনুবংশ প্রতিদিন স্মরণ করে, কখনও

তাহার বংশসমুচ্ছদ হয় না।” হে মৈত্রেয়!

পূর্ব্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ প্রক্ষালনের

জন্ত এই মনুর বংশ যথাক্রমে শ্রবণ কর।

সেই বংশের বিবরণ এই প্রকার:—পূর্ব্ব

সৃষ্টির প্রাকালে ভগবদ্বিষ্ণুময় পরম ব্রহ্মের মুক্তি-

স্বরূপ অনাদি, সকল জগতের আদিভূত, ঋক্-

যজুঃসামময়, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড হইতে

আবির্ভূত হন। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে

দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের

অদিতি নাম্নী কন্যা, অদিতির পুত্র স্বর্ঘ্য। স্বর্ঘ্যের

ইষ্টিক মিত্রাবরণ্যায়নুঃ পুত্রকামচকার ॥ ৬  
তত্রাপহতে হোতুরপচারাদিলা নাম কথ্য বভূব ॥

সেব চ মিত্রাবরণ্যপ্রসাদাঃ সুহৃদ্রো নাম  
মনোঃ পুত্রো মৈত্র্যেয়াসীৎ । পুনশ্চৈবরকোপাঃ  
স্ত্রী সতী সোমহুনৌবৃদ্ধশ্রমসমীপে বভ্রাম ॥ ৮  
সানুরাগচতস্তাবুধঃ পুরুষবসমায়ুজমুং পাদয়ামাস  
জাতে চ তন্নির্মিততেজাতিঃ পরমর্ষিভি-  
রিষ্টিময় ঋত্ময়ো যজুর্ময়ঃ সামময়োঽথর্ষময়ঃ  
সর্বময়ো মনোময়ো জ্ঞানময়ো কিকিঞ্চরো ভগ-  
বান্ যজ্ঞপুরুষপুরুষী সুহৃদ্রস্ত পুংস্তমভিলষতি  
ধ্বাবাদিষ্টঃ ॥ ১০

তং প্রসাদাদিলা পুনরপি সুহৃদ্রোহভবৎ ॥ ১১  
তস্তাপ্যুৎকল-গয়-বিনতসংজ্ঞায়ঃ পুত্রা বভূবুঃ

পুত্র মনুঃ । মনুর যে কয়জন পত্নে হয়, তাঁহা-  
দের নাম ইক্ষাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্বাতি, নরিষাত্ত,  
প্রাণ্ড, নাভাগ, নেদিষ্ট, করুষ, পৃষঙ্গ \* । মনু  
পুত্রোৎপত্তির পূর্বে পুত্রকামনার মিত্রাবরণ  
নামক দেবরয়ের প্রীতির জন্ত যজ্ঞ করেন ।  
মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা, কথ্যাদিভের  
সকল করাত্রে ঐ বৈকলিক যজ্ঞ ইলা নাম্নী  
কথ্য উৎপন্ন হইল । হে মৈত্র্যেয়! মিত্রা বরণ-  
দেবের অনুগ্রহে সেই ইলা নাম্নী মনুর কন্যাই  
সুহৃদ্র নামক হইল । পুনর্বার ঈশ্বরকোপে  
ঐ সুহৃদ্র কথ্য হইয়া, চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রম-  
সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিল । বুধ সেই কথ্যকে  
অনুরক্ত হইয়া তাহাকে পুরুরবা নামক পুত্রকে  
উৎপাদন করিলেন । পুরুরবা জন্মগ্রহণ করিলে  
পর, অমিততেজা পরমর্ষিগণ সুহৃদ্রের পুংস্ত-  
অভিলাষে ঋত্ময়, যজুর্ময়, সামময়, অথর্ষময়,  
সর্বময়, ও মনোময়, ঈশ্বর পরমার্থতঃ অকিকিঞ্চয়,  
ভগবান্ যজ্ঞপুরুষপুরুষী শিবের আরাধনা করিতে  
লাগিলেন । ১—১০ । ভগবানের প্রসাদে ইলা  
পুনর্বার পুরুষ, সুহৃদ্র হইলেন । সেই সুহৃদ্রের

\* কেহ কেহ অর্থ করেন,—ইক্ষাকুপুত্র  
নৃগ, নৃগপুত্র ধৃষ্ট ইত্যাদি।

সুহৃদ্রস্ত স্ত্রীপূর্বকহাং রাজ্যভাগং ন লেভে ॥ ১২

তং পিত্রা তু বসিষ্ঠবচনাং প্রতিষ্ঠানং নাম  
নগরং সুহৃদ্রায় দত্তম্ । তচ্চাসৌ পুরুরবসে  
প্রদাদৎ । পৃষঙ্গস্ত গুরুগোবধাং শূদ্রমগমৎ ॥ ১৩  
করুষাং করুষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ ॥ ১৪  
নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্ত বৈশ্যতমগমৎ ॥ ১৫

তন্মাস্তলন্দনঃ পুত্রোহভবৎ । ভলন্দন-  
বংসপ্রকৃদারকীর্তিঃ বংসপ্রঃ প্রাণ্ডরভবৎ,  
প্রজানি চ প্রাণেশোরেকোহভবৎ ততঃ কনিত্রঃ  
তন্ম্যচ কুপঃ কুপাচ অতিবলপরাক্রোমাহবি-  
বিংশোহভবৎ ততে বিবিংশঃ তন্ম্যচ খনী-  
নেত্রঃ ততঃপতিবিভূতিঃ অতিবিভূতেভূরিবল-  
পরাক্রমঃ করদ্রমঃ পুত্রোহভবৎ তন্ম্যদপ্যবিষ্কি-  
অবিষ্কিরপ্যতিবলঃ পুত্রো মরুস্তোহভবৎ ॥ ১৬

যত্নোবাধ্যাপি শ্রোকো গীয়াতে ।

মরুস্তস্ত যথা যজ্ঞস্তথ কথ্যভবত্ববি  
সর্বং হিরণ্যং যস্ত যজ্ঞবস্ততিশোভনম্ ॥

তিন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও  
বিনত । সুহৃদ্র পূর্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্য-  
ভাগ প্রাপ্ত হইলেন । সুহৃদ্রের পিতা, বসিষ্ঠ-  
বাক্যানুসারে সুহৃদ্রকে প্রতিষ্ঠান নামক নগর  
প্রদান করেন । সুহৃদ্রও ঐ নগর পুরুরবাকে  
দান করিলেন । পৃষঙ্গ গুরুর গোবধ করিয়-  
ছিলেন বলিয়া শূদ্র প্রাপ্ত হইল । করুষ  
হইতে করুষ নামে মহাবল ক্ষত্রিগণ উৎপন্ন  
হন । নেদিষ্টপুত্র নাভাগ বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন  
নাভাগের বৈশ্যপ্রাপ্তির পূর্বে ভলন্দন নামে  
পুত্র হয় । তাঁহার পুত্র উদারকীর্তি বংস-  
প্রীর পুত্র প্রাণ্ড । প্রাণ্ডের প্রজানি নামে  
এক পুত্র হয় । তংপুত্র খনিত্র, তংপুত্র কুপ  
কুপের অবিবিংশনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত  
পুত্র হয় । তাঁহার পুত্র বিবিংশ, তংপুত্র খনিনেত্র  
তংপুত্র অতিবিভূতি, তংপুত্র ভূরিবল পরাক্রান্ত  
করদ্রম, তংপুত্র অবিষ্কি । অবিষ্কিরও অতি  
বলশালী মরুস্ত নামে পুত্র হয় । আত্ম  
পর্যন্ত, মরুস্ত সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় গীত  
হইয়া থাকে, যথা,—মরুস্ত রাজার যে প্রকার

অমলাদিল্লিঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দিজাতয়ঃ ।

মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সদস্তাঃ দিবৌকসঃ ॥ ১৭

মরুস্তঃ ক্রবন্তী নরিতানামানং প্লামবাপ

তম্যাক্ দম্যঃ দমস্ত পুত্রঃ রাজ্যবর্দ্ধনো যজ্ঞে ।

রাজ্যবর্দ্ধনঃ সুধৃতিবৃত্তঃ ততঃ নরঃ তস্মাক্

বেলঃ কেবলান্ বন্ধুমান বন্ধুমতো বেগবান্

বেগবতো বৃধঃ ততঃ তণবিন্দুঃ তস্মাপ্যেকা কস্তা

ইলিবিলা নাম তস্মালম্বা নাম বরাশ্রা

তণবিন্দুঃ ভেদে তস্মামস্ম বিশালো যজ্ঞে

ধঃ পুরীঃ বৈশালীঃ নাম নিশ্যমে হেমচন্দ্রঃ

বিশালস্ত পুত্রোহভবঃ তস্মাক্ হুচন্দ্রঃ তন্তু-

নদে ব্রাহ্মণঃ তস্মাপি সঙ্গায়োহভূতঃ । সঙ্গায়ঃ

সহদেবঃ ততঃ কশাশ্বঃ নাম পুত্রোহভূতঃ ।

সোমদন্তঃ কশাশ্বঃ যজ্ঞে যো দশাশ্বমেধ-

নভহার তংপুত্রঃ জনমেজয়ঃ জনমেজয়া-

সুমতিঃ এত বৈশালক ভূততঃ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকোহপ্যত্র গীযতে

তণবিন্দোঃ প্রসাদেন সর্বে বৈশালকা নৃপাঃ ।

দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্ধ্যবন্তোহতিথাম্বিকাঃ ॥ ১৯

শর্ঘ্যাতোঃ কস্তা মুকস্তা নামাভবঃ । যামুপ-

যেমে চাবনঃ । আনর্তঃ নাম ধাম্বিকঃ শর্ঘ্যাতি-

পুত্রোহভবঃ । আনর্ত্যাপি রেবতো নাম পুত্রো

যজ্ঞে ।

যোহসাবানতবিষয়ং বৃদ্ধে পুরীক্ কুশস্থলী-

মধ্যবাসঃ রেবতস্তাপি রেবতঃ পুত্রঃ ককুদী

নাম ধর্মায়্য। ভ্রাতৃশতজ্যেষ্ঠোহভবঃ । তস্ত চ

রেবতী নাম কস্তা । তামাদায় কস্তয়মহতীতি

ভগবন্তমজ্যযোনিং প্রস্থং ব্রহ্মলোকং জগাম ।

তাবচ্চ ব্রহ্মণোহন্তিকে হাহাহুহুসংস্কাভ্যাং

গন্ধর্ব্বাভ্যামতিতানং নাম দিব্যং গান্ধর্ব্বমগীযত ॥

তাবচ্চ ত্রিমাগপরিবর্ত্তেরনকয়ুগপরিবর্ত্তি

তিষ্ঠন্নপি রেবতকঃ শৃণু মুহুত্তমিবা মেনে ॥ ২১ ॥

যজ্ঞ হর, ভুবনে তাদৃশ যজ্ঞ আর কোথায়

হইয়াছে ? সেই যজ্ঞে সর্কপ্রকার যজ্ঞীয়

বসন্ত সুবর্ণময় ছিল সেই যজ্ঞে, সোম-

এই বিন্দু হন ও দক্ষিণ দ্বারা দ্রাক্ষণ-

এই দ্বারা লাভ করেন এই যজ্ঞে দেবগণ

স্বর্গে পরিবেশন করেন ও সদস্ত হন । চত্ৰ-

বৎ রাজ মরুত, নবিষ্যদ নামে পুত্র লাভ

করেন । তৎপুত্র দম, দমেরও রাজ্যবর্দ্ধন নামে

এক পুত্র জন্মে, রাজ্যবর্দ্ধনের সুধৃতিনামা

পুত্র হয় । তৎপুত্র নর ; তৎপুত্র কেবল ; তৎ-

পুত্র বন্ধুমান ; তৎপুত্র বেগবান । তৎপুত্র বৃধ ;

এতপুত্র তণবিন্দু । তণবিন্দুর পুত্র ইলিবিলা

নামে এক কস্তা জন্মে, পরে অলম্বা নামী

মুগ্ধার সেই তণবিন্দুকে ভজনা করেন ।

তাহার গর্ভে তণবিন্দুর বিশাল নামে এক পুত্র

উৎপন্ন হয় : ই বিশাল, বৈশালী নামে এক

পুরী নিষ্কাশ করেন । বিশালের হেমচন্দ্র নামে

জন্মে । হেমচন্দ্রের পুত্র হুচন্দ্র, তাহার

পুত্র ব্রাহ্মণ । তৎপুত্র সঙ্গয় ; তৎপুত্র সহদেব ;

সহদেবের কশাশ্ব নামা পুত্র হয় । তৎপুত্র সোম-

দন্ত এই সোমদন্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন ।

সোমদন্তের পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র সুমতি :

এই বিশালবংশীয় নরপতিগণ । ইহাদের সম্বন্ধে

এক শ্লোকও গীত হয়,—“তণবিন্দুর প্রসাদে

সকল বিশালবংশীয় নৃপতিগণ, দীর্ঘায়ু, মহাত্মা,

বীর্ধ্যবান ও অতিধাম্বিক ছিলেন : ১১—১৯

শর্ঘ্যতির মুকস্তা নামী এক কস্তা হয় । তাহাকে

চাবন বিবাহ করেন । শর্ঘ্যতির আনর্ত নামে

এক পরমধাম্বিক পুত্র জন্মে । আনর্তেরও

রেবত নামে এক পুত্র হয় । সেই রেবত রাজা

আনর্তের বিষয় ভোগ করেন ও কুশস্থলী নামী

পুরীতে বাস করেন । রেবতেরও রেবত ককুদী-

নামা অতি ধর্মায়্য এক পুত্র ছিলেন এবং তিনি

একশত রেবতপুত্রের মধ্যে সর্কজ্যেষ্ঠ ছিলেন ।

তাহার রেবতী নামে এক কস্তা হয় । রেবত

ককুদী, “এই কস্তা, কাহার উপবৃত্ত” এই কথা

ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মা-

লোকে গমন করেন । সেই সময় ব্রহ্মলোকে

হাहा ও হুহু নামে গন্ধর্ব্বদল অতিতানযোগে গান

করিতেছিলেন । তখন যজ্ঞ, মধ্যম, গান্ধারাদ

স্বর পরিবর্তনে, অতি মনোহর সেই গান শ্রবণ

করিতে করিতে রাজা অনেক যুগের পরিবর্তন

গীতাবসানে ভগবন্তমঙ্গ্যোনিং প্রণম্য  
রৈবতকঃ কথ্যযোগ্যং বরমপৃচ্ছং । তৎকাল  
ভগবান্ কথয় যোহভিমতস্তে বর ইতি । পুনঃ  
প্রণম্য ভগবতে যথাভিমতান্ আশ্রমঃ স বরান  
কথয়ামাস ক এষাং ভগবতোহভিমতঃ কস্মৈ  
কথ্যমিমাং প্রার্থয়ামীতি । ততঃ কিঞ্চিদবনত-  
শিরাঃ সম্মিতো ভগবান্ভ্রযোনিরাহ ॥ ২২ ॥

যে এতে ভবতোহভিমতঃ নৈতেষাং সাশ্র-  
তমপত্যাপত্য সন্ততিরপ্যবনীতলেহস্তি । বহুনি  
হি তত্রৈতৎসাক্ষরং শৃণ্বৎচতুর্যুগাশ্চতীতানি ।  
সাপ্রত্যং ভূতলেহস্তাবিংশতিতমস্ত মনোচতু-  
র্যুগমতীতপ্রায়ম্ । আসন্নো হি তংকলিঃ অগ্ন্যৈ  
কথ্যারম্ভমিদং ভবতৈকাকিনি । দেয়ম্ ॥ ২৩

পর্যন্ত অবস্থান করিয়াও বোধ করিলেন, যেন  
এক মুহূর্তকাল তিনি গান শ্রবণ করিতেছেন ।  
পরে গীত সমাপ্ত হইলে, রৈবতকরাজ, ভগবান্  
ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কথার উপযুক্ত বরের  
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন ভগবান্  
তঁাহাকে বলিলেন যে, “তোমার কোন বর অভি-  
মত, তাহা বল ।” তখন রৈবতক রাজা পুনর্বার  
ভগবান্ অঙ্গ্যোনিকে প্রণাম করিয়া আপনার  
অভিমত বর সকলের নাম করত কহিলেন,  
ইহাদের মধ্যে কোন বর আপনার অভিমত,  
কাহাকে আমি এই কথ্য প্রদান করিব ? তখন  
ভগবান্ ব্রহ্মা মস্তক স্পর্শে অবনত করিয়া, হাশ্চ-  
পূর্বক কহিলেন, যে সকল তোমার অভিমত  
বরের কথা বলিলে, অবনীতলে, এক্ষণে ইহাদের  
পুত্রপৌত্রাদির পুত্রাদিও বর্তমান নাই, কারণ  
তোমার এই স্থলে গীতশ্রবণের মধ্যে বহু যুগ  
সকল অতীত হইয়াছে । এক্ষণে ভূতলে অষ্টা-  
বিংশতিতম, মনুর্ষ অধিকারের চতুর্যুগ গতপ্রায়  
এবং চতুর্থ কলিযুগও আসন্ন, এক্ষণে তুমি  
একাকী \* অগ্নি কোন বরকে কথ্যারম্ভ প্রদান

\* তোমার সদৃশ অগ্নি কোন পুরুষ এক্ষণে  
বর্তমান নাই ; সুতরাং তুমি একাকী ( সজাতীয়  
দ্বিতীয় শৃঙ্গ ) ।

ভবতোহপি মিত্র-মিত্রি-ভৃত্য-কলত্র-বন্ধু-বল-  
কোষাদয়ঃ সমস্তাঃ কালেনৈতেনাত্যন্তমতীতাঃ ॥ ২৪

পুনরপ্যুৎপন্নসাক্ষসঃ স রাজা ভগবন্তং  
প্রণম্য পপ্রচ্ছ, ভগবান্ এবমবস্থিতে মমেষ্যং  
কস্মৈ দেয়েতি । ততঃ স ভগবান্ কিঞ্চিদবনত-  
কন্ধরং কৃতাজ্জলিভৃতং সপ্তলোক গুরুরক্ত-  
যোনিরাহ ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ন হাদিমধ্যান্তমজস্ত যন্ত

বিনো বয়ং সর্বগতস্ত ধাতুঃ ।

ন চ স্রুপং ন পরং স্বভাবং

ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্ত ॥ ২৬

কলামুহূর্তাদিময়ং কালে

ন যদিভূতে পরিণামহেতুঃ ।

অজ্ঞম্নানশস্ত সমস্তমুত্তে-

ব্রনামরূপস্ত সনাতনস্ত ॥ ২৭

কর । এইকালের মধ্যে তোমার মিত্রী, মিত্র,  
ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্য ও কোষাদি অত্যন্ত  
অতীত হইয়াছে । ২০—২৪ । তখন রৈবতক  
ভয় সহকারে ভগবান্কে প্রণাম করিয়া  
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন ! এইরূপ অবস্থায়  
আমার কন্যা কাহাকে প্রদান করা যায় ?  
অনন্তর ভগবান্ সপ্তলোকগুরু পদযোনি  
ব্রহ্মা, অবনতকন্ধর কৃতাজ্জলি রাজাকে কহিলেন  
জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য বা অন্ত  
অমরা কিছুই জানি না ; যিনি সর্বগত  
ও ধাতা ; যে পরমেশ্বরের স্বরূপ পর, স্বভাব  
বলের বিষয়ও আমরা জানি না ; কলামুহূর্তের  
কালও যাহার বিভূতির পরিমাণের কারণ নয় ;  
যাহার জন্ম বা নাশ নাই ; যিনি সনাতন ও সর্ব  
স্বরূপ ও বাহাকে নাম দ্বারা নির্দেশ করিতে

ইহার তাৎপর্য এই—মনুষ্যাদির বিভূতি  
কালক্রমে হুলাইয়া যায় ; কারণ, তাহা অনিত্য  
কিন্তু ভগবানের বিভূতি নিত্য, চিরকালই তা  
সমভাবেই রহিয়াছে ; কাল তাহার পরিম  
করিতে সমর্থ হয় না ।

যন্ত প্রসাদাদহমচ্যুতঃ  
 ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোত্তকরী ।  
 ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো  
 বশ্যাস্ত মধ্যো পুরুষঃ পরম্যঃ ॥ ২৮  
 মদ্রপমাহ্বায় স্বজত্যজো যঃ  
 স্থিতৌ চ যোহসৌ পুরুষস্বরূপী ।  
 রুদ্রস্বরূপেণ চ যোহস্তি বিশ্বং  
 ধন্তে তথানন্তবপুঃ সমন্তম্ ॥ ২৯  
 শক্রাদিরূপী পরিপাতি বিশ্ব-  
 মকেন্দ্ররূপঃ তমো হিনস্তি ।  
 পাকায় যোহগ্নিত্বমুপেত্য লোকান  
 বিভর্তি পৃথিবীপূর্ববায়ুস্বা ॥ ৩০  
 চেষ্টাং করোতি শ্বসনস্বরূপী  
 লোকস্ত তপ্তিক জলস্বরূপী ।  
 দদাতি বিশ্বস্থিতিসংস্থিতস্ত  
 • সর্বাংবকাশঞ্চ নভঃস্বরূপী ॥ ৩১  
 যঃ স্বজ্যতে সগর্ভদাত্ত্বেনৈব  
 যঃ পাল্যতে পালয়িতা চ দেবঃ ।

পারা যায় না ; বাহার অহুগ্রহে আমি প্রজাগণের  
 সৃষ্টিকর্তা হইয়াছি ; বাহার ক্রোধময় রুদ্র,  
 জগতের অন্তকর্তা ও স্থিতিকালে পুরুষস্বরূপ,  
 যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের  
 স্থিতিকর্তা ; যিনি জমহীন হইয়াও মন্ত্ররূপ  
 গ্রহণ করত সৃষ্টি করিয়াছেন ; যিনি স্থিতি  
 কালে স্বয়ং পুরুষবিশ্বরূপী ; যিনি রুদ্র-  
 স্বরূপে এই জগতের প্রলয় করেন এবং  
 যিনি অনন্ত শরীর ধারণ করিয়া এই সমস্ত  
 জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ; যিনি  
 ইন্দ্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন ; যিনি  
 হৃদ্য চন্দ্ররূপে অন্ধকার বিনষ্ট করেন ; পৃথিবী-  
 স্বরূপী যেন্তগবান্ পাকের জন্ত অগ্নিরূপ ধারণ  
 করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও  
 যিনি অব্যায়স্বা ; যিনি শ্বাসস্বরূপে জীবগণের  
 চেষ্টা করিতেছেন ; যিনি জলরূপে লোকসমূহের  
 তপ্তি করিতেছেন ; বিশ্বের স্থিতির জন্ত যিনি,  
 আকাশরূপে অবস্থিত করত সকলের অবকাশ  
 প্রদান করিতেছেন ; যিনি সৃষ্টিকর্ত্বরূপে আপ-

বিশ্বাশ্বানঃসংস্থিত্যভেত্তকরী  
 পৃথুং যন্তান্ত চ যোহব্যায়স্বা ॥ ৩২  
 যস্মিন্ জগদ যো জগদেতদাদ্যো  
 বশ্যপ্রিতোহস্মিন্ জগতি স্বয়ম্ভুঃ ।  
 স সর্বভূতপ্রভবে ধরিত্র্যাং  
 স্বাংশেন বিশ্বমৃপতেবতীর্ণঃ ॥ ৩৩  
 কুশস্থলী যা তব ভূপ রম্যঃ  
 পুরী পুরাভূদমরাবতীর ।  
 সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্র চান্তে  
 সকেশবাংশো বলদেবনাম ॥ ৩৪  
 তস্মৈ তমোনাং তনয়াং নরেন্দ্র  
 প্রযচ্ছ মায়ামতুজায় জায়াম্  
 শ্লাঘ্যো বরোহসৌ তনয়া তবৈয়ং  
 স্ত্রীরত্নভূতা সদৃশো হি যোগঃ ॥ ৩৫  
 পরাশর উবাচ  
 হসৌ কমলোত্তবেন  
 ভুবং সমাসাদ্য পতিঃ প্রজানম্ ।

নাকেই আপনি স্বজন করিতেছেন ; যিনি  
 আপনা দ্বারা পালিত, অথচ স্বয়ং প্রতিপালক ;  
 যিনি বিশ্বসংসারের অন্তকরী হইয়াও স্বয়ং  
 সংগৃহীত হইতেছেন ; বাহা হইতে পৃথক পদার্থ  
 আর কিছুই নাই ও যিনি অব্যায়স্বা ; বাহাতে  
 জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগৎ স্বরূপ, আবার  
 এই জগতেই যিনি আশ্রিত, অথচ যিনি স্বয়ম্ভু ;  
 হে নৃপতে ! যিনি সকলের কারণ ; যিনি স্বকীয়  
 অংশে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; হে  
 ভূপ ! প্রকালে তোমার যে অমরাবতীতুল্য  
 রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরী ছিল, সেই পুরী  
 এক্ষণে দ্বারকা নামে পুরী হইয়াছে, সেই পরীতে  
 সেই ভগবান্ বিশ্ব স্বকীয় অংশে বলদেব নাম  
 গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন । ২৫—৩৪ ।  
 হে নরেন্দ্র ! সেই মায়ামতুজ ভগবান্ বল-  
 দেবকে তোমার এই কণ্ঠ্যকে পত্নীরূপে প্রদান  
 কর । এই বলদেব, জগতে শাস্বতম, তোমার  
 এই তনয়াও স্ত্রীরত্নভূতা ; অতএব ইহাঁদের  
 পরস্পর যোগ সদৃশ। তাহার সন্দেহ নাই ।  
 পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা

দদর্শ হৃদয়ান পুরুষানশেষান  
 অলৌকিকঃ স্বরূপৈকবীৰ্য্যধান ॥ ৩৬  
 কৃশশূলীং তপা পুরীমুপেতা  
 দৃষ্টোত্তরুপাং প্রদদৌ স কৃত্যম্ ।  
 সৌরধ্বজায় কটিকচলাভ-  
 বক্ষঃস্থলানাতুলবীৰ্য্যবৈন্দ্যঃ ॥ ৩৭  
 উচুপ্রমাণমতি তামবেক্ষ্য  
 স্নানান্নাগ্রেণ স তলকেতুঃ ।  
 বিনাময়ামাস ততঃ স সাপি  
 বভূব সন্দো বনিতা যথাশ্রা ॥ ৩৮  
 তাং রেবতীং রেবতভূপকন্যাং  
 সৌরধ্বজোহসৌ বিধিনোপযমে ।  
 দদ্ধা চ কন্যাং স নৃপো জগাম  
 হিমচলং বৈ তপসে ধৃতাত্মা ॥ ৩৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোৎশে রাজবংশ-  
 বর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বলিলে পর রাজা রেবতক পৃথিবীতে উপস্থিত  
 হইয়া দেখিলেন, সকল পুরুষই হৃদয় অলৌকিক,  
 অল্পবীৰ্য্য ও হীনবিরেক হইয়াছে তখন  
 অতুলবী নরেন্দ্র আপনার পুত্রী কৃশশূলীকে  
 অগ্ন প্রকার দেখিলেন : অনন্তর সেখানে বল-  
 দেবকে স্বকীয় কন্যা প্রদান করিলেন ভগবান  
 বলদেবের বক্ষঃস্থল কটিক পর্বতের ন্যায় শুভ্র-  
 বর্ণ ছিল ভগবান বলদেব সেই রেবতীকে  
 হৃদি লীলাবয়ব দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্র দ্বারা  
 ইহাকে নমস্কার করিলেন : তখন রেবতীও  
 তৎকালীন অগ্ন বনিতার ন্যায় স্বকীকার  
 হইলেন বলদেব । সেই রেবতীকে  
 রেবতীকঃ যথাবিধানে বিবাহ করিলে, অনন্তর  
 ধীরপত্নীর রেবতক বাজাও , কন্যাপ্রদানান্তে  
 তপস্ব করিবার জন্ত হিমালয়ে গমন  
 করিলেন । ৩৫—৩৯

চতুর্থোৎশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যাযচ্চ ব্রহ্মলোকাং ককুদৌ রেবতো নামা-  
 ভোতি তাবৎ পুণ্যজনসংজ্ঞা রাক্ষসঃ তামস্তু  
 পুরীং কৃশশূলীং জয়ঃ ॥ ১

তাবচ্চাস্ত ভ্রাতৃশতং পুণ্যজনত্রাসাং দিশে-  
 ভেজে । তদধরাঃ কলিত্রিয়াঃ সর্বদিগ্ভ্যু অভবন্ ।  
 রষ্ট্রশ্রাপি ধাষ্টুকং ক্ষত্রং সমভবৎ । নভাগ  
 শ্রাস্ত্রজে । নভাগঃ তস্তানপর্যোহনরাযশ্রাপি-  
 বিরূপোহভবৎ । বিরূপাং পৃষদন্থো জজ্ঞে  
 ততঃ রথীতরঃ । তত্রায় শ্লোকঃ ।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুত্রশাস্ত্রিরসঃ স্মৃতাঃ  
 রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২

সুবতঃ মনোরিক্কাবৃণতঃ পুত্রো জজ্ঞে  
 তস্ত পুত্রশতপ্রবরা বিকৃষ্ণিনিমিদ্গুপ্তাঙ্গন  
 পুত্রাঃ শকুনিপ্রমুখাঃ পঞ্চাশৎ পুত্রাঃ উত্তরপথ-

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন—যে কালের মধ্যে ককুদৌ  
 রেবত ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন,  
 তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামধেয় রাক্ষসগণ তাঁহা-  
 সেই কৃশশূলী নামী পুরী ধ্বংস করে । সেই  
 সময় রেবত রাজার একশত ভ্রাতা পুণ্যজন-  
 সংস্কক রাক্ষসগণের ভয়ে দিগ্বিভিক্তি পলায়ন  
 করিল । সেই ভ্রাতৃশতের বংশে উৎপন্ন ক্ষত্রি-  
 গণ সকল দিকেই অধস্থিতি করেন । ঋষ্টেব  
 বংশীয়েরা ধাষ্টুক নামে অভিহিত হন । নভাগের  
 পুত্র নভাগ, তৎপুত্র অপরীষ, অনরীষের বিদ্য  
 নামে পুত্র হয় । বিরূপের পুত্র পৃষদন্থ  
 তাঁহার পুত্র রথীতর । সেই রথীতরের সন্তান  
 একটা শ্লোক গীত হয় যে, “এই রথীতরের  
 বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়, অথচ অস্মিরস বলিৎ  
 তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়  
 ইচ্ছাবার সময় নভুর প্রাণেল্লিয় হইতে ইক্ষার  
 নামে পুত্র উৎপন্ন হয় । তাঁহার একশত পুত্রের  
 মধ্যে বিকৃষ্ণি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র  
 প্রেষ্ঠ । শকুনি-প্রমুখ তাঁহার পঞ্চাশৎ পুত্র

রক্ষিতারো বভূবুঃ । চত্বারিংশদষ্টৌ চ দক্ষিণা-  
পথে ভূপালাঃ ॥ ৩

স চ ইক্ষাকুরষ্টকায়াম্ পাদ্য প্রাক্কাইমাংস-  
মানয়েতি বিকৃক্ষিমাঙ্গাপয়ামাস ॥ ৫

স তথোঁত গৃহীতাজ্জো বনমভ্যেত্যানেকান্  
মৃগান্ হত্বা অতিশ্রান্তোহতিক্ৰুং পরীতো বিকৃ-  
ক্ষিরেকং শশমভক্ষয়ং শেষক মাংসমানীয় পিত্রে  
নিবেদয়ামাস । ইক্ষাকুণাশি ইক্ষাকুকুলাচাৰ্য্য-  
স্তং প্রোক্ষণায় বসিষ্ঠঃ প্রচোদিতঃ প্রাহ অল-  
মনেনামেধ্যোনিমিষেণ । ত্রাসান্নানেন তে পুত্রৈণ  
এতমাংসমুপহতং যতোহনেন শশকো ভক্ষিতঃ ।  
ততঃ চাসৌ বিকৃক্ষিঃ গুরুণৈবমুক্তঃ শশাদসংজ্ঞা-  
মবাপ পিত্রাপি চ পরিতাক্তঃ । পিতব্যুপগতে  
চ খিলামেতাং পৃথীং ধৰ্মতঃ শশাস : শশাদস্ত  
চ পরঞ্জয়ো নাম পুত্রৌহভবং ॥ ৬ •

উক্তবাপথে রাজা হন, অপর আটচল্লিশজন পুত্র  
দক্ষিণাপথে রাজা হন । সেই রাজা ইক্ষাকু,  
বিকৃক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস অষ্টকা-  
শাকোপলক্ষে তাঁহারকে আজ্ঞা করিলেন, “তুমি  
শাকোচিত মাংস আনয়ন কর ।” বিকৃক্ষি,  
“যে আজ্ঞা” এই বলিয়া, বনগমনপূর্বক অনেক  
মৃগ হননান্তে, অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধাপীড়িত  
হইলেন । তখন তিনি, সেই সমাহৃত মৃত  
পশুগণের মধ্য হইতে একটা শশক ভক্ষণ  
করিলেন ও ভক্ষণান্তে অপর মাংস সকল  
আনয়ন করত পিতাকে প্রদান করিলেন ।  
অনন্তর রাজা ইক্ষাকু, ইক্ষাকু-কুলধুরোহিত  
বশিষ্ঠকে সেই মাংস সকল ধুইতে বলিলেন ।  
তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, এই অপবিত্র মাংসে  
কি প্রয়োজন ? তোমার এই দুঃস্বাদ পুত্র, মাংস  
সকল নষ্ট করিয়াছে ; কারণ, এই পুত্র ইহার  
মধ্য হইতে একটা শশক ভক্ষণ করিয়াছে ।  
গুরু এইকথা বলিলে, বিকৃক্ষি তখন শশাদ নামে  
বিখ্যাত হইলেন ও তাঁহার পিতা কটুক পরি-  
তাক্ত হইলেন । পরে ইক্ষাকু মৃত হইলে,  
শশাদ এই অখিল পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে শাসন  
করিতে লাগিলেন । শশাদের পরঞ্জয় নামে

ইদকাজ্জং, পুত্রা হি ত্রেতায়াং দৈবাসুর-  
যতীৰ্ণ ভীষণং যুদ্ধমাসীং । তত্র চাতিবলিভি-  
রহুরৈরমরাঃ পরাজিতাঃ ভগবন্তং বিষ্ণুমারা-  
ধয়াক্কুঃ । অসন্নং দেবানামনাদিনিনঃ সকল-  
জগৎপরায়ণো নারায়ণঃ প্রাহ জ্ঞাতমেব ময়া  
যুগ্মাভির্ঘদন্তিলিখিতং, তদর্থমিদং শ্রুতাম্ ॥ ৮

পরঞ্জয়ো হি নাম শশাদস্ত চ রাজর্ষেস্তনয়ঃ  
ক্ষত্রিয়বধ্যঃ । তচ্ছরীরেহমংশেন স্বয়মেবাব-  
তীর্ধ্য তন্ অশেষানসুরান্ নিহনিষ্যামি, তত্ত্ববন্তিঃ  
পরঞ্জয়োহসুরবধার্থায় ইহ কার্য্যোদ্যোগঃ কার্য্য  
ইতি । এতং শ্রুত্বা প্রণম্য ভগবন্তং বিষ্ণুমরাঃ  
পরঞ্জয়সকাশমাজঘুঃ ॥ ৯

উচুঃশ্চেনং ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়বধ্য ! অস্মা-  
ভিরভ্যর্থিনে ভবত অস্মাকমরাতিবধোদ্যাতনাং  
সাহায্যকং কৃতমিচ্ছামঃ ॥ ১০

তত্ত্ববতা অস্মাকমতাগতানাং প্রণয়ভঙ্গে ন  
কার্য্যঃ । ইতুতঃ পরঞ্জয়ঃ প্রাহ সকলত্রৈলোক্য-

পুত্র হয় । আর ইহাও শুনা যায় যে, পূর্বকালে  
ত্রেতাযুগে দেবতা অসুরগণের পরস্পর অতি  
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় । পরে অতিবল অসুরগণ,  
দেবগণকে পরাজয় করিলে, দেবগণ ভগবান্  
বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন । অনন্তর  
অনাदि-নিধন সকল জগতের গতি ভগবান্  
নারায়ণ দেবগণের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,  
তোমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আমি  
জানিয়াছি ; এক্ষণে তোমাদের অভিলাষ কিসে  
নিষ্পন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।  
শশাদ নামক রাজর্ষির পরঞ্জয় নামে এক ক্ষত্রিয়-  
শ্রেষ্ঠ পুত্র আছে । আমি তাহার শরীরে স্বীয়  
অংশে অবতীর্ণ হইয়া সকল অসুরগণকে বিনষ্ট  
করিব । এই কারণে তোমরা অসুরবধের জন্ত,  
পরঞ্জয়কে কার্য্যোদ্যোগী কর । দেবগণ এই  
কথা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করত  
পরঞ্জয় নিকটে আগমন করিলেন । ১—৯ ।  
দেবগণ আগমন করিয়া পরঞ্জয়কে কহিলেন,  
হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! আমরা তোমার নিকট  
অভ্যর্থনা করিতেছি যে, আমরা অরাতিবধে



নাথো যোঃসং যুগ্মাকমিল্লঃ শতক্রতুরস্ত যদাহং  
স্কন্ধমারুটো যুগ্মদরাতিভিঃ সহ যোঃসে তদাহং  
ভবতাং সহায়ঃ । ইত্যাকর্ণ্য সমস্তদেবৈরিল্লেশ চ  
বার্হমিত্যেবমধীপ্সিতম্ ॥ ১১

ততঃ শতক্রতোর্বৃষভরূপধারিণঃ ককুংস্থো  
হর্ষসমধিতো ভগবতঃচরাচরগুরোরচ্যুতস্ত তেজসা-  
প্যায়িতো দেবাসুরসংগ্রামে সমস্তানুব অসুরান্  
নিজবান । যতঃ বৃষভককুংস্থেন রাজ্ঞা নিহৃদিত-  
মসুরবলম ততঃসৌ ককুংস্থ-সংজ্ঞামবাপ ॥ ১২

ককুংস্থস্তাপ্যেননাঃ পুত্রোহভূৎ । অনেনসঃ  
পৃথুঃ পৃথোর্কিংশগঃ তস্ত চার্দেহভূদার্দস্ত যুব-  
নাথঃ তস্ত শ্রাবস্তঃ যঃ শ্রাবস্তীং পুরীং নিবেশয়া-  
মাস । শ্রাবস্তস্ত বৃহদশ্রাপি কুবলয়াথঃ যো-  
হসাবুতস্ত মহর্ষেরপকারিণঃ ধুক্কুনামানমসুরং  
বৈকবেন তেজসাপ্যায়িতঃ পুত্রসহস্রৈরেক-

প্রবৃত্ত, তুমি আমাদের সহায়তা করিও । এই  
কারণ আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি  
আমাদের প্রণয়ভঙ্গ করিও না । দেবগণ এই  
কথা বলিলে, পরজয় कहিলেন, এই সকল  
ত্রৈলোক্যের অধিপতি শতক্রতু, যিনি তোমাদের  
ইন্দ্র, ইহার স্কন্ধে আরোহণপূর্বক আমি যদি  
শত্ৰুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, তাহা  
হইলে আমি তোমাদের সহায়, নচেৎ নহি । এই  
কথা শ্রবণ করিয়া, সকল দেবগণ ও ইন্দ্র “আচ্চা,  
তাহাই হইবে” ইহা স্বীকার করিলেন । অতন্তর  
দেবাসুর সংগ্রামে বৃষভরূপধারী ইন্দ্রের ককুং  
(স্কন্ধ) প্রদেশে অবস্থিত, হর্ষসমধিত, রাজা  
পরজয়, চরাচরগুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজঃ-  
প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া, সমস্ত অসুরগণকে হনন  
করিলেন । যে কারণে রাজা, বৃষভরূপী ইন্দ্রের  
ককুংপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া, অসুরদলকে  
দগ্ধিত করেন, সে কারণে তাঁহার নাম ককুংস্থ  
হইল । ককুংস্থের অনেনা নামে পুত্র হয়,  
তংপুত্র পৃথু । তংপুত্র বিংশগ । তাঁহার পুত্র  
আর্দ্র । আর্দ্রের পুত্র যুবনাথ, যুবনাথের পুত্র  
শ্রাবস্ত । এই শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তী নামে পুরী  
স্থাপনা করেন । শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্র, তাঁহার

বিংশতিভিঃ পরিবৃত্তো জঘান ধুক্কুমারসংজ্ঞা-  
মবাপ । তস্ত চ সমস্তা এব পুত্রা ধুক্কুমুখনিঃখাসা-  
গ্নিনা বিপুষ্টা বিনেভঃ ॥ ১৩

দৃঢ়াশ্ব-চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বাস্ত্রয়ঃ কেবলমবশে-  
ষিতাঃ । দৃঢ়াশ্বাঃ বার্ষাথঃ তস্মাৎনিকুন্তঃ নিকুন্তাঃ  
সংহতাশ্বঃ ততঃ কৃশাশ্বঃ তস্মাৎ প্রসেনজিঃ  
ততো যুবনাথোহভবৎ । তস্ত চাপুত্রজাতি-  
নির্ধেদাং মুনীনামাশ্রমমণ্ডলে নিবসতঃ কৃপাপু-  
তিশ্চৈশ্বনিভিরপত্যোঃপাদনায় হৃষ্টিঃ কৃত্য  
তস্তাঞ্চ মধ্যরাত্রে নিবৃত্তয়াং মন্ত্রপূতজলপূর্ণকলসং  
বেদিমধ্যে নিবেশ্য তে মুনয়ঃ স্রবপুঃ ॥ ১৪

তেষু চ স্রুগেণ অতীব তৃপ্তপরীতঃ স ভূপাল-  
স্তমাশ্রমং বিবেশ স্রুগাং তানবীন নৈবে-  
থাপয়ামাস ॥ ১৫

তচ্চ কলসজলমপরিমেয়মাহায়াং মন্ত্রপূতঃ  
পাপো । প্রবুদ্ধাশ্চ ধ্বজঃ পপ্রকুঃ কেনৈত্তমজ-

পুত্র কুবলয়াথঃ । এই কুবলয়াথ, একবিংশতি  
সহস্র পুত্রে পরিবৃত্ত হইয়া, বৈকব তেজঃপ্রভাবে  
পরিপুষ্টতা লাভ করত উত্তম নামক মহাবীর  
অপকারী ধুক্কু নামক অসুরকে বিনাশ করেন  
এইজন্ত ইনি ধুক্কুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন । এই  
কুবলয়াথের সকল পুত্রই ধুক্কু নামক অসুরের  
মুখ নিখাস-সজ্জত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয় ।  
কেবল তাহার মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব এ কপিলাশ্ব  
নামে তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে । দৃঢ়াশ্বের পুত্র  
বার্ষাথ, তংপুত্র নিকুন্ত, নিকুন্তের পুত্র সংহতাশ্ব  
তংপুত্র কৃশাশ্ব, তংপুত্র প্রসেনজিঃ, তংপুত্র  
যুবনাথ । যুবনাথ অপুত্র-নিবন্ধন অতি নির্ধেদ  
প্রাপ্ত হইয়া, মুনিগণের আশ্রমে বাস করিলে  
কালক্রমে মুনিগণ কৃপা-পরবশ হইয়া, যুবনাথের  
পুত্রোৎপাদনের জন্ত যজ্ঞ করিলেন । সেই যজ্ঞ  
মধ্যরাত্রে নিবৃত্ত হইলে, মুনিগণ, মন্ত্রপূত জল-  
কলস বেদি মধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন । অনন্তর  
ঋষিগণ নিদ্রিত হইলে রাজা যুবনাথ, অতিশয়  
তৃষ্ণাক্রান্ত হইয়া, সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন  
কিন্তু মুনিগণকে আর উঠাইলেন না । রাজা  
সেই অপরিমেয়-মাহাত্ম্য মন্ত্রপূত বারি পান

পুত্রং বারি পীতম্ ? অত্র হি পীতে রাজ্ঞোহস্ত  
যুবনাশ্চ পত্নী মহাবলপীরাক্রমঃ পুত্রং জনয়ি-  
ষ্যতি । ইত্যাকর্ণ্য স রাজা অজানতা ময়া  
পীতমিত্যহ ॥ ১৫

গর্ভঃ যুবনাশ্বোদরেহভবৎ । ক্রমেণ চ  
বরষে । প্রাপ্তসময়ঃ দক্ষিণঃ কৃষ্ণিমবনীপতে-  
র্নির্ভিদ্য নিঃস্রবাসো ন চাসৌ রাজা গমার ॥ ১৬

জাতো নানৈষ কং ধাত্ততীতি তে মনয়ঃ  
প্রোচুঃ ॥ ১৭

অথাগন্ত্য দেবরাড়রবীং মাময়ং ধাত্ততীতি ।  
ততো মাক্ষাতা নামতোহভবৎ । বন্ধ্রে চাস্ত  
প্রদেশিনী দেবরাজেন গ্রাস্তা । তাং পপৌ  
তাক্ষমৃতশ্রাবণীমাসাদ্য পীত্বা চাক্ষেব ব্যব-  
ধ্তত । স তু মাক্ষাতা চক্রবর্তী সপ্তদ্বীপাং মহীং  
বুভুজে । ভবতি চাত্র শ্লোকঃ ।

করিলেন । অনন্তর ঋষিগণ জাগরিত হইয়া,  
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এই মন্ত্রপূত বারি পান  
করিল ? এই জল পান করিলে, যুবনাশ-পত্নী  
মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, “এই জল  
তাহার জন্ত ছিল ।” রাজা এই কথা শুনিয়া  
বলিলেন, “না জানিয়া আমি এই জল পান  
করিয়াছি ।” তখন যুবনাশেরই গর্ভ হইল ও  
কালক্রমে গর্ভ বদ্ধিত হইতে লাগিল । অনন্তর  
ঋতসময়ে নৃপতির দক্ষিণ কৃষ্ণি ভেদ করিয়া  
বালক নিষ্ক্রান্ত হইল ; কিন্তু রাজা মরিলেন না ।  
তখন মুনিগণ বলিলেন, এই জাত বালক, কাহার  
সুতাদি পান করিয়া জীবিত থাকিবে? অনন্তর  
দেবরাজ ইন্দ্র, আগমনপূর্বক কহিলেন, এই  
বালক আমাকে ধারণ করিবে ( অর্থাৎ আমার  
সাহায্যে জীবিত থাকিবে ) এই কারণে এই  
কুমারের মাক্ষাতা নাম হইল । অনন্তর দেবরাজ  
ইন্দ্র, ঐ বালকের মুখে প্রদেশিনী অঙ্গুলি বিত্বাস  
করিলেন । বালক ঐ অঙ্গুলিই চুষিতে লাগিল  
সেই অমৃতশ্রাবণী অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া বালক  
একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল । ঐ বালক  
মাক্ষাতা, কালে চক্রবর্তী ভূপাল হইয়া, সপ্তদ্বীপা  
পৃথিবী ভোগ করেন । এই মাক্ষাতা সম্বন্ধে

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্য যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ।  
সর্বং তদ্যোবনাশ্চ মাক্ষাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ১৮  
মাক্ষাতা চ শশবিন্দুহিতরং বিন্দুমতী-  
মূপযেমেপুরুকুংসম্ অশ্বরীষং মুচুকুন্দক তস্তাম-  
পত্যত্রয়মুংপাদয়ামাস । পঞ্চাশচ্চ দুহিতরস্তস্মৈ  
নৃপতের্বভূবুঃ । বহু চ সৌভরির্নাম ঋষি-  
রন্তর্জলে দ্বাদশাঙ্গং কালমুবাস ॥ ১৯

তত্র চান্তর্জলে সংগদনামাতিবহুপ্রজোহতি-  
প্রমানে মীনাদিপিতিরাসীং । তস্ত পুত্রপৌত্র-  
দৌহিত্রাঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতোঃ বক্ষঃপুচ্ছ-  
শিরসাক্ষেপরি ভ্রমন্তস্তেনৈব সহান্নিশ্নগতি-  
নির্ভতা রেমিরে । স চাপি তং স্পর্শে পটীনা-  
মানহর্ষপ্রকর্ষা বহুপ্রকারং তন্ত্রযোঃ পশুতঃ  
ভৈরায়জপৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহান্নিবিবসং বহু-  
প্রকারং রেমি । অথান্তর্জলবস্থিতঃ স সৌভ-  
রিরেকাগ্রতাসমাধানমপহায়াত্বদিনং তং তস্ত

শ্লোক আছে যে, “সূর্য্য যেখান হইতে উদিত  
ও যেখানে অস্ত যান, তাহার অন্তর্গত সমুদায়  
ক্ষেত্রই যুবনাশবংশীয় রাজা মাক্ষাতার বলিয়া  
কীৰ্ত্তিত” । ১০—১৮ । মাক্ষাতা শশবিন্দুকন্ত  
বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন ও তাহার গর্ভে পুরু-  
কুংস, অশ্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন অপত্য  
উৎপাদন করেন । মাক্ষাতার পঞ্চাশং কন্তা  
হয় । এই কালে বহুগুণবোতা সৌভরি নামক  
ঋষি জলমধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যাপিয়া বাস  
করেন । সেই জলমধ্যে সংগদনামা বহুসন্তান-  
শালী অতি দীর্ঘাকার এক মৎস্যাদিপিতি বাস  
করিত । সেই মৎস্যের পুত্র পৌত্র দৌহিত্রগণ  
সর্বকালেই তাহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে ও অগ্রভাগে  
এবং বক্ষঃ, পুচ্ছ ও মস্তকের উপর ভ্রমণ করত  
ঐ মৎস্যের সহিত দিবারাত্রি অতি সুস্থাবস্থায়  
কৌড়া করিত । অবলোকনকারী মহর্ষির অগ্রভাগে  
সেই সংগদ নামক মৎস্য ও সন্তানাদির স্পর্শজনিত  
হর্ষভরে সেই পুত্র-পৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত  
প্রতিদিনই বহুপ্রকার কৌড়া করিত । অনন্তর  
জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতাসমাধি পরি-

মংস্ত্রাস্ত্রাজপৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহাতিরমণীয়ং  
ললিতমবেক্ষ্যচিস্তয়ং ॥ ২০

অহো ধত্তোহরমীদৃশমপি অনতিমতং  
যোক্তন্তরমবাপ্য এতিরাস্ত্রাজপৌত্রাদিভিঃ সহ  
রমমাণোহতীবাস্যাকং স্পৃহামুংপাদয়তি বয়-  
মপ্যেবং পুত্রাদিভিঃ সহ রময়িষ্যামঃ । ইত্যে-  
বমভিসমীক্ষ্য স তস্মাদন্তর্জলান্নিক্রম্য নির্বেষ্টু-  
কামঃ কথার্থং মাক্ষাতারং রাজানমগচ্ছং ॥ ২১

অথাগমনশ্রবণসমনন্তরং চোখ্যয় তেন রাজ্ঞা  
সম্যক্ অর্থাদিনা পূজিতঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ  
সৌভরিরুবাচ ।

নির্কেষ্টু কামোহস্মি নরেন্দ্র কথ্যং

প্রযচ্ছ মেমা প্রণয়ং বিভাজ্ঞানীঃ

ন হর্থিনঃ কার্ধ্যবশাত্যাপেতাঃ

ককুংস্থগোত্রে বিমুখাঃ প্রয়াস্তি ॥ ২২

তাংপূর্ব্বক প্রতিদিন সেই মংস্ত্রের পুত্রপৌত্র-  
দৌহিত্রাদির সহিত মনোহর ক্রৌড়া অবলোকন  
করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন, আহা !  
এই মংস্ত্রই ধত্তা ! কারণ এই মংস্ত্র ঈদৃশ  
অপরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই সকল  
পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রৌড়া করত আমার  
অভিশয় স্পৃহা উৎপাদন করিতেছে । আমিও  
এই মংস্ত্রের গ্রায় পুত্রপৌত্রাদির সহিত  
ক্রৌড়া করিব । এই প্রকার বিবেচনা করিয়া  
সৌভরি সেই জলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া  
সংসারান্তরে প্রবেষ্ট হইবার অভিলাষে কণ্ঠা-  
লাভের জন্ত মাক্ষাতার নিকট গমন করিলেন ।  
সৌভরির আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা  
মাক্ষাতা গাত্রোখান করত অর্থাদি দ্বারা সম্যক্  
প্রকারে আগত সৌভরির পূজা করিলে পর  
সৌভরি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন,—  
হে নরেন্দ্র ! আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী  
হইয়াছি, আমাকে তোমার কণ্ঠা প্রদান কর,  
আমার প্রার্থিত প্রদানে পরাডুখতা অবলম্বন  
করিয়া প্রণয়ভঙ্গ করিও না । ককুংস্থকুলে  
কখনও যাচকগণ আগমনপূর্ব্বক পরাডুখ হইয়া

অত্রেহপি সন্ত্যেব নৃপাঃ পৃথিব্যাং

স্বাপাল যেবাং তনয়াঃ প্রভূতাঃ ।

কিন্তুর্থিনামর্থিতদানদীক্ষা-

কৃতব্রতং শ্লাঘ্যমিদং কুলং তে ॥ ২৩

শতর্দ্ধসম্ভ্যাস্তব সন্তি কণ্ঠা-

স্তাসাং মমৈকাং নৃপতে প্রযচ্ছ ।

যং প্রার্থনাভঙ্গত্যাগিভেমি

তস্মাদহং রাজবরাতিহুংখ্যং ॥ ২৪

পরশর উবাচ ।

ইতি ঋষিবাচনমাকর্ষ্য স রাজা জরাজর্জরিত-  
দেহং তুমিমালোক্য প্রত্যাখ্যানকাতরস্তস্ম্যচ্চ  
ভগবতঃ শাপতো বিভাং কিঞ্চিদধোমুখশ্চিরং  
দধৌ ।

ঋষিরুবাচ ।

নরেন্দ্র কস্মাং সমুপৈষি চিন্তা-

মশক্যমুক্তং ন ময়াত্র কিঞ্চিৎ ।

যাবন্তদেয়া তনয়া তয়েব

কৃতার্থতা নো যদি কিং ন লব্ধম্ ॥ ২৫

পরশর উবাচ ।

অথ তস্ম শাপভীতঃ সপ্রশ্রমুবাচাসৌ রাজা ।

প্রত্যাবর্তন করে না । হে ভূপতে ! পৃথিবীতে  
এমন অনেক ভূপতি আছেন, যাহাদের অনেক  
তনয়া আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই শ্লাঘ্য  
কারণ সঙ্কল্পই এই কুলের ব্রতস্বরূপ ॥ ২৩—২৩  
হে নৃপতে ! তোমার পঞ্চাশং কণ্ঠা আছে  
তাহার মধ্যে একটা কণ্ঠা আমাকে প্রদান কর  
হে ভূপতে ! প্রার্থনা-ভঙ্গের আশঙ্কাসমুৎপন্ন  
দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি । পরশর  
কহিলেন, ঋষির এই বাক্য শ্রবণান্তে রাজা, সেই  
ঋষিকে জরা-জর্জরিত-গাত্র দেখিয়া প্রত্যাখ্যান-  
কাতর ও সেই ভগবান সৌভরির শাপভয়ে ভীত  
হইয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করত চিন্তা  
করিতে লাগিলেন । ঋষি কহিলেন,—হে নরেন্দ্র !  
তুমি চিন্তা করিতেছ কেন ? এই স্থলে আমি  
অসাধ্য কিছুই বলি নাই । তোমার যে কণ্ঠা  
অবশ্য প্রদেয়া, তাহা দ্বারা যদি আমার কৃতার্থতঃ  
হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল ? পরশর

রাজোবাচ ।

ভগবন্ অশ্মংকুলস্থিতিরিয়ং যু এব কত্য়ান্ন  
অভিরুচিতেহভিজনবান্ বরন্তশ্চৈ কত্য়া প্রদী-  
রতে । ভগবদ্যাক্রা চাম্মানোরথানামপাগো-  
চরবত্তিনি কথমশেষা সজ্জাতা তদেবমবস্থিতে  
ন বিদ্বঃ কিং কুশ্ম ইতি তময়া চিত্ত্যত ইত্যভি-  
হিতে তেন ভুভুজা মুনিরচিন্তয়ং । অহো  
অয়মশ্রোহশ্মংপ্রত্যাখ্যানোপায়ঃ । বুদ্ধোহয়-  
মনভিমতঃ স্ত্রীণাং কিম্বত কত্যানামিতি অমুন।  
সক্টিস্ত্যেবমভিহিতম্ ॥ ২৬

এবমস্ত তথা করিষ্যামীতি সংচিন্ত্য মাক্কাতা-  
রমুবাচ ॥ ২৭

যদ্যেবং তদাদিশ্রুতামস্মাকং প্রবেশায়কত্য়ান্তঃ-  
পুরবর্ষধরঃ ॥ ২৮

যদি কঠোর কাচিদ্দামভিলষতি তদাহং দার-  
পরিগ্রহং করিষ্যামীতি অগ্রথা চেং তদলম-  
স্মাকম্ এতেনাতীতকালারস্তপেতাক্তা বিররাম ।  
ততঃ মাক্কাব্রু। মুনিশাপশঙ্কিতেন কত্য়ান্তঃপুর-  
বর্ষধরঃ সমাজ্ঞপ্তঃ । কত্য়ান্তঃপুরং প্রবিশনৈব

কহিলেন, অনন্তর রাজা, সৌভরির শাপভয়ে  
ভীত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন, হে  
ভগবন্! আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম  
যে কত্য়া, সংকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত  
কর, তাহাকেই কত্য়া প্রদান করা যায় । আপ-  
নারও প্রার্থনা কেন আমাদের মনোরথের অগো-  
চরে বর্তমান হইল? এই প্রকার স্থল আমার  
কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না  
বলিয়া চিন্তা করিতেছি । রাজা এই কথা  
বলিলে মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো!  
এই আর এক আমার প্রত্যাখ্যানোপায় । “এই  
ব্যক্তি বুদ্ধ, শ্রোতাঙ্গিরেরও অনভিমত; কত্য়া-  
গণের ত কথাই নাই” নিশ্চয় এই প্রকার চিন্তা  
করিয়াই রাজা এই কথা বলিয়াছেন । তখন  
সৌভরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া মাক্কাতাকে  
কহিলেন, মহারাজ! এই প্রকার তোমার কুল-  
স্থিতি থাকুক; আমি তাহাই করিতেছি । যদি  
ইহাই স্থির হয়, তবে আমাকে কত্য়ান্তঃপুরে

ভগবানখিলসিদ্ধগন্ধর্ব্বমনুষ্যেভ্যোহতিশয়েন কম-  
নীয়ং রূপমকরোং । প্রবেশ্য চ তম্বিমন্তঃপুর-  
বর্ষধরঃ তাঃ কত্য়কাঃ প্রাহ ভবতীনাং জনয়িতা  
মহারাজঃ সমাজ্ঞপয়তি, অয়মস্মান্ ব্রহ্মর্ষিঃ  
কত্য়ার্থী সমভ্যাগতঃ ময়া চান্দ্র প্রতিজ্ঞাতং যদা-  
শ্মংকত্য়কা কাচিদ্ ভগবন্তং বরয়তি তংকত্য়ান্না-  
শ্চন্দ্রে নাহং পরিপহানং করিষ্যামি, ইত্যাকর্ণ্য  
সর্বা এব তাঃ কত্য়কাঃ সানুরাগাঃ সমগ্রথাঃ  
করেণব ইবেভাশ্রপতিং তম্বিমহমহমিকয়া  
বরয়াবভুগুঃ উচুঃ ॥ ২৯

অলং ভগিন্যোহহমিমং বুণেমি  
রতো ময়া নৈব তবানুরূপঃ ।

প্রবেশ করাইবার জন্ত কত্য়ান্তঃপুর-রক্ষক বর্ষ-  
ধরকে আদেশ কর । যদি কোন কত্য়া আমাকে  
অভিলাষ করে, তবেই আমি দারপরিগ্রহ করিব;  
যদি অগ্রথা হয়, তবে আমার এ বুদ্ধ বরসে বুধা  
উদ্যোগে কি প্রয়োজন? এই কথা বলিয়া ঋষি  
বিরত হইলেন । অনন্তর মাক্কাতা, মুনিশাপা-  
শঙ্কায় কত্য়ান্তঃপুর-রক্ষক বর্ষধরদিগকে প্রবেশ  
করাইতে আজ্ঞা করিলেন । অনন্তর ভগবান  
সৌভরি, কত্য়ান্তঃপুরে প্রবেশকালেই অখিল  
সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যাগণ অপেক্ষা অতিশয় মনোহর  
রূপ ধারণ করিলেন । পরে সেই ঋষিকে অন্তঃ-  
পুরে প্রবেশ করাইয়া অন্তঃপুর-রক্ষক ক্রীব সেই  
কত্য়াগণকে কহিল আপনাদের পিতা আজ্ঞা  
করিলেন, “এই ব্রহ্মর্ষি কত্য়ার্থী হইয়া আমার  
নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিও ইহার  
নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোন  
কত্য়া আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি  
সেই কত্য়ার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ কখনই  
করিব না।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই  
কত্য়াগণ সকলেই, হস্তিনীগণ যেরূপ গৃথপত্তিকে  
বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সেই  
প্রকার “আমি অগ্রে,” “আমি অগ্রে,” এই  
প্রকার বলিতে বলিতে অনুরাগ ও অভিলাষের  
সহিত সেই ঋষিকে বরণ করিল এবং পরস্পর  
বলিতে লাগিল, ভগিনীগণ! তোমরা বুধা চেষ্টা

মমৈব ভৰ্ত্তা বিধিনৈষ সৃষ্টঃ  
সৃষ্টাহমস্তোপশমং প্রযাহি ॥ ৩০

বৃত্তো ময়ায়ং প্রথমং ময়ায়ং  
গৃহং বিশ্নেব বিহস্তসে কিম্ ।  
ময়া ময়েতি ক্রিতিপান্নজানান্  
তদর্থমতর্থকলিৰ্ভূব ॥ ৩১

যদা তু সৰ্বাভিরতীৰ হৃদাং  
ধৃতঃ স কত্ভাভিরনিন্দ্যকৌৰ্ত্তিঃ ।

তদা স কত্ভাধিকৃতো নৃপায়  
যথাবদাচষ্ট বিনম্রমুত্তিঃ ॥ ৩২

তদবগমাং কিমেতং কথয় কিং করোমীতি  
কিং ময়াভিহিতমিত্যাকুলমতিরনিচ্ছন্নপি কথ-  
মপি রাজানুমেনে । কৃতানুরূপবিবাহং মহর্ষিঃ  
সকলা এব তাং কত্ভাকাঃ স্বমাশ্রমমনয়ং । তত্র  
চাশেষশিল্লিশিল্লিপ্ৰাণেতারং বিধাতারমিবাত্মং

করিতেছ, আমি ইহাঁকে বরণ করিলাম ।  
আমি বরণ করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ  
নহেন । বিধি ইহাঁকে আমারই ভৰ্ত্তা করিয়া  
স্বজন করিয়াছেন, আমাকেও ইহাঁর পত্নীরূপে  
স্বজন করিয়াছেন, তোমরা শাস্ত হও ১২৪—৩০ ।  
কেহ বা বলিতে লাগিল, “আহা, ইনি যখন  
গৃহে প্রবেশ করেন, তৎকালে প্রথমেই আমি  
ইহাঁকে বরণ করিয়াছি, তুমি কেন বুধা বিনষ্ট  
কর্ত্তেছ ?” তখন ‘আমি বরণ করিয়াছি,’ আমি  
বরণ করিয়াছি’ এই কথা লইয়া নরপতি-  
কত্ভাগণের অতিশয় বিবাহ আরম্ভ হইল ।  
যখন অতিশয় অনুরাগ-সহকারে কত্ভাগণ সেই  
অনিন্দ্য-কৌৰ্ত্তি পৃথিকে বরণ করিল, তখন  
কত্ভাগ্ভ্যঃপুররক্ষক বিনয়-মুৰ্ত্তি হইয়া রাজাকে  
সকল কথা বলিল । হুঁহা অবগত হইয়া রাজা  
‘ইহা কি বল ? ‘আমি কি করিব ?’ ‘আমি  
কি বলিয়াছি ?’ এই প্রকার বাক্য বলিতে  
লাগিলেন ; অবশেষে অত্যন্ত আকুলচিত্ত হইয়া  
অনিচ্ছাসঙ্কেও অতি কষ্টে তিনি পূৰ্ব্বাসীকার  
পালন করিলেন । মহর্ষি, অনুরূপ বিবাহ  
সমাপ্ত হইলে, সেই সকল রাজকত্ভাকেই  
নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন । অনন্তর সেই

বিশ্বকর্মাণমাহুয় সকলকত্ভানামৈকেকত্ভাঃ প্রোং-  
ক্লপপঙ্গকজ্জংকলহংসকারণবাদিবিহঙ্গমাভিরা-  
জলাশয়াঃ সোপবনাঃ সবিকাশাঃ সাদৃশ্যাসন-  
পরিচ্ছদাঃ প্রাসাদাঃ ক্রিয়স্তামিত্যাদিদেশ ॥ ৩৩  
তচ্চ তথৈবানুষ্ঠিতমশেষশিল্লবিশেষাচার্য্যজ্ঞপ্তা  
দর্শিতবান্ ॥ ৩৪

ততঃ পরমর্ষিণা সৌভরিণাজ্ঞপ্তস্তেযু গৃহে-  
ঘনপায়ানন্দনামা মহানিধিরাসাক্ষে ॥ ৩৫

ততোহনবরতভক্ষ্যভোজ্যলেখাহ্যুপভোগৈ-  
রাগতানুগতভৃত্যাদীনহর্নিশমশেষগৃহেসু তাং  
ক্রিতিশূন্যহিতরো ভোজয়ামাহুঃ ॥ ৩৬

একদা তু হুহিতেনেহারুষ্ঠহৃদয়ঃ স মহীপতি-  
রতিদুঃখিতস্তাঃ স্মৃতিতা বা ইতি বিচিত্ত্য তস্ত  
মহর্ষেরাশ্রমমুপত্য স্মরদংগুমালাং স্ফটিকময়ীং  
প্রাসাদমশ্রামতিরম্যোপবনজলাশয়াং দর্শয় ॥ ৩৭

তপোবন মধ্যেই মহর্ষি, অশেষশিল্পিপ্রণেতা  
দ্বিতীয় বিধাতার সদৃশ বিশ্বকর্মাকে আস্থান  
করিয়া আদেশ করিলেন যে, এই সকল  
কত্ভাগণের প্রত্যেকের জন্তই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র  
বহু প্রাসাদ নির্মাণ কর ; এই প্রাসাদে  
যে জলাশয় থাকিবে, তাহা উৎকৃষ্ট পঙ্গব ও  
কুজনশীল কলহংস কারণ ও প্রভৃতি জলপঙ্কি-  
গণ দ্বারা রমণীয় হইবে । তাহাতে বিচিত্র উপ-  
বন থাকিবে, বহু স্থান থাকিবে ও রমণীয় শয্যা,  
আসন ও পরিচ্ছদে প্রাসাদ সকল পরিপূর্ণ  
থাকিবে । অশেষশিল্পিবিশেষাচার্য্য বিশ্বকর্মাও  
তঁাহার আজ্ঞানুরূপ সকলই অনুষ্ঠিত হইয়াছে,  
ইহা তঁাহাকে দেখাইলেন ! অনন্তর সেই  
ঋষির আজ্ঞানুসারে অনপায়ানন্দ নামে এক  
মহানিধি সেই গৃহসমূহে অবস্থান করিতে  
লাগিল । অনন্তর ক্রিতিপতি-কত্ভাগণ নানাপ্রকার  
ভক্ষ্য ভোজ্য লেহাদি উপভোগ দ্বারা সমাগত  
অতিথি প্রভৃতি, অনুগত কুটুম্বাদি ও ভৃত্যবর্গকে  
সেই গৃহসমূহে পরিচরিত করিতে লাগিলেন ।  
এক দিবস, কত্ভাগ্নেহে আকৃষ্ট-হৃদয় রাজা  
“আমার সেই কত্ভাগণ হুখে আছে বা  
হুখে আছে” এই প্রকার চিন্তাপূর্বক সেই

প্রবিশু চৈকং প্রাসাদমাশ্রজাং পরিষজ্য  
কৃতাসনপরিগ্রহঃ প্রবৃন্তস্নেহনয়নানুগভনয়নো-  
দব্রবীং ॥ ৩৮

অপ্যত্র বংসে ভবত্যাঃ সুখমুত কিঞ্চিদসুখ-  
মপি তে মহর্ষিঃ স্নেহবান্ উত 'সংসার্যতেহস্মাদ-  
গহবাসস্ত ।

ইত্যুক্তা তন্তনয়া পিতরমাহ তাত অতিশয়-  
রমণীয়ঃ প্রাসাদোহত্র অতিমনোজ্ঞমূপবনমতি-  
কলবাক্যবিহগাভিকৃত্যঃ প্রোঃ ফুলপদ্মাকরজলা-  
শয়াঃ মনোহনুকূলভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনবস্ত্রভূষ-  
ণাদিভোগোপভোগো যুদনি শয়নানি সর্বসম্পদ-  
সমবেতমেতদগাহস্থ্যং তথাপি কেন বা জন্মভূমিন  
সংযাত্যে তুঃপ্রাসাদাদিদমশেষমতিশোভনম্ ॥ ৩৯

কিন্তু এতং মমৈকং দুঃখকারণং যদগচ্ছত-  
দগৃহহার নিঃসরতি মমৈব কেবলমতিপ্রীত্যা

মহর্ষির আশ্রমে আগমন করত দীপ্যমান  
তেজোবিশিষ্ট ক্ষটিকময় সেই প্রাসাদমালা  
ও তাহাতে অতি মনোহর উপবন জলাশয়  
প্রভৃতি অবলোকন করিলেন। অনন্তর  
তাহার মধ্যে একটা প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক  
কত্থাকে স্নেহালিঙ্গন করত আসন পরিগ্রহ  
করিলেন ও উপচীড়মান-স্নেহাশ্রুপূর্ণ-নয়ন হইয়া  
বলিলেন, বংসে ! এখানে তোমার সুখ, অথবা  
কোন অসুখ আছে ? মহর্ষি কি তোমাকে অনু-  
রাগ করেন ? তুমি কি আমার গৃহবাস স্মরণ  
করিয় থাক ? রাজা এই কথা বলিলে সেই  
কত্থা পিতাকে কহিল,—তাত ! এই ধীনে অতি-  
শয় রমণীয় প্রাসাদ, অতি মনোহর উপবন,  
অতি কলভাবী বিহগশ্রেণী রমণীয় প্রকুলগন্ধপূর্ণ  
জলাশয়, মনোহর ভোজ্য ভক্ষ্য অনুলেপন  
ভূষণ বস্ত্রাদি ভোগোপভোগ ও অতি কোমল  
শয্যা, এই গাহস্থ্য সর্বসম্পদই আছে, তথাপি  
জন্মভূমি কে বিষ্ময় হয় ? পিতা ! আপনার  
প্রসাদে এখানে সকলই সুন্দর। কিন্তু আমার  
ইহাই এক দুঃখ-কারণ যে, আমাদের পতি  
আমার গৃহ হইতে বহির্গত হন না। কেবল  
অতি প্রণয়সহকারে আমার নিকটেই রহিয়াছেন,

সমীপবর্তী নাভ্যসাং মন্তগিনীনামেবঞ্চ মম  
সহোদরা দুখিতা ইতোবমতিদুঃখকারণম্  
ইত্যুক্তস্তয়া দ্বিতীয় প্রাসাদমুপ্যেতা স্বতনয়াং  
পরিষজ্যোপবিস্তৃত্যৈব পৃষ্টবান্ । তয়াপি তথৈব  
সর্বমেতং প্রাসাদাভ্যাপতোগসুখমাখ্যাতং মমৈব  
কেবলং পার্শ্ববর্তী নাভ্যাসামন্তগিনীনামিত্যেব-  
মাদি ঋক্সা সমস্তপ্রাসাদেযু রাজা প্রবিবেশ  
তনয়াং তনয়াং তথৈবাপৃচ্ছং তান্তিচ্চ তথৈ-  
বাভিহিতঃ পরিতোষবিশ্রয়নির্ভরবিবহাদয়ো  
ভগবন্তং সৌভরিমেকাশ্তাবস্থিতমুপেতা কৃত-  
পূজাহব্রবীং ॥ ৪০

দৃষ্টান্তে ভগবন্ হুমহানেষ সিদ্ধিপ্রভাবে  
নৈবংবিধমগ্ৰস্ত কস্তচিদম্যভিভূতিবিলসিত-  
মূলক্ষিতম্ কিয়দেতদগবন্তপসঃ ফলমিত্যভি-

আমার ভগিনীদিগের মধ্যে অপর কাহারও  
নিকটে যান না, এইজন্য আমার ভগিনীগণ বড়ই  
দুঃখিতা আছেন। ইহাই আমার দুঃখকারণ।  
রাজা এই প্রকারে এক কত্থার গৃহে উক্ত  
হইয়া আর এক কত্থার গৃহে প্রবেশপূর্বক  
পূর্বোক্তপ্রকারে স্নেহ সহকারে জিজ্ঞাসা করি-  
লেন; সেই কত্থাও সেই প্রকার সর্ববিধ  
প্রাসাদাদির উপভোগসুখ বর্ণন করিল। আর  
পূর্বোক্ত কত্থার শ্রায়ই কহিল, আমার পতি  
আমার পার্শ্ববর্তী থাকেন, অথ কোন ভগিনীর  
নিকটে যান না, ইহাই কেবল দুঃখের কারণ।  
এই প্রকার শ্রবণ করিয়া রাজা একে একে  
সকল প্রাসাদেই প্রবেশপূর্বক সকল কত্থাকেই  
পূর্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল  
কত্থাও পূর্বোক্তরূপ সুখের কথা নৃপতির নিকট  
কীর্তন করিল। ৩১—৪০। তখন রাজা আনন্দ  
ও বিষ্ময় নির্ভরে অবশ-হৃদয় হইয়া নিরঙ্কনে  
অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট গমনপূর্বক  
তাঁহার পূজা করত কহিলেন,—হে ভগবন্ !  
আপনার এই হুমহান্ সিদ্ধিপ্রভাব অবলোকন  
করিলাম, আমরা অপর কোন ব্যক্তির এ  
প্রকার বিভূতিবিলাস অবলোকন করি নাই।  
আমার বিশ্বাস, ভগবানের তপস্তায় ফল ইহা

পূজ্য ত্মুখিং তত্রৈব তেন ঋষিব্রহ্মণ সহ  
কিঞ্চিৎ কালমভিমতোপভোগং বুভুজে স্বপুরুষ  
জগাম ॥ ৪১

কালেন গচ্ছতা তস্ত রাজতনয়স্য তাম্  
পুত্রশতং সাক্ষমভবৎ । তদনুদিনানুরূঢ়ঃ স  
তত্রাতিব মমতাকুণ্ডলদয়োঃ ভবৎ ॥ ৪২

অপ্যেতেষাং পুত্রাঃ কলভাষিণঃ পত্ন্যাং  
গচ্ছন্তঃ অপ্যেতে যৌবনিনো ভবন্তঃ অপি  
কৃতদারানতান্ পশ্যন্তম্ অপ্যেতেষাং পুত্রা  
ভবন্তঃ অথ তং পুত্রান্ পুত্রসমরিতান্ পশ্যন্তম্  
এবমাদিমনোরথমনুদিনকালসম্পত্তিৰ্বৃত্তিমবেতৈ-  
তং সক্ষিস্তয়ামাস ॥ ৪৩

অহো মে মোহস্তাতিবিস্তারঃ ।

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি

বৰ্ণয়ুতেনাপি তথাকলকৈঃ ।

হইতেও অনেক গুণ, ইহা ত কিঞ্চিদ্ভিন্ন ।  
অনন্তর রাজা, এই প্রকারে সেই ঋষির পূজা  
করিলেন ও সেই স্থানেই সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের  
সহিত কিছুকাল অভিলাষানুরূপ উপভোগ করিয়া  
নিজপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । কালক্রমে  
সেই সকল রাজতনয়ার গর্ভে সৌভরির একশত  
পুত্র জন্মিল । অনন্তর সৌভরির প্রতি-  
দিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহ বাড়িতে  
লাগিল ; তখন তিনি অতিশয় মমতাকুণ্ড-  
লদয় হইয়া উঠিলেন । তিনি সর্বদাই ভাবিতেন,  
আহা ! এই মধুরভাবী আমার পুত্রগণ কি  
হাঁটিতে শিখিবে ? ইহারা কি যুবা হইবে ?  
আহা ! আমি কি ইহাদিগকে কৃতদার দেখিব ?  
ইহাদের কি পুত্র হইবে ? আহা ! আমার পুত্র-  
গণকে কি পুত্র-সমরিত দেখিতে পারিব ? এই-  
রূপে যেমন এক একটা সৌভরির পর এক একটা  
করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, অমনি আর  
একটা অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগিল । এই  
প্রকার কালানুরূপ মনোরথের আকৃতি জানিয়া,  
সৌভরি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,  
অহো ! আমার মোহের কি বিস্তার ! অমৃত  
অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের সমাপ্তি

পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্  
উৎপত্তয়ঃ স্তুতি মনোরথানাম্ ॥ ৪৪

পত্ন্যাং গতা যৌবনিনঃ জাতা

দারৈঃ সংযোগমিতাঃ প্রস্তুতঃ ।

দৃষ্টাঃ স্ত্যক্তভ্রমরপ্রস্তুতিং

দ্রষ্টুং পুনর্বাঙ্কতি মেহস্তরাস্মা ॥ ৪৫

দ্রক্ষ্যামি তেষামপি চেৎপ্রস্তুতিং

মনোরথো মে ভবিতা ততোহন্তঃ ।

পূর্ণেষুপি তত্রাপ্যপরস্ত জন্ম

নিবার্যতে কেন মনোরথস্ত ॥ ৪৬

আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানা-

মতোহস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়া চ ।

মনোরথশক্তিপরস্ত চিন্তং

ন জায়তে বে পরমায়ুসঙ্গি ॥ ৪৭

স মে সমাধিজলবাসমিত্র-

মংস্তস্ত সঙ্গাং সহসৈব নষ্টঃ ।

পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমাং

পরিগ্রহোহথাং মহাধিঃ স্যাৎ ॥ ৪৮

হুংখং যদৈবৈকশরীরজন্ম

শতাদিসংখ্যং তদিদং প্রস্তুতম্ ।

হয় না ; কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে, আবার  
নতন মনোরথ সকল উৎপন্ন হয় ! আমার পুত্র-  
গণ চলিতে শিখিল, যুবা হইল, বিবাহ করিল ও  
সন্তানোৎপাদন করিল, ইহা ত দেখিলাম ;  
এক্কেণ আমার অন্তরাস্মা আবার সেই পৌত্র-  
গণের পুত্র-জন্ম দেখিতে অভিলাষী ! আবার  
যদি তাহাদেরও সন্তান দেখিতে পারি, তখন  
নিঃশয় আবার অস্ত্র মনোরথ উপস্থিত হইবে ;  
আবার সেই মনোরথ পূর্ণ হইলে অপর  
মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে ? মরণ  
পর্যন্ত মনোরথসমূহের অন্ত নাই, ইহা  
আমি বুঝিতে পারিয়াছি । বাহার চিন্তা মনো-  
রথ-সমূহে আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই  
পরমায়ুসঙ্গী হইতে পারে না । আহা !  
জলবাস-সংহচর মংস্ত-সঙ্গে আমার সেই সমাধি  
সহসা বিনষ্ট হইল । আমার এই দারপরিগ্রহ,  
আসক্তিজন্য, তাহার সম্ভেদ কি ? আর পরিগ্রহ

পরিগ্রহেণ ক্রিতিপাঅজ্ঞানাং  
 সূতেরনৈকৈবহলীকৃতং তং ॥৪৯  
 সূতাস্বজৈস্তদনরৈঃ ভূয়ো  
 ভূয়ঃ তেবাং স্বপরিগ্রহেণ ।  
 বিস্তারমেব্যতাতিদুঃখহেতুঃ  
 পরিগ্রহো বৈ মমতানিধানম্ ॥ ৫০  
 চীর্ণং তপো যত্ন জলাশ্রেণ  
 তত্ত্বাক্রিয়ৈঃ তপসোহন্তরায়ঃ ।  
 মংস্তস্ত সঙ্গাদভবচ্চ যো মে  
 সূতাদিরাগো মুমিতোহস্মি তেন ॥ ৫১  
 নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং  
 সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ ।  
 আরুঢ়যোগোহপি নিপাতাতেহধঃ  
 সঙ্গেন যোগী কিমুতান্নসিদ্ধিঃ ॥ ৫২  
 অহং চরিয়ামি তথাস্থনোহর্থৈ  
 পরিগ্রহগ্রাহগহীতবুদ্ধিঃ ।  
 যথা হি ভূয়ঃ পরিহীণদোষো  
 জনস্ত দুঃখৈর্ভবিতা ন দুঃখী ॥ ৫৩

দ্বারা এই মহতী কার্যক্ষা হইয়াছে। শরীর-  
 গহণই এক দুঃখ, আমার সেই দুঃখ নরপতি-  
 তনয়গণের পরিগ্রহে একশত পকাশটাতে  
 পরিণত এবং বহু সূতরূপে তাহা এক্ষণে আরও  
 বহুলীকৃত হইয়াছে। পত্রের পুত্রসমূহ, আবার  
 তাহাদেরও পুত্রসমূহ, আবার তাহাদেরও পরি-  
 গ্রহ দ্বারা আমার এই মমত-নিধান দুঃখ-হেতু  
 পরিগ্রহ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ৪১-৫০।  
 আমি জলবাস করিয়া যে তপশ্চর্যা করিলাম,  
 তাহার প্রসাদে এই সকল সম্পদ। আহা!  
 মংস্ত-সঙ্গে তপস্তার বিদ্বস্বরূপ আমার যে  
 পুত্রাদির অনুরাগ উৎপন্ন হইল, তাহাতেই  
 আমি বঞ্চিত হইলাম! নিঃসঙ্গতাই যতিগণের  
 মুক্তির কারণ; সঙ্গ হইতে অশেষবিধ দোষ  
 উৎপন্ন হয়। যাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে  
 ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধঃপাতে যায়; যাহার সিদ্ধি  
 অঙ্গ, তাহার ত কথাই নাই। পরিগ্রহরূপ  
 গ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে  
 আমি পরিহীন-দোষ হইয়া যে প্রকারে পুনর্ব্বার

সর্ব্বস্ত ধাতরমচিন্ত্যরূপম্  
 অণোরণীয়াংসমতিপ্রমাণম্ ।  
 সিতাসিতকেশ্বরমীশ্বরানাম্  
 আরাধয়িষ্যে তপসৈব বিধুম্ ॥ ৫৪  
 তস্মিন্মশেষৌজসি সর্ব্বরূপি-  
 ন্যব্যক্তবিস্পষ্টতনাবনতে ।  
 মমাত্মনং চিন্তমপেতদোষং  
 সদাস্ত বিষ্ণাবভবায় ভূয়ঃ ॥ ৫৫  
 সমস্তভূতাদমলাদনস্তাং  
 সর্ব্বেশ্বরাদতদনাদিমধ্যাং ।  
 যস্মান্ন কিঞ্চিৎতমহং গুরুণাং  
 পরং গুরুং সংশ্রয়মেমি বিধুম্ ॥ ৫৬

ইতি ত্রীবিধুপুরাণে চতুর্থঃশঃ  
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

পরিজনের দুঃখে আর দুঃখী না হই, সে  
 প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব। যিনি  
 সকলেরই বিধাতা, যাহার স্বরূপ অচিন্তনীয়,  
 যিনি অণু হইতেও অণু, অথচ যিনি  
 সর্ব্বোপেক্ষা বৃহৎ, যিনি সত্ত্ব ও তমঃস্বরূপ  
 এবং যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান  
 বিধুকে আমি তপস্তা দ্বারা আরাধনা  
 করিব। সেই অনন্ত, জ্যোতির্ময়, সর্ব্বস্বরূপী,  
 অব্যক্ত ও বিস্পষ্টশরীর এবং অনন্তরূপী ভগবান  
 বিধুর প্রতি আমার চিন্ত দোষহীন হইয়া সর্ব্বদা  
 মোক্ষের জন্ত অচল ভাবে পুনর্ব্বার আসক্ত  
 হউক। যিনি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অমল ও  
 অনন্ত; যিনি সর্ব্বেশ্বর; যাহার আদি বা মধ্য  
 নাই; যাহা ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নাই;  
 সেই গুরুগণেরও পরমগুরু ভগবান বিধুর শরণ  
 গ্রহণ করিলাম। ৫১-৫৬।

চতুর্থঃশঃ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ইত্যাহ্নানমাত্মনৈবাভিধায়সৌ সৌভরি-  
রপহায় পুত্রগৃহাসনপরিবহাদিকমশেষমর্থজাতং  
সকলভাৰ্য্যাসমবেতো বনং প্রবিবেশ । তত্রাপ্য-  
নুদিনং বৈখানসনিস্পাদ্যমশেষং ক্রিয়াকলাপং  
নিস্পাদ্য ক্ষয়িতসকলপাপঃ পরিপক্বমনোরুস্তি-  
রাশ্চত্বর্গীনরোপ্য ভিক্ষুরভবং ॥ ১

ভগবতি আসজ্যাখিলং কশ্মকলাপমজ-  
মবিকারমমরণাদিধর্মমবাপ পরং পরবতাগচ্যত-  
পদম্ ॥ ২

ইত্যেতম্মাক্ষাত্ত্বং চিৎসম্বন্ধাধ্যাত্মম্ ॥ ৩

যৎচৈতং সৌভরিচরিতমনুশ্রয়তি পঠতি  
শৃণোত্যবধারণতি তত্ত্বাষ্টৌ জন্মান্তরস্মৃতি-  
রসন্ধর্মো বা মনসোহসংসারগীচরণমশেষহরেষু বা  
মমত্বং ন ভবতীতি অতো মাক্ষাত্ত্বঃ পুত্র-  
সম্ভতিরভিধীয়তে ॥ ৪

তৃতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—সৌভরি এই প্রকার  
মনে মনে চিন্তা করিয়া পুত্র, গৃহ, আসন,  
পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করত সকল  
ভাৰ্য্য্য সমভিব্যাহারে বনে প্রবেশ করিলেন ও  
প্রতিদিবস সেই বনে বৈখানসকর্তব্য অশেষ-  
বিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন । পরে  
পাপ সকল ক্ষীণ হইলে, রাগাদি-পরিহীন-চেতা  
হইয়া বৈবাহিক অগ্নিকে সঙ্গে করত যতি হই-  
লেন । অনন্তর সৌভরি, ভগবান্ বিষ্ণুতে সকল  
কস্য বিশ্বাস করিয়া অচ্যুতপদ (মুক্তি) প্রাপ্ত  
হইলেন । এই অচ্যুতপদ উৎপত্তি-রহিত,  
বিকার-হীন, মরণাদি ধর্মশূন্য ও ইন্দ্রিয়াদিরও  
পরমাত্তর । মাক্ষাত্ত্বের তনয়াদিগের কথাপ্রসঙ্গে  
এই সৌভরি-চরিত কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তি,  
এই সৌভরিচরিত শ্রবণ, পাঠ বা শ্রবণ করিয়া,  
অবধারণ করিবে, তাহার আট জন্মপঙ্খস্ত দুঃখতি,  
অধর্ম ও মনের অসংমার্গে অনুধাবন হইবে না

অশ্বরীষস্ত মাক্ষাত্ত্বন্তনয়স্ত যুবনাথঃ পুত্রো-  
হভূং । তস্ম্যাং হরিতঃ যতোহঙ্গিরসো  
হরিতাঃ ॥ ৫

রসাতলে চ মৌনেয়া নাম গন্ধর্ব্বাঃ ষট্-  
কোটসংখ্যাস্তৈরশেষাণি নাগকুলানি অপহৃত-  
প্রধানরত্নাধিপত্যাক্রিয়ন্ত ॥ ৬

তৈশ্চ গন্ধর্ব্ববীৰ্য্যাবধূতৈরুরগংগৈরৈভগবান্  
অশেষ-দেবেশস্তব-শ্রবণোন্মীলিতোত্ত্মিন্ন-পুণ্ডরীক-  
নয়নো জলশয়নো নিদ্রাবসানাদিবুদ্ধঃ প্রণিপতা-  
ভিহিতো ভগবান্ অপর্যায়াকমেতেভ্যো গন্ধ-  
র্ব্বৈভ্যো ভয়মুপশমমেঘাতীতাহ ভগবাননা-  
দি-পুরুষঃ পুরুষোত্তমো যৌবনাশ্চ মাক্ষাত্ত্বঃ পুরু-  
কুংসনাম । পুত্রস্তমহমতুপ্রবিষ্টোতানশেষতুষ্টগন্ধ-  
র্ব্বানুপশম্যং নশ্রিয়ামি ॥ ৭

ইত্যাকর্য্য ভগবতে কৃতপ্রণামাঃ পুনর্বার-  
লোকমাগতাঃ পরগপতয়ো নশ্রুদাঞ্চ পুরুকুংসা-  
নয়নায় চোদয়ামাস্তে ॥ ৮

এবং অশেষবিধ হয় (সংসার) সমূহে তাহার  
মমত্ব জন্মিবে না । ইহার পর মাক্ষাত্ত্বের পুত্র-  
পৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি । মাক্ষাত্ত্ব-পুত্র  
অশ্বরীষের যুবনাথ নামে পুত্র হয় । তাহার পুত্র  
হরিত, এই হরিত হইতে হারীত আঙ্গিরস নামে  
ক্ষত্রিয়কুল প্রবর্তিত হইয়াছে । পূর্বে রসাতলে  
ষট্‌কোটসংখ্যক মৌনেয় নামক গন্ধর্ব্ব বাস  
করিত । তাহারা নাগকুলের প্রধান রত্নসমূহ ও  
আধিপত্য হরণ করে । তখন গন্ধর্ব্ববীৰ্য্যবিমানিত  
নাগগণ, নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধ, ‘অনন্ত দেবেন্দ্র’  
প্রভৃতি স্তব শ্রবণে উন্মীলিত-পুণ্ডরীকনেত্র জল-  
শায়ী ভগবানেব নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক  
কহিলেন, ‘হে ভগবান্ ! এই গন্ধর্ব্ব হইতে  
উৎপন্ন আমাদের ভয় কি বিনষ্ট হইবে ?  
তখন অমাদিপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান্ কহিলেন-  
যৌবনাথ মাক্ষাত্ত্বের পুরুকুংস নামা এক পুত্র  
আছে, আমি তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া  
অশেষ দুষ্ট গন্ধর্ব্বকুলের বিনাশ সাধন করিব-  
ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া নাগপতিগণ  
তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক পুনর্বার রসাতলে

সাঁচেনং রসাতলে নীতবতী। রসাতল-  
গতঃচাসৌ ভগবন্তেজসাপ্যারিতাশ্রবীর্ঘ্যঃ সকল-  
গন্ধর্বান জ্বান, পুনঃ স্বভবনমাজগাম। সকল-  
পন্নগপত্যঃচ নশ্বদায়ৈ বরং দহুঃ। যন্তেহনু-  
শরগণসমবেতং নামগ্রহণং করিয়াতি তস্ত সর্প-  
বিষভয়ং ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৯

অত্র শ্লোকঃ।

নশ্বদায়ৈ নমঃ প্রাতঃনশ্বদায়ৈ নমো নিশি।  
নমোহস্ত নশ্বদে তুভ্যং রক্ষ মাং বিষমপতঃ ॥  
ইত্যাচার্য্যাহর্নিশমক্ষকারপ্রবেশে বা ন সর্পৈ-  
র্দধতে ॥ ১০

ন চাপি কৃতানুশরণভূজো বিষমপি সূভুক্ত-  
ম্পৃষ্ঠাতায় ভবিষ্যতি ॥ ১১

পুরুকুংসায় চ ভবতঃ সন্ততিবিচ্ছেদো ন  
ভবিষ্যতীত্যুন্নগপত্যো বরং দহুঃ ॥ ১২

পুরুকুংসো নশ্বদায়ায় ত্রসদহ্যমজীজনং।

আগমন করত পুরুকুংসের আনয়নের জন্ত  
নশ্বদাকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর নশ্বদা  
পুরুকুংসকে রসাতলে লইয়া গেলেন। রাজা  
পুরুকুংস রসাতলে গমনপূর্বক ভগবানের  
তেজঃপ্রভাবে বাক্তিত্বীর্ঘ্য হইয়া সকল  
গন্ধর্বগণকে বিনাশ করিলেন ও পরে স্বভবনে  
প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন সকল পন্নগ-  
পতিগণ প্রসন্ন হইয়া নশ্বদাকে বর প্রদান  
করিলেন যে, যে ব্যক্তি (বক্ষ্যমাণ) শ্লোক  
সমবেত তোমার নাম গ্রহণ করিবে, তাহার  
সর্পভয় থাকিবে না। সেই শ্লোকটী এই,—  
প্রাতঃকালে নশ্বদাকে নমস্কার, রাত্রিকালে নশ্ব-  
দাকে নমস্কার। হে নশ্বদে! তুমাকে নমস্কার,  
আমাকে সর্পবিষ হইতে রক্ষা করিও। এই  
কথা উচ্চারণ করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে অন্ধ-  
কারে প্রবেশ করিলেও সর্পে দংশন করিবে না।  
১—১০। যে ব্যক্তি নশ্বদার অনুশরণ করিয়া  
বিষপান করে, তাহার উদরস্থ বিষও তাহাকে  
বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। উন্নগপতিগণ  
পুরুকুংসকেও 'তোমার কখনই বংশচ্ছেদ হইবে  
না' এই বর দিলেন। পুরুকুংস নশ্বদার গর্ভে

ত্রসদহ্যমুতঃ সন্ততঃ, ততোহনরণ্যস্তং রাবণো  
দিগিজয়ে জ্বান। অনরণ্যস্ত পৃষদশ্বঃ পৃষদশ্বস্ত  
হৃদ্যশ্বঃ পুত্রোহভবৎ। ততঃ স্ত্রুমনাঃ, তস্তাপি  
ত্রিধবা, ত্রিধবনস্ত্র্যাক্ষারুণঃ ॥ ১৩

তস্মাং সত্যব্রতঃ। সোহসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞা-  
মবাপ, চণ্ডালতামুপগতঃ। দ্বাদশবার্ষিক্যামনা-  
বৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চাণ্ডাল-  
প্রতিগ্রহপরিহরণায় চ জাহ্নবীতীরে ত্র্যগ্রোধে  
মৃগমাংসমহুদিনং ববন্ধ ॥ ১৪

পরিভূষ্টেন চ বিশ্বামিত্রেণ সশরীরঃ স্বর্গ-  
মারোপিতঃ। ত্রিশঙ্কোহরিঃচন্দ্রঃ। তস্মাং রোহি-  
তাশ্বঃ। ততঃচ হরিতঃ হরিতাশ্বকুঃ, চকোর্কিজয়-  
দেবো। রুরুকো বিজয়াং রুরুকস্ত চ রুকস্ততো  
বালঃ। যেহসৌ হৈহয়তালজঙ্ঘাদিভিরবজিতো-  
হস্তকৃত্তা মহিষ্যা সহ বনং প্রবিবেশ ॥ ১৫

ত্রসদহ্য নামে এক পুত্রোপাদান করেন। ত্রস-  
দহ্যর পুত্র 'সন্তত'। তৎপুত্র অনরণ্য, দিগি-  
জয় কালে রাবণ এই অনরণ্যকে হনন করে।  
অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র হৃদ্যশ্ব, তৎপুত্র  
স্ত্রুমনাঃ, তৎপুত্র ত্রিধবা, ত্রিধবার পুত্র ত্র্যাক্ষরুণ,  
ত্র্যাক্ষরুণের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে  
বিখ্যাত হন ও চণ্ডালতা \* প্রাপ্ত হন। এই  
সময় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অনার্য্য হন;  
সেই সময় রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার  
পরিপোষণ জন্ত ও নিজের চণ্ডালতা পরি-  
হারের নিমিত্ত জাহ্নবী তীরস্থ নাগ্রোধে বুদ্ধে  
প্রতিদিন মৃগমাংস বন্ধন করিয়া রাখিতেন।  
অনন্তর বিশ্বামিত্র পতিভূষ্ট হইয়া তাহাকে  
সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করান। ত্রিশঙ্কুর পুত্র  
হরিচন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র হরিত,  
তৎপুত্র চকু। চকুর দুই পুত্র, বিজয় ও বহু-  
দেব; বিজয়ের পুত্র রুরুক, তৎপুত্র রুক, তৎপুত্র

\* পরিণীয়মান। ত্র্যাক্ষরুণকে হরণ করা  
প্রযুক্ত ইহার পিতা ইহাকে 'চণ্ডাল হও'  
বলিয়া শাপ প্রদান করেন।

তস্তাং সপত্ন্যা গৰ্ভন্তন্তনায় গরো দন্তঃ ।  
তোনাত্তা গৰ্ভঃ স সপ্তবর্ষাণি জঠর এব তস্মৈ ॥ ১৬

সা তস্তা ভাৰ্য্যা চিতাং কৃত্বা তমারোপ্যানু-  
মরণকৃতনিশ্চয়াভূং । অথৈনামতীতানাগতবর্জ-  
মানকালবেদী ভগবানোর্কঃ স্বম্বাদাশ্রমা-  
ম্বিধ্যায়াব্রবীং, অলমেতেনাসদুৎসেহ । অখিল-  
ভূমণ্ডলপতিরিত্রিবীৰ্য্যপরাক্রমোহনেকযজ্ঞকৃদরাতি-  
পক্ষক্ষয়কর্তা তবোদরে চক্রবর্তী তিষ্ঠতি । মৈবং  
মৈবং সাহসাত্মকস্যায়িনী ভবতী ভবতু, ইত্যুক্তা  
চ সা তস্মাদনুমরণনিরক্ষাং বিরাম ॥ ১৭

তেনৈব ভগবতঃ স্বাগমমানায়ত । কতি-  
পদদিনান্তরে চ সেইব তেন গরেণাতিভেজস্বী  
বালকো জজ্ঞে । তস্মোর্বো জাতকশ্মাদিকাং

বাহু । হৈহয় তালজঙ্গম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ  
এই বাহুকে পরাজয় করাতে তিনি মহিষীর  
সহিত বনে প্রবেশ করেন । পরে বনে মহিষীর  
গৰ্ভ হইলে, তাঁহার সপত্নী গৰ্ভন্তন্তনের জন্ম  
বিষ প্রদান করে । সেই বিষপ্রভাবে মহিষীর  
গৰ্ভন্ত জীব সাত বৎসর পর্যন্ত জঠরেই অবস্থান  
করেন । রাজা বাহু ও বার্কক্য অবস্থায় নীত  
হইয়া অংশেমে ওর্ক নামক ঋষির আশ্রম  
নিকটে কালগ্রাসে পতিত হন । রাজমহিষীও  
চিতা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত মহারাজকে  
আরোহণপূর্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন ।  
অনন্তর অতীত, অনাগত ও বর্তমানকাল-কৃতান্ত-  
বেত্তা ভগবান্ ওর্ক স্বকীয় আশ্রম হইতে  
নির্গমন করিয়া কহিলেন, হে সাধবি ! আপনি  
এই অসদারস্ত কেন করিতেছেন ? আপনার  
উদরে অখিল ভূমণ্ডলপতি, চক্রবর্তী, অত্রিবীৰ্য্য-  
পরাক্রমশালী, অশেষ যজ্ঞকর্তা শত্রুপক্ষ-ক্ষয়-  
কারী বালক অবস্থিতি করিতেছেন । আপনি  
এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না—  
করিবেন না । ঋষি এই কথা বলিলে, রাজ-  
মহিষী সেই সহমরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা  
হইলেন । ভগবান্ ওর্ক তৎপরে তাঁহাকে  
স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন । কতিপয় দিনের

ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য সগর ইতি নাম চকার । কুতো-  
পনয়নকৈনমৌর্কো বৈদান্ শাস্ত্রাশ্রমশেষাণি অস্ত্র-  
কাণ্ডেণ ভার্গবাখ্যমধ্যাপয়ামাস । উৎপন্নবুদ্ধিঃ  
মাতরমপৃচ্ছং । অস্ম ! কথমত্র বয়ম্ ? ক বা  
তাতঃ ? তাতোহম্মাকং কঃ । ইতোবমাদি  
পৃচ্ছতঃ তস্মাত সর্কমবোচং । ততঃ পিত্তরাজ্য-  
হরণাম্বিতো হৈহয়তালজঙ্গমাদিবধায় প্রতিজ্ঞা-  
মকরোং । প্রায়শঃ হৈহয়ান্ জঘন । শক-  
যবন-কাষোজ-পারদ-পল্লাবা ইহমানাস্তং কুল-  
শুক্লং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ ॥ ১৮

অথৈতান্ বসিষ্ঠো জীবম্মৃতকান কৃত্বা সগর-  
মাহ, বৎস ! বৎস ! অলমেভিরতিজীবম্মৃতকৈ-  
রনুসৃতৈঃ ॥ ১৯

এতে চ ময়েব ত্বংপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায়  
নিজধন্বাঃ দ্বিজসম্পরিতিয়াগং কারিতাঃ ॥ ২০

মধ্যেই সেই বিষের সহিত অতিভেজস্বী বালক  
জন্মগ্রহণ করিল । ওর্ক সেই বালকের জাত-  
কশ্মাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক তাহার ‘সগর’  
এই নাম রাখিলেন । পরে সেই বালকেয়  
উপনয়ন হইলে, ওর্ক তাঁহাকে বেদ, অখিল-  
শাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা দিলেন ।  
বালক পরিপক্ব-বুদ্ধি হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, মাতঃ ! আমরা কেন এই তপো-  
বনে রহিয়াছি, আমার পিতাই বা কোথায় ?  
আর আমার পিতাই বা কে ? বালক  
এই প্রকার নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে,  
জননী তাঁহার নিকটে সকল অতীতব্রাহ্মণ  
বর্ণন করিলেন । অনন্তর সগর, পিতার  
রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয় তালজঙ্গমদি  
বধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন । অনন্তর প্রায় সকল  
হৈহয় নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন । পরে শক-  
যবন, কাষোজ, পারদ ও পল্লাবগণ তৎকর্তৃক  
আহত হইয়া তাঁহার কুলশুক্ল বসিষ্ঠের শরণাগত  
হইল । অনন্তর বসিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবম্মৃত-  
প্রায় করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস ! এই  
জীবম্মৃতগণের অনুসরণ করিয়া কি ফল  
হইবে ? এই দেখ, আমি ইহাদিগকে তোমার

স তথ্যেতি তদুৎকৃষ্টমভিনন্দ্য তেষাং  
বেশাশ্রয়মকারয়ৎ । যবান্ মুণ্ডিতশিরসঃ  
অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্  
পল্লাবাংশ্চ শ্রুশ্রদ্ধারান্ নিঃস্বাধ্যায়বর্ষটিকারান্  
এতান্গ্ৰাংশ্চ কল্লিয়াংশ্চকার । তে চ নিজধর্ম-  
পরিচ্যাগাদ্ভ্রাস্কপৈশ্চ পরিত্যক্তা শ্লেচ্ছতাং  
যনুঃ । সগরোহপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্থলিত-  
চক্রেঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্দোং প্রশশাস ॥ ২১  
ইতি ত্রীবিম্বপুরাণে চতুর্থোংশে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

### চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

কণ্ঠপদুহিতা স্মৃতিবিদর্ভরাজনয়ঃ চ  
কেশিনী দে ভাৰ্য্যে সগরস্তাস্তাম্ ॥ ১

প্রতিজ্ঞাপালনের জন্ত স্বকীয় ধর্ম ও ব্রাহ্মণ-  
সংসর্গ পরিচ্যাগ করাইয়াছি ; সুতরাং ইহারা  
জীবন্ত ত. তাহাতে আর সন্দেহ কি ? রাজা  
সগর, “যে আত্মা” এই বলিয়া গুরুবাক্যের  
অভিনন্দনপূর্বক তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বেশ  
করিয়া দিলেন । তিনি যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত  
করিলেন, শকগণকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিলেন,  
পরলম্বগণকে প্রলম্বমান-কেশযুক্ত করিলেন,  
পল্লাবগণকে শ্রুশ্রদ্ধারী করিলেন এবং ইহা-  
দিগকে ও অগ্রাশ্রয় তাদৃশ কল্লিয়গণকে স্বাধ্যায়  
ও বর্ষটিকারবিহীন করিয়া দিলেন । তাহারা  
নিজ ধর্ম পরিচ্যাগ করিল বলিয়া ব্রাহ্মণগণও  
তাহাদিগকে পরিচ্যাগ করিলেন । সুতরাং  
তাহারা শ্লেচ্ছ হইল । অনন্তর সগর  
রাজাও স্বপ্নে আগমন করত অপ্রতিহত সৈন্ত-  
গণে বেষ্টিত হইয়া সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবীকে  
শাসন করিতে লাগিলেন । ১১—২১ ।

চতুর্থোংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

### চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিবেন,—কণ্ঠপদুহিতা স্মৃতি  
ও বিদর্ভ-রাজ-জনয় কেশিনী, সগরের এই

তাত্যাক্ষ্যপত্যাৰ্থমারাবিহিত ঔৰ্ব্বঃ পরমেণ  
সমাধিনা বরমদাৎ ॥ ২

একা বংশধরমেকং পুত্রম্ অপরা যষ্টিং পুত্র-  
সহস্রাণি জনয়িত্যতীতি যন্তা যদভিমতং, গৃহ্য-  
তাম্ । ইত্যাতে কেশিনী, পুত্রমেকং, স্মৃতিঃ  
পুত্রসহস্রাণি যষ্টিং ববে । তথ্যেতি চ ঋষিণাভি-  
হিতে অল্পৈরেবাহোভিরেকৈকমসমঞ্জস্যং নাম  
বংশধরং পুত্রমস্মৃত কেশিনী । বিনতাতনয়াস্তু  
স্মৃত্যাঃ যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণ্যভবন । তন্মাদস-  
মঞ্জস্যসোহংশুমান্ নাম কুমারো জজ্ঞে ॥ ৩

স তু অসমঞ্জা বাল্যাদেবাপবৃত্তঃ । পিতা  
চাশ্রাচিন্তয়ং অয়মতীতবাল্যো বুদ্ধিমান্ ভবিষ্য-  
তীতি । অথ তত্রাপি বয়স্ততীতে তচ্চরিতমেবৈব  
পিতা তত্যাগ ॥ ৪

তত্রাপি যষ্টিঃ কুমারসহস্রাণি অসমঞ্জস্য  
চরিতমনুচক্রেঃ ॥ ৫

দুইটা পত্নী । এই পত্নীদ্বয় পুত্রলাভের জন্ত  
পরম সমাধি দ্বারা ঔৰ্ব্ব মহর্ষির আরাধনা করিলে  
তিনি বর প্রদান করেন যে, তোমাদের মধ্যে  
একজন বংশধর এক পুত্র প্রসব করিবে, আর  
একজন যষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিবে, এই দুই  
বরের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, তিনি  
সেই বর প্রার্থনা করুন । ঔৰ্ব্ব এই কথা  
বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা করিলেন এবং  
স্মৃতি যষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন । “তাহাই  
হইবে” ঋষি এই কথা বলিলে. পরে অল্পদিনের  
মধ্যেই কেশিনী অসমঞ্জস্য নামে এক বংশধর  
পুত্র প্রসব করিলেন । বিনতা-জনয় স্মৃতিরও  
কালক্রমে যষ্টিসহস্র পুত্র জন্মিল । কেশিনী-  
জনয় অসমঞ্জস্য অংশুমান্ নামে এক পুত্র হয় ।  
সেই অসমঞ্জা বাল্যকাল হইতে বড় দুর্বৃত্ত  
ছিলেন ; তাহার পিতা চিন্তা করিতেন,—অস-  
মঞ্জা যৌবনকালে বুদ্ধিমান হইবেন । অনন্তর  
যৌবন অতীত হইলে তিনি সেই প্রকার  
অসচ্চরিত রহিলেন দেখিয়া, সগর তাহাকে  
পরিচ্যাগ করিলেন । সগর রাজার অপর যষ্টি-  
সহস্র পুত্রও অসমঞ্জস্য চরিত্রের অনুকরণ

ততঃচাসমঞ্জসংচরিতানুকরিভিঃ সাগরৈ-  
রপংখন্তযজ্ঞাদিসম্মার্গে জগতি দেবাঃ সকলবিদ্যা-  
ময়মসংপৃষ্টমশেষদৌর্ভাগবতঃ পুরুষোত্তম-  
স্রাংশভূতঃ কপিলিধিঃ প্রণম্য তদধর্মমুচুঃ ॥ ৬

ভগবন্ এভিঃ সগরতনয়ৈরসমঞ্জসংচরিতমমু-  
গম্যতে, কথমেবমেভিরনুসরন্তির্জগৎ  
ত্যাভিজগৎপরিব্রাণায় চ ভগবতোহত্র শরীর-  
গ্রহণম্ । ইত্যাকর্ণ্য ভগবান্, অস্ত্রেবের দিনেরেতে  
বিনজ্জ্যন্তি ইত্যুক্তবান্ ॥ ৭

তত্রান্তরে চ সগরো হয়মেধমারেতে । তত্র  
তংপুত্রৈরধিষ্ঠিতমস্রাংশং কোষাপাঞ্জত্য ভূবো  
বিবরং প্রবিবেশ ॥ ৮

ততঃচাশ্ব ধেবণায় তনয়ান্ যুযোজ ! ততস্ত-  
ত্তনয়ান্চাশ্বখরপদবীমনুসরন্তাহতিনির্দ্বন্ধেন বসু-  
ধাতনমেকৈকো যোজনং যোজনমবনেচখান ॥ ৯

করিল । তখন অসমঞ্জস চরিত্রানুকরী সগর-  
তনয়গণ জগতে যজ্ঞাদি সম্মার্গ বিনষ্ট করিতেছে  
দেখিয়া দেবগণ, সকল বিদ্যাময় অশেষদোষে  
নির্লিপ্ত ভগবান্ পুরুষোত্তম-অংশভূত কপিল  
ঋষিকে প্রণাম করিয়া সেই বিষয়ের জ্ঞা  
বলিলেন, হে ভগবন্ ! এই সকল সগরতনয়-  
গণ অসমঞ্জস চরিত্রের অনুগমন করিতেছে,  
এই সকল অসম্মার্তানুসারী সগরতনয়গণ  
থাকিলে জগতের কি দশা হইবে ? হে ভগবন্ !  
আর্ভজনগণের পরিব্রাণের জন্তই আপনার  
শরীরধারণ হইয়াছে । ভগবান্ কপিল এই কথা  
শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই  
ইহার বিনষ্ট হইবে । সেই সময়ে সগর রাজা,  
অগমেধ যজ্ঞের আশ্রয় করেন । সেই যজ্ঞে  
সগরপুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিল । এক-  
দিন সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে, কোনও এক ব্যক্তি  
অপহরণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল । সগর  
তনয়গণকে অশ্বাধেয়ণের জ্ঞান নিযুক্ত করিলেন ।  
পরে অশ্বাধেয়ণে নিযুক্ত সগরতনয়গণ অতি-  
নির্দ্বন্দ্ব সহকারে অশ্বখর-চিহ্নিত পথের অনুসরণ  
করিতে করিতে এক এক জনে, এক এক যোজন

পাতালে চাঞ্চ পরিভ্রমন্তমবনীপতিনন্দনাস্তে  
দদৃশুঃ । নাতিদূরস্থিতঞ্চ ভগবন্তমপশ্বেন শরৎ-  
কালেহর্কমিব তেজোভিরনবরতমুর্জ্জ্বলমশশেষ-  
দিশাচোদ্ভাসয়মানং কপিলমিমপশ্বন ॥ ১০

ততঃচাদ্যতায়ুধা দুরাস্রায়মম্মদপকারী যজ্ঞ-  
বিষাতকর্তা হয়হর্তা হস্তাতং হস্তামিত্যধাবন্ ।  
ততঃচ তেনাপি ভগবতা কিঞ্চিদীষংপরিবর্তিত-  
লোচনেন বিলোকিতাঃ স্বশরীরসমুৎথান্যিহ  
দহমানা বিনেপুঃ ॥ ১১

সগরোহপ্যনুগম্যাসানুসারি তং পুত্রবলম-  
শেষং পরমর্ষিকপিলতেজসা দন্ধমংশমন্তমসম-  
ঞ্জসঃ পুত্রমগ্নানয়নায় চোদয়ামাস ॥ ১২

স তু সগরতনয়খাতমার্গেণ কপিলমুপগম্য  
ভক্তিন্মস্তথা তথা চ তুষ্টাব । যথেনং ভগবান্ :

বসুধাপৃষ্ঠ খনন-পূর্বক সকলেই পাতাল মধ্যে  
প্রবেশ করিল । সেই সগরপুত্রগণ, পাতালে  
সেই অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দেখিতে  
পাইল । আরও দেখিল যে, অশ্বের অনতিদূরে  
কপিল বিরাজমান ; ভগবান্ কপিল ঋষি, শরৎ  
কালের নির্মূল আকাশস্থিত সূর্যের ন্যায় অবি-  
রত স্ততেজোবিকর দ্বারা উজ্জ্বল, অধঃ ও অষ্ট-  
দিগ্ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়া ছিলেন । ১—১০  
অনন্তর সগরতনয়গণ, আয়ুধ উদ্যত করিয়া “এই  
দুরাত্মা আমাদের অপকারী, এই ব্যক্তিই যজ্ঞ-  
বিষাতের জ্ঞা অথ চুরি করিয়াছে, ইহাকে  
হনন কর—হনন কর” এই প্রকার বলিতে  
বলিত, সেই কপিলমুনির দিকে অভিধাবিত  
হইল ; তখন, সেই ভগবান্ মহর্ষি কপিল,  
নয়ন ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে দেখি-  
লেন । দশকালে তাঁহার শরীর-সমুদ্ভূত বহি  
দ্বারা দন্ধ হইয়া সগরতনয়গণ বিনষ্ট হইল ।  
সগর রাজা, সেই অশ্বানুগমনকারী পুত্রগণ,  
পরমর্ষি কপিলতেজে দন্ধ হইয়াছে, ইহা জানিয়া  
অসমঞ্জস পুত্র অংশুমানকে অশ্বানয়নের জ্ঞা  
প্রদান করিলেন । তখন, অংশুমান সেই  
সগরতনয়গণ-কৃত পথ দ্বারা, মহর্ষি কপিলের  
নির্দেহ গমনপূর্বক, ভক্তিন্মস্তভাবে তাহার স্তব

গচ্ছনং পিতামহায়গ্নং প্রাপয় বরং বৃগীষ চ পুত্র  
পৌত্রং তে স্বর্গাপাদ্যমানম্বিষ্যতীতি ॥ ১৩

অথাংশুমানপি ব্রহ্মদণ্ডহতানামস্বাপিতৃণাং  
স্বর্গায় স্বর্গাযোগ্যানাং স্বর্গপ্রাপ্তিকরং বরমস্মাকং  
ভগবান্ প্রযচ্ছতু ইত্যাহ ॥ ১৪ .

তথাহ ভগবান্ উক্তমেবৈতশ্চয়া পৌত্রস্তে  
ত্রিদিবদগন্ধাং ভুবমানম্বিষ্যতীতি । তদন্তসা  
সংস্পৃষ্টেঋত্বিভূম্যশ্বেতে স্বর্গমারোহ্যন্তি ভগ-  
বত্বিগ্নপাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতজলশ্চ হি তস্মাহাশ্বাং যন্  
কেবলমভিসন্ধিপূর্বকং স্নানাদ্যপভোগেন্দ্রপকারক-  
মনভিসংহিতমপ্যপেতপ্রাণত্বাচ্চিচক্ষুঃশ্রাব্যকেশাভ্য-  
মৃষ্টং শরীরজং যত্নপতিতং সদ্যঃ শরীরিণং  
স্বর্গং নরতীতৃত্যক্তং প্রণম্য চ ভগবতে অশ্বমাদায়  
পিতামহযজ্ঞমাজগাম ॥ ১৫

সগরোহস্যশ্বমাদায় তং যজ্ঞং সমাপন্নামাস  
সাগরং চান্ধজপ্রীত্যা পুত্রহে কল্পয়ামাস ॥ ১৬

করিতে লাগিলেন । সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া  
ভগবান্ মহাশ্ব কপিল কহিলেন, বৎস ! গমন  
কর, পিতামহকে এই অশ্ব প্রদান কর ; হে  
পুত্র ! বর প্রার্থনা কর, তোমার পৌত্র স্বর্গ  
হইতে গন্ধাকে আনয়ন করিবে । অনন্তর  
অংশুমানও বর প্রার্থনা করিলেন যে, ব্রহ্মদণ্ড-  
হত অতএব স্বর্গাযোগ্য আমার এই পিতৃব্য-  
গণের স্বর্গপ্রাপ্তিকর বর, ভগবান্ প্রদান করুন ।  
তখন ভগবান্ কপিল তাঁহাকে কহিলেন, বৎস !  
আমি ইহা পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে,  
তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গন্ধা আনয়ন করিবে ।  
সেই গন্ধাজল দ্বারা ইহাদের অস্থিসকল স্পৃষ্ট  
হইলে ইহারা স্বর্গারোহণ করিবে । ভগবান্  
বিগ্নর পাদাঙ্গুষ্ঠ বিনির্গত জলের ইহাই মাহাশ্ব  
যে, কেবল কামনাপূর্বক তাঁহাতে স্নানাদি  
করিলেই যে উপকার হয়, তাহা নহে, অকালেও  
বিগত-প্রাণের ভূপতিত, পরিত্যক্ত, শরীরজ  
অস্থিচক্ষুঃশ্রাব্যকেশাদিও ইহাতে পতিত হইলে,  
ইহা শরীরীকে স্বর্গারোহণ করাইয়া থাকে ।  
ঋষি এই কথা বলিলে পর, অংশুমান, ভগবান্  
কপিলকে প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্বক,  
পিতামহযজ্ঞে আগমন করিলেন । সগর রাজাও

তত্ৰাপ্যংশুমতো দিলীপঃ পুত্রোহভবৎ ।  
দিলীপস্তাপি ভগীরথঃ যোহসৌ গন্ধাং স্বর্গাদিহা-  
নীয় ভগীরথীসংজ্ঞাং চকার ॥ ১৭

ভগীরথঃ শ্রুতঃ তত্ৰাপি নাতাগঃ ততো-  
হপ্যস্বরীষঃ তস্মাং সিদ্ধদ্বীপঃ তত্ৰাপ্যযুতাপঃ  
তংপুত্র ঋতুপর্ণো নলসহায়োহক্ষয়দয়জ্ঞোহভূৎ ॥  
ঋতুপর্ণপুত্রঃ সর্বকামঃ তন্তনরঃ সুদাসঃ  
হৃদাসাং সৌদাসো মিত্রসহনামা ॥ ১৯

যোহসাবটব্যং মৃগয়াগতো ব্যাঘ্রদ্বয়মপশ্যৎ ২০  
তাতাঞ্চ তদনমপমৃগং কৃতম্ ॥ ২১  
স চৈকং তয়োর্কাণেন জঘান ॥ ২২  
মৃগমাণশ্চাসাবতীভীষণাকৃতিরতিকরালবদনো  
রাক্ষসোহভবৎ ॥ ২৩

দ্বিতীয়োহপি প্রতিক্রিয়াং তে করিষ্যামীত্যুক্তা  
অন্তর্দানং জগাম ॥ ২৪

কালেন গচ্ছত স সৌদাসো যজ্ঞনয়জং  
পরিমিষ্টিতযজ্ঞে চাচার্য্যবসিষ্ঠে নিষ্ক্রান্তে তদেক্স  
অংশুমানের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিয়া  
সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন, ও আশ্বজ-প্রীতি-  
প্রযুক্ত অংশুমানকেই পুত্রহে কল্পন করিলেন ।  
অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগী-  
রথ, ইনিই স্বর্গ হইতে গন্ধাকে আনয়ন করেন,  
বলিয়া গন্ধার নাম ভাগীরথী হয় । ভগীরথের  
পুত্র শ্রুত, তংপুত্র নাতাগ, তংপুত্র অহরীষ,  
তংপুত্র সিদ্ধদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতাপ, তংপুত্র  
ঋতুপর্ণ ; ইনি নলের সহায় ও অক্ষক্রৌড়ায়  
পারদর্শী ছিলেন । ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম,  
তংপুত্র হৃদাস, তংপুত্রের নাম সৌদাস  
মিত্রসহ । এই মিত্রসহ একদিন মৃগয়ায় গিয়া  
বনমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় অবলোকন করেন ১১—২০ ।  
ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় বনের সকল মৃগই ভক্ষণ করিয়া-  
ছিল । রাজা মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের  
একটিকে বাণ দ্বারা নিহত করিলেন । মরণ-  
কালে, ঐ ব্যাঘ্র অতি ভীষণাকৃতি করাল-  
বদন রাক্ষসরূপ ধারণ করিল । দ্বিতীয় ব্যাঘ্র,  
“তোমার প্রতিক্রিয়া করিব” এই কথা বলিয়া  
অন্তর্হিত হইল । কিছুকাল পরে ঐ সৌদাস  
রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । অনন্তর আচার্য্য

বসিষ্ঠরূপমাস্থায় যজ্ঞাবসানে মম সমাংসং  
ভোজনং দেয়ং তং সংক্ষিয়তাং ক্ষণাদিহা-  
গমিষ্যামীত্যুক্তা নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ২৫

ভূয়ঃ শৃদবেশং কৃত্বা রাজাজ্ঞয়া মানুষমাংসং  
সংস্কৃত্য রাজ্ঞে গবেদয়ং । অসাবপি হিরণ্য-  
পাত্রস্থিতং মাংসমাদায় বসিষ্ঠাগমনপ্রতীক্ষাহ-  
ভবং ॥ ২৬

আগত্য চ বসিষ্ঠায় নিবেদিতবান স চাচি-  
ন্তয়ং, অহো রাজ্ঞেহস্ত দৌঃশীল্যম্ যেনৈতমাংস-  
মম্ব্যকং প্রযচ্ছতি । কিমেতদ্রব্যজাতমিতি  
ধ্যানপরোহভূং, অপশুচ্চ তন্মানুষমাংসম্ ।  
ততঃ ক্রোধকলুষীকৃতচেতা রাজানং প্রতি শাপ-  
মুংসসর্জকে, যস্যাদভোজ্যমস্বাদ্বিধানং তপস্বিনাম্  
অবগচ্ছন্নপি ভবান্ মহাং দদাতি, তস্মাত্তবৈবাত্র  
লৌপা বুদ্ধির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৭

বসিষ্ঠ যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে,  
সেই রাক্ষস বসিষ্ঠরূপ গ্রহণপূর্বক, “যজ্ঞাবসানে  
আমাকে মাংসের সহিত ভোজন করান কন্তব্য,  
সেই জন্ত অনাদির সংস্কার কর, আমি ক্ষণকাল  
মধ্যেই আগমন করিতেছি” রাজাকে এই কথা  
বলিয়া পুনর্বার নিষ্ক্রান্ত হইল । পরে রন্ধন-  
কারীর বেশ ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞাগ্রহণপূর্বক  
মনুষ্য-মাংস রন্ধন করত রাজাকে নিবেদন  
করিল । রাজা সৌদাসও সেই মাংস সুবর্ণপাত্র  
রাখিয়া বসিষ্ঠাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।  
অনন্তর বসিষ্ঠ আগমন করিলে, রাজা তাঁহাকে  
ঐ মাংস নিবেদন করিলেন । তখন বসিষ্ঠ  
চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই রাজার  
কি দৌঃশীলতা! জানিয়াও এই মাংস প্রদান  
করিল! পরে, এই সর্পিল দব্য কি?” ইহা  
জানিবার জন্ত তিনি ধ্যানপর হইলেন ও ধ্যান-  
যোগে জানিতে পারিলেন যে, তাহা মনুষ্য-মাংস ।  
অনন্তর তিনি ক্রোধবশে কলুষীকৃত-চিন্তা হইয়া  
রাজার প্রতি শাপ দিলেন যে, আপনি জানিতে  
পারিয়াও যে কারণ আমাদের শ্রায় তপস্বিগণের  
অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান করিতেছেন,  
সেই জন্য আপনার বুদ্ধি নরমাংসলোলুপ

অনন্তরক ভেনাপি, ভগবতৈবাভিহিতোহস্মী-  
ত্যুক্তঃ, কিং কিং মজ্জবাবিহিতম্ ইতি পুনরপি  
সমাধৌ তস্থে ॥ ২৮

সমাধিবিজ্ঞানাবগতার্থশাস্ত্রানুগ্রহং চকার,  
নাতান্ত্রমেতং, দ্বাদশাকং ভবতো ভোজনং  
ভবিষ্যতীতি ॥ ২৯

অসাবপি তু প্রগৃহোদকাঞ্জলিং মূনিশাপ-  
প্রদানায়োদ্যতো ভগবানস্মদগুরুঃ, নার্ষ্ণেবং  
ক্লদেবতাভূতমাচার্য্যং শপ্তুমিতি স্বপত্ন্যা মদ-  
যত্ন্যা প্রসাদিতঃ শস্ত্রাশ্বদরক্ষার্থং তচ্ছাপানু  
নোক্যেং নাকাশে চিক্বেপ তেনৈব স্বপাদৌ  
সিষেচ ॥ ৩০

তেন ক্রোধশূন্যোত্তমা দক্ষস্বায়ৌ তংপাদৌ  
কন্মাক্ষতামুপগতো ॥ ৩১

হইবে, অর্থাৎ আপনি রাক্ষস হইবেন । অনন্তর  
রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্ । আপনিই  
আমাকে এই প্রকার করিতে বলিয়াছেন । এই  
কথা শ্রবণান্তে বসিষ্ঠ,—কি কি?—আমি বলি-  
য়াছি,—এই বলিয়া পুনর্বার ধ্যানপর হই-  
লেন । অনন্তর বসিষ্ঠ সমাধিবশে সৰ্বক  
বিষয় জানিতে পারিয়া, রাজার প্রতি অনুগ্রহ  
করিলেন ও কহিলেন, বহুদিনের জন্ত আপনার  
নরমাংস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ  
বৎসর মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন করিতে  
হইবে । তখন রাজাও অঞ্জলি পুরিয়া জলগ্রহণ-  
পূর্বক বসিষ্ঠকে পাশ প্রদানে উদ্যত হইলেন ।  
সেই সময়ে তাঁহার পত্নী, মদযত্নী—“কি করেন  
ভগবান বসিষ্ঠ আমাদিগের গুরু; এই প্রকারে  
ক্লদেবতাস্বরূপ আচার্য্যকে শাপপ্রদান কর,  
কন্তব্য নহে”—এই বলিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত  
করিলেন । তখন অঞ্জলিহিত সেই শাপ-জল  
পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে শস্ত্র ও  
মেঘ নষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় রাজা, সেই জল  
স্বকীয় চরণদ্বয়ে সেচন করিলেন । ২১—৩০ ।  
সেই ক্রোধান্বিতপ্ত জল সংস্পর্শে তাঁহার পাদ-  
দ্বয় বিনষ্টকাণ্ডি হইয়া কন্মাক্ষবর্ণ (কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ)  
ধারণ করিল । এই কারণে তাঁহার নাম

ততঃ স কন্যাষপাদসংক্রামবাণ, বসিষ্ঠ-  
শাপাচ্চ যষ্ঠে কালে রাক্ষসভাবমূপেত্যটিব্যং  
পর্যটন্থ অনেকশো মানুষানভক্ষয়ং ॥ ৩২

একদা তু কণ্ঠিন্মিতুকালে ভাৰ্য্যা সহ  
সঙ্গতং দদর্শ ॥ ৩৩

তয়োঃ তমভিভীষণং রাক্ষসমবলোক্য  
ত্রাসাং প্রধাবিতয়োর্দম্পত্যোত্রাক্ষণং জগ্রাহ ॥ ৩৪

ততঃ সা ব্রাহ্মণী বহুশস্তং যাচিতবতী,  
ঐন্দীদেক্ষাকুলভিলকভূতস্তং মহারাজ-মিত্রসহো  
ন রাক্ষসঃ । নার্সি নৌধর্ম্মস্থখাভিজ্ঞো মন্য-  
কৃতার্থামিমং মন্ত্তারমভুমতিোবাং বহুপ্রকারং  
তস্তাং বিলপন্ত্যাং ব্যাভ্রঃ পশুমিব তং ব্রাহ্মণ-  
মভক্ষয়ং ॥ ৩৫

ততঃ চাত্তিকোপসমধিতা ব্রাহ্মণী তং রাজানং,  
যম্মাদেবং মন্যতৃণায়ং ত্রয়ং মংপতির্ভক্ষিতঃ,  
তস্যাং ত্রমপ্যন্তমবলোপভোগপ্ররভৌ প্রাপ্যসি,  
ইতি শশাপায়িং প্রবিবেশ চ ॥ ৩৬

কন্যাষপাদ হইল। পরে, বসিষ্ঠ শাপবশে  
রাজা তৃতীয় দিবসে রাক্ষসরূপী হইয়া বনে  
পর্যটন করত অনেক মানুষ ভক্ষণ করিতে  
লাগিলেন। ঐ রাক্ষসরূপী রাজা একদিন ঋতু-  
কালে দম্বিতা-সম্বত এক ব্রাহ্মণ দর্শন করি-  
লেন। তখন অতিভীষণ রাক্ষস দেখিয়া অতি-  
ব্রাহ্মণ পলায়ন-স্বরায়ণ সেই দম্পতীর মধ্যে তিনি  
ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী  
তাহার নিকট অনেক ধাক্কা করিতে লাগিল  
যে—হে মহারাজ! প্রসন্ন হও, তুমি ইক্ষাকু-  
ললের ভিলকস্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ, রাক্ষস  
নহ। তুমি ক্রোধবশে অভিভূত; আমাতে  
অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভক্তকে ভক্ষণ করা  
তোমার উচিত নহে, এই প্রকারে ব্রাহ্মণী বহু  
বিলপ করিলেও রাজা তাহা শ্রবণ না করিয়া,  
ব্যাভ্র যে প্রকার পশুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ  
সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করিলেন। তখন অতি-  
কোপসমধিতা ব্রাহ্মণী রাজাকে পান্থপ্রদান  
করিল যে “আমার তৃপ্তি হইতে না হইতেই  
তুমি আমার পাতকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে

ততস্তত্ত্ব দ্বাদশাকপর্ধ্যয়ে বিমুক্তশাপস্ত  
ক্ৰীবিষয়াভিলাষিণো মদয়ন্তী স্মারয়ামাস ॥ ৩৭

ততঃ পরমসৌ ক্রীসন্তোগং তত্যাগ।  
বসিষ্ঠঃ অপুত্রিণা রাজ্ঞা পুত্রার্থমভ্যর্থিতো  
মদয়ন্ত্যাং গর্তাধানং চকার। যদা চ সপ্ত বর্ষা-  
ণ্যসৌ গর্তো ন জজ্ঞে, ততস্তং গর্তমথনা সা  
দেবী জঘান। পুত্রং চাজায়ত। তস্ত চান্থক-  
এব নামাভবং। অশ্বকস্ত মূলকো নাম  
পুত্রোভবং। যোহসৌ নিঃকল্লেহস্মিন স্মাতলে  
ক্রিয়মাণে ক্রীভির্বিব্রাহ্মিতঃ পরিবার্য রক্ষিতঃ।  
ততস্তং নারীকবচমুদাহরাস্ত। মূলকাং দশরথঃ  
তস্মাদিলিবিলাঃ ততঃ বিখসহঃ তস্মাচ্চ খট্টাক্সে  
দিলৌপঃ। যোহসৌ দেবানুসরণং সংগ্রামে  
দেবভাভিরভ্যর্থিতোহনুরান্ জঘান। স্বর্গে চ  
কৃতপ্রিয়ৈর্দেবৈর্বরার্থং চোদিতঃ প্রাহ যদ্যবশং

তুমি ক্রীসন্তোগে প্ররক্ত হইলেই বিনাশপ্রাপ্ত  
হইবে।” ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া  
অগ্নি প্রবেশ করিল। অনন্তর দ্বাদশবৎসর  
অতীত হইলে রাজা বিমুক্তশাপ হইয়া ক্রী-  
সন্তোগে অভিলাষী হইলে, তাহার ক্রী মদয়ন্তী  
তাহাকে ব্রাহ্মণীশাপের কথা স্মরণ করাইয়া  
দিলেন, সেই অবধি রাজা ক্রীসন্তোগ পরিত্যাগ  
করিলেন। পরে অপুল রাজার প্রার্থনানুসারে,  
বসিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্তাধান করিলেন। পরে  
সপ্তমবর্ষ অতীত হইল, তথাপি গর্তস্থ বালক  
ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া, দেবী মদয়ন্তী প্রস্তর  
দ্বারা গর্তে আবৃত করিলেন, তখন পুত্র  
জন্মিল। সেই পুত্রের নাম অশ্বক হইল।  
অশ্বকের মূলক নামে পুত্র হইল। এই সময়  
পরশুরাম, পৃথিবীকে নিঃকল্লে করিতে প্ররক্ত  
হইলে, বিব্রত ক্রীগণ মূলককে পরিবেষ্টন করিয়া  
রক্ষা করেন, সেই জন্ত তাহাকে নারীকবচ  
বলিয়া থাকে। মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র  
ইলিবিলা, তৎপুত্র বিখসহ, তৎপুত্র খট্টাক্স-  
দিলৌপ। এই খট্টাক্স দিলৌপ দেবানুসরণ-সংগ্রামে  
দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অনুরগণকে  
বিনাশ করেন। তখন স্বর্গস্থ দেবগণ, প্রিয়-



বরো গ্রাহন্তুমায়ঃ কথ্যতামিতি । অনন্তরকৈতৈ-  
রুভয়ম্ একমুহূর্তপ্রমাণমায়ঃ । ইত্যুক্তোহশ্বলিত-  
গতিম্ বিমানেনলম্বিতগুণো মর্ত্যালোকমাগমেদ্য-  
মাহ, যথা ন ব্রাহ্মণভ্যঃ সকাশাদায়াপি মে  
প্রিয়তরো ন চাপি স্বধর্মোন্নজনং ময়া কদাচি-  
দপ্যতুষ্টিতম্ ন চ সকলদেবমানুষপশুবৃক্ষাদিকৈ-  
হপ্যচ্যুতভ্যতিরেকবতী দৃষ্টির্মমাতুং তথা তমেব  
দেবং মুনিজনানুস্মৃতং ভগবন্তমশ্বলিতগতিঃ  
প্রাপ্যেরমিত্যশেষদেবগুরো ভগবতানির্দেশ-  
বপুর্ষি সন্তামাত্রায়ত্মানং পরমাত্মনি বাসু-  
দেবে বুযোজ্য তত্রৈব লয়মবাপ ॥ ৩৮  
তত্রাপি শ্রবতে শ্লোকো গীতঃ সপ্তবিধিঃ পুরা ।  
খটাস্ত্রেন সমো নাশ্তঃ কচিৎকুর্য্যং ভবিষ্যতি ॥  
যেন সর্গাদিহাগতা মুহূর্তং প্রাপ্য জীবিতম্ ।

কারী বলিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি  
বলিলেন,—যদি আমাকে নিতান্তই বর গ্রহণ  
করিতে হয়, তবে এই আমার বর যে,  
“আপনারা বলুন, আমি কতকাল বাঁচিব?”  
অনন্তর দেবগণ কহিলেন, আপনার এক মুহূর্ত-  
প্রমাণ আয়ু অবশিষ্ট আছে। দেবগণ এই  
কথা বলিলে খটাস্ত্রদিলীপ, অশ্বলিতগতি দেব-  
রথে আরোহণপূর্বক অতি শীঘ্রগতিতে মর্ত্য-  
লোকে আগমন করিয়া এই কথা বলিতে  
লাগিলেন যে, “যেমন ব্রাহ্মণগণ হইতে আমার  
আত্মাও প্রিয়তর-নহে, যেমন আমি কখনই  
স্বধর্মোন্নজন করি নাই, সে প্রকার আমার  
দৃষ্টি দেব, মানুষ, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতিতেও  
অচ্যুতভেদ উপলব্ধি করে নাই, সেই প্রকারে  
আমি অন্য অশ্বলিত-জ্ঞানে সেই মুনি-জনানু-  
স্মৃত দেব ভগবান বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হই” এইরূপ  
বলিতে বলিতে রাজা খটাস্ত্রদিলীপ, সেই  
অশেষগুরু, অনির্দেশ্যশরীর, সন্তামাত্র স্বরূপ  
পরমাত্মা ভগবান বাসুদেবে, আত্মার যোগ করি-  
লেন ও ভগবান বাসুদেবেই বিলীন হইয়া  
গেলেন। সপ্তবিধি পুরাকালে, এই খটাস্ত্র-  
দিলীপ সম্বন্ধে এক শ্লোক গান করিয়াছেন। সে  
শ্লোক এই যে, “পৃথিবীতে খটাস্ত্র সদৃশ অপর

ত্রয়োহভিসংহিতা লোকা বুদ্ধ্যা দানেন চৈব হি ॥

খটাস্ত্রতো দীর্ঘবাহুঃ পুত্রোহভবৎ । ততো  
রঘুঃ, তন্মাদপ্যজঃ অজাং দশরথঃ দশরথতাপি  
শ্রীভগবানব্রহ্মভো জগৎস্থিতার্থমাত্মাংশেন রাম-  
লক্ষণ-ভরত-শক্রকুরুপিশা চহুন্তা পুত্রতুম্যাসীৎ ॥

রামোহপি বাল এব বিখ্যামিত্রযজ্ঞরক্ষণায়  
গচ্ছন্ তাড়কাং জঘান ॥ ৪১

যজ্ঞে চ মারীচমিত্রপাতাহতঃ দরং চিক্রেপ  
হুবাছপ্রমুখঃ ১৮ ক্ষয়মনয়ং । সন্দর্শনমাত্রেন  
এব অহল্যমপাশং চকার । জনকগৃহে চ  
মাহেশ্বরং চাপনয়াম্যাসেনৈব বভূঃ সীতাক্ষ-  
যোনিজাং জনকরাজতনয়াং বীর্ঘ্যশুক্রাং নেভে ॥ ৪২

সকলক্রতুক্ষয়কারিণমশেষহৈহয়কুলকেতুভূতক  
পরশুরামমপাস্তবীর্ঘ্যবলাবলেপং চকার ॥ ৪৩

পিণ্ডবচনাচ্চাগনিতরাজ্যাভিলাষো ভ্রাতৃত্বার্থা-  
সমস্থিতো বনং বিবেশ ॥ ৪৪

কেহই জন্মিবে না। এই খটাস্ত্র মুহূর্তকাল  
মাত্র আয়ু জানিতে পারিয়া সর্গ হইতে পৃথি-  
বীতে আগমনপূর্বক জ্ঞানরূপ অর্পণ দ্বারা  
ত্রিলোকই বাসুদেবে প্রবিলাপিত করেন” ।  
খটাস্ত্রের পুত্র দীর্ঘবাহু নামা, তৎপুত্র রঘু, তৎ-  
পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এই দশরথের  
ঔরসে ভগবান পদ্মনাভ রাম, লক্ষণ, ভরত ও  
শক্রকুরুপ চারিভাগে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ  
করেন। ৩১—৪০। রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই  
বিখ্যামিত্র-যজ্ঞরক্ষণের জন্ত গমন করিতে করিতে  
পথেই তাড়কা নামে রাক্ষসীকে বিনাশ করেন ।  
তিনি বিখ্যামিত্রযজ্ঞে মারীচকে বাণপাতে আহত  
করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, হুবাছ-প্রমুখ রাক্ষস-  
গণকে বিনাশ করেন ও অহল্যাকে দর্শনমাত্রই  
অপাশা করেন। অনন্তর জনক-গৃহে অনায়াসেই  
মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ করেন ও অযোনিজা জনক-  
রাজতনয়া সীতাকে, বীর্ঘ্যের শুক্রস্বরূপ, পত্নী  
গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র বিবাহানন্তর অযোধ্যায়  
প্রত্যাবর্তনকালে, পথে যে সকল ক্রতুক্ষয়কারী-  
অশেষ হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের  
বীর্ঘ্য ও বলজনিতে গর্ভকে খর্ব করিলেন এবং

বিরাধধরদৃষণাদৌ কবন্ধবালিনৌ চ জবান।  
বন্ধা চাত্তোনিধিম্ অশেষরাক্ষসকুলক্ষণং কৃত্বা  
দশাননাপহুতাং তদধাপহতকলঙ্কামপ্যনলপ্রবেশ-  
শুদ্ধামশেষদেবেশসংস্কৃত্যমানাং সীতাং জনকরাজ-  
তনয়ামযোধ্যামানিত্তে ॥ ৪৫

ভরতোহপি গন্ধর্ববিষয়সাধনায়োগন্ধর্ব-  
কৌটীস্তিশ্রো জবান। শক্রস্নেহাধ্যমিতবলপরা-  
ক্রমো মধুপুত্রো লবণো নাম রাক্ষসেশ্বরো  
নিহতো মথুরা চ নিবেশিতা। ইত্যেবমাদ্য-  
তুল-বলপরাক্রম-বিক্রমগৈরতিষ্ঠানিবর্হৈরশেষ-  
শাস্ত্র জগতো নিষাদিতস্থিত্যো রামলক্ষ্মণভরত-  
শক্রঘ্নাঃ পুনর্দিবমারুঢ়াঃ। যেহপি তেহু ভগ-  
বদংশেষমুরাগিণঃ। কেশলনগরজনপদান্তেহপি  
তন্নসন্তঃসলোকতামবাপুঃ ॥ ৪৬

রামস্ত তু কুশলবো পুত্রৌ লক্ষ্মণশ্রীভদ্রচন্দ্র-  
কেতু, তক্ষপুত্রৌ ভরতস্ত, সুবাহুশরসেনৌ চ  
শক্রঘ্নস্ত ॥ ৪৭

পিতৃবাক্যে রাজ্যভিলাষকে গণনা না করিয়া  
ভ্রাতা ও ভাৰ্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন।  
অনন্তর বনে বিরাধ খর দৃষণাদি রাক্ষসগণ, কবন্ধ  
ও বালিকে হনন করিলেন। পরে সমুদ্র বন্ধন-  
পূর্বক অশেষ রাক্ষসকুল ক্ষণ করিয়া দশাননাপ-  
হুতা, দশাননবদরীভূতকলঙ্কা, অথচ অগ্নিপ্রবেশ-  
শুদ্ধ, অশেষদেবেশসংস্কৃত্যমানা জনকরাজতনয়া  
সীতাকে অযোধ্যায় আনিয়ন করেন। ভরতও  
গন্ধর্বরাজ্য লাভ করিবার জন্ত তিনকোটি সংখ্যক  
গন্ধর্বকে হনন করেন। শক্রঘ্নও, অমিতবল-  
পরাক্রম মধুপুত্র লবণ নামক রাক্ষসেশ্বরকে হনন-  
পূর্বক মথুরা নামে একটি পুরী স্থাপনা করেন।  
এইরূপ নানাপ্রকার অতুলনীয় বল পরাক্রম  
বিক্রমসমূহ দ্বারা অশেষ হুঁসিয়াদিগকে হনন  
করিয়া, এই সকল জগতে স্থিতি সম্পাদনপূর্বক,  
রাম, লক্ষ্মণ ভরত ও শক্রঘ্ন পুনর্বার স্বর্গে গমন  
করিলেন। সেই সময় অযোধ্যাবাসী যে মনুষ্য-  
গণ সেই ভগবদংশচতুষ্টয়ে অনুরাগী ছিলেন,  
তঁাহারাও রামচন্দ্রে মন অর্পণ করিয়া তঁাহার  
সালোকা প্রাপ্ত হন। রামের পুত্র কুশ ও লব,

কুশস্তাতিথিঃ অতিথেরপি নিষধঃ পুত্রোহ-  
ভবৎ। নিষধস্তাপি নলঃ তস্তাপি নভাঃ নভসঃ  
পুণ্ডরীকঃ তন্তনয়ঃ ক্ষেমধবা তস্ত চ দেবানীকঃ।  
তস্তাপ্যহীনগুঃ ( ততো রূপঃ ) ততো রুরুঃ তস্ত  
চ পারিপমত্রঃ পারিপাত্রাদলঃ দলাং ছলঃ তস্তা-  
প্যুত্থঃ উত্থাৎবজ্রনাভঃ তস্তাং শঙ্কানাভঃ ততো  
ব্যুখিতাং ততঃ বিধসহো জজ্ঞে। হিরণ্য-  
নাভস্ততো মহাযোগীশ্বরজৈমিনিশিষ্যঃ। যতো  
যাজ্ঞবল্ক্যো যোগমবাপ হিরণ্যানাভস্ত পুত্রঃ পুষ্যঃ  
তস্তাং ধ্রুবসন্ধিঃ ততঃ সুদর্শনঃ তন্মাদগ্নিবর্ণঃ  
ততঃ শীঘ্রঃ ততোহপি মরুঃ পুত্রোহভূৎ।  
যোহসৌ যোগমাত্মহায়াপি কলাপগ্রামাশ্রিত-  
স্থিষ্ঠতি। আগামিযুগে সূর্য্যবংশক্ষত্রপ্রবর্তয়িতা  
ভবিষ্যতীতি। প্রমুশ্রুতস্তস্তাত্তজঃ তস্তাপি  
মুগন্ধিঃ ততঃচামৰ্ষঃ তস্ত মহেশ্বান ততো বিষ্ণুত-  
বান ততো বৃহদ্রলঃ যোহর্জুনতনয়েনাভিমন্যনা  
ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত ॥ ৪৮

লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চক্রেতু, ভরতের  
পুত্র তক্ষ ও পুত্র এবং শক্রঘ্নের পুত্র সুবাহু  
ও শুরসেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির  
নিষধ নামে পুত্র হয়, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র  
নভাঃ, নভার পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধবা,  
তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। তৎপুত্র  
রূপ। তৎপুত্র রুরু। তৎপুত্র পারিপাত্র, তৎ-  
পুত্র দল, তৎপুত্র ছল, তৎপুত্র উত্থ। তৎপুত্র  
বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্কানাভ, তৎপুত্র ব্যুখিতাং,  
তৎপুত্র বিধসহ, তৎপুত্র মহাযোগীশ্বর জৈমিনি-  
শিষ্য হিরণ্যানাভ, এই হিরণ্যানাভের নিকট  
যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন। হিরণ্যানাভের পুত্র  
পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র  
অগ্নিবর্ণ। তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের মরু নামে পুত্র  
হয়। এই মরু, যোগে অবস্থান করত অন্যাপি  
কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে-  
ছেন এবং ইনিই আগামী যুগে সূর্য্যবংশীয়  
ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্তয়িতা হইবেন। মরুর পুত্র  
প্রমুশ্রুত, তৎপুত্র মুগন্ধি, তৎপুত্র অমৰ্ষ, তৎ-  
পুত্র মহেশ্বান, তৎপুত্র বিষ্ণুতবান, তৎপুত্র বৃহ-

এতে ইক্ষাকুভূপালাঃ প্রাধাত্নেন ময়োদিতাঃ ।

এতেষাঞ্চরিতং শৃণু সৰ্গপ্রাপ্তৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থঃশ্লোকঃ

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ইক্ষাকুতনয়ো যোহসৌ নির্মির্নাম, স তু  
সহস্রসংবৎসরং সত্তমারেভে বসিষ্ঠক হোতারং  
বরয়ামাস ॥ ১

তমাহ বসিষ্ঠঃ, অহমিস্ত্বেণ পঞ্চবর্ষশতং  
যোগার্থং প্রথমতরং বৃতং, তদনন্তরং প্রতিপাল্য-  
তাম্, আগতস্তবাপি ঋত্বিকু ভবিষ্যামি, ইত্যুক্তে  
স পৃথিবীপতিনি ন কিঞ্চিদুক্তং ॥ ২

বসিষ্ঠোহপ্যনেন সমরীপ্সিতমিতামরপতে-  
র্ধাগমকরোং ॥ ৩

দল, ভারতবৃন্দে অভিমত্যা এই বৃহদলকে বিনাশ  
করিয়াছেন। এই সকল প্রধান প্রধান ইক্ষাকুল  
নৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইহাদের  
চরিত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সর্বপাপ হইতে  
মুক্ত হয়। ৪১—৪২।

চতুর্থঃশ্লোকঃ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ।

পরশর কহিলেন, ইক্ষাকুর নিমি নামে যে  
পুত্র ছিলেন, তিনি কোন সময়ে সহস্র সংবৎসর  
ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং সেই যজ্ঞে  
বসিষ্ঠকে হোত্রে বরণ করেন। বরণ কালে  
বসিষ্ঠ কহিলেন, ইন্দ্র, পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে  
আমাকে বরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাবৎকাল  
অপনি প্রতীক্ষা করুন; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে  
আমি আগমন করিয়া আপনার ঋত্বিকু হইব।  
বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর, রাজা নিমি তাঁহাকে  
আর কিছুই বলিলেন না। তখন বসিষ্ঠ, “আমার  
কথা রাজা স্বীকার করিলেন” ইহা ভাবিয়া হর-

সোহপি তংকালমেবাঠোগৌ তমাদিভির্ধাগ-  
মকরোং । সমাপ্তে চামরপতেৰ্থগে স্বরাবান্  
বসিষ্ঠো নিমৈঃ কৰ্ম্ম করিষ্যামীত্যাজগাম, তৎ-  
কৰ্ম্মকর্তৃত্বঞ্চ তত্র গৌতমস্ত দৃষ্ট্বা, অথ স্বপতে  
তস্মৈ রাজ্ঞে মামপ্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন গৌতমায়  
কৰ্ম্মান্তরমর্পিতং যস্মাং, তস্মাদয়ং বিদেহো  
ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥ ৪

প্রতিবুদ্ধশ্চাসাববনীপতিরপি প্রাহ, যস্মা-  
ন্মামসন্ত্যজ্য অজানত এব শয়ানস্ত শাপোংসর্গ-  
মসৌ দৃষ্টগুরুচকার, তস্মাং তস্তাপি দেহঃ  
পতিতো ভবিষ্যতীতি প্রতিশাপং দত্ত্বা দেহ-  
মত্যজং ॥ ৫

তস্মাচ্ছাপাচ্চ মিত্রাবরুণয়োস্তেজসি বসিষ্ঠ-  
তেজঃ প্রবিষ্টম্ উর্কশীদর্শনাদুদ্রুতবীৰ্য্যপ্রপাতয়োঃ  
সকাশাং বসিষ্ঠো দেহমপরণং লেভে ॥ ৬

নিমেরপি তচ্ছরীরমাতমনোহরং তৈলগন্ধা-

পতির যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজা নিমিও  
সেইকালে অগ্নি গৌতমাদির দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ  
করিয়া দিলেন। এদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত  
হইলে “নিমি-রাজার যজ্ঞ করিতে হইবে” এই  
ভাবিয়া বসিষ্ঠ, স্বরা সহকারে সেইখানে উপস্থিত  
হইলেন। অনন্তর তিনি, গৌতম সকল যজ্ঞ  
কর্ম্মের কর্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া, নিদ্রাগত  
রাজা নিমিকে শাপ প্রদান করিলেন যে,—“রাজা  
নিমি যেমন আমাকে ত্যজ্য করিয়া, গৌতমের  
প্রতি এই সকল কর্ম্মের ভার প্রদান করিয়াছেন,  
সে কারণে তিনি দেহহীন হইবেন। অনন্তর  
রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যে কারণে এই  
দৃষ্ট গুরু বসিষ্ঠ, আমাকে সন্ত্যজ্য না করিয়া,  
শয়ান এবং এই সকল বিষয়ে অজ্ঞাত  
আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, সেইজগ্ন  
তঁাহারও দেহ পতিত হইবে।” রাজা এই  
প্রকার প্রতিশাপ প্রদানান্তে দেহ পরিত্যাগ  
করিলেন। সেই শাপের প্রভাবে, মিত্রাবরুণের  
তেজঃ বসিষ্ঠের তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর  
উর্কশীদর্শনে ঐ মিত্রাবরুণের রেতঃ স্থলিত  
হইলে, সেই বীৰ্য্য হইতে বসিষ্ঠ অপরদেহ লাভ

দিভিরপঙ্কি স্মরণং, নৈব ক্লেদাদিকং দোষমবাপ,  
সদ্যোমৃতমিব তত্ত্বৈঃ ॥ ৭ ॥

যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ভাগগ্রহণায়গতান্ দেবান্  
ঋত্বিজ উচুঃ, যজমানায় বরো দীয়তাম্ ইতি ।  
দেবৈশ্ছন্দিতো নিমিরাহ ॥ ৮ ॥

ভগবন্তোহখিলসংসারহৃৎসমজ্ঞাতস্ত স্বেতারো  
ন স্তোতাবজ্জগতাত্মং হৃৎখমন্তি, যচ্ছরীরাশ্বনো-  
র্কিয়োগো ভবতি, তদহমিচ্ছামি সকললোক-  
লোচনেযু বশম্, ন পুনঃ শরীরগ্রহণং কর্তুম্ ।  
ইত্যুক্তে দেবৈরসাবধেযভূতানাং নেত্রেণ আসা-  
ক্ষারিতঃ ॥ ৯ ॥

ততো ভূতান্যুৎসেবনিমেঘং চক্ৰুঃ । অপূত্রস্ত  
চ তস্ত ভূভূজঃ শরীরমরাজকর্তারবস্তে মুন্যো-  
ৎসরণ্যং মমন্তুঃ ॥ ১০ ॥

তত্র কুমারো জজ্ঞে । জননাজ্জনকসংস্কারা-  
সাববাপ ॥ ১১ ॥

করিলেন। নিমি রাজারও সেই মৃতদেহ, অতি  
মনোহর তৈল গন্ধাদি দ্বারা লিপ্ত থাকতে,  
ক্লেদাদিদোষে দূষিত হইল না বরং সদ্যো-মৃতের  
জায় অবিকৃতই রহিল। ১—৭। যজ্ঞ সমাপ্তি  
হইলে, ভাগগ্রহণার্থে অর্থাৎ দেবগণকে ঋত্বিক্-  
গণ কহিলেন, আপনারা যজ্ঞমানকে বর প্রদান  
করুন। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণার্থে আজ্ঞা  
করিলে, নির্মি কহিলেন, ‘হে অখিল-সংসারের  
হৃৎখচ্ছদকারী ভগবদগণ! আমার ইহা অপেক্ষা  
অধিক হৃৎখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও  
আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়। এই কারণে  
আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।  
কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে  
ইচ্ছা করি।’ রাজা নিমি এই কথা বলিলে  
পর দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি  
করাইলেন। সেই কারণেই ভূতগণ উন্মেঘ ও  
নিমেঘ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না  
থাকাতে মুনীগণ, অরাজকতাভয়ে ভীতু হইয়া  
অরণীতে \* মগ্নন করিতে লাগিলেন। তাহাতে

অভূদিদেহোহস্ত পিতেতি বৈদেহো মথনা-  
মিথিরভূং । তস্তোদাবহঃ পুত্রোহভূং ।  
ততো নন্দিবর্কনঃ, তস্মাৎ সূকেতুঃ, তস্তাপি  
দেবরাতঃ ততঃ বৃহদ্রুৎ, তস্ত চ মহাবীৰ্য্যঃ,  
তস্তাপি সত্যপ্রতিঃ, ততঃ ঋষ্টকেতুঃ, ঋষ্টকেতো-  
র্হর্যাপঃ, তস্ত চ মরুঃ, মরোঃ প্রতিবন্ধকঃ, তস্মাৎ  
কৃতরথঃ, তস্মাৎ কৃতিঃ, তস্ত বিবুধঃ, তস্তাপি  
মহাপ্রতিঃ, তস্ত চ কৃতিরাতঃ, ততো মহারোমা,  
ততঃ সুবর্ণরোমা, তস্তাপি পুত্রো ব্রহ্মরোমা,  
ততঃ সীরধ্বজোহভূং । তস্ত পুত্রার্থং যজনভূবং  
কুশতঃ সীরে সীতা হৃহিতা সমুৎপন্নাসীং ।  
সীরধ্বজস্ত ভ্রাতা সান্ধাশাধিপতিঃ কুশধ্বজ-  
নামা । সীরধ্বজস্যপত্যং ভানুমান্ ॥ ১২ ॥

ভানুমতঃ শতহর্যঃ, তস্ত শুচিঃ, তস্যাদুর্জ-  
বহো নাম পুত্রো জজ্ঞে । তস্তাপি সহরধ্বজঃ,  
ততঃ কুনিঃ, ( কুনিঃ ) কুনেরঞ্জনঃ, তংপুত্রঃ  
ঋতুজঃ, ততোহরিতেনিমেঘঃ, তস্মাৎ শ্রুতাশুঃ,

পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে জন্ম হয়  
বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয়; ঐ পুত্রের  
পিতা বিদেহ হন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদহ হয়  
এবং মগ্নন দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাহার  
আর একটা নাম ‘মিথি’ হয়। তাঁহার পুত্র  
নন্দিবর্কন, তংপুত্র সূকেতু, তংপুত্র দেবরাত,  
তংপুত্র বৃহদ্রুৎ, তংপুত্র মহাবীৰ্য্য, তংপুত্র  
সত্যপ্রতি, তংপুত্র ঋষ্টকেতু, তংপুত্র হর্যাপ,  
তংপুত্র মরু, তংপুত্র প্রতিবন্ধক, তংপুত্র  
কৃতরথ, তংপুত্র কৃতি, তংপুত্র বিবুধ, তংপুত্র  
মহাপ্রতি, তংপুত্র কৃতিরাত, তংপুত্র মহারোমা,  
তংপুত্র সুবর্ণরোমা, তংপুত্র ব্রহ্মরোমা, তংপুত্র  
সীরধ্বজ। সেই সীরধ্বজ, পুত্রলাভের জন্ত  
যজ্ঞভূমি কর্ণন করিতেছিলেন, এই সময় লাজ-  
লের অগ্রভাগে সীতা নামে হৃহিতা সমুৎপন্না  
হন। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ, ইনি  
সান্ধাশনগরের অধিপতি। সীরধ্বজের পুত্র  
ভানুমান্। ভানুমানের পুত্র শতহর্য, তংপুত্র  
শুচি; শুচির উর্জবহ নামে পুত্র জন্মে। তংপুত্র  
সত্যধ্বজ, তংপুত্র কুনি, তংপুত্র অঞ্জন, তংপুত্র

ততঃ সূর্য্যধঃ, তস্মাং সঞ্জয়ঃ, ( সংনয়ঃ ) ততঃ  
ক্লেমারিঃ, তস্মাদনেনাঃ, তস্মান্মীনরথঃ ( মানরথঃ ),  
তস্ত সত্যরথঃ, তস্ত সাত্যরথিঃ, সাত্যরথৈ-  
রুপগুঃ, তস্মাং শ্রুতঃ, ( উপগুপ্তঃ, ) তস্মাং  
শাখতঃ, তস্মাং সুধবা ( সুবর্তাঃ ) তস্মাপি  
সুভাসঃ, ততঃ সূশ্রুতঃ, তস্মাজ্জয়ঃ, জয়পুলো  
বিজয়ঃ, তস্ত ঋতঃ, ঋতাং সুনয়ঃ, ততো বীত-  
হব্যঃ, তস্মাং সঞ্জয়ঃ, তস্মাং ( ক্লেমাধঃ, তস্মাং )  
স্বতিঃ, ঋতকঁহলাধঃ, তস্ত পুলঃ কৃতিঃ, কৃতো  
সন্তিষ্ঠতেহয়ং জনকবংশঃ ॥ ১৩

ইত্যেতে মৈথিলাঃ । প্রাচুর্য্যেণ এতেষা-  
মান্নবিদ্যাশ্রদ্ধিণা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি ॥ ১৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঃশে

পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

সূর্য্যস্ত ভগবন বংশঃ কথিতো ভবতা মম ।  
সোমস্ত বংশে তুখিলান্ প্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবান ॥  
ঋতুজিং, তংপুত্র অরিষ্টনেমি, তংপুত্র শ্রুতায়ঃ ।  
তংপুত্র সূর্য্যধঃ, তংপুত্র সঞ্জয়, তংপুত্র ক্লেমারিঃ,  
তংপুত্র অনেনাঃ, তংপুত্র মীনরথঃ, তংপুত্র  
সত্যরথঃ, তংপুত্র সাত্যরথিঃ, তংপুত্র উপগুঃ,  
তংপুত্র শ্রুতঃ, তংপুত্র শাখতঃ, তংপুত্র সুধবা,  
তংপুত্র সুভাসঃ, তংপুত্র সূশ্রুতঃ, তংপুত্র জয়ঃ,  
তংপুত্র বিজয়ঃ, তংপুত্র ঋতঃ, তংপুত্র সুনয়ঃ,  
তংপুত্র বীতহব্যঃ, তংপুত্র সঞ্জয়ঃ, ( তংপুত্র  
ক্লেমাধঃ, ) তংপুত্র স্বতিঃ, স্বতির পুত্র বহলাধঃ,  
তংপুত্র কৃতিঃ । এই কৃতিতেই জনকবংশের  
অবসান হয় । এই মৈথিল ভূপালগণ ।  
ইহাদের মধ্যে প্রায়শই সকল ভূপতিগণ  
আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত । ৮—১৪ ।

চতুর্থঃশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি  
আমার নিকট সূর্য্যের বংশ কীর্তন করিলেন ।

কীর্তীতে স্থিরকীর্তীনাং যেধামদ্যাপি সত্যতিঃ ।

প্রসাদসুখবস্ত্রং ব্রহ্মদাত্যাতুমহিসি ॥ ২

পরশর উবাচ ।

শ্রয়তাং মুনিশাদূল বংশঃ প্রথিততেজসঃ ।

সোমস্তানুক্ৰমাংখ্যাতা যত্রোর্বাপত্যেহভবন্ ॥ ৩

অয়ং হি বংশোঃতিবলপরাক্রম্যুতিশীল-  
চেষ্ঠাবন্তিরতি-গুণাধিতৈর্বহুয-যযাতি- কার্ত্তবীর্ষ্য-  
জ্জুনাতিভিঃ পালৈরলঙ্কতঃ ॥ ৪

তমহং কথয়ামি, শ্রয়তাম্, অখিলজগৎপ্র-  
ভগবান্নারায়ণনাভিসরোজিনীসমুত্তবাজ্যযোনের্ব্রহ্মণঃ  
পুলোহিত্রিঃ, অত্রৈঃ সোমঃ, তঞ্চ ভগবান্ভ-  
যোনিরশেষৌষধি-দ্বিজ-নক্ষত্রাণামাধিপত্যেহভাষে-  
চয়ং ॥ ৫

স চ রাজস্বয়মকরোঃ । তংপ্রভাবাদতুং-  
কৃষ্টাধিপত্যাধিষ্ঠাতৃহ্যচৈনং মদ আবিবেশ ॥ ৬

এক্ষণে আমি চন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন নৃপতি-  
গণের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । হে  
ব্রহ্মন্! যে চন্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্তী নৃপতিগণের  
সত্যতি অদ্যাপি জগতে কীর্তিত হয়, আপনি  
প্রসাদ-সুখ হইয়া সেই নৃপতিগণের বিষয়  
আমার নিকটে বলুন । পরশর বলিলেন,—হে  
মুনিশাদূল মৈত্রেয়! প্রথিততেজা সোমের  
যে বংশে প্রথিতযশা ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন,  
সেই বংশ অনুক্রমে শ্রবণ কর । অতিবল-  
পরাক্রমশালী, কান্তিমান্ সংস্কার ও দানাদি  
ক্রিয়াধিতঃ অতিগুণবান্ নহয়, যযাতি, কার্ত্ত-  
বীর্ষ্যজ্জুন প্রভৃতি ভূপালগণ এই চন্দ্রবংশকে  
আলোকিত করিয়াছেন । এই বংশের বিষয়  
আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।  
অখিলজগৎপ্রভাঃ ভগবান্ নারায়ণের নাভি  
সরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন অজ্যযোনি ব্রহ্মার  
পুত্র অত্রিঃ । অত্রির পুত্র চন্দ্রঃ । ভগবান্  
ব্রহ্মা, চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজ-  
গণের অধিপত্যে অভিষেক করেন । চন্দ্র,  
রাজস্বয় পজ্ঞ করিয়াছিলেন, পরে সেই রাজ-  
স্বয় যজ্ঞ প্রভাবে এবং সর্বোৎকৃষ্ট আধি-  
পত্যের অধিষ্ঠাতৃহ্যনিবন্ধন তাঁহার অহঙ্কার

মদাৰলেপাচ্চাসৌ সকলদেবগুণরূপহস্পতে-  
স্তারাং নাম পত্নীং জহাৱ ॥ ৭

বহুশঃ বৃহস্পতিচাদিতেন ভগবতা ব্রহ্মণা  
চোদ্যমানঃ সকলৈঃ দেবর্ষিভির্ধাচ্যমানোহপি  
ন মুমোচ । তস্ত হি বৃহস্পতিদেবাহুশনাঃ  
পাশ্বিগ্রাহোহভবৎ ॥ ৮

অস্মিরসঃ সকাশোপলদবিদ্যোঃ ভগবান্  
রুদো বৃহস্পতেঃ সাহায্যমকরোৎ ॥ ৯

যতশ্চোশনাঃ, ততো হি জন্তুকুজন্তাদ্যাঃ  
সমস্তা এব দৈত্যদানবনিকায় মহান্তমুদ্যমঃ  
চক্ৰুঃ । বৃহস্পতেৱপি সকলদেবসৈস্তসহায়ঃ  
শক্ৰোহভবৎ ॥ ১০

এবঞ্চ তয়েরাতীবোধ্যঃ সংগ্রামস্তরকানি-  
নিমিস্তস্তরকামণৌ নামাভবৎ । ততঃ সমস্ত-  
শরণ্যাসুরেণু রুদ্রপুরোগমা দেবা দেবে । চাশেষ-  
দানবা মুমুচুঃ ॥ ১১

এবঞ্চ দেবাসুরাহবক্ষোভগ্নুরুহদরমশেষমেব  
জগদ্ ব্রহ্মাণঃ শরণং জগাম ॥ ১২

উপস্থিত হয় । সেই মদদোষপ্রযুক্ত চন্দ্র, সকল-  
দেবগুরু বৃহস্পতির তারা নারী পত্নীকে হরণ  
করিলেন । অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান  
ব্রহ্মা, চন্দ্রকে বহবার অনুরোধ করিলেও এবং  
সকল দেবাবগণ যাক্রা করিলেও চন্দ্র তারাকে  
পরিভ্রাণ্য করিলেন না । বৃহস্পতির প্রতি  
দ্রোণ নিবন্ধন গুপ্তেও তাঁহার সহায় হইলেন ।  
এদিকে, অস্মিরার নিকট হইতে ব্রিহ্মালাভ  
করিয়া ভগবান্ রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে  
আরম্ভ করিলেন । গুপ্ত, চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন  
বলিয়া জন্ত কুজন্ত প্রভৃতি দানবগণ, তাঁহার  
সাহায্যার্থ মহান উদ্যোগ করিল । এদিকে  
সকল-দেবসৈন্ত-সহায় ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাহায্য  
করিতে লাগিলেন । ১—১০ । তখন উভয়  
পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল, এই  
সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া, ইহার  
নাম তারকাময় । অনন্তর, রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ  
ও দানবগণ পরস্পর শত্রুসমূহ নিক্ষেপ করিতে  
লাগিলেন । পরে এই প্রকারে দেবাসুর-যুদ্ধ

ভক্তঃ ভগবান্-পুশনসং শঙ্করমহুরান্  
দেবাঃ নিবার্য বৃহস্পতেস্তারামদাৎ । তাকান্তঃ-  
প্রসবামবলোক্য বৃহস্পতিরাহ ॥ ১৩

নৈষ মম ক্ষেত্রে ভবতাত্তমুতো ধার্যন্ত-  
দুঃস্থজৈনমলমতিথ্যে'নেতি । সা চ তেনৈব-  
মুক্তা পতিব্রতা ভর্তৃবচনাং তর্ষীষিকান্তপে গর্ত-  
মুঃসসর্জ ॥ ১৪

স চোঃস্থষ্টমাত্র এবাজিতেজসা দেবানাং  
তেজাঃস্মাচিক্ষেপ ॥ ১৫

বৃহস্পতিমিন্দুং চ তস্ত কুমারপ্রাতিচারতয়া  
সান্তিলাষৌ দৃষ্টা দেবাঃ সমুঃপন্নসন্দেহাস্তারাং  
পপ্রচ্ছুঃ, সত্যং কথয়াস্বাকমতিস্থভগে কস্তায়-  
মান্বজঃ সোমস্তাথ বৃহস্পতেঃ ইত্যান্যপি সা  
তরা হ্রিয়া ন কিঞ্চিদুবাচ ॥ ১৬

বহুশোংপাতিহিতা যদাসৌ দেবেভ্যো নাচ-  
চক্ষে, ততঃ স কুমারতাং শত্ৰুমুদ্যাতঃ, প্রাহ চ,

সুদ-হৃদয় অশেষ জগৎ, ব্রহ্মার শরণ লইল ।  
তখন ভগবান্ ব্রহ্মা,—গুপ্ত, শঙ্কর, অমুর ও  
দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা  
প্রদান করিলেন । অনন্তর বৃহস্পতি, তারাকে  
গর্ভিণী দেখিয়া কহিলেন, “আমার ক্ষেত্রে অস্ত্র  
ব্যস্তির ঔরসজাত পুত্র,তোমার ধারণ করা উচিত  
নহে ; তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর ।” বৃহস্পতি  
এই কথা বলিলে পতিব্রতা তারা পতিবাক্যে  
সেই গর্ত ঈষিকান্তপে \* পরিত্যাগ করিলেন ।  
নিষ্কেপমাত্রে সমুঃপন্ন পুত্র, স্বকীয় কান্তি দ্বারা  
দেবগণেরও তেজের অভিব্যক্তি করিয়া বিরাজ  
করিতে লাগিলেন । তখন সেই কুমারের প্রতি  
বৃহস্পতি ও চন্দ্র,—এই উভয়কেই সান্তিলাষে  
অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া, দেবগণ সন্দি-  
হান-ভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে  
অতিস্থভগে ! তুমি সত্য করিয়া বল, এই  
সন্তান কাহার ? চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির ?”  
দেবগণ এই কথা বলিলে, তারা লজ্জায় কিছু  
বলিতে পারিলেন না । অনেকবার জিজ্ঞাসা



ভবাংচ ময়া নমো ন দ্রষ্টব্যঃ, দ্রুতমাত্রক  
ম্মাহারঃ । ইত্যেবমেবেতি ভূপতিরাহ । তয়া  
চ সহাবনীপতিরলকয়াং চৈত্ররখাদিবনেমু  
অমলপদগুণেযু অভিরমণীয়েষু মানসাদিসরঃসু  
অভিরমমাণ এব যষ্টিবর্ষসহস্রাণি অনুদিনপ্রবর্দ্ধ-  
মানপ্রমোদোহনয়ঃ । উর্কশী চ তদুপভোগাং  
প্রতিদিনপ্রবর্দ্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসেহপি  
ন স্পৃহাং চকর । বিনা চোর্বিশা সুরলোকো-  
হম্পরসাং সিদ্ধগন্ধর্বাণাক নাতিরমণীয়ো-  
হভবঃ ॥ ২৯

ততঃচার্কশী-পুরুবসোঃ সময়বিদ্বিখবসু-  
র্দ্ধকর্মসমবেতো নিশি শয়নাভ্যাসাদেকমূরণকং  
জহার ॥ ৩০

তস্ম চাকাশে নায়মানচোর্বশী শব্দ-  
মশণোং । আহ চ, মমানাথাবাঃ পুত্রঃ কেনাপা-  
য়মপদ্বিয়তে কং শরণমুণ্যমীত্যাকর্ণ্য রাজা,

দূরে রাখিতে, পারিবেন না; আপনি আমার  
নিকট উলঙ্গ হইবেন ন এবং যতমাত্রই আমার  
আহার; এই তিনটাই আমার পণ। তখন  
রাজা কহিলেন, আচ্ছা, তাই হইবে। অন-  
ন্তর, রাজা উর্কশীর দ্বিত কখন অলকায়  
চৈত্ররখাদি বন, তখন বা অতি রমণীয়  
অমল-পদসমূহ-শোভিত মানসদি সরোবরে  
ক্রীড়া করত প্রতিদিনই নানা প্রকার প্রমোদ  
বৃদ্ধি সহকারে, যষ্টিবর্ষ বৎসর যাপন  
করিলেন। উর্কশীও রাজার সহিত উপ-  
ভোগ সুখে প্রতিদিনই প্রবর্দ্ধমানানুরাগ হইয়া  
অমর-লোকবাসেও স্পৃহা পরিত্যাগ করি-  
লেন। তখন উর্কশী ব্যতিরেকে অম্পরা,  
সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণের সুরলোকে আর রমণীয়  
বোধ হইল না। অনন্তর পণবেত্তা বিখ্যবসু,  
গন্ধর্বগণসমবেত হইয়া রাতে উর্কশী ও পুরুব-  
বার শয্যার সমীপ হইতে একটা মেঘ হরণ  
করিলেন। আকাশমার্গে অপহ্রিয়মাণ মেঘের  
শব্দ শ্রবণ করিয়া উর্কশী কহিলেন,—“আমি  
অনাথা, কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করি-  
তেছে, আমি কাহার শরণ লইব?” এই

নথং মাং দেবী দ্রক্ষ্যতীতি ন যথো । অথাগ্ন-  
মপ্যুরণকমাদায় গন্ধর্বা যযুঃ । তস্মাপ্যাপহ্রিয়-  
মাণস্ত শব্দমাকর্ণ্য আকাশে পুনরপি, অনাথাস্মা-  
হমভভূকা কুপুরুষাশ্রয়েতি আন্তরাবিণী বভূব ।  
রাজাপ্যমর্ষবশাদঙ্ককারমেতদতি খড়্গামাদায়  
দৃষ্ট দৃষ্ট হতোহসীতি ব্যাহরন্নভাধাবৎ ।  
তাবচ্চ গন্ধর্বেরতীবোদ্ধলা বিদ্যুৎ জনিতঃ ।  
তৎপ্রভয়া চোর্বশী রাজানমপগতস্বরং দৃষ্ট্বা  
অপবৃন্তসময়া তৎক্ষণাদেবাপক্রাহ ॥ ৩১

পরিত্যজ্য তাদুরণকো গন্ধর্বাঃ সুরলোক-  
মুপাগতাঃ । রাজাপি তো মেঘাবাদায় সন্তমনাঃ  
দশয়নময়াতো নোর্বশীং দদর্শ ॥ ৩২

তাপাপশৃঙ্গমপগতস্বর এবোন্মত্তরূপো বদাম  
কুরুক্ষেত্রে চাত্তোজসরসি অগতি ততঃভিরপা-

কথ্য শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের উলঙ্গাবস্থা  
প্রযুক্ত ‘এই অবস্থা পাছে উর্কশী দেখিতে  
পান,’ এই ভয়ে মেঘের উদ্ধার করিতে গমন  
করিলেন না। অনন্তর গন্ধর্বগণ আর একটা  
মেঘ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন  
সেই অপহ্রিয়মাণ মেঘের শব্দ পুনরায় শ্রবণ  
করিয়া উর্কশী আন্তরে কহিলেন,—‘আমি  
অনাথা, ভড়ুইনা ও কুপুরুষাশ্রয়া, কে আমার  
সন্তানকে রক্ষা করিবে? তখন রাজা ক্রোধবশে,  
‘এক্ষণে অঙ্ককার, আমার উলঙ্গাবস্থা উর্কশী  
দেখিতে পাইবেন না’ এই ভাবিয়া খড়্গ-গ্রহণ-  
পূর্বক, ‘অরে দৃষ্ট! দৃষ্ট! হত হইলি’ এই  
বলিতে বলিতে ধ্বংস হইলেন। সেই সময়  
গন্ধর্বগণ অতি উৎসাহ বিদ্যুৎ করিলেন; সেই  
বিদ্যুৎপ্রভায় উর্কশী, রাজাকে বিগতবস্ত্র  
দেখিতে পাইয়া ‘পণভঙ্গ হইয়াছে’ এই বোধে  
প্রস্থান করিলেন। ২১—৩১। তখন গন্ধর্ব-  
গণ মেঘদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করি-  
লেন। পরে রাজা সেই মেঘদ্বয়কে গ্রহণ  
করিয়া সন্তমনে নিজ শয্যায় আগমন করিলেন,  
কিন্তু উর্কশীকে দেখিতে পাইলেন না। অন-  
ন্তর উর্কশীর অদর্শনে রাজা বিগত-বস্ত্র  
হইয়া উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগি-



রোভিঃ সমবেতামূৰ্ক্ষীং দদর্শ। ততশ্চোন্মত্ত-  
রূপো রাজা, জায়ে হ তিষ্ঠ, মনসি ধোরে  
বচসি। ইত্যনেকপ্রকারং স্তম্ভমবোচ ॥ ৩০

আহ চৌৰ্কী, মহারাজ অলমনেনাবিবেক-  
চেষ্টিতেন, অন্তর্কর্ষী অহম্, অদান্তে ভবতাত্রা-  
গন্তবাম্, কুমারস্তে ভবিষ্যতি, একাঞ্চ নিশামহং  
হয়! সহ বংশ্যামি, ইত্যুক্তঃ প্রচুষ্টিঃ স্পুরমাজ-  
গাম। তাসাঞ্চাপ্সরসামূৰ্ক্ষী কথয়ামাস, অয়ং  
স পুরুষোঃ কর্বো, যেনাহমেতাবস্তং কালমনু-  
রাণাকৃষ্টমনসা সহায়িতা ॥ ৩৪

ইত্যেবমুক্তান্তা অপ্সরস উচুঃ সাধু  
সাপ অস্থ রূপম্, অনেন সহান্মাকমপি সর্ব-  
কালমভিরম্ভং স্পৃহা ভবেদিতি ॥ ৩৫

অদে চ পূর্ণে স রাজা তত্রাজগাম, কুমার  
কাদ্রিয়মশ্মে তদৌৰ্কী দদৌ, একাঞ্চ নিশাং

লেন। অনন্তর এক দিবস, কুরক্ষেত্রে  
অন্তোজ সরোবরে রাজা, অগ্রাশ্র চারি-  
জন অপ্সরার সহিত বর্তমানা উৰ্কীকে  
দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইবামাত্র উন্মত্ত-  
প্রায় রাজা, উৰ্কীকে কহিলেন,—“হে নির্দয়ে!  
জায়ে! এস, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর,  
আমার কথা শুন।” এইরূপ স্তম্ভ বাক্য শ্রবণে  
উৰ্কী কহিলেন,—মহারাজ! অবিবেকের হ্রাস  
চেষ্টি করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে আমি  
গর্ভবতী, এক বৎসর পরে আপনি এখানে  
আসিবেন, ঐ সময় আপনার একটি পুত্র হইবে  
এবং একরাত্রি আমি আপনার সহবাস করিব।  
উৰ্কী এই কথা বলিলে পর রাজা প্রচুষ্টি  
হইয়া স্পুরে আগমন করিলেন। তখন উৰ্কী  
অপর অপ্সরোগণকে কহিলেন,—“ইনিই সেই  
পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইহার সহিতই অনুরাগা-  
কৃষ্ট-হৃদয়ে এককাল সহবাস করিয়াছি।” এই  
প্রকার উক্ত হইয়া অপ্সরোগণ কহিলেন,—  
ইহার রূপ, সাধু! সাধু! আমাদেরও ইহার  
সহিত সর্বকালে অভিরমণে স্পৃহা হয়। অন-  
ন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্বার  
সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন উৰ্কী

তেন রাজ্ঞা সহোষিতা পঞ্চপুলোংপত্তরে  
গর্ভমবাপ ॥ ৩৬

উবাচ চৈনং রাজানম্, অশ্মাঃপ্রীত্যা মহা-  
রাজায় সর্ব এব গন্ধর্বা বরদাঃ সংকুস্তাঃ, তস্মাৎ  
ত্রিয়তাং বর ইডি ॥ ৩৭

আহ রাজা চ, বিজিত-সকলারাতিবিহন্তে-  
শ্লিয়সামর্থ্যো বন্ধুমানমিতবলকোষঃ, নাত্র-  
দম্যাকমূৰ্ক্ষীসালোক্যাং অপ্রাপ্যমস্তি, তদহ-  
মনয়া সহৌৰ্ক্যা কালং নেতুমভিলষামি। ৩৮  
ইত্যুক্তে গন্ধর্বা রাজ্ঞেহগ্নিশালীং দত্তং ॥ ৩৯

উচুঃ এনমগ্নিমান্নানুসারী ভূত্বা ত্রিধা  
কৃত্বা উৰ্কীসলোকতামানোরথমুদ্দিশ্য সমাক্ষ  
যজ্ঞেথাঃ ততোহবশ্যমভিলষিতমবাপ্যসি ॥ ৪০

ইত্যুক্তস্তামগ্নিশালীমাদায়াজগাম, অন্তর-  
ব্যাঘাচিন্তয়ং অহো মে অতিমৃত্যু যদগ্নি-

তাহাকে, আয়ুর্নামক, একটি পুত্র প্রদান করি-  
লেন এবং এক নিশা রাজার সহবাস করিয়া  
পুনর্বার পাঁচটা পুলোংপত্তির নিমিত্ত গর্ভ  
ধারণ করিলেন। অনন্তর উৰ্কী রাজাকে  
কহিলেন,—“আমার প্রীতি-নিবন্ধন সকল  
গন্ধর্কগণ মহারাজকেও বর প্রদান করিতে  
অভিলাষী হইয়াছেন, সেই কারণে আপনি  
তাহাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুন।” তখন  
রাজা কহিলেন,—“আমার শত্রুগণ পরাজিত,  
ইন্দ্রিয়সামর্থ্য বিহত, বর্জমান ও পরিমিত সৈন্য  
এবং কোষ পরিপূর্ণই আছে; কেবল উৰ্কী  
সহবাস এক্ষণে আমার অপ্রাপ্য, এই কারণে  
আমি উৰ্কীর সহিত কাল বাপন করিতে ইচ্ছা  
করি।” রাজা এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে,  
গন্ধর্কগণ তাহাকে, অগ্নিশালী প্রদান করিলেন  
ও কহিলেন, বেদানুসারী হইয়া উৰ্কী-সহবাস-  
কামনাপূর্বক প্রতিদিন তিন ভাগ করত এই  
অগ্নির যজ্ঞ করিবেন, তাহা হইলে আপনার  
অভিলষিত প্রাপ্ত হইবেন। ৩২—৪০। এই-  
রূপে উক্ত হইয়া রাজা অগ্নিশালী গ্রহণ করত  
স্পুরে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন;  
আগমনকালে পথে বনमध्ये চিন্তা করিলেন,

স্থানী ময়ানীতা নোব্বীতি । অথেনামটব্যমে-  
বাগ্নিস্থানীং তত্যাং স্বপুরুষজগাম ॥ ৪১

ব্যভীতার্করাত্রৌ বিন্দ্রিচাচিত্তয়ং মমো-  
ব্বীসালোক্যপ্রাপ্তার্থমগ্নিস্থানী গন্ধর্বদত্তা,  
স চ ময়া অটব্যং পরিত্যক্তা । তদহং তত্র  
তদাহরণায় যাস্মামি ইত্যুখায় তত্রাপ্যুপগতো  
নাগ্নিস্থানীমপশ্যং । শমীগর্ভধাপ্তমগ্নিস্থানী-  
স্থানে দৃষ্টা অচিন্তয়ং, ময়াত্র স্থানী নিক্ষিপ্তা সা  
চাপ্থঃ শমীগর্ভোহভূং । তদেতমেবাহমগ্নি-  
রূপমাদায় স্বপুরুষভিগম্য অরণীং রুত্বা তদু-  
প্নাগ্নেরুপাস্তিৎ করিষ্যামীতি ॥ ৪২

এবমেব স্বপুরুষপুগতোঃরণীং চকার ॥ ৪৩

তৎপ্রমাণকাস্মুলৈঃ কুর্স্বন্ গায়ত্রীমপঠং ।

পঠতচাক্ষরসংখ্যাত্বেবাস্মুলান্তরণ্যভবং ॥ ৪৪

“অহে! আমার কি মুঢ়তা! যেহেতু অগ্নিস্থানী  
আনয়ন করিলাম, কিন্তু উর্ব্বশীকে আনয়ন  
করিলাম না! . এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা  
বন মধ্যে সেই অগ্নিস্থানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক  
স্বপুরে আগমন করিলেন।” অনন্তর অদ্বিত্য  
স্মৃতিত হইলে বিন্দ্রি রাজা চিন্তা করিতে  
লাগিলেন যে, উর্ব্বশী-সহবাসলাভের নিমিত্ত  
গন্ধর্বগণ আমাকে অগ্নিস্থানী প্রদান  
করিয়াছিলেন, আমি সেই অগ্নিস্থানী বনমধ্যে  
পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি  
সেই অগ্নিস্থানী আনয়ন করিবার জন্ত সেই স্থলে  
গমন করিব। এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক রাজা  
সেই বনে গমন করিলেন, কিন্তু অগ্নিস্থানী  
দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর পূর্বে যেখানে  
অগ্নিস্থানী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে  
শমীগর্ভস্থ একটা অগ্নি দেখিতে পাইয়া চিন্তা  
করিলেন, “এই ধানেই আমি অগ্নিস্থানী নিক্ষেপ  
করিয়াছিলাম, সেই স্থানীই শমীগর্ভস্থ অগ্নি-  
রূপে পরিণত হইয়াছে, সেইজন্ত আমি এই  
অগ্নিকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমন  
করত এই অগ্নিকে অরণী করিয়া পুণ্ড্রপন্ন  
অগ্নির উপাসনা করিব।” এইরূপ বিবেচনা  
করিয়া রাজা সেই অগ্নিকে গ্রহণ করত নিজ-

তত্রাগ্নিং নিবুধ্যাগ্নিত্রয়মায়ানুসারী ভূত্বা  
জুহাব উর্ব্বশীসালোক্যং চেহ ফলমভিসংহিত-  
বান। তেনৈবাগ্নিবিধিনা বহুবিধান যজ্ঞান  
ইষ্টা গন্ধর্বলোকান প্রাপ্য উর্ব্বশা সহ বিয়োগং  
নাবাপ ॥ ৪৫

একোহগ্নিরাদাবভবং ঐলেন তত্র মনন্তরে  
ব্রোতা প্রবর্তিতা ॥ ৪৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে  
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তস্তাপ্যায়ুধীমানমাবহু-বিধাবহু-শতায়ুঃশ্র-  
তায়ুঃ (অনুতায়ুঃ) সংজ্ঞাঃ ষড়ভবন পূজাঃ ॥ ১

পূরে আগমন করিলেন। এবং তাহা দ্বারা  
অরণী করিলেন। পরে সেই কাষ্ঠকে অঙ্গুলী-  
প্রমাণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন। অনন্তর  
গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যানুসারে অঙ্গুলি-প্রমাণ  
অরণি উৎপন্ন হইল। অনন্তর রাজা অরণী  
বর্ষণ করিয়া অগ্নিত্রয় উৎপাদন করত, বেদানু-  
সারে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন এবং  
ইহলোকে উর্ব্বশীর সহবাসরূপ ফল কামনা  
করিলেন। অনন্তর সেই অগ্নি বিধি দ্বারা বহু-  
বিধ যজ্ঞ করিয়া তৎপ্রসাদে গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত  
হইলেন এবং আর তাঁহার উর্ব্বশী বিয়োগ হইল  
না। পূর্বে এক অগ্নিই ছিল, কিন্তু এই মন-  
ন্তরে ইলাপুত্র পুরুষা দ্বিবিধ অগ্নি প্রবর্তিত  
করিলেন। ৪১—৪৬।

চতুর্থোহংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—পুরুষবারও আয়ুঃ  
ধীমান, অমাবহু, বিধাবহু, শতায়ুঃ ও শ্রতায়ুঃ

অমাবসার্তীমো নাম পুত্রোহভবৎ । ভীমস্ত  
কাঞ্চনঃ, কাঞ্চনাং সুহোত্রঃ, তস্তাপি জহুঃ ।  
যোহসৌ যজ্ঞবাটমখিলং গঙ্গাত্তসা প্রাবিত-  
মালোক্য ক্রোধসংরক্তনয়নো ভগবতং যজ্ঞপুরুষ-  
মাস্মনি পরমেণ সমাখিনি সমারোপ্যাখিলামেব  
গঙ্গামপিবং ॥ ২

অথেনং দেববয়ঃ প্রসাদয়ামাসুঃ হৃহিত্তে  
চান্ত গঙ্গামনয়ং । জহোচ্চ সুজহুঃ নাম পুত্রোহ-  
ভবৎ । তস্তাপ্যজকঃ, ততো বলাকাশ্বঃ, তস্তাং  
কুশঃ, কুশস্ত কুশাশ্বকুশনাভামূর্ত্তরয়ামবসবচ্চারঃ  
পুত্রা বভূবুঃ ॥ ৩

তেষাং কুশাশ্বঃ শক্রতুল্যো মে পুত্রো ভবে-  
দিতি তপচ্চার । তকোত্রতপসমবলোক্য মা  
ভবত্বতোহমাতুল্যাবীৰ্য্য ইত্যাত্মনৈবাত্তেন্দ্রঃ পুত্র-  
হুমগচ্ছৎ ॥ ৪

গাধিনাম স কৌশিকোহভবৎ গাধিচ্চ সত্য-  
বতীং নাম কস্তামজনয়ং । তপ ভার্গব ঋচীকো  
বব্রে ।

( অধুতায়ঃ ) নামে ছয়টা পুত্র হয় । অমাবসরও  
ভীম নামে পুত্র হইল । ভীমের পুত্র কাঞ্চন,  
তৎপুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র জহু । এই জহু,  
অখিল ঈশ যজ্ঞবাটীকে গঙ্গাজলে প্রাবিত দেখিয়া  
ক্রোধসংরক্তনয়নে পরমসমাখিবলে ভগবান্ যজ্ঞ-  
পুরুষকে স্বীয় আশ্রিতে সমারোপণ পূর্বক সমুদয়  
গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন । সেই সময় দেব-  
ঋষিগণ ইহাঁকে প্রশংসা করত গঙ্গাকে ইহাঁর হৃহিতা  
স্বরূপে সৌকার করান । তখন জহু, তাঁহাকে  
পরিতাগ করিলেন । জহুর সুজহু নামে পুত্র  
হয়, তৎপুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ্ব, তৎপুত্র  
কুশ, কুশের কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয় ও  
অমাবস নামে চারিজন পুত্র হয় ; তাঁহাদের  
মধ্যে কুশাশ্ব, ‘আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র জন্মিবে’  
এই সম্বন্ধ করিয়া তপস্তা আরম্ভ করিলেন ।  
অনন্তর তিনি উগ্র তপস্তা করিতেছেন দেখিয়া  
ইন্দ্র, ‘অপয় কেহ মৎসদৃশ পরাক্রম শালী  
না হউক’ এই ভাবিয়া স্বয়ংই তাঁহার পুত্র-  
রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন । এই ইন্দ্রই কৌশিক

গাধিরপ্যাতিরোধণায় অতিবুদ্ধায় চ ব্রাহ্ম-  
ণায় দাতুমনিচ্ছনেকতঃ শ্রামকর্ণনামিন্দু-  
বর্চসামনিলয়ংহসামখানাং সহস্রং কস্তান্ত-  
মযাচত ॥ ৫ । ৬

ভেনাপি ঋগ্নিগা বরুণসকাশাদ্পলভ্য অগ্ন-  
তীর্থোপপন্নং তাদৃশাশ্বসহস্রং দত্তম্ ॥ ৭

ততস্তামৃচীকঃ কস্তামুপযমে । ঋচীকচ্চ  
তস্তাশ্চরুমপত্যার্থং চকার । তয়া প্রসাদিতশ্চ  
তন্মাত্রে ক্ষত্রবরপুত্রোপপত্তয়ে চরুমপরাং সাধয়া-  
মাস ॥ ৮

এম চরুর্ভবত্যা । অয়মপরস্তমাত্রা সগাণ্ডপ-  
যোজ্য ইতুষ্কৃতা বনং জগাম ॥ ৯

উপযোগকালে চ তাং মাতা সত্যবতীমাহ,  
সর্বএবাস্ত্রপুত্রমতিগুণং সমন্তিলম্বতি, নাস্ত্যজায়া-  
ভ্রাতৃগুণেষুতীবাদৃতো ভবতীতাতেহর্হসি মম

গাধি-নামা হইলেন । গাধির সত্যবতী নামী  
কস্তা হয় । এই সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক  
প্রার্থনা করিলেন । গাধিও অতি-বুদ্ধসত্ত্বের  
অতিবুদ্ধ ব্রাহ্মণকে কস্তাদান করিতে অনিচ্ছুক  
হইয়া, এক সহস্র শ্রামকর্ণ, চন্দ্রের ত্রায় শ্বেত-  
কান্তি ও বায়ু-সদৃশ বেগবান্ অশ্ব, কস্তার নৃত্য-  
স্বরূপে যাক্ষা করিলেন । সেই ঋগ্নিও বরুণ-  
দেবের নিকট হইতে, যজ্ঞতীর্থোপপন্ন তাদৃশ  
অশ্বসহস্র, লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান  
করিলেন । অনন্তর ঋচীক, সেই কস্তাকে  
বিবাহ করিলেন । অনন্তর কোন সময়ে ঋচীক  
সত্যবতীর সন্তানকামনায় চরু ( যজ্ঞীয় পায়স )  
করিলেন । তখন সত্যবতী তাঁহাকে প্রশংসা  
করত স্বকীয় জননীরও ক্ষাণ্যগ্রেষ্ঠ পুত্রোপপত্তির  
জন্ত প্রার্থনা করিল, তিনি আর এক চরু প্রস্তুত  
করিলেন । চরু প্রস্তুত হইতে মর্হষি ঋচীক,  
স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে ‘এই চরু তোমার এবং  
এই অপরটী তোমার মাতার উপযোগী’, এই  
বলিয়া বন গমন করিলেন ১—৯ । অনন্তর  
চরু সেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্যবতীকে  
কহিলেন,—“সকলেই নিজের জন্ত অতিগুণবান্”  
পুত্রের অভিলাষ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই

তমাস্ত্রীকরং দাতুং মদীয়করুমানোপ-  
যোক্তুম্ ॥১০

মংপুত্রো হি সকলভূমণ্ডলপরিপালনং কার্যম্ ॥১১

কিয়দ্বাক্ষণ্য বলবীৰ্য্যসম্পদিত্যুক্তা সা স্বং  
চরং মায়ে দস্তবতী ॥ ১২

অথ বনাদভাগ্যত সত্যবতীমুধিরপশ্চৎ,  
আহ চৈনাম্, অতিপাপে কিমিদমকার্যং ভবত্যা  
কৃতম্, অতিরোদ্ভং তে বপুর্লালক্ষ্যতে, ননং ত্বয়া  
ত্মাত্মসংকৃতচরুপয়ুতো ন যুক্তমেতং ॥ ১৩

ময়া হি তত্র চরৌ সকলৈব শৌর্য্যবীৰ্য্যবল-  
সম্পদারোপিতা, ত্বদীয়ে চর, বপ্যখিলশাস্তিজ্ঞান-  
তিতিক্ষাদিকা ব্রাহ্মণগুণসম্ভবঃ ॥ এতচ্চ  
বিপরীতং কুর্সত্যাস্তবতিরোদ্ভাস্ত্রধারণমারণ-  
নিষ্ঠঃ ক্লিষ্টাচারঃ পুত্রো ভবিষ্যত্যাত্মাণোপ-  
শমক্ৰুচিঃ ব্রাহ্মণাচারঃ ॥ ১৪

আত্মপরিহার ভ্রাতৃগুণে তাদৃশ আদর করে না,  
( এইজন্ত বোধ হয়, ঋষি আমার চরু অপেক্ষা  
তোমার চরুই তাদৃশ উত্তম করিয়াছেন ) অতএব  
তুমি তোমার চরুটা আমাকে দাও ও আমার  
চরুটা তুমি ভক্ষণ কর ।” আরও কহিলেন,  
“আমার পুত্রের সকল ভূমণ্ডল পালন করিতে  
হইবে । আর ব্রাহ্মণের বলবীৰ্য্য সম্পত্তিতে কি  
প্রয়োজন ক্লান্তি হইবে ?” জননী এই কথা  
বলিলে পর সত্যবতী স্বকীয় চরু, মাতাকে  
প্রদান-পূর্ব্বক মাতঃচরু নিজে ভক্ষণ করিলেন ।  
অনন্তর ঋষি বন হইতে আগমন করিয়া সত্য-  
বতীকে দেখিলেন ও কহিলেন,—হে অতি-  
পাপে ! তুমি এ কি অকর্য্য করিয়াছ ? তোমার  
শরীর অতি রৌদ্র দেখাইতেছে ; আমি বিবেচনা  
করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার চরু ভক্ষণ  
করিয়াছ । সত্যবতী ! তোমার এ কৰ্ম্ম  
উচিত হয় নাই ; কারণ তোমার মাতার  
চরুতে আমি সকল বীৰ্য্যসম্পদের সমাবেশ  
করিয়াছিলাম এবং তোমার চরুতে অখিল  
শাস্তি জ্ঞান মতি তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণসম্প-  
দের সমাবেশ করিয়াছিলাম । তুমি ইহার  
বিপরীত করিয়াছ, এই কারণে তোমার পুত্র

ইত্যাকর্ণৈব সা তস্ত পাত্নৌ জগ্রাহ । প্রণি-  
পত্য চ এনমাহ, ভগবন্ ময়ৈতদজ্ঞানাদনুষ্ঠিতং,  
প্রসাদং মে কুরু, মৈবংবিধঃ পুত্রো ভবতু, কাম-  
মৈবংবিধঃ পৌত্রো ভবতু ইত্যুক্তো মুনিরপ্যাহ,  
এবমস্ত ইতি ॥ ১৫

অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনং । তন্মাতা  
চ বিশ্বামিত্রং জনয়ামাস । সত্যবতী চ কৌশিকী  
নাম নন্দ্যভবং । জমদগ্নিরিষ্কাকুবংশোদ্ভবস্ত  
রেণোস্তুনয়ঃ রেণুকামুপযমে । তস্তাঞ্চা-  
শেষক্লবংশহস্তারং পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ  
সকললোকগুণোরনারায়ণশাশং জমদগ্নিরজীজনং

বিশ্বামিত্রপুত্রস্ত ভার্গবঃ এবং শুনঃশেফো নাম  
দেবৈর্দত্তঃ, ততঃ দেবরাতনামাভবং । ততঃশাস্ত্রে  
মধুচ্ছন্দ-জয়-কৃতদেব-দেবাস্তিক-কচ্ছপহারীত-  
কাখ্যা বিশ্বামিত্রপুত্রো বভূবুঃ ॥ ১৭

রৌদ্ভাস্ত্রধারণ ও মারণাদিনিষ্ঠ ক্রিয়াচার হইবে,  
এবং তোমার মাতার পুত্র শান্তির অভিলাষী  
ব্রাহ্মণাচার হইবে । ঋষি এই কথা বলিলে  
সত্যবতী, ঋষির পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রণিপাত  
করিয়া, কহিলেন,—“ভগবন্ ! আমি অজ্ঞান  
বশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন  
হউন, আমার যেন এতাদৃশ পুত্র না হয়, পরন্তু  
এতাদৃশ পৌত্র হউক, সত্যবতী এইরূপ  
প্রার্থনা করিলে ঋষি কহিলেন, “তুমি যাহা  
প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে ।” অনন্তর  
যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন  
এবং তন্মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন ।  
পরে সত্যবতী কৌশিকী নামে নন্দী হইলেন ।  
জমদগ্নি ইষ্কাকুবংশোদ্ভব রেণু নামক রাজার  
কন্যা রেণুকে বিবাহ করিলেন এবং সেই  
রেণুর গর্ভে, অশেষ-ক্লত্রিবংশের উচ্ছেদ-  
কারী সকল লোক গুরু নারায়ণের অংশভূত  
পরশুরাম নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন ।  
দেবগণ, ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের  
পুত্ররূপে প্রদান করেন । তৎপরে বিশ্বামিত্রের  
অগ্রাণ্ড যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম  
মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাস্তিক, কচ্ছপ ও

তেষাঞ্চ বহুনি কৌশিকগোত্রাণি ঋষ্যস্তুরেষু  
বৈবাহানি ভবন্তীতি ॥ ১৮

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোৎশে  
সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

পুরুববসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যজ্ঞায়নামা, স  
বাহোহু হিতরমূপযেমে । তস্মাৎ স পঞ্চ  
পুত্রান্ জনয়ামাস । নহষ-ক্ষত্রবৃদ্ধ-রত্ন-রজি-  
সংজ্ঞাঃ, তথৈবানেনঃ পঞ্চমঃ পুত্রোহভূৎ ।  
ক্ষত্রবৃদ্ধাং স্নহোত্রঃ পুত্রোভূৎ । কাশলেশ-  
গৃৎসমদস্ত্র পুত্রাস্ত্রয়োহভবন্ । গৃৎসমদস্ত্র  
শৌনক-চাতুর্কর্ণ্যপ্রবর্তয়িতাভূৎ ॥ ১

কাশ্য কাশিরাজঃ, ততো দীর্ঘতমাঃ পুত্রো-  
হভবৎ । ধষন্তরিস্ত দীর্ঘতমসোহভূৎ । স হি  
সংসিদ্ধকার্যাকরণঃ সকলসন্ততিষশেষজ্ঞানবিৎ ॥ ২

হারীতক । সেই সকল অপত্যাদি কৌশিক  
গোত্র এবং তাঁহাদের ঋষ্যস্তুর বংশে বিবাহ হয়,  
কিন্তু সমান প্রবরে নহে । ১০—১৮ ।

চতুর্থোৎশে সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—পুরুববার জ্যেষ্ঠ পুত্র  
গাহার নাম আয়ুঃ, তিনি বাহুর কন্যাকে বিবাহ  
করিলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাঁচটা পুত্র উৎ-  
পাদন করিলেন । সেই পুত্রগণের নাম যথা,—  
নহষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রত্ন, রজি ও অনেনাঃ । ক্ষত্র-  
বৃদ্ধের স্নহোত্রনামক পুত্র হয় । এই স্নহোত্রের  
তিন পুত্র,—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ । গৃৎস-  
মদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকই চাতুর্কর্ণ্য-  
প্রবর্তয়িতা হন । কাশের পুত্র কাশিরাজ ;  
কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়, দীর্ঘতমার  
পুত্র ধষন্তরি ; এই ধষন্তরির দেহ ও ইন্দ্রিয়  
প্রভৃতিতে মর্ত্যধর্ম ছিল না এবং ইনি সকল

ভগবতা নারায়ণেন চ অতীতসত্ত্বাবশেষে  
বরো দত্তঃ ॥ ৩

কাশিরাজগোত্রেহবতীর্থা তুমষ্টথা সম্যগায়ু-  
র্বেদং করিষ্যসি । যজ্ঞভাগ্ভবিষ্যসি ইতি ॥ ৪

তস্ম চ ধষন্তুরে পুত্রঃ কেতুমান্ । কেতুমতো  
ভীমরথঃ, তস্মাপি দিবোদাসঃ, ততঃ প্রতর্দনঃ ।  
স চ মদ্রশ্রেণ্যবংশর্ষিনাশাদশেষাঃ শত্রুবোহনেন  
জিতা ইতি শত্রুজিদ্ভবৎ ॥ ৫

তেন চ প্রীতিমতান্ত্রপুত্রো বংস বংসো-  
ভিহিতঃ, ততো বংসোহস্মা ভবৎ ॥ ৬

সত্যব্রততয়া ঋতধ্বজসংজ্ঞামবাপ । পুনঃ  
কুবলয়নামানমখং লেভে ; কুবলয়াখ ইত্যস্তাং  
পৃথিবাং প্রথিতঃ ॥ ৭

তস্ম চ বংসস্ত পুত্রোহলর্কো নামাভবৎ  
যস্ম অয়মদ্যপি শ্লোকো গীয়তে ।—  
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ ।  
অলর্কাদপরো নাশ্তো বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥ ৮

জন্মেই অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ । পূর্বজন্মে ভগবান  
নারায়ণ ইহাকে বর প্রদান করেন যে, “তুমি  
কাশিরাজ গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আয়ু-  
র্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিবে এবং তুমি  
যজ্ঞভাগ হইবে।” সেই ধষন্তুরি পুত্র কেতু-  
মান, তৎপুত্র দিবোদাস, তৎপুত্র প্রতর্দন।  
প্রতর্দন মদ্রশ্রেণ্য বংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ  
শত্রুগণকে পরাস্ত্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার  
‘শত্রুজিৎ’ নাম হয় । ইহার পিতা দিবোদাস।  
ইহাকে ‘অতি প্রীতির সহিত ‘বংস ! বংস !  
বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহার অপর  
নাম বংস এবং ইনি অতিশয় সত্যব্রত ছিলেন  
বলিয়া ইহার আয়ুঃ একটি নাম হয় ঋতধ্বজ ।  
পুনঃ ইনি কুবলয় নামক অশ্বের প্রাপ্তি-নিবন্ধন  
পরে কুবলয়াখ নামে এই পৃথিবীতে প্রথিত হন ।  
বংসের অলর্কনামা পুত্র হয় । এই অলর্ক-  
সম্বন্ধে ঋদ্যাবধি একটি শ্লোক গীত হয় যথা,—  
“পূর্বকালে অলর্ক ব্যক্তিরকে অপর কোন  
ভূপতিই যুবাধ্বায় ষাট হাজার ও ষাট শত  
বংসর পর্যন্ত পৃথিবীর ভোগ করিতে পারেন

ভ্যালকস্ম সমতিনাম্যজোহভবঃ । ততঃ  
সুনীথঃ তস্ম সুকেতুঃ, তস্ম ধনুকেতুঃ, ততঃ  
সত্যকেতুঃ, তস্মাং বিভুঃ, তন্তনয়ঃ সুবিভুঃ,  
ততঃ সুরুমারঃ, তস্মাপি ষষ্টকেতুঃ, ততঃ  
বৈনহোত্রঃ, ততঃ ভার্গঃ, ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ,  
অতঃ চ তুর্কণ্যপ্রবৃত্তিঃ, ইত্যেতে কাশ্যপা ভূপত্যঃ  
কথিতাঃ । রজেন্দ্র সন্ততিঃ প্রয়তামিতি ॥ ৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থঃশঃ

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

রজঃ পঞ্চপুত্রশতাতুলবীৰ্য্যসারাণ্যাসন ।  
দেবাসুরসংগ্রামরস্ত্রে পরস্পরবধেপসোঃ দেবাঃ চা-  
সুরাঃ চ ব্রহ্মাণং পপ্রচ্ছুঃ ॥ ১

ভগবন্ অশ্বাকমত্র বিরোধে কতরঃ পক্ষা  
জিতা ভবিষ্যতীতি । অথাহ ভগবান্ যেষামর্থে

নাই । সেই অলঙ্কার সমতিনামক পুত্র হয় ।  
তৎপুত্র সুনীত, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র ধনু-  
কেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র বিভু,  
তৎপুত্র সুবিভু, তৎপুত্র সুরুমার, তৎপুত্র ষষ্ট-  
কেতু, তৎপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তৎপুত্র  
ভার্গভূমি । এই ভার্গভূমি হইতে চতুর্কণ্য  
প্রবর্তিত হয় । এই কাশ্যভূপালগণের বিষয়  
তোমাকে কহিলাম ; এক্ষণে রজির ক্রশাবলি  
শ্রবণ কর । ১—৯

চতুর্থঃশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ৭

পরাশর কহিলেন,—রজির অতুল-পরাক্রম-  
সার পঞ্চশত পুত্র ছিল । কোন কালে দেবাসুর-  
সংগ্রামে, পরস্পর বধেছু দেব ও অসুরগণ  
ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্ !  
আমাদের এই বিরোধে কোন পক্ষ জয়ী হইবে ?  
অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, যাঁহাদিগের  
জ্ঞান রজিরাজা অস্ত্রধারণপূর্বক যুদ্ধ করি-

রজিরাস্ত্রায়ুধো যোঃ স্ততীতি । অথ দৈত্যৈ-  
রুপেত রজিরাস্ত্রসাহায্যদানায়াত্যর্থিতঃ প্রাঃ  
যোঃ স্ত্রেংহং ভবতামর্থে, যদ্যহমরজয়া-  
দ্ধবতামিন্দো ভবিষ্যামি । ইত্যাকর্ণেতং  
তৈরভিহিতো ন বয়মত্রা বদিস্যামোহত্রা  
করিস্যামঃ, অশ্বাকমিন্দঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়-  
মুদ্যাম ইত্যাক্ষণ গতেষহুরেণ দেবৈরপ্যসাব-  
বনীপাত্রেবমেবোক্তে । তেনাপি চ তথৈবোক্তে  
দেবৈরিন্দ্রস্তং ভবিষ্যদীতি সমবাপিতম্ ॥ ১

রজিনাপি দেবসৈন্তসহায়েন অনেকৈ-  
র্মহাসৈন্তদশেষমসুরবলং নিস্ফুটিতম্ । অব-  
জিতরাতিপক্ষং হইলো রজিচরণযুগলমাস্ত্রশিরসঃ  
নিপীড়্যাহ, ভয়ত্রাণদানাদয়ঃ পিতা ভবান্,  
অশেষলোকানামুত্তমোত্তমো ভবান্, যস্মাহং  
পুত্রপ্তিলোকেনঃ ॥ ৩

বেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন । অনন্তর দৈত্য-  
গণ আসিয়া সাহায্যার্থ রজির নিকট প্রার্থনা  
করাতে, রজি কহিলেন, “যদি আপনারা সুর-  
গণকে জয় করিয়া আমাকে ইন্দ্র প্রদান করেন,  
তাহা হইলে আমি আপনাদের জ্ঞাত যুদ্ধ করিতে  
প্রস্তুত আছি ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া  
অসুরগণ কহিল, “আমরা একপ্রকার বলিয়া  
অন্তপ্রকার আচরণ করিব না । প্রহ্লাদ  
আমাদের ইন্দ্র, তাঁহার জ্ঞানই আমাদের এত  
উদ্যোগ, অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ  
হইতে পারিব না ।” এইরূপ বলিয়া দৈত্য-  
গণ প্রস্থান করিলে পর, দেবগণ আগমন করিয়া  
পূর্বের দায় প্রার্থনা করিলে, রাজাও পূর্বে  
যে প্রকার অসুরগণের নিকট বলিয়াছিলেন,  
দেবগণের নিকটও তাহাই বলিলেন । তখন  
দেবগণও স্বীকার করিলেন,—“আপনিই  
আমাদের ইন্দ্র হইবেন ।” অনন্তর রজি, দেব-  
সৈন্তসহায় হইয়া অনেক মহাস্ত্র দ্বারা সেই  
অসুরগণকে বিনাশ করিলেন । যখন শত্রুপক্ষ  
সকল বিনষ্ট হইল, তখন ইন্দ্র রজির পদদয়,  
স্বীয় মস্তক দ্বারা নিপীড়ন করিয়া কহিলেন,  
“আপনি ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া

স চাপি রাজা প্রহস্নাহ, এষমেবাস্ত, অনতি-  
ক্রমণীয়া হি বৈরিপক্ষাদপ্যনেকবিধচাটবাকা-  
গর্ভা প্রণতিঃ, ইত্যুক্তা স্বপুরমাজগাম ॥ ৩

শতক্রতুরপীক্ষতঃ চকার । স্বর্ধাতে চ রাজো  
নারদর্ষিচোদিতা রাজমৃত্যুঃ শতক্রতুমাত্মপিতৃ-  
পুত্রমাচারাদাজ্যং যচ্চিতবতঃ ॥ ৫

অপ্রদানে চাবজিতেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়-  
মিন্দ্রত্বং চক্ৰুঃ । ততঃ চ বহুতথৈ কালে  
ব্যতীতে বৃহস্পতিমেকান্তে দৃষ্টাপহতত্রেলোক্য-  
যজ্ঞভাগঃ শতক্রতুরাহ ॥ ৬

বদরীকলামাত্মপার্শ্বমি মম আপ্যায়নায়  
পুরোভাষ্যং ওং দাতুমিত্তাকো বৃহস্পতিক্রচে.  
যদোবং পূর্বমেব ত্বয়াহং চোদিতঃ স্তাং তন্নয়া  
ভদর্থং কিমকর্তব্যমিতি ॥ ৭

স্বজৈরেবাহোভিষ্ठाং নিজং পদং প্রাপয়ি-

যা'দের পিতা, আপনি এক্ষণে লোকসমুহের  
মধ্যে সর্বোত্তম হইলেন ; কারণ, ত্রিলোকের আমি  
আপনার পুত্র " তখন রাজা রজিও হস্তপূর্বক  
কহিলেন, "জাচ্চা তাহাই হউক, বৈরিপক্ষেরও  
অনেকবিধ চটবাক্যগর্ভা প্রণতি অতিক্রম কর:  
উচিত নহে,—স্বপক্ষের ত কথাই নাই।" এই  
বলিয়া রাজা অপরে ভাগমন করিলেন ওদিকে  
শতক্রতুই ইন্দ্র করিতে লাগিলেন । অনন্তর  
রাজা রজি সর্গে গমন করিলে পর, রজি-পুত্রেরা  
নারদর্ষি প্রেরণায় স্বকীয় পিতার স্বাকৃত পুত্র  
ইন্দ্রের নিকট আচারানুসারে রাজ্য প্রার্থন  
করিলেন তৎপরে ইন্দ্র রাজ্য প্রদান না  
করাতে অতি বলশালী রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে  
পরাজয় করিয়া অপসারাই ইন্দ্র করিতে  
লাগিলেন । অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে  
অপহৃতত্রেলোক্য যজ্ঞভাগ ইন্দ্র, নির্জনে বৃহ-  
স্পতিকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "বদরীকলামাণ  
দত্ত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তি করিতে  
পারিবেন?" ইন্দ্র নির্দ্বিগ্ন-ভাবে এই কথা  
বলিলে, বৃহস্পতি কহিলেন, "যদি তুমি পূর্বের  
আমার নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে  
তোমার জন্ত কোন কষ্ট আমার অকরণীয়

য্যামি ইত্যভিধায় তেষামবুদ্দিনাভিচারিকং  
বুদ্ধিমোহায় শক্রস্তঃ চ তেজোবুদ্ধয়ে জুহাব ।  
তে চাপি তেন বুদ্ধিমোহেনাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো  
ধর্ম্যত্যাগিনো বেদবাদপরায়ুখা বভূবুঃ । ততঃ  
তানপেতর্ধ্যাচারান ইন্দ্রো জঘান । পুরোহিতা-  
প্যায়িত্তেজাঃ ত্রিদিবমাক্রামং । এতদিস্তস্ত  
স্বপদচাবনারোহণং শ্রদ্ধা পুরুষঃ স্বপদভ্রংশং  
দৌরাত্ম্যং বা ন চ আপোতি ।, রন্তন্ত্বনপতো-  
হভবং । ক্ষত্রবৃদ্ধতঃ প্রতিক্রমঃ, তংপুত্রঃ  
সঙ্করঃ, তস্তাপি জয়ঃ, ততঃ চ বিজয়ঃ, তস্মাচ্চ  
যজ্ঞকং তস্ত হর্ববর্দ্ধনং, হর্ববর্দ্ধনমুতঃ সহদেবঃ,  
তস্যাদদৌনং, তস্য জয়সেনং, ততঃ সংহতিঃ,  
তংপুত্রঃ ক্ষত্রধর্ম্মা, ইতোতে ক্ষত্রবৃদ্ধস্ত । অতো  
নহববংশং বক্ষ্যামি ইতি ॥ ৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থঃখণ্ডে নিমিবংশ-  
বিস্তারো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

হইতঃ এক্ষণে অরদিনের মধ্যেই তোমাকে  
নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।" এই বলিয়া  
বৃহস্পতি, রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের জন্ত  
প্রতিদিন অভিচারাদিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও  
ইন্দ্রের তেজোবুদ্ধির জন্ত হোম করিতে লাগি-  
লেন অনন্তর রজিপুত্রগণ সেই বুদ্ধিমোহ  
প্রসূত অভিভূত হইয়া, ব্রহ্মদেবী ধর্ম্যত্যাগী ও  
বেদবাদ-পরায়ুখ হইলেন । তখন ইন্দ্র অনাগসে  
অপেত-ধর্ম্মাচার সেই রজিপুত্রগণকে হনন  
করিলেন এবং পুরোহিত বৃহস্পতির অনু-  
গত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া, স্বর্গ আক্রমণ  
পূর্বক অধিকার করিলেন । ইন্দ্রের এই পদ-  
ভ্রংশ ও পুনঃপ্রাপ্তি শ্রবণ করিলে পুরুষ, স্বপদ-  
ভ্রংশ কিংবা দৌরাত্ম্যাপ্রাপ্ত হয় না । বৃহ  
অনপত্য ছিলেন ! ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্রমঃ,  
তংপুত্র সঙ্করঃ, তংপুত্র জয়ঃ, তংপুত্র বিজয়ঃ,  
তংপুত্র যজ্ঞকং, তংপুত্র হর্ববর্দ্ধনঃ, হর্ববর্দ্ধনের  
পুত্র সহদেবঃ, তংপুত্র অদৌনঃ, তংপুত্র জয়সেনঃ,  
তংপুত্র সংহতিঃ, তংপুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা । এই সকল  
ক্ষত্রবর্দ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কথিত হইল।  
অতঃপর নহববংশ বলিব । ১—৮ ।

চতুর্থঃখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

যাতি-যাতি-সংযাতি-অযাতি-বিযতি-কৃতি-  
সংজ্ঞা নহন্ত বটপুলা মহাবলগরাক্রমা বহুবুঃ ।  
যতিস রাজ্যং নৈচ্ছং । যযাতিস্ত ভূত্বদভবং  
উশনসঃ হুহিতরং দেবযানীং শশ্বিষ্ঠাঞ্চ বার্ধ-  
পর্যলীমুপমেমে ॥ ১

অব্রাহ্মণশ্লোকো ভবতি ।

যদুপঃ তুর্কস্তুকৈব দেবযানী ব্যাজয়ত ।  
দত্বাঞ্চাণ্ডক পুরুঞ্চ শশ্বিষ্ঠা বার্ধপর্যলী ॥ ২  
ককাশাপাচ্চ অকালেনৈব যযাতির্জরামবাশ ॥ ৩  
প্রসন্নোক্তবচনাচ্চ জরাং সংক্রাময়িতুং  
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রং যদুমবাচ কুমাতামহশাপা-  
দয়মকালেনৈব জরা মানুপস্থিতা । তামহং  
তদুপবানুগ্রহাং ভবতঃ সকারয়াম্যেকং বর্ধ-  
নহপ্রং ন ভৃগুপৌহস্মি বিষয়েনু, ওদরসা বিষয়া-  
নঃ ৷ তাতুমিচ্ছামি ॥ ৪

দশম অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—যতি, যযাতি, সংযাতি,  
অযাতি বিযতি ও কৃতি নামে নহবের ছয়টি পুত্র  
হয় । ইহারা সকলেই পরাক্রান্ত ছিলেন । ইহা-  
দের মধ্যে যতি রাজ্যইচ্ছা করেন নাই ; যযাতিট  
বাজ্যইচ্ছলেন । তিনি ঐচ্ছের হুহিতঃ দেবযানী  
ও বৃষপর্ষার সহিতঃ শশ্বিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন ।  
এই কালে যযাতিপুত্রগণের সপক্ষে একটা শ্লোক  
আছে, যথা,—“দেবযানী,—যদু ও তুর্কস্তুকে  
প্রসব করেন এবং বৃষপর্ষার সহিতঃ শশ্বিষ্ঠা, দহা,  
অহ ও শরুকে প্রসব করেন । যযাতি, ঐচ্ছের  
শাপে অকালেই জরা প্রাপ্ত হন ।” অনন্তর  
শ্রুত প্রসন্ন ইহিলে তরচনারসারে যযাতি স্যায়  
জরা সংক্রামিত করিবার জন্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে  
কহিলেন, “হে পুত্র ! তোমার মাতামহ-শাপ-  
প্রভাব অকালেই আমার জরা উপস্থিত  
হইয়াছে । এক্ষণে তাঁহার অনুগ্রহই আমি  
সেই জরা তোমাতে একসহস্র বৎসরের জন্ত  
সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা করি । আমি

নাত্র ভবতা প্রত্যাখ্যানং কর্তব্যম্ ইত্যুক্তঃ  
স নৈচ্ছং তাং জরামাদাতুম্ । তথাপি পিতা  
শাপ, ত্বংপ্রসূতিন্ রাজ্যার্থা ভবিষ্যতীতি ॥ ৫  
অনন্তরঞ্চ ক্রহ্যং তুর্কস্তুমুঞ্চ পৃথিবী-  
পতির্জরাগ্রহণার্থং স্বযৌবনপ্রদানায় ট চোদয়া-  
মাস । তৈরপ্যেকৈকশ্চেন প্রত্যাখ্যাতস্তাং  
শাপ । অথ শশ্বিষ্ঠাতনয়মশেষকনীয়াসং  
পুরুং তথৈবাহ, স চাতিপ্রবণমতিঃ প্রণম্য  
পিতরং সবহমানং, মহান্ প্রসাদোহয়মশাকমি-  
তাদারমভিধায় জরাং প্রতিজগাহ, স্বকী-  
য়ঞ্চ যৌবনং পিত্রে দদৌ, সোহপি চ নবং  
যৌবনমাসাদ্য ধর্ম্মাবিরোধেন যথাকামং যথা-  
কালোপপন্নং যথোংসাহং বিষয়ং চচার, সম্যক্  
প্রজাপালনমকরোং ॥ ৬

এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে  
পারি নাই, হুতরাং আমি বিষয়-ভোগ  
করিতে ইচ্ছা করি । এই বিষয়ে তুমি আমাকে  
প্রত্যাখ্যান করিও না ।” রাজা এই কথা  
বলিলে যদু, জরাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি-  
লেন না । তখন যযাতি তাঁহাকে এই বলিয়া  
শাপ প্রদান করিলেন যে, “তোমার বংশে কেহই  
রাজ্যার্থ হইবে না ।” অনন্তর রাজা ক্রমে  
ক্রমে ক্রহ্য, তুর্কস্তু ও অন্তর নিকটে গমন  
করিয়। তাহাদের যৌবন-গ্রহণ পূর্বক নিজের  
জরা তাহাদিগকে সংক্রমণ করিতে প্রার্থনা  
করিলেন : কিন্তু একে একে তাহার সকলেই  
যযাতিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন । রাজাও  
তাহাদিগকে, পূর্বোক্ত প্রকারে শাপ প্রদান  
করিলেন । অনন্তর রাজা, সর্বকনিষ্ঠ শশ্বিষ্ঠা-  
পুত্র পুরুষ নিকটে গমন করিয়া পূর্বোক্ত বিষয়  
কহিলেন । তখন অতি প্রবলমতি পুরু  
পিতাকে প্রণামপূর্বক বহুমানের সহিত, “আমার  
উপর ইহা আপনার মহান্ অনুগ্রহ” এইরূপ  
উদার বাক্য বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন  
ও পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান করিলেন ।  
অনন্তর, রাজা যযাতিও নবীনযৌবন প্রাপ্ত হইয়া  
ঈশ্বর আধিরোধে অভিজ্ঞাতরূপ যথাকালে



বিখ্যাত্যাহোপভোগং ভুক্ত্বা কামানামস্ত-  
মবাশ্যামীজমুদিনং তন্মানস্কো বভূব ॥ ৭

অনুদিনঞ্চ উপভোগতঃ কামানতীব্রম্যান-  
মেনে ॥ ৮

ততঃ পরমগায়ত্ৰী ।

যথাতিরুবাচ ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।  
হবিষ্য কক্ষবর্গেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ ৯  
যং পৃথিব্যাং ত্রীহিবৎ হিরণ্যং পশবঃ পিয়ঃ  
একস্মাপি ন পর্যাপ্তং তদিত্যতিতঃ তাজ্জং ॥ ১০  
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্গভূতেষু পাপকম্ ।  
সমদৃষ্টেস্তদা পংসঃ সর্কা এব সৃষ্টা দিশঃ ॥ ১১  
যা দৃষ্ট্যজা দৃষ্ট্যতিভির্বা ন জীর্ঘ্যতি জীর্ঘ্যতঃ ।  
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈব তিষ্ঠতে  
জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ কেশা দন্তা জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ ।

উপপন্ন ও নিয়মিত উৎসাহে বিষয়ভোগ ও  
সম্যকরূপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন ।  
রাজা যথাতি বিখ্যাতীর সহিত নানাপ্রকার উপ-  
ভোগ করত প্রতিদিনই 'কামসংহের অন্ত  
দেখিব' এই প্রকার বিবেচনায় নিত্য উন্নত  
হইলেন । প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে উপ-  
ভোগে রত হইয়া বিষয় সকলকে অতি রমণীয়  
বিবেচনা করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা  
যথাতি একদিন বলিতে লাগিলেন,—বিষয়গণের  
অভিলাষ কখনই উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না ;  
বরঞ্চ দৃঢ়ত্ব দ্বারা অগ্নির হায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিই  
পাইতে থাকে । পৃথিবীতে ধাতু, যব, হিরণ্য, পশু  
ও স্ত্রী প্রভৃতি যত বিষয় আছে, তাহাতে এক  
ব্যক্তিরও অভিলাষ পূর্ণ হয় না ; ইহা বিবেচনা  
করিয়া অতিরিক্তকে পরিত্যাগ কর কৰ্ত্তব্য ।  
১—১০। পুরুষ যখন সর্গভূতে সমান দৃষ্টি করত  
সকল ভূতেই পাপময় ভাব না করেন, তখন  
তাহার পক্ষে সকল দিকই সুখময় । দৃষ্ট্যভিগণ  
বাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা শরীর  
জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই  
তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলে অনন্ত সুখে অতি-  
পূরিত হইতে পারেন । জরাগ্রস্ত ব্যক্তির

ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্ঘ্যতেহপি ন জীর্ঘ্যতি ॥ ১৩  
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ ।

তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষেব জায়তে ॥ ১৪

তন্মানদেভামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যধ্যায়মানসম্ ।

নির্ধন্দ্রে নিশ্চমো ভূত্বা চরিয়ামি মগ্নেঃ সত্ ॥ ১৫

পরশর উবাচ ।

পুরোঃ সকাশাদাধায় জরাং দন্তা চ যৌবনম্ ।

রাজ্যেহভিষিচ্য পুরুষ প্রযযৌ তপসে বনম্ ॥ ১৬

দিশি দক্ষিণপূর্বস্তাং তুর্কমুং প্রত্যাধিশং ।

প্রতীচ্যাক্ষ তথা দ্রুত্যাং দক্ষিণাপথতে যতম্ ॥ ১৭

উদীচ্যাক্ষ তথৈবাণ্ড কৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান ।

সর্গপৃথ্বীপতিঃ পুরুং সোঃ ভিষিচ্য বনং যযৌ ॥ ১৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঃঃঃঃ

দশনোঃঃঃঃঃঃঃ

কেশসমূহ জীর্ণ হয় এবং দন্ত সকলও জীর্ণ  
হয় ; কিন্তু তাহার ধনাশা ও জীবনশা কখনও  
জীর্ণ হয় না ; নিত্য অন্ত ভাবেই বাড়িয়া  
থাকে । এক সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইল, আমার মন  
বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আসক্ত রহিয়াছে ; কিন্তু  
তথাপি প্রতিদিন এই সকল বিষয়ে আমার  
তৃষ্ণা বাড়িতেছে । এই সকল কারণে আমি  
তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মে মন অর্পণ করত  
দ্রুতহীন ও নিশ্চম হইয়া মৃগসমূহের গতি  
বনে বিচরণ করিব । পরশর কহিলেন, অনন্তর  
রাজা ধ্বাতি, পুরুষ নিকট হইতে জরা গ্রহণ  
করত " তাহাকে যৌবন অর্পণপূর্বক রাজ্যে  
অভিষেক করিয়া তপস্তা করিবার জন্ত বনে  
গমন করিলেন । রাজা যথাতি, দক্ষিণপূর্বদিকে  
তুর্কমুকে, পশ্চিমদিকে দ্রুত্যাং, দক্ষিণাপথে যত  
এবং উত্তরদিকে অনুরকে যত যত ভাগে রাজ্য  
প্রদান করত পুরুষকে সর্গপৃথ্বীপতিঃ অভিষেক  
করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন । ১১—১৮ ।

চতুর্থঃঃঃঃ দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

### একাদশোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

অতঃপরং যযাতেঃ প্রথমপুত্রস্ত যদ্যবংশ-  
মহং কথয়ামি । যত্রাশেলোকনিবাসিনামনুযাসিদ্ধ-  
গন্ধর্বযক্ষরাক্ষস-গুহ্যকিম্পুকৃষ্যাপসরউরগ-বিহগ-  
দৈত্যদানবদেবর্ষিদিজর্ষি-মুমুর্ভুর্ভির্ষ্মার্থ-কামমো-  
ক্ষার্থিতন্তঃফললুভায় সদাতিষ্ঠুতাপপরিচ্ছেদ্য-  
মহাশ্রোতানংশেন ভগবানাদিনিধনে বিষ্ণু-  
বতস্তর ॥ ১

অত্র শ্লোকঃ ।

যদ্যবংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ষপাং পৈঃ প্রমুচ্যতে ।  
শ্রোতবর্তীর্ণং বিদ্যাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিরাকরতি ॥ ২

নহশ্রজিঃক্রেষ্টি-নলরৎসংজ্ঞাচর্য্যো যদ-  
পুত্রা বভূবুঃ । সহশ্রজিঃ-পুত্রঃ শতজিঃ । তস্ত  
হৈহয়বৈগুহ্যায়ঃ পুত্রা বভূবুঃ । হৈহয়ঃ ধর্ম-  
নেত্রঃ ততঃ কৃষ্টিঃ, কুন্তেঃ সাহজিঃ, তন্ময়ো  
মহিধান । তংপুত্র ভদ্রশ্রেণ্যঃ, ততো দর্দমঃ,

### একাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অতঃপর আমি যযা-  
তির প্রথম পুত্র যদর বংশ কীভন করিতেছি ।  
অশ্বেলোক-নিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, রাক্ষস,  
গুহ্যক, কিম্পুকৃষ, অপসর, উরগ, বিহগ, দৈত্য,  
দানব, দেবর্ষি ও দ্বিজর্ষিগণ—কেহ বা মোক্ষের  
প্রত্যাশায়, কেহ বা ধর্ম ও অর্থের প্রত্যাশায়  
ব্রহ্মকে সর্বদা স্তব করেন, সেই অনাদিনিধন  
ভগবান বিষ্ণু, এই যদবংশে, অপরিচ্ছেদ্যমাহাঙ্গ  
স্বয়ং অংশে অবতীর্ণ হন । এই যদবংশ সহস্র  
একটি শ্লোক আছে, যথা,—“যে যদবংশে নিরা-  
কার বিষ্ণু-সংস্কৃত পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হন, সেই  
বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সকল পাপ  
হইতে মুক্ত হয় ।” যদর চারিটি পুত্র হয় ।  
তাহাদের নাম, সহশ্রজিঃ ; ক্রেষ্টি, নল ও রত্ন ;  
নহশ্রজিদের পুত্র শতজিঃ, শতজিদের হৈহয়,  
বৈগু ও হয় নামে তিন পুত্র হয় । হৈহয়ের  
পুত্র ধর্মনেত্র, তংপুত্র কৃষ্টি, কৃষ্টির পুত্র  
মহিঞ্জি, তংপুত্র মহিধান, তংপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য,

তন্মহাঃ ধনকঃ, ধনকস্ত কৃতবীর্ষ্যকৃত্যগ্নিকৃতবশ্ম-  
কৃতোজসচহারঃ পুত্রাঃ । কৃতবীর্ষ্যার্জুনঃ  
সপ্তদ্বীপপতির্কাহসহস্রী জজ্ঞে । যোহসৌ  
ভগবদংশমত্রিকুলপ্রসূতং দত্তাত্রেয়খ্যমার্য্য  
বাহুসহস্রমবশ্মসেবানিবারণং ধর্ম্মেণ পৃথিবী-  
জয়ং ধর্ম্মতঃচানুপালনমরাতিভ্যোঃপরাজয়ম-  
খিলজগৎপ্রপাত্যতপুরুষাচ্চ মৃত্যুম্ । ইত্যেতান  
বরান অভিলম্বিত্বান, লেভে চ । তেননয়মশেষ-  
দ্বীপবতী পৃথ্বী সমাক্ পরিপালিতা । দশ-  
যজ্ঞসহস্রাণ্যসংযজং । তস্ত চ শ্লোকোহদ্যাপি  
গায়তে ॥ ৩

ননং ন কার্ভবীর্ষ্যগ্ন গতিং যাত্তন্তি পার্থিবাঃ ।

যদ্রৈদানৈস্তপোভির্বা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪

অনষ্টদব্যতা চ তস্ত রাজ্যেহভবৎ ॥ ৫

এবং পঞ্চাশীতিসহস্রাণ্যকনব্যাহতারগো-

তংপুত্র দর্দম, তংপুত্র ধনক । ধনকে  
কৃতবীর্ষ্য, কৃত্যগ্নি, কৃতবশ্ম ও কৃতোজা  
নামে চারিজন পুত্র হয় ; তন্মধ্যে কৃতবীর্ষ্যের  
অর্জুন নামে পুত্র হয়, এই অর্জুন সহস্রব্রহ্ম-  
শালী ও সপ্তদ্বীপপতি হন । এই অর্জুন,  
ভগবানের অংশ অত্রিকুল-সমুৎপন্ন দত্তাত্রেয়কে  
আরাধনা করিয়া “সহস্র বাহু, অধর্ম্মসেবানিবারণ,  
ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী-জয় ও ধর্ম্ম দ্বারা তাহার  
প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয় এবং  
অখিল-ভুবন-পরিচিত পুরুষের হস্তে মরণ”—  
এই কয়টি বর প্রার্থনা করেন । দত্তাত্রেয়ও  
তাঁহাকে পুরোক্ত বর কয়টি প্রদান করেন ।  
এই অর্জুন সপ্তদ্বীপবতী বহুমতীকে সমাক  
প্রকারে প্রতিপালন করেন ও দশসহস্র যজ্ঞ  
করেন । তাঁহার সহস্র একটি শ্লোক অদ্যাপি  
গীত হইয়া থাকে ; যথা,—“বহুতর যজ্ঞ, বহুতর  
দান, অনন্ত তপস্তা, বিনয় বা দান দ্বারা অগ্নি  
কোন ভূপতিই নিঃশরই কার্ভবীর্ষ্যার্জুনের সমকক্ষ  
হইতে পারিবেন না । তাঁহার রাজ্যে কোন দ্রব্যই  
নষ্ট হইত না ।” রাজা অর্জুন এই প্রকারে  
অব্যাহত, আরোগ্য, শ্রী, বল ও পরাক্রম সহ-  
কারে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া রাজ্য

শ্রীবলপরাক্রমো রাজ্যমকরোঃ । মাহিষাত্যাং  
দিগ্ভিজয়াভ্যাগতো । নম্যদাজলাবগাহনকৌড়ানি-  
পানমদাকুলনাথত্বেনৈব তেনাশেষদেবদৈত্য-  
গন্ধর্বেশজয়োদ্ধৃতমদাবলেপোহপি রাবণঃ পশুরিব  
বন্ধা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিতঃ ॥ ৬

যঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালবসানে  
ভগবন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেণ উপসংহৃতঃ ।  
তস্ত পুত্রশতং, প্রধানঃ পঞ্চপুত্রা বভূবুঃ, শূর-  
শূরসেন-রুষণ-মুখবজ্জয়ধ্বজসংজ্ঞাঃ । জয়-  
ধ্বজাং তালজজ্ঞঃ পুত্রোহভবৎ । তালজজ্ঞস্ত  
পুত্রতমাসীৎ । যেষাং জ্যেষ্ঠো বাতিহোত্রঃ,  
তালজজ্ঞাখ্যং তথ্যন্তো ভরতঃ, ভরতাং রুষ-  
সুজাতো চ । রুষস্ত পুত্রো মধুরভবৎ । তস্তাপি  
রুক্ষিপ্রমুখং পুত্রতমাসীৎ । যতো রুক্ষিসংজ্ঞা-  
মেতদ্যোত্রমবাপ । মধুসংজ্ঞাহতুঃ মধুরভবৎ ।  
যাদবাঃ যদুনামোপলক্ষণাঃ ॥ ৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে  
একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

করিয়ছিলেন । একদিবস তিনি নর্মদা-জলাব-  
গাহন-কৌড়া সময়ে অতিশয়-মদ্যপান-জনিত  
মত্ততায় আকুল ছিলেন, এমন সময় অশেষ  
দেব, দৈত্য ও গন্ধর্বেশ্বরগণের জয়-সম্বৃত  
গন্ধর্বে রাবণ, তাঁহার পুর আক্রমণ করেন ।  
তখন তিনি অনায়াসেই রাবণকে পশুর ছায়  
সদৃশ করিয়া স্বীয় নগরের এক নির্জন স্থানে  
রখিয়া দেন । এই অজ্ঞান পঞ্চাশীতি সহস্র  
বৎসর অতীত হইলে পর ভগবান্ নারায়ণের  
অংশ পরশুরাম কড়ক নিহত হন । অর্জুনের  
একশত পুত্র; তন্মধ্যে ষাঁচ জন পুত্রই প্রধান ।  
ইহাদের নাম যথা,—শূর, শূরসেন, রুষণ,  
মুখবজ্জ ও জয়ধ্বজ; তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তাল-  
জ্ঞ নামে এক পুত্র হয় । এই তালজ্ঞের  
এক শত পুত্র; তাহাদের মধ্যে বাতিহোত্র ও  
ভরতই জ্যেষ্ঠ । ভরতের পুত্র রুষ ও সুজাত ।  
রুষের মধু নামে এক পুত্র হয় । এই মধুরও  
রুক্ষিপ্রমুখ একশত পুত্র হয়; এই কারণেই  
যদুকুল রুক্ষি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ :

ক্রেষ্টিঃ যদুপুত্রস্তায়জো রজিনীবান্ ।  
ততঃ আহিঃ, ততো রুষক্রঃ, রুষদ্রোশিচ্চ-  
রথঃ, তন্তনয়ঃ শশবিন্দুঃ চতুর্দশমহারঃ চক্রবর্তী  
অভবৎ ॥ ১

তত্র চ শতসহস্রং পত্নীনাংভবৎ । দশ-  
লক্ষসংখ্যাং পুত্রাঃ । তেষাং পৃথুষাঃ, পৃথু-  
কশ্মা, পৃথুজয়ঃ, পৃথুদানঃ, পৃথুকীৰ্ত্তিঃ, পৃথুশ্রবাঃ,  
যটপুত্রাঃ প্রধানাঃ । পৃথুশ্রবসঃ পুত্রঃ তমঃ,  
তমাহুশনাঃ । যো বাজিমেধানাঃ শতমাজ-  
হারঃ । তস্ত চ শিতেধূর্নাম পুত্রোহভূৎ; তস্তাপি  
রুক্ষকবচঃ, ততঃ পরাবুঃ, পরাবুতো রুক্ষেশু-  
পৃথুরুক্ষ-জ্যামঘ-পালিত-হরিত-সংজ্ঞাঃ । তস্ত

কুলের মধুসংজ্ঞার কারণ মধুই হন । এবং  
যদুনামোপলক্ষণ-প্রযুক্ত ইহার যাদব নামে  
বিখ্যাত । ১—৭

চতুর্থেহংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—যদুপুত্র ক্রেষ্টি  
রজিনীবান নামে এক পুত্র হইল । তাহার  
স্বাহি, তৎপুত্র রুষক্রঃ, রুষক্রের পুত্র চিত্ররথঃ  
তৎপুত্রঃ শশবিন্দুঃ । এই শশবিন্দুর নিকট চতু-  
র্দশ মহীহার ছিল এবং ইনি চক্রবর্তী রাজা হন  
শশবিন্দুর শতসহস্র পত্নী ও দশলক্ষ সংখ্যক  
পুত্র হয় । তাহাদিগের মধ্যে ছয়টা পুত্রই শ্রেষ্ঠ;  
তাহাদিগের নাম,—পৃথুষা, পৃথুকশ্মা, পৃথুজয়  
পৃথুদান, পৃথুকীৰ্ত্তি ও পৃথুশ্রবা । পৃথুশ্রবার  
পুত্র তমঃ, তৎপুত্র উশনা । এই উশনা একশত  
অধমেধ যজ্ঞ করেন; ইহার শিতেধূর্ন নামে এক  
পুত্র হয় । তৎপুত্র রুক্ষকবচ, তৎপুত্র পরাবুঃ ।  
পরাবুতের পাঁচটা পুত্র হয়; তাহাদিগের নাম,—  
রুক্ষেশু, পৃথুরুক্ষ, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত ।  
ইহাদের মধ্যে জ্যামঘ সম্বন্ধে শ্রোত্র নীত হইয়া

পক্ষাঘ্রজা বভূবুঃ । অত্রাদ্যাপি জ্যামঘস্য শ্রোকে।  
গীয়তে ॥ ২

ভাৰ্য্যাবশ্যাস্ত যে কোচিহবিষ্যন্ত্যথবা মৃত্যঃ ।  
তেষাস্ত জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূষণঃ ॥  
অপুত্রা তস্য সা পত্নী শৈব্য নাম তথাপ্যসৌ ।  
অপত্যকামোহপি ভয়াং নাহ্যাং ভাৰ্য্যামবিন্দত ॥

স হেকদাতিপ্রভূত-গজতুরগ-সংসর্দনাতি-  
দাক্ষে মহাহরে বুধামানঃ সকলমেবারাতিচক্রে-  
মজয়ং । তচ্চারিচক্রমপাস্তপুত্রকলত্রবন্ধুবল-  
কেষং সমধিষ্ঠানং পরিভাজ্য দিশঃ প্রবিক্রতম্ ॥ ৫

তস্মি- বিক্রতেহতিত্রাসলোলায়তলোচন-  
মুগলং হোহি তাত ভ্রাতঃ ইত্যাবলিলাপবিধুরঃ  
বাজকলারব্রমদ্রাক্ষীং ॥ ৪

তদর্শনাচ্চ তজ্জামন্যুরাণাণ্যাত্তব্রাস্ত্রাঃ স  
ভূপোহচিহ্নয়ং ॥ ৫

সম্বিদং মমাপত্যবিরহিতস্ত বক্ষ্যভূতঃ  
সাপ্যতং বিবিনাপত্যকাবণং কল্লারহনুপাদিতম্ ।

থাকে, যথা,—“জগতে স্ত্রীর বনীভূত, (যাহারা  
মৃত হইয়াছে বা উৎপন্ন হইবে) তাহাদিগের  
মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ ।” তাহার  
পত্নী শৈব্য অপুত্রা হন, অপত্যকাম হইলেও  
রাজা তাহার ভয়ে অগ্ন ভাৰ্য্যা গ্রহণ করিতে  
পারেন নাই । সেই রাজা জ্যামঘ, একদিবস,  
অনন্তর অশ্ব গঞ্জ প্রভৃতির সংসর্দন-জনিত অতি  
ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে সকল  
শত্রু-সৈন্যই পরাজয় করিলেন । অনন্তর পরা-  
জিত শত্রুসমূহ পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও কোষাদি  
পরিভোগ্যপূর্বক এবং স্ত্রীর নগর ছাড়িয়া দিগ্বি-  
দিকে পলায়ন করিল । শত্রুসমূহ পলায়ন করিলে,  
রাজা, “হে তাত ! হে ভ্রাতৃশ্র আমাকে রক্ষা  
কর” এইরূপে বিলাপ-প্রবৃত্ত এক রাজকল্লারহন  
দেখিতে পাইলেন । অতিত্রাস বশতঃ ঐ কল্লার  
আয়ত নয়নদ্বয় চঞ্চল হওয়াতে তাহার সৌন্দর্য্য  
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল । ঐ কল্লার দর্শনে  
তাহার প্রতি অনুরাগাকুলচেতা রাজা চিন্তা  
করিতে লাগিলেন, “আমি অপত্যহীন ও বক্ষ্যা  
ভর্তা, সম্প্রতি বিধাতা আমার অপত্যলাভের

তদেতং উদ্যামি । অথ চৈনাং জন্মনমারোপ্য  
সমধিষ্ঠানং নয়ামি ॥ ৬

তথৈব দেব্যাহমনুজ্ঞাতঃ সমুদক্ষ্যামীতি ।  
অথৈনং রথমারোপ্য সনগরমাগচ্ছং ॥ ৭

বিজয়িনঞ্চ রাজানমশেষপৌরভূতা-পরি-  
জনমাত্যসমবেতা শৈব্য দধুমধিষ্ঠানদারমাগতা ॥

সা চ অবলোকা বাক্তঃ সযাপার্বর্তিনীং  
কন্ত্যমীযদুহৃত্তম্বর্ষফুরদপরপল্লবা রাজানমবোচং,  
অতিচপলচিত্তত্র গৃহদনে কেদমারোপিতা ইতি ।  
অসাবপ্যানলোচিতভক্তবচনোহতিভয়াং তামাহ,  
নুষা মমেরগিতি ॥ ৯

অথৈনং শৈব্যোবাচ ।  
নাহং প্রসূতে, পুত্রেন নাহা পত্ন্যভবং তব ।

নুষাসংবন্ধবচ্যাবা কতমেন স্মৃতেন তে ॥ ১০  
পরশর উবাচ ।

ইত্যাহেধ্যাকোপ-কলুষিত-বচনমুখিতবিবেক-  
তয়া দ্রুতপরিহারার্থমিদমবনীপতিরাহ ॥ ১১

জগ্নই এই কল্লারহন প্রদান করিলেন ; আমি  
এই কল্লাকে বিবাহ করিব । অতএব ইহাকে  
এক্ষণে নিজ নগরে লইয়া যাই । অনন্তর  
সেইখানে দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞায় ইহাকে  
বিবাহ করা যাইবে । এই প্রকারে চিন্তা  
করিয়া রাজা সেই কল্লাকে রথে আরোহণ  
করাইয়া নিজ নগরে গমন করিলেন ।  
অনন্তর দেবী শৈব্য, অনেক পরিজন, পৌর,  
ভূতা ও অমাত্যগণ সমভিযাহারে, বিজয়ী  
রাজাকে দেখিবার জগ্ন নগরদ্বারে উপস্থিত  
হইলেন । ১—৮ । পরে তিনি রাজার বক্ষ্য-  
পার্বর্তিনী কল্লাকে আবলোকন করত তৎকাল-  
সমুৎপন্ন কোপে অধরপল্লব ঈষৎ ফুরিত করিয়া  
রাজাকে কহিলেন, “হে অতিচপল-চিত্ত ! এই  
রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ ?” তখন  
রাজা, অতিভয়-প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর বাক্যের  
আলোচনা না করিয়া তাহাকে কহিলেন, “এই  
কল্যাণী আমার পুত্রবধূ ।” অনন্তর শৈব্য রাজাকে  
কহিলেন, “আমার ত পুত্র হয় নাই, তোমারও  
অগ্ন পত্নী নাই ; তবে তোমার কি প্রকার পুত্রের

যন্তে জনিষ্যত্যায়জঃ অস্ত্রয়মনাগতমেব  
ভাৰ্ঘ্যা নিরূপিতা, ইত্যাকৰ্ণ্যোদ্ধৃতমুহূতাসা তথ-  
ত্যাৎ, প্রবিবেশ চ রাজা সহাধিষ্ঠানমিতি ॥ ১২

অনন্তরকাতিশুদ্ধলগ্নহোরাংশকাবয়বোক্তকৃত-  
পুত্রজন্মালাপগুণাং বয়সঃ পরিণামমুপগতাপি  
শৈব্য। স্বল্পৈরেবাহোভির্গর্তমবাপ ॥ ১৩

কালেন চ পুত্রমজীজনং । তস্ত চ বিদর্ভ  
ইতি পিতা নাম চক্ষুঃ । স চ তাং সুষামুপ-  
ধেম ॥ ১৪

তস্তাঞ্চাসৌ ক্রথকৌশিকসংজ্ঞা পুত্রাবজ-  
নয়ং । পুত্রং চ ততীয়ং রোমপাদসংজ্ঞং কুমার-  
মজীজনং রোমপাদবক্রং বক্রং পুত্রো যুতিঃ ।

সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবৎ বলিতেছ ?" পরাশর  
কহিলেন,—এই প্রকার নিজের প্রতি শৈব্যার  
কেপ-কন্মুখিত বাক্যে বিবেক-নাশ-প্রযুক্ত কথিত  
অসম্বদ্ধ বাক্যের পরিহারার্থে রাজা কহিলেন,  
“তোমার যে পুত্র জন্মিবে, ভবিষ্যৎকালে ইনি  
তাহারই ভাৰ্ঘ্যরূপে নিরূপিত হইয়াছেন।”  
এই কথা শ্রবণে শৈব্য। ঈষৎ-হাস্ত পূর্বক  
কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে।” অনন্তর  
রাজার সহিত শৈব্য। নগর মধ্যে প্রবেশ করি-  
লেন । অনন্তর রাজা ও শৈব্যার যে পুত্র-জন্ম-  
বিবসক আলাপ হয়, তাহা বিস্তৃত লগ্নহোরাংশক  
অবয়বাদিতে \* (অন্ত এই উক্তি সহকারে)  
নিষ্পন্ন হয়, এই কারণে শৈব্য। সন্তান প্রসবো-  
চিত ব্যংক্রম অতিক্রম করিলেও অল্পদিনের  
মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন । কালক্রমে শৈব্য।  
পুত্র প্রসব করিলেন । পিতা জ্যাম্ব, পুত্রের  
বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন । অনন্তর, কালে  
এই বিদর্ভ সেই পূর্বোক্ত রাজকন্যাকে বিবাহ  
করিলেন । বিদর্ভ সেই রাজকন্যার গর্ভে ক্রথ  
ও কৌশিক নামক দুই পুত্রোৎপাদন করি-  
লেন । পরে পুনর্বীর রোমপাদ নামক আর  
এক পুত্রোৎপাদন করিলেন । রোমপাদের পুত্র

কৌশিকস্তাপি চেদিঃ পুত্রোহভূৎ যস্ত সন্ততো  
চৈদ্যা ভূপালাঃ । ক্রথস্ত সুষাপুত্রস্ত পুত্রঃ  
কুন্তিরভবৎ ॥ ১৫

কুন্তের্ষকিঃ, যক্ষের্ণিরুতিঃ, নির্বর্তেদর্শাইঃ,  
ততং চ যোমা, তন্মাদপি জীমূতঃ, তস্তাপি বংশ-  
কৃতিঃ, ততো ভীমরথঃ, তন্মাং নবরথঃ ততং  
দশরথঃ, তস্ত শকুনিঃ, তন্তনয়ঃ করন্তিঃ, করন্তে-  
দেবরাতোহভবৎ । তন্মাং দেবকুলঃ, তস্ত মধুঃ,  
মধোরনবরথঃ অনবরথাং কুরুবংশঃ, ততং চানু-  
রথঃ, ততঃ পুরুহোত্রো জজ্ঞে । ততং অংশঃ  
ততং সন্ততঃ, সন্ততাগতে সাত্ততাঃ ॥ ১৬

ইত্যেতাং জ্যাম্বসমুত্থিতং সমাক্ষাৎ প্রদাসম-  
ব্রিতং প্রহা সর্কপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ ১৭

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে  
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

বক্র, বক্রর পুত্র যুতি । কৌশিকেরও চৈদি  
নামে পুত্র হইল । এই চৈদির সন্ততিতে চৈদ্যা  
ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন । জ্যাম্বের পুত্র-  
বধুর পুত্র ক্রথেরও কুন্তি নামে পুত্র হইল  
কুন্তির পুত্র রক্ষি, রক্ষির পুত্র নির্বর্তি  
নির্বর্তির পুত্র দর্শাই, তংপুত্র যোমা, তং-  
পুত্র জীমূত, তংপুত্র বংশকৃতি, তংপুত্র  
ভীমরথ, তংপুত্র নবরথ, তংপুত্র দশরথ,  
তংপুত্র শকুনি, তংপুত্র কুরন্তি ; কুরন্তির দেব-  
রাত নামে পুত্র হয় । দেবরাতের পুত্র দেব-  
ক্রেত, তংপুত্র মধু । মধুর পুত্র অনবরথ, অন-  
বরথের পুত্র কুরুবংশ, তংপুত্র অনুরথ এবং  
অনুরথ হইতে পুরুহোত্রের জন্ম হয় । পুরু-  
হোত্রের পুত্র অংশ, তংপুত্র সন্তত, এই সন্তত  
হইতে এই সাত্তত বংশ প্রাবল্লিত হইয়াছে ।  
এই জ্যাম্ব-বংশাবলি, যিনি প্রহা সহকারে  
শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্কপাপ হইতে মুক্ত  
হইবেন । ১—১৭ ।

চতুর্থোহংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

\* জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত সময়বিশেষই  
হহার তাৎপৰ্য্য

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ভজিন-ভজমান-দিব্যাক্ক-দেবারুধ-মহাভোজ-  
রক্ষিসংক্রাঃ সত্ত্বতস্ত পুত্রা বভূবুঃ ॥ ১

ভজমানস্ত নিমি-বৃকশ-বৃক্ষয়ঃ, তথাহে  
তদৈমাবাঃ--শতাজিৎ--সহস্রাজিৎ--অবুতাজিৎ--  
সংক্রাঃ ॥ ২

দেবাবুধগাপি বক্রঃ পুত্রোহভূৎ । তস্ত চ  
অয়ং শ্রেণো গীয়তে ॥ ৩

যথৈব শৃণুমে। দরাদপশ্যামস্তথাস্তিক্যং ।

বক্রঃ শ্রেণো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবারুধঃ সমঃ ॥ ৪

পুরুষাঃ বহু চ যষ্টিশ্চ বহু সহস্রাণি চাষ্ট চ ।

যেহমতঃমনুপ্রাপ্তা বক্রোর্দেবারুধাদপি ॥ ৫

মহাভোজস্তত্তিথ্যাত্মা । তস্তাশ্বয়ে ভোজ-  
মাত্তিক্যবতা বভূবুঃ ॥ ৬

রক্ষঃ সুমিত্রো যুধাজিচ্চ পুত্রোহভবৎ ।

তস্তানমিত্রশিনী তথা ॥ ৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—সত্ত্বতের যে কয় জন  
পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম যথা,—ভজিন, ভজ-  
মান, দিব্য, অক্ক, দেবারুধ, মহাভোজ ও রক্ষি ।  
ভজমানের পুত্র নিমি, বৃকশ ও রক্ষি, এই তিন-  
জনই বৈশ্যব্রাহ্মণের শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও  
অবুতাজিৎ । দেবারুধের বক্র নামক এক পুত্র  
হয় । সেই বক্র সম্বন্ধে এই শ্লোক গীত  
হয় :—যথা,—“আমরা দূরে থাকিয়াও যেমন  
ভজিনা থাকি, নিকটে থাকিয়াও তাদৃশই দেখিতে  
পাই । বক্র মনুষ্যাগণের শ্রেষ্ঠ এবং দেবা-  
রুধও দেবগণের তুল্য । এই বক্র ও দেবা-  
রুধের প্রবর্তিত পথে গমন করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয়  
জন, ষাট জন ও ছয় এবং আট সহস্র জন  
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” মহাভোজ অতি  
ধন্যাত্মা ছিলেন ; তাঁহার বংশে ভোজ ও  
মাত্তিক্যবত সংজ্ঞক ভূপালগণ জন্ম গ্রহণ করেন ।  
রক্ষির সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে দুই পুত্র হয় ।

অনমিত্রারিষ্যঃ, নিম্নস্ত প্রসেনসত্রাজিতে ।

তস্ত চ সত্রাজিতস্ত ভগবানাদিত্যঃ সখা অভবৎ ॥ ৮

একদা তু অতোধেষ্টীরসংশ্রয়ঃ সূর্য্যং সত্রা-  
জিত-স্তুষ্টাব । তন্ননকৃষ্টীয়া চ তান্মানভিষ্টুয়-  
মানোহগতস্তস্ত তসৌ, অস্পষ্টমুষ্টিধরং চৈন-  
মালোক্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যমাহ, যথৈব যোয়ি ত্বাং  
বহ্নি-পিণ্ডোপমমহমপশ্যং তথৈবাদ্যাগ্রতো গত-  
মপ্যত্র ন কিঞ্চিদ্ভগবতা প্রসাদীকৃতং বিশেষমুপল-  
ক্ষ্যামি ॥ ৯

ইতোবমুক্তে ( ভগবতা ) সূর্য্যেণ নিজকণ্ঠা-  
দমুচ্য স্তমস্তকনামা মণিরবত্যা একান্তে হস্তঃ ।  
ততস্তমাতামোল্ললহ সবপুষ্ম ঈষদাপিস্তলনয়ন-  
মাদিত্যমদ্রাক্ষীৎ । কৃতপ্রণিপাতস্তবাদিকক  
সত্রাজিতমাহ ভগবান্, বরমশাস্তোহভিমতং বৃণী-

সুমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি । অনমিত্রের  
পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিত ।  
ভগবান্ আদিত্য সত্রাজিতের সখা হন । সত্রা-  
জিত একদিবস সমুদ্রের তীরে অবস্থান করিয়া  
সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন । সত্রাজিত  
কর্তৃক তপস-চিন্তে সংভ্রমমান হইয়া দিবাকর  
তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর  
সূর্য্যকে অস্পষ্ট-মুষ্টিধর অবলোকন করিয়া  
সত্রাজিত কহিলেন, “আপনাকে আকাশে যেমন  
তপ্ত-বহ্নিপিণ্ডের স্থায় দেখিয়াছি, আপনি  
আমার সম্মুখে আদিরাছেন, কিন্তু আপনার  
প্রসাদে কৈ তাহা হইতে কিছুই ত বিশেষ  
দেখিতে পাইতেছি না !” সত্রাজিত এইরূপ  
বলিলে পর ( ভগবান্ ) সূর্য্য নিজ কর্ণদেশ  
হইতে স্তমস্তক নামক মণি খুলিয়া একস্থানে  
রাখিয়া দিলেন । অনন্তর সত্রাজিত, সূর্য্যকে  
ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নয়ন  
ঈষৎ আপিস্তলবর্ণ, তাঁহার বপুঃ ঈষৎ তাম্রবর্ণ,  
উজ্জ্বল, অথচ হৃদয় । অনন্তর, সত্রাজিত পুন-  
র্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তুবাদি করিলে ভগবান্ সূর্য্য  
তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তোমার অভিমত বর  
আমার নিকটে প্রার্থনা কর । তখন সত্রাজিৎ  
সূর্য্যের নিকট সেই স্তমস্ত মণিটা প্রার্থনা

যেতি, স চ তদেব মণিরত্নমযাচত । স চাপি  
তস্মৈ তং দত্ত্বা বিয়তি স্বং ধিক্যমাকরোহ ॥ ১০

সত্রাজিতেহপ্যমলমণিরত্নসন্যতকণ্ঠতয়া স্বর্ঘ্য  
ইব তেজোভিরশেষদিগন্তরাগুস্তাসয়ন্ দ্বারকাং  
বিবেশ ॥ ১১

দ্বারকাবাসিজনপদস্য তময়াস্তমবেক্ষ্য ভগ-  
বন্তমাদিপুরুষং পুরুষোত্তমমবনিভারাবতার-  
ণান্নাংশেন মানুষরূপধারণং প্রণিপত্যাঃ, ভগবন্  
ভগবন্তময়ং, ননং দ্রষ্টুমায়াত্যাদিত্যঃ । ইত্যাকর্ণ-  
প্রহস্ত চ তানাহ ভগবান্, নাম্মাদিত্যঃ, সত্রা-  
জিতেহয়মাদিত্যদন্তং স্তমন্তকাখ্যং মহামণি-  
বিভ্রদত্রোপার্যতি । তদেনং বিশক্রাঃ পশ্যত,  
ইত্যুক্তোপে যবুঃ ॥ ১২

স চ তং স্তমন্তকাখ্যং মহামণিমাশ্রন্বিবে-  
শনে চক্রে ॥ ১৩

প্রতিদিনঞ্চ তমণিরঃপ্রবরমস্তৌ কনকভারান্  
অবতি ॥ ১৪

করিলেন স্বর্ঘ্যও সত্রাজিতকে ঐ মণিরত্ন  
প্রদান করিয়া নিজ স্থানে আরোহণ করিলেন ।  
১—১০ । অনন্তর সত্রাজিত, কণ্ঠদেশে সেই  
অমল মণিরত্ন থাকাতে স্বর্ঘ্যসদৃশ দেদীপ্যমান  
হইয়া অশেষ তেজঃসমূহ দ্বারা দিগন্তর সকল  
উদ্ভাসিত করত দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন ।  
দ্বারকায় সত্রাজিতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া  
দ্বারকাবাসী জনগণ, অবনী-ভারাবতারার্থ  
স্বীয় অংশে অবতীর্ণ, মানুষরূপী অনাদি  
পুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণিপাতপূর্বক কহিতে  
লাগিল, “ভগবন্! নিশ্চয়ই ভগবান্ স্বর্ঘ্য  
ভগবৎস্বরূপ আপনাকে, দেখিতে আসিতে-  
ছেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্  
হাস্তপূর্বক কহিলেন, “এই ব্যক্তি আদিত্য  
নহেন; ইনি সত্রাজিত, আদিত্য-প্রদত্ত স্তমন্ত-  
কাখ্য মাণ্ড্য ধারণ করিয়া এখানে আসিতেছেন ।  
তোমরা বিগ্রহভাবেরে ইহাকে দর্শন করা।”  
ভগবান্ এই কথা বলিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে  
গমন করিল । অনন্তর সত্রাজিত সেই মণি  
আপনার গৃহে রাখিয়া দিলেন । প্রতিদিন

তৎপ্রভাবাক স্কলশ্রেণব রাষ্ট্রেস্তোপসর্গা  
অনারুষ্টি-ব্যালায়িতৌরুভিক্ষাদিভয়ং ন ভবতি ॥ ১৫

অচ্যুতোহপি তদ্রত্মুগেনেনস্ত ভূপতেষোগ্য-  
মেতদিতি লিপ্সাকক্ষে, গোত্রভেদভয়াচ্চ শক্তো-  
হপি ন জহর ॥ ১৬

সত্রাজিতেহপ্যচ্যুতো ন্যমৈতং যাচিষ্যতী-  
ত্যবগতরত্নলোভঃ স্নাত্রে প্রসেনায় তদ্রত্নং  
দত্তবান্ ॥ ১৭

তচ্চ শুচিনা ধ্রিয়মাণমশেষস্ববর্ণস্রাবাদিকং  
গুণমুপাদয়তি, অগ্ৰথা যএব ধারয়তি তমেব  
হস্তীতি, অসাবপি প্রসেনঃ স্তমন্তকেন কঠাসক্তে-  
নাশ্বমারুহাটব্যং মৃগয়ামগচ্ছং । তত্র চ সিংহাদ-  
বধমবাপ সাশ্বকং তং নিহত্য সিংহোঃপায়াল-  
মণিরত্নমাস্ত্রাণোদায় গন্তুমদ্যতঃ পৃথগ্দি-  
পত্তিনা জাহ্নবতা দৃষ্টো ভাতিতঃ । জাহ্নবানপ্য

সেই সর্বোত্তম মণিরত্ন আট ভার করিয়া  
স্ববর্ণ প্রসব করিতে লাগিল এবং সেই মণির  
প্রভাবে সকল রাষ্ট্রেরই উপসর্গ, অনারুষ্টি,  
হিংস্র জন্তু, অগ্নি ও চৌরাদি হইতে ভয়  
দূর হইল । ভগবান্ অচ্যুতও রাজ্য উপা-  
সেনেরই এবৎবিধ রত্ন ধারণ করা উচিত  
এই বিবেচনায় সেই রত্নের প্রতি সম্পূর্ণ  
হইলেন; কিন্তু গোত্র-ভেদ-ভয়ের হরণ করিলেন  
না । সত্রাজিতও, কৃষ্ণের সেই রত্নে ঝোড়  
হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, “পাছে হরি  
আমার নিকট এই রত্ন যাক্রা করেন,”—এই  
ভয়ে স্বকীয় ভ্রাতা প্রসেনকে ঐ রত্ন প্রদান  
করিলেন । এই রত্নের ইহাই গুণ ছিল যে,  
ইহা শুদ্ধাবস্থায় দ্রুত হইলে অশেষ স্ববর্ণাদি  
প্রসব করিত; বিস্তৃত অণুচি অবস্থায় ইহাকে  
ধারণ করিলে, ইহা ধারণ-কর্তার প্রাণ বধ  
করিত । এই প্রসেন একদিন স্তমন্তক মণি  
কণ্ঠে ধারণ করিয়া অধারোহণপূর্বক মৃগয়ার  
জন্ত বনে গমন করিলেন । সেই স্থলে এক  
সিংহ তাঁহাকে বধ করিল । অশ্বের সহিত  
প্রসেনকে বধ করিয়া সিংহ, সেই অমল মণি-  
রত্ন গ্রহণপূর্বক গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে,

মলং তমণিরত্নমাদায় সবিলং প্রবিবেশ, হুকু-  
মারকসংজ্ঞায় চ বালকায় ক্রৌড়নমকরোং ॥ ১৮

অনাগতুতি চ তমিন্ প্রসেনে কুণ্ডে। মণি-  
রত্নমভিলষিতবান, ন চ প্রাপ্তবান, অনমেতদ-  
কশ্য। নাগেন প্রসেনো হত্যত ইত্যখিল এব  
যত্নলোকঃ পরস্পরং কণাকণ্যকথং ॥ ১৯

বিদিতলোকাপবাদরত্নান্ত চ ভগবান যদুসৈন্য-  
পরিবারঃ প্রসেনাশ্বপদবীমভুসসার, দর্শণ চাশ্ব-  
সগোতং প্রসেনং নিহিতং সিংহেন অখিলজনপদ-  
মাধ্যো সিংহপদদর্শনকৃতপরিভুক্তিঃ সিংহপদমভুস-  
সার ॥ ২০

শঙ্কবিনিহতক সিংহমপ্যজে ভগিভাগে দৃষ্টা  
ততঃ তদুগ্ধগৌরবাদৃক্ষস্যপি পদাত্মভূযযৌ।  
গিরিতটে চ সকলমেব যদুসৈন্যমবস্থাপা ততঃ

এমন সময়, ভাস্করাদিপতি জাম্ববান তাকে  
দেখিতে পাইয়া বিনাশ করিলেন। অনন্তর  
জাম্ববান সেই অমল রত্ন গ্রহণপূর্বক  
নিজগতে প্রবেশ করিয়া মণিই সেই নিজের  
কুমার নামক বালককে ক্রৌড়ার্থে প্রদান  
করিলেন। অনন্তর সেই প্রসেন আগমন  
করিতেছেন না দেখিয়া, যত্নকুলে সকলে  
কাণাকাণি করিতে লাগিলেন যে “কুণ্ড এই  
মণির প্রতি অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ঐ মণি  
তিনি পান নাই, নিশ্চয়ই ইহা কুণ্ডের কশ্য;  
প্রসেনকে আর কেহই বধ করে নাই।” অন-  
ন্তর, ভগবান তাদৃশ লোকাপবাদরত্নান্ত জ্ঞানিতে  
পারিয়া যদুসৈন্যসমভিযাহারে প্রসেনের অশ্ব-  
পদবী অনুসরণ করত দেখিলেন, অশ্বসমেত  
প্রসেন সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন  
সিংহপদ দর্শনে অখিল জনপদই বিধ্বাস করিল  
যে, সিংহই প্রসেনকে নিহত করিয়াছে; কুণ্ড  
করেন নাই। ভগবানও তখন বিতুষ্ট হইয়া  
সিংহপদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।  
১১—২০। অনন্তর অল্প দূরেই গিরী দেখি-  
লেন সিংহ, তল্লুক-নিহত হইয়া পড়িয়া রহি-  
য়াছে। তখন তিনি সেই শঙ্কের পদবীর  
অনুসরণ করিলেন। অনন্তর তিনি গিরি-তটে

পদানুসারী শঙ্কবিলং প্রবিবেশ। অন্ধপ্রবিষ্টঃ  
ধাত্র্যাঃ শুকুমারকমুদ্রাপয়ন্ত্য। বাণীং শুভ্রাং ॥ ২১  
সিংহঃ প্রসেনমবধীং সিংহো জাম্ববতা হতঃ।

শুকুমারক মা রৌদ্রীন্তব চেম শ্রমন্তকঃ ॥ ২২  
ইত্যাকর্ণ্য লক্শমন্তকৌদন্তোহতঃপ্রবিষ্টঃ  
কুমারক্রৌড়নকীরুতঃ ধাত্রীহস্তে তেজোভির্জ্জ-  
জ্বালামানঃ শ্রমন্তকং দদর্শ ॥ ২৩

তত্ ক শ্রমন্তকাভিলাষচক্ষুষ্মপূর্বং পুরুষ-  
মাগতমবেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার ॥ ২৪

তদাৰ্ত্তনাদশ্রবণানন্তরপূর্ণমৰ্ণজদয়ঃ স  
জাম্ববান আজগাম, তয়োঃ পরস্পরং দৃশ্য-  
তৌর্দয়োর্বুদ্ধমেকবিংশতিদিনাত্তবং। তে চ  
যদুসৈনিকাস্তত্র সপ্তাষ্টদিনানি তমিক্রান্তিমূলীক-  
মাণাস্তসূঃ। অনিক্রমমাণে চ মণিরিপৌ

সকল সৈন্য সমিবেশিত করিয়া, শঙ্ক-পদানুসরণ  
করত সেই শঙ্ক-বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন  
তিনি অন্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই, একটা সুন্দর বালকের  
প্রলোভনার্থে কোন ধাত্রী-মুখোচ্চারিত বক্ষ্যমাণ  
বাক্য শ্রবণ করিলেন, যথা,—“সিংহ প্রসেনকে  
বধ করিয়াছে, জাম্ববানও সেই সিংহকে  
হনন করিয়াছেন। হে শুকুমার। তুমি রোদন  
করিও না; এই শ্রমন্তক মণি তোমারই।” এই  
কথা শ্রবণে ভগবান্ শ্রমন্তক মণির বাতা  
জানিতে পারিয়া শুভ্রা মধ্য প্রবেশ করিয়া  
দেখিলেন, ঐ কুমারের ক্রৌড়ার্থে ধাত্রী-হস্তে  
শ্রমন্তক মণি স্বকীয় তেজে অতিশয় দীপ্তি পাই-  
তেছে। তখন ধাত্রী, শ্রমন্তকাভিলাষে নিহত-  
দৃষ্টে সেই পুরুষকে আগত দেখিয়া ‘ত্রাহি ত্রাহি’  
রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর ধাত্রীর  
আৰ্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে  
সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন দুই-  
জনে বুদ্ধ আরম্ভ হইল; পরে উভয়ের পরস্পর  
যুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দিন অতীত  
হইয়া গেল। এদিকে, যদুসৈনিকগণ গর্ত  
হইতে কুণ্ডের নির্গমনাশায় সাত আট দিন  
প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, ভগবান  
নিক্রান্ত হইলেন না, তখন তাহারা বিবেচনা



অসাববশমত্ৰ বিলংহত্যন্তনশমাপ্তো ভবিষ্যতা-  
গ্ৰাথ। তস্ম কথমেতাবতি দিনানি শত্রুজয়ে  
ব্যাঞ্জেপো ভবতীতি কৃত্যাবদায়ো দ্বারকামাগতা  
হতঃ কথ্য ইতি কথ্যামানুঃ ॥ ২৫

তদ্বাদ্বাণ্যং তৎকালোচিতমখিলমুপরত-  
ক্ৰিয়াকলাপং চক্ৰুঃ ॥ ২৬

তত্র চাস্ত্র যুধ্যমানস্তাতিশ্রদ্ধাদন্তবিশিষ্টপাত্ৰোপ-  
যুক্তানতোয়াদিনা কৃষ্ণস্ত বলপ্রাণপৃষ্টিরভূৎ ॥ ২৭

ইরতস্তানুদিনমতি গুরুপুরুষভিদ্ধ্যমানস্তাতি-  
নিষ্ঠুরপ্রহারপীড়িতখিলাবয়বস্ত নিরাহারতয়া বল-  
হানিঃ নিষ্ক্ৰিষ্টতঃ ভগবতা জ্ঞানবান্ প্রণি-  
পতায়ঃ অসুরমুরয়কৃষ্ণকর্মরাক্ষসাদিভিরপ্যাখি-  
লৈর্ভগবান্ ন জেতুং শক্যঃ কিমুতবনিগোচরৈরজ-  
বোধ্যৈর্নারায়বভূতেঃ তির্ধ্যগ্জ্যোত্মানুসৃতিভিঃ  
কিং পুনরমুদ্বিধৈরবগ্ণং ভগবতোহস্মৎসামিনো  
নারায়ণস্ত সকলজগৎপরায়ণস্তাংশেন ভগবতা  
ভবিতবামিত্যুক্তঃ ॥ ২৮

কবিল, তিনি এই গর্ভের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ  
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা না হইলে, এতদিন  
তাহার শত্রুজয়ে বিলম্ব হইবে কেন? তখন  
তাহার এই প্রকার হির করিয়া দ্বারকায়  
আগমন করিয়া প্রকাশ করিল যে, “কৃষ্ণ হত  
হইয়াছেন।” অন্তর কৃষ্ণের বান্ধবগণ তৎ-  
কালোচিত প্রতিক্রিয়া (শ্রাদ্ধাদি) সকল সম্পন্ন  
করিলেন। এদিকে সেই সকল বান্ধবগণ  
কতৃক অতি শ্রদ্ধানহকারে প্রদত্ত অন্ন-জলাদি  
দ্বারা যুদ্ধকালে ভগবানের বল ও প্রাণের পৃষ্টি  
হইল। কিন্তু অতিগুরু-পুরুষভিদ্ধ্যমান ও অতি  
নিষ্ঠুর-প্রহার-পীড়িত জ্ঞানবানের আহার অভাবে  
বলহীন হইতে লাগিল। এই কারণে ভগবান  
জ্ঞানবানকে পরাজিত করিলেন। তখন জ্ঞান-  
বান প্রণামপূর্বক কহিলেন, “অসুর, মুর, যক্ষ,  
গন্ধর্ব ও রাক্ষসাদি সকলে মিলিত হইয়াও  
ভগবানকে জয় করিতে পারে না; আমাদের  
গায় অবনীতল-বিহারী মনুষ্যদের ক্রৌড়া-সাধন,  
অগ্নিবায়ু, তির্ধ্যগ্জ্যোত্মানুসারিগণের ত, কথাই  
নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামী, সকল

তম্বে ভগবানখিলমবনিভারাবতারমাচক্ষে ॥ ২৯

প্রীত্যাগ্নিতকরতলস্পর্শনেন চৈনমগতযুদ্ধ-  
খেদং চকার ॥ ৩০

স চ প্রণিপতেনং পুনরপি প্রসাদ্য জ্ঞান-  
বতীং নাম কণ্ঠাং গহাগমনার্থ্যভূতাং গ্রাহয়া-  
মাস ॥ ৩১

শ্রমহৃকমণিমপ্যসৌ প্রণিপত্য তম্বে প্রদদৌ।  
অচ্যুতোহপ্যতিপ্রণতাং তস্মাদ-গ্রাহ্যমপি তদ্বি-  
রত্মাস্ত্রশোধনায় জগ্রাহ ॥ ৩২

সচ জ্ঞানবত্যা দ্বারকামাজগাম। ভগবদা-  
গমনোদ্ভূতহর্ষোঃ কর্ষস্ত দ্বারকাবাসিজনস্ত কৃষ্ণা-  
বলোকনানুক্ষণমেবাতিপরিণতবয়সোহপি নব-  
যৌবনমিবাভবৎ। আনকহৃন্দভিক্ দিষ্ট্য দিষ্টোতি  
চ সকলযাদবাঃ স্মিয়ঃ সভাজয়ামানুঃ ॥ ৩৩

ভগবানপি যথানুভূতমশেষযাদবসমাজে  
যথাবদাচক্ষে, শ্রমহৃকঃ সত্রাজিতায় দত্তঃ

জগতের গতি, নারায়ণের অংশ, তাহার সন্দেহ  
নাই। জ্ঞানবান এই কথা বলিলে, ভগবান  
তাহাকে অখিল-অবনীতার-হরণেব জগৎ স্বকীয়  
অবতারের বিষয় বলিলেন এবং প্রীতির সহিত  
তদীয় অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তাহার যুদ্ধখেদের  
অপনয়ন করিলেন। ২১—৩০। অনন্তর, জ্ঞান-  
বান ভগবানকে পুনরায় প্রণামপূর্বক প্রসন্ন  
করিয়া গহাগমনের অর্গস্বরূপ স্বীয় কণ্ঠ। জ্ঞান-  
বতীকে তাহার পট্টরূপে গ্রহণ করাইলেন এবং  
পুনরায় প্রণামপূর্বক তাহাকে শ্রমহৃক মণি  
প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ অচ্যুতও  
অতি প্রণত জ্ঞানবানের নিকট হইতে সেই মণি-  
রত্ন অগ্রাহ্য হইলেও, আত্মশোধনের জগৎ গ্রহণ  
করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ জ্ঞানবতীর সহিত  
দ্বারকায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণাবলোকনের  
পরক্ষণেই দ্বারকাবাসিগণ ভগবদাগমনোদ্ভূত হর্ষ-  
ভরে যেন বুদ্ধাবগা ছাড়িয়া নতন যৌবন প্রাপ্ত  
হইল। তখন যাদবগণ ও স্ত্রী সকলে মিলিয়া  
কন্দেবকে, “বড়ই মঙ্গল, মঙ্গল” এই প্রকার  
বাক্যে সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর  
যাহা যাহা ঘটয়াছিল, ভগবান্ যাদব-সমাজে

মিথ্যাভিশিষ্টবিশুদ্ধিমবাপ, জাম্ববতীকাহ্নঃপুৱে  
নিবেশয়ামাস । সত্রাজিতোহপি ময়াস্তাত্ত-  
মলিনমারোপিতমিতি জাতসম্মাসঃ স্বসূতাং  
সত্যভামাং ভগবতে ভাৰ্ঘ্যং দদৌ ॥ ৩৪

তাকাব্রুরকৃতবর্ষ-শতধ্বপ্রমুখা যাদবাঃ পূৰ্ণং  
বরয়ামাসুঃ । ততস্তৎপ্রদানাদবচ্ছাতমাস্থানং  
মগ্রমানাঃ সত্রাজিতে বৈরাহুবকং চক্ৰঃ  
অকুরকৃতবর্ষপ্রমুখাঃ শতধ্বানমুচুঃ, অয়মতি-  
দূরায়। সত্রাজিতো যোহস্মাভির্ভবতা চাত্যর্থি-  
তোঃপ্যাস্ত্রজামস্থান ভবতং চাবিগণয়া কৃষ্ণায়  
দত্তবান, তদলমেনে জীবতা। ষাতয়িহৈনং  
তদ্বহরহং, তুয়া কিং ন গৃহতে বয়মপ্যভ্যাপ-  
পংস্তামঃ, যদাচ্যুতস্তবাপি বৈরাহুবকুং করিবা-  
তীতি ॥ ৩৫

তাহা সমস্ত বলিলেন; সত্রাজিতকে স্যামন্তক  
মণি প্রদানপূর্বক মিথ্যাপবাদ দোষ হইতে,  
বিগুণি লাভ করিলেন এবং জাম্ববতীকে অন্তঃ-  
পুরে নিবেশিত করিলেন। সত্রাজিতও 'আমি  
সদনর নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি'  
—এই ভাবিয়া ভীত হইয়া নিজ কন্যা সত্য-  
ভামাকে ভগবানের ভাৰ্ঘ্যাস্বরূপে প্রদান  
করিলেন কিন্তু পূৰ্ণ অকুর, কৃতবর্ষা ও  
শতধ্ব প্রভৃতি যাদবগণ সেই কন্যাকে (সত্য-  
ভামাকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন এক্ষণে সত্রা-  
জিত, ভগবানকে ঐ কন্যা অর্পণ করিলে, "সত্রা-  
জিত আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল" এই ভাবিয়া  
তাহারা সত্রাজিতের প্রতি শত্রুতা আরম্ভ করি-  
লেন অকুর কৃতবর্ষা প্রভৃতি যাদবগণ শতধ্বাকে  
কহিলেন, "এই সত্রাজিত অতি দূরায়।; কারণ,  
আমরা ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেও এই দুষ্ট  
আমাদিগকে এবং আপনাকে গণনা না করিয়া,  
কৃষ্ণকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিয়াছে।" অতএব  
ইহার জীবনে কি প্রয়োজন, আপনি ইহাকে  
বিনাশ করিয়া এই মহারত্ন কেন লইতেছেন না?  
যদি কৃষ্ণ আপনার সহিত ইহার জগৎ শত্রুতা  
করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার  
সাহায্য করিব। তাহার এই কথা বলিলে

এবমুক্তস্তথেষ্টসাবপ্যাহ। জতুগৃহদক্ষানাক  
পাণ্ডুনন্দনানাং বিদিতপরমার্থোহপি ভগবান্,  
দুৰ্যোধনপ্রযত্নশৈথিল্যার্থং কুল্যকরণায় বারণা-  
বতং গতাঃ ॥ ৩৬

গতে চ তস্মিন সুপ্তমেব সত্রাজিতঃ শতধ্বা  
জম্বান, মণিরত্নকাগদে। পিতৃবধামর্ষপূর্ণা চ  
সত্যভামা শীঘ্রং স্তন্দনমারুঢ়া বারণাবতং গতা,  
ভগবতেহহং প্রতিপাদিতেতি অক্ষাত্তমতা  
শতধ্বনা অশ্মপিতা ব্যাপাদিতঃ, তচ্চ স্তমস্ত-  
কমণিরত্নমপ্লুতম্। তদীয়মগ্ৰবাহাসন। তদা-  
লোচ্য যদত্র যুক্তং, তং ক্রিয়তামিতি কৃষ্ণ-  
মাহ ॥ ৩৭

তয়া চৈবমুক্তঃ পরিতুষ্টাত্তঃকরণোহপি কৃষ্ণঃ  
সত্যভামামমর্ষতামলোচনঃ প্রাহ, সত্যে ময়েষা-  
বহাসনা নাহমেতাং তস্ম দুরায়নঃ সহিষ্যে।

শতধ্বা কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই করিব।"  
এদিকে ভগবান্ কৃষ্ণ, জতুগৃহ-দাহানন্তর  
পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও, দুৰ্যো-  
ধনের যত্নের শিথিলতা-সম্পাদনরূপ কুলোচিত  
কষ্টার্থে বারণাবতে গমন করিলেন। কৃষ্ণ  
বারণাবতে গমন করিলে পর শতধ্বা, সুপ্ত  
সত্রাজিতকে বধ করিয়া স্তমস্তক মণিরত্নটিকে  
গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পিতৃবধ-জন্ত ক্রোধ-  
পূর্ণ হৃদয়। সত্যভামা শীঘ্র রথারোহণপূর্বক  
বারণাবতে গমন করিয়া ভগবান্কে কহিলেন,  
"পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন,  
এইজন্ত শতধ্বা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পিতাকে  
হনন করিয়াছে এবং সেই স্তমস্তক নামক মণি-  
রত্নও অপহরণ করিয়াছে। এই ব্যক্তি এইরূপে  
অবমান করিয়াছে, ইহা আলোচনা করিয়া যাহা  
উচিত বোধ হয়; তাহা করুন।" ৩১—৩৭।  
সত্যভামা এই কথা বলিলে ভগবান্ মনে মনে  
পরিতুষ্ট হইয়াও প্রকাশে ক্রোধতাত্র-নয়নে  
সত্যভামাকে কহিলেন, "সত্য, শতধ্বা এই  
অবমাননা আমারই করিয়াছে, আমি তাহার এই  
অবমাননা কখনই সহ করিব না। প্রকাণ্ড বৃক্ষ

ন হনুজ্জ্বল্য বরপাদপং তংকৃতনীড়প্রিয়ণে  
বিদগ্ধা বধ্যস্তে ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তদলমতর্থমমুন্যায়ং পুরতঃ শাকপ্রেৱিত-  
বাক্যপরিকারেণ, ইতুত্বা দ্বারকামভোতা বল-  
দেবমেকান্তে বাসুদেবঃ প্রাহ, মৃগয়াগতং প্রসেন-  
মটব্যং মৃগপতির্জ্ঞান। সত্রাজিতোহপ্যপুনা  
শতধ্বজা নিধনং প্রাপিতঃ। তদ্ব্যবহাৰিণাশাং  
তদগ্নিরজ্জ্বমাবাভ্যাং সামাশ্রাং তবিস্যতি ॥ ৪০

তদ্ব্যবহাৰিণাশাং, আৰুহতাং রথঃ, শতধনুঃনিধনয়ো-  
দ্যমং কুরু, ইত্যভিহিতস্তপ্তধ্বজি সমদ্বীপিতবান।  
কৃতোদ্যোগো চ তাত্ত্বাবপলভ্য শতধ্বজা কৃত-  
বস্ত্রাণমুপেতা পার্শ্বপূরণকর্শানিমিত্তমতোদয়ঃ।  
আহ চৈনং কৃতবস্ত্রা, নাহং বলভদ্রবাসুদেবাবাভ্যাং  
সহ বিরোধায়ালম্। ইত্যুক্তচাক্রুরমচোদয়ঃ।  
আহ চাসাবপি ন হি কশ্চিৎ ভগবতা পাদপ্রহার-

উল্লঙ্ঘন না করিয়া কখনই তদুপরি কৃত-নীড়স্থ  
পক্ষিগণকে হনন করা যায় না। আমার কাছে  
এ প্রকার শোকসহুতপ্রেৱিত বাক্য আর কেন  
বলিতেছ? শোক পরিত্যাগ কর। আমি  
ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।” ভগবান এই  
কথা বলিয়া দ্বারকায় আগমন করত নির্জনে  
বলদেবকে কহিলেন, বনमध्ये মৃগয়াগত প্রসনকে  
সিংহ হনন করিয়াছে, এই সত্রাজিতকে সম্প্রতি  
শতধ্বজা নিধন করিয়াছে; সুতরাং অধিকারী না  
থাকাতে ঐ মণিরত্ন এক্ষণে আমাদের হৃজনেরই  
সম্পত্তি হইবে; অতএব উগান করুন, রথে  
আরোহণ করুন এবং শতধনুর নিধনের জন্ত  
উদ্যোগ করুন। ভগবান এই কথা বলিলে,  
বলদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর  
শতধ্বজা বাসুদেব ও বলদেবকে কৃতোদ্যোগ  
জানিতে পারিয়া কৃতবস্ত্রার নিকটে গমন  
করত তাঁহাকে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায়  
প্রার্থনা করিলেন। তখন কৃতবস্ত্রা তাঁহাকে  
কহিলেন, আমি বাসুদেব ও বলভদ্রের সহিত  
বিরোধে সমর্থ নহি। এই কথা শ্রবণে শত-  
ধ্বজা অক্রুরকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর  
অক্রুরও কহিলেন,—জগতে এমন কেহই নাই

পরিকম্পিতজগদ্রয়েণ অম্বরবরবনিতাবৈবধ্য-  
কারিণা প্রবলরিপুচক্রপ্রতিহতচক্রেণ চক্রিণা,  
মদমুদিতনয়নারলোকিতারিবলবিশাতনেন অতি-  
শুক্লবৈরি-বারণা-কর্ষণাবিস্তৃত-মহি-মোহ-সীরেণ  
সৌরিণা চ সহ লবলজগদন্দ্যানামমরবরণমপি  
যোক্তুং সমর্থঃ, কিমুতাহম্। তদগত্যঃ শরণমভি-  
লম্যতাম্ ॥ ৪১

ইত্যুক্তঃ শতধনুরাহ, যদ্যদ্যং পুরিত্রাণ সমর্থঃ  
ভবানাত্মনামবগচ্ছতি, তদয়মশ্রমাণিঃ সংগৃহ্য  
লম্যতাম্। ইত্যুক্তঃ মোহপ্যাহ, যদ্যদ্যয়মপ্য-  
বহায়াম্ ন কস্মৈচিত্তবান কথয়িষ্যতি, তদহমেনং  
গ্রহিষ্যামি। তথৈতুক্তো অক্রুরস্তদগ্নিরজ্জ্ব-  
জগাহ ॥ ৪২

শতধনুরপ্যতুলবেগাং শতযোজনবাহিনীং  
বড়বারাক্ষাপক্রান্তঃ। শৈবমুদ্রাবিমেহপ্প-

যে, ইহার পাদ-প্রহারে ত্রিজগৎ কম্পিত হয়  
এবং যিনি অম্বর-শ্রেষ্ঠগণের বনিতা-সমূহের  
বৈবধ্যকারী, প্রবল রিপুগণের অপ্রতিহত চক্র-  
সেই চক্রীর সহিত,—অথবা মদমুদিত নয়ন-  
লোকন দ্বারা আরিবলের দমনকারী এবং অতি  
বলশালী শত্রুরূপ হস্তিগণের আকর্ষণার্থে  
আবিষ্ট-মহিমা সেই প্রকাণ্ড-হলধারী হল-  
ধরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়; হুসার  
ত সাধাই নাই। এই কারণে আপনি হতভ  
শরণ প্রার্থনা করুন। অক্রুর এই প্রকায়  
বলিলে, শতধনুঃ কহিলেন, যদি আপনি  
আপনাকে আমার পরিত্রাণে অসমর্থ বিবেচনা  
করেন, তবে আমার এই মণিটা গ্রহণপূর্বক  
রক্ষা করুন। শতধনুঃ এই প্রকার কহিলে,  
অক্রুর কহিলেন, আমি ইহাকে তাবৈ রাখিতে  
পারি, যদি আপনি মরণকালেও এই মণি  
সন্ধান কাহাকেও না বলেন। অনন্তর শতধনুঃ  
“তাহাই হইবে” এই কথা বলিলে পরে, অক্রুর  
ঐ মণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শতধনুঃ,—  
অতুল বেগবতী শতযোজন-বাহিনী এক বড়বতে  
আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। তৎপরে

বনঃকান্ধচতুষ্টয়যুক্তরথাবস্থিতৌ বলদেববান্ধ-  
দেবৌ তমনুপ্রয়াতো ॥ ৪৩

সা চ বড়বা শতযোজনপ্রমাণং মার্গমতীত্য  
পুনরপি বাহ্যমানা মিথিলাবনোদ্দেশে প্রাণানু-  
সসজ্জাঃ। শতধনুৰপি তাং পরিত্যজ্য পদাতি-  
বেবাদবং ॥ ৪৪

কৃষ্ণোহপি বলভদ্রমাত্রঃ তাবদত্রৈব সন্দেশে  
ভবতঃ স্ত্রিয়ম্। অহমেনমথমাচারং পদাতির্যেব  
পদাতিমন্তগম্য যাবদ্ব্যতয়ামি। অত্র হি  
ভূভাগে দৃষ্টদোষা হস্তা নৈতেহস্তা ভবতেমং  
ভূমিভাগমুরক্ষ্য নৈয়াঃ ॥ ৪৫

তথৈতাক্তা বলভদ্রো রথ এব তস্থৌ।  
কৃষ্ণোহপি দ্বিকোশমাত্রঃ ভূমিভাগমন্তসত্য  
দ্রবস্থেব চক্রেঃ ক্ষিপ্তাঃ শতধনুযঃ শিরশ্চিচ্ছেদ।  
হস্তরীরাঙ্গরাণ্যি চ বহুপ্রকারমধিষ্ঠানপি স্তম-  
ন্তকং মণিং নাবাপ যদা। তদাপগম্য বলভদ্র-

এব। সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলহক নামে অশ্ব-  
চতুষ্টয়যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া। বলদেব ও  
বান্ধদেব তাঁহার অনুগমন করিলেন। ৩৮—৪৩ :  
সেই বড়বা শতযোজন-প্রমাণ পথ অতিক্রম  
করিয়াও পুনর্বার বহনার্থে প্রযুক্ত হওয়ার  
মিথিলার বনসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।  
তখন শতধনুঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পদ-  
দণ্ডেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর  
কৃষ্ণও বলভদ্রকে কহিলেন, আমি পদত্রেজেই  
নেই পদাতি অথমাচারের অনুসরণ করিয়া হনন  
করিত স্বতন্ত্র না প্রত্যাবর্তন করি, আপনি তত-  
ক্ষণ এই রথে অবস্থান করুন। অশ্বগণ, এই  
ভূমিভাগে বড়বার মৃত শরীরাদি দেখিয়াছে।  
সুতরাং ইহাদিগকে এই ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া  
নষ্ট হইয়া যাওয়া, আপনার উচিত নহে। “তাহাই  
হউক” এই বলিয়া বলভদ্র রথোপরি অবস্থান  
করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও হুইক্লোশ মাত্র  
ভূমিভাগ অনুসরণ করত দ্রবস্থ শতধনুকে  
পদস্থিত পাইয়া, চক্রেক্ষেপে তাঁহার মস্তক ছেদন  
করিলেন। অনন্তর তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে  
বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া, ঐ মণি পাইলেন

মাহ, বৃথেষ্মাভিধাতিতঃ শতধনুর্ন প্রাপ্ত-  
মখিলজগৎসারভূতং তন্মণিরত্নম্। ইত্যাকর্ণ্য  
উভূতকোপো বলদেবো বাহুদেবমাহ, বিষ্ণু ত্বাং  
যন্তুমর্থলিপুঃ। এতচ্চ তে ভ্রাতৃত্বান্বর্ষয়ে তদযং  
পহাঃ, শ্বেচ্ছয়া গম্যতাম্, ন মে দ্বারকয়া, ন ত্বয়া,  
ন বন্ধুভিঃ কার্যম্। অলমেতিশ্মমাগ্রতোহলীক-  
শপথেঃ। ইত্যাক্ষিপ্য তৎ, তথা প্রসাদ্যমানোহপি  
ন তস্থৌ, বিদেহপুরীং প্রবিবেশ ॥ ৪৬

জনকং গাধ্যাপূর্বকমেবৈনং গৃহং প্রবেশয়া-  
মাস। স তত্রৈব চ তস্থৌ। বাহুদেবোহপি  
দ্বারকামাজগাম। যাবচ্চ জনকরাজগৃহে বল-  
ভদ্রোহবতস্থে, তাবৎ ধার্তরাষ্ট্রৌ দুর্যোধনস্তং-  
সকাশাঙ্গদাশিক্ষামশিক্ষিত ॥ ৪৭

বর্ষত্রয়াস্তে চ বজ্রং সেনপ্রভৃতিভির্দাবৈর্ন

না। তখন বলভদ্রের নিকট গমন করিয়া,  
তাঁহাকে কহিলেন, বৃথাই আমরা শতধনুকে  
বিনাশ করিলাম; কিন্তু অখিল সংসারের সার-  
ভূত সেই মণিরত্নটা পাইলাম না। এই কথা  
শ্রবণ করিয়া, বলভদ্র কোপসহকারে বাহুদেবকে  
কহিলেন, তোমাকে বিষ্ণু! তুমি অর্থলিপুঃ,  
তুমি ভ্রাতা বলিয়া আমি তোমার এই অপরাধ  
ক্ষমা করিলাম। এই পথ; তুমি শ্বেচ্ছায়  
চলিয়া যাও; তোমাতে বা বন্ধুবর্গে আমার  
কোন কার্য নাই। কেন তুমি আমার সম্মুখে  
অলীক শপথ করিতেছ? বলভদ্র, এই  
প্রকারে ভগবানকে ভিরঙ্কর করত তৎকর্তৃক  
নানাপ্রকারে প্রসাদ্যমান হইয়াও সেখানে অব-  
স্থিতি করিলেন না; তিনি বিদেহপুরীতে প্রবেশ  
করিলেন। বিদেহরাজ জনক, তাঁহাকে অধ্যা-  
প্রদানপূর্বক নিজগৃহে প্রবেশ করাইলেন।  
বলভদ্রও সেইখানেই অবস্থিতি করিতে লাগি-  
লেন। এদিকে বাহুদেবও দ্বারকায় আগমন  
করিলেন। সে সময় বলভদ্র জনকরাজগৃহে  
অবস্থান করেন, সেই সময়ে দুর্যোধন তাঁহার  
নিকট গদাযুক্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর  
তিন বৎসরের পর, রক্ত উগ্রসেন প্রভৃতি

তদ্রূপং কৃষ্ণেনাপহৃতমিতি কৃতাবগতিভির্কিদেহ-  
পুরীং গতা বলদেবঃ সংপ্রত্যায় দ্বারকামানীতঃ ॥

অক্রুরোহপ্যন্তমমণিসমুদ্ভূতসুবর্ণধ্যানপরন্ততো  
যজ্ঞনীজে ॥ ৪৯

সবনগতো হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নিম্নন ব্রহ্মহা  
ভবতীত্যতো দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব তস্থৌ  
দ্বিষষ্টিবর্ষাণি ॥ ৫০

এবং তমণিরক্তপ্রভাবাং তত্রোপসর্গদুর্ভিক্ষ-  
মরকাদিকং নাভূঃ ॥ ৫১

অথাক্রুরপক্ষীয়েভৌজৈঃ শত্রুঘ্নে সাততস্ত  
প্রপৌত্রে ব্যাপাদিতে ভৌজৈঃ সহাক্রুরৌ দ্বার-  
কামপত্যয় অপক্রান্তঃ ॥ ৫২

তদপক্রান্তিদিনাদারভা তত্রোপসর্গব্যাল-  
নারুণিমরকাদ্যপদবা বভূবুঃ । অথ যাদববলভ-  
দ্রোগ্রসেন-সমবেতোহমন্ত্রগন্তগবানুরগারি-কেতনঃ,

যাদবগণ, ‘কক্ষ’ সেই রক্ত অপহরণ করেন  
নাই’ ইহা জানিয়া বিদেহপুরীতে গমনপূর্বক  
শপথাদি দ্বারা বলভদ্রের বিশ্বাস উৎ-  
পাদন করত, তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করি-  
লেন । এখানে অক্রুরও সেই উত্তমমণিসমুদ্ভূত  
সুবর্ণসমূহ দ্বারা কেন কণ্ঠ করা উচিত, তাহা  
বিবেচনা করিয়া অনেক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ  
করিলেন । যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে  
হনন করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সুতরাং  
যজ্ঞ-দীক্ষিত অবস্থায়, কক্ষ তাঁহাকে হনন করিয়া  
কখনই মণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ  
চিত্তা করিয়া অক্রুর, দীক্ষারূপ বর্ষা ধারণ করত  
দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ।  
এই প্রকার সেই মণিরক্তের প্রভাবে দ্বারকায়  
আর উপসর্গ, দুর্ভিক্ষ বা মরকাদি হইতে পারিত  
না । ৪৪—৫১ । অনন্তর অক্রুরপক্ষীয়ে ভোজ-  
গণ, সাতুতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে  
পর, সেই ভোজগণের সহিত অক্রুরও দ্বারকা  
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন । অক্রুরের  
পলায়নদিন হইতেই দ্বারকায় উপসর্গ, হিংস্র-  
জন্তুর ভয়, অনারুণি ও মরকাদি উপদ্রব উপ-  
স্থিত হইল । তখন ভগবান্ গুরুশ্বজ, যাদব,

কিয়দিমেকদৈব প্রচুরোপদ্রবগমনমেতদা-  
লোচ্যতাম্ ॥ ৫৩

ইতু্যুতে অক্ষকনামা যতুদ্বজঃ প্রাহ, অস্তা-  
ক্রুরস্ত পিতা শক্ষক্সো নাম যত্র যত্রাভূঃ, তত্র  
তত্র দুর্ভিক্ষঃ, মরকানারুণ্যাদিকঞ্চ নাভূঃ ॥ ৫৪

কাশিরাজস্ত বিষয়েহত্যন্তানারুণ্যং শক্ষক্সো-  
হনীয়ত ততস্তৎক্ষণাদেব দেবো ববর্ষ । কাশি-  
রাজস্ত পত্ন্যা গর্ভে কন্যা পূর্বমাসীৎ ॥ ৫৫

সাপি পূর্ণেহপি প্রসূতিকালে নৈব নিষ্-  
ক্রাম । এবঞ্চ তত্র গর্ভস্ত দ্বাদশ বর্ষাণানিচ্ছ-  
মতো যযুঃ । কাশিরাজস্ত তামাস্তজ্যং গর্ভ-  
স্থামাহ, পুত্রি কস্যান জায়সে নিচ্ছম্যতাম্,  
আস্ততে দুইমিচ্ছামি । স্বকাক মাতরং কিমিতি  
চিরং ক্লেশয়সি ইতু্যুতা সা গর্ভস্থৈব ব্যাজহার,

বলভদ্র ও উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত মিলিত  
হইয়া কহিলেন, ‘এক দিবসেই এবংনিধ প্রচুর  
উপদ্রব কেন উপস্থিত হইল ? ইহার কারণ  
অনুসন্ধান করা উচিত ।’ ভগবান্ এই কথা  
বলিলে, অক্ষকনামা একজন যতুদ্বজ কহিলেন,  
এই অক্রুরের পিতা শক্ষক্স যেখানে যেখানে  
বাস করিতেন, সেইখানে সেইখানেই মরক  
ও অনারুণ্যাদি হইত না । কোন সময় কাশী-  
রাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনারুণি হয়, সেট সময়  
সেইখানে শক্ষক্সকে লইয়া যাওয়া হয় শক্ষক্স  
সেখানে গমন করিবামাত্রই দেবরাজ পৃষ্টি  
করিলেন । এই সময় কাশীরাজের পত্নী গর্ভবতী  
ছিলেন, ঐ গর্ভে একটা কন্যা ছিল । প্রসবকাল  
উপস্থিত হইলেও সেই কন্যা গর্ভ হইতে  
নিষ্ক্রান্ত হইল না । এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর  
গত হইল, তথাপি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল না । অন-  
ন্তর কাশীরাজ একদিন গর্ভস্থা তনয়াকে সমো-  
ধন করিয়া কহিলেন, ‘হে পুত্রি ! তুমি কেন  
জন্মগ্রহণ করিতেছ না,—কেন তুমি নিষ্ক্রান্ত  
হইতেছ না ? আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা  
করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন তোমার মাতাকে  
ক্লেশ দিতেছ ?’ রাজা এই প্রকার বলিলে,  
সেই গর্ভস্থ কন্যা বলিতে আরম্ভ করিল, ‘যদি

তাত যদ্যেকৈকাং গান্ধিনে দিনে ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছসি, তদাহ-মঠৌস্তিভির্ভৈরুশ্যাসনভাঃ তবদবশ্যং নিষ্কুমিষামীতি । এতচ্চ তবচন-মাকর্ষ্য রাজা ব্রাহ্মণায় দিনে দিনে গাং প্রদাদং । সাপি তবতা কালেন জাতা । ততস্তস্যাঃ পিতা গান্ধিনীতি নাম চকার । তাম্ গান্ধিনীং কস্তাং স্বফল্যায়োপকারিণে গৃহাগতারাধ্যভূতাং প্রদাদং, সা চ গান্ধিনী প্রতিদিনং যাবজ্জীবং ব্রাহ্মণায় গাং দত্তবতী । তস্তাময়মকুরঃ স্বফ-ল্যং জহে । ততঃস্বং গুণমিমানাহপতিঃ ॥ ৫৬

তং কথমগ্নিপত্রোহুতং মরকতভিক্ষা-দ্যপদবা ন ভবিষ্যতি । তদয়মানীয়তামিতি, অলমত্রাতিগুণবতাপরাধাযেষণেন ইতি ॥ ৫৭

যদ্বদ্বদ্বাক্ষকচ্চ এতদচনমাকর্ষ্য কেশবো-গ্রাসনবলভদ্রপুরুগমৈর্ঘর্ভিঃ কৃতাপর্যাপতি-ক্কাভবমভয়ং দদ্বা স্বাফল্যঃ অপুমানীতঃ । তত্র

প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে এক একটা করিয়া গাভী প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বৎসর পরে আমি গর্ভ হইতে নিষ্কান্ত হইব ।" কস্তার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটা করিয়া গাভী প্রদান করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিন বৎসর অতীত হইলে, সেই কস্তা জন্মগ্রহণ করিল । অনন্তর কাম্বীরাজ ঐ কস্তার নাম 'গান্ধিনী' রাখিলেন । অনন্তর গৃহাগত উপকারী পক্ষকে অর্ধাঙ্গরূপে ঐ কস্তা প্রদান করিলেন । সেই গান্ধিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটা করিয়া গাভী দান করিতেন । সেই পক্ষ, গান্ধিনীতে এই অকুরকে উপাদান করেন । এই প্রকার গুণবিশিষ্ট মিশ্র হইতেই অকুরের জন্ম ; 'সুতরাং সেই অকুর চলিয়া গেলে, কেনই বা মরক ভিক্ষাদি উপদ্রব হইবে না? এই কারণে এক্ষণে অকুরকে আনয়ন করুন ; অতি গুণবান্ সেই অকুরের অপরাধ অব্যেথেন কেন প্রয়োজন নাই ।' যদ্বদ্বদ্বাক্ষকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কেশব উগ্রসেন বলভদ্র প্রমুখ যাদবগণ কৃতাপর্য-সহন

চাগত এব তংস্বস্তমস্তকমণেরনুভাবানারুষ্টি-মরকতভিক্ষালাভ্যপদবাঃ শশাম । কৃষ্ণ-চিহ্নয়ামাস, স্বল্পমেতং কারণং যদয়ং গান্ধিতাং স্বফল্যেনাকুরো জনিতঃ, যুমহাংচায়মনারুষ্টি-ভিক্ষমরকাদ্যপশমনকারী প্রভাবঃ ॥ ৫৮

তন্মুমস্ত সকাশে স মহামণিঃ স্তমতকাথ্য-স্তিষ্ঠতি । তন্মহোবংবিধাঃ প্রভাবাঃ শ্রুতন্তে । অয়মপি যজ্ঞাদনন্তরমতঃ ক্রুরন্তরং, তস্যঃ যজ্ঞান্তরং যজ্ঞতীতি । অল্পোপাদানকাস্ত । অসংশয়মত্রোদৌ বরমণিস্তিষ্ঠতীতি । কৃত্যব্যবসা-য়োহতঃ প্রয়োজনমুদ্দিষ্ট সকলযাদবসমাজমু-গেহে এবাচীকরং । তত্র চোপবিষ্টেষথিলেপ-যাদবেণ পূর্বপ্রয়োজনমুপাত্ত পধ্যবসিঃ চ তমিন প্রসঙ্গাগতপরিহাসকথামকুরেণ সহ কৃত্য জনান্দনস্তমকুরমাহ ॥ ৫৯

রূপ অভয় প্রদান করিয়া স্বফল্যপত্র অকুরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন । অকুর অগ্নি-করিবামাত্রই সেই স্তমতক মণির অনুভাবে অনারুষ্টি, মরক, ভিক্ষা, হিংস্রক জন্ত প্রভৃতিব উপদ্রব শান্ত হইল । তখন কৃষ্ণ, চিন্তা করিতে লাগিলেন : 'অকুর গান্ধিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অল্পমাত্র কারণ ; এবংবিধ মরক ভিক্ষাদি উপদ্রবের প্রশমনকারী হেতু, নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইবে । সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই স্তমত-কাথ্য মহামণি আছে ; কারণ সেই মণির এই প্রকার প্রভাব সকল শুনা গিয়াছে । আর এ ব্যক্তিও এক যজ্ঞের পর আর এক যজ্ঞ, আবার তাহা সমাপ্ত হইলে আর এক যজ্ঞ আরম্ভ করে : কিন্তু ইহার তদুপ ধনাদিও দেখা যায় না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠমণি নিশ্চয়ই ইহার কাছে আছে । ভগবান্ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্যে নিজগৃহে সকল যাদবগণের এক সভা করিলেন । অনন্তর সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পূর্বপ্রয়োজন, সকলের নিকট উপশাসপূর্বক সমাপ্ত করিয়া, জনান্দন, অকুরের সহিত প্রসঙ্গাধীন পরিহাস

দানপতে জানীম এব বয়ং যথা শতধন্য।  
অখিলজগৎসারভূতং স্তমস্তকরত্নং ভবতঃ সকাশে  
সমর্পিতম্ । তদেতদ্রাষ্ট্রোপকারকং ভবতঃ  
সকাশে তিষ্ঠতীতি, তিষ্ঠতু, সর্ব এব বয়ং তং-  
প্রভাবফলভূজঃ, কিত্তেষ বলভদ্রোহেশ্বানাশঙ্কিত-  
বান্ । তদস্ম্যংপ্রীত্যে দর্শয়, ইতাভিহিতঃ  
সরভঃ সোহচিস্তয়ং । কিমত্রানুষ্ঠেয় অগ্রথা  
চেঃ ব্রবীম্যহং, তং কেবলাশ্রতিরোধানমধি-  
ষ্যত্বা রত্নমেতে দক্ষ্যস্তীতি, অতোহেষেবণং ন  
ক্ষেমমিতি সঙ্কিত্য তমখিলজগৎকারণভূতং  
নারায়ণমাহাকুরঃ ভগবন্ মমৈতং স্তমস্তকমণি-  
রত্নং শতধনুষা সমর্পিতম্ ॥ ৬০

অপগতে চ তস্মিন্ অদ্য ঋঃ পরগৌ বা ভগ-  
বান মাং যাচিষ্যতীতি কৃতমতিরতিক্রমেণৈতা-

করত তাঁহাকে কহিলেন যে, হে দানপতে !  
আমরা সকলেই ইহা জানি যে, শতধন্য অখিল  
জগতের সারভূত সেই স্তমস্তক রত্ন আপনার  
নিকট অর্পণ করিয়াছে, এইক্ষণে সেই রাজ্যোপ-  
কারক রত্ন আপনার নিকটে রহিয়াছে, থাকুক ;  
তাহাতে কি ক্ষতি ? বরঞ্চ আমরা সকলেই  
সেই রত্নের প্রসাদ ভোগ করিতেছি । কিন্তু  
বলভদ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ঐ রত্ন আমার  
নিকটে আছে, একারণে আপনি আমাদের প্রীতির  
জন্ম একবার তাঁহাকে সেই রত্নটি দেখান ।  
ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, নিজের কাছে  
সেইখানেই রত্ন থাকা প্রযুক্ত অত্রর চিত্ত  
করিতে লাগিলেন যে, এষ্টলৈ কি করা কৰ্তব্য !  
যদি আমি মিথ্যা কথ' বলি, তাহা হইলে ইহার  
অবেষণপূর্বক, কেবল মন্ত দ্বারা আবৃত এই  
রত্নকে দেখিতে পাইবে । অতএব অবেষণ  
কখনই মন্তলের জন্ম হইবে না ! অত্রর এষ্ট  
প্রকার চিন্তা করিয়া সেই সকল জগতের কারণ-  
ভূত নারায়ণকে কহিলেন, হে ভগবন ! এই  
সেই স্তমস্তক মণি, শতধনুঃ ইহা আমাকে  
অর্পণ করিয়াছেন । ৫২—৬০ । সেই শত-  
ধন্যর মৃত্যুর পর 'অদ্য বা কল্য আপনি  
আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন এই

বস্ত্রং কালমথারয়মস্ত চ ধারণক্ৰেণেনাহমশে-  
ষোপভোগেষসক্ষিমাধসো ন বেদি স্বসুখকলা-  
মপি ॥ ৬১

এতাব্যাক্রমশেষরাষ্ট্রোপকারি ধারয়িতুং ন  
শক্নোতীতি মাং ভগবান্ মংস্তত ইত্যাত্মনা ন  
চোদিতম্ ॥ ৬২

তদিতং স্তমস্তকরত্নং গৃহতাম্, ইচ্ছয়া যস্তা-  
তিমতং তস্ত সমর্পিতাম্ । তজ্জ সোহধরবস্ত্রনি-  
গোপিতাতিলব্ধকনকসমুদগকং প্রকটীকৃতবান ॥ ৬৩

ততঃ নিষ্ক্রাম্য স্তমস্তকমণিং তত্র যদু-  
সমাজে মুমোচ । মুক্তমায়ে চ স্নোতিকাভ্য  
তদখিলমাস্থানমুদ্যোতিতম্ ॥ ৬৪

অথাহাকুরঃ, স এষ মণিঃ শতধন্যান্যাকং  
সমর্পিতঃ, বস্ত্রায়ং, স এনং গহ্বাতিতি । তন্মণি-  
রহমালোফ্য সর্ববাদবানং সাধু সাক্ষিতি

ভাবিয়া অনেক কষ্টে এককাল ইহাকে ধারণ  
করিয়াছিলাম । ইহার ধারণ-জনিত ক্রেশপ্রযুক্ত  
আমার মানস এতকাল উপভোগসমূহে অসঙ্গী  
ছিল, এতকাল আমি অংশমাত্রও স্মৃৎ অন্তত  
করিতে পারি নাই । 'পাছে ভগবান্ মনে করেন  
যে, এই ব্যক্তি রাজ্যের অশেষ উপকারী অথচ  
স্বল্পভার পদার্থ টাও ধারণ করিতে সমর্থ হইল ন  
এই ভাবিয়া আমি নিজে বলি নাই । এক্ষণে  
এই স্তমস্তক রত্ন আপনি গ্রহণ করুন, এবং  
যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই ইহা প্রদান করুন  
অত্রর এই কথা বলিয়া স্বকীয় অধরবস্ত্র দ্বারা  
সম্বোপিত অতি লঘু একটা সুবর্ণকোটা বাহির  
করিলেন । অনন্তর অত্রর কোটা হইতে সেই  
স্তমস্তক মণি বাহির করিয়া যদুসমাজের সমুদয়  
পরিভ্রমণ করিলেন ; সেই মণি প্রক্ষিপ্ত হইবা-  
মাত্র স্বকীয় কান্তি দ্বারা অখিল সঁভাকে উদ্দো-  
ষিত করিল । অনন্তর অত্রর কহিলেন, "যে  
স্তমস্তক মণি শতধন্য আমাকে দিয়াছিল, এই  
সেই স্তমস্তক মণি ; এই মণিতে আমার অধিকার  
আছে, তিনি গ্রহণ করুন ।" তখন সেই মণি  
রত্ন অবলোকন করিয়া বিম্বিত-মানস সকল  
যাদবগণের মুখেই "সাধু সাধু" এই বাক্য শুন

বিমিত্তমনসাং বাচোহজ্রয়ন্ত । তমালোক্য  
মমায়মচ্যুতেনৈব সামাশ্র্যঃ স্মরষীদ্বিত ইতি বল-  
ভদ্রঃ সম্প্রহোহভবৎ ॥ ৬৫

মমৈবেদং পিতৃধনমিত্যতীৰ্ণ চ সত্যভামাপি  
স্পৃহয়াক্কার । কুল-সত্যাননাবলোকনাং কৃষ্ণো-  
হপ্যাস্মানং চক্রান্তরাবস্থিতমিব মেনে ॥ ৬৬

সকলযাদবসমক্ষকাক্রুরমাহ, এতদ্ধি মণি-  
রত্নমাশ্রশোধনাদ্যৈষাং যদনাং দর্শিতম্ । এতচ্চ  
মম বলভদ্রস্ত চ সামাশ্র্যং, পিতৃধনকৈতং সত্য-  
ভামায়ঃ নান্তস্ত ॥ ৬৭

এতচ্চ সৰ্বকালং শুচিনা ব্রহ্মচর্যাগুণবতা  
ধ্রিয়মাণমশেষরাষ্ট্রেস্তোপকারকম্, অন্তুচিনা ধ্রিয়-  
মাণমধারমেব হস্তি ॥ ৬৮

অতোহহমস্ত যোড়শস্ট্রীসহস্রপরিগ্রাহদ-  
সমর্থো ধারণে ॥ ৬৯

কথকৈতং সত্যভামা স্বীকরোতু । আর্যেণ  
বলভদ্রেণাপি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগপরি-

যাইল । সেই মণি অবলোকন করিয়া বাহুদেব,  
'ইহা আমার' এই বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন  
দেখিয়া বলভদ্রও 'তাহাতে সম্পূর্ণ হইলেন ।  
ইহা আমারই পিতৃধন' এই ভাবিয়া সত্যভামাও  
তাহার প্রতি স্পৃহাবতী হইলেন । বলভদ্র ও  
সত্যভামার আনন অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ আপ-  
নার প্রুতি সংশ্লিষ্ট হইলেন । অনন্তর ভগবান,  
সকল যাদবগণের সমক্ষে অক্রুরকে কহিলেন,  
"আমার অপবাদক্ষালন দ্বারা আশ্রয়শ্রদ্ধা প্রকাশ  
করিবার জন্য এই রত্ন সকল যাদবগণের সমক্ষে  
প্রদর্শিত হইয়াছে । এই রত্নে বলভদ্র ও আমার  
সমান অধিকার, আর ইহা সত্যভামার পিতৃধন ।  
অন্ত কাহারও ইহাতে অধিকার নাই । আমি  
যোড়শ সহস্র স্ট্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং  
ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ নহি । কারণ  
সৰ্বকালেই লুচি ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম অবলম্বন  
করিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হয়, তাহা  
হইলেই রাজ্যের উপকার হয় । কিন্তু  
অন্তটি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে ইহা  
ধারণকর্তাকে বিনাশ করে । এই কারণে

ত্যাগঃ কথং কার্য্যঃ । তন্নয়ং যতুলোকোহয়ং  
বলভদ্রোহহং সত্য। চ ত্বাং দানপতে প্রার্থয়ামঃ,  
এতত্ত্বানেনব ধারয়িতুং সমর্থঃ । ত্বংস্বকান্ত  
রাষ্ট্রেস্তোপকারকং, তত্ত্বানশেষরাষ্ট্রেপকারনিমিত্ত-  
মেতং পূৰ্ব্ববৎ ধারয়তু । ত্বয়াশ্রুত্বা ন  
বক্তব্যমিত্যুক্তে দানপতিস্তথেষ্ট্যুক্তা জগ্ৰাহ ।  
তমহামবিরত্বং ততঃ প্রভৃতি চাক্রুরঃ প্রকটে-  
নৈবাতীৰ্ণতেজসা জাজ্বল্যমানেনাস্বকঠাসক্তে-  
নাদিত্যংইবাংশুমালী চচার ॥ ৭০

ইত্যেতাং ভগবতো মিথ্যাভিশস্তিকালনাং  
যঃ স্মরতি, ন তস্ত কদাচিদন্যপি মিথ্যাভি-  
শাস্তির্ভবতি, অব্যাহতেশ্রিয়শ্চাখিলপাপমোক্ষম-  
বাশ্নোতি ॥ ৭১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঃখণে

ত্রয়োদশোঃখ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সত্যভামাই বা ইহাকে কেমন করিয়া গ্রহণ  
করিলেন? আর্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে  
মদিরা-পানাদি উপভোগ পরিত্যাগ করিলেন?  
এইজ্ঞাত হে দানপতে অক্রুর! এই সকল  
যাদবগণ, বলভদ্র, সত্যভামা ও আমি, এই  
সকলে মিলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করি-  
তেছি যে, আপনিই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ ।  
এই অখিল রাজ্যের উপকারক রত্নটা আপনারই  
ধন । অতএব আপনিই সকল রাজ্যের উপ-  
কারার্থে ইহাকে ধারণ করুন; আপনি ইহাতে  
অন্তথা বলিবেন না ।" ভগবান এই কথা  
বলিলে পর, দানবপতি অক্রুর, "তাহাই হইবে"

ই বলিয়া ঐ মণিটি গ্রহণ করিলেন । তদবধি  
অক্রুর স্বীয় কণ্ঠে সংস্থিত সেই জাজ্বল্যমান  
মণির জ্যোতি দ্বারা সূর্যের শ্রায় প্রভাশালী  
হইয়া সকল সমক্ষেই বিচরণ করিতে লাগি-  
লেন । এই ভগবানের মিথ্যাপবাদক্ষালন দ্বস্তান্ত  
যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার কোন কালে  
অল্পমাত্রও মিথ্যাপবাদ হইবে না । তাহাজ্ঞ  
ইশ্রিয় অব্যাহত থাকিবে এবং সে সকল পাপ  
হইতে মুক্ত হইবে । ৬১—৭১ ।

চতুর্থঃখণে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥



## চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

অনমিত্রস্তামুজঃ শিনির মাতবং । তস্তাপি  
সত্যকঃ, সত্যকঃ সাত্যকিঃ, যুযধাননামা,  
অতোহপ্যঙ্গঃ তংপুত্রং তুপি তুংগুগন্ধর-  
ইতি শৈনেয়াঃ ॥ ১

অনমিত্রস্তৈবায়ং পুঙ্গিঃ, তস্মাচ্চ স্বকন্তুঃ ।  
তংপ্রভাবঃ কথিত এষ । স্বকন্তুস্ত কন্যায়াং-  
শ্চিত্রকো নামাতবং ভ্রাতা, স্বকন্তাদকুরো  
গান্ধিতামতবং । অথাপমদগু-মুদর-বিশারি-  
মেজয়-গিরিক্, লাপক্ল-শত্রু-বিমর্দন-ধর্ম্মধ্ব-  
দৃষ্ট-শর্ম্ম-গন্ধমোজাবাহ-প্রতি-বাহাধ্যাঃ পুত্রাঃ  
সুতারাধ্যা চ কস্তা । দেববান উপদেবংচ  
অঙ্গুরপুত্রৌ । পৃথু-বিপৃথ-প্রমুখাঃ চিত্রকস্ত  
পুত্রৌ বহবোহভবন ॥ ২

কুসুর-ভজমান-শুচিকম্বল-বর্হিষাধ্যাঃ তথা  
অঙ্গকস্ত চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥ ৩

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অনমিত্রের শিনি নামে  
এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । শিনির পুত্র সত্যক,  
সত্যক-পুত্র সাত্যকি ( যুযধান ) তংপুত্র অঙ্গ,  
তংপুত্র তুপি, তংপুত্র যুগন্ধর ; এই ইহঁরাই  
শৈনেয় বলিয়া খ্যাত । অনমিত্রের বংশে পুঙ্গি  
জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার পুত্র স্বকন্তু । এই  
স্বকন্তুর প্রভাব পূর্বে বলিয়াছি । চিত্রকনামা,  
স্বকন্তুর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । স্বকন্তুর  
ঔরসে গান্ধিনীর গর্ভে অঙ্গুর জন্মগ্রহণ করেন ।  
এবং স্বকন্তুর সুতারা নামী এক কস্তা হয় ও  
আরও কয়টা পুত্র হয় । তাহাদিগের নাম যথা,—  
উপমঙ্গ, মুদর, বিশারি, মেজয়, গিরিক্ত,  
উপক্ল, শত্রু, বিমর্দন, ধর্ম্মধ্ব, দৃষ্টশর্ম্ম,  
গন্ধমোজ, অবাহ ও প্রতিবাহ । অঙ্গুরের  
দুই পুত্র ; দেববান ও উপদেব । চিত্রকেরও  
পৃথু-বিপৃথপ্রমুখ বহুপুত্র ইহঁরাছিল । অঙ্গুরের  
চারিটা পুত্র ; তাহাদের নাম—কুসুর, ভজমান,

কুসুরাং ষ্টষ্টঃ, তস্মাচ্চ কপাতরোমা, ততশ্চ  
বিলোমা, তস্মাদপি তুস্কুসুধা ভবসংজ্ঞক-  
চন্দ্রনোদকহৃদুভিঃ । ততশ্চাভিজিৎ, ততঃ  
পুনর্কম্বঃ, তস্তাপ্যাহকঃ পুত্রঃ, আহকী  
কস্তাত্বং ॥ ৪

আহকস্ত দেবকোগ্রসেনৌ দ্বৌ পুত্রৌ ।  
দেববানুপদেবংচ সুদেবৌ দেবরক্ষিতৌ দেব-  
কস্তাপি চত্বারঃ পুত্রাঃ । তেষাঞ্চ বৃকদেবা উপ-  
দেবা দেবরক্ষিতা ত্রীদেবা শান্তিদেবা সহদেবা  
দেবকী চ সপ্ত ভগিন্যঃ । তাং সর্বা এষ  
বহুদেব উপধেমে । উগ্রসেনস্তাপি কংস-  
জাগ্রোধ-সুনামক-শঙ্ক-স্বভূমি-রাষ্ট্র-পাল-বুদ্ধমুষ্টি-  
ভূষ্টিমং-সংজ্ঞাঃ পুত্রাঃ, কংসা-কংসবতী-সুত-  
রাষ্ট্রপালী-ককী চোগ্রসেনতনুজাঃ ॥ ৫

ভজমাগাচ্চ বিদুরথঃ পুত্রোহভবৎ । বিদু-  
রথাং শূরঃ, শূরাং শমী, শমিনঃ প্রতিকম্বঃ,  
তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজঃ, ততশ্চ হৃদিকঃ ॥ ৬

ততশ্চ কৃতবর্মা, তস্মাৎ ত্রুতর্দেবমীচু-  
বাধ্যা বভূবুঃ ॥ ৭

শুচিকম্বল ও বর্হিষ । কুসুরের পুত্র ষ্টষ্ট, তং-  
পুত্র কপাতরোমা, তংপুত্র বিলোমা, তংপুত্র  
ভকনামক ; ইনি তুস্কুসুধা ; ইহার আর এক  
নাম চন্দ্রনোদক-হৃদুভি । ভবের পুত্র অভি-  
জিৎ, তংপুত্র পুনর্কম্ব, পুনর্কম্বের আহক  
নামে পুত্র ও আহকী নামী এক কস্তা  
হয় । দেবক ও উগ্রসেন নামে আহকের  
দুই পুত্র । দেবকের চারি পুত্র—দেববান,  
উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামা । এই  
চারি পুত্রের সাতটা ভগিনী ; তাহাদের নাম—  
বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, ত্রীদেবা, শান্তি-  
দেবা, সহদেবা ও দেবকী । বহুদেব এই সাতটা  
কস্তাকেই বিবাহ করেন । উগ্রসেনের পুত্র-  
গণের নাম—কংস, জাগ্রোধ, সুনাম, কন্ত, শঙ্ক,  
স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, বুদ্ধমুষ্টি ও ভূষ্টিমান । কস্তা-  
গণের নাম—কংসা, কংসবতী, সুত, রাষ্ট্রপালী  
ও ককী । ভজমানের বিদুরথ নামে এক পুত্র  
হয় । তংপুত্র শূর, তংপুত্র শমী, তংপুত্র

দেবমৌচুশ শূরঃ, শূরশ্রাপি মারিষা নাম  
পদ্মভবঃ ॥ ৮

অশ্রাকাসো দশ পুত্রানর্জনয়ঃ বহুদেব-  
পূর্বান। বহুদেবশ্র জাতমাত্রৈশ্চ এতদুহ  
ভগবদংশাবতারমবাহতৃষ্ণা। পশুভির্দৈবোদিব্যা  
আনকা হৃদুভয়ঃ বাদিতাঃ ॥ ৯

তত্তন্তদৈবানকহৃদুভিসংজ্ঞামবাপ। তশ্রাপি  
দেবভাগ-দেবপ্রবোহনাশ্রুটি-করুন্ধক-বংসবালক-  
স্বঞ্জয়-শ্রাম-শমীক-গৃষ-সংজ্ঞা নব ভ্রাতরো  
বহুঃ, পৃথা ঋতকীর্তিঃ ঋতপ্রবা রাজাধিদেবী  
চ বহুদেবাদীনাং পঞ্চ ভগিগোহভবন্। শূরশ্র  
চ কুন্তিভোজনামা সখাভবন্। তস্মৈ চাপুত্রায়  
পৃথামাশ্রজাং বিধিন। শূরোহদদন্। তাক  
পাণ্ডুবাহ। তশ্রাক বশ্মানিল-শট্রৈ-বৃষিষ্টি-  
ভীমাঙ্জনাখ্যায়ঃ পুত্রাঃ স্তমুঃপাদিতাঃ।

প্রতিজ্ঞত্বং তংপুত্র স্রজ্যভাজ, তংপুত্র হৃদিক,  
তংপুত্র রুতবশ্মা, তংপুত্র শতবহুঃ ও দেবমৌচু-  
বাদি। দেবমৌচুশের শূরনামা এক পুত্র হয়।  
এই শূরের মারিষা নামী এক পত্নী ছিলেন।  
শূর, সেই পত্নী গর্ভে বহুদেব আদি করিয়া দশ  
পুত্র উৎপাদন করেন। অশ্রিবামাত্র, অবাহত  
দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যদ্রূপে দেবগণ “ইহার গর্ভে  
ভগবদংশ অবতারণা হইবেন” এই বলিয়া আনক-  
হৃদুভি বান্ধ করিয়াছিলেন; এই কারণে সেই  
সময়েই তাঁহার আনকহৃদুভি নাম হইল।  
বহুদেবের নয়জন ভ্রাতা ও পাঁচটী ভগিনী  
ছিলেন। তাঁহাদের নাম—দেবভাগ, দেবপ্রবা,  
অনাশ্রুটি, করুন্ধক, বংসবালক, স্বঞ্জয়, শ্রাম,  
শমীক ও গৃষ (এই নয় জন ভ্রাতা); পৃথা,  
ঋতদেবা, ঋতকীর্তি, ঋতপ্রবা ও রাজাধি-  
দেবী (এই কয়জন ভগিনী)। বহুদেবের  
পিতা শূরের, কুন্তিভোজ নামে এক সখা  
ছিলেন। এই কুন্তিভোজ অপুত্র, এইজগ  
শূর তাঁহাকে বিধানানুসারে স্বীয় কস্তা পৃথা  
সমর্পণ করেন। এই পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ  
করেন এবং এই পৃথার গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র,  
বশক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে তিন

পূর্বমনুজাশ্রিত ভগবতা ভাষতা কর্ণাখ্যঃ কানীনঃ  
পুত্রোহবজ্রতঃ ॥ ১০

তশ্রাশ্র সপত্নী মাদ্রী নামাভবন্। তশ্রাক  
নাসত্যভ্রাত্যাং নকুল-সহদেবৌ পাণ্ডোঃ পুত্রৌ  
জনিতৌ। ঋতদেবান্ত বৃদ্ধশশ্মা নাম কারুষ  
উপযমে। তশ্রাং দন্তবক্রো নাম মহাপ্রহরে।  
জজ্ঞে। ঋতকীর্তিমপি কৈকেয়রাজ উপযমে।  
তশ্রাং সন্তর্দনাদয়ঃ পঞ্চ কৈকেয়ঃ পুত্রা কহুফু।  
রাজাধিদেবামাখ্যাত্যো বিন্দানুবিন্দৌ জজ্ঞতে ॥ ১১

ঋতপ্রবসমপি চেদিরাজো দমযেমনামা  
উপযমে। তশ্রাঃ শিশুপালমুঃপাদয়ামাস।  
সহি পূর্বমপ্যনাচারবিক্রমসম্পন্নো দৈত্যাদি-  
পুরুষো হিরণ্যকশিপুভূঃ ॥ ১২

যঃ ভগবতা সকললোকপুরুষা ষাততঃ  
পুনরপ্যকতবীর্যশৌর্যাসম্পন্নঃ পরাক্রমশূনঃ সমা-

পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবাহের পূর্বেই  
ভগবান সূর্য্য, পৃথার গর্ভে কর্ণ নামক এক  
কানীন \* পুত্র উৎপাদন করেন। ১—১০।  
পৃথার মাদ্রী নামী এক সপত্নী ছিলেন।  
তাঁহার গর্ভে অশ্বিনাকুমারদ্বয়ও দুই পুত্র উৎ-  
পাদন করেন; তাঁহাদের নাম—নকুল ও সহ-  
দেব; কারুষ বৃদ্ধশশ্মা, ঋতদেবকে বিবাহ  
করেন, তাহারই গর্ভে দন্তবক্রনামক মহাপ্রহর  
জন্মগ্রহণ করে; কৈকেয়রাজ ঋতকীর্তিকে  
বিবাহ করেন; ঋতকীর্তির গর্ভে সন্তর্দন  
প্রভৃতি পাঁচজন কৈকেয়্য পুত্র হয়। অবাশ্র-  
রাজ রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন, তাহার  
গর্ভে দুই সন্তান হয়; তাঁহাদের নাম  
যথা—বিন্দ ও অনুবিন্দ। চেদিরাজ দম-  
যেমন ঋতপ্রবকে বিবাহ করিয়া তাঁহার  
গর্ভে শিশুপাল নামক এক পুত্র উৎপাদন  
করেন। সেই শিশুপালই পূর্বজন্মে অনা-  
চার বিক্রমসম্পন্ন দৈত্যাদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু  
ছিল। এই হিরণ্যকশিপু সকললোক-

\* অবিবাহিতা কস্তায় গর্ভে উৎপন্ন শূরের  
নাম কানীন।

ক্রান্তসকলত্রৈলোক্যেশ্বরপ্রতাপে দশাননোহ-  
ভবঃ ॥ ১৩

বহুকালোপভুক্তভরবৎসকশাদেবাশু-শরী-  
রপাতোজ্জবপুণ্যফলোহং ভগবতৈব রাধব-  
রুপিণা সোহপি নিধনমুপনীতঃ চেদিরাজ-দম-  
ষোষ-পুত্রঃ শিশুপালনামাভবৎ ॥ ১৪

শিশুপালেভ্যে চ ভগবতো ভূতারাৱতারশায়া-  
বতীর্ণাংশস্ত পুণ্ডরীকনয়নাধ্যস্ত উপরি ধোষানু-  
বন্ধমতিতরাং চকার। ভগবতা চ নিধনমুপ-  
নীতস্তত্ৰৈব পরমাস্ত্রভূতে মনসস্তদেকাগ্রতয়া  
তত্ৰৈব সাযুজ্যমবাপ ॥ ১৫

ভগবান্ হি প্রসন্নো যথাভিলষিতং দদাতি,  
অপ্রসন্নোহপি নিয়মু দিব্যমনুপমং স্থানং  
প্রযচ্ছতি ॥ ১৬

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

শুক্র ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক ষাতিত হয় এবং  
পরে পুনর্বার অনিবারিত-বীৰ্য্য শৌর্য্যসম্পৎ  
সকল-ত্রৈলোক্যেশ্বর-প্রতাপের আক্রমণকারী  
দশাননরূপে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর, বহু-  
কাল পর্যন্ত ঐ রাবণ নানাপ্রকার উপভোগ  
করিল এবং ভগবানের হস্তেই নিধনরূপ  
পুণ্যের বলে পুনর্বার রামরূপী ভগবান্ কর্তৃক  
ষাতিত হইল ও মরণান্তে দমোষাষপুত্র শিশু-  
পালরূপে জন্মগ্রহণ করিল। এ শিশুপাল-  
জন্মেও ভূমিভারহরণের জন্ত অংশুরূপে অবতীর্ণ  
ভগবান্ পুণ্ডরীক-নয়নের ধোষানুবন্ধ করিতে  
লাগিল। অনন্তর ভগবান্ তাহাকে নিধন  
করিলে সে, সেই পরমাস্ত্রভূত ভগবানের প্রতি  
মনের একাগ্রতাপ্রযুক্ত সাযুজ্য (মুক্তি) প্রাপ্ত  
হইল। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে যেমন অভি-  
লষিত বস্ত্র দান করেন, সেইরূপ অপ্রসন্ন হইয়া  
বিনাশ করিলেও দিব্য অনুপম স্থান প্রদান  
করিয়া থাকেন। ১১—১৬।

চতুর্থাংশে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

হিরণ্যকশিপুশ্চে চ রাবণশ্চে চ বিষ্ণুনা ।  
অবাপ নিহতো ভোগানপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥  
ন লয়ং তত্র তেনৈব নিহতঃ স কথং পুনঃ ।  
সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালেভ্যে সাযুজ্যং শাস্ত্রে হরৌ ॥  
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্ব্বধর্ম্মভূতাং বর ।  
কৌতুহলপরেণৈতং পৃষ্টো মে বজ্রুমহীনি ॥ ১  
দৈত্যেশ্বরস্ত তু বধায়াখিললোকোপপত্তি-  
স্থিতিবিনাশকারিণা পূর্ব্বতনুং গৃহুতা নৃসিংহ-  
রুপমাবিস্রতম্ । তত্র হিরণ্যকশিপোর্কিমুহুর-  
মিতোষণং ন মনস্তভুং ॥ ২

নিরতিশয়পুণ্যজাতসম্ভূতমেতৎসহমিতি রজো-  
দ্রেকপ্রেরিতেকাগ্রমতিস্তত্ত্বাবনাযোগাৎ, ততো-

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি সকল ধর্ম্মজ্ঞ-  
গণের শ্রেষ্ঠ, আমি কৌতুহল-পরবশ হইয়া  
একটা বিষয় শুনিবার জন্ত আপনার নিকট  
জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট  
বলুন। সেই বিষয়টি এই যে, এই শিশুপাল  
পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু ও রাবণজন্মে ভগবান্ কর্তৃক  
নিহত হইয়া নানাপ্রকার অমরত্বলভ ভোগসমূহ  
লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ কর্তৃক নিহত  
হইয়া সেই জন্মেই বা কি কারণে সেই  
ভগবানে লয়প্রাপ্ত হয় নাই; আর শিশু-  
পালজন্মেই বা তৎকর্তৃক নিহত হইয়া, কেনই  
বা সেই সনাতন ভগবানে লয় ( সাযুজ্য মুক্তি,  
প্রাপ্ত হইল? পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বকালে  
দৈত্যেশ্বরের বধের জন্ত অখিল লোকের উৎপত্তি,  
স্থিতি ও বিনাশকারী ভগবান্ পূর্ব্বতনু-গ্রহণ-  
কালে নৃসিংহরূপই প্রকটিত করেন। সেই  
সময় ‘এই নৃসিংহই বিষ্ণু’ এইপ্রকার চিন্তা  
হিরণ্যকশিপুহৃদয়ে উদিত হয় নাই। ‘কিন্তু  
ইহা নিরতিশয়-পুণ্যসমূহ-সম্ভূত প্রাণী’ এই  
প্রকার রজোজ্ঞান প্রেরণায় একাগ্রমতি হইয়া  
মরণকালে তাদৃশ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া,

হৃদয়বধৈতুকীং নিরতিশয়মেবাবিলম্বৈলো-  
ক্যাবিক্যধারিণীং দশাননস্বৈ ফোগসম্পদমবাপ ॥ ৩

নাতন্তমিন্ অনাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগ-  
বত্যানলহ্নীকৃতে মনসস্তত্ত্ব লয়ম্ ॥ ৪

দশাননস্বৈ পটনম্পরাধীনতত্ত্বা জানকীসমা-  
সক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণঃ উক্রপদর্শন-  
মেবাসীং, নয়মচ্যুত ইত্যাসক্তিরূপদ্যতোহস্তঃ-  
করণম্ স্নানুযুজিরেব কেবলমভূৎ ॥ ৫

পুনরচ্যুত-বিনিপাতমাত্র-ফলমখিল-ভূমণ্ডল-  
শ্রাঘ্যচেদিরাজকুলজন্মাব্যাহতং চৈবধ্যং শিশু-  
পালতে চ অবাপ ॥ ৬

তত্র তুখিলাশ্ৰেব ভগবান্নামকারণাত্তবন্ ।  
ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবা-  
চ্যুতান্নামনবরতমনেকজগৎসংবদ্ধিতবিশ্বেষানুবন্ধি-  
চিস্তে। বিনিন্দন সন্তর্জ্ঞানাদিসু উচ্চারণ-  
মকরোং ॥ ৭

ভগবান্ • হইতে মরণলাভ-জনিত অখিল-  
ত্রৈলোক্য-মধ্যে আধিকাধারিণী অতিশয় ভোগ-  
সম্পত্তি রাবণজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই  
কারণেই হিরণ্যকশিপুৰ সেই আদি ও অন্ত  
রহিত পরব্রহ্মভূত ভগবানে মন লীন হয় নাই।  
অনন্তর দশাননজন্মেও চিস্তের কামপরাদীনত্ব  
প্রযুক্ত জানকীর প্রতি আসক্তচিত্ত রাবণের  
দাশরথিরূপধারী ভগবানের দর্শন মাত্রই হইয়া-  
ছিল; কিন্তু সেই রামচন্দ্রই যে স্বয়ং অচ্যুত,  
এ কথা মনে উদ্ভিত হয় নাই, সুতরাং বিপন্ন  
অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার প্রতি মানুযুজিই  
হইয়াছিল। পরে পুনর্বার নারায়ণের হস্তে  
নিধনের ফলস্বরূপ অখিল ভূমণ্ডলে শ্রাঘ্য চেদি-  
রাজকুলে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করত অব্যাহত  
ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইল। এই শিশুপাল-জন্মে  
এমন বহুতর কারণ ছিল, বাহ্যে প্রায়ই ভগ-  
বানের নাম স্মরণ করিতে হইত। অনেক জন্ম  
হইতেই ভগবানের প্রতি চিস্তের ঘেঁষানুবন্ধিত্ব  
প্রযুক্ত সন্তাড়নাদিতে মিথ্যাক্ষলে শিশুপাল,  
অচ্যুতের অনেক নামের প্রায়ই উচ্চারণ করিত।  
তখন বহুকালের শত্রুতানিবন্ধন শিশুপালের চিস্ত

তচ্চ রূপমুৎকৃষ্টপদ্মদলমলাকমত্যুজ্জলসীত-  
বস্ত্র-ধার্যমল-কিরীটকেশবৃকটকোপশোভিতমুদার-  
পীবরচতুর্দ্বারীশ্চক্রগদাসিধরম্, অতিপ্রৌঢ়-  
বৈরাহুভাবাং অর্চনভোজনন্নানাসনশয়নাদিষ-  
বহান্তরেষু নৈবাপ যথাবস্ত্রাস্মচেতসঃ ॥ ৮

ততস্তমেবাক্রোশেষুচ্চারণন্ তমেব হৃদয়ে  
ধারায়ন্নাস্ববধায় ভগবদন্তচক্রাং শুমালাজ্জ্বল-  
মক্ষয়তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মস্বরূপমপগতরাগ-  
ধেবাদিদোষ ভগবন্তমদ্রাক্ষীং ॥ ৯

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেশান্ত ব্যাপাদিতঃ । তেন  
তৎস্মরণদ্বন্দ্বাখিলাষসংকরো ভগবতেঃস্তুমুপনীতঃ  
তন্মিম্বেব লয়মুপযর্থো। এতৎ তবখিলং ময়া-  
ভিহিতম্ । ভগবানিহ কীর্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ  
দেবানুবন্ধেনাপ্যখিলমুদারানুসাদি-দুর্লভং কলং  
প্রযচ্ছতি, কিমূত সম্যক্ ভক্তিমতাম্ ॥ ১০

হইতে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, আসন ও শয়নাদি  
অবস্থাসমূহেও ভগবানের রূপ অপসৃত হইত  
মা। সেরূপ, প্রফুল্লপদ্মদল-সদৃশ অমলনেত্রধারী,  
অত্যুজ্জলসীতবস্ত্রধারী, অমলকেশ্বর কিরীট ও  
কটক দ্বারা উপশোভিত, উদার পীবর চতুর্দ্বারী  
দ্বারা শঙ্খ চক্রে গদা ও অসিধর। অনন্তর  
শিশুপাল, আক্ষেপকালেও ভগবানের নাম  
উচ্চারণ করত তাঁহারই চিন্তা করিতে  
লাগিল। আর সকল সময়েই দেখিতে  
লাগিল যেন স্বীয় বধের জন্ত ভগবান্  
চক্রে ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং সেই চক্রের  
ভেজোরাশিতে উজ্জ্বল পরমব্রহ্মস্বরূপ অগত-  
রাগদেবাদি-দোষ ভগবান্ অক্ষয়-তেজঃস্বরূপে  
বিরাজ করিতেছেন। ১—৯। শিশুপালের এই  
প্রকার মানসিক ভাবের সময় ভগবান্ চক্রেক্ষেপ  
করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কারণে  
ভগবান্ কর্তৃক নিহত শিশুপাল, অখিল পাপ  
হইতে নিৰ্ম্মুক্ত হইয়া সেই ভগবানেই লয় প্রাপ্ত  
হইল। এই আমি তোমার নিকট সকল  
বিষয় বলিলাম। ঘেঁষের সহিত যদি ভগবানের  
নাম স্মরণাদি করা যায়, তাহা হইলেও তিনি  
অখিল-মুদারাদি-দুর্লভ ফল প্রদান করেন ॥

বহুদেবস্তানকহৃদভে: পৌরবী-রোহিণী-  
মদিরাভদ্রা-দেবকী-প্রমুখা বহ্ব্যা: পত্ন্যা-  
ভবন ॥ ১১

বলভদ্র-শারণশঠ-হৃদ্যদানী পুত্রান্ রোহি-  
ণ্যামানকহৃদভিরুংপাদয়ামাস। বলভদ্রোহপি  
রেবত্যাং নিশঠোন্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ। মাষ্টি-  
মর্ষিমস্ত্রিশি-শিশু-সত্য-ধৃতি-প্রমুখা: শারণ-  
ভ্রাতৃজা:। ভদ্রাখ-ভদ্র-বাহু-হৃদম-ভূতান্য  
রোহিণ্যা: কুলজা: ॥ ১২

নন্দোপনন্দকৃতকাদ্যা। মদিরায়ান্তনয়া:।  
ভদ্রায়োপনিধি-গদাদ্যা:। বৈশাল্যা চ  
কৌশিকমেকমজনয়দানকহৃদভি:। দেবক্যামপি  
কীর্ত্তি-মংসুশ্বেণোদাপি-ভদ্রসেন-ঋজু-দাস-ভদ্র-  
দেহাখ্যা: যট পুত্রা জজিরে ॥ ১৩

তাং চ সর্বানৈব কংসো বাতিভবান।  
অনন্তরঞ্চ সপ্তমং গর্ভমর্জরাত্রে ভগবৎপ্রহিতা  
যোগিনীরা রোহিণ্যা জঠরমপকৃষ্য নীতবতী ॥ ১৪

কর্ষণাচাসাবপি সঙ্কর্ষণাখ্যামবাপ ॥ ১৫

ভক্তির স্মৃতি স্মরণাদি করিলে ত কথাই নাই।  
আনকহৃদভি বহুদেবের পৌরবী, রোহিণী,  
মদিরা, ভদ্রা ও দেবকী আদি বহু পত্নী ছিল।  
আনকহৃদভি রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ,  
শঠ ও হৃদ্যদ প্রভৃতি বহু সন্তান উৎ-  
পাদন করেন। বলভদ্র রেবতীর গর্ভে নিশঠ,  
উন্মুক নামে পুত্র হয়। উৎপাদন করেন।  
মাষ্টি মর্ষিমং, শিশি, শিশু ও সত্য-  
ধৃতিপ্রমুখ, শারণের বহুসন্তান হয়। ভদ্রাখ,  
ভদ্রবাহু, হৃদম ও ভূতপ্রমুখগণ রোহিণীর কুল-  
জাত। নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি  
মদিরার পুত্র। উপনিধি ও গদ প্রভৃতি ভদ্রার  
পুত্র। আনকহৃদভিও, বৈশালীর গর্ভে কৌশিক  
নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকীর  
গর্ভেও কীর্ত্তিমান, সুশ্বেণ, উদাপি, ভদ্রসেন,  
ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয়টা পুত্র হয়।  
ঐ ছয় জন পুত্রকেই কংস বিনাশ করিয়াছিল।  
অনন্তর, সপ্তম বার গর্ভ হইলে, অর্জরাত্রে ভগ-  
বৎপ্রহিতা যোগিনীরা, দেবকীর গর্ভ হইতে

তত: সকলজগদ্বাহাতরুমূলভূতো ভূতাতীত-  
ভবিষ্যাদি-সকল-সুরাসুর-মুনি-মহুজ-মনসামশ্য-  
গোচরোহজ্জন্মপ্রমুখৈরনলপ্রমুখৈ: চ প্রণম্যা-  
বনিতারািবতারণায় প্রসাদিতো ভগবানাদি-  
মধ্যে দেবকীগর্ভে সমবততার বাসুদেব: ॥ ১৬

তং প্রসাদিবিবাক্তিতমানাভিমানা চ যোগনিদ্রা  
নন্দগোপপত্ন্যা যশোদায়া গর্ভমধিষ্ঠিতবতী ॥ ১৭

সুপ্রসাদিতাচন্দ্রাদিগ্রহমব্যালাদিত্বয়ং সুহ-  
মানস-মখিলমেবৈতং জগদ-পান্ডাধর্ষম-ভবং  
তস্মিৎ চ পুণ্ডরীকনয়নে জায়মানে ॥ ১৮

জাতেন চ তেনাখিলমেবৈতং সম্মার্বণি  
জগদক্রিয়ত। ভগবতোহপ্যত্র মর্ত্যালোকে-  
বতীর্ণা বোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি  
স্ত্রীণামভবন্। তাসাঞ্চ ক্লিষ্টা সত্যভামা  
জাহবতী জালহাসিনী প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যা:  
প্রধানা:। তাম্ চাষ্টায়ুতানি লক্ষক পুত্রাণাং  
ভগবানখিলমুত্তিরনাদিমানজনয়ৎ ॥ ১৯

আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে সন্তান লইয়া  
যান। বলভদ্র গর্ভাবস্থান কালে আরুণি  
হন বলিয়া তাঁহার সঙ্কর্ষণ নাম হয়।  
অনন্তর নিখিল-জগৎ-স্বরূপ মহাবৃক্ষের মূলভূত,  
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সকল  
সুরাসুর ও মুনিগণের মনেরও অগোচর আদি  
ও মধ্য রহিত ভগবান বাসুদেব, অবনিতার-  
হরণাথ ব্রহ্মা ও অনলপ্রমুখ দেবগণ কর্তৃক  
প্রণাম সহকারে প্রসাদিত হইয়া দেবকীর গর্ভে  
অবতীর্ণ হইলেন। ভগবানের অনুগ্রহে বর্জিত  
মান মহিমা যোগনিদ্রাও নন্দগোপপত্নী যশোদার  
গর্ভে অধিষ্ঠান করেন। পুণ্ডরীকনয়নে ভগবান  
জন্মগ্রহণ করিলে এই জগতের অধর্ম নষ্ট হইল,  
আদিত্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল, হিংস্র  
জন্তু প্রভৃতির ভয় দূরে গেল ও অখিল লোকই  
সুস্থ-মানস হইল। ১০—১৮। ভগবান জন্ম-  
গ্রহণ করিয়া অখিল জগৎকে সংপথে প্রবর্তিত  
করিলেন। এই মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ ভগবানের  
বোড়শ সহস্র ও একশত পত্নী হয়। তাঁহাদের  
মধ্যে ক্লিষ্টা, সত্যভামা, জাহবতী ও জাল-

তেষাঞ্চ প্রহ্ম-চারুদেব-সাম্বাদরত্নয়োদশ  
প্রধানাঃ । প্রহ্মায়ে হি রুদ্রাণ্যন্তরায় ককুদ্বতী  
নামোপধেমে । তন্ত্রামন্ত্রানিরুদ্ধো জন্তে ।  
অনিরুদ্ধোহপি রুদ্রাণ্য এব পৌত্রীং স্তম্ভদ্রা  
নামোপধেমে । তন্ত্রামন্ত্র বজ্রোহভবৎ । বজ্রস্ত  
প্রতিবাহঃ, তন্ত্রাপি সূচাকঃ । এবমনেকশত-  
সাহস্রপুরুষসত্ত্বস্ত যদুকুলস্ত পুরুষসংখ্যা বর্ষ-  
শতৈরপি ভ্রাতৃং ন শক্যতে । যতো হি শ্লোকো-  
বদ্র চরিতার্থো ॥ ২০ ॥

তিস্ত্রঃ কোটাঃ সহস্রাণ্যমষ্টাশীতিশতানি চ ।  
কুমারাণাং গৃহাচার্য্যাস্ত্যাপযোগ্যাস্থ যে রতাঃ ॥ ২১ ॥  
সম্ভ্যানাং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাস্থনাম্ ।  
ব্রতাস্তূতানামযুক্তং লক্ষ্যেণাস্তে শতাধিকম্ ॥ ২২ ॥  
দেবাস্তুরহতা যে তু দৈতৈয়াঃ সূমহাবলাঃ ।  
তে চোৎপন্ন মনুষ্যে ন জনোপদ্রবকারিণঃ ॥ ২৩ ॥

হাসিনী প্রভৃতি আটটা স্ত্রীই প্রধানা । আদি-  
মধ্য-রহিত অখিল-মূর্তি ভগবান্, সেই সকল  
পত্নীর গর্ভে আট অযুত ও আট লক্ষ পুত্র  
উৎপাদন করেন । সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে  
প্রহ্ম, চারুদেব ও সাম্ব আদি ত্রয়োদশ পুত্রই  
প্রধান । প্রহ্ম, রুদ্রীর ককুদ্বতী নামে এক  
কন্যাকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ  
জন্মগ্রহণ করেন । অনিরুদ্ধও রুদ্রীর পৌত্রী  
স্তম্ভদ্রাকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে অনু-  
রুদ্ধেরও বজ্র নামে এক পুত্র হয় । বজ্রের পুত্র  
প্রতিবাহ, তৎপুত্র সূচাক । এই প্রকারে  
অনেক-শত-সহস্র-পুরুষ-সমূহ শোভিত যদুকুলের  
পুরুষ-সংখ্যা একশত বর্ষও জ্ঞাত হইতে পারা  
যায় না । এই শ্লোকদ্বয়ই এখানে যথেষ্ট ।  
যথা—“যদুকুমারগণের চক্ষুশিক্ষা প্রদান করিবার  
জন্ত তিন কোটি অষ্টাশীতি শত সহস্র সংখ্যক  
গৃহাচার্য্যগণ সর্বদা রত থাকিতেন । মহাস্থা  
যাদবগণের এবস্ত্রকারে গণনা করিতে কে  
সক্ষম হইবে ! এই যাদবগণের সংখ্যা  
লক্ষ অযুত ও শতাধিক অযুত হইবে ।” যে  
সকল মনুষ্যল দৈত্যগণ দেবাস্তুরসংগ্রামে নিহত  
হন, তাঁহারাও জনসমূহের উপদ্রব করণার্থে

তেষামুৎসাদনাথায় ভাব দেবো যদোঃ কুলে ।  
অবতীর্ণঃ কুলশতং বট্রেকাত্যধিকং বিজ ॥ ২৪ ॥  
বিযুক্তস্তেবাং প্রমাণে চ প্রভূত্বে চ ব্যবহিতঃ ।  
নিদেশস্বায়িনস্তস্ত বভূবুঃ সর্ববাদবাঃ ॥ ২৫ ॥  
প্রসূতিং যুধিবীরাণাং যঃ শৃণোতি নরঃ সদা ।  
স সর্বপাতকৈর্মুক্তো বিমূলোকং প্রপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

ইতি ত্রীবিম্বপুত্রাণে চতুর্থেখণ্ডে  
পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ইত্যেব সমাসভস্তুে কথিতঃ, তুর্কসৌর্কংশ-  
মবধারয় ॥ ১ ॥

তুর্কসৌর্কফিরাস্ত্রজঃ, বহুর্গোভানুঃ, ততশ্চ  
ত্রৈশাশ্বঃ, তন্মাচ করকমঃ, তন্মাচপি মরুস্তঃ,  
সোহনপতোহভবৎ । ততশ্চ গৌরবং হৃদ্যতং

মনুষ্যালোকে যদ্বংশে উৎপন্ন হন । হে বিজ !  
তাঁহাদেরই উৎসাদন করিবার জন্ত ভগবান্ দেব  
বান্দেব যদুকুলে অবতীর্ণ হন । এই বহু  
হইতে একাধিক শত কুল উৎপন্ন হয় । সেই  
যাদবগণের কার্য্যকার্য্য-নিয়ম ও পালনে বিফল  
প্রভু ছিলেন । সকল যাদবগণই তাঁহার নিদেশে  
অবস্থিতি করিতেন । যে মনুষ্য, যুধি-বীর-  
গণের বংশের কথা সর্বদা শ্রবণ করেন, তিনি  
সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বিমূলোক  
প্রাপ্ত হন । ১১—২৬ ।

চতুর্থখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—এই যদুবংশের সং-  
ক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম । এক্ষণে  
তুর্কসুর বংশ শ্রবণ কর । তুর্কসুর পুত্র বহি,  
তৎপুত্র গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশাশ্ব, তৎপুত্র  
করকম, তৎপুত্র মরুস্ত । এই মরুস্ত অনপত্য

পুত্রমকল্পয়ৎ । এবং যযাতিশাপাৎ তৎকালঃ  
পৌরবং বংশমাপ্তিতবান্ ॥ ২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে  
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ক্রহোস্ত তনয়ো বক্রঃ ॥ ১

ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরবান্ নাম, তদা-  
স্মজ্ঞো গাক্ষারঃ, ততো ধর্ম্যঃ, ধর্ম্যাং স্নতঃ, স্নতাং  
হৃগমঃ, ততঃ প্রচেতাঃ, প্রচেতসঃ পুত্রশতম-  
ধর্ম্মবহুলানাং স্নেহানামুদীচ্যাদীনামাবিপত্য-  
মকরোৎ ॥ ২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে  
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হন, এই কারণে তিনি পুরুবংশীয় দুঃশাস্তকে  
পুত্ররূপে কল্পিত করেন, এই প্রকারে যযাতি-  
শাপ-প্রভাবে তুর্কসুর বংশ পৌরববংশকে  
আশ্রয় করিয়াছিল । ১ । ২ ।

চতুর্থোহংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—ক্রহ্যর পুত্র বক্রঃ,  
বক্রঃ পুত্র সেতুঃ, সেতুর পুত্র আরবান্, তংপুত্র  
গাক্ষার, তংপুত্র ধর্ম্য, ধর্ম্যের পুত্র স্নত, স্নতের  
পুত্র হৃগম, তংপুত্র প্রচেতাঃ । প্রচেতার এক-  
শত পুত্র উদীচ্যাদি স্নেহগুণের আশ্রিত্য  
করিতে প্রবৃত্ত হয় । ১ । ২ ।

চতুর্থোহংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যযাতেচতুর্থস্ত পুত্রস্ত অনোঃ সতানর-  
চান্দ্রুষ-পরমেশু-সংজ্ঞাস্তয়ঃ পুত্রো বভূবুঃ ; সতা-  
নরপুত্রঃ কালানরঃ, কালানরাং স্বঞ্জয়ঃ, স্বঞ্জয়াং  
পুরঞ্জয়ঃ, তস্মাং জনমেজয়ঃ, ততো মহামণিঃ,  
তস্মাচ্চ মহামনাঃ, তস্মাদপ্যুদীনর-তিভিক্ষু যৌ  
পুত্রৌ উৎপন্নৌ । উদীনরস্তাপি শিধিনৃগনরকুমি-  
খকীর্থাঃ পঞ্চপুত্রো বভূবুঃ । বৃষদর্ভ-সুবীর-কৈকেয়-  
মদ্রকাক্ষ্যারঃ শিবিপুত্রোঃ, তিভিক্ষাক্ষয়দ্রথঃ  
পুত্রৌহভূং, ততো হেমঃ, হেমাং সূতপাঃ, তস্মা-  
বলিঃ যস্মৈ ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ-বঙ্গকলিঙ্গ-  
হৃক্ষপুত্রাখ্যং বাল্যেয়ং ক্ষত্রমজ্ঞতত ॥ ১

অন্নাসত্তিসংজ্ঞাচ পঞ্চ বিষয়া বভূবুঃ ॥ ২

অঙ্গসুতঃ পারঃ, ততো দিবিরথঃ, তস্মাং ধর্ম্ম-  
রথঃ, ততশ্চিত্ররথঃ । রোমপাদসংজ্ঞো যস্মৈ  
পুত্রো দশরথো জজ্ঞে । যস্মৈ অঙ্গপুত্রো দশ-

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—যযাতির চতুর্থ পুত্র ও  
অগুর তিনটি পুত্র হয় । তাঁহাদের নাম—সতানর,  
চান্দ্রুষ ও পরমেশু । সতানরের পুত্র কালানর,  
কালানরের পুত্র স্বঞ্জয়, স্বঞ্জয়ের পুত্র পুরঞ্জয়,  
তংপুত্র জনমেজয়, তংপুত্র মহামণিঃ, তংপুত্র  
মহামনাঃ, মহামনার উদীনর ও তিভিক্ষু নামে দুই  
পুত্র উৎপন্ন হয় ; উদীনরেরও পাঁচটি পুত্র হয় ।  
তাঁহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, কুমি ও খর্ক ।  
শিবির চারিজন পুত্র হয় । তাঁহাদের নাম—  
বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক । তিভিক্ষুর  
পুত্র উষদ্রথ, তংপুত্র হেম, হেমের পুত্র সূতপাঃ,  
তংপুত্র বলি ; এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা নামক  
ঋষি—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, হৃক্ষ ও পুণ্ড্র নামে  
পাঁচজন বাল্যেয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন । এই  
বলির সভ্যভিষেগের নামানুসারে পাঁচটি দেশের  
নামও অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে । অঙ্গের পুত্র  
পার, তংপুত্র দিবিরথ, তংপুত্র ধর্ম্মরথ, তংপুত্র  
চিত্ররথ ; এই চিত্ররথের পুত্র দশরথ । এই

রথঃ শাস্তাং নাম কচ্ছামনপত্যায় হৃহিত্তে  
সুজোজ ॥ ৩

রোমপাদাক তুরঙ্গঃ, তন্মাচ পৃথুলাক্ষঃ,  
ততঃচম্পাঃ। যশ্চম্পাং নিবেশয়ামাস ॥ ৪

চম্পা হর্ষাঙ্গঃ, ততো ভদ্ররথঃ বৃহদ্রথঃ বৃহৎ-  
কর্ম্মা চ। বৃহৎকর্ম্মাং বৃহস্তানুঃ, তন্মাচ বৃহ-  
ন্ননাঃ, ততো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্ত ব্রহ্মক্ষত্রাস্ত-  
রালসম্ভৃত্যং পুত্র্যং বিজয়ং নাম পুত্রম-  
জীজনং ॥ ৫

বিজয়ং যুতিং পুত্রমবাপ। তত্রাপি যুত-  
ব্রতঃ পুত্রোহভূৎ। যুতব্রতং সত্যকর্ম্মা, সত্য-  
কর্ম্মাংস্ত অধিরথঃ। যোহসৌ গঙ্গাং গতৌ  
মল্লবাগতং পৃথাপবিক্রমং কর্ণং পুত্রমবাপ ॥ ৬

কর্ণাদিবৃষসেন ইত্যেতে অঙ্গাঃ ॥ ৭

অতঃ পুরোর্বংশঃ প্রোতুমহীসীতি ॥ ৮

ইতি ঐবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে  
অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

দশরথের আর একটা নাম রোমপাদ; এই  
রোমপাদের অপুত্রত্বনিবন্ধন অজপুত্র দশরথ,  
স্বীয় কন্যা শাস্তাকে ইহাঁর কন্যাস্বরূপে প্রদান  
করেন। রোমপাদের পুত্র তুরঙ্গ, তংপুত্র  
পৃথুলাক্ষ, তংপুত্র চম্পা; ইনি চম্পা নারী নগরী  
প্রতিষ্ঠা করেন।\* চম্পের পুত্র হর্ষাঙ্গ; তংপুত্র  
ভদ্ররথ, বৃহদ্রথ ও বৃহৎকর্ম্মা। বৃহৎকর্ম্মার  
পুত্র বৃহস্তানু, তংপুত্র বৃহন্ননাঃ, তংপুত্র  
জয়দ্রথ। জয়দ্রথ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের\* সন্ধর  
হইতে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভে বিজয় নামে এক  
পুত্র উৎপাদন করেন। যুতির পুত্র যুতব্রত,  
যুতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার পুত্র অধি-  
রথ। এই অধিরথই পৃথার পরিত্যক্ত কর্ণ  
নামে পুত্রকে কাষ্ঠপিজুর মধ্যে প্রাপ্ত হন।  
কর্ণের পুত্র বৃষসেন। ইহাঁরই অঙ্গ বলিয়া  
কীর্ত্তিত। অনন্তর পুত্রর বংশ বলিতেছি,  
শ্রবণ কর। ১-৮।

চতুর্থাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

পরশর উবাচ।

পুরোর্জনমেজয়ঃ পুত্রঃ, তত্রাপি প্রচিষান্,  
প্রচিষতঃ প্রবীরঃ, তন্মাগ্ননহ্যঃ, মনস্তোচভয়দঃ,  
তত্রাপি সুদ্যুম্নঃ, ততো বহুগবঃ, তন্ত সম্পাতিঃ,  
সম্পাত্তেরহম্পাতিঃ, ততো রৌদ্রাধঃ। ঋতেন্নঃ,  
কৃতেন্নঃ, কক্ষেয়ুঃ, স্থণ্ডিলেয়ুঃ, যুতেন্নঃ, জলেয়ুঃ,  
স্থলেয়ুঃ, সন্ততেন্নঃ, ধনেয়ুঃ বনেয়ুঃ, নামানৌ  
রৌদ্রাধস্ত দশায়জা বভূবুঃ ॥ ১

ঋতেন্নো রত্নিনারঃ পুত্রোহভূৎ। তংসু  
অপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রত্নিনারঃ পুত্রানবাপ। অপ্র-  
তিরথ্যং কণ্ঠঃ, তত্রাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ  
কাণ্ডায়নঃ দ্বিজা বভূবুঃ। তংসোরৈনিলঃ, ততো  
দুহ্যস্তাদ্যোচতারঃ পুত্রা বভূবুঃ, দুহ্যস্তাচক্রবর্তী  
ভরতোহভবৎ। যন্মামহেতুর্দেবৈঃ শ্লোকৌ  
গীয়তে।

মাতা ভগ্না পিতৃঃ পুত্রৌ যেন জাতঃ স এব সঃ।

ভরত পুত্রং দুহ্যস্ত মাযমংস্থঃ শকুন্তলাম্ ॥ ২

উনবিংশ অধ্যায়।

পরশর কহিলেন,—পুত্রর পুত্র জনমেজয়,  
তংপুত্র প্রচিষান্, তংপুত্র প্রবীর, তংপুত্র  
মনহ্য। মনহ্যর পুত্র অভয়দ, তংপুত্র সুদ্যুম্ন।  
তংপুত্র বহুগব, তংপুত্র সম্পাতি, তংপুত্র  
অহম্পাতি, তংপুত্র রৌদ্রাধ। রৌদ্রাধের দশজন  
পুত্র; তাঁহাদের নাম,—ঋতেন্ন, কৃতেন্ন, কক্ষেয়ু,  
স্থণ্ডিলেয়ু, যুতেন্ন, স্থলেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেন্ন, ধনেয়ু  
ও বনেয়ু। ঋতেন্নর রত্নিনার নামে এক পুত্র  
হয়। রত্নিনার, তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব  
নামে তিনটা পুত্র লাভ করেন। অপ্রতিরথের  
পুত্র কণ্ঠ, তংপুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি  
হইতেই কাণ্ডায়ন নামে দ্বিজগণ উৎপন্ন হন।  
তংসুর পুত্র ঐনিল, ঐনিলের দুহ্যস্ত প্রভৃতি  
চারিজন পুত্র হয়। দুহ্যস্তের পুত্র ভরত  
চক্রবর্তী রাজা হন। ইহাঁর ভরত নাম হইবার  
কারণ স্বরূপ একটা শ্লোক দেবগণ গান করিয়া  
থাকেন, যথা,—“মাতা ভগ্না পিতৃঃ পুত্রৌ যেন জাতঃ স এব সঃ।  
ভরত পুত্রং দুহ্যস্ত মাযমংস্থঃ শকুন্তলাম্ ॥ ২



রোতোষাঃ পুত্র উন্নয়তি নরমেব যমক্ৰমাৎ ।

ঋকান্ত ধাতা গৰ্ভস্ত সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ৩

ভরতস্ত চ পত্নীনাং যে নব পুত্রা বভূবুর্নৈতে  
মহামুরূপাঃ পুত্রা ইত্যভিহিতাস্তমাতরো জন্মঃ  
পরিচ্যাগভয়াৎ ॥ ৪

ততোহস্ত পুত্রজন্মনি বিতথে পুত্রাধিনো  
মরুৎস্তোমবাজিনো দীর্ঘতমসা পার্শ্বাপাত্ত বৃহ-  
স্পতি বীৰ্য্যাতুত্যাগতী মমতা সমুৎপন্নো ভর-  
বাজাখ্যঃ পুত্রো মরুত্ভির্দম্বতঃ ॥ ৫

তস্তাপি নামনির্কচনশ্লোকঃ পঠ্যতে ॥ ৬

মুঢ়ে ভরবাজমিমং ভরবাজং বৃহস্পতে ।

যাতো যদুক্কা পিতরো ভরবাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥ ৭

তুল্য, পুত্রের প্রতি পিতারই অধিকার; পুত্র  
বাহার ঔরস-জাত, তাহারই স্বরূপ। হে  
হুম্বস্ত! তুমি পুত্রের ভরণ কর; শকু-  
ন্তলার অবমান করিও না। হে নরদেব!  
ঔরস-জাত পুত্র, পিতাকে যমগৃহ হইতে উদ্ধার  
করে। তুমি এই পুত্রের আধাতা, শকুন্তলা  
একথা সত্যই বলিয়াছেন। ভরতের পত্নী-  
গণের গর্ভে যে নয়টি পুত্র হয়, “ইহারা আমার  
অনুরূপ নহে” ভরত এই কথা বলায় ঐ পুত্রের  
জননীগণ, “পাছে রাজা আমাদের পরিচ্যাগ  
করেন” এই ভয়ে সেই পুত্রগণকে বিনাশ  
করেন। অনন্তর ভরতের পুত্র-জন্মের বৈফল্য  
হইলে পর, তিনি ‘মরুৎস্তোম’ নামে যজ্ঞ আরম্ভ  
করেন। সেই সময় মরুৎগণ, তাঁহাকে ভরবাজ  
নামে এক পুত্র প্রদান করিলেন, এই ভরবাজ,  
দীর্ঘতমার পদতল-প্রহারকিপ্ত বৃহস্পতি-বীৰ্য্যে  
উত্থাপতী মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।  
এই ভরবাজেরও নামকারণ একটা শ্লোক পঠিত  
হয়, যথা,—“এই ভরবাজের জন্মের পর বৃহ-  
স্পতি মমতাকে কহিলেন, হে মুঢ়ে! ‘মমতে!  
এই পুত্র আমাদের হইজন হইতেই উৎপন্ন,  
তুমি ইহাকে ভরণ কর। তখন মমতা কহি-  
লেন, হে বৃহস্পতে! এই পুত্র আমাদের  
হইজন হইতে উৎপন্ন, অতএব তুমি ইহাকে  
ভরণ কর। পরস্পর এইরূপ বলিয়া, পিতা ও

ইতি ভরবাজঃ তস্ত বিতথে পুত্রজন্মনি  
মরুত্ভির্দম্বতঃ ততো বিতথসংজ্ঞামবাপ ॥ ৮

বিতথস্ত ভবমন্যুঃ পুত্রোহভূৎ । বৃহৎকল্প-  
মহাবীৰ্য্য-নর-গর্গাদ্যাভবমন্যুপুত্রাঃ নরস্ত সংকৃতিঃ  
সংকৃতে ঋচিরবীর্য্যন্তিদেবো । গর্গাচ্ছিনিঃ  
ততো গার্গ্যাঃ শৈশ্ঠাঃ কল্লোপেতা দ্বিজাতয়ো  
বভূবুঃ ॥ ৯

মহাবীৰ্য্যাহুরক্ষয়ো নাম পুত্রোহভূৎ । তস্ত  
ত্রয়াক্ষণপুষ্করিণ্যো কপিলঃ পুত্রত্রয়মভূৎ ।  
তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাদ্বিপ্ৰতামুপজগাম । বৃহৎ-  
কল্পস্ত সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী । য ইদং  
হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস । অজমীঢ়বিমীঢ়পুরু-  
মীঢ়াক্ষয়ো হস্তিনস্তনয়া, অজমীঢ়াৎ কণ্ঠঃ, কণ্ঠাৎ  
মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্ডায়না দ্বিজাঃ ॥ ১০

অজমীঢ়স্তাতঃ পুত্রো বৃহদিসুঃ, বৃহদিশো-  
রহবহুঃ, ততঃ বৃহৎকশ্মা, তস্মাৎ জয়দ্রথঃ ।

মাতা প্রশ্নান করেন বলিয়া এই পুত্রের নাম  
ভরবাজ হইল।” ভরতের পুত্রজন্ম বিতথঃ  
(ব্যর্থ) হওয়া প্রযুক্ত মরুৎগণ এই ভরবাজকে  
পুত্র-স্বরূপ প্রদান করেন বলিয়া এই ভরবাজের  
একটি নাম হইল “বিতথ”। বিতথের ভবমন্যু  
নামে এক পুত্র হয়, ভবমন্যুর বৃহৎ-কল্প, মহা-  
বীৰ্য্য নর ও গর্গাদি অনেক পুত্র হয়। নরের  
পুত্র সংকৃতি, সংকৃতির দুই পুত্র—ঋচিরবী ও  
রস্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি, এই শিনি  
হইতেই গার্গ্যা ও শৈষ্ঠ নামে কীর্ত্তিত কল্লোপেতা  
ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাবীৰ্য্যের  
উরুক্ষয় নামে এক পুত্র হয়। এই উরুক্ষয়ের  
ত্রয়াক্ষণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিনজন  
পুত্র হন এবং এই তিন পুত্রই পরে  
ব্রাহ্মণস্ব প্রাপ্ত হন। বৃহৎকল্পের পুত্র  
সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তীই  
হস্তিনা নামে পুরী নিৰ্ম্মাণ করেন। হস্তীর তিন  
পুত্র; অজমীঢ়, বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের  
পুত্র কণ্ঠ, কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধা-  
তিথি হইতেই কাণ্ডায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন।  
১—১০। অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের নাম

ততোহপি বিশ্বজিৎ, ততঃ সেনজিৎ । রুচিরাশ্ব-  
কান্তদৃঢ়বহুর্কঃসহস্রসংজ্ঞাঃ সৈন্যজিত্য পুত্রাঃ  
রুচিরাশ্বতঃ পৃথুসেনঃ, তস্মাৎ পারঃ, পারাৎ  
নীপঃ । তস্মৈকশতং পুত্রাণাম্ তেষাং প্রধানঃ  
কাম্পিল্যাধিপতিঃ সমরঃ ॥ ১১

সমরস্তাপি পারসম্পার-সদৃশায়ঃ পুত্রাঃ ।  
পারাৎ পৃথুঃ, পৃথোঃ সুরুতি, সুরুতেবিভাজঃ  
ততঃানুহঃ । স ত্ত কনহিতরং কীত্তিঃ নামো-  
পায়েম ॥ ১২

অনুহাৎ ব্রহ্মদত্তঃ, ততো বিশ্বক্সেনঃ তস্তো-  
নকসেনঃ, ততো ভল্লাটঃ, তস্তাস্বজো দ্বিমীঢ়ঃ,  
দ্বিমীঢ়স্ত যবীনরসংজ্ঞঃ, তস্তাপি স্থতিমান্ । ততঃ  
সত্যধতিঃ, ততঃ দৃঢ়নেমিঃ, তস্মাচ্চ স্থপার্বঃ,  
ততঃ স্রমতিঃ, ততঃ সন্নতিমান্, সন্নতিমতঃ  
কতোহভূৎ । যৎ হিরণ্যনাভো যোগমধ্যাপয়ামাস ।  
যৎ তুর্কিংশতিং প্রাচ্যসামগানাং চকার  
সংহিতাঃ ॥ ১৩

এইদিকে এইদিক পুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র,  
বৃহৎকস্থা । তৎপুত্র জয়দ্রথ, তৎপুত্র বিশ্বজিৎ,  
তৎপুত্র সেনজিৎ । রুচিরাশ্ব, কাশ্ব, দৃঢ়বহুঃ  
ও বংসহনু নামে সেনজিদের চারিজন পুত্র  
হয় । রুচিরপুত্র পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পার,  
পারের পুত্র নীপ । নীপের একশত পুত্র ;  
তাদের মধ্যে কাম্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ ।  
সমরের তিন পুত্র ; পার, সম্পার ও সদৃশ ।  
পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুরুতি, সুরুতির  
পুত্র বিভাজ, তৎপুত্র অনুহ ; অনুহ শুককস্থা  
কীত্তিকে বিবাহ করেন । অনুহের পুত্র ব্রহ্ম-  
দত্ত, তৎপুত্র ব্রহ্মক্সেন, তৎপুত্র উদক্সেন,  
তৎপুত্র ভল্লাট, তৎপুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের পুত্র  
যবীনর, তৎপুত্র স্থতিমান, তৎপুত্র সত্যধতি,  
তৎপুত্র দৃঢ়নেমি, তৎপুত্র স্থপার্ব, তৎপুত্র  
স্রমতি, তৎপুত্র সন্নতিমান, সন্নতিমানের পুত্র  
কৃত । এই কৃতকে হিরণ্যনাভ, যোগশাস্ত্র  
অধ্যয়ন করান এবং এই কৃত, প্রাচ্য সামগ-  
ণ্যের চতুর্কিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করেন ।

কৃতাক্ষোগ্রায়ুধঃ । যেন প্রাচুর্যেণ নীপকয়ঃ  
কৃতঃ ॥ ১৪

উগ্রায়ুধাৎ ক্লেম্যঃ, তস্মাৎ সুবীরঃ, তস্ত  
নৃপঞ্জয়ঃ, ততো বহুরথঃ । ইত্যেতে পৌরবাঃ ।  
অজমীঢ়স্ত নীলিনী নাম পত্নী । তস্মাৎ নীল-  
সংজ্ঞঃ পুত্রোহভবৎ । তস্মাদপি শান্তিঃ, শান্তেঃ  
সুশান্তিঃ, সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ, ততঃচক্ষুঃ, ততো-  
হর্ঘ্যধঃ, তস্মাৎ মুদগলস্বঞ্জয়বৃহদিস্রবীর-  
কাম্পিল্যাঃ । পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণা-  
য়ালমেতে মৎপুত্রাঃ, ইতি পিত্রাভিহিতাঃ,  
অভ্যন্তে পাঞ্চালাঃ ॥ ১৫

মুদগলাস্তু মৌদগলাঃ কল্লোপেতাঃ দ্বিজা-  
ভয়ো বভূবুঃ । মুদগলাৎ বুদ্ধধঃ, বুদ্ধধাৎ দিবো-  
দাসোহহল্যা চ মিথুনমভূৎ । শরবতোহহল্যায়াং  
শতানন্দোহভবৎ । শতানন্দাৎ সত্যধৃতিঃ  
ধনুর্বেদান্তগো জজ্ঞে । সত্যধৃতেস্ত বরাপস-  
মুর্কশীং দৃষ্ট্বা রেতঃস্কলং শরন্তয়ে পপাত ॥ ১৬

কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ ; এই উগ্রায়ুধ অনেক  
নৃপবংশীয় কল্লিয়গণকে বিনাশ করেন ।  
উগ্রায়ুধের পুত্র ক্লেম্য, তৎপুত্র সুবীর, তৎপুত্র  
নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র বহুরথ । এই ইহারাই পুরু-  
বংশীয় নৃপতি । অজমীঢ়ের নীলিনী নামে এক  
পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে নীলনামা এক পুত্র  
জন্মে । নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি,  
সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, তৎপুত্র চক্ষু, তৎপুত্র  
হর্ঘ্যধ ; হর্ঘ্যধের পাঁচজন পুত্র—মুদগল, স্বঞ্জয়,  
বৃহদিস্র, প্রবীর ও কাম্পিল্য । পিতা ঐ পুত্র-  
গণের উদ্দেশে, ‘এই আমার পুত্রগণই আমার  
অধীন পাঁচটা দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ’  
এই কথা বলায় উহাদের নাম ‘পাঞ্চাল’  
হয় । মুদগল হইতেই জাত কল্লিয়গণ কোন  
কারণে ত্রাশ্বকন্থ লাভ করত মৌদগলা নামে  
অভিহিত হন । মুদগলের পুত্র বুদ্ধধ, বুদ্ধধের  
দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যা নামে এক কন্যা  
হয় । অহল্যার গর্ভে গোতমের গুর্কসে শতা-  
নন্দ নামে এক পুত্র হয়, শতানন্দের পুত্র  
সত্যধৃতি ; এই সত্যধৃতি ধনুর্বেদের পারদর্শী

তচ্চ দ্বিধাগতমপত্যধরং কুমারঃ কন্তকা চ  
অভবৎ । মৃগায়ুপাগতঃ শান্তনুর্দৃষ্টা কৃপয়া  
জগ্রাহ ॥ ১৭

ততঃ স কুমারঃ কৃপা, কন্তা চাখ্যাগ্নো-  
জননী কৃপী দ্রোণপন্থ্যভবৎ । দিবোদাসস্ত  
মিত্রঃ, মিত্রয়োচ্যবনো নাম রাজা, চ্যবনাং  
সুদাসঃ, ততঃ সৌদাসঃ সহদেবঃ, তস্তাপি  
সৌমকঃ, ততো জন্তুঃ শতপুত্রজ্যোষ্ঠোভবৎ ।  
তেষাং যবীয়ান পৃষতঃ, পৃষতাং ক্রপদঃ, তন্মাং  
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, তন্মাং ধৃষ্টকেতুঃ । অজমীঢ়স্তাত্ত-  
ক্ষক্যনামা পুত্রোহভূৎ । ঋক্ষাং সংবরণঃ,  
সংবরণাং কুরুঃ । য ইদং ধর্ম্যক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং  
চকার ॥ ১৮

সুধনু-জহু-পরিক্টিং-প্রমুখাঃ কুরোঃ পুত্রা  
বভূবুঃ । সুধনুযঃ সুহোত্রঃ, তন্মাং চ্যবনঃ,  
চ্যবনাং কৃতকঃ, ততঃ উপরিচরো বহুঃ । বৃহ-

ছিলেন। এক দিবস, অপরঃশ্রেষ্ঠা উর্ক-  
শীকে দেখিয়া সত্যযুতির রেতঃ স্থলিত  
হইয়া শরগুচ্ছে পতিত হইল। অনন্তর ঐ  
রেতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটী পুত্র ও  
একটী কন্তাতে পরিণত হইল। এই সময়  
রাজা শান্তনু মৃগয়ার্থে আগমন করেন। তিনি  
সেই পুত্র ও কন্তাকে দেখিয়া রূপাপূর্বক ঐ  
দুইটীক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, সেই  
কুমারের নাম হইল কৃপা, আর ঐ কন্তার নাম  
কৃপী। এই কৃপী অখ্যামার জননী এবং  
দ্রোণপন্থী। দিবোদাসের পুত্র মিত্রঃ, মিত্রঃের পুত্র  
রাজা চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র  
সহদেব, তৎপুত্র সৌমক, সৌমকের একশত  
পুত্রের মধ্যে জন্তু সর্বাঙ্গোষ্ঠ ছিলেন এবং এই  
এক শত পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পৃষত।  
পৃষতের পুত্র ক্রপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নঃ তৎপুত্র  
ধৃষ্টকেতুঃ। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটী  
পুত্র ছিল। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের  
পুত্র কুরুঃ; এই কুরুই ধর্ম্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থাপন  
করেন। সুধনুঃ, জহু ও পরিক্টিং প্রমুখ কুরুর  
অনেক পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র

দ্রথ-প্রত্যগ্র-কুশাখ্যমাবেলমংস্ত-প্রমুখা বসোঃ  
পুত্রো সপ্তাঙ্গয়ত। বৃহদ্রথঃ কুশাগ্রঃ, তন্মাং  
দৃষতঃ, ততঃ পুষ্পবান, তন্মাং সত্যযুতঃ, তন্মাং  
সুধবা, তন্ত চ জন্তুঃ। বৃহদ্রথাক্তাত্তঃ শকল-  
ঘরজয়া জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধো নাম, তন্মাং  
সহদেবঃ, ততঃ সোমাপিঃ, ততঃ ঋতশ্রবাঃ।  
ইত্যেতে মাগধা ভূভূতঃ ॥ ১৯

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

পূরিক্টিতো জনমেজয়-ঋতসেনোগ্রসেন-  
ভীমসেনাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥ ১

জহোস্ত সুব্রথো নামাস্তজো বভূব ॥ ২

তস্ত বিদূরথঃ, বিদূরথস্ত সার্কভৌমঃ, সান্স-

চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচরঃ  
বহুঃ; উপরিচর বহুর সাত জন পুত্র হয়।  
তন্মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশান্স, মাবেল ও  
মংস্তই শ্রেষ্ঠ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র  
ঋষভ, তৎপুত্র পুষ্পবান, তৎপুত্র সত্যযুতঃ,  
তৎপুত্র সুধবা, তৎপুত্র জন্তু। বৃহদ্রথের আর  
একটী পুত্র হয়। এই পুত্র জন্মকালে দুই  
খণ্ডে বিভক্ত থাকে। পরে জরা নামে এক  
রাক্ষসী ঐ দুইখণ্ডকে একত্রিত করায় ঐ  
পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। তৎপুত্র সহদেবঃ।  
তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র ঋতশ্রবাঃ। ইহারাই  
মাগধ নরপতি। ১১—১৯।

চতুর্থাংশে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—পূরিক্টিভের চারি পুত্রঃ;  
জনমেজয়, ঋতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন।  
জহুর সুব্রথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র  
বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্কভৌম, সার্কভৌমের

তোমাং জয়সেনঃ, তস্যাং আরাবী, ততশ্চ অযু-  
তায়ুঃ, অবতায়োরক্রোধনঃ, তস্যাং দেবাতিথিঃ,  
ততশ্চ ঝঙ্কাংস্ত্রঃ ॥ ৩

ঝঙ্কাং ভীমসেনঃ, ততশ্চ দিলীপঃ, দিলী-  
পাং প্রতীপঃ, তস্তাপি দেবাপি-শান্তনুবাঙ্কীক-  
সংজ্ঞাপ্তঃ পুত্রা বভূবুঃ। দেবাপির্বাণ্য এবা-  
রণ্যং বিবেশ ॥ ৪

শান্তনুরবনীপতিভবঃ। অয়ক তস্ত শ্লোকঃ  
পৃথিব্যাং গীযতে।

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি  
সঃ শাস্তিকাপোতি যেনাগ্র্যাং কন্মণা তেন  
শান্তনুঃ ॥ ৫

তস্ত শান্তনো রাষ্ট্রে দ্বাদশ বর্ষাণি দেবো ন  
ববর্ষ ॥ ৬

ততশ্চ অশেষরাষ্ট্রবিনাশমবেক্ষ্যাসৌ রাজা  
ব্রাহ্মণান্ অপৃচ্ছৎ, ভোঃ কস্যাং অগ্নিন রাষ্ট্রে  
দেবে ন বর্ষতি কো মমাপরাধঃ ইতি। তে  
তন্মুচুঃ—অগ্রজস্ত তেহৈয়মবনিজ্জয়া ভুজ্যতে  
এব জয়সেন, তংপুত্র আরাবী, তংপুত্র অযুতায়ুঃ,  
তংপুত্রস্বর পুত্র অক্রোধন, তংপুত্র দেবাতিথি,  
তংপুত্র ঝঙ্ক। এই ঝঙ্ক, অজমীড়ের পুত্র ঝঙ্ক  
হইতে স্বতন্ত্র। ঝঙ্কের পুত্র ভীমসেন, তংপুত্র  
দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন  
পুত্রঃ দেবাপি, শান্তনু ও বাঙ্কীক। দেবাপি  
বাল্যকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন; শান্তনু  
রাজা হন। পৃথিবীতে এই শান্তনু সঙ্গকে  
একটী শ্লোক গীত হয়; যথা,—“রাজা শান্তনু,  
সায় হস্তদ্বয় দ্বারা বৃদ্ধকে স্পর্শ করিলে বৃদ্ধও  
সৌবন লাভ করিত; এবং তাহার স্পর্শে  
জীবগণ অত্যন্ত শান্তিলাভ করিত। এইজন্যই  
ইহার নাম শান্তনু” হয়।” সেই শান্তনুর  
রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর রুষ্টি হয় নাই। অনন্তর,  
রাজা শান্তনু অশেষ রাষ্ট্রের বিনাশ হইতেছে  
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “যে,  
“হে, দ্বিজগণ! আমার রাজ্যে রুষ্টি হইতেছে  
না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?”  
তখন ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, “এই পৃথিবী

পরিবেশ্তা তম্, ইত্যুক্তঃ সপনন্তান্ অপৃচ্ছৎ, কিং  
ময়া বিধেমিতি। তে তন্মুচুঃ—যবং দেবা-  
পির্ন পত্নাদিভির্দৌষৈরভিভূষ্যতে তবং তস্তাইং  
রাজ্যং তদনমেতেন তস্মৈ দীর্যতাম্, ইত্যুক্তে  
তস্ত মন্ত্রিপ্রবরেষ অশ্বসারিণা উদ্রারণে তপস্থিনে  
বেদবাদবিরোধবক্তারঃ প্রয়োজিতাঃ ॥ ৭

তৈরিপি অতিঝঙ্কমতে, হীপাতপুত্রস্ত বুদ্ধি-  
র্বেদবিরোধমার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত ॥ ৮

রাজা ৫ শান্তনুর্দ্বিজবচনোৎপন্নপরিবেদন-  
শোকন্তান্ ব্রাহ্মণান্ অগ্রণীকৃত্য অগ্রজরাজ্য-  
প্রদানায় অরণ্যং জগাম। তদাত্রমমুপগতাশ্চ  
তমবনীপতিপুত্রং দেবাপিমুপতমুঃ। তে ব্রাহ্মণা  
বেদবাদানুবন্ধানি বচাসি রাজ্যমগ্রজেন কর্তব্য-  
মিত্যর্থবস্তি তন্মুচুঃ। অসাবপি বেদবাদ-

আপনার অগ্রজের, অথচ আপনি ইহার ভোগ  
করিতেছেন, সুতরাং আপান পরিবেশ্তা, এই  
দোষেই অনারুষ্টি হইয়াছে। অনন্তর, ‘আমার  
কি কর্তব্য’ পুনর্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে  
ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, ‘আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা  
দেবাপি যতদিন পর্যন্ত পাতিভ্য-জনক কোন  
দোষাচরণ না করেন, ততদিন এই রাজ্য তাঁহা-  
রই প্রাপ্য, সুতরাং তাঁহার প্রাপ্য রাজ্য তাঁহাকে  
প্রদান করুন। ইহাতে আপনার প্রয়োজন  
কি?’ ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর শান্ত-  
নুর মন্ত্রী অশ্বসারী, বন মধ্যে স্থিত দেবাপির  
নিকট বেদবাদ-বিরোধ-বক্তৃগণকে প্রেরণ করি-  
লেন। সেই বেদবাদবিরুদ্ধবক্তৃগণও অতি  
সরলমতি রাজপুত্র দেবাপির বুদ্ধিকে বেদবিরুদ্ধ-  
মার্গানুসারিণী করিল। ঐদিকে রাজা শান্তনু  
ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অতিশয় পরিবেদন-শোকা-  
বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করত অগ্র-  
জকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্ত বনে  
গমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ, বনে  
রাজপুত্র দেবাপির নিকট উপস্থিত হইয়া ‘অগ্র-  
জেরই রাজ্য করা কর্তব্য’ এই প্রকার নানাবিধ  
বেদবাদ-সম্বত অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ  
করিলেন। তখন দেবাপিও যুক্তিযুক্ত ও

বিরোধিবুদ্ধিবিভমনেক-প্রকারে ডানহ । ততস্ত  
ব্রাহ্মণাঃ শান্তনুচ্চুঃ, আগচ্ছ' ভো রাজন্  
অলমব্রাতিনির্বন্ধেন, প্রশান্ত এবাসাবনারুষ্টি-  
দোষঃ পতিতোহয়মনাদিকাল-মহিতবেদ-বচন-  
দৃষণোচ্চারণাং । পতিতে চ অগ্রজে নৈব পরি-  
বেদ্যং ভবতি ইত্যুক্তঃ শান্তনুঃ স্বপুৰমাগতা  
রাজ্যমকরোং । বেদবাদবিরোধিবচনোচ্চারণ-  
দৃষিতে চ জ্যেষ্ঠেহস্মিন্ ভ্রাতরি দেবাপাৰ্থিল-  
শস্ত্রনিপত্তয়ে ববৰ্ষ ভগবান পর্জ্জগতঃ । বাহ্লী-  
কস্ত্র সোমদন্তঃ পুত্রোহভূতঃ ॥ ৯

সোমদন্তস্তাপি ভূরি-ভূরিপ্রবংশলসংগ্রাহয়ঃ  
পুত্রাঃ । শান্তনোরপ্যমরনদ্যাং গঙ্গায়ামুদার-  
কীন্তিরশেষশাস্ত্রার্থবিদ্ ভীষ্মাঃ পুত্রোহভূতঃ । সত্য-  
বত্যাঞ্চ চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবাহ্যৌ পুলাবজনয়ং  
শান্তনুঃ । চিত্রাঙ্গদস্ত বাল এব চিত্রাঙ্গদেন  
গন্ধর্বেণাহবে বিনিহৃতঃ । বিচিত্রবাহ্যোহপি  
কাশিরাজতনয়ে অঙ্গিকাহালিকে উপধমে । তত্-

বেদবাদবিরুদ্ধ অনেক প্রকার বাক্য বলিতে  
লাগিলেন । অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজা শান্তনুকে  
কহিলেন, “হে রাজন্ ! এই বিষয়ে অতি  
নির্ভর্যে প্রয়োজন নাই, আপনি আগমন করুন ।  
এই ব্যক্তি অনাদিকালপূজিত বেদবাক্যের  
বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করতে পতিত হইয়াছেন,  
সুতরাং অগ্রজ পতিত হইলে কনিষ্ঠ আর  
পরিবেত্তা হয় না ।” এইরূপে উক্ত হইয়া  
রাজা শান্তনু, নিজপুরে আগমন করত পুনর্বার  
রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপ  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধবাক্যোচ্চারণ  
করিয়া দূষিত হইলে, পর অখিলশস্ত্র নিপাতি  
জগত্ দেবতা গুপ্তি করিলেন । বাহ্লীকের পুত্র  
সোমদন্ত ও সোমদন্তের তিন পুত্র ; ভূরি,  
ভূরিপ্রবঃ ও শল । শান্তনুর, অমরনদী গঙ্গার  
গর্ভে উদার-কীর্তি ও অশেষ-শাস্ত্রার্থবিৎ ভীষ্ম  
নামে এক পুত্র হয় । সত্যবতী নামী আর এক  
পত্নীর গর্ভে শান্তনু, বিচিত্রবাহ্য ও চিত্রাঙ্গদ  
নামে আরও দুইটা পুত্র উৎপাদন করেন ।  
চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব

পভোগাদিখেদাচ্চ যক্ষ্মণা গৃহীতঃ পঞ্চতমগমঃ ।  
সত্যবতীনৈরোগাচ্চ মংপুত্রঃ কৃষ্ণবৈশ্যনো  
মাতুর্কচনমনতিক্রমণীয়মিতি বিচিত্রবাহ্যক্ষেত্রে  
হুতরাষ্ট্রপাণ্ডু, তৎপ্রহিত-ভূজিয়ায়াঞ্চ বিহর-  
মুংপাদয়ামাস ॥ ১০

হুতরাষ্ট্রোহপি দুর্ঘোধন-দুঃশাসনাদি প্রধানং  
পুল্লশতং ( গান্ধার্য্যাম্ ) উৎপাদয়ামাস । পাণ্ডো-  
রপ্যরণ্যে মৃগশাপোপহতপ্রজননসামর্থ্যচ্চ ধর্ম্ম-  
বায়ুশক্রেযুধিষ্ঠিরভীমসেনাঅর্জুনঃ কৃত্য্যং, নকুল-  
সহদেবৌ চ অগ্নিত্যাং মাদ্যাং পঞ্চ  
পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ । তেষাং দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ-  
পুত্রা বভূবুঃ । যুধিষ্ঠিরাং প্রতিবিক্রাঃ, ভীম-  
সেনাং সুতসোমঃ, ঞ্জতকীর্তিবর্জ্জুনঃ, শত-  
নীকো নকুলঃ, ঞ্জতকশ্চ, সহদেবঃ । অপরে  
চ পাণ্ডবানামায়জ্ঞাঃ । তদ্ব্যথা, যোধেয়ী যুধি-

কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন । বিচিত্রবাহ্য কাশীরাজের  
কন্যা অঙ্গিকা অঙ্গালিকাকে বিবাহ করেন । কিন্তু  
ঐ কন্যাদ্বয়ের অতিশয় উপভোগ বশত খনি  
হইয়াই অকালে যক্ষ্মা রোগে প্রাণপন্নিভা  
করেন । অনন্তর, সত্যবতীর নিরোগানুসারে  
মংপুত্র কৃষ্ণবৈশ্যন, “মাতার বাক্য অনতিক্রম-  
ণীয়” এই বলিয়া বিচিত্রবাহ্যের ক্ষেত্রে হুতরাষ্ট্র  
ও পাণ্ডকে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবাহ্যের  
পত্নী-প্রেরিত দাসীর গর্ভে বৈদুরকে উৎপাদন  
করেন । ১—১০ । হুতরাষ্ট্র ( গান্ধারীর গর্ভে )  
দুর্ঘোধন-দুঃশাসনাদি-প্রধান এক শত পুত্র  
উৎপাদন করেন । পাণ্ডু অরণ্যে মৃগশাপ-  
প্রভাবে জনন-সামর্থ্যহীন হন, এই কারণে  
তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র,  
যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে তিন  
পুত্র উৎপাদন করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও  
তৎপত্নী মাদীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎ-  
পাদন করেন । এই যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডুপুত্র-  
গণের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটা পুত্র উৎপন্ন  
হয় । তদ্ব্যযো যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিক্রা, ভীম-  
সেনার পুত্র সুতসোম, অর্জুনের পুত্র ঞ্জতকীর্তি,  
নকুলের পুত্র শতনীক ও সহদেবের পুত্র ঞ্জত-

ঈরাং দেবকং পুত্রমবাপ । হিড়িম্বা ষটৌৎকচং  
ভীমসেনাং পুত্রমবাপ । কালী চ ভীমসেনা-  
দেব সর্ষত্রগং পুত্রমবাপ । সহদেবাচ্চ বিজয়া  
সুহোত্রং নাম পুত্রং প্রাপ্তবতী । করগুমত্যাঞ্চ  
নকুলোহপি নিরমিত্রমজীজনং ৷ ১০ অর  
পুল্পপ্যাং নাগকজাগিরাবান্ নাম পুত্রোহভূৎ ।  
মণিপুরপতিপুত্রোঞ্চ পুল্লিকাধর্ষেণ বক্রবাহনং  
নাম পুত্রমজীজনং ৷ ১১

সুতদ্বারাকার্ত্তকহুংপি যোহসাবতিবলপর-  
ক্রমসমস্তারতিরথবিজ্ঞেতা । দোহতিমহ্যর-  
জায়ত । অভিমহ্যোব্রুস্তরাগং পরিক্রীণেযু  
কৃষ্ণপঞ্চামপ্রাক্তরপাক্ষেণ গর্ত্তেব ভয়ীকৃতো  
ভগবতঃ সকলহুয়াহুংবন্দিতচরণমুগলম্বাশ্বেচ্ছা-  
করণমানুধরুপধারিণোহনুভাবাং পুনজীবিত-  
মবাপ্য পরিক্রিঃ জজ্ঞে ৷ ১২

কহ্মা । পাণ্ডবগণের অরও অনেক পুত্র ছিল,  
যথা,—যৌবেয়া যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দেবক নামে  
পুত্র লাভ করেন, ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বা,  
ষটৌৎকচ নামে পুত্র এবং কালী সর্ষত্রগ নামে  
পুত্র লাভ করেন । বিজয়া সহদেবের ঔরসে  
সুহোত্র নামে এক পুত্র লাভ করেন । নকুল  
করগুমতীর গর্ত্তে নিরমিত্র নামক এক পুত্র  
উৎপন্ন করিয়াছিলেন । অর্জুনেরও নাগকজা  
উলুপীর গর্ত্তে ইরাবান নামে এক পুত্র  
হয় এবং পুল্লিকা-ধর্ম্মানুসারে অর্জুনের মণি-  
পুরাধিপতির কজাতে বক্রবাহন নামক আর  
এক পুত্র উৎপাদন করেন । যিনি, বালক  
হইয়াও অতিবলপরক্রমশালী শত্রুপক্ষ  
সকলেরও বিজয়কারী, সেই অতিমহ্য অর্জুনের  
ঔরসে ও সুভদ্রার গর্ত্তে জয়গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । কুরুকুল পরিক্রীণ হইলে অঞ্চখামা  
যশস্বন্ত ব্রহ্মান্ন দ্বারা অভিমহ্যসমুৎ উত্তরার  
গর্ত্তকে ভয়ীভূত করেন ; কিন্তু পরে সকল-  
হুয়াহুংবন্দিত-চরণ-মুগল এবং আশ্বেচ্ছা-  
প্রযুক্তই মারামহ্যরুপধারী ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণের  
প্রভাবে সেই গর্ত্তেই পুনজীবন লাভ করিয়া  
পরিক্রিঃ জয়গ্রহণ করিয়াছেন । এই পরিক্রিঃ

যোহয়ং সাম্প্রতমেভ্যুৎপন্নমখণ্ডিতমভি-  
ধর্ষেণ পালয়তি ৷ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঃশে  
বিশেষোধ্যায়ঃ ৷ ২০ ৷

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কৌরু-  
য়িষ্যে । যোহয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ তস্তাপি  
জনমেজয়-ঋতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাঃ পুত্রা-  
শ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি ৷ ১

তস্তাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি । যোহসৌ  
যাজ্ঞবল্ক্যঃ বেদমধীত্য রূপাদস্ত্রাণাবাপ্য বিষয়-  
বিরক্তচিত্তবৃত্তিঃ শৌনকোপদেশাদাস্ত্রবিজ্ঞান-  
প্রবণঃ পরং নির্যাপ্যাম্যতি ৷ ২

শতানীকাদগমেধদন্তো ভবিতা, তস্মাদপ্যধি-  
পরবর্ত্তিকালেও শুভময় এই অখিল ভূমণ্ডল  
সম্প্রতি ধর্ম্মের সহিত শাসন করিতে-  
ছেন । ১১—১৩ ।

চতুর্থঃশে বিশ্ণু অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ২০ ৷

একবিংশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—ইহার পরে আমি  
ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর ।  
যিনি এইক্ষণে রাজা, তাঁহার চারি জন পুত্র  
হইবে ; জনমেজয়, ঋতসেন, উগ্রসেন ও  
ভীমসেন । জনমেজয়ের শতানীক নামে এক  
পুত্র হইবে । ঐ শতানীক, যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে  
বেদ-অধ্যয়ন ও রূপের নিকট শস্ত্রবিদ্যা লাভ  
করিয়া পরে বিষয়সমূহে বিরক্তভেতা হইবেন  
এবং পরে শৌনকের উপদেশে আত্মজ্ঞান  
লাভ করিয়া, পরম নির্বীণমুক্তি লাভ করিবেন ।  
শতানীকের অগমেধদন্ত নামে এক পুত্র হইবে ।

সৌমরুক্ষঃ, অধিসৌমরুক্ষাং নিচক্ষুঃ যো  
গঙ্গাপ্রসূতে হস্তিনাপুরে কৌশাধ্যাৎ  
নিবংশতি । তস্তাপুত্রঃ পুত্রো ভবিতা ।

ততঃ শুচিরথঃ, তস্যাং  
রুক্মিমান, ততঃ সুবেণঃ, তস্মাদপি সুনীথঃ,  
সুনীথাদৃচঃ, ততো নৃচক্ষুঃ, তস্তাপি সুখাবলঃ,  
তস্যাং পরিপ্রবঃ, ততঃ সুনয়ঃ, ততো মেধাবী,  
মেধাবিনো নৃপঞ্জয়ঃ, ততো মূহু, তস্যাং তিথ্যঃ,  
তিথ্যঃ বৃহদ্রথঃ, তস্যাং বহুদানঃ, ততোহপ্যপরাঃ  
শতানীকঃ ॥ ৩

তস্মাচ্চ উদয়নঃ, উদয়নাদহীনয়ঃ ততঃ  
খণ্ডপাণিঃ, ততো নিরমিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষেমকঃ ।  
তল্লায় শ্লোকঃ ।

ব্রহ্মকলস্ত যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসংকৃতঃ ।  
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সসংস্থ্যং প্রাপ্যতে কলো

ইতি ত্রী বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে

একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তংপুত্র অধিসৌমরুক্ষঃ, অধিসৌমরুক্ষের নিচক্ষুঃ  
নামে এক পুত্র হইবে । এই নিচক্ষুই গঙ্গা  
কর্তৃক হস্তিনাপুরে অপস্রুত হইলে, কৌশাধ্যাতে  
আসিয়া বাস করিবেন । তাঁহার উক্স নামে এক  
পুত্র হইবে । উক্সের পুত্র চিত্ররথ, তংপুত্র শুচি-  
রথ, তংপুত্র রুক্মিমান, তংপুত্র সুবেণ, তংপুত্র  
সুনীথ, সুনীথের পুত্র পচ, তংপুত্র নৃচক্ষুঃ,  
সুখাবল, তংপুত্র পরিপ্রব, তংপুত্র সুনয়, তং-  
পুত্র মেধাবী, মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, তংপুত্র  
মূহু, তংপুত্র তিথ্য, তিথ্যের পুত্র বৃহদ্রথ, তংপুত্র  
বহুদান, তংপুত্র শতানীক ; সুতরাং এই শতা-  
নীক জনমেজয়ের পুত্র শতানীক হইতে স্বতন্ত্র ।  
তংপুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনয়, তংপুত্র  
খণ্ডপাণি, তংপুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের ক্ষেমক  
নামে এক পুত্র হইবেন । এই ক্ষেমকসমক্ষে  
একটা শ্লোক আছে ; যথা—“ব্রাহ্মণ ও কৃত্রিয়-  
গণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বংশকে অনেক  
রাজর্ষিগণ জন্মগ্রহণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন,

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ

পরশর উবাচ ।

অতঃক্কাবো ভবিষ্যাঃ পার্থিবাঃ কথ্যস্তে ।

বৃহদ্বলস্ত পুত্রো বৃহংক্ষণঃ ॥ ১

তস্মাদ্ গুরুক্ষেপঃ ততো বংসঃ, বংসাং  
বংসব্যুৎ, ততঃ প্রভিব্যোমঃ, তস্তাপি দিবাকরঃ  
তস্যাং সহদেবঃ ॥ ২

ততো বৃহদধঃ, তংসুভূভানুরথঃ, তস্তাপি  
সুপ্রতীকঃ, ততো মরুদেবঃ, মরুদেবাং সুনক্ষত্রঃ  
তস্যাং কিন্নরঃ, কিন্নরাদন্তরিক্ষঃ, তস্যাং সুবর্ণঃ  
ততঃ অমিত্রজিৎ, ততঃ বৃহদ্রাজঃ, তস্তাপি  
ধর্ম্মা, ধর্ম্মিণঃ কৃতঞ্জয়ঃ, কৃতঞ্জয়াদরণঞ্জয়ঃ, রণঞ্জয়াং  
সঞ্জয়ঃ, তস্যাং শাক্যঃ, শাক্যং ক্রুদ্ধোদনঃ,  
তস্যাং রাতুলঃ, ততঃ প্রেসেনজিৎ, ততঃ স্কুদ্রকঃ  
ততঃ কুণ্ডকঃ, তস্মাদপি হুরথঃ, ততঃ হুমি

সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক নামক রাজাকে  
প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাভ করিবে” ॥ ১—৪ ॥

চতুর্থাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অতঃপর ইক্ষাকু  
বংশীয় ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব । বৃহ-  
দ্বলের বৃহংক্ষণ নামে এক পুত্র হইবে । তংপুত্র  
গুরুক্ষেপ তংপুত্র বংস, বংসের পুত্র বংসব্যুৎ,  
তংপুত্র প্রভিব্যোম, তংপুত্র দিবাকর, তংপুত্র  
সহদেব । তংপুত্র বৃহদধঃ, তংপুত্র ভানুরথ  
তংপুত্র সুপ্রতীক, তংপুত্র মরুদেব, মরুদেবের  
পুত্র সুনক্ষত্র, তংপুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র  
অন্তরিক্ষ, তংপুত্র সুবর্ণ, তংপুত্র অমিত্রজিৎ,  
তংপুত্র বৃহদ্রাজ, তংপুত্র ধর্ম্মা, ধর্ম্মার  
পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের  
পুত্র সঞ্জয়; তংপুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র ক্রুদ্ধো-  
দন, তংপুত্র রাতুল, তংপুত্র প্রেসেনজিৎ  
তংপুত্র স্কুদ্রক, তংপুত্র কুণ্ডক, তংপুত্র হুরথ,  
তংপুত্র অগ্র হুমিত্র; এই ইহারাই ইক্ষাকু-

বাহুঃ হস্তোতে চেত্কাবো কুদ্বল্যধরঃ ।  
হস্তবংশপ্রোক্ষঃ ।

চন্দ্রকুমারঃ কশঃ সূমিত্রস্তো ভবিষ্যতি ।  
কৃতন্তঃ প্রাপ্য রাজানঃ সদংহা প্রাপ্পতে কলৌ ॥

ইতি ত্রীবিংশপুরাণে চতুর্বেংশে  
দ্ব্যবিশোংখ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

অষ্টাদশোঃ পঞ্চঃ ।

পরাশর উবাচ ।

বানবানা বার্তনবানা অকিয়ণমহুফবঃ  
কথং ॥ ১

কন দি কশে মহাশয়া অরাসকপ্রধানা  
কক্ক ॥

কল্পসকহুতাং সহসেবাং সোমাপি, তস্যাং  
কত্বান, তস্মাপিযুতাং, ততঃ নিরমিত্ত, ততঃ  
কক্কতস্মাপি কহংকরা, ততঃ সেনজিৎ,  
কক্কতস্মাপি, ততঃ বিপ্র, ততঃ পুত্রঃ  
পুত্রমঃ ভবিষ্যতি । তস্মাপি কেম্যঃ ততঃ

কক্কীয় বহুধনের সন্ততি কুপতিষ্য ইবেন ।  
এই বংশ মগন্ধে একটা প্রোক আছে : কলা—  
এই প্রেমিত ইক্ষাৎবংশ সূমিত্র পথ্যতই : কাল  
ইক্ষাকুল সূমিত্র নামক রাজাকে পাইয়া  
কক্কুর সমাপ্তি লাভ করিব ॥ ১—৩ ॥

চতুর্বিংশে দ্ব্যবিশং অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—ভবিষ্য নামক বারহুধ  
বৃশভিরের অস্ত্রান বহিঃতচ্ছ, প্রকণ কর ।  
এই কশে অরাসক প্রভৃতি নৃপতিষ্যই প্রধান  
জিহ্মঃ অরাসকপুত্র সহসেবের সোমাপি  
নামে এক পুত্র হইবে । তংপুত্রঃ কত্বান,  
তংপুত্রঃ অযুতায়ুঃ, তংপুত্রঃ নিরমিত্ত, তংপুত্রঃ  
কক্ক, তংপুত্রঃ কহংকরা, তংপুত্রঃ সেনজিৎ,  
তংপুত্রঃ কক্কতস্মাপি, তংপুত্রঃ বিপ্র, বিপ্রের ভটি-  
কম এক পুত্র হইবে । ভটিয় পুত্র কেম্য,

হুত্রজঃ বশাঃ, ততঃ হুত্রমঃ, ততো দৃঢ়সেন,  
ততঃ হুত্রতি, ততঃ হুত্রমঃ, ততঃ হুনীতো  
ভবিষ্যতি । ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিধ-  
জিৎ, তস্মাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বারহু-  
ধবা কুপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥ ৩

ইতি ত্রীবিংশপুরাণে চতুর্বেংশে  
দ্ব্যবিশোংখ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোংখ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

বেহুজঃ রিপুঞ্জয়ো নাম বারহুধোংখ্যঃ,  
ততঃ হুনীকো নামাভ্যাতো ভবিষ্যতি ॥ ১

মচেনঃ ধামিনঃ হুয়া ষপুত্রঃ প্রযোক্ত-  
নামানমভিষেক্যতি । তস্মাপি পালকনামা পুত্রো  
ভবিষ্যতি । ততঃ বিশাৎবংশঃ, তংপুত্রো জনকঃ,  
ততঃ চন্দ্রবর্ধনঃ ইত্যেতে অষ্টত্রিংশহস্তরম-  
শতং পঞ্চপ্রযোতাঃ পৃথিবীং ভোজ্যন্তি ॥ ২

তংপুত্রঃ হুত্রমঃ, তংপুত্রঃ বশাঃ, তংপুত্রঃ হুত্রমঃ,  
তংপুত্রঃ দৃঢ়সেনঃ, তংপুত্রঃ হুত্রতি, তংপুত্রঃ হুনীকো,  
হুত্রমের হুনীতি নামে এক পুত্র হইবে । তং-  
পুত্রঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্রঃ বিধজিৎ, তং-  
পুত্রঃ রিপুঞ্জয় । এই বারহুধ কুপতিষ্য এক  
সহস্রবৎসর পথ্যত বর্তমান থাকিবেন ॥ ১—৩ ॥

চতুর্বিংশে দ্ব্যবিশং অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—বারহুধবংশীয় বে  
রিপুঞ্জয় নামে শেষ রাজা, তাঁহার হুনিক নামে  
এক অমাত্য হইবে । ঐ অমাত্য, স্বামী রিপু-  
ঞ্জয়কে সত্য্য করিয়া প্রযোক্তানামা স্বকীয় পুত্রকে  
রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে । প্রযোক্তার পালক-  
নামা এক পুত্র হইবে । তংপুত্রঃ বিশাৎবংশঃ,  
তংপুত্রঃ জনকঃ, তংপুত্রঃ চন্দ্রবর্ধনঃ, প্রযোক্ত-  
বংশীয় এই পাঁচ জন নৃপতি একসম অষ্ট-  
ত্রিংশঃ বর্ষ পথ্যত পৃথিবী ভোজ্য করিব ।



ততঃ শিশুনাগঃ, তংপুত্রঃ কাকবর্ণো  
ভবিতা। তংপুত্রঃ ক্ষেমবর্ণা, তস্তাপি ক্ষত্রোজাঃ,  
তংপুত্রো বিরসারঃ, ততঃগজাতশক্রঃ, তস্তাচ্চ  
দৰ্ভকঃ, দৰ্ভকোচ্চৈদয়াধঃ, তস্তাদপি নন্দিবৰ্দ্ধনঃ,  
ততো মহানন্দী, ইতোতে শিশুনাগা দশ  
ভূমিপালান্ধ্রীণি বর্ষশতানি দ্বিষ্টাবিকানি  
ভবিষ্যন্তি ॥ ৩

মহানন্দিহুতঃ শূদ্রাগর্ভজাতোহতিশুকো মহা-  
পদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোহখিলকৃতাতকারী  
ভবিতা ॥ ৪

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালঃ ভবিষ্যন্তি  
স চৈকচ্ছত্রমভুজ্জিতশাসনো মহাপতঃ পৃথিবীঃ  
ভোক্তাতি ॥ ৫

তস্তাপ্যষ্টৌ হুতাঃ হুমাত্যাদ্য ভূবিত্বাৎ  
তস্ত চ মহাপরম্ভাহু পৃথিবীং ভোক্তান্তি।  
মহাপদ্মঃ, তংপুত্রাঃ একং বর্ষশতমবনাপত্যে  
ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান নন্দান কোটিল্যে  
ব্রাহ্মণঃ সমুত্তরিয়ান্তি ॥ ৬

নন্দিবৰ্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ  
নামে এক পুত্র হইবে। তংপুত্র ক্ষেমদণ্ডাঃ  
তংপুত্র ক্ষত্রোজাঃ, তংপুত্র বিরসারঃ, তংপুত্র  
অজাতশক্রঃ, তংপুত্র দৰ্ভকঃ, দৰ্ভকের পুত্র  
উদয়াধঃ, তংপুত্র নন্দিবৰ্দ্ধনঃ, তংপুত্র মহানন্দী।  
এই শিশুনাগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন  
শত বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বর্তমান থাকিবে।  
মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলাভী মহাপদ্ম-  
নন্দনামা এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয়  
পরশুরামের জায় অখিল ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ  
করিবে। সেই কাল হইতে শূদ্রগণ ভূমিপাল  
হইবে। সেই মহাপদ্ম, অনুল্লঙ্ঘিত শাসনে  
একচ্ছত্রা পৃথিবীর ভোগ করিবে। মহাপদ্মের  
হুমাত্য প্রভৃতি, আটজন পুত্র হইবে এবং  
তাহারা মহাপদ্মের মরণান্তে পৃথিবী ভোগ  
করিবে। মহাপদ্ম ও তংপুত্রগণের রাজ্য-ভোগ-  
কাল একশত বৎসর। কোটিল্যপ্রধান একজন  
ব্রাহ্মণ (চাণক্য) এই নয় জন নন্দবংশীয়কেই  
উচ্ছেদ করিবেন। নন্দবংশীয়গণের উচ্ছেদের

তোষামভবে মোর্ধ্যাং পৃথিবীং ভোক্তান্তি।  
কোটিল্য এন চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেভিষেক্যতি ॥ ৭

তস্তাপি পুত্রো বিহুসারো ভবিষ্যতি।  
তস্তাপি অশোকবৰ্দ্ধনঃ, ততঃ সুযশাঃ, ততো  
দশরথঃ, ততঃ সঙ্গতঃ, ততঃ শালিগুপ্তঃ, তস্তাঃ  
সোমশম্ভা, তস্তাঃ শতধরা, তস্তাপ্যহুগুহুধ-  
নামা ভবিতা। এব মোর্ধ্যা দশ ভূপত্যো  
ভবিষ্যন্তি অনন্ততঃ সপ্তত্রিংশহুতরম্। তেব-  
মন্তে পৃথিবীং শুভ্রাঃ ভোক্তান্তি ॥ ৮

ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনঃ  
রাজ্যং করিয়ান্তি ॥ ৯

অস্তায়জোঃগ্নিমিত্রঃ, তস্তাঃ সুজ্যোষ্ঠঃ, ততো  
বহুমিত্রঃ, তস্তাদ্যাদ্যদকাঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ  
ততো ষোষবহুঃ, তস্তাদপি বজ্রমিত্রঃ, ত-  
ভগ্নবতঃ ॥ ১০

তস্তাঃ দেবভূতিঃ, ইতোতে দশ শুভ্রাঃ দশ-  
শোভনঃ বর্ষশতং পৃথিবীং ভোক্তান্তি। ত-  
করনেবা ভূত্যাগতি ॥ ১১

পর, মোর্ধ্যা শূদ্ররাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে  
কোটিল্যই মোর্ধ্যা-বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে  
অভিষিক্ত করিবেন। চন্দ্রগুপ্তের বিন্দুসার  
নামে এক পুত্র হইবে। তংপুত্র অশোক  
বৰ্দ্ধনঃ, তংপুত্রঃ সুযশাঃ, তংপুত্রঃ দশরথঃ,  
তংপুত্রঃ সঙ্গতঃ, তংপুত্রঃ শালিগুপ্তঃ, তংপুত্রঃ  
সোমশম্ভা, তংপুত্রঃ শতধরা, শতধরার পুত্র-  
নামা পুত্র, এই দশ জন মোর্ধ্যা-বংশীয় ভূপতি  
হইবে, যথাসম্ভব এক শত সায়ত্রিশ বৎসর কাল  
রাজত্ব করিবে। তংপুত্রঃ শুভ্রবংশীয় রাজগণ  
পৃথিবী ভোগ করিবে। অনন্তর, সেনাপতি পুষ্প-  
মিত্রে স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজ্য করিবে। এই  
পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রঃ, তংপুত্রঃ সুজ্যোষ্ঠঃ,  
তংপুত্রঃ বহুমিত্রঃ, তংপুত্রঃ আদিকঃ, তংপুত্রঃ পুলি-  
ন্দকঃ, তংপুত্রঃ ষোষবহুঃ, তংপুত্রঃ বজ্রমিত্রঃ, ত-  
পুত্রঃ ভগ্নবতঃ। তংপুত্রঃ দেবভূতিঃ। এই শুভ্র-  
বংশীয় দশ জন ভূপতি একশত বার বৎসর যথ-  
সম্ভব রাজ্য ভোগ করিবেন। ১২-১১। অনন্তর এই  
পৃথিবী করবংশীয় নৃপতিগণকে আগ্রয় করিবে।

দেবভূতিস্ত গুপ্তরাজানং ব্যাসনিং, তত্রৈ-  
বামাত্যঃ কথো বহুদেনামা নিপাত্য স্বয়মবনীং  
ভোক্তা । তংপুত্রো ভূমিমিত্রঃ, তস্তাপি নারায়ণঃ,  
নারায়ণস্ত হুশশ্মা, এতে কাশ্যস্নাতক-  
চরিত্রিশদর্শাগি ভূপত্যো ভবিষ্যন্তি । হুশশ্মাণং  
কশ্যক ভূত্যো বলাং শিপ্রকনামা । হস্তা অন্ধ-  
জাতীয়ো বহুধাং ভোক্ষ্যতি । ততঃ কনকনামা  
তদুজাতা ভূপতিভাবী । তস্ত্রী শ্রীশাস্তকর্ণিঃ,  
তস্ত্রাপি পূর্ণোৎসঙ্গঃ, তংপুত্রো শাতকর্ণিঃ,  
তস্মাচ্চ লসোদরঃ, তস্মাৎ দ্বিবিলকঃ, ততো মেঘ-  
শক্তিঃ, ততঃ পট্টমান, ততঃ অষ্টিকশ্মা, ততো  
হালঃ, হালাং পত্তলকঃ, ততঃ প্রবিল্লসেনঃ, ততঃ  
হৃন্দরঃ শাতকর্ণা, তস্মাৎ চাকরঃ শাতকর্ণী ॥ ১২

ততঃ শিবশক্তিঃ, ততঃ গোমতীপুত্রঃ,  
তংপুত্রঃ পুলিমান, তস্ত্রাপি শাতকর্ণী শিবশ্রীঃ,  
ততঃ শিবস্ককঃ, ততো যজ্ঞশ্রীঃ, ততো বিজয়ঃ,  
ততঃ চন্দ্রশ্রীঃ, তস্ত্রাপি পুলোমাচিঃ, এবমেতে

দেবভূতিনামা কশ্যবংশীয় একজন গুপ্তরাজ-  
বংশের অমাত্য, ব্যাসনাসক্ত গুপ্তবংশীয়  
রাজা-এ হনন করিয়া নিজেই পৃথিবী ভোগ  
করিবে । দেবভূতির পুত্র ভূমিমিত্র, তংপুত্র  
নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র হুশশ্মা । কশ্যবংশীয়  
এই চারিজন ভূপতি পরতঃপর বংশের কাল  
যথাসম্ভব রাজ্য করিবে । অজ্ঞজাতীয় শিপ্রক-  
নামা এক জন ভূত, কশ্যবংশীয় হুশশ্মাকে নিহত  
করিয়া রাজা হইবে । তাহার পুত্র শিপ্রকের  
ভ্রাতা কশ্য নামক একজন রাজা হইবে ।  
কশ্যের পুত্র শ্রীশাস্তকর্ণিঃ, তংপুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ,  
তংপুত্র শাতকর্ণিঃ, তংপুত্র লসোদর, তংপুত্র  
দ্বিবিলক, তংপুত্র মেঘশক্তি, তংপুত্র পট্টমান,  
তংপুত্র অষ্টিকশ্মা, তংপুত্র হাল, হালের পুত্র  
পত্তলক, তংপুত্র প্রবিল্লসেন, তংপুত্র হৃন্দর  
শাতকর্ণী, তংপুত্র চাকর শাতকর্ণী, তংপুত্র  
শিবশক্তি, তংপুত্র গোমতীপুত্র, তংপুত্র পুলি-  
মান, তংপুত্র শাতকর্ণী শিবশ্রী, তংপুত্র শিব-  
স্কক, তংপুত্র যজ্ঞশ্রী, তংপুত্র বিজয়, তংপুত্র  
চন্দ্রশ্রী, তংপুত্র পুলোমাচি । এই অজ্ঞজাতীয়

ত্রিংশং, চতুর্দশজনানি ষট্‌পঞ্চাশদধিকানি  
পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি অজ্ঞভূত্যাঃ । সম্ভ্রান্তীরা  
দশগদভিলাঃ ভূভুজো ভবিষ্যন্তি ॥ ১৩

ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ ।  
ততঃ অষ্টৌ যবনাঃ চতুর্দশ তুখারাঃ, মুণ্ডা-  
ত্রয়োদশ, একাদশ মৌনাঃ, এতে পৃথিবী ত্রয়ো-  
দশ বর্ষশতানি নবনবতাদিকানি ভোক্ষ্যন্তি ॥ ১৪

ততঃ পৌরা একাদশ ভূপত্যেঃ পুত্রশতানি  
ত্রীণি মতীং ভোক্ষ্যন্তি ॥ ১৫

তৎপুত্রঃ কৈলিকিলা যবনা ভূপত্যো ভবি-  
ষ্যন্তি । মুদ্রাভিযুক্তস্তেযাং বিদ্যশক্তিঃ ॥ ১৬

ততঃ পুরঞ্জয়ঃ, ততো রামচন্দ্রঃ, তস্মাৎ  
বশ্যঃ, বশ্যঃ বরাস্তঃ, কৃতনন্দনঃ, সুমিনন্দিঃ,  
নন্দিয়াশঃ শিশকপ্রবরী চ এতে বর্ষশতং  
ষড়বর্ষাণি ভবিষ্যন্তি । ততঃ পুত্রায়ৈ-

ভূত-বংশীয় ত্রিশ জন ভূপতি যথাসম্ভব  
চারিশত ছাপায় বংশের পঞ্চাশ পৃথিবী ভোগ  
করিবে । তাপরে সাত জন আভীর ও দশ  
জন গর্দভিল রাজা হইবে । অনন্তর মোল  
জন শকবংশীয় রাজা হইবে । তাপরে  
আট জন যবন রাজা হইবে । তাপরে চতু-  
র্দশ তুখার, তাপরে ত্রয়োদশ মুণ্ড ও এক-  
দশ মৌনগণ যথাক্রমে একহাজার তিন শত  
নিরানবাই বংশের কাল রাজ্য করিবে । অন-  
ন্তর পৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিন শত  
বংশের কাল রাজ্য করিবে । পরে তাহার  
বিনষ্ট হইলে কৈলিকিল নামে যবনগণ রাজা  
হইবে । বিদ্যশক্তি তাহাদের মুখ্য রাজা ।  
বিদ্যশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, তাপরে রামচন্দ্র,  
তংপুত্র বশ্য, বশ্য হইতে বরাস্ত, কৃতনন্দন,  
সুমিনন্দি, নন্দিয়াশঃ ও শিশকপ্রবরী তাপরে  
হইবে । ইহারা যথাসম্ভব এক শত ছয় বংশের  
কাল রাজ্য করিবে । অনন্তর, ইহাদের ত্রয়ো-  
দশ জন পুত্র, পরে বাহলীকবংশীয় তিন জন  
অনন্তর পুত্রমিত্র, পট্টমিত্র ও সুমিত্র ( পট্ট-  
মিত্র ) আদি ত্রয়োদশ জন ও মেকলদেশজাত  
সাত জন ও নয় জন কোশলাপুরীতে যথাক্রমে

দশৈব, বাল্লীকাশ্চ ত্রয়ঃ, ততঃ পুষ্পমিত্র-  
পটুমিত্র-পহমিত্রাঃ ত্রয়োদশ মেকলাশ্চ সপ্ত কোশ-  
লায়াস্ত নচৈব ভূপত্যো ভবিষ্যন্তি। নৈষাশ্ব  
তাবস্ত এষ ভূপত্যো ভবিষ্যন্তি ॥ ১৭

মাগধায়াং বিশ্বক্ষটিকসংজ্ঞোহস্তান্ বর্ণান্  
করিষ্যতি। কৈবর্ত কট-পুলিন্দ-ব্রহ্মণ্যান্ রাজ্যে  
স্থাপয়িষ্যৎ যৎসাদ্যখিলকল্পজাতিম্। নব নাগাঃ  
পদ্মাবতাং কান্তিপুৰ্ণাং, মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রসঙ্গং  
মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি। কোশলীড় (পরা-  
শুদ্ধক) তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতপুৰীশ্চ দেবরক্ষিতো  
রক্ষিষ্যতি। কলিঙ্গমাহিষিকমাহেন্দ্রভীমা গুহাং  
ভোক্ষ্যন্তি। নৈষাদ-নৈনিষিক-কালতোয়ান্ জন-  
পদান্ মণিধারক্শা ভোক্ষ্যন্তি। ত্রীরাজ্য  
(ত্রৈরাজ্য) মুষিকজনপদান্ কনকাহম্বয়া  
ভোক্ষ্যন্তি। সীরাধিবাসিন্শূদ্রানবুদগমরুভূমিবিষ-  
য়াংচ ব্রাত্যা দ্বিজাতীৰুগ্ৰাণ্য। ভোক্ষ্যন্তি।  
সিদ্ধু-তটদাবাকৌবাচক্ৰভাগাকাগীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা  
শ্বেচ্ছাদয়ঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি। এতে চ তুল্য-

রাজ্য হইবে। পরে নিষধদেশীয় নয় জন  
রাজ্য হইবে অনন্তর মগধাপুরাতে বিশ্বক্ষটিক  
নামা এক জন, অশ্ব বর্ণ প্রবাসিত করিবে এবং  
কৈবর্ত, কট, পুলিন্দ ও যৎসাদি সর্দার কলিঙ্গ-  
জাতিকে রাজ্য স্থাপিত করিবে পদ্মাবতী-  
পুরাতে নাগবংশীয় নয় জন এবং গঙ্গা ও  
প্রসঙ্গের নিকটস্থিত কান্তিপুৰী ও মথুরায় মাগধ-  
গণ ও গুপ্তগণ রাজ্য হইয়া পৃথিবী ভোগ  
করিবে। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশ-  
লীড় ও তাম্রলিপ্ত জনপদসমূহ ও তটস্থ সমুদ্র  
পুৰী সকলকে রক্ষা করিবে। কলিঙ্গ, মাহিষিক,  
মাহেন্দ্র ও ভীমগণ গুহাপুরীকে ভোগ করিবে।  
মণিধার-বংশীয়গণ নৈষাদ, নৈনিষিক ও কাল-  
তোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করিবে। কনক-  
বংশীয়গণ ত্রীরাজ্য ও মুষিক নামে জনপদসমূহ  
ভোগ করিবে। পতিত ব্রাহ্মণ, আতীর ও গৃহ-  
হাদি করিয়া নীচগণ সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, শূদ্র,  
অৰ্ব্বক্ষ ও মরুভূমি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ  
করিবে। সিদ্ধুটট, বাম্বী, কোন্দী চন্দ্রভাষা

কালাঃ সর্বৈ পৃথিব্যাং ভূভূজে ভবিষ্যন্তি।  
অন্নপ্রসাধা বৃহৎকোপাঃ সর্বকালমনৃতধর্ম-  
রুচয়ঃ স্ত্রী-বাল-গো-বধকর্তারঃ পরশ্বাদানরুচ-  
য়োহন্নসারা উদিতান্তমিতপ্রাণাঃ স্বস্নাত্বা  
মহেচ্ছা অত্যন্নধর্মীশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥ ১৮

তৈশ্চ বিমিত্রা জনপদন্তহ্নীলবর্তিনো রাজা-  
শ্রয়শ্চয়িশো শ্বেচ্ছাশচর্যাশ্চ বিপর্ধ্যয়েণ বর্ত-  
মানাঃ প্রজাঃ কপয়িষ্যন্তি ॥ ১৯

ততঃচাহুদিনব্রাহ্মণগ্রামান্তবঃস্থানাং ধর্মার্থ-  
রোজ্জ্বলিতঃ সংকল্পো ভবিষ্যতি ॥ ২০

ততঃপার্থ এবাভিজনহেতুর্জনমেবাপেশবধর্ম-  
হেতুরভিরুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধহেতুরনৃতমেব  
ব্যবহারজরহেতুঃ স্ত্রীভূমিবোপত্যোপহেতুঃ রত্ন-  
তাম্রভাষিতৈব পৃথিবীহেতুর্ভক্ষয়জরমেব বিপ্র-

ও কাগীর প্রভৃতি বেশ সকলকে রোহ ও ব্রাজ  
গৃহগণ ভোগ করিবে। ইহারা সকলেই সমান  
কাল পৃথিবীতে রাজ্য করিবে। এক এই  
সকল নৃপতিগণ সর্বদাই অগ্রসর, অতিকোপ-  
শালী, সর্বকালেই মিথ্যা ও অর্থশ্বে স্পহাসন,  
স্ত্রী, বালক ও গোবধকারী, পরধনগ্রহণ-প্রয়াসী,  
অন্নসার এবং উদয় ও অস্তের ভাণ স্বস্নাত্ব  
হইবে। ইহাদের ইচ্ছা মহতী হইবে, কিন্তু  
ধর্মকাণ্ড অতি অল্পই বিপন্ন হইবে। ইহাদের  
দ্বারা জনপদ সকল পর পর দ্বিপ্রিত হইয়া  
হইবে এবং রাজ-বজ্রকঙ্করা ও রাজ্যের  
আশ্রয় লাহত বলবান্ আর্ড ও ক্ষেত্রগণ বিপন্নিত  
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল রাজ্যের অধি-  
কার কালে প্রজাক্ষয় করিবে। অনন্তর প্রতি-  
দিন ধর্মের অন্ন অন্ন দ্রাম ও অর্থের উচ্ছ-  
নিবন্ধন জনগত ধর্ম ও অর্থ সংক্ষিপ্ত হইয়া  
পড়িবে। ১২—২০। তৎপরে অর্ঘ্যই কুলের  
কারণ হইবে, ধনই অশেষ ধর্মের প্রতি কারণ  
হইবে, অভিরুচিমাট্রেই দাম্পত্য সম্বন্ধের হেতু  
হইবে, বিচারে মিথ্যারই জয় হইবে, স্ত্রীই উপ-  
ভোগের কারণ হইবে (অশ্বং জাত্যাদিকায়-  
ধাকিষে না), রত্ন ও তাম্র, বাহার যত থাকিবে,  
সেই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী ভোগ করিবে।

হেতুঃ লিঙ্গধারকমেকাগমহেতুরূপঃ এবং বৃত্তি-  
হেতুঃ ॥ ২১ ॥ ২২

দৌর্বল্যমেব আরম্ভিতহেতুভয়কোচ্চারণমেব  
পাণ্ডিত্যহেতুঃ ॥ ২৩

দানমেব ধর্মহেতুঃ আচ্যুতের সাধুরূপহেতুঃ ॥ ২৪  
জ্ঞানমেব প্রসাদনহেতুঃ সৌকর্যং বিবাহ-  
হেতুঃ সদ্বৈশ্বদেব পাত্রঃ দুরায়তনোদকমেব  
তীর্থমিত্যেবমনেকদোষোত্তরে ভূমণ্ডলে সর্ব-  
বর্ণেষু যো যো বলবান্ স ভূপতির্ভবিষ্যতি ।  
এবঞ্চাতিসুদ্ধকরভরাসহাঃ শৈলানামন্তরাঃ দ্রোণী  
প্রজাঃ সংশ্লিষ্যন্তি, মধুশাকমূলফলপত্রশুশ্পা-  
হারাস্চ ভবিষ্যন্তি, তরুবৃক্ষলটীরপ্রাবরণাচ্চাতি-  
বহুপ্রজাঃ শীতবাতাতপর্ববসহা ভবিষ্যন্তি ।  
ন চ কচিং ত্র্যম্বকবিশংতিবধাণি জীবিষ্যতি ।  
অনবরতং চাত্র কলিযুগে ক্ষয়মায়াতদখিলমেবৈয়  
জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতি ॥ ২৫

যজ্ঞোপবীতই বিপ্রের হেতু হইবে, চিহ্নধারণ-  
মানেই আশ্রমের হেতু হইবে এবং অস্ত্রায়ই  
জীবিকানির্বাহের কারণ হইবে। দুর্যবলতা  
অরুতির হেতু ও ভয় প্রদর্শনপূর্বক চাঁৎকারই  
পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে। দানই ধর্মের কারণ  
ও আচ্যুতই সাধুতার কারণ হইবে। সেই  
সময় জ্ঞানই বেশের কারণ হইবে, সৌকারমাত্রই  
বিবাহের কারণ হইবে, যিনি সদ্বৈশ্বদেব, তিনিই  
সংপাত্র হইবেন এবং দরবস্ত্রী আয়তন বা উদক  
তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে। এই প্রকার বহু-  
দোষময় ভূমণ্ডলে যে যে বলবান্ হইবে, সেই  
সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি হইবে এবং প্রজা  
সকল অতিসুদ্ধ রাজার কর্তার সহন করিতে  
না পারিয়া পর্বতের মধ্যে দ্রোণী সকল আশ্রয়  
করিলে ও মধু শীক ফল-মূলাদি আহার করিলে।  
তখন প্রজাগণ তরুবৃক্ষ ও চীর পরিধান করিলে  
এবং শীত বাতাদি আতপ ও বর্ষা সহ্য করিলে।  
কোন ব্যক্তিই ত্রয়োবিশংতি বংশরও জীবিত  
থাকিলে না। কলিযুগ এই প্রকারে কতই  
অন্তিম দশায় উপনীত হইবে, ততই অখিল-  
লোকও অনন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মে বিপ্রব্রতান্তমুপগতে ক্ষৌণ-  
প্রায়ে চ কলাবশেষজগৎশ্রষ্ট্রোচরগুরোরাদি-  
মরশান্তময়্য সর্বময়্য ব্রহ্মময়্যাত্মসকপিনো  
ভগবতো বাহুদেবস্বাংশঃ সন্তলগ্রামপ্রধান-  
ব্রাহ্মণবিংশশাসো গৃহে অষ্টগুণকিসমমিতঃ  
কঙ্কিরূপী জনতত্রোবতীর্থ্য সকলশ্রেষ্ঠদম্যদুষ্ট্রো-  
চরণচেতসামশেষাণামপরিচ্ছিন্নমাহা য্যাক্তিঃ ক্ষয়ঃ  
করিষ্যতি ॥ ২৬

ধর্ম্মেয় চাখিল জগৎ সংস্থাপয়িত্যতীতি ।  
অনন্তরকালেশবকলেরবসানে প্রদানানং তেমা-  
মেব জনপদানামমলকটিকবিশুদ্ধমতমে ভবি-  
ষ্যন্তি ॥ ২৭

তেমাক বীজভূতানামশেষমমুখ্যাণং পরি-  
ণতানামপি তৎকালজাতানামপত্যপ্রসূতির্ভবি-  
ষ্যতি ॥ ২৮

তানি চ তদপত্যানি কৃতযুগদশ্মাকসারীণ  
ভবিষ্যন্তীতি ॥ ২৯

অত্রোচ্যতে :

যদা চন্দ্রঃ সূর্য্যঃ তথা তিব্যবৃচ্ছন্তৌ ।

এইরূপে ক্ষৌণপ্রায় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম অত্যন্ত  
বিপদ প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মা মহার কলাবশেষ-  
মাত্র, যিনি চরাচরের গুরু ও আদিভূত, যিনি  
সর্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমায় স্বরূপ, সেই ভগবান  
বাহুদেবের অংশ সন্তলগ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ  
বিংশশার গৃহে অষ্টগুণ্য-সম্পন্ন কঙ্কিরূপে অব-  
তীর্ণ হইয়া সকল শ্রেষ্ঠ, দম্য ও দুরাশ্রাগণের  
ক্ষয় করিবেন। ঐ কঙ্কিরূপী ভগবানের মহাস্বয়  
ও শক্তি সর্বত্র অব্যাহত হইবে। ভগবান  
কঙ্কিরূপ ধারণ করিয়া অখিল জগৎকে পুনর্বার  
স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহে স্থাপন করিবেন। অনন্তর,  
কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্য-  
গণ পুনর্বার প্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহাদের মতি  
ক্ষটিকের ত্রায় বিশুদ্ধ হইবে। সেই সকল  
তৎকাল-জাত বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত হই-  
লেও তাহাদের অপত্য প্রসূত হইতে থাকিবে।  
সেই সকল অপত্যগণই তৎকালে সত্যযুগোচিত  
ধর্ম্মমার্গে প্রবর্তিত হইবে। এই বিষয়ে কথিত

একরাশী সমেঘ্যন্তি ভবিষ্যতি তদাক্রুতম্ ॥ ৩০  
 অতীত বর্তমানাং তথৈবানাগতাং য়ে ।  
 এতে বংশেণ ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥ ৩১  
 যাবৎ পরিক্রিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্ ।  
 এতদ্বর্ষসহস্রস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২  
 সপ্তযোগাঞ্চ যৌ পূর্বৌ দৃষ্টেতে উদিতৌ দিবি ।  
 তয়োস্ত মথানক্ষত্রং দৃষ্টতে যৎ সময়ং নিশি ।  
 তেন সপ্তর্ষয়ে যুক্তান্তিষ্ঠত্য়াকশতং নৃণাম্ ॥ ৩৩  
 তে তু পারীক্ষিতে কালে মথাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ।  
 তদা প্রবৃত্তাঃ কলিরাশদশাকশতায়ুজঃ ॥ ৩৪  
 যদৈব ভগবদ্বিধোবংশো যাতো দিবং দ্বিজ ।  
 বহুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ ॥ ৩৫  
 যাবৎ স পাদপদ্মভ্যাং পস্পর্শমাং বহুদরাম্ ।  
 তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে নমস্খো নাভবং কলিঃ ॥ ৩৬  
 গতে সনাতনশ্রাংশে বিধোস্তত্ত্ব ভূবো দিবম্ ।

হয় যে, “যে কালে চল্লক্ষ স্বর্ষ্য এবং বৃহস্পতি  
 একরাশিতে পুণ্যানক্ষত্রে আগমন করিবেন, সেই  
 সময় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে।” ২১—৩০ ।  
 হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট এই সকল  
 বংশসমূহে অতীত, বর্তমান ও অনাগত নৃপতি-  
 গণের বিষয় বর্ণন করিলাম । পরিক্রিতের জন্ম  
 হইতে নন্দের অভ্যষেক পর্যন্ত কালের পরিমাণ  
 পঞ্চদশ সহস্র বৎসর, ইহা জানিবে! আকাশে  
 সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয়  
 আছে, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের ও তৎপূর্ববর্তী নক্ষত্র-  
 দ্বয়ের মধ্যে সমদোশাবস্থিত যে একটা করিয়া  
 নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ এক একটা নক্ষত্রের সহিত  
 যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ এক শত বৎসর কাল অ-  
 নন্তন করেন । হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিগণ পরি-  
 ক্ষিতের রাজ্যকালে মধ্যবর্তী মথানক্ষত্রযুক্ত  
 ছিলেন! সেই সময় কলি, দ্বাদশ শত বৎসর  
 পরিমিত কাল প্রবৃত্ত হয় । যে সময় ভগবান্  
 বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই  
 সময়ই কলি আগমন করিয়াছে । ভগবান্ বাসু-  
 দেব যত দিন পদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ  
 করিয়া ছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ  
 করিতে সমর্থ হয় নাই । অনন্তর তৎকালে

ততাজ সাহজো রাজ্যং ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৭  
 বিপরীতানি দৃষ্ট্বা চ নিমিত্তানি স পাণ্ডবঃ ।  
 যাতে কৃষ্ণে চকারাথ সোহভিষেকং পরীক্ষিতে ॥  
 প্রযাত্তন্তি যদা চতে পূর্ক্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ ।  
 তদা নন্দাং প্রভৃত্যেব কলিরুদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩৯  
 যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্বেব তদাহনি ।  
 প্রতিপন্নং কলিযুগং তদ্র সংখ্যাং নিবোধ মে ॥ ৪০  
 ত্রীণি লক্ষাণি বর্ধাণাং দ্বিজ মাছুষসংখ্যায়া ।  
 যষ্টিধেব সহশ্রাণি ভবিষ্যতোব বৈ কলিঃ ॥ ৪১  
 শতানি তানি দিব্যানি সপ্ত পঞ্চ চ সংখ্যায়া ।  
 নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন ভবিষ্যতি পুনঃ ক্রুতম্ ॥ ৪২  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম ।  
 যুগে যুগে মহাত্মনাঃ সমতীতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৩  
 বহুহান্যামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে ।  
 পুনরুত্তবহুহাং তু ন ময়া পরিকীর্তিতা ॥ ৪৪  
 দেবাপি পৌরবে, রাজা মরুৎচক্ষাবংশজঃ ।  
 মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ো ॥ ৪৫

সনাতন বিষ্ণুর অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া  
 স্বর্গে গমন করিলে পর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির  
 অনুজগণের সহিত রাজ্য ত্যাগ করেন । কৃষ্ণ  
 স্বর্গে গমন করার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমঙ্গল-  
 সূচক লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া পরীক্ষ্যংক  
 রাজ্যে অভ্যষেক করিয়াছিলেন । এই মহর্ষিগণ  
 যৎকালে পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্ক্বাষাঢ়া নক্ষত্রে  
 গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল  
 হইতেই কলি, যুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । কৃষ্ণ যেদিন  
 স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনেই কলি উপস্থিত  
 হইয়াছে । এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট  
 শ্রবণ কর । ৩১—৪০ । মনুষ্যসংখ্যানুসারে তিন  
 লক্ষ যাচি হাজার বৎসর কলি বর্তমান থাকিবে ।  
 অনন্তর কলির অবসানে দিব্য-সংখ্যানুসারে  
 দ্বাদশ শত বৎসর সত্যযুগ বর্তমান থাকিবে । হে  
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা ব্রাহ্মণ,  
 ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অতীত হইয়াছেন, আমি  
 তাঁহাদের বহুহানিবন্ধন ও প্রত্যেক কুলের পুন-  
 রুদ্ধ ও বহুভ ভয়ে ঐ পরিসংখ্যা নির্দেশ করি-  
 লাম না । মহাযোগ-বলশালী পুরুবংশীয় রাজা

সুতে যুগ ইহাপত্য কল্পপ্রবর্তকো হিতো ।  
 ভবিষ্যতো মনোরঞ্জে বীজভূতো ব্যবস্থিতো ॥ ৪৬  
 এতেন ক্রমযোগেন মনুপুত্রৈর্বিশুদ্ধরা ।  
 কতত্রৈতাদিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভূজ্যতে ॥ ৪৭  
 কলৌ তু বীজভূতন্তে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে ।  
 যথৈব দেবাপিমরু সা পুত্রঃ সমবস্থিতো ॥ ৪৮  
 এন ভূদেশতো বংশস্তবাক্তো ভূজ্ঞান ময়া ।  
 নিখিলো নদিতুং শক্যো নৈব জ্ঞাতৈরপি ॥ ৪৯  
 এত চাণো চ ভূপালঃ যৈরত্র ক্ষিতিমণ্ডলে ।  
 কত মমতং মোহাক্ষৈ নতো নিত্যকল্মষৈঃ ॥ ৫০  
 কথং মময়মচলা মং পুত্রস্ত কথং মহী ।  
 নবশাস্ত্রোতি চিত্তান্তা জগ্মুরন্তমিমে নৃপাঃ ॥ ৫১  
 তেভাঃ পূর্বতরাং যন্ত তেভ্যস্তেভ্যস্তথাপরে ।  
 ভবিষ্যৎ বংশস্ত তাময়ন্তো চ বংশপত্য ॥

দেবাপি ও ইক্কাবংশীয় রাজা মরু, ইহারা দুই জনে সত্যযুগে পুনর্দার অশ্বমেনপূর্বক কলাপ-  
 গমে আশ্রয় করিয়া কল্পবংশ প্রবর্তিত  
 করিবেন। ইহারা ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজ-  
 রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রকার  
 ক্রমযোগেই মনুপুত্রগণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর  
 এই তিন যুগেই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন।  
 যে প্রকার এক্ষণে দেবাপি ও মরু, বীজরূপে  
 অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ কোন কোন  
 মহাত্মা কলিযুগে বীজরূপে ভূতলে অবস্থান  
 করিয়া থাকেন। আমি তোমায় সংক্ষেপে এই  
 নৃপতিগণের বংশ কীটন করিলাম, সকল  
 বংশের বিবরণ বহুল্যরূপে শত অঙ্কেও কীর্তন  
 করিয়া উঠা যায় না। অনিষ্টা-শরীর এই সকল  
 নৃপতিগণ ও অশ্রু নৃপতিবর্গ মোহাদ হইয়া  
 এই কলান্তস্তায়ী ভূমণ্ডলের উপর মমতা করিয়া  
 গিয়াছেন। ৪৯-৫০। এই পৃথী কি প্রকারে  
 অচলা হইয়া আমার অথবা মংপুত্রের অথবা  
 মহীয় বংশের অধীন হইয়া থাকিবে, এই প্রকার  
 ভবনা করিতে করিতে এই সকল মহীপতিগণ  
 বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কল মহী-  
 পালগণের পূর্ব পূর্বের নৃপতিগণও এই প্রকার  
 চিন্তা করিতে করিত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-

বিলোকায়জয়োদ্যোগ-যাত্রাব্যগ্রান্ নরাধিপান্ ।  
 পুষ্পপ্রহাসৈঃ শরদি হসতীব বহুধরা ॥ ৫৩  
 মৈত্রেয় পৃথিবী গীতাঃ শ্লোকান্তে নিবোধ তান্ ।  
 বানাহ ধর্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ ॥ ৫৪  
 পৃথিব্যাবচ।  
 কথমেব নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি ।  
 যেন কেন সমধর্ম্যাণোংপ্যতিবিবস্তচেতসঃ ॥ ৫৫  
 পূর্বমায়জয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণাঃ ।  
 ততো ভূত্যাংচ পৌরাংচ জিগীষন্ত তথা রিপূন  
 ক্রমেণানেন জেজ্যামো বরং পৃথীং সমাগরাম্ ।  
 ইত্যাসক্তধিরো মৃত্যুং ন পশন্ত্যবিদরগম্ ॥ ৫৭  
 সমুদাবরণং যতি মংগলমথো বশম্ ।  
 কিয়দায়জয়দেতমুক্তিরাশ্রজয়ে ফলম্ ॥ ৫৮  
 উংসজ্য পূর্বজা বাতা বাং নাদায় গতাঃ পিতা ।

ছেন এবং ভবিষ্যৎ নৃপতিগণও এই প্রকার  
 চিন্তা করত বিলয় প্রাপ্ত হইবেন। হে মৈত্রেয়!  
 প্রতি বংশের এই সকল নৃপতিগণকে আশ্র-  
 জয়োদ্যোগ যাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া এই বহুধরা  
 শরৎকালে প্রস্তুতি-পুষ্প-সমুহ-শোভিতা হইয়া  
 যেন হাস্ত করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! এই  
 বিষয়ে পৃথিবীকর্তৃক গীত কতকগুলি শ্লোক  
 আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর। পূর্বের অসিত  
 মুনিধর্মধ্বজা জনকের নিকট এই শ্লোক কণ্ঠা  
 বলিয়াছিলেন। পৃথিবী কহিয়াছিলেন যে, "এই  
 নরেন্দ্রগণ বুদ্ধিমান হইলেও ইহাদের একপ্র-  
 কার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আহা! ইহারা  
 কেনের দ্বারা অসকলদ্বারা হইয়া কি প্রকারে  
 আপনার হিরণ্যবিষয়ে বিবস্তচেতা হন? এই  
 নরপতিগণ পূর্বের ইচ্ছায় জয় করিয়া মন্ত্রিগণকে  
 জা করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর ক্রমাগত  
 ভূতাপোর ও রিপুগণকে জয় করিতে অভিলাষী  
 হন। তাহার, 'ক্রমে আমি সমাগরা পৃথিবীকে  
 জয় করিতে পারিব' এই প্রকার চিন্তায় আসক্ত  
 হইয়া নিঃসংযত মৃত্যুকে দেখিতে পান না।  
 সমুদাবরণ ধরীমণ্ডলের বস্ত্রতা আশ্রজয়ের  
 নিকট অতি অকিঞ্চিকর পদার্থ। কারণ  
 মোক্‌ই আশ্রজয়ের ফল। পিতা ও পিতামহ

জং মবেতি কিছুদ্যদজৈতুকিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ ॥৫১  
মংকতে পিতৃপুত্রাণাং লাভাৎকাপি বিগ্রহাৎ  
জ্ঞানতত্ত্বাত্তমোহেন মমতাস্ততচেতনাম্ ॥ ৬০

পৃথ্বী মমেষং সৰ্বদ্য মমৈষ  
মমাবয়জ্ঞাপি চ শাপ্ততেরম্  
যো যো কুতো হত্ব কভুব রজ্জা  
কুবুদ্বিরাসীর্জিত তন্ত তন্ত ॥ ৬১  
দৃষ্টা মমত্বাদুতচিন্ত্যমেকং  
বিহার মাং স্কৃত্যপঞ্চ লক্ষসম্  
তত্ত্বাৎসহস্র কঞ্চ মমকং  
জ্ঞানস্পদং মংপ্রভবং করোতি ॥ ৬২  
পৃথ্বী মমৈবাণ্ড পরিভাজনং  
বধন্তি বে দ্ভূতমুখে পশুকম্ ।  
নরাধিপাশ্চৈব মমতিহাসঃ  
পুনঃ সূচ্যে দয়াভ্যাপৈতি ॥ ৬৩

পরাশর উবাচ

ইত্যেতে ধরণী গীতা শৌক্যঃ সত্রেয়ঃ যঃ শ্রুতঃ

প্রভৃতি যে পৃথিবীকে পরিভোগ করিয়া গিয়াছেন,  
কেহই লইয়া বাইতে পারেন নাই; আচ্ছা।  
নরপতিগণ মুঢ় হইয়া কি প্রকারে সেই পৃথি-  
বীকে আমার বলিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করেন?  
আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া  
নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার  
সহিত পরস্পর বুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৫১—৬০ ॥  
এই পৃথিবীতে যিনি যিনি অতীত রাজ হইয়া-  
ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রকার বুদ্ধি  
হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেরই ভাবিতেন, “এই  
সকল পৃথিবীই আমার এক এই পৃথিবী আমার  
ব্যবসায়ের নিত্য অধিকারী থাকিবে।” মমত্ব-  
দ্বৃত্ত চিন্তা এক জনকে স্কৃত্যমুখে পতিত হইতে  
দেখিয়া তৎকালীন পুনর্বার হৃদয়ে কি প্রকারে  
আমার প্রতি মমতাকে স্থান দান করে?  
“ইহা আমার পৃথিবী; অতএব ভূমি ইহাকে  
সফল পরিভোগ কর,” স্বাহারা দ্ভূতমুখে দ্বারা  
শত্রুগণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া থাকে,  
সেই সকল নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার  
হাত উপস্থিত হয়, অস্ত্রের মুখ বলিয়া দয়াও

মমত্বং বিনয়ং বাতি অপত্তন্তং বধা হিমম্ ॥৫৬  
ইত্যেব কথিত্ত সমাঙ্গুনাক্ষয়ণো ময়া তব ।  
যত্র স্থিতিপ্রবর্ত্তন্ত বিকোরংশাংশকা নৃপাঃ ॥ ৬৭  
শৃণুয়ান্ ব ইমং তত্ত্বা মন্থকংশননুক্রমাৎ  
তত্ত্ব পাপকশেষং বৈ প্রথগত্যমনান্ননঃ ॥ ৬৮  
ধনধাত্ত্বিবিভূত্বাং প্রাপ্তোভ্যাহতেজিহ্বা  
ক্রতৈবমবিকং কংশং প্রশস্তং শশিন্ধরয়ে ॥ ৬৯  
ইক্ষাকৃষ্ণকুম্ভাক্ষসমগ্রাবিক্রিতান্ ব্রহ্মণ  
ব্যাভিনবদ্যাদ্যঃ স্ফাভা নিষ্ঠানুপাস্তান  
মহাবলান্ মহাবীর্য়াননন্তনশনসুগয়ান ॥ ৭০  
কৃতান্ কালেন বলিনা কথ্যশেষান্ নরাধিপান ।  
ক্রতান পঞ্চাদ্যাদৌ গৃহকে লক্ষিকে তথা  
ভবান্তে চ কৃতপ্রজো মমত্বং কুরুতে নক ॥ ৭১  
তপ্তং ভূপো বৈ পুরুষপ্রবীরৈ-  
কৃষ্ণাভির্কবিরবাননেকান ।

হইয়া থাকে।” পরাশর কহিলেন,—এ  
মন্ত্রের। ধরণীকর্তৃক গীত এই শ্রোতৃ-সমূহ  
বাহারা শ্রবণ করে, তাপত্তন্ত্ব দিমের রাজ  
তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই মমত্ব  
বংশ অবশি জেবার নিকট সংযুক্তপ্রকারে  
কীৰ্ত্তন করিলাম। মন্থকংশে স্থিতিপ্রবৃত্ত ভা-  
বান বিষ্ণুর অস্ত্র অস্ত্র অংশে, নৃপতিগণ  
জগৎপ্রদ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই মন্থ-  
কংশ অনুক্রেমে ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে,  
তাহার পুষ্টি নিশ্চল হইবে ও অশেষ পাপ  
নষ্ট হইবে। চন্দ্র ও সূর্যের এই মন্থক-  
ময় অবশি বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য অন্ত্যহতে-  
স্ত্রিয় ইত্যাদি অন্তঃসারী ধনধাত্ত্ব ও পুষ্টি প্রাপ্ত  
হয়। পরম নিষ্ঠাবান ইক্ষকু, কুম্ভকু, মাঙ্গাত্ত-  
সমগ্র, অবিক্রিত ও রঘুবংশীয় এবং ব্যাতি  
নহম প্রভৃতি মহাবল ও বীর্য়শালী, অনন্তকর্ম-  
কারী, বলবান কালের প্রভাবে ইদানীং কথামাত্র-  
শেষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্বক অবস্থান  
করিলে মনুষ্য কৃতপ্রজ হয় এবং পুত্র দাদাদি  
ও গৃহকৃতাদি দ্রব্যে তাহার আর মমতা থাকে  
না। যে সকল পুরুষপ্রবীরগণ উর্জিবাহু হইয়া

ইষ্টাঃ বজ্রাবলিনোহতিবাধ্যঃ  
 কুজন্ত কাকেন কথাবশোঃ ॥ ৭০  
 পৃথুঃ সমন্তান্ প্রচচার লোকান  
 অজহতো যোহরিবারিচক্রঃ ।  
 স কানবাতাভিহতো কিল্লঃ  
 কিপুং বধা শস্যলিতুলনয়ো ॥ ৭১  
 যঃ কান্তবীৰ্য্যো বৃহজে সমন্তান্  
 দীপান্ সমাক্রমা হতরিচকঃ ।  
 কঙ্কপ্রসঙ্গে ভ্রতিবীর্য্যক  
 স এব মত্তজবিকল্পহতুঃ ॥ ৭২  
 দশমনাবিক্টিতল্লমবাণা-  
 নৈবধ্বংস্তাসিতদিম্বুধানাম্ ।  
 ভস্মাপি জাতং ন কঙ্ক ক্লেপন  
 ভ্রতসপাতেন বিস্কৃতকস্ত ॥ ৭৩  
 কুখাশরীরমবাপ যৈব  
 মাক্কাফনামা ভুবি চক্রেবস্তী ।  
 ঐকরাপি তং কোহপি করোতি সাধ-  
 ম্যমতমা ব্রহ্মপি মন্দচেতঃ ॥ ৭৪

অনেকবর্ষ-সমুহব্যাপী তপস্য ও যজ্ঞসমূহ  
 করিয়াছেন, সেই সকল বলবীৰ্য্যশালী মনুষ্য-  
 গণকেও কাল, কথামাত্রাবশেষ করিয়াছে ।  
 ৬১—৭০। যে পৃথু রাজা সর্বত্র অব্যাহত-  
 প্রভাবে লোকসমূহে বিচরণ করিতেন, তাহার  
 সৈন্যশল্যসমূহে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, সেই  
 পৃথুজও কালরূপ বায়ুকর্তৃক অভিহত হইয়া  
 অগ্নিরাশি-প্রাক্কপ শস্যলি বৃক্ষের তুলার ন্যায়  
 ক্ষিষ্ট হইয়াছেন। যে কান্তবীৰ্য্য, অদ্রোণানন্তর  
 রিপুসমূহে বিনাশ করিয়া সকল দীপ ভোগ  
 করিয়াছিলেন, এক্ষণে কঙ্কপ্রসঙ্গে তাহার নাম  
 করিল মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তিনি  
 ছিলেন কি না? কিয়ৎকালের সৌন্দর্য্যবর্জক  
 দশমন, অবিক্টিত ও রামচন্দ্র প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য  
 অস্ত্রের ভ্রতসপাতে কণ্ঠকাল মধ্যে ভস্ম হয়  
 নাই বা কিরূপে? (অর্থাৎ ভস্মই হইয়াছে)  
 সত্যএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্। মাক্কাফনামা চক্রেবস্তী

ভগীরথদ্বাঃ সগরঃ ককুৎস্থে-  
 দশাননো রাষবলক্ষ্মণৌ চ ।  
 বুধিষ্টিরদমঃ বভূবুরেত  
 সত্যং ন মিথ্যা ক স্তু তেন বিদঃ ॥ ৭৫  
 যে সাংপ্রত্যং যে চ নৃপা ভবিষ্যঃ  
 প্রোক্তা নয়া বিপ্রবরোগ্রবীৰ্য্যঃ ।  
 যে তে তথাস্ত্রে চ তথাভিধেয়াঃ  
 সর্গে স্রবিষ্যন্তি যৈবেব পূর্বে ॥ ৭৬  
 ওঁর্ষদিত্তা ন নরেষ কথং  
 মমতমাস্ত্রতপি পণ্ডিতেন ।  
 তিষ্ঠন্ত তাবৎ তনয়স্বজাদ্যাঃ  
 ক্ষেত্রাদয়ো বে তু শরীরতোহস্ত্রে ॥ ৭৭

শ্রীতি প্রাচীনপুরাণে চতুর্থোহংশঃ  
 চতুর্থাংশে চতুর্কিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

ভূপাল যখন কপুবশেষ হইয়াছেন, তখন হং-  
 গুনিয়াও কোন মন্দচেতাঃ শরীরে মমত্ব করিতে  
 পারে? (পৃথিবীর প্রতি মমত্ব দূরে থাক )  
 ভগীরথাদি এবং সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাবণ,  
 লক্ষ্মণ ও বুধিষ্টির প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন, ইহা  
 সত্য, মিথ্যা নহে; কিন্তু তাহারা এক্ষণে কোথায়,  
 তাহা জানি না। হে বিপ্রবর! বর্তমান ও  
 ভবিষ্যৎ উগ্রবীৰ্য্যশালী যে সকল নৃপতিগণের  
 কথা বলিয়াছি এবং তথ্যতীত আরও যে সকল  
 ভূপতি হইবেন, তাহারা সকলেই পূর্ববস্তী  
 নৃপগণের স্থায় মৃত্যুশয্যে পতিত হইবেন;  
 কেহই চিরস্থায়ী নহেন। পণ্ডিত ব্যক্তি এই  
 সকল জানিয়া আপনার শরীরের প্রতিও মায়া  
 করিবেন না; শরীর ভিন্ন যে সকল কল্যাণ, পুত্র  
 ও ক্ষেত্রাদি আছে, তাহারা দরেই  
 থাকুক। ৭১—৭৭।

চতুর্থাংশে চতুর্কিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥



# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

সংস্কৃত-মহাভারত ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

নৃপাণাং কথিতঃ সর্বো ভক্তা কংশবিন্ধকঃ ।  
বংশাচরিতকৈব স্বাবদমুর্বিজিতম্ ॥ ১  
অংশবতারো ব্রহ্মর্ষে বোহয়ঃ যদুকলোক্তবঃ ।  
বিকোন্তং নিরবেণৈতং শোভুমি ছামাশেষতঃ ॥ ২  
চকান যানি কণ্ঠানি ভগবান পুরুষোত্তমঃ ।  
অংশাংশেনাকতীর্থোক্ষ্যাং তদ্র ভানি মূনে নদ ॥ ৩  
পরশর উবাচ ।  
মৈত্রেয় শস্যতামেতদযঃ পুণ্ড্রীহহমিদং ব্রহ্মা ।  
বিসংরিশাংশগ্যাবজিহ্মিতং জগতে হিতম্ ॥ ৪

প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন—অগ্নিনি রাজগণের সমস্ত কংশ-বিস্তার ও বংশাচরিত স্বাযথ বর্ণন করিলেন। তে ব্রহ্মর্ষিঃ যদুকলে উঃপন্ন এই যে বিষ্ণু-অংশাতর ইহার বিষয় আমি বিস্তারকণে বর্ণন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে মূনে! ভগবান পুরুষোত্তম অংশ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কংশ করিয়া ছিলেন, তাহা বহন পরশর কহিলেন,— হে মৈত্রেয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই জগতের হিতকর বিষ্ণু অংশাংশের উৎপত্তি ও চরিত এই প্রথম

দেবক্যম্ সূতাং পুন্সং বহুদেবো মহামুনে ।  
উপযমে মহাতাপাং দেবকীং দেবতোপমাম্ ॥ ৫  
কংসতয়ে বররথং চোদয়ামাস সারথিঃ ।  
বহুদেবস্য দেবক্যাঃ সংযোগে ভোজবর্দ্ধনঃ ॥ ৬  
অখাতুরীক্ষে বাণ্ডৈচৈঃ কংসমাতার্য্য সাদরম্ ।  
মেঘপত্নীরনির্গোষণং সমাতব্যোদমববীং ॥ ৭  
যামেতাং বহসে মূঢ় সহ ভত্রী রথে স্থিতম্ ।  
অখ্যস্তে চ ষ্টমো গর্ভঃ প্রাশ্নানপহরিস্যতি ॥ ৮  
পরশর উবাচ ।  
ইত্যাকণ্য সমাদায় স্বজ্ঞং কংসো মহাবলঃ ।  
দেবকীং হস্তমার্কো বহুদেবোহলবান্দিদম্ ॥ ৯

কর হে মহামুনে! পুন্সকালে বহুদেব দেবকের কন্যা দেবতোপমা মহাতাপা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বহুদেব এবং দেবকীর বিবাহে ভোজবর্দ্ধন কংস, সারথি হইয়া দম্পতীর রথ চালনা করিয়াছিল। সেই সময় আকাশে সাদরে মেঘপত্নীর শব্দে কংসকে সন্মোহন করিয়া দেববাণী হইয়াছিল যে, হে মূঢ়! পতির সহিত যাহাকে তুমি রথে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহার অষ্টম গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি জেহার প্রাণ গ্রহণ করবেন। পরশর কহিলেন,—মহাবল কংস ইহা শ্রবণ করিয়া স্বজ্ঞ-গ্রহণপূর্বক দেবকীকে হত্যা

ন হন্তব্য মহাবাহো দেবকী ভবত তব ।

সমপর্ণিষো সকলান্ গর্ভানশ্চোদরোত্তবান্ ॥ ১০

পরশর উবাচ ।

তথাত্যাহ চ তং কংসা বহুদেবং দ্বিজান্তম ।

ন ষত্য়ামাস চ তাং দেবকীং তস্ম গৌরবাং ॥ ১১

এতন্মল্লৈব কালে তু ভুরিভারবর্ষীড়িতা ।

কলম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১২

সবঙ্গকান স্থরান সর্ষান প্রণিপত্যা হ মেদিনী ।

কথায়মাস তঃ সর্কং ধ্বংসং করুণভাষিণী ॥ ১৩

পৃথিব্যাচ ।

অগ্নিঃ সুবর্ণম্ গুরুগবাং স্বর্ঘ্যঃ পরো তুষ্ণঃ ।

মমাপাখিললোকানাং গুরুনারায়ণো গুরুঃ ॥ ১৪

প্রজাপতিপতিব্রহ্মা পূর্বেষামপি পূর্বেজঃ ।

কলাকাষ্ঠানিমেঘাশ্চ কলং ব্যতুমুর্জিমান ॥ ১৫

তৎশতভূতং সর্কেষাং সমূলো বঃ স্বরোত্তমাঃ ।

ঋদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাঃ ক্রুদ্রাঃ বপধিবহুয়ঃ ॥ ১৬

পত্নেরা য়ে চ লোকানাং অষ্টরোহত্রিপুরুগমাঃ ।

করিতে উদ্যত হইল । তখন বহুদেব বলিলেন,

হে মহাবাহো ! দেবকীকে আপনি বধ করি-

লেন না । ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে,

তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমপর্ণ

করিল ১—১০ । পরশর কহিলেন,—হে

দ্বিজান্তম ! কংস বহুদেবের বাক্যে 'তাহাই

অধঃ' বলিয়া দ্বৈর্ভবীক হত্যা করিল না । এই

সময়ে পৃথিবী বহুতর ভায়ে নিপীড়িতা হইয়া

সমেক্ষ-পর্কিতে দেবগণের নিকট গমন করেন ।

পৃথিবী, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে প্রণাম

করিয়া সাধিতা হইয়া করুণভাষায় সমস্ত ক্লান্ত

কণ্ঠিতে লাগিলেন । পৃথিবী কহিলেন,—অগ্নি

যমন সুবর্ণের এবং স্বর্ঘ্য যেমন গোসমূহের

পরম গুরু, তদ্রূপ আমার ও লোকসমূহের

নায়ায়ণ পরম গুরু । তিনি প্রজাপতিরও পতি

প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা-কাষ্ঠা নিমেঘাশ্চ

কল দ্রুগপ এবং অব্যতনুর্জিমান । হে স্বর-

শ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ-

সমুদ্ভূত এবং আদিত্য, মরুতঃ, সাধ্যা, ক্রুদ্র বহু,

ঋষী, বহি ও পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি সৃষ্টি-

এতং তস্মাপ্রমেষস্ত রূপং বিকোর্মহাস্তনঃ ॥ ১৭

যক্ষরাক্ষসদৈত্যোঃ শিশাচোরগদানবাঃ ।

গন্ধর্বাশুরসর্পে ব রূপং বিকোর্মহাস্তনঃ ॥ ১৮

এহক্ তারকাচিত্রগগনঃ দ্বিজলানিলাঃ ।

অহক্ বিষয়শ্চেতং সর্কং বিমুময়ং জগং ॥ ১৯

তথাপ্যনেকরূপস্ত তস্ম রূপাধাহমিশম্ ।

বাধ্যবাধকতাং ষান্তি কল্লোলা ইব সাগরে ॥ ২০

তং সাম্পাতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরুগমাঃ ।

মত্যালোকং সমাক্রমা বধস্তেহমিশং প্রজাঃ ॥ ২১

কালনেমিহতো যোহংসৌ বিযুনঃ প্রভবিযুনা ।

উগ্রসেনমুতঃ কংসঃ সতুতঃ স মহাসুরঃ ॥ ২২

অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা ।

সুন্দোহসুরস্তথাভ্যাগো বাণোপি বলং সুতঃ ॥ ২৩

তথাত্যে চ মহাবীৰ্যা নৃপাশ্চ ভবেন্দু য়ে ।

সমুৎপন্ন্য দুরায়নস্তান্ ন সংখ্যাতুমুৎসহে ॥ ২৪

অক্ষৌহিণ্যোহত্র বহলা দিব্যানুষ্ঠিতাঃ সুরাঃ ।

মহাবলানাং দৃষ্টানাং দৈত্যোদ্ভাণাং মমোপরি ॥ ২৫

কল্পণ, সেই অপ্রমের মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ ।

যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, শিশু, সর্প, দানব, গন্ধর্ব্ব

ও অপ্সরোগণ মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ । এহ,

নক্ষত্র ও তারকাচিত্র গগন, অগ্নি, জল, অনিল

এবং অগ্নি ও বিষয়-সমূহ, এই সমস্ত জগৎই

বিমুময় । তথাপি বহুরূপ সেই বিষ্ণুর রূপ-

সমূহ সমুদে তরঙ্গের তায় দিবারাত্রি বাধ্য-

বাধকভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১১—২০ ।

সাম্পতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ মত্যালোক

অক্রমণ করিয়া অহর্নিশ প্রজাসমূহকে ক্রেশ

প্রদান করিতেছে । এই কালনেমি পূর্বে

প্রভাবশীল বিষ্ণু কর্তৃক হত হইয়াছিল । সে

এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে জন্মগ্রহণ

করিয়াছে আর অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব,

নরক, সুন্দ এবং বনির পুত্র অভ্যাগ বাণসুর

ও অগ্ৰাণ্ত মহাবীৰ্য্য দুরায়গণ, নৃপতিগণের

ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে । আমি তাহাদের

সংখ্যা করিতে সমর্থ্য নহি । হে স্বরগণ !

এই সময় মহাবলপতি ও দিব্যানুষ্ঠিত

দৈত্যোদ্ভাণের বহুতর অক্ষৌহিণী আমার উপর

জল্লরজরপীড়ান্তা ন শক্রোম্যমরেশ্বরঃ ।

বিতর্জমানমহামিতি বিষ্ণুপায়াম্ ক ॥ ২৬

ক্রিয়তাং তমহাভাগা মম ভাবকতরণম্ ।

যথা রসাতলং নাহং প্রক্ষেয়মিতি বিষ্ণুনা ॥ ২৭

পরামর উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষং ত্রিশৈশ্চর্যম্ ।

ভূবো ভাবকতরারং বন্ধা প্রহ প্রচোদিতঃ ॥ ২৮

বন্ধোবাচ ।

যথা বহুধা সর্বং সত্যমেতদ্বিবোকসঃ ।

অহং ভবো ভবত্বং সর্বং নারায়ণস্বকম্ ॥ ২৯

বিত্তত্বয়ং যান্তস্ত তাসামেব পরম্পরম্ ।

আধিক্যমানতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ততে ॥ ৩০

তদাশ্রিত গচ্ছামঃ কীরাদেন্দ্রস্টমুক্তরম্ ।

অরাধ্যা হরিঃ তস্মৈ সর্বং বিজ্ঞাপ্যাম বৈ ॥ ৩১

সর্বদেব ভ্রাতার্ষে ম সর্বাদ্যা জগত্বয়ঃ

সকলশেনবৈর্যোকার্য্যং ধর্ম্মং কুরতে স্থিতিম্ ॥ ৩২

বিবাজ করিতেছে । হে সুরেশ্বরগণ ! তাহা  
দেব প্রভূত ভয়ে আমি নিপীড়িত হইয়া  
আপনাদিগকে জনাইতেছি যে, আমি আর  
অপার ভয় করিতে পারিতেছি না ; অতএব  
হে মহাভাগন ! আপনারা আমার ভাবকতরণ  
করুন : আমি যেন অত্যন্ত বিষ্ণু হইয়া  
রসাতলে গমন না করি । পরামর কহিলেন,—  
পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শব্দ করিয়া পৃথিবীর  
ভাবকতরণের জন্য দেবগণ কর্তৃক প্রচোদিত  
হইয়া বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে দেব-  
গণ ! পৃথিবী যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য ;  
আমি বা মহাদেব একে আপনারা সকলেই  
নারায়ণস্বক । তাঁহাই যে সমস্ত বিত্তি  
তাহারা গন্যনিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য-বাধকরূপে  
অবস্থান করিতেছে । অতএব আমরা কীরাদেবের  
উত্তরস্টে গমন করি একে তথায়  
হরিক আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন  
করি । কারণ সর্বদাই সর্বাদ্যা সেই জগত্বয়ই  
জগতের জন্য সর্বদা পৃথিবীতে অবতীর্ণ  
হইয়া ধর্ম্মের রক্ষা করিলে থাকেন । ২৯—৩২

পরামর উবাচ ।

ইত্যাকুল প্রবো বিপ্র সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ।

সম্মহিতমতিশেষং তুষ্টিব প্রকটয়জম্ ॥ ৩৩

বন্ধোবাচ ।

স্বৈ বিদ্যো ভ্রমণায় পরা চৈবাপরা তথা ।

তে এব ভবতো রূপে মূর্ত্যমুত্তীর্ণকে প্রভে ॥ ৩৪

সে ত্রাঙ্ক্ষণী বগীষোহতিশ্রুতাপ্তন সর্ব সর্বশিঃ ।

শঙ্করক্ষপেরকৈব ব্রহ্মব্রহ্মনশ্চ যং ॥ ৩৫

ব্রহ্মব্রহ্মনঃ স্বর্গর্গদেদং সমবেদনস্বকম্ চ ।

শিক্ষা কল্পো নিরুক্তক চন্দো জ্যোতিঃশো ৮ ৩৬

ইতিহাসপুণে চ তথা ব্যাকরণ প্রভঃ

মৌমাংসা ত্রায়কং তঙ্ক ১৫ ৩৭ ন্যোজ্যক ৮ ৩৮

আত্মা যদেহ গুণবদ্ধিতাতারি যচ্চ ৩৯

তদপ্যাদিপতে নাশ্তদব্যাত্মা অঙ্গপবঃ ৪০

তমব্যক্তানন্দশ্চমতিত্যানন্দবর্ষনং ।

অপাদিপাদরূপক ৩৩ নিত্যং পরা পদম্ ৪১

পরামর কহিলেন : বিপ্র । এই বিষ্ণু  
বন্ধা, দেবগণের সহি : কীরাদেব ততঃ  
করিলেন এবং ন্যোজ্যক-চিন্তে এই  
গরুড়কজের স্তব করিতে লাগিলেন—  
হে প্রভো ! অনন্তম্ । ( অর্থাৎ স্বর্গ  
অবিস্রয় ) পরা এবং অপরা, এই দুই  
বিদ্যাই তোমার ন্ত ও অন্তঃস্বক ।  
হে স্বক ! হে অতিদলপ্তন ! হে সর্ব  
হে সর্ববিৎ ! শঙ্ক এবং ব্রহ্ম ভেদে  
ব্রহ্মই তোমার রূপ তুমি ব্রহ্মবেদ, তুমি  
ব্রহ্মর্গদেদ, তুমি সামবেদ, তুমিই অথর্ববেদ এবং  
তুমিই শিক্ষা, কল্প নিরুক্ত, চন্দো ও জ্যোতিঃ  
হে অধ্যাক্ষজ ! তুমিই ইতিহাস ও পুণ্য  
তুমিই ব্যাকরণ, মৌমাংসা, ত্রায়, তঙ্ক এবং বগ-  
শাস্ত্র । হে আদিপতে ! জীবাত্মা, পদাঙ্গা  
হুল ও ব্রহ্মদেহ এবং তাহার অব্যক্ত কল্প  
এই সকল বিচারযুক্ত এক অধ্যাত্ম ও অঙ্গ  
স্বরূপবিশিষ্ট যে বাক্য, তাহা তোমার হইতে  
অভিরিক্ত নয় । তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য,  
অনির্দেশ, অনাম, অবর্ণ, অপাদি, অপাদ, অকপ.

গণোদ্যমকৰ্ণ: পাবিপশ্চিম ভূম  
 অচমুৰেকো বহুৰপৰপদ ।  
 মপাদবন্তো জব্বনা প্রহীতা  
 ৫ বেংসি সৰ্বক নচ সৰ্বকবোধ্য: ॥ ১০ ॥  
 অণোরবীৰ্যমমসংস্বৰপ  
 ইং পণ্ডিতেজ্ঞাননিৰন্তৰিত্যা ।  
 গীৰম্ব বীৰ্যন্ত বিভক্তি নাহদ-  
 নৰণ্যরূপাং পরত: পরাম্ভন ॥ ৪১ ॥  
 ৭ বিধনাভিভূবন্ত প্ৰোপ্তা  
 সৰ্বাধি ভূতানি তবান্তরাধি ।  
 বদভূতভব্যং তমণোরবীৰ্যম  
 সম্যংস্বৰক: প্রকৃত: পরম্ভন ॥ ৪২ ॥  
 একচক্ৰভূত ভগবান হতাশো-  
 বচোবিভূতি জব্বতা কামি ।  
 ৭ বিধতচক্ৰবন্তমুচে  
 ব্রহ্মা পৰং সংনিদধে বিধাত: ॥ ৪২ ॥  
 শ্বাধিৰেকো বহুধা সন্নিধ্যতে  
 বকাবেতদৈবিকারকপ: ।

শুধু নিত্য এবং পরাংপর। তুমি বর্ণ-  
নাশ হইয়াও শবণ কর, চক্ষুহীন হইয়াও  
দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ  
কর, পাঠীন হইয়াও বমন কর, হস্তহীন  
চর্চনাও প্রভব কর, তুমি সমস্তই জান, অচ-  
ক্ষুই 'দ্রুপদের' বৈদ্য নং ৩৩-৩০। হে  
পরমাত্মন! যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোমার  
প্রেম কপল ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করে না,  
যদি হইতেও অনুভব ও অসংস্করণ তোমাকে  
দর্শনশীল সেই ব্যক্তির মূল অজ্ঞান নিরস্ত হয়।  
তুমি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ও নির্খিল ভুবনের  
সম্বলকর্তা, সমস্ত ভূতপশু তোমাতেই অবস্থান  
প্রসিদ্ধ। যেহেতু ভূত ও ভব্য তোমা হই-  
তেই হইয়াছে ও হইবে, অতএব তুমিই অশু-  
চহতে অশুভের এবং প্রকৃতি হইতে স্বভাব এক-  
মাত্র পুরুষ। তুমিই চতুর্দিক অধিকরণে জগতের  
প্রভু ও সম্পদ প্রদান করিতেছ। হে অনন্ত-  
মুখ! চতুর্দিকেই তোমার চক্ষু বিরাজমান রহি-  
তেছে হে বিশ্বাত্ম। তুমিই ত্রিপাণ হারা তিন

ওথা ভবান্ সর্বপথৈতকল্পো  
 রূপাঙ্কশেবাষ্টমুপ্যাতীশ ॥ ৪৪  
 এককৃত্তমঃ পরমং পদং বং  
 পতন্তি ত্বাং হুরয়ো জ্ঞানকৃত্তম্ ।  
 হতো বাতঃ কিঞ্চিন্তি ত্বরীহ  
 বহু কৃতং বহু ভাবং পরায়ন্ ॥ ৪৫  
 ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপাঙ্কং সমষ্টিব্যষ্টিরূপবান্ ।  
 সর্বজ্ঞঃ সর্বদৃক্ সর্বশক্তিস্বানবলজ্জিহমান্ ॥ ৪৬  
 অন্যান-গপ্যাবৃদ্ধি-চ স্বামীনে। নাধিমান্ কবী  
 ক্রমভব্যভয়কোপকামাধিভিসংযুতঃ ॥ ৪৭  
 নিরবধ্যাঃ পরশ্রীতো নিরনিষ্টোংকরুজবঃ ।  
 সর্বৈব পরাধার ধার্যাং ধামাত্মকোংকরু ॥ ৪৮  
 সন্মানবরণাশীত নিরালম্বন ভাবন ।  
 মহাবিভূতিসংহান নরন্তে পুরুষোত্তম ॥ ৪৯  
 নাকারণাং কারণা কারণাকারণান্ চ ।

লোক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যেমন অবিকাররূপ একমাত্র অগ্নি বিকারভেদে বহু প্রকারে প্রকাশ-  
 নিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্বব্যাপি-  
 একরূপ হইয়াও অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া থাক।  
 বাহ্যে শ্রেষ্ঠ পরম পদ, তাহা একমাত্র তুমিই;  
 বিহীন ব্যক্তিগণ তোমাকে জ্ঞানবৃষ্টি দ্বারা দর্শন  
 করিয়া থাকেন। তোমা ব্যতিরিক্ত কিছুই  
 নাই। হে পরমাত্মন! এ অগ্রেতে যাহা কিছু  
 অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্ত  
 তোমাতেই। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ,  
 তুমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ, তুমিই সর্বজ্ঞ ও  
 সকলের দৃষ্টা এবং তুমিই সমস্ত শক্তি, জ্ঞান,  
 বল ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন। তোমার নানতা বা  
 বৃদ্ধি নাই, তুমি স্থায়ী, অনাদি ও অিতের্য  
 এবং শ্রম, আলস্য, ভয়, ক্রোধ ও কাশাদির  
 সহিত অসংযুক্ত। তুমি নিখল, পরোপ-  
 পন্ন, প্রতিকূলভাগ্য ও অক্ষয় ক্রম।  
 হে পরাধার সর্বোপর! তুমিই তেজঃসমূহের  
 অক্ষয় প্রকাশক। হে সমস্ত আবরণ হইতে  
 অতীত! হে নিরালসন! হে ভাবন! হে  
 মহাভূতির আশ্রয়! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে  
 নমস্কার। অকারণ বা কোন কারণ নিবন্ধ

শরীরপ্রাণং বাপি বর্জয়াম্যস্মি তে পরম্ ॥ ৫০

পরশর উবাচ ।

ইত্যেবং সংকতিং শ্রুত্বা মনসা ভগবানজঃ ।

বক্ষ্যমাণ্য প্রীতাস্মা বিধুমপরে হরিঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভো ভো বক্ষন্ কুয়া মন্ত্য সহ দেবৈর্ধদিযাতে ।

তচ্চাত্মশেষং বাং দিক্ৰমববধ্যাস্ম ॥ ৫২

পরশর উবাচ ।

ততো ব্রহ্মা হরেন্দ্রিয়াং দিগ্ৰূপমবেক্ষ্য তঃ ।

ভূষ্টাব ভূয়ো দেবেণ সাংক্ৰসানতাস্ম ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

নমো নমঃ প্রহর্য সংপ্রমত্তে

সহস্রবাহো বহুবক্রপাণ

নমো নমস্তে জগতঃ প্রাপ্তি-

বিনাশনং হানকরা প্রমের ॥ ৫৪

শঙ্কতিহস্য তিহ প্রমাণ

পরিদানশ্যতিপৌবায়ন ।

কিংবা নরনাংকারনিবন্ধন তোমার শরীর প্রি-  
খচ নঃ কেবল ধর্মের দক্ষ করিবার জা-  
তুমি শরীর ধারণ করিয়া থাক ৫১-৫০  
পরশর কহিলেন—বিধুমপরে ভগবান পরি-  
এই প্রকার প্তব প্রবনে ধীত হইয়া বক্ষ্যমাণ  
কহিলেন, হে ব্রহ্মন! এই সকল দেবগণ ও  
তুমি আমার নিকট যাহা অভিলষ্য করিতেছ  
তাহা বল এবং তাহা অশেষ-প্রকারে দিক্  
হইয়াছে, ইহাও নিঃসর কর। পরশর  
কহিলেন, তৎপরে ভগবানের সেই বিধ-  
রূপ দর্শন করিয়া দেবগণ ভয়ে অবনত-  
শরীর হইলে ব্রহ্মা নিগ্রা প্তব করিতে লাগি-  
লেন! ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সহস্রমুদ্রে!  
হে সহস্রবাহো! হে বহুবক্র ও বহুপাদ!  
আপনাকে নমস্কার আপনাকে নমস্কার হে  
জগতের সৃষ্টি-ত্রিহ-বিনাশ-কর! হে অপ্রমের!  
আপনাকে, নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। হে  
শঙ্ক হইতেও অতি শঙ্ক! হে অতিবৃহৎ-  
প্রমাণ! হে পৌরব-শালিশণেরও অতি পৌরব-  
বৃত্ত! হে প্রধান বুদ্ধি ও অচক্ষুরের

প্রধানবুদ্ধীন্দ্রিয়বঃ-প্রধান-

মূল্যং পরায়র্ন ভগবন্ প্রমীদ ॥ ৫৫

এবা মহী দেব মহীপ্রমীদে-

শ্রুতাহুতৈঃ পীড়িত-শসবন্ধা ।

পরশর ভাং জগতাহুতৈতি

ভারাবতারগর্মপারসারম্ ॥ ৫৬

এতে বরং বৃহদ্রিঃ তথাযং

নাসত্যদশ্রো বরুণো যমশ্চ ।

ইমে চ ব্রহ্মা বরঃ সপ্তর্ষা-

দনীরণপ্রিপ্রমুখাস্থাশ্র ॥ ৫৭

হুরো সনস্তাঃ সুরনাথ কার্য-

মেতিহুরা যচ্চ তদীশ নরকম্ ।

আচ্চপার্যাকং প্রতিপালয়ন্ত-

স্তবৈব তিষ্ঠাম সদাত্তদোষাঃ ॥ ৫৮

পরশর উবাচ ।

এব নঃ স্ত্রয়মানস্ত ভগবান পরমেশ্ব-

উজ্জহার গ্রনঃ কেশো গিতাত্তো মংমুনে

উবাচ চ সুরনেতো মংকেশো বহুপাতক-

অবতীর্ণ ভূয়ো ভারুণেশঃ নিঃ করিষ্যতঃ

তল প্রহর্য হইতেও পরাধীন! ৫৫-৫০

তুমি প্রধান হও হে দেব! হে সপ্তর্ষ

পৃথিবীতে সমুপম কতকগুলি মহাপ্র

অতি শঙ্কশীলবন্ধন, হইয়া, ভবন

নির্মিত অপার-দার এবং জগতের

গতি তোমার নিকট আগমন করিতে

সুরনাথ! এই ইন্দ্র, এই অশ্বিনা

বরুণ, এই যম, এই রুদ্রপণ এই

বহুপাণ এবং বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমার

অত্যাগ দেবগণ, ইহাদেব এবং আমার

কণ্ডব্য, তৎসমস্ত তুমি আচ্ছা কর

তোমারই আচ্ছা প্রতিপালনে আমার

নির্দোষ হইয়া অবস্থান করিতেছি

কহিলেন,—হে মহামুনে! ভগবান

এই প্রকারে স্তত হইয়া আপনার শ্রেত ও

হই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং

গণকে কহিলেন, আমার এই কেশের

অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্ত কেশ

সুর্য্যঃ সৰ্বলাঃ স্বাশৈশৱতীৰ্য্য মহীভলে  
কৰ্মন্ত যুদ্ধমুত্তমৈঃ পূৰ্বেণাঃ পশ্চৈশ্বৰ্য্যাসুৰৈঃ ॥ ৬১  
ততঃ ক্ষয়শেষান্তে দৈভেয়া বরনীতলে ।  
প্রশাসন্তি ন সন্দেহো মন্যুৰূপাভিচরিতাঃ ॥ ৬২  
বসুদেবস্ত বা পত্নী দেবতী দেবতীতপনা ।  
চন্দ্রানমস্তমো গৰ্ভতী মংকেশো ভবিতঃ সুরাঃ ॥ ৬৩  
শবলীৰ্য্য চ তবায়ঃ কংসঃ স্বাভিগা ভুবি :  
কালনেমিঃ সমুদ্রতমিত্যাক্তান্তর্কণে হরিঃ ॥ ৬৪  
অদৃশ্য তজ্জন্তুহপি প্রণিপত্য মহায়নে ।  
সেতুপথে সুরা জম্বুবতেকঃ ভ্রতলে ॥ ৬৫  
কংসায় চাপ্তমো গৰ্ভতী দেবকাঃ বরনীবরঃ  
বিসাতীত্যাচক্ষ্যে ভগবান নারদো মুনিঃ ॥ ৬৬  
ন সোপপিত পুত্রজতা নারদাঃ বপিতন্ততাঃ  
দেবকীং বহুদেবকং গতে শুভানবরায়ঃ ॥ ৬৭  
জাতঃ কন্তরু কংসায় তেনৈবোৎকং যথী পদা  
ভীষণ বহুদেবোহপি পুত্রমপিতবান দ্বিজ ॥ ৬৮

দ্বিগণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ বহুপুত্রী ততি বিক্রতাঃ  
বিঃশ্রমুক্তা তান নিদ্রা ক্রমাঙ্গপথে গ্ৰাযোজনাঃ ॥ ৬৯  
যোগনিদ্রা মহামায়াঃ বহুবী মোহিতং যথা  
অনিদ্রাঃ কংসঃ সর্বং ভামাহ ভগবান হরিঃ ॥ ৭০  
শ্রীভগবানুবাচ

নিদ্রে ৩০ নাম দেশাঃ পাতালতলসংগ্রামান  
একৈকশেন যজুঃগ্রন্থি দেবকীজঠরং নয় ॥ ১  
হতো ভো কংসেন শেষাখ্যাৎশস্ত্রতে মম  
যশাশেষেন দারৈঃ তস্তাঃ সপুত্রাঃ সহস্রবীতি ॥ ২  
গোবুধে বহুদেবস্ত ভাবিত্য রোহিণী যিহ  
তদ্রাঃ ম সত্যজিনমঃ দেবি নেতন্তুয়োদয়ঃ  
সপুত্রাঃ ক্রোদ্ধপ্রাজ্ঞঃ ভগবদেবেপারোভত ॥ ৩  
দেবকাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকে পদযার্থে  
গর্ভসমর্পণাৎ নেতন্ত লোকে সপুত্রপেতি দে  
মাক্ষানবপুশো বীরঃ শ্রেতাদিশিখরোদগতাঃ ॥ ৪  
তাতঃ ৩০০ বিঘ্নানি দেবকীজঠরে ৩০০

করিবে, আরও বেশগণ স্বপ্নে আপন গহমে  
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রোৎপন্ন ও উন্নত  
মহামুগ্ধবশে সশিত যুদ্ধে বসিত পাবনা  
গভাত পৃথিবীতে সেই শাসন বিভাসন  
আমার দুষ্টিপাতামাত্রে বিচূর্ণিৎ ৩০০ কংস প্রায়  
হইবে, ইহাও সন্দেহ নাই ৩০—৩০০  
সুরগণ। বহুদেবের দেবতানৃদৌ দেবকী নামে  
এ পত্নী আছেন, গাঁদাব অষ্টম গতে আমার  
এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহাঃ পৃথিবীতে  
শবলীৰ্য্য হইয়া কংসরূপে সমুপপন্ন হইলেননি  
অমরকে বিনাশ করিবে ইহা বলিয়া ইন্দ্রি তাতঃ  
হিত হইলেন। তৎপরে দেবগণও দর্শন পথের  
অতীত সেই মহাশ্বাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমেক  
পক্ষিতে গমন করিলেন এবং ক্রেশাঃ পৃথিবীতে  
জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভগবান নারদ-  
মুনি কংসকে বলিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গতে  
অনন্তদেব জন্মগ্রহণ করিবেন। কংস নারদের  
নিকট তাহা শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবকী ও  
বহুদেবকে গুপ্তভাবে গহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া  
রাখিল। হে দ্বিজ! বহুদেব স্বকৃত পূর্ব  
প্রতিজ্ঞানুসারে এক একটা পুত্র উৎপন্ন হইবা-

মাত্র ততক্ষণিকে কংসের নিকট সমুপপন্ন করিয়া  
লাগিলেন দ্বিগণ্যকশিপের ছোট্ট বোঝায়ে  
ছিল, বিপত্রক প্রেরিত হইয়া নিদ্রে ৩০  
দিগকে কংসঃ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়া  
ছিলেন হার বর সমস্ত জগৎ মোহিত  
হইয়া রহিয়াছে, সেই অবিনাশকশিপী হে  
নিদ্রা, দ্বিগ্ন মহামায়াঃ ভগবান হরি কংসকে  
এই কথঃ বলিয়াছিলেন যে তে নিদ্রে ৩০  
আমার আদেশে পাতালস্থিত ছয়টা গত এক এক  
করিতা যথাক্রমে দেবকীর জঠরে স্থাপন কর  
৬০—৭১। সেই গর্ভগুলি কংস চক্ষুর দ্বারা  
হইলে, শেষ নামক আমার অংশ কংসকে  
দেবকীর জঠরে সমুপপন্নকরণে সমুপপন্ন হইবে  
গোকলে রোহিণী নামে বহুদেবের আর এক  
পত্নী আছেন দেবকীর সপ্তম গর্ভে ভোজ্যসজ  
কংসের ভয়ে কারাগার হইতে তুমি সেই বোহি-  
ণীর উদরে স্থাপন করিও তোমার বলিবে  
দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভসজ-  
বর্গনিবন্ধন শ্রেতপক্ষতশিখর-সমুদ্র সেই বীর  
জগতে সমুপপন্ন নামে খ্যাত হইবে। তৎপরে  
আমি দেবকীর জঠরজঠরে প্রবেশ করিব

গতে ভৃগু যশোদায় পশুপতমক্লিষিতম্ ॥ ৭৫

প্রায়টকালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যক্ষয়ং নিশি ।

উঃপঃস্বামি নবম্যাক প্রসূতিঃ স্তম্বাপ্যসি ॥ ৭৬

যশোদাশরণে মাভূ দেবকাস্তম্বানিন্মিতে

মক্ষত্বিঃপ্রেরিত্যতিবহুদেবো নরিন্মতি ॥ ৭৭

কঃসঃ গ্রামুপাদায় দেবি শৈলশিলাভলে ।

প্রক্ষেপ্যাতস্তরীক্ষে চ কঃ স্থানং সম্বাপসি ॥ ৭৮

ততস্ত্বাং শতকৃ শক্রেঃ প্রণম্য মম পৌরহঃ ।

প্রধিপাতানতশিরা ভসিনীহে গ্রহীষ্যতি ॥ ৭৯

ততঃ শতনিন্তস্তাদীন হুয়া দৈত্যান সহশ্রশঃ ।

হৃদৈকরনৈকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি ॥ ৮০

কঃ ততিঃসরজি কৌন্তিঃ কাষ্টিদৌঃপৃথিবী যুতিঃ ।

নক্ষত্রা পৃষ্ঠিকৃষা বা চ কাচিদাশ্বঃ স্তম্বেব সা ॥ ৮১

যে স্তম্বাযোতিঃ চূর্ণেতি বেদশব্দেহস্মিকেন্টি চ ।

ভদেতি ভদ্রকামীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমস্তরীতি চ ॥ ৮২

কুণ্ডঃ কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার পর্ভ

ধরন করিও, বর্ষাকালে শ্রাবণমাসে কৃষ্ণ-

পক্ষের অষ্টম্যাতে নিশীথ সময়ে আমি গ্রামগ্রহণ

পর্বত এবং ভূমিও নবম্যাতে গ্রামগ্রহণ করিব।

বহুদেব আমার শক্তিতে প্রেরিত হইবে। আমাকে

যশোদার শয়নগৃহে এক তোমাকে দেবকীর

পথ্যাদ আনয়ন করিবেন। হে দেবি : কঃসও

তোমাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্তরপাথরের উপর

নিক্ষেপ করিবে, তুমি তাহাতে নিক্ষিপ না

হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। তখন

সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার স্তম্বাদায় তোমাকে

প্রণাম করিয়া, অবনতমস্তকে তোমাকে ভসিনী

বলিয়া গ্ৰহণ করিবে। তৎপরে তুমি শত

নিঃসং প্রভৃতি বহুতর দৈত্যগণকে বিনাশ

করিত্ব, বিষ্ণু জালকর প্রভৃতি কাকি গন-

সকল ঋতা পৃথিবীকে ভূষিত করিবে তুমিই

বিক্রান্ত তুমিই সরতি, তুমিই কৌন্তি, তুমিই

কষ্টি, তুমিই স্বর্ণ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই যুতি,

তুমিই নক্ষত্র, তুমিই পৃষ্ঠি, তুমিই উষা এবং

কহা কিছু অস্ত্র আছে, তাহা সমস্তই তুমি।

যহার প্রাতঃ এক সারাকালে ভক্তিপূর্বক

কৃষ্ণ, কুণ্ড, বেদপর্ভা, অগ্নিক, তদা, তাম্রকালী,

প্রাতঃচোপরাহুে চ স্তোত্রস্ত্যানম্নমুত্তরঃ ।

ত্বেহং হি প্রার্থিতং সর্বকং মৎপ্রসাদান্তিকর্ষিত ॥ ৮৩

হুয়ামংসোপহায়েনৈতং ভক্ষ্যভোজ্যেচ পূজিতা ।

নৃণামশেষকামান্তুং প্রসন্নো মস্তদাস্তসি ॥ ৮৪

তে সর্বকৈ সর্বদা ভদ্রে মৎপ্রসাদাদসংকল্পম্ ।

অসাম্বিত্তা ভবিষ্যন্তি পক্ষ দেবি স্বখাদিতম্ ॥ ৮৫

ইতি ঐবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোঃশে

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

পদ্মশর উবাচ ।

স্বখাত্মং সা অশ্বকাজী দেবদেবো বৈ জ্ঞা ।

কড়পর্ভ-পর্ভবিতাসং চক্ষে চান্তস্ত কর্ণম্ ॥ ১

সপ্তমে গোহিবিঃ প্রাণে পর্ভে পর্ভে তদা হরি

লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥ ২

যোগনিদ্রা যশোদায়াত্মনিবে ততো যিনে ।

ক্ষেম্যা অথবা ক্ষেমধরী বলিয়া তোমাকে ভজ

করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের সমস্ত অশ্টি-

লাব সিদ্ধ হইবে। হুয়া, মাংস, ভক্ষণ ও

ভোজ্য দ্বারা, জায় তুমি প্রসন্ন হইয়া মস্তক-

পাথের অশেষ প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিবে।

হে ভদ্রে! তোমাকর্তৃক প্রদত্ত সেই কামান্তি

আমার প্রসাদে নিঃসংশয় পূরিপূর্ণ হইবে।

হে দেবি! তুমি স্বখাদিত পক্ষ পক্ষ

কর। ১২—৮৫ ।

পঞ্চমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পদ্মশর কহিবেন,—তখন ঈশ্বরের ধর্মী

সেই যোগনিদ্রা, দেবদেব বিষ্ণু যেমন কহিত

ছিলেন, তৎসূত্রেই ছয়টা পর্ভকে দেবকীর পর্ভ

কিতাস ও সপ্তম পর্ভের কর্ণ করিয়াছিলেন।

সপ্তম পর্ভ গোহিবীর পর্ভে প্রবেশ লাভ করিল

পরে, তখনই হরি, লোক-ত্রয়ো উপকারে

কৃত দেবকীর পর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন

সমুদ্র জঠরে তদ্বদ্যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩  
 ততঃ গ্রহগণাঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজ ।  
 বিশেষাংশে ভুবং যাতে শতবচনং শুভাঃ ॥ ৪  
 ন সোহে দেবকীং দৃষ্টুং কশিৎপাতিতেজসা ।  
 জজ্ঞানামানং তাং দৃষ্টা মনাসি ক্ষোভমাযুঃ ॥ ৫  
 অশ্রীঃ পরমহীভিপ্ৰবকীং দেবতাগণাঃ ।  
 দিগ্ধাং বশবা বিদ্যুং তুষ্টিপ্লামহানিশম্ ॥ ৬  
 প্রসতিত্বা পরা স্ফা ব্রহ্মগর্ভভবঃ পুরা ।  
 ততঃ বাণী জগদ্ধাতুর্দেবগর্ভাসি শোভনে ॥ ৭  
 দেবকীপার্শ্বাঃ চ সৃষ্টিভূতা সননেন  
 শতভূতং পুংসর্গাং যক্ষগর্ভভবলী ॥ ৮  
 ততঃ সোহেজা বক্রিভূতা তথাগণি  
 নান্যৈর্দেবগর্ভাঃ সঃ সোহগর্ভা তথা দিতি ॥ ৯  
 ততঃ সোহবাসবগর্ভাঃ সঃ সোহজানগর্ভাসি সন্নতিঃ  
 নগগর্ভধরা নীতির্লজ্জাঃ সঃ প্রাশ্রয়ঃ সঃ ॥ ১০

নন্দাঃ তংপর দিবস সেই সময়ে পরমেষ্ঠরের  
 আদেশানুসারে যশোদার গর্ভে সমুদ্র হইলেন ।  
 দ্বিজ ! বিশ্বর অংশ পৃথিবীতে আগমন  
 করিলে আকাশে হৃদয় সম্যকরূপে বিচরণ  
 করিতে লাগিল এবং ক্ষুদ্র সকল মঙ্গল রূপ ধারণ  
 করিল অতান্ত তেজে জজ্ঞানামান দেবকীকে  
 দেখন করিতে কেহই সমর্থ হইল না এবং  
 কষ্টকে দেপিয়া, বিপক্ষগণের মন ফুটাইতে  
 লাগিল। দেবগণ তব্রহ্ম হ্রী ও পুরুষগণের  
 অংশে হইয়, দিব্যরাত্রি বিশ্বর গর্ভধারিণী সেই  
 দেবীকে স্তুত করিতে লাগিলেন, দে শোভনে !  
 তুমিই তুমি ব্রহ্মপ্রতিবিম্বধারিণী স্ফা প্রকৃতি  
 ছিলে, তুমিই তংপরে বাণীস্বরূপ হইয়া  
 জগতের বিধাতার বেদগর্ভা হইয়াছ : হে  
 মনোভিন ! তুমিই সৃষ্টাস্বরূপগর্ভা হইয়া,  
 সৃষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছ এবং সকলের বীজ-  
 ভূত, তুমিই বেদময়ী যক্ষগর্ভা তুমিই ফল-  
 গর্ভা যক্ষস্বরূপিণী এবং তুমিই বক্রিগর্ভা অরণি  
 তুমিই বেদগর্ভা অদ্বিতি এবং তুমিই দ্যতা-  
 গর্ভা দিতি । তুমিই বাসবগর্ভা জ্যোৎস্নাস্বরূ-  
 পিণী, তুমিই জ্ঞানগর্ভা সন্নতি, তুমিই নগগর্ভা  
 নীতি এবং তুমিই আশ্রয়দাতা লজ্জাস্বরূপিণী ।

কামগর্ভা তথোহা তং তং তুষ্টিস্তোষণার্থিণী ।  
 মেধা চ বোধগর্ভাসি ধৈর্যগর্ভোদয়া যুতিঃ ।  
 গ্রহক্ষতারকাগর্ভা দ্যৌরম্মাখিলহেতুকী ॥ ১১  
 এতা বিভূতয়া দেবি তথাগ্রাং সহস্রশঃ ।  
 তথাসম্মা জগদ্ধাত্রি সম্প্রত্যং জঠরে তব ॥ ১২  
 সমুদ্রাদিনন্দাদীপ-বনপত্তনভূষণা ।  
 গ্রাম-খকট-খোট্যা সমস্তা পৃথিবী শুভে ॥ ১৩  
 সমস্তবহুযোগে হ্রাসি সকলাঃ সমীরণাঃ ।  
 গ্রহক্ষতারকাচিত্রা বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥ ১৪  
 অবকাশমশেষম যদদ্যতি নভঃ তং ।  
 ভূলোকোহথলোকোঃ স্রলোকোহথমহর্জনঃ ॥ ১৫  
 তপাঃ ব্রহ্মলোকোহথ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং শুভে !  
 তদহর্ষে স্থিতা দেবাঃ দ্যোগকর্কচারণাঃ ॥ ১৬  
 মহোরগাস্তথা যক্ষাঃ রাক্ষসাঃ প্রেতগুহকাঃ ।  
 মনুষ্যাঃ পশব্যাচায়ে যে চ জীব্য যশস্বিনী ॥ ১৭  
 তৈরন্তঃস্বৈরনন্তোহসৌ সর্বেশঃ সর্কভাবনাঃ ।

১—১০। তুমিই কামগর্ভা ইচ্ছাস্বরূপিণী, তুমিই  
 সন্তোষণার্থী তুষ্টিস্বরূপা, তুমিই বোধগর্ভা মেধা,  
 তুমিই ধৈর্যগর্ভা যুতি, তুমিই গ্রহক্ষতারকা  
 গর্ভা অখিলের হেতুভূতা আকাশস্বরূপিণী । হে  
 দেবি জগদ্ধাত্রি ! এই সমস্ত এবং অগাণ্ড  
 বহুবিধ অনাংখ্য বিভূতি, সমুদ্র তোমার জঠরে  
 বিরাজ করিতেছে হে শুভে ! সমুদ্র, পর্বত  
 নদী, দ্বীপ, বন ও গাছ বিভূষিত এবং গ্রাম,  
 খকট : ও খোট : যুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সর্ক-  
 প্রকার অনল, জলসমূহ, সমস্ত সমীরণ, গ্রহ-  
 নক্ষত্রতারকাচিত্রিত, বিমানশত-সঙ্কুল এবং  
 সকলের অবকাশদাতা আকাশ, ভূলোক, ভুব-  
 লোক, স্রলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপো-  
 লোক, ব্রহ্মলোক এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও  
 তদন্তর্গতী দেবদৈতা, যক্ষ, চারণ, মহোরগ,  
 যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহক, মনুষ্য, পশু ও  
 অগাণ্ড যে সমস্ত জীব আছে, হে যশস্বিনী !  
 অন্তঃস্থিত সেই সমস্ত জীবগণের সুহিত সর্বেশ,

\* পর্বতপ্রান্তবর্তী গ্রাম । † কৃষকদিগের গ্রাম ।



রূপকর্ণস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে ।  
 যন্তাখিলপ্রমাণানি স বিষ্ণুর্ভগন্তব ॥ ১৮  
 ত্বং স্বাহা। ত্বং স্বধা বিদ্যা। সুধা ত্বং জ্যোতিরম্বরম্  
 ত্বং সর্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণ। মহীতলে ॥ ১৯  
 প্রসীদ দেবি সর্বস্য জগতঃ শং শুভে কুরু ।  
 প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং যুতং ধেনাখিলং জগৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশে  
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

এবং সংজ্ঞয়মান। সা দেবৈর্দেবমধারয়ং ।  
 গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগতস্ত্রাণকারণম্ ॥ ১  
 ততোহখিলজগৎপদাবোধায়চ্যুতভানুনা ।  
 দেবকী পূর্বসন্ধ্যায়ামবিভূতং মহাত্মনা ॥ ২

সর্বভাবন এবং প্রমাণনিচয় যাহার তত্ত্ব, লীলা  
 ও মূর্তি নির্ধারণ করিতে অসমর্থ, সেই ভগবান  
 বিষ্ণু, তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি  
 স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা, তুমি সুধা, তুমি  
 জ্যোতিঃ এবং তুমিই অম্বরস্বরূপীণী; লোক-  
 সমূহের রক্ষার জগ্গাই তুমি মহীতলে অবতীর্ণ  
 হইয়াছ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও, হে  
 শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর; যিনি সমস্ত  
 জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রীতির সহিত  
 তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ কর। ১১—২০।

পঞ্চমোহংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—দেবগণ কর্তৃক স্তুত  
 হইয়া দেবকী, পুণ্ডরীক-লোচন ও জগতের  
 ত্রাণ কারণ যেই দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে  
 লাগিলেন, তাৎপরে অখিল-জগৎরূপ পদের  
 বিকাশের জন্ত দেবকীরূপ পূর্বসন্ধ্যাতে মহাত্মা

তজ্জন্মদিনমত্যর্থমাক্লাদ্যমলদিভূধম্ ।  
 বভূব সর্বলোকেশ্বর কোমুদী শশিনে। যথা ॥ ৩  
 সন্তঃ সন্তোষমধিকং প্রশময় চণ্ডমারুতঃ ।  
 প্রসাদং নিমগ্ন। যাতা জায়মানে জনর্দনে ॥ ৪  
 সিন্ধবো নিজশকেন বাদ্যং চক্রুঃস্নোহরম্ ।  
 জগুর্গন্ধর্বপত্যো ননুতুঃ। অপ্সরোগণাঃ ॥ ৫  
 সহজুঃ পুষ্পবর্ধাণি দেবা ভূবান্তরীক্ষগাঃ ।  
 জজ্বলুঃ। গয়ঃ শান্তা জায়মানে জনর্দনে ॥ ৬  
 মধ্যরাতেহখিলাপারে জায়মানে জনর্দনে ।  
 মন্দং জগজ্জলদাঃ পুষ্পরুষ্টিমুচোঃ বিজ ॥ ৬  
 প্রফুল্লদীবরপত্রাভং চতুর্কোহমুদীক্ষা তম্ ।  
 শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টিবানকন্দুভিঃ ॥ ৮  
 অভিষ্টয় চ তং বাগ্ভূতিঃ প্রসন্নাত্তিহ্যামতিঃ ।  
 বিষ্ণুপয়ামাস তদ। কংসস্ত্রোতে দ্বিজৈঃ স্তম ॥ ৯

বিষ্ণুরূপ স্বর্ঘ্য আবিভূত হইলেন; চন্দ্রের  
 জ্যোৎস্না যেমন সমস্তলোকের আক্লাদকর হয়,  
 তদ্রূপ ভগবানের জন্মদিন লোকনিবহের অতি-  
 শয় আক্লাদজনক হইয়াছিল এবং সেই দিবস  
 দিগ্ভ্রমণল অত্যন্ত নিখিল হইয়াছিল। জনা-  
 র্দনের জন্মগ্রহণ-কালে সাধুগণ অতিশয় সন্তোষ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রচণ্ড বায়ু শান্ত ভাব  
 ধারণ করিয়াছিল এবং নদী সকল প্রসন্নত  
 প্রাপ্ত হইয়াছিল। নিম্নে সন্দর্ভ নিজশকে  
 মনোহর বাদ্য করিয়াছিল, গন্ধর্বগণ গান এবং  
 অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল। দেবগণ  
 অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পুষ্পবর্ষণ করিয়া-  
 ছিলেন এবং অগ্নিসমূহ শান্তভাবে প্রজ্বলিত  
 হইয়াছিল। হে দ্বিজ! মধ্যরাতিতে অখিলা-  
 ধার বিষ্ণুর উৎপত্তি সময়ে মেঘ সকল পুষ্পবর্ষণ-  
 পূর্বক মন্দ মন্দ গর্জন করিয়াছিল। বহুদেব  
 প্রফুল্ল-ইন্দীবর-দল-প্রভ, চতুর্কোহ ও বক্ষ-  
 স্থলে শ্রীবৎসচিহ্নাক্রিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন  
 দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!  
 মহামতি বহুদেব বিশুদ্ধবাক্যসমূহ দ্বারা জগৎ-  
 পতির স্তব করিয়া কংসের ভয়ে ভীত হইয়া  
 সেই সময় নিবেদন করিলেন,—হে দেবদেবেশ!

বহুদেব উবাচ ।

জ্ঞাতোহসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রেগদাধর ।

দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥ ১০

অদ্যৈব দেব কংসোহয়ং কুরুতে মম যাতনম্ ।

অবতীর্ণমিতি জ্ঞাতা ভামস্বিন মম মন্দিরে ॥ ১১

দেবক্যবাচ ।

যোহনন্তরুপোহখিলবিপ্লরূপো-

গর্ভে লোকান বপুষা বিভত্তি ।

প্রসীদতামেব স দেবদেবঃ

সমায়াবিষ্যতবালরূপঃ ॥ ১২

উপসংহর সর্কায়ন রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্ ।

জানাতু মাবতারং তে কংসোহয়ং দিতিজাধমঃ ॥ ১৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

স্বতোহহং যং হুয়া পূর্বে পুত্রাধিষ্ঠা তদন্য তে ।

সফলং দেবি সগাতং জাতোহহং যংতবেদরায়ং ॥

পরশর উবাচ ।

ইতুক্ত্বা ভগবাংস্তুষ্ণীংভব মুনিসন্তম ।

বহুদেবোহপি তং রাত্রাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ ॥ ১৫

হে শঙ্খচক্রেগদাধর! আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দেব! আপনি প্রসন্ন হইয়া এই দিব্যরূপ উপসংহার করুন। আমার এই মন্দিরে আপনাকে অবতীর্ণ জানিলে কংস অর্থাৎ আমার সর্কনাশ করিবে। ১—১১।

দেবকী কহিলেন,—যিনি অনন্ত এবং অখিল-বিপ্লরূপ, নিজদেহে লোকসমূহকে ধারণ করিতেছেন, সেই এই দেবদেব নিজ মায়ায় জালরূপে বিরাজ করত আমাদের উপর প্রসন্ন হউন। হে সর্কায়ন! আপনি এই চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার করুন, দৈত্যকুলের অধম কংস যেন আপনাকে অবতার বলিয়া জ্ঞানিতে না পারে। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি পূর্বে পুত্রাধিষ্ঠা হইয়া আমার স্তব করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সফল হইল; যেহেতু, তোমার উদর হইতে আমি উৎপন্ন হইলাম। পরাশর কহিলেন,—হে মুনিসন্তম, এই কথা বলিয়া ভগবান্ তুষ্ণীস্তাব ধারণ করিলেন এবং বহুদেবও সেই রাত্রিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া

মোহিতাচাভবংস্তত্র রক্ষিনে যোগনিদ্রয়া ।

মথুরাবারপালাং বজ্রতানকদন্তভে ॥ ১৬

বর্ষতাং জলদানাক তোমাত্মরূপং নিশি ।

সংছাদ্যানুযযৌ শেষঃ সপর্ণনাকদন্তভিষ্ণু ॥ ১৭

যমুনাং চাতিগন্তীরাং নানাবহুসমাকুলম্ ।

বহুদেবো বহন বিষ্ণুং জ্ঞাতমাত্রৈবায়ং যযৌ ॥ ১৮

কংসস্ত করমাদায় তত্রৈবাতাপতাস্ত্রটে ।

নন্দাদীন গোপবৃন্দাং যমুনায়া দদর্শ সং ॥ ১৯

তস্মিনকালে যশোদা যোগমোহিতা যোগনিদ্রয়া ।

তামেব কত্যাং মৈত্রেয় প্রহতা মোহিতে জনে ২০

বহুদেবোহপি বিষ্ণুং বনমাদায় দারিকাম্ ।

যশোদাশয়নে তর্ণমাজগামমিতগাতিঃ ॥ ২১

দদৃশে চ প্রবক্সা সা যশোদা জাতমাত্মজম্ ।

নীলোৎপলদলগাম্যং ততোহত্যং মুদং যযৌ ॥ ২২

আদায় বহুদেবোহপি দারিকং নিজমন্দিরম্ ।

দেবকীশয়নে হস্তাং যথাপূর্বমতিষ্ঠত ॥ ২৩

বাহিরে গমন করিলেন বহুদেবের গমন-কালীন তত্রস্থ রক্ষীগণ এবং মথুরার দ্বারপালগণ যোগনিদ্রা কষ্টক মোহিত হইয়াছিল। সেই রাত্রিতে অনন্তদেব, বর্ষনশীল, মেঘসমূহের ভয়ঙ্কর বারিরাশি, কণ, দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বহুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বহুদেব বিষ্ণুকে বহন করত অতিশয় গভীর ও নানা-আবৃত-সঙ্কল যমুনা নদী জাত-পরিমিত জলেই পার হইলেন এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন। হে মৈত্রেয়! সেই সময়েই যোগনিদ্রা কষ্টক জন-সমূহ মোহাক্রম হইলে বিমোহিতা যশোদাও সেই কতাকে প্রসব করিয়াছিলেন। অমিতবুদ্ধি বহুদেবও যশোদার শয্যা বালককে রাখিয় কত্যা গ্রহণ করত শীঘ্র ত্যাগমন করিলেন ১২—২১। তৎপরে যশোদা জাগরিত হইয়া নীলপদ্মপত্রের গায় শ্রামবর্ণ আশ্রয় উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ-প্রাপ্ত হইলেন। বহুদেবও সেই কতাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া দেবকীর শয্যা রাখিয়া পূর্ববৎ

ততো বালশবনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোস্থিতঃ ।  
 কংসায়্যাবেদয়ামাস্তদেবকীপ্রসবং বিজ ॥ ২৪  
 কংসস্তূর্ণমূপেতেনাং ততো জগ্রাহ বালিকাম্ ।  
 মুঞ্চ মুঞ্চেতি দেবক্যা সমকর্গ্যা নিবারিতঃ ॥ ২৫  
 চিত্ৰেণ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ষিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্ ।  
 অবাপ রূপকং মহং সায়ুধাষ্টমহাভুজম্ ॥ ২৬  
 প্রজহাস তথৈবাকৈঃ কংসক রুধিতাব্রবীং ।  
 কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া নৃত জাতো যজ্ঞাং বধিষ্যতি ॥ ২৭  
 সর্বসম্ভূতো দেবান মানীমুতুঃ পুরা স তে ।  
 তদতঃ সম্প্রার্থ্য শ ক্রিয়তাং হিতমায়ন্যঃ ॥ ২৮  
 ইতুক্তা প্রযায়ৌ দেবী দিব্যশঙ্ক-গন্ধ-ভূষণা ।  
 পশ্যতো ভোজবাজস সত্য মিদ্ধৈর্কিহায়সি ॥ ২৯  
 ইতি ত্রীবিংশতঃ পদ্যমহংশে  
 তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

অবস্থিত হইলেন, হে বিজ! তৎপরে রক্ষিণ  
 সহসা বালকের শবনি শ্রবণে উত্তিত হইয়া  
 কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্তা নিবেদন  
 করিল। তৎপরে কংস নীত্র আগমন করিয়া  
 দেবকী কান্দুক গদ্যদ কর্তে “তাগ করুন, তাগ  
 করুন” এইরূপে নিবারিত হইয়াও সেই কণ্ঠ্যকে  
 গ্রহণ করত শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। সেই  
 কণ্ঠ্য, কংসকান্দুক নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশেই  
 রহিলেন এবং সায়ুধের সহিত অষ্টমহাভুজ-  
 বিশিষ্ট মহং রূপ ধারণপূর্বক উচ্চ হাস্ত  
 করত কণ্ঠ্য হইয়া কংসকে বলিলেন, “হে নৃত!  
 আমাকে নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে?  
 যিনি তোমাকে বধ করিবেন, দেবগণের সর্বস্ব-  
 ভূত সেই পরম পুরুষ ঈশ্বরগ্রহণ করিয়াছেন।  
 এবং তিনিই পূর্বজন্মেও তোমার মৃত্যুস্বরূপ  
 হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়া নীত্র  
 আপনার দ্বিতের উপায় কর।” ভোজবাজের  
 সমক্ষে এই কথা বলিয়া দিব্য মালা ও চন্দনে  
 ভূষিত সেই দেবী সিদ্ধগং কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া  
 আকাশমার্গে অতুলিত হইলেন। ২২—২৯।

পঞ্চমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

কংসস্ততোদ্বিধমনাঃ প্রাহ সর্বান মহাহরান্ ।  
 প্রলম্বকেশি-প্রমুখানাহুয়াসুরপুঞ্জবান্ ॥ ১  
 কংস উবাচ ।

হে প্রলম্ব মহাবাহো কেশিন্ ধেনুক পুত্রে ।  
 অরিষ্টাদ্যৈস্তথ্য চাঠৈঃ শ্রয়তাং বচনং মম ॥ ২  
 মাং হস্তমরৈর্বভুঃ কৃতঃ কিল দুয়া স্বভিঃ ।  
 মদৌঘাতাপিতৈবারাঃ ন ত্তেতান গণয়ামাহম্ ॥ ৩  
 কিমিশ্নোজবৌধেণ কিং হরেণৈকচারিণা ।  
 হরিণা বাপি কিং সাধ্যং ছিদেৎসুরধারিতা ॥ ৪  
 কিমান্দিভ্যোঃ সবভূভিরল্লবৌধৈঃ কিমগ্নিভিঃ ।  
 কিপগাষ্ট্ররমরৈঃ সর্বৈশ্চবাহুবলানির্জিতৈঃ ॥ ৫  
 কিং ন দৃষ্টোহমরপতিশ্চয়া সংযুগমেতা সঃ ।  
 পৃষ্ঠেনৈব বহন বাণনপাগচ্ছন্ন বক্ষসা ॥ ৬  
 মজ্রাষ্ট্রে বারিতা বৃষ্টিধ্বা শক্রেণ কিং তদা ।  
 মহাঘতিম্ভৈর্জলদৈরপো মুক্তা যথোপসতাঃ ॥ ৭

চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—তৎপরে কংস উদ্বিধ-  
 চিত্তে প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি সমস্ত অসুরপ্রধান-  
 গণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, হে মহাবাহো  
 প্রলম্ব! হে কেশিন! হে ধেনুক! হে  
 পুত্রে! অরিষ্ট প্রভৃতি অন্ত্যাত্ম অমরগণের  
 সহিত আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন।  
 আমার রীতি দ্বারা তাপিত হইয়া দুঃখী দেবগণ,  
 আমাকে মারিবার জন্ত যত্ন করিয়াছে; কিন্তু  
 আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও গণ্য করি না।  
 অল্লবীর্ঘ ইন্দ্র, তাপস মহাদেব এবং ছলক্রমে  
 অমরগণের বিনাশকারী বিষ্ণুই বা কি সাধ্য  
 এবং বসুগণের সহিত অল্লবীর্ঘ আদিত্যসমূহের  
 বা অগ্নি, কিংবা আমার বাহুবল-পরাজিত  
 সমস্ত দেবগণেরই বা কি সাধ্য? আপনারা কি  
 দেখেন নাই যে, অমরপতি আমার সহিত যুদ্ধে  
 পৃষ্ঠ দ্বারাই বাণসমূহ বহন করত পলায়ন করি-  
 য়াছে। ইন্দ্র যখন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি  
 করিয়াছিল, তখন আমার বাণ দ্বারা বিভিন্ন

কিমুর্স্যামবনীপালা মন্বাহবলভীরবঃ ।

ন সর্বৈ সন্নতিং যাতা জরামক্ষমতে গুরুম্ ॥ ৮  
অমরেষু চ মেঘবজ্রা জায়তে দৈতাপুঙ্গবঃ ।  
হাস্তং মে জায়তে বীরাস্তেয় যত্নপরেষপি ॥ ৯  
তথাপি খলু হৃষ্টানাং তেষামভ্যধিকং মর্য।  
অপকারায় দৈতোল্লা যতনীয়ং দুরাশ্রনাম্ ॥ ১০  
তদুযে যশস্বিনঃ কেচিৎ পৃথিব্যাং যে চ যজ্ঞিনঃ ।  
কার্যো দেবাপকারায় তেষাং সর্বাদ্রাশ্রনা বপঃ ॥ ১১  
উৎপন্নঃচাপি মৃত্যুশ্চে ভূতপূর্বঃ স বৈ কিল ।  
ইত্যেতবালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসত্ত্বা ॥ ১২  
তস্মাদালেপ্য পরমো যত্নঃ কার্যো মহীতলে ।  
যত্রোদ্ভিক্তং বলং বালে স হস্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩  
পরশর উবাচ ।

ইত্যাক্ষপাশ্রয়ান কংসঃ প্রবিষ্ণুগগনং ততঃ ।  
মুশোচ বহুদেবক দেবকীক নিরোধতঃ ॥ ১৪

মেঘসমূহ হইতে কি যথেষ্টিত বারিমোচন হয়  
নাই ? গুরু জরাসন্ধ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে  
আমার বাহুবলে ভীত হইয়া সমস্ত রাজগণ কি  
আমার নিকট নত হয় নাই ? হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ-  
গণ ! দেবগণের উপরও আমার অবজ্ঞা হই-  
তেছে, হে বীরগণ ! তাহাদিগকে আমার  
মৃত্যুতে যত্নপন্ন দেখিয়া আমার হাস্তও আশি-  
তেছে । ১—৯ । হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ ! তথাপি  
সেই হৃষ্ট এবং দুরাশ্রয়গণের অপকারে জন্ম  
আমার বিশেষরূপে যত্ন করা কর্তব্য । অতএব  
পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং যাগশীল আছে,  
দেবগণের অপকারের জন্ম সর্বথা তাহাদের  
প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে । আমার ভূত-  
পূর্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে,  
দেবকীগর্ভসত্ত্বা বালিকা এই কথা বলি-  
য়াছে । অতএব পৃথিবীতে বালকগণের উপ-  
রেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যে  
বালকের বলের আধিক্য দেখা যায়, তাহা-  
কেই যত্নপূর্বক বধ করিতে হইবে । পরশর  
কহিলেন,—কংস অমরগণকে এইরূপ আদেশ  
করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশপূর্বক বহু-  
দেব ও দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত

কংস উবাচ ।

স্বয়োর্বাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়াদৃণা  
কৌপ্যত্র এব নাশায় বালো নম সমুদগতঃ ॥ ১৫  
তদলং পরিতাপেন ননং হৃষ্টাবিনো চি তে ।  
অর্ভক! যুবয়ো কো বা নায়মোহং বিহততে ॥ ১৬  
ইত্যাক্ষাশ্চ বিমুক্তা চ কংসস্তো পারিশদিতঃ ।  
অন্তগৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবিবেশ পুনঃ দ্বন্দ্বম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে

চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

বিমুক্তো বহুদেবোহস্ম নন্দয় শকটং গতাঃ ।  
প্রহৃষ্টং দৃষ্টবান্ নন্দং পাশো জাতো মমোতি বৈ ॥ ১  
বহুদেবোহপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্টোয়িত সাদরম্ ।  
বান্ধিকেষপি সমুৎপন্নস্তনরোহং তবাপুনঃ ॥ ২

করিল এবং কহিল, “আমি ব্যর্থই আপনাদের  
এই গভসমূহ বিনাশ করিয়াছি ; আমার নাশের  
জন্ম অত্র কোন বালক উৎপন্ন হইয়াছে ।  
ইহাতে আপনার কোন অন্ততাপ করিবেন না ।  
কারণ আপনাদের বালকগণের অদৃষ্টে সেই-  
রূপই মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল । দেখুন, আয়ুষ্কাল  
পূর্ণ হইলে কে না বিনষ্ট হয় ?” হে দ্বিজ-  
শ্রেষ্ঠ ! কংস, বহুদেব ও দেবকীকে এইরূপ  
আশ্বাসবাক্য প্রয়োগপূর্বক কারামুক্ত করিয়া  
ভীতচিত্তে পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ  
করিল । ১০—১৭ ॥

পঞ্চমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বহুদেব বিমুক্তি লাভ  
করিয়া নন্দের শকটমোচন স্থানে গমন করি-  
লেন এবং নন্দকে পুত্রজন্ম জন্ম আনন্দিত দর্শন  
করিলেন । বহুদেবও সাদরে তাঁহাকে বলি-  
লেন যে, এই বন্ধ বয়সে আপনার এই পুত্র

দন্তো হি বার্ষিকঃ সৰ্বো ভবন্তিন্ পতেঃ কৰঃ ।  
 যদৰ্থমাগত্যন্তম্ঃ নাবস্তেৎ মহাধনাঃ ॥ ৩  
 যদৰ্থমাগতাঃ কাৰ্য্যং তন্নিপন্নং কিমাস্ততে ।  
 ভবন্তিগম্যতাঃ নন্দ তন্ত্ৰীং নিজগোকুলম্ ॥ ৪  
 মমাপি বালকস্তত্ত্বং রোহিণীপ্রসবো হি যঃ ।  
 স রক্ষণীয়ে ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ ॥ ৫

পরশর উবাচ ।

ইতুচ্ছাঃ প্রযয়ুর্গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ ।  
 শকটোরোপিতৈর্ভাটৈঃ কৰং দন্তা মহাবলাঃ ॥ ৬  
 বসতাং গোকুলে ভেষাং পুত্না বালবাতিনী ।  
 স্পৃশং কৃষ্ণমুপাদায় বাহে তৈশ্চ দদৌ স্তনম্ ॥ ৭  
 যৈশ্চ যৈশ্চ স্তনং রাত্রে পুত্না সম্প্রযচ্ছতি ।  
 তস্ত তস্ত ক্ষণেনাস্তং বালকস্যোপহত্বতে ॥ ৮  
 কৃষ্ণস্তস্তাঃ স্তনং গাঢ়ং করাভ্যামবপীড়িতম্ ।  
 গহীড়্য প্রাণসহিতং পাপৌ কোপসমর্ষিতঃ ॥ ৯

উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অতি ভাগ্যের কথা ।  
 আপনার রাজ্যের বার্ষিক সমস্ত করই প্রদান  
 করিয়াছেন, তথাপি হে মহাধনগণ! আপনারা  
 এই রাজ্যের অধীনে বাস করিবেন না। আমি  
 এই কথা আপনাদিগকে বলিতে আসিয়াছি।  
 আমি যেজন্ত আসিয়াছি, আপনারা তাহা নিষ্পন্ন  
 করুন : আপনার কেন বসিয়া রহিয়াছেন? হে  
 নন্দ! আপনারা শীঘ্র নিজ গোকুলে গমন  
 করুন। রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে বালক  
 তথায় আছে, আপনি নিজের এই বালকের মত  
 তাহারও রক্ষা করিবেন। পরশর কহিলেন,—  
 বশুদেব কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া  
 নন্দ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ রাজ্যের প্রাপ্য  
 কর প্রদান করত শকটের উপর ভাণ্ডসমূহ  
 রাখিয়া গোকুলে গমন করিলেন। তাঁহাদের  
 গোকুলে বাসকালীন কোন রজনীতে বলবাতিনী  
 পুত্না নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তম্ভ  
 প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে পুত্না যাহাকে  
 যাহাকে স্তম্ভ প্রদান করে, অতি অল্পক্ষণের  
 মধ্যেই সেই সেই বালকের অঙ্গসমূহ উপহত  
 হইয়া যায়। কৃষ্ণ কোপাবিত হইয়া কর দ্বারা  
 অবপীড়িত ও গাঢ় স্তন গ্রহণ করিয়া পুত্নার

সা বিমুক্তমহারাবা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা ।  
 পপাত পুত্না ভূমৌ ম্রিয়মাণাতিভীষণা ॥ ১০  
 তন্মাদব্রুতিসস্ত্রাসাং প্রবুদ্ধান্তে ব্রজেকসঃ ।  
 দদৃশুঃ পুত্নানাং সঙ্গে কৃষ্ণং তাম্ নিপাতিতাম্ ॥ ১১  
 আদায় কৃষ্ণং স্তম্ভস্তা যশোদাপি দ্বিজোত্তম ।  
 গোপুচ্ছং ভ্রাম্য হস্তেন বালদোষমপাকরোং ॥ ১২  
 গোঃ করীষমুপাদায় নন্দগোপোহপি মন্তকে ।  
 কৃষ্ণস্ত প্রদদৌ রক্ষাং কুর্ষ্বৎ চ ততুদীরয়ন্ ॥ ১৩  
 নন্দগোপ উবাচ ।

রক্ষতু হামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো হরিঃ ।  
 যস্ত নাতিসমুদ্ভূত-পঙ্কজাদভবজগৎ ॥ ১৪  
 যেন দংষ্ট্র্যগ্রবিধতা ধারয়তাবনৌ জগৎ ।  
 বরাহরূপধৃগ্ দেবঃ স হ্যং রক্ষতু কেশবঃ ॥ ১৫  
 নখাকুরবিনিভিন্ন-বৈরিবন্ধঃ স্থলো বিভূঃ ।  
 নৃসিংহরূপী সর্বত্র স হ্যং রক্ষতু কেশবঃ ॥ ১৬

প্রাণের সহিত পান করিয়াছিলেন। তখন  
 অতিশয় ভীষণ পুত্না ম্রিয়মাণা হইয়া বিকট  
 শব্দ করিয়াছিল এবং স্নায়ুবন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন  
 হওয়ায় ভূমে নিপাতিত হইল। সেই শব্দ  
 শ্রবণে ভীত সেই ব্রজবাসিগণ জাগরিত হইয়া  
 দেখিলেন যে, পুত্নার ক্রোড়ে কৃষ্ণ রহিয়াছেন  
 এবং পুত্না মরিয়া রহিয়াছে। হে দ্বিজোত্তম!  
 তখন যশোদা ত্রস্তভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া  
 হস্ত দ্বারা গোরুর লাল্লু ভ্রমণ করাইয়া বাল-  
 দোষ অশাকরণ করিলেন এবং নন্দগোপও  
 গোময়চূর্ণ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে  
 বলিতে রক্ষা বিধানপূর্বক কৃষ্ণের মন্তকে  
 প্রদান করিলেন। ১—১৩। নন্দগোপ কহি-  
 লেন,—যাহার নাতিসমুদ্ভূত কমল হইতে সমস্ত  
 জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, অর্থাৎ ভূতের উৎ-  
 পত্তিবীজ সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন।  
 যাহার দন্তের অগ্রভাগে বিধ্বতা হইয়া ধরণী  
 জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বরাহরূপধারী সেই  
 দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন। নখর দ্বারা  
 যিনি শত্রুর বন্ধঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই  
 সর্বব্যাপী নৃসিংহরূপী কেশব সর্বদা তোমাকে

বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তু যঃ ক্ষণাদভূতং ।  
ত্রিবিক্রমঃ ক্রমাক্রান্ত-ত্রৈলোক্যঃ ক্ষুরদায়ুধঃ ॥ ১৭  
শিরস্তু পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং রক্ষতু কেশবঃ ।  
গুহ্যক জঠরং বিশ্বজ্জ্বলাপাদৌ জনার্দনঃ ॥ ১৮  
মুখং বাহু প্রবাহু চ মনঃ সর্কোল্লিয়াশি চ ।  
রক্ষতুবাহুতৈশ্চধ্যাস্তব নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৯  
শাঙ্গ-চক্রে-গদা-খড়্গ-শঙ্খনাদহতাঃ ক্ষয়ম্ ।  
গচ্ছন্ত প্রেত-কুশ্মাণ্ড-রাক্ষস। যে তবাহিতাঃ ॥ ২০  
দ্বাং পাতু দিক্শু বৈকুণ্ঠে বিদিক্শু মধুসূদনঃ ।  
হৃদীকেশোহংগরে ভূমৌ রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ ॥ ২১  
এবং রুতসন্ত্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ ।  
শাস্তিতঃ শকটদ্বাৰে বালপর্ধ্যাক্ষিকাতলে ॥ ২২  
তে চ গোপাঃ মদনদৃষ্টা পূতনায়াঃ কলেবরম্ ।  
মতারাঃ পরমং ত্রাসং বিষয়ং পরমং যযুঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশঃ  
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

রক্ষা করুন। যিনি ক্ষণমধ্যে পাদ-বিত্তাস  
দারা ত্রৈলোক্য আক্রান্ত করিয়া আয়ুধের  
সহিত বিরাজিত ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়া-  
ছিলেন, সেই বামনদেব সর্বদা তোমাকে  
রক্ষা করুন গোবিন্দ তোমার মস্তক রক্ষা  
করুন, কেশব তোমার কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষ্ণু  
তোমার গুহ্য এবং জঠর রক্ষা করুন, জনার্দন  
তোমার জঙ্ঘা এবং পদ রক্ষা করুন, অব্যয়  
এবং অব্যাহতৈশ্চর্য্য নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু,  
প্রবাহু, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন।  
প্রেত, কুশ্মাণ্ড ও রাক্ষসসমূহ যাহারা তোমার  
শক্রে, তাহার। শাঙ্গ, চক্রে, গদা, খড়্গ এবং  
শঙ্খধ্বনি দ্বারা ইতি হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক।  
বৈকুণ্ঠ তোমাকে দিক্শুমুহে রক্ষা করুন;  
মধুসূদন বিদিক্শুমুহে, হৃদীকেশ আকাশে এবং  
মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করুন। বালক,  
নন্দগোপ কর্তৃক এইরূপে রুত-সন্ত্যয়ন হইয়া  
শকটের নিয়ে দেলার উপর শাণিত হইল  
এবং সেই গোপগণ, মৃত পূতনার বৃহৎ কলেবর

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

কদাচিৎ শকটান্ধস্তাং শয়ানো মধুসূদনঃ ।  
চিক্ষেপ চরণাবল্লং স্তম্ভার্থী প্ররুরোদ চ ॥ ১  
তস্ম পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্তিতম্ ।  
বিধ্বস্তকুন্তভাণ্ডং বৈ বিপরীতং পপাত চ ॥ ২  
ততো হাহারুতং সর্কোল্লিপোপগোপীজনো দ্বিজ ।  
আজগামাথ দদৃশে বালমুর্ভানশায়িনম্ ॥ ৩  
গোপাঃ কেনেতি কেনেদং শকটং পরিবর্তিতম্ ।  
তদ্রৈবং বালকঃ চাচুর্ম্মালেনানেন পাতিতম্ ॥ ৪  
রুদতা দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপতাড়িতম্ ।  
শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদগম্য চেষ্ঠিতম্ ॥ ৫  
ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপাঃ বিস্মিতচেতসঃ ।  
নন্দগোপোহপি জগ্ৰাহ বালমত্যন্তবিস্মিতঃ ॥ ৬

দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় প্রাপ্ত  
হইয়াছিল। ১৪—২৩।

পঞ্চমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—কোন সময়ে শকটের  
নীচে শয়ান মধুসূদন স্তম্ভার্থী হইয়া চরণদ্বয়  
উল্কে নিক্ষেপ এবং রোদন করিতেছিলেন।  
তাহার পাদ-প্রহারে শকট উল্টাইয়া পড়িল  
এবং শকটস্থিত কুন্ত ও ভাণ্ডসমূহ ভগ্ন হইয়া  
গেল। হে দ্বিজ! তখন সমস্ত গোপ ও  
গোপীজন হাহাকার করিতে করিতে আসিয়া  
দেখিল যে, বালক উত্তানভাবে শবন করিয়া  
রহিয়াছে। তখন তাহার। কে শকট উল্টাইল,  
ইহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।  
তাহাতে বালকগণ উত্তর করিল যে, এই  
বালক শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা  
দেখিয়াছি যে, এ রোদন করিতে করিতে পা  
ছুড়িতেছিল, তাহাতেই শকট উলটিয়া পড়ি-  
য়াছে; ইহা আর কেহ করে নাই। তখন  
গোপসমূহ আরও অধিক বিস্মিত হইল এবং

যশোদা শকটোদ্ধ-ভগ্নকাণ্ডকপালিকাঃ ।  
 শকটং চার্চয়ামাস দধিপুষ্পফলাক্ষতৈঃ ॥ ৭  
 গর্গশ্চ গোবুলে তত্র বহুদেবপ্রণোদতঃ ।  
 প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারানকরোত্তরোঃ ॥ ৮  
 জ্যোষ্ঠক রামমিত্যহ কৃষ্ণং তথাপরম্ ।  
 গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্কস্ন মহামতিঃ ॥ ৯  
 স্বল্পেনৈব হি কালেন রিঙ্গিণৌ তৌ তদা ব্রজে ।  
 যুষ্টজানুকরৌ তৌ হি বভূবুঃ স্তবাপি ॥ ১০  
 করীষভম্যদিক্সপৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ ।  
 ন নিবারয়িতুং শেকে যশোদা ন চ রোহিণী ॥ ১১  
 গোবাটমধ্যে ক্রৌড়ন্তৌ বৎসবাটগতো পুনঃ ।  
 তদহর্যাতগোবৎস-পুচ্ছাঙ্কর্ষণতঃ পরৌ ॥ ১২  
 যদা যশোদা তৌ বাল্যবেকস্থানচরাবুভৌ ।  
 শশাক নো বারয়িতুং ক্রৌড়াভাবতচ্চক্ষৌ ॥ ১৩  
 যশোদা যষ্টীমাদায় কোপেনাহংগতা চ তম্ ।  
 কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং তর্জয়ন্তী কুমা তদা ॥ ১৪

দাম্মা বহু তদা মধ্যে নিবধ্যাথ উদ্বলে ।  
 কৃষ্ণমক্লিষ্টকশ্মণমাহ চৈদমমার্ষত ॥ ১৫  
 যদি শক্ৰোষি গচ্ছ হুমতিচকলচেষ্টিত ।  
 ইত্যুক্তা চ নিজং কস্য সা চকার কুইশিনী ॥ ১৬  
 ব্যগ্রায়ামথ উস্তাং স কৰ্মমাণ উদ্বলম্ ।  
 যমলার্জুনমণ্ডেন জগাম কমলেক্ষণঃ ॥ ১৭  
 কবিতা বৃক্ষয়োর্মধ্যে তিষ্ঠাৎস তমুদ্বলম্ ।  
 ভগ্নবুভুসশাখায়া তেন তৌ যমলার্জুনৌ ॥ ১৮  
 ততঃ কটকটাক্ষং সমাকর্ণ্য চ কাতরঃ ।  
 আজগাম ব্রজজনে দৃশ্যে চ মহাক্রমো ॥ ১৯  
 ভগ্নম্বকৌ নিপতিতৌ ভগ্নশাখৌ মধ্যতলে ।  
 নবোদগতান্নদন্তাং স-সিতহাসক বালকম্ ॥ ২০  
 তয়োমধ্যগতং বদ্ধং দাম্মা গাঢ়ং তথৈদরে ।  
 ততঃচ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাং ॥ ২১  
 গোপবৃক্সান্ততঃ সর্কসে নন্দগোপপুত্রপুত্রমাঃ ।  
 মন্ত্রয়ামানুর্জয়িত্বা মহোৎপাতাতিভীরবঃ ॥ ২২

নন্দগোপ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া; বালককে কোলে  
 লইলেন । যশোদা দধি পুষ্প ফল ও অক্ষত  
 দ্বারা শকটস্থিত ভগ্ন ভাণ্ডের কপালিকা ও শকট  
 পূজা করিতে লাগিলেন । সেই গোবুলে বহু-  
 দেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি গোপগণের  
 অজ্ঞাতসারে সেই বালকবরের সংস্কারসমূহ  
 নিষ্পন্ন করিলেন । মতিমংশেষ্ঠ মহামতি গর্গ  
 নামকরণের সময় জ্যোষ্ঠের রাম এবং কনিষ্ঠের  
 কৃষ্ণ নাম রক্ষা করিলেন । অতি অল্পকালেই  
 ব্রজমধ্যে সেই উভয় বালকই জানু ও কর  
 সংসর্ষণে ( হামাশুড়ি দিয়া ) ইতস্ততঃ সঞ্চরণ  
 করিতে লাগিলেন । ১—১০ । যখন তাঁহারা  
 গোময় ও ভষ্ম দ্বারা সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া ইত-  
 স্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন যশোদা বা  
 রোহিণী, কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে  
 সমর্থ্য হইতেন না । বালকবর কখন গোগৃহে,  
 কখন বা গোবৎসের গৃহে সদ্যোজাত গোবৎসের  
 পুচ্ছ আকর্ষণ করত ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন ।  
 যখন যশোদা একত্র-বিহারী ও ক্রৌড়ানীল অতি  
 চক্লল ঐ বালকবরকে নিবারণ করিতে সমর্থ  
 হইলেন না, তখন রোষভরে যষ্টী গ্রহণপূর্বক

কমললেচন ক্রমের অনশ্বমন করত তাহাকে  
 ভৎসনাপূর্বক রজ্জ্বদ্বারা বন্ধন করিয়া উদ্বলে  
 ণাধিয়া রাখিলেন এবং অক্লিষ্টকর্যা ক্রমকে  
 অমর্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, “হে অতিচক্লল !  
 যদি তোমার সমর্থ্য থাকে, গমন কর ” যশোদা  
 এই কথা বলিয়া নিজ গৃহকক্ষে ব্যাপ্ত হই-  
 লেন । যশোদা গৃহকক্ষে ব্যাপ্ত হইলে কমলে-  
 ক্ষণ কৃষ্ণ, উদ্বল টানিয়া লইয়া যমল অর্জুন-  
 বৃক্ষের মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন । বৃক্ষ-  
 দ্বয়ের মধ্য দিয়া বক্তৃতাবে উদ্বল আকর্ষণ  
 করাতে উর্দ্ধশাখ সেই অর্জুন-বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া  
 পড়িল । ব্রজবাসী, সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করত  
 কাতরভাবে আগমন করিল, এবং ভগ্নম্বক ও  
 ভগ্নশাখ সেই বৃক্ষবন্ধক ভূমিতে পতিত এবং  
 নবোদগত ক্ষুদ্র দন্তের কিরণে সিত হাস্যবিশিষ্ট,  
 সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যগত ও উষ্মে রজ্জ্ব দ্বারা গাঢ়  
 আবদ্ধ সেই বালককে দর্শন করিল । তদবধি  
 দাম (রজ্জ্ব) দ্বারা বন্ধন-নিবন্ধন সেই বালকের  
 দামোদর নাম হইল । ১১—২১ । তদনন্তর  
 মহোৎপাতভীত নন্দগোপ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ  
 উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, “এখানে

স্থানে নেহ ন নঃ কার্যং গচ্ছামোহস্তমহাবিনম্ ।  
উৎপাতা বহবে হত্র দৃষ্টন্তে নাশহেতবঃ ॥ ২৩  
পুতনার্য বিনাশং শকটস্ত বিপর্যায়ঃ ।  
বিনা বাতাদি-দোষণে ক্রময়োঃ পতনং তথা ॥ ২৪  
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানাং তন্মাপা ছাম, মা চিরম্ ।  
যাবন্তৌমমহোৎপাত-দোষো নাভিভবেদ্বজ্রজম্ ॥ ২৫  
ইতি কৃত্বা মতিং সর্বের গমনে তে ব্রজৌকসঃ ।  
উচুঃ স্বং স্বং কলং শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্  
ততঃ ক্রণেন প্রযুঃ শকটৈর্গোধেনস্তথা ।  
যুথশো বংসবালং চ কালরাত্তো ব্রজৌকসঃ ॥ ২৭  
দ্রব্যাবরবিনীতং ক্রণমাত্রেণ তং তথা ।  
কাককাকী-সমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভূদ্বিজ ॥ ২৮  
বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনার্কষ্টকমুণা ।  
গুভেন মনসা ধ্যাতং গবাং বুদ্ধিমতাপতা ॥ ২৯  
ততস্তত্রাতিক্রম্যেহপি বন্যকালে দ্বিজোত্তমঃ ।  
প্রাবৃট্ কাল ইবোদ্ভূতং নবং শস্যং সমস্ততঃ ॥ ৩০

আমাদের বাদের প্রয়োজন নাই, আমরা অগ্র  
মহাবনে গমন করি। কারণ এখানে নাশের  
হেতুরূপ পুতনার বিনাশ, শকটের বিপর্যায়  
এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষধ্বয়ের পতনরূপ বহুবিধ  
উৎপাত দেখা যাইতেছে। অতএব যে পর্য্যন্ত  
কোন ভৌম, মহোৎপাত ব্রজকে বিনাশ না  
করে, তাহার মধ্যেই আমরা এস্থান হইতে  
বৃন্দাবনে গমন করি; বিলম্বের প্রয়োজন নাই।”  
ব্রজবাসিগণ এইরূপে স্থিরমতি হইয়া আপন  
আপন পরিবারবর্গকে বলিল, ‘শীঘ্র গমন কর,  
বিলম্ব করিও না।’ তদনন্তর ব্রজবাসিগণ  
ক্রণমধ্যে শকট ও গোধনের সহিত দলে দলে  
গোবংস ও বালকগণকে চালন করত গমন  
করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তখন দ্রব্য-  
সমূহের অবশিষ্টাংশে সমাকীর্ণ সেই ব্রজভূমি  
কাক ও কাকীগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইল। তখন  
অক্লিষ্টকমুণা ভগবান্ কৃষ্ণ, গোসমূহের বুদ্ধির  
ইচ্ছায় বিশুদ্ধমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।  
হে দ্বিজোত্তম! তাহাতে সেই স্থানে চতুর্দিকে  
অত্যন্ত-ক্লম প্রায়কালেও বর্ষাকালের গ্রায় নৃতন

স সমবাসিতঃ সর্বো ব্রজে বৃন্দাবনে ততঃ ।  
শকটাবাটপর্য্যন্ত চন্দ্রাঙ্কা কারমণ্যস্থতিঃ ॥ ৩১  
বংসপালো চ সংব্রুতো রামদামোদরৌ ততঃ ।  
একস্থানস্থিতৌ গোষ্ঠে চেরতু সাললীলয়া ॥ ৩২  
বাহিপত্র-কতপীড়ো বগ্নপূষ্পাবতংসকৌ ।  
গোপবেণুকৃতাতোদ্য-পত্রবদ্যকৃতধনৌ ॥ ৩৩  
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারীাবব পাবকৌ ।  
হসন্তৌ চ নমন্তৌ চ চেরতুস্তৌ মহাবলৌ ॥ ৩৪  
কচিং চ নমন্তৌ চ চেরতুস্তৌ মহাবলৌ ॥ ৩৫  
কচিং চ নমন্তৌ চ চেরতুস্তৌ মহাবলৌ ॥ ৩৬  
গোপপুত্রৈঃ সমং বংসাং চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ৩৭  
কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবধৌ মহাব্রজে  
সর্বত্র ভগতঃ পালৌ বংসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৮  
প্রাবৃট্ কালস্ততোহতীব মেঘোবস্থগিতাম্বরঃ ।  
বভূব বারিধারাভিরেক্যং বুর্কন দিশাশিবঃ ॥ ৩৯  
প্রকটনবশস্যায় শক্রেগোপাচিতা মহী ।  
তদা মারকতীবাসীঃ পদং গবিভূষিতা ॥ ৪০

শস্যসমৃদ্ধ উৎপন্ন হইল। ২২-৩০। তখন  
সেই ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে শকটাবাট পর্য্যন্ত  
অক্লিষ্টকমুণে সংস্থিত হইয়া বাস করিতে লাগি-  
লেন। রাম এবং দামোদের বংসসমূহের পালক  
হইয়া একত্র বাল্যলীলা করত গোষ্ঠমধ্যে বিচ-  
রণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাম ও কৃষ্ণ  
মস্তকে মস্তক ও কর্ণে বগ্ন পুষ্প ধারণ করত  
গোপোচিত বেণু দ্বারা মৃদঙ্গাদির বাদ্য সম্পাদন  
এবং পত্রময় বাদ্যযন্ত্র দ্বারা নানাবিধ বাদ্য করিয়া  
কাকপক্ষ ধারণপূর্ব্বক পবিকুমারধ্বয়ের গ্রায়  
সহাস্রবদনে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগি-  
লেন। কখনও উভয়ে চন্দ্রপূর্ব্বক ক্রীড়া  
করিতে করিতে অগ্রাগ্র গোপবালকের সহিত  
গোক চরাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাল-  
ক্রমে সপ্তমবং বয়সে সমস্ত জগতের পালক  
সেই বালকধ্ব, বংসগণের পালক হইয়া উঠি-  
লেন। তদনন্তর মেঘসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল  
আচ্ছাদিত এবং বারিধারা দ্বারা দিক্‌সমূহকে  
একাকার করিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইল।  
নতন শস্তে পরিপূর্ণা ও শক্রেগোপ কীটসমূহ  
দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবী তখন পদরাগ-মণি-



জয়কৃষ্ণার্গবাহীন নিদ্রগান্তাংসি সৰ্ব্বতঃ ।  
 মনাংসি হর্ষিনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ॥৩১  
 ন রেজেহস্তরিতং চন্দ্রো নিখলো মলিনবর্ধনৈঃ ।  
 সদ্ভাবাদো মুখ্যাণাং প্রগল্ভাভিরিবোক্তিভিঃ ॥৩২  
 নিখলেনাপি চাপেন শক্বে গগনে পদম্ ।  
 অবাপ্যতাবিবেকস্ত নৃপশ্চৈব পরিগ্রহে ॥ ৩৩  
 মেঘপৃষ্ঠে বলাকানাং ররাজ বিমলা ততিঃ ।  
 দূরন্তে বস্ত্রচেষ্টেব ক্লীনশ্রাতিশোভনা ॥ ৩৪  
 ন ববন্ধাসরে হৃদ্যং বিদ্যদত্যন্তচকলা ।  
 মৈত্রীং প্রবরে খুংসি দর্জনেন প্রযোজিতা ॥ ৩৫  
 মার্গা বভূবুর্নপট্টা নবশস্ত্রচারুতাঃ ।  
 অর্থাশ্রমম্ প্রাপ্তাঃ প্রজডানামিবোক্তয়ঃ ॥ ৩৬  
 উগন্তশিখিসারসে তস্মিন্ কলে মহাবনে ।  
 কৃষ্ণরামৌ মুদা যুক্তৌ গোপালৈঃ পরতুঃ সহ ॥৩৭  
 কচিক্সোপৈঃ সমং রম্যং গেষু নৃত্য-রতাবুভৌ ।  
 চেরতুঃ কচিদতর্থং নীতবৃক্ষতলাশ্রয়ো ॥ ৩৮

ভূষিতা মরুতময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ।  
 নতন ধনপ্রাপ্ত হর্ষিনীত ব্যক্তিগণের মনের  
 গায় নদীর জলরাশি উদ্ভাগবাহী হইয়া গমন  
 করিতে লাগিল । মুখগণের প্রগল্ভাভিক্তির  
 সহিত সদ্ভাবাদ যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ  
 নিখল চন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া শোভা-  
 হীন হইলেন । ৩১—৩২ । বিবেকহীন রাজার  
 সভায় নিখল পুরুষ যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে,  
 তদ্রূপ গগনমণ্ডলে গুণহীন ইন্দ্রধনুঃ, পদ লাভ  
 করিল । দর্জনে জনে ক্লীন ব্যক্তির শোভন  
 নিক্ষিপ্ত চেষ্টার গায় মেঘপৃষ্ঠে বিমল বলাকা-  
 শ্রেণী বিরাজিত হইল । সচরিত্র পুরুষে  
 দর্জনে গুণে মিত্রতার গায় অত্যন্ত চকল বিদ্যাং  
 গগনে স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না । মুখ-  
 জনের অর্থাশ্রমমাকল উক্তিসমূহের গায় পথ  
 সকল নতন শস্ত্রচরে আবৃত হইয়া অপেক্ষরূপে  
 প্রতীকমান হইল । সেই সময়ে উগন্ত ময়ূর  
 ও ভ্রমরগণ পরিশোভিত মহাবনমধ্যে রাম  
 ও কৃষ্ণ, গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচ-  
 রণ করিতে লাগিলেন । কোন সময় গোপ-  
 গণের সহিত রমণীয় গীত ও নৃত্যে রত

কচিং কদম্বশকু-চিত্রৌ ময়ূরশঙ্করৌ কচিং ।  
 বিচিত্রৌ কচিদাশ্চেতাং বিবিধৈর্গিরিধাতুভিঃ ॥ ৩৭  
 পর্ণশয্যাসু সংস্থ্যৌ কচিরাব্রজান্তরেখিণৌ ।  
 কচিক্সর্জজিহ্বীমুতে হাহাকারববাদুভৌ ॥ ৩৮  
 গায়তামগ্রগোপানাং প্রশংসাপরমৌ কচিং ।  
 ময়ূরকেকানুগতো গোপবেগুপ্রবাদকৌ ॥ ৩৯  
 ইতি নানাবিধৈর্ভাবৈরুত্তমপ্রীতিসংযুতো ।  
 ক্রৌড়াসক্তৌ বনেতস্মিন্ চেরতুঃ প্রীতমানসৌ ॥ ৪০  
 বিকালে তু সমং গেভির্গোপবৃন্দসমাধিতৌ  
 আজগত্যঃ কৃষ্ণবলৌ গোপবেশধরাবুভৌ ॥ ৪১  
 বিকালে চ যথাজেযং ব্রজমতো মহাবলৌ ।  
 গোপৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিত্রকৌড়াতেহমরাবিব ॥ ৪২

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে  
 ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হইয়া, কখন বা বহুল-বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া  
 উভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; কখন  
 কদম্বমাল্য, কখন ময়ূরপুচ্ছ ও বিবিধ পার্শ্বতীয়  
 ধাতুরাগে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র বেশে উভয়ে  
 বিরাজ করিতে লাগিলেন । কখন নিদ্রাভিলাষে  
 পর্ণশয্যায় শয়ন করিলেন ; কখন মেঘের  
 গর্জনে দুই জনে হাহাকার রব করিতে  
 লাগিলেন ; কখন বা কোন গোপ গান করি-  
 তেছে, উভয়ে তাহার প্রশংসা করিতে লাগি-  
 লেন ; কখন বা ময়ূরের কেকাদ্বরের অনুকরণ  
 করত গোপবেগু বাদন করিতে লাগিলেন ;  
 ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে পরমপ্রীতি-সহকারে  
 উভয়ে ক্রৌড়াসক্ত হইয়া প্রশমমনে সেই বনে  
 বিচরণ করিতে লাগিলেন । সন্ধ্যাকাল হইলে  
 গো ও গোপগণ সম্যভিব্যাহারে গোপবেশধারী  
 রাম ও কৃষ্ণ, ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন ।  
 যথাকালে ব্রজে আগমন করত সমবয়স্ক গোপ-  
 গণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল রাম ও  
 কৃষ্ণ, অমরধ্বরের গায় কৌড়া করিতে লাগি-  
 লেন । ৪১—৪২ ।

পঞ্চমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণে বৃন্দাবনে যযৌ ।  
বিচচার যুতো গোপৈর্কৃত্যপুশ্পশুগুঞ্জলঃ ॥ ১  
স জগামাথ কালিন্দীং লোককল্লোলশালিনীম্  
তীরসংলগ্নকেনৌষেইসত্তীমির সর্ব ৫ ॥ ২  
তস্যাং চাতিমহাতীমং বিষাণ্ণিশৃতবারিণম্ ॥  
হৃদং কালিরনাগীশ্ব দদৃশেহতীবভীষণম্ ॥ ৩  
বিষাণ্ণিনা বিসরতা দধতীরমহাতরুম্ ।  
বাতাহতানুবিক্ষেপ-স্পর্শদধবিক্রমম্ ॥ ৪  
‘তমতীব মহারোহং মৃত্যুবক্রমবিষাণম্ ।  
বিলোকা চিত্তম্যামাস ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৫  
অগ্নিন বসতি দুরাত্মা কালিরোহসৌ বিষদ্বধঃ ।  
যে। ময়া নির্জিতস্ত্যক্তা দৃষ্টো নষ্টঃ পয়োনিধিম্ ॥ ৬  
তেভ্যেং দধিত। সর্বা যমুন। সাগরংগতা ।  
ন গোপৈর্গোধনৈর্ষাণি ত্রয়াট্টরুপযুজ্যতে ॥ ৭

সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

পরশর কহিলেন.—একদা রাম ব্যতিরেকে  
কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বন-ফুলের  
মালায় বিভূষিত হইয়া গোপগণের সহিত  
শিচরণ করিতে লাগিলেন । এক সময়ে কৃষ্ণ,  
লোককল্লোলশালিনী যমুনায় গমন করিলেন  
এবং দেখিলেন,—তীরসংলগ্ন কেনৌষেই দ্বারা  
যমুন। চারিদিকে হস্ত করিতেছেন এবং সেই  
যমুন। মধ্যে বিষাণ্ণি দ্বারা সন্তপ্তবারি, কালির  
নাগের অতি ভীষণ হৃদ দর্শন করিলেন । সেই  
হৃদোদগত বিষাণ্ণি দ্বারা তীরস্থিত বৃহৎ বৃক্ষসমূহ  
দধ হইয়া গিয়াছে এবং বাদ্য দ্বারা বিক্ষিপ্ত সেই  
বৃক্ষের জল স্পর্শে বিহঙ্গমগ্ৰস্ত দধ হইয়া রহি-  
য়াছে । দ্বিতীয় মৃত্যুমুখ তুল্য সেই ভয়ঙ্কর  
হৃদ দর্শন করিয়া ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা করিতে  
লাগিলেন, যে দৃষ্ট, আমার বিভূতি গরুড় কর্তৃক  
নির্জিত হইয়া পয়োনিধি তাগ করিয়া পলায়ন  
করিয়াছিল, সেই দৃষ্টাশ্ব। বিষাণ্ণি কালির ইহাতে  
বাস করিতেছে । ইহার দ্বারা সাগরগামিনী  
এই যমুন। দধিত। হইয়াছে, গো অথবা গোপগণ

তদস্ম নাগরাজস্ত কত্বো নিগ্রহো ময়া ।  
নিগ্রাসান্ত সুখং যেন চরেয়ুর্ভবতাসিনঃ ॥ ৮  
এতদর্থং নৃলোহেঃশ্মিন্ধবতারো ময়া কৃতঃ ।  
যদেবামুপতপ্তানাং কার্য। শাস্তিত্বং রাস্ত্যনাম্ ॥ ৯  
তদেনং নাতিদরং হং কদম্বমুরশাধিনম্ ।  
অধিরহোঃপতিষ্যামি ব্রুদেহঃশ্মিন্ধনিলশিনঃ ॥ ১০  
পরশর উবাচ ।  
ই-খং বিচিত্র্য বন্ধা চ পাচং পরিকরং ততঃ ।  
নিপপাতি ব্রুদে তব সর্পরাজস্ত বেগিতঃ ॥ ১১  
তোষাপি পততঃ স্ব-ক্লোভিতঃ স মহাহৃদঃ ।  
অতর্থং দ্রবজাতং স সমসিকন মহীকহান্ ॥ ১২  
তে হি দৃষ্টবিষজ্জালাতপ্তানুপবনোক্ষিতাঃ ।  
জঙ্ঘলঃ পাদপাং সদ্যো জ্বলং ব্যাধিগন্তরাঃ ॥  
আফেটিয়ামাস তদা সঃ নাগরাজে ভুজম্ ॥ ১৩  
তচ্ছবদ্বাচ্যাতাঃ নাপরাজেহপ্যপাগমঃ ।  
আত্মনয়নো দৃষ্টবিষজ্জালাত লৈঃ ফটৈঃ ।  
যুতো মহাবিষেণাশ্চৈক্যরূপৈরনিলশিভিঃ ॥ ১৪

ত্রয়াট্ট হইলেও ইহার জল পান করিতে পার  
না । অতএব আমি এই নাগরাজের নিগ্রহ  
করিব, ইহাতে ব্রজজন নির্ভয় ইহাকে সুখে  
ব্যবহার করিতে পারে । উৎপথগামী এই  
সমস্ত দুরাশ্রয়াদিকে শাস্তি প্রদান করাই  
আমার মন্যবালকে জয়গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য ।  
অতএব নিকট এই কদম্ব গুল্লের উদ্ধতন  
শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই নাগরাজের  
হৃদে পতিত হই । ১—১০ । পরশর কহিলেন,  
—এইরূপ চিত্ত করিয়া কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে বস্ত্রাদি  
বন্ধন করত বেগসহকারে সর্পরাজের সেই ব্রুদ-  
মধ্যে নিপতিত হইলেন । তখন ইহাতে পতিত  
হইলে সেই মহাহৃদ ক্লোভিত হইয়া দ্রবস্থিত  
মহীরহগণকে সম্যকরূপে সিপন করিল দৃষ্ট  
বিষজ্জালায় সন্তপ্তজলবাণী পবন দ্বারা সত্তাড়িত  
হইয়া সেই পাদপসমূহ তেজে দিগন্তর ব্যাপ্ত  
করত তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে লাগিল । তখন কৃষ্ণ  
নাগের হৃদমধ্যে বাহ আফেটন করিতে লাগি-  
লেন । সেই শব্দ শ্রবণে চমুঃ রক্তবর্ণ করত  
অগ্নাত মহাবিষ সর্গসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া দৃষ্ট

নাগপত্ন্যং শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ ।  
 প্রকম্পিতকৃষ্ণেপচলং কুণ্ডলকাস্তয়ঃ ॥ ১৫  
 ততঃ প্রবেশিতঃ সর্পৈঃ স ক্লেবো ভোগবন্ধনম্ ।  
 দদংশুচাপি তে কৃষ্ণং বিষজ্জালাবিলমুখৈঃ ॥ ১৬  
 তং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা সর্পভোগনিপীড়িতম্ ।  
 গোপা ব্রজমুপগম্য চু কুণ্ডঃ শোকলালসাঃ ॥ ১৭  
 এষ মোহং গতঃ ক্লেবো মগ্নো বৈ কালিহস্তদে ।  
 ভক্ষতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত পশ্যত ॥ ১৮  
 তং শ্রুত্বা তে তদা গোপা বহুপাতোপমং খট্যঃ ।  
 গোপ্যং হরিতা জম্বুদ্বীপাদাপ্রমুখং হৃদম্ ॥ ১৯  
 হা হা কাসাবিতি জনৈঃ পে সৌনামতিবিস্মলঃ ।  
 যশোদয়া স সন্ত্রাস্তো দ্রুতং প্রাপ্নোতি যথো ॥ ২০  
 নন্দগোপং গোপাং রামং হৃদিতবিক্রমঃ ।  
 হরিতং যমুনাং জঘ্মুঃ কৃষ্ণদনিলালনাঃ ॥ ২১  
 দৃষ্টবানপি তে তত্র সর্পরাজবংশং গতম্ ।  
 নিঃপ্রযত্নং কৃতং কৃষ্ণং সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥ ২২

বিষজ্জালাকূল কণাবিষ্ট নাগরাজও শীঘ্র আগমন  
 করিল । তাহার সহিত যমুনার হার এবং প্রক-  
 ম্পিত শরীরের উৎক্ষেপণে চকল কুণ্ডল দ্বারা  
 বিশোভিত শত শত নাগপত্নীও আগমন  
 করিল । তখন সকলে কুণ্ডলীকৃত দেহে কৃষ্ণকে  
 বেষ্টন করিল এবং বিষজ্জল-পরিপূর্ণ মুখ দ্বারা  
 তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল । গোপগণ  
 হৃদমধ্যে কৃষ্ণকে নিপতিত ও বিষজ্জালায় নিপী-  
 ডিত দেখিয়া ব্রজে আগমন করত শোকে চীং-  
 কার করিয়া বলিতে লাগিল যে, “কৃষ্ণ কালিয়  
 হৃদে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ও সর্পকর্তৃক  
 ভক্ষিত হইতেছে ; তেঁমরা আগমন কর ও  
 দেখ ।” গোপ ও যশোদাপ্রমুখ গোপীগণ  
 বহুপাতসদৃশ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র  
 তথায় গমন করিল । যশোদার সহিত গোপী-  
 জন সন্ত্রাস্তভাবে “হা হা কেঁথায় কৃষ্ণ !” এই  
 বলিয়া অতিশয় বিস্মল হইয়া অলিতপদে দ্রুত-  
 গতিতে তথায় গমন করিল এবং নন্দগোপ,  
 অত্যাশ্র গোপগণ ও অদ্বৈতবিক্রম রাম, কৃষ্ণ-  
 দর্শনভিলাষে শীঘ্র যমুনায়া গমন করিলেন ।  
 ১১—২১ । তথায় তাঁহারা সর্পরাজের বশ-

নন্দগোপং নিঃশেষে হস্ত পুত্রমুখে দৃশৌ ।  
 যশোদা চ মহাভাগা রত্নব মুনিসত্তম ॥ ২৩  
 গোপ্যভুত্বা রুদন্ত্যং দৃশুঃ শোককাতরাঃ ।  
 প্রোচুঃ কেশবং প্রীতা ভয়কর্তৃগণগদম্ ॥ ২৪  
 সর্ব্বা যশোদয়া সার্কিং বিশাখোহত্র মহাহ্রদে ।  
 নাগরাজস্ত নো গন্তুমশ্যাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥ ২৫  
 দিবসঃ কো বিনা স্বর্ঘ্যং বিনা চন্দ্রং কা নিশা  
 বিনা রুঘেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ ॥ ২৬  
 বিনা কুতা ন যাস্তামঃ কৃষ্ণনানেন গোকুলম্ ।  
 অরণ্যং নাপি সেব্যক বারিহীনং যথা সরঃ ॥ ২৭  
 যত্র নৈন্দ্রীবরদলপ্রথ্যকান্তিরয়ং হরিঃ ।  
 তেনাপি মাতুর্কর্ষাদেন রতিবস্তুীতি বিচয়ঃ ॥ ২৮  
 উৎক্লম্পকজদলস্পষ্টকান্তিবিলাচনম্ ।  
 অপস্রোতা হরিং দীনাং কথং গোষ্ঠে ভবিষ্যত ॥ ২৯  
 অত্যন্তমধুরালাপ-হৃতশেষমনোধনঃ ।  
 ন বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং যাস্তামো নন্দগোকুলম্ ॥ ৩০

প্রাপ্ত ও সর্পকণায় আরত অথচ নিঃশেষভাবে  
 অবস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন । হে মুনি-  
 সত্তম ! নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা কক্ষের  
 মুখে নয়নার্ণণ করত নিঃশেষে হইয়া রহিলেন  
 অত্যাশ্র গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া রোদন  
 করিতে লাগিল এবং প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে  
 দর্শন করত ভয় ও কাতরতায় গদগদস্বরে বলিতে  
 লাগিল যে, আমরা সকলে যশোদার সহিত  
 নাগরাজের এই মহাহ্রদে প্রবেশ করি ; আমাদের  
 ব্রজে যাওয়া উচিত নহে । স্বর্ঘ্য বিনা দিবস কি ?  
 চন্দ্র বিনা রাত্রি কি ? বুধ বিনা গরু কি ? এবং  
 কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজই বা কি ? যেমন বারিহীন  
 সরোবর সেব্য নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহিত হইয়া  
 আমরা গোকুলে প্রবেশ করিব না এবং অরণ্যেও  
 বাস করিব না । যেখানে ইন্দ্রীবরদলকান্তি হরি  
 নাই, সে মাতৃগৃহেও যে রতি আছে, ইহা  
 অতি বিষয়ের কথা । প্রক্লম্পকজকান্তিলোচন  
 হরিকে না দেখিয়া তোমরা কি প্রকারে  
 গোষ্ঠে থাকিবে ? অত্যন্ত মধুর আলাপ দ্বারা  
 যিনি সকলের মনোধন হরণ করিয়াছেন,  
 সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আমরা গোকুলে

ভোগেনাবেষ্টিতত্ৰাপি সর্পরাজেন পশ্যত ।

স্মিতশোভিমুখং গোপাঃ কৃষ্ণশ্যাম্বিলোকেন ॥৩১

পরশর উবাচ ।

ইতি গোপীবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণেয়া মহাবলঃ ।

গোপাংশ্চ ত্রাসবিধূরান বিলোক্যস্তিমিতেজস্বিনঃ ॥৩২

নন্দকঃ দীনমত্যাং ত্রস্তদৃষ্টিং সুতাননে ।

মূর্ছাকুলাং যশোদাক কৃষ্ণমাহাশ্বাসংজ্ঞয়া ॥ ৩৩

কিমিদং দেবদেবেশ ভাবোহয়ং মানুষস্তয়া ।

ব্যজ্যতেহতত্মমাস্থানকিমনন্তং ন বেৎসি যং ॥৩৪

হমস্ত জগতে: নাভিরাণামিব সংশয়ঃ ।

কণ্ঠাপহৃত্য পাতা চ ত্রৈলোক্যে ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ॥ ৩৫

সেন্দরুদাগ্নিবস্ত্রভিরাদিত্যশ্চক্ৰদগ্নিভিঃ ।

চৈত্য়মে হমচিত্ত্যাস্তান সমস্তৈশ্চৈব যোগিভিঃ ॥৩৬

জগত্যাং জগন্নাথ ভাবাবতরণেচ্ছয়া

মবতারণোহত্র মর্ত্যোশ্চ তবংশ্চাত্তমধুজঃ ॥ ৩৭

মনুষ্যালীলা ভগবন্ ভজতা ভবত: সুরাঃ ।

গমন করিব না । দেখ, সর্পরাজের ফণা  
বরা: আরত, তথাপি কৃষ্ণের স্মিতশোভা  
মুখ প্রকাশ পাইতেছে । ২২—৩১ : পরাশর  
কহিলেন,—স্তিমিতলোচন মহাবল রৌহিণেয়,  
গোপীগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং  
গোপগণকে ভয়স্থিল, নন্দকে অতিশয় দীন  
ও কৃষ্ণের মুখে ত্রস্ত-দৃষ্টি এবং যশোদাকে  
মূর্ছিত দর্শন করিয়া স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে  
বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেবেশ : তুমি কি  
আপনাকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না ? নিরর্থক  
কেন এই মানুষ-ভাব প্রকাশ করিতেছ ? রথ-  
নাভি যেমন আরাশ্রয়, তদ্রূপ তুমি এই জগতের  
আশ্রয় এবং কর্তা, অপহর্তা ও পালনকর্তা ;  
ত্রৈলোক্যমধ্যে তুমিই ত্রয়ীময় । হে অচিন্ত্য-  
রূপিন ! ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বী, বহু, আদিত্য, মরুৎ,  
অগ্নি এবং সমস্ত যোগিগণ কর্তৃক তুমিই  
চিহ্নিত হইতেছ । হে জগন্নাথ ! পৃথিবীর জন্ত  
ভাবাবতরণেচ্ছায় তুমি মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ  
হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি তোমার  
অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি । হে ভগবন্ !  
তুমি মনুষ্যালীলা ভজনা করিতেছ ; এই সমস্ত

বিড়ম্বয়তস্তলীলাং সর্ব্ব এব সমাসতে ॥ ৩৮

অবত্যা ভবান্ পূর্ব্বং গোবুলেহত্র সুরাঙ্গণাঃ ।

কৌড়ার্মাস্থানঃ পশ্চাদবতীর্ণোহসি শাশ্বতঃ ॥ ৩৯

অত্রাবতীর্ণা যে কৃষ্ণ ! গোপা এব হি বান্ধবাঃ ।

গোপাংশ্চ সীদতঃ কস্মাৎ ত্বং বন্ধুন্ সমুপেক্ষসে ॥

দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতং বালচাপলম্ ।

তদয়ং দম্যতাং কৃষ্ণ দুরাস্মা দর্শনায়ুধঃ ॥ ৪১

পরশর উবাচ ।

ইতি যংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিন্নোষ্ঠসংপূটঃ ।

আক্ষোষ্ঠা মোচয়ামাস স্বদেহং ভোগবন্ধনাং ॥৪২

আনম্য চাপি হস্তান্ত্যামুভাত্যাং মধ্যমং ফণম্ ।

আক্ৰহাত্ত্বশরসং প্রননতৌরুবিভ্রমঃ ॥ ৪৩

ব্রণাঃ ফণেহভবন্তস্ত কৃষ্ণশ্যাম্বিল, নিকুট্টনৈঃ ॥

যত্রোন্নতিক বৃকতে ননামাত্র ততঃ শিরঃ ॥ ৪৪

মূর্ছামুপায়ণো ভ্রাত্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণশ্চ রেচকৈঃ ।

দণ্ডপাতনিপাতেন ববাম রুধিরং বহু ॥ ৪৫

সুরগণ তোমার লীলার অনুকরী হইয়া গোপ-  
বেশে অবতীর্ণ হইয়াছে । তুমি লীলার জন্ত  
গোবুলে সুরাঙ্গনাসমূহকে গোপীরূপে অবতীর্ণ  
করাইয়া, সন্ধ্যা নিত্য হইয়াও পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ  
করিয়াছ । হে কৃষ্ণ ! গোবুলে অবতীর্ণ গোপ  
ও গোপীগণই তোমার বান্ধব : কিহেতু তুমি  
বিষয় বান্ধবগণকে উপেক্ষা করিতেছ ? হে  
কৃষ্ণ ! আর কেন ? মানুষভাব দর্শন করাই-  
য়াছ, বালচাপল্যও দেখান হইয়াছে, এক্ষণে  
দশনায়ুধ এই দুরাস্মাকে দমন কর । ৩২—৪১ ।  
পরশর কহিলেন,—রাম কর্তৃক এইরূপে  
স্মারিত হইয়া হাস্যবদনে কৃষ্ণ আক্ষোষ্ঠনিপূর্ব্বক  
ভোগবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন  
এবং উভয় হস্ত দ্বারা নাগরাজের মধ্যম ফণা  
নোয়াইয়া, সেই আভ্র-মস্তক সর্পের  
উপর আরোহণ করত প্রচণ্ডবিক্রমে নৃত্য  
করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণের পাদপ্রহারে তাহার  
ফণায় ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইল এবং যেদিকে  
মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই  
দিকেই মস্তক নত হইয়া যাইতে লাগিল ।  
নাগরাজ, কৃষ্ণের দণ্ডপাতসদৃশ রেচকাখ্য গতি-

তন্নিভিন্নশিরোগ্রীবমাসেভাঃ স্ততোশোণিতম্ ।

বলোক্য শরণং জগৎপত্ন্যঃ পত্ন্যো মধুসূদনম্ ॥ ৪৬

নাগপত্ন্য উচুঃ ।

জ্ঞাতোহসি দেবদেবেশ সর্বেশস্তমনস্তম্ ।

পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যন্তদংশঃ পবমেশ্বরঃ ॥ ৪৭

ন সমর্থঃ সুরাস্তোভুং যমনস্তবং প্রভুम् ।

স্বরূপবর্ণনং তস্ত কথং যেহি করিষ্যতি ॥ ৪৮

যস্মাখিলং মহৌ যোম, জলগ্নি পবনায়কম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডমজ্জকাংশাংশঃ স্যাব্যামস্তং কথং বয়ম্ ॥ ৪৯

যতস্তো ন বিন্দিতাং যং সুরুপমযোগিনঃ ।

পরমার্থমণোরমং স্থলঃ স্তবঃ নতাঃ স্মৃতম্ ॥ ৫০

ন যন্ত জগনে ধাতা যন্ত নস্তায় চান্তকঃ ।

স্থিতিকর্তা ন চাশ্রোহসি যং তস্মৈ নমঃ সদা ॥ ৫১

কোপঃ স্রোহসি তে নস্তি ক্ষতিপালনমেব তে ।

কারণং কালিগ্রহাৎ দমনে ক্ষাতামতঃ ॥ ৫২

বিশেষ দ্বারা মুগ্ধিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল। নাগরাজের মস্তক ও গ্রীবা ভগ্ন হওয়ায় আশ্চর্য হইতে নিরন্তর রক্তপ্রবাহ হইতেছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ মধুসূদনের শরণাগত হইল। নাগপত্নীগণ বলিল,—হে দেবদেব! আমরা তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, তুমি সকলের ঈশ এবং অনন্তম্; যিনি অচিন্ত্য পরম জ্যোতিঃ, তুমি তাঁহার অংশ এবং পরমেশ্বর। দেবগণ, যে অনন্তভাবে প্রভুকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, স্বীকৃত্যে কি প্রকারে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিবে? পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহার অজ্ঞানশেষও অংশস্বরূপ, আমরা কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? অযোগ্য ব্যক্তিগণ নিরন্তর যত্নবান হইয়াও যাহার স্বরূপ জানিতে পারে না, স্মৃষ্ট হইতে স্মৃষ্ট এবং স্থূল হইতেও স্থূল সেই পরমার্থস্বরূপকে আমরা প্রণাম করি। বিধাতা, যাহার জন্মের নিমিত্ত নহেন ও অনন্তও যাহার নাশের নিমিত্ত নহেন এবং অস্ত্র কেহও যাহার স্থিতিকর্তা নাই, আমরা সর্বদা তাঁহাকে প্রণাম করি। এই নাগরাজের দমনে তোমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, কেবল ক্ষতিপালনই

স্থিরোহনুকম্প্যাস্যঃ সাত্বনাং মুচ্যে দীনশ্চ জন্তবঃ ।

যতস্ততোহস্ত্র দীনস্ত কম্মতাং কম্মতাং বর ॥ ৫৩

সমস্তজগদার্থারো ভবান্নবলঃ কণী ।

ত্বয়া চ পীড়িতে জহাং মুহূর্তাকৈন জীবিতম্ ॥ ৫৪

ক পন্নগোহল্লবীর্ঘোহয়ং ক ভবান্ ভুবনাত্রয়ঃ ।

প্রীতিদেবৌ সমোঃ কষ্টগোচরৌ চ যতোহব্যয়ঃ ॥

ততঃ কুরু জগৎসামিন প্রসাদমবসীদতঃ ।

প্রাণান্ত্যজতি নাগোহয়ং ভতৃত্তিক্ প্রদীয়তাম্ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তে তাভিরাশ্বস্ত ক্রান্তদেহোহপি পন্নগঃ ।

প্রসীদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৫৭

তুবাষ্ট স্তবমেশ্বর্যং নাথ দ্ভাবিকং বলম্ ।

নিকল্যাতিশরং যন্ত তস্ত স্তোযামি কিং হুম্ ॥ ৫৮

হং পরস্তং পরস্তাদ্যঃ পরং বস্তঃ পরায়ক ।

পরম্যং পরমো যন্তঃ ততঃ স্তোযামি কিং হুম্ ॥

ইহার প্রয়োজন; অতএব শ্রবণ কর; যেহেতু হ্রী, মূঢ়, দীন, জন্তুগণের উপর সাধারণের কৃপা লক্ষিত হয়, তন্নিবন্ধন হে ক্ষমিগোষ্ঠ! এই দানকে আপনি ক্রমা করুন। আপনি সমস্ত জগতের আধার আর এই সপ অতি অল্পবল; আপনি দ্বারা পীড়িত হইলে এ মুহূর্তাক্ষমণ্ডেই জীবন ত্যাগ করিবে। কোথায় এই অল্লবীর্ঘ সর্প, আর কোথায় ভুবনের আশ্রয় আপনি!—হে অবয়! সমানে শ্রীতি এবং ঐক্যষ্টেই দেব লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব হে জগৎপামিন! এই অবসন্ন দীনজনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আর বিলম্ব করিবেন না। নাগরাজ প্রাণত্যাগ করিতেছেন; আমাদেরকে পতি ভিক্ষা প্রদান করুন। ৪২—৫৩। পরশর কহিলেন,—নাগপত্নীগণ এইরূপ বলিলে নাগরাজ ক্রান্তদেহেও আবস্ত হইয়া “হে দেবদেব! আপনি প্রসন্ন হউন” বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। আরও বলিল,—হে নাথ! নিরতিশয় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য যাহার স্বাভাবিক বল, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? তুমি পর (সর্বোৎকৃষ্ট), তুমি পরেরও আদি, হে পরাত্মক! প্রকৃত তোমা হইতেই পরিচালিত;

যশ্যঃ ব্রহ্মা চ রুদ্রঃ চন্দ্রশ্রমকৃতোহগ্নিনো ।  
বসবঃ সহাদিত্যন্তস্ত্র স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥ ৬০ ॥  
একাবয়বস্বাস্থ্যংশে যত্রৈতদধিলং জগৎ ।  
কল্পনাবয়বস্তেষু তং স্তোষ্যামি কথং ত্বহম্ ॥ ৬১ ॥  
সদসদ্রূপিণো যন্ত বহ্নাদ্যগ্নিদশোক্তমাঃ ।  
পরমাং ন জনন্তি তন্ত্র স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥ ৬২ ॥  
ব্রহ্মাদৈর্যজ্যতে দিব্যৈর্ষং পুষ্পানুলেপনৈঃ ।  
নন্দনাদিসমুদ্ভূতৈঃ সোহর্জ্যতে বা কথং ময়া ॥ ৬৩ ॥  
যন্তাবতাররূপাণি দেবরাজঃ সদাচরতি ।  
ন বেত্তি পরমাং রূপং সোহর্জ্যতে বা কথং ময়া ॥  
বসবৈভাঃ সমাহৃত্য সর্সাক্ষাণি চ যোগিনেঃ ।  
সমর্চয়ন্তি ধ্যানেন সোহর্জ্যতে বা কথং ময়া ॥ ৬৪ ॥  
হৃদি সংকল্প্য যদ্রূপং ধ্যানেনাচরতি যোগিনেঃ ।  
ভাবপুষ্পাদিনা নাথ সোহর্জ্যতে বা কথং ময়া ॥ ৬৫ ॥  
সোহর্জ্যং তে দেবদেবেষা নার্চনায়াং স্তুতো ন চ ।  
সামর্থ্যবান রূপামাত্র-মনোরক্তিঃ প্রসীদ মে ॥ ৬৬ ॥

যিনি পর হইতেও পরম, আমি কি প্রকারে  
তাঁহার স্তব করিব ? বাহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র,  
চন্দ্র, ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নী এবং আদিভাগনের  
সহিত বহুগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, আমি  
কিরূপে তাঁহার স্তব করিব ? এই সমস্ত  
জগৎ বাহ্যের একটা অবয়বের স্বাস্থ্যংশ, আমি  
কল্পনা করিয়া তাঁহার কি স্তব করিব ? ব্রহ্মাদি  
দেবগণ সদসংস্পর্শে বাহ্যের পরমার্থ জানেন  
না, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব ?  
যিনি নন্দনকানন-সমুদ্ভূত দিব্য পুষ্প এবং  
অনুলেপন দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক পূজিত  
হন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব ? ইন্দ্র  
বাহ্যের পরম তত্ত্ব না জানিয়া অবতারসমূহকে  
অর্চনা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চনা  
করিব ? যোগীগণ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে  
সমাহৃত্য করিয়া ধ্যান দ্বারা বাহ্যকে পূজা করিয়া  
থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব ?  
হে নাথ ! যোগীগণ ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে বাহ্যের  
রূপ কল্পনা করিয়া ভাবরূপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা  
করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা  
করিব ? হে দেবদেবেশ ! আমি তোমার

সর্পজাতিরিয়ং ত্রুর। যন্তাং জাতোহান্ম কেশব ।  
তং স্বভাবোহয়মত্রাস্তি নাপরাধো মমাচ্যুত ॥ ৬৮ ॥  
স্বজ্যতে ভবতা সর্বং তথা সংহ্রিয়তে জগৎ ।  
জাতিরূপস্বভাবাং স্বজ্যন্তে জগতাং ত্বয়া ॥ ৬৯ ॥  
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্য। রূপেণ চেবর ।  
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথৈদং চেষ্টিতং মম ॥ ৭০ ॥  
যদগ্ৰথা প্রবর্তেয়ং দেবদেব ততো ময়ি ।  
জাযো দগুনিপাতে তৎ তথৈব বচনং যথা ॥ ৭১ ॥  
তথাপি বৈজগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান ময়ি ।  
স সোহর্জ্যং বরং দণ্ডস্তত্তো নাত্ম ত মে বরং ॥  
হতবীর্যো হতবীৰ্যো দমিতোহহং ত্বয়াচ্যুত  
জীবিতং দায়িতামেকমাত্রাপয় করোমি কিম্ ॥ ৭২ ॥  
শ্রীভগবান্ববাচ ।

নাত্র শ্রেয়ঃ দ্বয়া সর্প কদাচিদবমুনাজলে ।  
সভূতাপরিবারস্তং সমুদ্রমলিলং ব্রজ ॥ ৭৪ ॥

অর্চনা বা ক্রতি করিতে অসমর্থ, কেবলমাত্র  
রূপাপূর্বক আমার উপর প্রসন্ন হউন । হে  
কেশব ! আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করি-  
য়াছি, সেই সর্পজাতি অতিশয় ত্রুর, তাহাদি-  
গের স্বভাবই এইরূপ ; হে অচ্যুত ! আমার  
কোন অপরাধ নাই । আপনা দ্বারাই সমস্ত  
জগৎ সৃষ্ট হইতেছে এবং আপনিই সমস্ত  
সংহার করিতেছেন ; জগতের জাতি, রূপ,  
স্বভাব, সমস্ত আপনারই সৃষ্ট । হে ঈশ্বর !  
আপনি আমাকে যে জাতিতে যেভাবে স্বজন  
করিয়াছেন এবং যেভাবে স্বভাবের সহিত সংযুক্ত  
করিয়াছেন, আমি সেইরূপই আচরণ করি-  
তেছি । হে দেবদেব ! যদি আমি অগ্ৰথাচরণ  
করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমারই বাক্যানু-  
সারে আমার উপর দণ্ডনিপাত অবশ্য কর্তব্য ।  
হে জগৎস্বামিন্ ! তথাপি আপনি যে আমাকে  
দণ্ড দিলেন, অগ্ৰের নিকট হইতে বর গ্রহণ  
অপেক্ষা সেই দণ্ড আমি শ্রেয়ঃ বোধ করি ।  
হে অচ্যুত ! আপনা দ্বারা দমিত হইয়া আমি  
হতবীর্য এবং হতবীৰ্য হইয়াছি, একমাত্র আমার  
জীবন ভিক্ষা দান করুন ; আত্মা করুন, আমি  
কি করিব ? ৫৪—৭৩ । শ্রীভগবান্ব কহিলেন,

মংপদানি চ তে সৰ্প দৃষ্টা মুৰ্ছনি সগগরে ।

গরুড়ঃ পন্নগরিপুঙ্খয়ি ন প্রহরিষ্যতি ॥ ৭৫

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা সৰ্পরাজানং মুমোচ ভগবান্ হরিঃ ।

প্রণম্য সোহপি কৃষ্ণায় জগাম পয়মাং নিধিম্ ॥ ৭৬

পশুতাং সৰ্বভূতানাং সতৃত্যাপত্যাক্ষবঃ ।

সমস্তভাষাসহিতং পরিত্যজ্য স্বকং ব্রহ্ম ॥ ৭৭

ততঃ সৰ্বে পরিস্রজ্য মৃতং পুনরিবাগতম্ ।

গোপা মুৰ্ছনি গোবিন্দং সিঞ্চিচূৰ্ণৈঃ ত্রৈজৈর্জটৈঃ ॥ ৭৮

কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ণাণমন্ত্রে বিম্বিতচেতসঃ

তুষ্টিবুৰ্জিতা গোপা দৃষ্টা শিবজলাঃ নন্দীম্ ॥ ৭৯

গীরমানঃ স গোপীভিঃ সুরিতৈঃ চাক্রচপ্তিতঃ ।

সংস্রুয়মানো গোপৈস্ত কৃষ্ণে, ব্রহ্মপুংগমঃ ॥ ৮০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

—হে সৰ্প! তুমি কখনই এই যমুনাতে থাকিও না; ভৃত্য এবং পরিবারবর্গের সহিত সমুদ্রসঙ্গিলে গমন কর। হে সৰ্প! সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া সর্পশত্রু গরুড় তোমাকে ক্রোধ প্রদান করিবে না। পরাশর কহিলেন,—ভগবান হরি এই কথা বলিয়া সর্পরাজকে মোচন করিলেন; নগরাজও কৃষ্ণকে প্রণাম করত ভৃত্য অপত্য, বান্ধব এবং সমস্ত পত্নীগণের সহিত সৰ্বভূত সমক্ষে স্বকীয় ব্রহ্ম পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে গমন করিল। তদনন্তর সমস্ত গোপজন, পুনরাগত মৃতের স্তায়, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত নেত্রজল দ্বারা মস্তকে সেচন করিয়াছিল। অত্যাশ্রয় গোপগণ নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করত হর্ষিত হইয়া, বিম্বিতচিত্তে অক্লিষ্টকর্ণা কৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিল। চাক্রচপ্তিত কৃষ্ণ, স্বীয় চরিতোন্মেষে গোপীগণ কর্তৃক গীরমান ও গোপগণ কর্তৃক স্রুয়মান হইয়া ব্রহ্মধামে আগমন করিলেন। ৭৪—৮০।

পঞ্চমাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

গাঃ পালয়ন্তো চ পুনঃ সহিতৌ বলকেশবৌ ।

ভ্রম্মাণৌ বনে তস্মিন্ রম্যং তালবনং গতো ॥ ১

তত্ত্ব তালবনং দিব্যং ধেনুকৌ নাম দানবঃ ।

মৃগমাংসকৃতাহারঃ সদাধ্যাক্ষে ধরাধিকৃতিঃ ॥ ২

তত্ত্ব তালবনং পক্ৰ-ফলসম্পৎ সমধিতম্ ।

দৃষ্টা স্পৃহাষিতা গোপাঃ ফলদানে ব্রহ্মবন্ বচঃ ॥ ৩

হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈষ রক্ষ্যতে ।

ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাৎ পক্ৰানীমানি সন্তি বৈ ॥ ৪

ফলানি পশু তালানাং গন্ধামোদিতদৌশি চ ।

বয়মভ্রমভীপ্যামঃ পাত্যন্তাং যদি রোচসে ॥ ৫

ইতি গোপকুমারাণাং ব্রহ্মা সঙ্কর্ষণো বচঃ ।

কৃষ্ণাং পাত্যামাস ভুবি তালফলানি বৈ ॥ ৬

ফলানাং পিতৃতাং শক্যমাকর্ষ্য স দূরাসদঃ ।

আজগাম হৃদষ্টায়া কোপাদৈতেত্তরগর্ভতঃ ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—কোন সময়ে গোপালনে রত বলরাম এবং কেশব সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গন্ধভার্কটি ধেনুক নামে দৈত্য, মৃগমাংস আহার করত সেই সেই দিব্য তালবনে সর্বদা অবস্থান করিত। পক্ৰ-ফল-সম্পত্তি-সমধিত সেই তালবন দর্শন করত ফলগ্রহণে লুপ্ত হইয়া গোপগণ বলিল, হে রাম! হে কৃষ্ণ! এই ভূমিপ্রদেশ ধেনুক নামক দৈত্য দ্বারা সর্বদা রক্ষিত বলিয়া, এ পক্ৰ তাল-ফলসমূহ রহিয়াছে। দেখ, ইহার গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, আমরা এই ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় তবে পাড়িয়া দেও। গোপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম ও কৃষ্ণ তালফলসমূহকে ধরায় পাতিত করিলেন। পতনশীল ফল সকলের শব্দ শ্রবণ করত সেই দূরাস্থা দৈত্যগর্ভত, ক্রোধভরে আগমন করিল এবং পশ্চাতের পদব্রয় দ্বারা

পশ্চ্যামুভাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাং বলী বলম্  
জ্বানোরসি তাত্যাক্ স চ তেনাপ্যগৃহত ॥ ৮  
গৃহীত্বা ভ্রামণেনৈব সোহস্থরে গতজীবিতম্ ।  
তস্মিন্নেব চ চিক্কেপ বেগেন ত্ণরাজনি ॥ ৯  
ততঃ ফলাস্ত্রনেকানি তালগ্রান্নিপতন্ থরঃ ।  
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাহৌহনুদানি চ ॥ ১০  
অত্ৰানপ্যস্ত বৈ স্ফাভীনাগতান্ দৈত্যগর্দভান্ ।  
কৃষ্ণচিক্কেপ তালগ্রো বলভদ্রঃ লীলয়া ॥ ১১  
ক্ৰণনালক্লুতা পৃথ্বী পটকস্তালফলৈস্তথা ।  
দৈত্যগর্দভদেহৈঃ মৈত্রেয় শুভভেদধিকম্ ॥ ১২  
ততো গাবো নিরাবাধাস্তস্মিন্ স্থালবনে দ্বিজ ।  
নবশস্ত্রং সুখং চেরুর্ধ্ব ভুক্তমভূৎ পুরা ॥ ১৩

ইতি ত্রীবিম্বপুরাণে পঞ্চমেহংশে  
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সবলে বলভদ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে  
লাগিল। বুলভদ্র তাহার সেই পাদদ্বয় ধারণ  
করত ঘুরাইতে লাগিলেন, তাহাতে সে তং-  
ক্ষণাৎ অস্বরপথে প্রাণত্যাগ করিল; তখন  
তাহাকে তল-বৃক্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ  
করিলেন, তৎপরে সে গর্দভ, তাল-বৃক্ষের অগ্র-  
দেশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবার কালে,  
মহাবাহু কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া, বহুতর তালফল  
পতিত হইল। এই বার্তা অবগত হইয়া সমাগত  
ইহার অত্যাচারিত্যগর্দভ স্ফাতিগণকে কৃষ্ণ ও  
বলরাম, অন্যায়সে তালবৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ  
করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! অল্প সময়ের  
মধ্যেই বহুতর পর তালফল দ্বারা পৃথিবী যেরূপ  
অলক্লুতা হইল, সেইরূপ দৈত্যগর্দভগণের দেহ-  
সমূহ দ্বারাও অধিকতর শ্লাঘিত হইল। হে  
দ্বিজ! তদনন্তর সেই তালবনে গোসমূহ,  
পূর্বে বাহা কোন দিন আহার করে নাই, এমন  
নতন শস্ত্রসমূহের উপর সুখস্বচ্ছন্দে নির্ঝিরে  
বিহার করিতে লাগিল। ১—১৩।

পঞ্চমাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তস্মিন্ রাসভদেভ্যে সানুগে বিনিপাতিতঃ ।  
সেবাং গো-গোপ-পোপীনাং রম্যং তালবনং বভৌ  
তজন্তো জাতহর্ষো ভূ বহুদেবহুতানুভৌ ।  
হত্বা ধেনুকদৈতেয়ং ভাণ্ডীরবটমাগতো ॥ ২  
ক্ষেড়মানো প্রগায়ন্তো বিচিরন্তো চ পালপাং ।  
চারয়ন্তো চ গা দরে ব্যাহরন্তো চ নামভিঃ ॥ ৩  
নির্গোগপাশঙ্করৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ ।  
শুভভাতে মহাস্মানৌ বালশৃঙ্গাবিধবভৌ ॥ ৪  
সুবর্ণাঙ্জনবর্ণাভ্যাং তৌ তদা কৃষিতানুরৌ ।  
মহেন্দ্রায়ুধসংযুক্তৌ খেতকৃষাবিবাসুধৌ ॥ ৫  
চেরতুলোকসিদ্ধাভিঃ ক্রৌড়াভিরতরেতরম্ ।

নবম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অনুচরণের সহিত  
সেই রাসতাহুর নিহত হইলে পর গাভী, গোপ  
ও গোপীগণের স্বচ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর  
তালবন অতিশয় শোভা পাইয়াছিল। তদন্তর  
সজ্জাতহর্ষ বহুদেবহুত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে  
ধেনুকানুরকে বিনাশ করিয়া ভাণ্ডীর নামক  
বটবৃক্ষের নিঃ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।  
সেইখানে তাঁহারা নানা প্রকার ক্রৌড়া করিতে  
করিতে কখনও বা গান করিতে লাগিলেন,  
কখনও বা বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগি-  
লেন, কখনও বা নাম ধরিয়া দূরস্থিত গাভী-  
সমূহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহা-  
দের স্বকাদেশে গোপগণের বন্ধনরাজ্য লঙ্ঘিত ছিল  
এবং তাঁহারা উভয়েই বনমালা বিভূষিত  
ছিলেন। তাহাতে নবীনশৃঙ্গোদগমকালে বাল-  
বৃষভগণ যে প্রকার শোভাশালী হয়, ঐ  
মহাস্বধর্য ও তৎকালে তাদৃশ শোভা ধারণ  
করিয়াছিলেন। সুবর্ণ ও অঙ্জন বর্ণ দ্বারা  
তাঁহাদের বসন রঞ্জিত ছিল, স্ততরাং তাঁহা-  
দিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বৃন্দা-  
বনগগনে ইন্দ্রায়ুধসংযুক্ত দুই পানি খেত ও  
কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উদ্ভিত হইয়াছে। সমস্ত



সমস্তলোকনাথানাং নাথভূতে ভুবংগভূতৌ ॥ ৬  
 মনুষ্যধৰ্ম্মাভিরতো মানসভূতৌ মনুষ্যভূতৌ ॥  
 তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রৌড়াভিঃ ৷ ৭  
 ততঃ স্ত্রীদোলিকাভিঃ নিযুক্তৈঃ মহাবলৌ ॥  
 ব্যায়ামং চক্রতন্ত্রং ক্লেপবীরৈস্তথাগ্ৰাভিঃ ॥ ৮  
 তল্লিপু বৃহন্নগরং উভয়োরমমাণয়োঃ ॥  
 অজগাম প্রলম্বাখ্যো গোপবেশতিরোহিতঃ ॥ ৯  
 সোৎকণাহত নিঃশব্দস্তেবাং মধ্যমমানুষ্যঃ ॥  
 মানুষ্যং বপুর্নাস্তায় প্রলম্বে দানবোত্তমঃ ॥ ১০  
 তয়োশ্চিদ্রাস্তরং প্রেপু ববিবহুমমতত ॥  
 কৃষ্ণং ততো রৌহিণেয়ং হস্তং চক্রে মনোরথম্ ॥  
 হরিণাক্রৌড়নং নাম বাণক্রৌড়নকং ততঃ ॥

লোকনাথগণের নাথভূত হইয়াও, তাঁহারা  
 ভূতলে গমনপূর্বক পরস্পর লোকসিদ্ধ নানা-  
 প্রকার ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা  
 মনুষ্যধৰ্ম্মাভিরত হইয়া মনুষ্যভূত সন্ধানপূর্বক  
 মনুষ্য-জাতির গুণযুক্ত নানাপ্রকার ক্রৌড়া  
 করত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই  
 মহাবলরয় কখন স্ত্রীদোলিকা (দোলনা) দ্বারা  
 কখন বাহুবদ্ধ দ্বারা, কখনও বা ক্লেপবীর প্রস্তর-  
 খণ্ড দ্বারা নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগি-  
 লেন। উভয়ে সেই প্রকার ক্রৌড়া করিতেছেন,  
 এমন সময়ে প্রলম্বনামা একজন অসুর তাঁহা-  
 দ্বিগকে লইয়া যাইবার জন্ত, প্রচ্ছন্ন গোপবেশ  
 ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।  
 সেই দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব, মনুষ্যাকারে নিঃশব্দ-  
 ভাবে সেই রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ক্রৌড়নশীল  
 বালকগণের মধ্যে প্রবেশ করিল। ১-১০।  
 উভয়ের হ্রিদ্ভাস্তরাভিলাষী সেই অসুর, কৃষ্ণকে  
 নিতান্ত দুর্জয় বোধ করিল, অনন্তর সে কোন  
 ছলে রামকে বধ করিতে অভিলাষী হইল।  
 অনন্তর গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া হরিণা-  
 ক্রৌড়নামে \* এক প্রকার বাণক্রৌড়া আরম্ভ

\* দুইজন "করিয়া বালক একটা নির্দিষ্ট  
 লক্ষ্যস্থানে এক স্থান হইতে প্লুতগতিতে  
 গমন করিবে, পরে তাহাদের উভয়ের যে অঙ্গে

প্রকূর্ষতো হি তে সর্বে বৌ বৌ যুগপদ্বং পতন্ত ॥  
 ত্রীদায়্য সহ গোবিন্দঃ প্রলম্বেন তথা বলঃ ॥  
 গোপালৈরপরেণ চক্রে গোপালাঃ পুপ্লুবন্ততঃ ॥ ১৩  
 ত্রীদামানং ততঃ কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রৌহিণীমুতঃ ॥  
 জিতবান্ কৃষ্ণপক্ষৌ যৈর্গোপৈরস্তে পরাজিতাঃ ॥ ১৪  
 তে বাহয়ন্তুত্রোত্তং ভাগীরথকক্ষমেভ্য বৈ ॥  
 পুনর্নিবিবৃতুঃ সর্বে যে বৈশ্চাত্র পরাজিতাঃ ॥ ১৫  
 সন্ধর্ষণং তু স্বকেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ ॥  
 ন তস্যো স জগামৈব স চন্দ্র ইব বারিদঃ ॥ ১৬  
 অসহন রৌহিণেয়স্ত স তাস্ব দানবোত্তমঃ ॥  
 বরুধে স্তমহাকায়ঃ প্রাকৃষীব বলাহকঃ ॥ ১৭  
 সন্ধর্ষণস্ত তং দৃষ্ট্বা দম্বশৈলোপমাক্রুতিম্ ॥

করিয়া প্লুতগতিতে পরস্পর হই হইজনে মিলিয়া  
 লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর  
 গোবিন্দ ত্রীদামের সহিত, বলভদ্র প্রলম্বের  
 সহিত, তন্নির গোপবালকগণও অত্রান্ত গোপ-  
 বালকের সহিত প্লুতগতিতে দৌড়িতে লাগি-  
 লেন। অনন্তর কৃষ্ণ ত্রীদামকে, রৌহিণীমুত  
 প্রলম্বকে এবং কৃষ্ণপক্ষ্য গোপগণ অস্ত  
 গোপবালকগণকে পরাজিত করিলেন। সেই  
 পরাজিত বালকগণ, জেতা বালকগণকে স্বন্ধে  
 করিয়া ভাগীরথ কৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়া,  
 পুনর্বীর নিবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই দানব,  
 বলদেবকে স্বন্ধে বহন করিয়া সচন্দ্র জলধরের  
 ত্রায় শীঘ্র গমন করিতে লাগিল; আর প্রতি-  
 নিবৃত্ত হইল না। দানবশ্রেষ্ঠ, রৌহিণেয় বল-  
 দেবের ভাস্ত্রসহন করিতে না পারিয়া প্রারুঢ়-  
 কালের মধ্যে ত্রায় অতি মহাকায় হইয়া বুদ্ধি  
 পাইতে লাগিল। অনন্তর দম্বশৈলোপমাক্রুতি,

লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিবে, সেই জয়ী হইবে।  
 পরাজিত বালক বিজয়কে স্বন্ধে করিয়া সেই  
 স্থান হইতে পূর্ব স্থানে লইয়া আসিবে এবং  
 ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে পুনরায় সেইরূপ তাহাকে  
 স্বন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা  
 করিয়া যে ক্রৌড়া করা হয়, তাহার নাম  
 হরিণাক্রৌড়ন।

অদামলম্ভরণং মুকুটোপমমস্তকম্ ॥ ১৮  
রৌদ্রং শকটচক্রোক্ষং পাদদ্ব্যাস-চলচ্ছিত্তিম্ ।  
দ্বিয়মাণস্ততঃ কৃষ্ণমিচ্ছং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯  
কৃষ্ণ কৃষ্ণ দ্বিয়ামেষেব পৰ্মতোদগ্ধমূৰ্ত্তিনা ।  
কেনাপি পশ্য দৈভেন গোপালচ্ছরূপিণা ॥ ২০  
যদত্র সাংপ্রাতং কার্যং ময়া মধুনিবৃন্দন ।  
তং কথ্যতাং প্রয়াতোহ হুরাস্মা দানবাবধমঃ ॥ ২১  
পরশর উবাচ ।

তমাহ রামং গোবিন্দঃ শ্রিতভিন্নৌষ্ঠসম্পূটঃ ।  
মহাস্মা রৌহণেষুগ্র বলবীৰ্য্যপ্রমাণবিন্ ॥ ২২  
কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ভ্যতে ।  
সৰ্কাঅন্ন সৰ্কগুহান্নাং গুহগুহান্না তয়া ॥ ২৩  
স্বরাসেষজগদ্বীজকারণং কারণগ্রজম্ ।  
আস্থানমেকং তদ্বচ্ছ জগত্যেকারণে চ যৎ ॥ ২৪  
কিমং বেংসি যথাহক তর্কেকং কারণং ভুবঃ ।  
ভারবতরণার্থায় মন্ত্রলোকমুপাগতো ॥ ২৫

মাল্য ও আভরণধারী, মুকুটশোভিতমস্তক, ভরস্কর শকটচক্রের আয় গোলাকার-চক্ষুঃ ও পাদদ্ব্যক্ষেপে বহুধা কম্পনকারী সেই অমুরকে দেখিয়া, দ্বিয়মাণ বলভদ্র কৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! এই ছত্র গোপালরূপী, পৰ্শ-ভের আয় উন্নতশরীর কোন দৈত্য, আমাকে হরণ করিতেছে ; তুমি দেখ । হে মধুনিবৃন্দন ! এক্ষণে আমার বাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দাও ; এই হুরাস্মা দানবাবধম চলিয়া যাইতেছে । ১১—২৫ । পরশর কহিলেন,— তখন বলভদ্রের বলবীৰ্য্যপ্রমাণবোধী মহাস্মা কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্ত করত রামকে কহিলেন, হে সৰ্কাঅন্ন ! আপনি সৰ্কপ্রকার গুহগুহাৰ্থ অপেক্ষা গুহান্না হইয়াও এ প্রকার স্পষ্ট মানুষভাব অবলম্বন করিতেছেন কেন ? আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন, আপনি অশেষ জগতের বীজেরও কারণ ও কারণেরও পূর্ববর্তী এবং প্রলয়কালে একমাত্র আপনিই অবস্থিতি করিয়া থাকেন । আপনি কি জানেন না যে, আমি ও আপনি উভয়েই জগৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবায় জন্ত পৃথিবীতে

নভঃ শিরস্তেহমুময়া চ মূর্ত্তঃ ।  
পাদৌ ক্ষিতিবিক্রমনস্ত বহিঃ ।  
সোমো মনস্তে খসিতং সমীরো-  
দিশং চত্ৰোহব্যববাহবন্তে ॥ ২৬  
সহস্রবক্রো ভগবান্ মহাস্মা  
সহস্রহস্তাঙ্গি-শরীরভেদঃ ।  
সহস্রপদোত্তবযো নরাধাঃ  
সহস্রশস্ত্রাং মুনয়ো গৃণান্ত ॥ ২৭  
দিব্যং হি রূপং তব বেত্তি নাগ্ৰে-  
দেবৈরশেষৈবৈরবতাররূপম্ ।  
ত্বাচ্চ্যতে বেংসি ন কিং যদন্তে  
হৃদ্যেব বিখং লয়মভ্যুপৈতি ।  
তয়া ধৃতোয়ং ধরণী বিভক্তি  
চরাচরং বিধমনস্তমূর্ত্তে ।  
কৃতাদিত্তেদৈরজ কালরূপো  
নিমেঘপূৰ্ব্বো জগদেতদংসি ॥ ২৮  
অস্তং যথা বাডবফিনাধু  
হিমশরূপং পরিগৃহ্য কাতম্ ।

অবতীর্ণ হইয়াছি ? আকাশ আপনার মস্তক, আপনার মূর্ত্তি জলময়ী, হে অনন্ত ! ক্ষিতিই আপনার পদদ্বয়, বহিঃই আপনার দুখ, চন্দ্রমা আপনার মন, বায়ু আপনার নিঃশ্বাস । হে অব্যয় ! চারিটা দিকই আপনার বস্ত্রচতুষ্টয়, হে ভগবন্ ! আপনার সহস্র বক্র ; আপনার হস্তাঙ্গি, শরীর, সকলই সহস্র প্রকার ; আপনি সহস্র ব্রহ্মার কারণ, মূনিগণ, সহস্র-রূপেই আপনার গুণ করিয়া থাকেন ; অস্ত্র ! কোন ব্যক্তিই আপনার দিব্য রূপকে জানে না । অখিল দেবগণ সকলে আপনার অবতাররূপের অর্চনা করিয়া থাকেন । আপনি কি জানেন না যে, অনন্তকালে আপনাতেই বিধ লীন হইয়া থাকে ? হে অনন্তমূর্ত্তে ! আপনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ; হে অজ ! আপনি নিমেঘাদি কালরূপী, আপনিই সত্য ত্রেতাাদি যুগভেদে এই জগৎকে গ্রাস করিতেছেন । বাডবানল কর্তৃক পীড়িত ঘল, যে প্রকার মনেহর

হিমাচলে ভানুমতোহংসসন্ধ্যাং

জলত্মভোতি পুনস্তদেব ॥ ৩০

এবং ত্বয়া সংহরণেহন্তমেতং

জগৎ সমস্তং পুনরপ্যবশ্যম্ ।

তবৈব সর্গায় সমুদ্যাতস্ত

জগত্মভোতানুকল্পমীশ ॥ ৩১

তবানন্দং বিশ্বাত্মনৈকমেব হি কারণম্ ।

জগতোহংস জগত্যর্থো ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতো ॥ ৩২

তং সূর্য্যাত্মমেয়াশ্চ ত্বয়া জাহি দানবম্ ।

মানুষ্যমেবাবলম্ব্য বহুনাং ক্রিয়তাং হিতম্ ॥ ৩৩

পরশর উবাচ ।

ইতি সংস্মারিতে: বিপ্র কৃষ্ণেন সূমহাশ্বনা ।

বিশ্বস্ত পৌড়য়ামাস প্রলয়ং বলবান্ বলঃ ॥ ৩৪

মুষ্টিনা চাহনন মুষ্টি কোপসংরক্তলোচনঃ ।

তেন চাস্ত্র প্রহারেণ বহির্ধাতে বিলোচনে ॥ ৩৫

সনিকশিতমস্তিকো মুখাচ্ছোণিতমুধমন্ ।

হিমস্বরূপ ধারণ করিয়া, হিমালয়ে স্বর্ধাকিরণ-সম্পর্কে পুনর্বার সেই জলরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে আপনাতোই নীল এই বিশ্ব, আপনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্বার আপনার জগদ্রূপত্ব লাভ করিয়া থাকে । হে ঈশ্বর ! প্রতিকল্পেই আপনি এই প্রকার জগতের প্রলয়ভেদে পুনর্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন । ২২—৩১ । হে বিশ্বাত্মন ! আপনি এবং আমি এই উভয়েই জগতের একীভূত কারণ হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্য, ভিন্নরূপেই অবস্থান করিতেছি । হে অমেয়াত্মন ! সেই হেতু আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন এবং বহুগণের মঙ্গলার্থে মনুষ্যভাবের এই দানব-নিধন করুন । পরশর কহিলেন,—হে বিপ্র ! সূমহাশ্বা কৃষ্ণ, এই প্রকারে বলদেবকে প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন । তখন বলবান্ বলদেব, হস্ত করত প্রলয়াত্মরূপে পীড়িত করিতে লাগিলেন । অনন্তর কোপভরে আরক্ত-লোচন বলভদ্র, মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে ঐ অনুরের নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল । অনন্তর তাহার মস্তিক, নিকা-

নিপপাত মহীপৃষ্ঠে দৈত্যবর্ষো মমার চ ॥ ৩৬

প্রলয়ং নিহতং দৃষ্ট্বা বলেনাভুতকর্ম্মণা ।

প্রহৃষ্টাস্তুষ্টবুর্গোপাঃ সাধু সাধিকৃতি চাত্ৰবন্ ॥ ৩৭

সংস্তুয়মানো গোপৈস্ত রামো দৈত্যো নিপাতিতে ॥

প্রলয়ে সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥ ৩৮

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশে

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তয়োবিহরতোস্তত্র রামকেশবয়োব্রজে ।

প্রারুহি ব্যতীত বিকসং-সরোজা চাতবচ্ছরং ॥ ১

অবাপুস্তাপমত্যর্থং সর্ধাঃ পদ্মলোদকে ।

পুত্রক্ষেত্রাদিসক্তেন মমত্বেন যথা গৃহী ॥ ২

মথুরা মৌনিনস্তম্ভুঃ পরিত্যক্তমদা বনে ।

শিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ, মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইল । অনন্তর অভুতকর্ম্ম বলদেব কর্তৃক, প্রলয়াত্মরূপে নিহত হইতে দেখিয়া, প্রহৃষ্ট গোপবালকগণ তাহার স্তব করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' এই বাক্য বলিতে লাগিল । অনন্তর ঐ প্রলয়নামা দৈত্য নিপাতিত হইলে পর, গোপগণকর্তৃক সংস্তুয়মান বলদেব, কৃষ্ণের সাহিত পুনর্বার গোবলে প্রত্যাগমন করিলেন । ৩২—৩৮ ।

পঞ্চমোহংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় !

পরশর কহিলেন,—ব্রজে রাম ও কেশব এই প্রকারে বিহারে আসক্ত ছিলেন, এমন অবস্থায় বর্ষাকাল অতীত হইল এবং শরৎকাল উপস্থিত হইল ; পদ্মসমূহও বিকসিত হইল । পদ্ম জলে মৎস্তগণ, পুত্র পত্নী প্রভৃতির আসক্তজনিত মমতায় গৃহব্যক্তির স্থায় অভিশয় তাপপ্রাপ্ত

অসারতাং পরিজ্ঞায় সংসারশ্ৰেণ যোগিনঃ ॥ ৩  
উৎসৃজ্য জলসর্ষ্পং নির্মল্যঃ সিতবুর্জয়ঃ ।  
ততাজুশাখরং মেধাং গৃহং বিজ্ঞানিনো যথা ॥ ৪  
শরং স্বর্ঘ্যাং শুভপ্রানি যযুঃ শোষণং সরাসি চ ।  
বহ্ন্যালম্বি-মমঙ্গেন হৃদয়ানীব দেহিনাম্ ॥ ৫  
কুমুদৈঃ শরদ ভ্রাসি যোগ্যতালক্ষণং যযুঃ ।  
অববোধৈর্ঘৃণাংসীব সপক্ষমমলাশ্রনাম্ ॥ ৬  
তারকারিমলে এব্যাসি ররাজাখণ্ডমণ্ডলঃ ।  
চন্দ্রশরমদেহাশ্রা যোগী সাধুকলে যথা ॥ ৭  
শনকৈঃ শনকৈস্তীরং ততাজুশ জলাশয়াঃ ।  
মমহং ক্ষেত্রপ্তাদি রুচমুরৈক্যথা বৃধাঃ ॥ ৮  
পূর্বতাত্তৈঃ সরোহন্তোভিহংসা যোগং পুনর্ঘণুঃ ।  
ক্রেতৈঃ কুযোগিনোহংশেবৈবস্তুরহতা ইব ॥ ৯  
নিভৃত্যেভবদতর্থং সমুদঃ স্থিমিতোদকঃ ।

হইতে লাগিল। সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোভাহঙ্কার যোগিগণের শ্রায় ময়ুরগণও বনে মদপরিভ্যাগপূর্বক মৌনী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। জ্ঞানিজন যে প্রকার সর্ষপ-প্রকার মমতা পরিভ্যাগান্তে গৃহ পরিভ্যাগ করত বনে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ মেঘ-গণ জলরূপ সর্ষপ পরিভ্যাগপূর্বক নির্মূল হইয়া আকাশ পরিভ্যাগ করিল। বহ্নজনের প্রতি অর্পিত মমতার দেহিগণের হৃদয়ের শ্রায় শরংকালীন রবিকিরণতপ্ত সরোবরসমূহ শোষণ-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অমলস্বভাব ব্যক্তি-গণের মনঃসমূহ যে প্রকার জ্ঞানের সস্বক প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শরংকালীন জলরাশি কুমুদেয় সহিত সম্পর্কযোগ্যতা প্রাপ্ত হইল। তারকা-বিমল নভোমণ্ডলে, অখণ্ডমণ্ডলচন্দ্রিমা, সং-কুলোৎপন্ন চুরমদেহাশ্রা যোগীর শ্রায় শোভা পাইতে লাগিল। পণ্ডিতগণ যে প্রকার পুত্রাদির উপর রুচমমতাকে ক্রমে ক্রমে পরিভ্যাগ করেন, সেইরূপ জলাশয় সকল ক্রমে ক্রমে তীর পরিভ্যাগ করিতে লাগিল। যে প্রকার কুযোগিগণ বিষ্মতিভূত হইয়া পুনর্বার অশেষবিধ ক্রেশুভূত হয়, তদ্রূপ পূর্বপরিভ্যক্ত সরোবরজলসমূহের সহিত হংসগণ পুনর্বার

ক্রমাবাপ্ত-মহাযোগো নিঃশলাশ্রা যথা যতিঃ ॥ ১০  
সর্বত্রাতিপ্রসন্নানি সলিলানি তদাভবন্ ।  
জ্ঞাতে সর্বগতে বিধৌ মনাংসীব স্তম্বেদসাম্ ॥ ১১  
বভূব নির্মূলং ব্যোম শরদা ধ্বজতোয়দম্ ।  
যোগাদ্বিদ্বন্ধক্রেণৌষং যোগিনামিব মানসম্ ॥ ১২  
স্বর্ঘ্যাং শুজনিতং তাপং নিশ্রে তারাপতিঃ সমম্ ।  
অহঙ্কারোত্তরং হুংখং বিবেকঃ স্তমহানিব ॥ ১৩  
নভসোহভ্রান্ ভুবঃ পক্ষান্ কানুঘাং চাত্তসংশরং ।  
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভাঃ প্রত্যাহার ইবাহরং ॥ ১৪  
প্রণায়াম ইবাত্তোভিঃ সরসাং কৃতপুরুকৈঃ ।  
অভ্যাহতেহনুদিবসং রেচকাকুন্তকাদিভিঃ ॥ ১৫  
বিমলাশ্রনরূপে কালে চাতাগতো ব্রজম্ ।  
দদর্শেন্দ্রমহারপ্রায়োদ্যাতাংস্তান ব্রজোকনঃ ॥ ১৬  
রুক্ষস্তানুংস্রকান দৃষ্ট্বা গোপানুংসবলালসান্ ।

যোগপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে ক্রমে মহাযোগের লাভকর্তা নিঃশলাশ্রা যতির শ্রায় নিঃশলসু সমুদ্র, অতিশয় নির্মিকারতাব প্রাপ্ত হইল। ১—১০। সর্বত্রগ ভগবান্ বিধুকে জন্মিতে পারিলে মন যে প্রকার হয়, তদ্রূপ সেই দমঘ জলসমূহ অতীব প্রসন্ন হইয়াছিল। শরংকাল-গমে মেঘ সকল বিনষ্ট হওয়াতে তাকশ, যোগাদ্বিদ্বন্ধক্রেণ যোগিগণের চিন্তের শ্রায় নির্মূল হইল। স্তমহান্ বিবেক, যে প্রকার অহঙ্কার-সম্ভূত হুংখকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্রমাও স্বর্ঘ্যকিরণজনিত স্তমাপকে শান্ত করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ হইতে প্রত্যাহার, যে প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করে, সেইরূপ শরংকালও আকাশের মেঘসমূহ, পৃথিবীর কন্দমসমূহ এবং জলের মালিগ্র হরণ করিয়া-ছিল। রেচক ও কুন্তকাদি দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাসনীয় ব্যক্তির যেপ্রকার প্রাণায়াম হয়, তদ্রূপ সরোবরের পরিপূর্তিকারক জলসমূহ দ্বারা লোকনিবহের প্রাণের দৈর্ঘ্য সম্পাদিত হইয়া-ছিল। এবংপ্রকার আকাশ ও নক্ষত্রের নৈর্মল্যাধারী শরংকালে কোনদিন ভগবান্ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকল ব্রজবাসিন্ধ মহারন্তে (যজ্ঞে) উদ্যত হইয়াছেন। মহা-

কোতুহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বৃদ্ধান্ মহামতিঃ ॥  
 কোহয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ ।  
 প্রাহ তং নন্দগোপঞ্চ পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্ ॥ ১৮  
 মেঘানাং পরসাং চেশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।  
 তেন সকোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যমুময়ং রসম্ ॥ ১৯  
 উদরুষ্টিজনিতং শস্ত্রং বয়মন্তো চ দেহিনঃ ।  
 বর্তমানোপযুক্তানান্তপয়াম্ চ দেবতাঃ ॥ ২০  
 কীরবতা ইমা গাবো বৎসবতাশ্চ নিরুতাঃ ।  
 তেন সংবর্দ্ধিতেঃ শস্ত্রেঃ পুষ্টাস্তুষ্টা ভবন্তি বৈ ॥ ২১  
 নাসশস্ত্রা নাশ্পা ভূমিন্ বৃদ্ধকাদিতো জনঃ ।  
 দৃশ্যতে যত্র দৃশ্যন্তে রুষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥ ২২  
 ভোমমেতং পয়ো দৃষ্টং গোভিঃ সূর্য্যস্ত বারিদঃ ।  
 পর্জন্তঃ সর্কলোকস্ত ভবায় ভূবি বর্ষতি ॥ ২৩  
 তস্যাং প্রারুষি রাজানঃ সর্কে শক্রেং মুদা যুতাঃ ।  
 মতেঃ সুরেশমর্চন্তি বয়মন্যো চ মানবাঃ ॥ ২৪

মতি কহ, উৎসবলালস বৃদ্ধগোপগণকে অব-  
 লোকন করিয়া, কোতুহল সহকারে তাঁহাদিগকে  
 এই বাক্য বলিলেন যে, এ কোন ইন্দ্র-যজ্ঞ,  
 যাহার জন্ত আপনারা এত হর্ষ-প্রকাশ করিতে-  
 ছেন? তখন নন্দগোপ, জিজ্ঞাসাকারী কৃষ্ণকে  
 অতি আদরের সহিত কহিলেন,—যে দেবরাজ  
 ইন্দ্র, মেঘ ও জলনিকরের কর্তা, তিনিই মেঘ-  
 গণকে প্রেরণ করেন, তাহাতেই মেঘগণ বারি-  
 বর্ষণ করিয়া থাকে। ১২—১৯। অত্যান্ত দেহি-  
 গণ ও আমরা সকলেই সেই রুষ্টিজনিত শস্ত্রের  
 লগ্নে প্রাণধারণ করিয়া থাকি এবং দেবতা-  
 গণেরও রুষ্টিসাধন করিয়া থাকি। এই সকল  
 বৎসবতা গাভীগণ, সেই রুষ্টি জন্ত সংবর্দ্ধিত  
 শস্ত্রনিকর দ্বারা দৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া দৃঢ় ধরণ  
 করিয়া থাকে এবং নির্ভীত হয়। যেখানে মেঘ  
 সকল বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, সেই স্থানের  
 ভূমি, শস্ত্ররহিতা বা তপ্তরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং  
 তথাকার কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা যায়  
 না। বারিপ্রদ ইন্দ্র, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পীত  
 ভূমিরসকে সর্কলোকের উপকারের জন্ত পৃথি-  
 বীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই কারণে  
 আমরা, অত্যান্ত মনুষ্যগণ ও রাজগণ সকলেই

পরশর উবাচ ।

নন্দগোপস্ত রচনং শ্রুত্বতথ শক্রপূজনে ॥  
 কোপায় ত্রিশশেন্দ্র প্রাহ দামোদরস্তদা ॥ ২৫  
 ন বয়ং কৃষিকর্তারো বাণিজ্যজীবিনো ন চ ।  
 গাবোহশ্বদৈবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ ॥ ২৬  
 আদীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথাপরা ।  
 বিদ্যাচতুষ্টয়ং হেতুং বার্তামত্র শৃণুয মে ॥ ২৭  
 কৃষিকর্ষিজ্যো তদ্বত্ত্ব তৃতীয়ং পশুপালনম্ ।  
 বিদ্যা হেতা মহাভাগ বার্তা রুস্তিরয়াশ্রয়াঃ ॥ ২৮  
 কর্ণকাপাং কৃষিরুস্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্ ।  
 জম্বাকং গাঃ পরারুস্তি-বার্তাভেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ ॥ ২৯  
 বিদ্যায়া যো যশা যুক্তস্তস্ত্র সা দৈবতং মহতং ।  
 সৈব পূজার্চনীয়। চ সৈব তত্তোপকারিকা ॥ ৩০  
 যোহন্তস্ত্র ফলমশ্বন বৈ পূজয়তাপরং নরঃ ।  
 ইহ চ প্রেত্য চৈবাসৌ তাত নাপোতি শোভনম্ ॥

হর্ষসহকারে, বর্ষাকালে, সেই সুরেশ্বর ইন্দ্রকে  
 যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকি। পরাশর  
 কহিলেন,—শত্রেপূজাবিশয়ে নন্দগোপের এবং-  
 প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দামোদর, দেবেশ্বরের  
 ক্রোধ জন্মাইবার জন্তই কহিলেন, হে পিতা!  
 আমরা কৃষিকর্তা বা বাণিজ্যজীবী নহি, আমরা  
 বনচর; গাভীগণই আমাদের দেবতা। আদী-  
 ক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চারি প্রকার  
 বিদ্যা। ইহার মধ্যে বার্তা কাহাকে বলে,  
 আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। হে মহা-  
 ভাগ! বার্তা তিন রকম—রুস্তিভেদে ত্রিবিধ;  
 যথা,—কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। ইহার  
 মধ্যে কৃষি নামে যে রুস্তি, তাহা কৃষকের অব-  
 লম্বন; বিপণিজীবীগণের অবলম্বনীয় বাণিজ্য  
 এবং আমাদের গাভীদিগের অবলম্বন। এই  
 তিনপ্রকার বার্তাভেদে তিন প্রকার রুস্তি যথা-  
 ক্রমে যাহার অবলম্বনীয়, তাহা বলিলাম;  
 যে যে বিদ্যা দ্বারা প্রতিপালিত, সেই তাহার  
 মহতী দেবতা; তাহারই পূজা করা উচিত।  
 কারণ সেই তাহার মহোপকারজনিকা।  
 ২০—৩০। যে ব্যক্তি, এক ব্যক্তি দ্বারা  
 ফল লাভ করিয়া, অস্ত্রের পূজা করিয়া

কৃত্যতাঃ প্রথিতাঃ সীমাঃ সীমান্তঞ্চ পুনর্কনম্ !  
 বনাত্তা গিরয়ঃ সর্বৈ তে চ্যাম্বাকং পুত্রা গতিঃ ॥ ৩২  
 ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা ।  
 সুখিনঃ সকলে লোকে যথা বৈ চক্রেচারিণঃ ॥ ৩৩  
 অয়ন্তে গিরয়চামী বনেহ্মিন্ কামরূপিণঃ ।  
 তন্ত্রদ্রুপং সমাস্ত্রয় রমন্তে শ্বেষু সানুর ॥ ৩৪  
 যদা চৈতেতৎপরাধাস্তে তেষাং যে কাননৌকসঃ ।  
 তদা সিংহাদিক্রিপৈস্তান বাত্যন্তি মহীধরাঃ ॥ ৩৫  
 গিরিবজ্রক্লয়ং তস্মাৎ গোবজ্রঞ্চ প্রবর্ত্যতাম্ ।  
 কিমস্মাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৩৬  
 মন্ত্রবজ্রপরা বিপ্রাঃ সীতায়জ্ঞাশ্চ কর্বকাঃ ।  
 গিরিগোবজ্রলীলাশ্চ বয়মদ্রিবনাশ্রয়াঃ ॥ ৩৭

থাকে, হে পিতঃ! ইহকালে বা পরকালে  
 তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যেখানে কৃষি  
 হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র, সাধারণ প্রচারার্থ  
 ভূমিই তাহার সীমা, সাধারণ প্রচারভূমিরও  
 সীমা বন, সেই বনের সীমা স্বরূপে পর্বতসমূহ  
 অবস্থিতি করিতেছে, সেই পর্বতসমূহই আমা-  
 দের গতি। যে সকল মনুষ্য দ্বারবন্ধ প্রভৃতি  
 দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান করে এবং যাহারা  
 গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্দিষ্ট সীমায় বিচরণ  
 করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা স্বচ্ছন্দচারিগণ  
 অনেক সুখী। এইরূপ শুনা গিয়া থাকে যে,  
 এই সকল গিরিগণ কামরূপী এবং ইহঁরা সেই  
 সেই রূপ ধারণ করিয়া, এই বনে নিজ নিজ  
 সানুদেশে বিহার করিয়া থাকেন। যে সকল  
 কাননবাসিগণ, যখন এই সকল গিরিদেবতার  
 নিকট কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তখনই  
 এই গিরিদেবগণও সিংহাদিরূপ ধারণ করিয়া,  
 সেই অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন।  
 সেই কারণে এই ইন্দ্রযজ্ঞকে অদ্য হইতে  
 গিরিবজ্র রূপে প্রবর্তিত করুন। মহেন্দ্রের  
 পূজার আমাদের কি লাভ হইবে। গাভী  
 ও শৈলগণই আমাদের দেবতা। বিপ্রগণ  
 মন্ত্রবজ্রনিরত, কৃষকগণ সীতায়জ্ঞপরা, আর  
 অদ্রিবনাশ্রিত মায়াগণ গোপগণ গিরি ও গো-  
 বজ্রলীল হইবে; ইহাতে আর সংশয় কি?

তস্মাদ্গোবর্জনঃ শৈলো ভবভিক্ষিবিধাহঁণৈঃ ।  
 অর্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধাং পশুং হত্যা বিধানতঃ ॥  
 সর্ববোধবন্ত সন্দোহো গৃহতাং মা বিচার্যতাম্ ।  
 ভোজ্যন্তাং তেন বৈ বপ্রাস্তথা যে চাভিযাজ্ঞকাঃ ॥  
 সমর্চিতে কৃতে হোমে ভোজিতেষু বিজ্ঞাতিসু ।  
 শরং পুষ্পকুতাপীড়াঃ পরিগচ্ছন্ত গোপগাঃ ॥ ৪০  
 এতন্মম মতং গোপাঃ সম্প্রত্যাদ্রিহতে যদি ।  
 ততঃ কুতা ভবেৎ প্রীতির্গবামদ্রেস্তথা মম ॥ ৪১  
 ইতি তন্ত্র বচঃ ক্ষত্ৰা নন্দান্যাস্তে ব্রজৌকসঃ ।  
 প্রীত্যুৎফুল্লমুখা বিপ্র সাধু সাধিতাধাক্রবন্ ॥ ৪২  
 শোভনং তে মতং বংস যদেতত্ত্ববতোদিতম্ ।  
 তং করিষ্যামহ সর্বং গিরিবজ্রঃ প্রবর্ত্যতাম্ ॥ ৪৩  
 পরাশর উবাচ ।

তথা চ কৃতবস্তস্তে গিরিবজ্রং ব্রজৌকসঃ ।  
 দধিপায়সমাংসান্যৈর্দদুঃ শৈলবলিঃ ততঃ ॥ ৪৪

সেই কারণ আপনারা বিবিধ উপহার লইয়।  
 গোবর্জন শৈলের পূজা করুন এবং যথাবিধানে  
 পবিত্র পশু হনন করিয়া তাঁহার পূজা করুন।  
 সকল ব্রজেরই দুগ্ধাদি সংগ্রহ করুন, কোন  
 বিচার করিবেন না; এবং সেই দুগ্ধাদি দ্বারা  
 বিপ্র ও ষাচকগণকে উত্তমরূপে ভোজন  
 করুন। গোবর্জনের পূজা ও হোম কৃত  
 হইলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পর গোপগণ  
 শরংকালীন পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হইয়া যথেষ্ট  
 বিচরণ করুক। ৩১—৪০। হে গোপগণ!  
 এই আমার মত, যদি আপনারা সকলে  
 সম্প্রতি আদর করেন, তাহা হইলে, গোবর্জন  
 পর্বতের গাভীগণের এবং আমার বড়ই প্রীতি  
 হয়। হে বিপ্র! নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ  
 তাঁহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীত্যুৎ-  
 ফুল্লমুখে 'সাধু সাধু' এই বাক্যে তাঁহার প্রশংসা  
 করিতে লাগিলেন। নন্দগোপ প্রভৃতি বলি-  
 লেন, হে বংস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা  
 অতি শোভন, আমরা তাহাই করিব; গিরিবজ্র  
 প্রবর্তিত হউক। পরাশর কহিলেন,—অনন্তর  
 ব্রজবাসিগণ সকলে কৃষের কথাভূসারে গিরি-  
 বজ্র আরম্ভ করিলেন এবং দধি, পায়স ও

দ্বিজাংশ্চ ভোজয়ামাসুঃ শতশোহং সহস্রশঃ ।  
 অত্ৰানপ্যাগতানিখং কৃষ্ণেনোক্তং যথা পূরা ॥৪৫  
 গাবঃ শৈলং ততশ্চক্ৰুঃ সর্চিতিস্তাঃ প্রদক্ষিণম্ ।  
 স্বভাশ্চাপি নন্দন্তঃ সতোষা জলদা ইব ॥ ৪৬  
 গিরিমূর্ত্তিনি কৃষ্ণোহপি শৈলোহঁহমিতি মূর্ত্তিমান্ ।  
 বুভুজেহং বহু তদা গোপবর্ধ্যাহিতং দ্বিজ ॥ ৪৮  
 অত্ৰেন কৃষ্ণো রূপেণ গোপৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ ।  
 অধিকৃষ্মাচ্চরামাস দ্বিতীয়ামাশ্বনন্তনুম্ ॥ ৪৮  
 অন্তর্য্যকানং গতে তস্মিন্ গোপা লজ্জা ততো বরান্ ।  
 কৃত্বা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যায়বুঃ পুনঃ ॥ ৪৯

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে

দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

মাংসাঙ্গি দ্বারা শৈলবলি প্রদান করিলেন।  
 কৃষ্ণ যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তদনুসারে,  
 তাঁহার শত সহস্র ব্রাহ্মণ ও অগ্ৰাণ্ড অভাগত-  
 গণকে যথেষ্ট ভোজন করাইলেন। অনন্তর  
 আর্জিত গাভীগণ এবং সজল জলধরের গ্রায়  
 গর্জমকারী বুভভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ  
 করিল। হে দ্বিজ! গিরির শিখরদেশেও কৃষ্ণ  
 “আমিই শৈল” এই বলিয়া এক বিচিত্র মূর্ত্তি  
 ধারণ করিয়া, গোপশ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্ন  
 ভোজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, অগ্নরূপ  
 বিশিষ্ট স্বকীয় সেই দ্বিতীয় তনুকে, গোপগণের  
 সহিত শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা করিতে  
 লাগিলেন। অনন্তর গোপগণ বর লাভ করিলে  
 পর সেই গিরিদেব অস্তহিত হইলেন। তৎ-  
 পরে গোপগণও গিরিমহোৎসব সমাপন করিয়া  
 পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন। ৪১—৪৯।

পঞ্চমাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

মহে প্রতিহতে শত্রো মৈত্রেয়্যতিরুষাবিতঃ ।  
 সংবর্ত্তকং নাম গণং তেয়দানামঞ্চত্রবীং ॥ ১  
 ভো ভো মেঘা নিশম্যোতদ্বচনং বদতো মম ।  
 আজ্ঞানন্তরমেবাণ্ড ত্রিষত্যামবিচারিতম্ ॥ ২  
 নন্দগোপঃ সুহৃবুদ্ধির্গোপৈরগ্ৰৈঃ সহাশ্ববান্ ।  
 কৃষ্ণাশ্রয়বলাধ্যাতো মহভঙ্গমচৌকরং ॥ ৩  
 আজীবো যঃ পরস্তেবাং যাশ্চ গোপত্বকারণম্ ।  
 তা গাবো বৃষ্টিবাতেন পীডান্তাং কচনাম্ম ॥ ৪  
 অহমপ্যাশ্রিত্যন্তং তুঙ্গমাকুহ বারণম্ ।  
 সাহায্যং বঃ করিষ্যামি বার্থ্যনুৎসর্গযোজিতম্ ॥ ৫  
 ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেশ মুমূচুস্ত বলাহকাঃ ।  
 বাতবর্ষং মহাত্মীমভাবায় গবাং দ্বিজ ॥ ৬  
 ততঃ ক্ষণেন ধরণী ককুভোহঁস্রমমেব চ ।  
 একং ধারামহাসারপূরণেনাভবম্মনে ॥ ৭

কাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! অনন্তর  
 এই প্রকার স্বকীয় মহোৎসব প্রতিহত হইলে  
 ইন্দ্র অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সংবর্ত্তক নামক  
 মেঘগণকে বলিতে লাগিলেন যে, ভো ভো মেঘ-  
 গণ! আমি আদেশ করিতেছি, আমাব বাক্য  
 শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, তাহা আমার  
 আজ্ঞার পরে বিচার না করিয়াই সম্পাদন কর।  
 সুহৃবুদ্ধি পার্শ্বায়া নন্দগোপ, কৃষ্ণাশ্রয়রূপ বলে  
 গর্জিত হইয়া, অগ্ৰাণ্ড গোপগণের সহিত মিলিয়া  
 আমার উৎসবভঙ্গ করিয়াছে। যাহা সেই নন্দ-  
 গোপাদির জীবিকা এবং যাহা তাহাদের গোপ-  
 ত্বেরই কারণ, আমার বচনানুসারে, সেই গাভী-  
 গণকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা পীড়িত কর। আমি  
 পর্ত্তনুস্বের গ্রায় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া  
 বারিপরিভাগ কালে তোমাদের সাহায্য করিব।  
 হে দ্বিজ! ইন্দ্রকর্ত্তক এইরূপে আজ্ঞাপ্ত মেঘগণ  
 গোপগণের বিনাশের জন্ত অভিভয়ানক বায়ু ও  
 বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। হে মহামুনে!  
 অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সেই মেঘনির্মুক্ত

বিহ্যন্তাকশাষাতব্রতৈব স্বনৈর্ধনম্ ।  
 নানাপূরিতদিকৃচক্রেঙ্কারাসারমপাত্যত ॥ ৮  
 অন্ধকারীকৃতে লোকে বর্ষস্তিরনিশং স্বনৈঃ ।  
 অধঃশর্চ্চিৎক তির্ধ্যাকৃ চ জগদাপ্যমিবাভবং ॥ ৯  
 গাবস্ত তেন পততা বর্ষবাতেন বেগিনা ।  
 যুতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সন্নত্রিকসকৃথিশিরোধরাঃ ॥ ১০  
 ক্রোড়েণ বংসানাক্রম্য তস্থুরগ্গা মহামুনে ।  
 গাবো বিবংসাংচকৃত্য বারিপূরেণ চাপরাঃ ॥ ১১  
 বংসাংচ দানবদনাঃ পবনাকম্পিকন্ধরাঃ ।  
 ত্রাহি ত্রাহীতান্নশদাঃ কৃষ্ণমুচুরিবর্তকাঃ ॥ ১২  
 ততস্তদোকুলং সর্কং গোপোপী-গোপসংকুলম্  
 অতীবাভং হরির্দৃষ্ট্বা মৈত্রেয়াচিস্তয়ং তদা ॥ ১৩  
 এতং কৃতং মহেন্দ্রেণ মহভঙ্গবিরাধিনা ।  
 তদেতদখিলং গোষ্ঠং ত্রাতব্যমধুন ময়া ॥ ১৪  
 ইমমদ্রিমহং ধৈর্যাচ্চপাট্যোক্রশিলাধনম্ ।

এরামহাসারবর্ষণে ধবলী, গগন ও দিক্ সকল  
 একাকার হইয়া গেল । মেঘ সমূহ বিহ্যন্তা-  
 রূপ কশাষাতে যেন তন্ত্র হইয়া গজ্জন দ্বারা  
 দিক্ সমূহকে আপূরিত করিয়া নিবিড় ধারাসার  
 বর্ষণ করিতে লাগিল । নিরন্তর বর্ষণশীল মেঘ-  
 সমূহ দ্বারা লোক অন্ধ কারময় হইল এবং উজ্জ্বল  
 অধঃ-ও তির্ধ্যাক্ সমস্তদিকেই জগৎ জলময়  
 হইয়া উঠিল । গোপগণ, বেগে পতিত সেই  
 বর্ষবাত দ্বারা কাটি, উরু, গ্রীবা অবসর হওয়ায়  
 কম্পিত কলেবরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে  
 লাগিল । ১—১০ । হে মূনে ! কতকগুলি  
 গোক, বংসগণকে ক্রোড়ে আক্রমণ করিয়া  
 অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপরগুলি বারি-  
 সঞ্চয় দ্বারা বিবংসা হইল । দানবদন বংস-  
 গণের গ্রীবা, ঝাড়ুতে কাপ্তিতে লাগিল, আর  
 তাহারা যেন কাতর হইয়া কৃষ্ণকে 'ত্রাহি ত্রাহি'  
 এই কথা বলিতে লাগিল । হে মৈত্রেয় ! তখন  
 গো, গোপী ও গোপপরিবৃত সেই গোকুলকে  
 অতিশয় ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন, যজ্ঞভঙ্গনিবন্ধন শত্রুভাবে ইন্দ্রই  
 এ কাণ্ড করিতেছে ; বাহা হউক, এক্ষণে  
 এই সমস্ত গোষ্ঠকে আমার রক্ষা করিতে

ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্ত পৃথুচ্ছত্রমিবোপরি ॥ ১৫  
 পরাশর উবাচ ।

ইতি কৃত্বা মতিং কৃকো গোবর্দ্ধনমহীধরম্ ।  
 উংপাট্যেককরেনৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥ ১৬  
 গোপাংচাহ জগন্নাথঃ সমুংপাটিতভূধরঃ ।  
 বিশ্রধমত্র তুরিতাঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥ ১৭  
 হুনির্কীর্ষ্যেতেষু দেশেষু যথাজ্যেযমিহাস্ততাম্ ।  
 প্রবিশুতাং ন ভেতব্যং গিরিপাতস্ত নিভিয়ে ॥ ১৮  
 ইতুভাস্তে ততো গোপা বিবিভুর্গোধনৈঃ সহ ।  
 শকটোরোপিতৈর্ভাণ্ডৈর্গোপ্যচাসারপীড়িতাঃ ॥ ১৯  
 কৃকোহপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিঃশলম্ ।  
 ব্রজকবাসিভির্হর্ষবিশ্মিত্যকৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥ ২০  
 গোপগোপীজনৈহুঁষ্টৈঃ প্রীতিবিস্তারিতৈর্জ্ঞৈঃ ।  
 সংস্রুয়মানচরিতঃ কৃকঃ শৈলমধারয়ং ॥ ২১  
 সপ্তরাত্রং মহামেষা ববর্বুর্নন্দগোকুলে ।  
 ইন্দ্রেণ চোদিতা বিশ্র গোপানাং নাশকারিণঃ ॥ ২২

হইতেছে, আমি ধৈর্য সহকারে এই শিলাময়  
 পর্বতকে উংপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ  
 ছত্রের ছায়া ধারণ করি । পরাশর কহিলেন,—  
 এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্বতকে  
 উংপাটন করত এক হস্ত দ্বারাই অবলীলাক্রমে  
 ধারণ করিলেন এবং পর্বত উংপাটন করিয়া  
 জগন্নাথ, গোপগণকে বলিলেন, তোমরা নীল  
 গিরিমূলগর্ভে প্রবেশ কর, আমি বর্ষা নিবারণ  
 করিতেছি । তোমরা নির্ভয়ে এখানে নির্বীত-  
 প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, নিস্তরুভাবে অবস্থান  
 কর, পর্বত পড়িবার ভয় করিও না । কৃষ্ণ  
 এই কথা বলিলে, ঝরিধারাপীড়িত গোপ ও  
 গোপীগণ শকটোরোপিত ভাণ্ড ও গোদন সমভি-  
 ব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল । কৃষ্ণও  
 ব্রজবাসিগণ কর্তৃক হর্ষবিশ্মিত্যনেত্রে নিরীক্ষিত  
 হইয়া, নিঃশলভাবে সেই পর্বত ধারণ করিয়া  
 রহিলেন । ছষ্ট ও প্রীতিবিস্তারিতনেত্রে গোপ  
 ও গোপীজন কর্তৃক সংস্রুয়মানচরিত কৃষ্ণ  
 শৈলধারণ করিয়া রহিলেন । হে বিশ্র ! গোপ-  
 গণের বিনাশকরণে সমর্থ মহামেষসমূহ, ইন্দ্র-  
 কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, সপ্তরাত্রি নন্দগোকুলে



ততো যুতে মহাশৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে ।  
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো বলাভিহারায়ামাস তান্ ঘনান্ ॥২০॥  
ব্যভে নভসি দেবেশে বিতথ্যাবচস্তথ ।  
নিজ্জন্ম্য গোকুলং সৰ্বং স্বস্থানে পুনরাগমং ॥২১॥  
মুমোচ কৃষ্ণোহপি তদা গোবৰ্দ্ধনমহাচলম্ ।  
স্বস্থানে বিন্মিতমুখৈর্দৃষ্টবৈশ্বজ্যৈকসৈঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে গোবৰ্দ্ধন-  
পৰ্বতখরানো নার্মৈকাদশো-  
হধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

যুতে গোবৰ্দ্ধনে শৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে  
রোচয়ামাস কৃষ্ণস্ত দৰ্শনং পাকশাসনঃ ॥ ১ ॥  
সোহধিরুহ মহানাগমৈরাবতমমিত্রজিৎ ।  
গোবৰ্দ্ধনগিরৌ কৃষ্ণং দদর্শ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ২ ॥  
চারয়ন্ত মহাবীৰ্য্যং গাবো গোপবপুর্ধরম্ ।

বৰ্ণ করিয়াছিল। কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া  
গোকুল রক্ষা করিলে, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ ইন্দ্র, সেই  
মেঘসমূহকে নিবারণ করিলেন। আকাশ মেঘ-  
রহিত হওয়ার ইন্দের বাক্য মিথ্যা হইলে সমস্ত  
গোকুলবাসী তথা হইতে নিজ্জাত হইয়া স্বস্থানে  
প্রত্যাগমন করিল। কৃষ্ণও বিন্মিতমুখ সেই  
ব্রজবাসীগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া, গোবৰ্দ্ধন পৰ্ব-  
তকে তখন স্বাধানে স্থাপন করিলেন ॥১—২৫॥

পঞ্চমাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—কৃষ্ণ গোবৰ্দ্ধন শৈল  
ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া,  
ইন্দ্র তাঁহার দৰ্শনে অভিলষী হইলেন। শক্র-  
গণের জয়কারী ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র, মহাগজে  
আরোহণপূর্বক গোবৰ্দ্ধন পৰ্বতে আগমন করিয়া  
কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র দেখিলেন,  
যিনি জগতের রক্ষাকর্তা, সেই কৃষ্ণই গোপবপুঃ  
ধারণপূর্বক গোপকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া

কৃষ্ণক জগতো গোপং বৃতং গোপকুমারকৈঃ ॥ ৩ ॥  
গরুড়ক দদর্শোচ্চৈরুত্তীর্ণানগতং দ্বিজ ।  
কৃতচ্ছায়ং হরের্গুর্ধ্ব পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুংস্বম্ ॥ ৪ ॥  
অবরুহ স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্ ।  
শক্ৰৈঃ সশ্মিতমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥ ৫ ॥  
কৃষ্ণ কৃষ্ণ শৃগুঘেদং বদার্থমহমাগতঃ ।  
ত্বংসমীপং মহাভাগ নৈতাচ্চিন্ত্যং ত্বয়াশ্রুতা ॥ ৬ ॥  
ভারবতারণার্থং পৃথিবাঃ পৃথিবীতলম্ ।  
অবতীর্ণেহখিলাধারন্তুমিব পরমেশ্বর ॥ ৭ ॥  
মহভক্তবিরুদ্ধেন ময়া গোকুলনাশকাঃ ।  
সমাদিষ্টা মহামেষান্তৈঃ স্তেদং কদনং কৃতম্ ॥ ৮ ॥  
ব্রাতস্তাত ত্বয়া গাবঃ সমুপাটা মহাগিরিম্ ।  
তেনাহং তৌষিতো বীর কৰ্ম্মণাত্যতুতেন তে  
সাধিতং কৃষ্ণ দেবানামহং মন্ত্রে প্রয়োজনম্  
ত্বয়্যয়মিত্রবরঃ করেণৈকেন যুদ্ধতঃ ॥ ১০ ॥

মহাপ্রভাবে গাভী সকলকে বিচরণ করাইতে-  
ছেন। হে দ্বিজ! তিনি আরও দেখিলেন যে,  
পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় অদৃশভাবে অবস্থান করিয়া  
পক্ষ দ্বারা ভগবান হরির মস্তকে ছায়া প্রদান  
করিতেছেন। তখন দেবরাজ, হস্তিশ্রেষ্ঠ হইতে  
অবতরণ করিয়া নিৰ্দ্ধনে মধুসূদনকে প্রীতি-  
বিস্ফারিত নেত্রে ঈষৎ হাস্যপূর্বক কহিলেন,  
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি যে কারণে আপনার নিকট  
আগমন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন।  
হে মহাভাগ! এ বিষয়ে আপনি অশ্রুতা চিন্তা  
করিতে না। হে পরমেশ্বর! অখিলাধারস্বরূপ  
আপনি এই পৃথিবীর ভারহরণের জন্য পৃথিবী-  
তলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহার সন্দেহ নাই।  
আমি যজ্ঞভঙ্গপ্রযুক্ত বিরোধের বলবর্তী হইয়াই  
যে সকল মেঘকে, গো-বুলনাশার্থে আদেশ  
করিয়াছিলাম, তাহারাই এ প্রকার ক্রেশ প্রদান  
করিয়াছে। হে তাত! আপনি গোবৰ্দ্ধন পৰ্বত  
উৎপাদিত করিয়া গো সকলকে রক্ষা করিয়াছেন,  
আপনার এই অদ্ভুত কৰ্ম্মে আমি পরিতোষ লাভ  
করিয়াছি। হে কৃষ্ণ! আমি বোধ করি, আপনি  
যে হস্তে এই অদিশ্রেষ্ঠ ধারণ করিয়াছেন, ইহা  
দ্বারাও দেবগণের প্রয়োজনই সাধন করিয়াছেন।

গোষ্ঠিৎ চোলিতঃ কৃষ্ণ স্বঃসকাশমিহাগতঃ ।  
ত্বয়া ত্রাতাভিরতার্থং যুয়ংসঃ কারকার্যং ॥ ১১  
স ত্বাং কৃষ্ণাভিবেক্ষ্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ ।  
উপেক্ষতে গবামিলো গোবিন্দস্বং ভবিষ্যসি ॥ ১২  
অখোপবাহাদানাদ্যং ষণ্টামৈরাবতঙ্গজাং ।  
অভিষেকং ত্বয়া চক্রে পবিত্রজলপূর্ণয়া ॥ ১৩  
ক্রিয়মাণেহভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্ত তৎক্ষণাৎ  
প্রশ্রবোদ্ধৃতদুর্দ্ধারীং সদ্যঃচতুর্বহুক্ষরাম্ ॥ ১৪  
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদেবেল্লো বৈ জনার্দনম্ ।  
প্ৰীত্যা সপ্রশয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ ॥ ১৫  
গবামেতং রুতং বাক্যং তথাত্মদপি মে শৃণু ।  
যদ্রবীমি মহাতাগ ভারাবতরণেচ্ছয়া ॥ ১৬  
মমাত্মঃ পুরুষাত্ম পথায়ং পৃথিবীতলে ।  
অবতীর্যেহর্জুনো নাম স রক্ষা ভবত সদা ॥ ১৭  
ভারাবতরণে সাহ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি ।  
স রক্ষণীয়ো ভবত যথাত্মা মধুসূদন ॥ ১৮

১—১০। হে কৃষ্ণ ! আমি গোগণের বাক্যানুসারে  
আপনার আগমন করিয়াছি। আপনি গোগণকেই  
গোবর্দ্ধন ধারণপূর্বক রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে  
আমি গোগণেরই প্রেরণায় আপনাকে উপেক্ষতে  
বরণ করিব। আপনি গোগণের ইন্দ্র, সূতরাং  
অগ্নির “গোবিন্দ” এই নাম রহিল। অনন্তর  
ইন্দ্র, স্বীয় বাহন ঐরাবত হইতে ষণ্টা লইয়া  
তাহাতে পবিত্রজল পূর্ণ করত তদ্বারা কৃষ্ণের  
অভিষেক করিলেন। কৃষ্ণের অভিষেক কালে  
গাভী সকল স্তনক্ষরিত হুঙ্কারা বহুক্ষরাকে  
আর্দ্র করিয়া ফেলিল। গোগণের বাক্যানুসারে  
ইন্দ্র, কৃষ্ণকে অভিষেক করিয়া পুনর্বার  
ও বিনয়ের সহিত কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন  
যে, “হে মহাতাগ ! গোগণের বাক্য পূর্ণ  
করলাম, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি, তাহা  
শ্রবণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! পৃথিবীর  
ভারহরণের জন্ত আমার অংশ, পৃথার গর্ভে  
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নাম অর্জুন;  
তাহাকে আপনি সর্বদা রক্ষা করিবেন। হে মধু-  
সূদন ! আপনার ভূভারহরণরূপ কার্যে অর্জুন  
সাহায্য করিবে, অতএব আপনি তাহাকে

শ্রীভগবানুবাচ ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থং তবায়জম্ ।  
তমহং পানয়িষ্যামি যাবদস্মি মহীতলে ॥ ১৯  
যাবদমহীতলে শত্রু হস্তাম্যহমরিন্দম্ ।  
ন তাবদর্জুনং কশ্চিদেবেল্ল যুধি জেয্যতি ॥ ২০  
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোহরিষ্টস্তথাপরঃ ।  
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে ॥ ২১  
হতেষেতেরু দেবেল্ল ভবিষ্যতি মহাহবঃ ।  
তত্র বিদ্ধি সহস্রাক্ষ ভারাবতরণং রুতম্ ॥ ২২  
স ত্বং গচ্ছ ন পুত্রার্থে সন্তাপং কর্তুমহঁসি ।  
নার্জুনস্ত রিপুঃ কশ্চিৎসমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥ ২৩  
অর্জুনার্থে ত্বহং সর্বান যুধিষ্ঠিরপুরোগমান ।  
নিরুন্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্ত্যা দাস্তাম্যবিক্রতান্ ॥ ২৪  
ইত্যুক্তঃ সংপরিষজ্য দেবরাজো জনার্দনম্ ।  
আকুঠৈরাবতং নাগং পুনরেব দিবং যযৌ ॥ ২৫

স্বকীয় শরীরের ছায়া রক্ষা করিবেন। অনন্তর  
ভগবান কহিলেন,—ভারতবংশে আপনার পুত্র  
অর্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমি  
অবগত আছি। আমি যতদিন পৃথিবীতে,  
অবস্থান করিব, ততদিন তাঁহাকে পালন করিব  
হে অরিন্দম শত্রু ! আমি যতদিন পৃথিবীতে  
থাকিব, ততদিন পৃথিবীতে অর্জুনকে কেহই  
জয় করিতে পারিবে না। ১১—২০। হে  
দেবেল্ল ! কংস, অরিষ্ট, কুবলয়াপীড়, কেশী,  
নরক প্রভৃতি অত্যাচার মহাবাহু অশুরগণ নিহত  
হইলে পর, একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে ;  
সেই যুদ্ধেই আমি ভূভার হরণ করিব, ইহা  
আপনি জানুন। আপনি গমন করুন, পুত্রের  
অকুশলচিত্তা করিয়া আপনি সন্তাপ করিবেন না  
আমি থাকিতে কোন ব্যক্তিই অর্জুনের শত্রুতা  
করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না। আমি  
অর্জুনেরই অনুরোধে ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া  
গেল, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকল পাণ্ডবকেই অক্ষত  
শরীরে কৃত্তির নিকট অর্পণ করিব। পরাশর  
কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর,  
দেবরাজ, জনার্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, ঐরাবত  
হস্তীতে আরোহণপূর্বক পুনর্বার স্বর্গে গমন

কৃষ্ণোহপি সহিতো গোভির্গোপালৈশ্চ পুনর্ব্রজম্ ।  
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপূতেন বর্জনা ॥ ২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেত্থশে কৃষ্ণাভিষেকো  
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্ ।  
উচুঃ প্রীত্যা যুতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনচলম্ ॥ ১  
বয়মস্মান্মহাবাহো ভবতা মহতো ভগ্নাং ।  
গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্মণা ॥ ২  
বালক্ৰীড়ৈরমতুলা গোপালভৃৎ জুগুপ্সিতম্ ।  
দিব্যকর্ম ভবতঃ কিমেতং তাত কথ্যতাম্ ॥ ৩  
কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ ।  
ধ্বতো গোবর্দ্ধনচায়ং শক্তিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৪

করিলেন । অনন্তর কৃষ্ণও গোপীগণের দৃষ্টি-  
পাতে পবিত্রপথ আগ্রর করিয়া গোপাল ও  
গোভীগণের সহিত পুনর্মার ব্রজে আগমন  
করিলেন । ২১—২৬ ।

পঞ্চমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—ইন্দ্র গমন করিলে  
পর, গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্রেশে গোবর্দ্ধন  
পর্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রীতি-  
সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো !  
অদ্য আপনি আমাদের গোগণকে ও গোপালকে, এই  
পর্বত ধারণ করিয়া মহাভয় হইতে রক্ষা করি-  
লেন । আপনার এই অতুলনীয় বালক্ৰীড়া,  
অথচ নির্দিত গোবুলে জন্ম, আবার এই প্রকার  
দিব্য কর্ম, এ সকল কি? হে তাত! তাহা  
আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বসুন । আপনি  
কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্বাসুরকেও  
বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদ্য এই গোবর্দ্ধন

সত্যং সত্যং হরয়ে পাদৌ শপামোহমিতবিক্রম ।  
যথা ত্ববীর্ঘ্যামালোক্যন ত্বাং মত্তামহে নরম্ ॥ ৫  
প্রীতিঃ সন্তীকুমারস্ত ব্রজস্ত ত্বং কেশব ।  
কর্ম্য চৈদমশক্যং যং সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি ॥ ৬  
বালভৃৎ চাতিবীর্ঘ্যক জন্ম চাম্মাশ্বশোভনম্ ।  
চিন্ত্যমানমমোয়ান্ন শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥ ৭  
দেবো বা দানবো বা ত্বং যন্ধো গন্ধর্ব্ব এব বা ।  
কিং বাস্ম্যকং বিচারেণ বান্ধবোহসি নমোহস্ত তে  
পরশর উবাচ ।  
কৃষ্ণং ভূত্বা ত্বসৌ ভূত্বীং কিঞ্চিং প্রণয়কোপবান্  
ইতোবমুক্তস্তৈর্গোপৈঃ কৃষ্ণোহপ্যাহ মহামুনে ॥ ৯  
শ্রীভগবানুবাচ ।  
মৎসঙ্গদেন ভে, গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে ।

পর্বত ধারণ করিলেন । আপনার এই সকল  
বিচিত্র কর্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অস্তঃ-  
করণ শক্তি হইয়াছে । হে অমিতবিক্রম !  
আমরা হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথ-  
পূর্বক বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার  
বীর্ঘ্য অবলোকন করিয়া, আপনাকে মনুষ্য  
বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না । হে  
কেশব ! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সক-  
লেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে । আপনি  
যে কর্ম করিয়াছেন, সমুদায় দেবগণ এক-  
ত্রিত হইলেও এ কর্ম করিতে পারেন না । হে  
অমোয়ান্ন কৃষ্ণ ! আপনার এই প্রকার বালভে,  
এই অতিবীর্ঘ্য ও আমাদের শ্রায় নীচগণের মূলে  
জন্ম, এসকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই  
আমরা শঙ্কাজিত হইতেছি । আপনি দেবই  
হউন বা মানব হউন, কিংবা যন্ধ অথবা গন্ধর্ব্বই  
হউন, আমাদের তহা বিচার করিবার প্রয়ো-  
জন কি? আপনি আমাদের বান্ধব, আমরা  
আপনাকে নমস্কার করি । পরশর কহিলেন,—  
হে মহামুনে ! সেই সকল গোপগণ এই  
প্রকার বলিলে পর, কৃষ্ণও ক্রণকাল নীরব  
ধাকিয়া, পরে প্রণয়কোপ সহকারে কিঞ্চিং  
বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১—১০ । শ্রীভগ-  
বানু কহিলেন,—হে গোপগণ ! আমার সহিত

শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্ ॥  
যদি বোহস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোহহং ভবতাং যদি  
তদান্নবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্কঃ ক্রিষ্টতাং ময়ি ॥ ১১  
নাহং দেবো ন গন্ধর্বো ন যক্ষঃ ন চ দানবঃ ।  
অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোহহম্ ॥

পরশর উবাচ ।

ইতি শ্রুত্ব হরেকাঁক্যং বন্ধমোনাস্তুতো বনম্ ।  
যযুর্গোপা মহাভাগ তস্মিন্ প্রণয়কোপিনি ॥ ১৩  
কৃষ্ণস্ত বিমলং বৌম শরচ্চন্দ্রস্ত চন্দ্রিকাম্ ।  
তথা কুমুদিনীং ফুলামোদিতদিগন্তরাম্ ॥ ১৪  
বনরাজিং তথা কুজদভূসমালাং মনোরমাম্ ।  
বিলোক্য সহ গোপীভির্নুনচক্ষে রতিং প্রতি ॥ ১৫  
সহ রামেণ মধুরমতীং বনিতাপ্রিয়ম্ ।  
জগৌ কলপদং সৌরিনার্নাতন্ত্রীকৃতব্রতম্ ॥ ১৬  
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্তোজ্যাবসখাংস্তদা ।

এবম্প্রকার সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও  
এবং আমার প্রতি যদি তোমরা শ্লাঘা করিয়া  
থাক, তবে তোমাদের এ বিচারে কি প্রয়োজন ?  
আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং  
আমি যদি তোমাদের শ্লাঘা হই, তবে তোমরা  
আমার প্রতি আনন্দবন্ধুর হ্যায় বুদ্ধি কর ; কোন  
প্রকার অন্তথা ভাবিও না । আমি দেব, গন্ধর্ব,  
যক্ষ বা দানব নহি, আমি তোমাদের বান্ধব-  
রূপেই জন্মিয়াছি ; তোমরা অগ্রপ্রকার চিন্তা  
করিও না । পরশর কহিলেন,—হে মহাভাগ !  
ভগবান্ প্রণয়কোপ সহকারে এই প্রকার বাক্য  
বলিলে পর, সেই গোপগণ মৌনবলগ্নন শূন্যক  
বনে গমন করিলেন । অনন্তর কৃষ্ণ, নিখুল  
আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সৌরভভরে দিহু  
সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল কুমুদিনী ও মধুর-  
গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া,  
গোপীগণের সহিত রতির নিমিত্ত অভিলাষী  
হইলেন । তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি  
অব্যত অথচ মধুর পদ বিছাস করত গান  
করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ গীত অতীব  
মধুর ও বনিতাপ্রিয় এবং ঐ গানে নানা তন্ত্রী-  
যরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল । অনন্তর

আজগ্ম সুরিতা গোপো যত্রাস্তে মধুহৃদনঃ ॥ ১৭  
শনৈঃ শনৈর্জ্ঞানো গোপী কাচিং তন্ত লয়াভুগম্ ।  
দত্তাবধানা কাচিভু তমেব মনসা স্মরন্ ॥ ১৮  
কাচিং কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্তা লজ্জামুপাগতা  
যযৌ চ কাচিং প্রেমাক্ষা-তং পার্শ্বমবিলজ্জিতা ॥ ১৯  
কাচিদাবসখাস্তাস্থিতা দৃষ্টা বহির্ভুগন্ ।  
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধৌ মীলিতলোচনা ॥ ২০  
তচ্চিত্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্লীণপুণ্যচয়া তথা ।  
তদপ্রাপ্তি-মহাত্ত্বংখ-বিলীনাশেষপাতকা ॥ ২১  
চিন্তয়ন্তী জগৎস্থতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্ ।  
নিরুজ্জ্বাসতয়া মুক্তিং গতাত্মা গোপকন্তকা ॥ ২২  
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্ ।  
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোহনুকঃ ॥ ২৩

সেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, গোপীগণ  
গৃহ পরিত্যাগ করত যেখানে মধুহৃদন বিরাজ-  
মান, সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ  
করিল । কোন গোপী, সেই গানের লয়াভু-  
সারে শনৈঃ শনৈঃ গান করিতে লাগিল ; কেহ  
বা তাহাতেই অবধান করত মনে মনে কৃষ্ণকেই  
স্মরণ করিতে লাগিল । কোন গোপী, বারংবার  
“কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !” এই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে  
লজ্জিতা হইল ; আবার কোন প্রেমাক্ষা গোপী,  
লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত  
হইল । কোন গোপী, বহির্ভাগে অবস্থিত  
গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান  
করত নিমীলিতলোচনে তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে  
চিন্তা করিতে লাগিল । ১১—২০ । অত্র কোন  
গোপকন্তা নিরুজ্জ্বাসভাবে পরব্রহ্মস্বরূপী জগৎ-  
কারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত  
হইল । তাহার মোক্ষের প্রতি দুইটি কারণ  
উপস্থিত হইয়াছিল ; এক—ভগবানে চিন্তা-  
জনিত বিপুল আহ্লাদভোগে তাহার অশেষ  
পুণ্য ক্লীণ হয়, দ্বিতীয়—ভগবানের অপ্রাপ্তি  
নিবন্ধন মহাত্ত্বংখভোগে তাহার সকল পাপ ক্লীণ  
হয় \* । অনন্তর রাসকৌড়রসে উৎসুক কৃষ্ণ,

\* ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, পাপ ও পুণ্য  
উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এই

গোপাং চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্ঠাস্বয়ন্তমূর্তয়ঃ ।  
 অশ্রুদেশং গতে কৃষ্ণে চৈকবৃন্দাবনাতুরম্ ॥ ২৪  
 কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমুচুঃ পরস্পরম্ ।  
 কৃষ্ণোহহমেতল্ললিতং ব্রজম্যালোক্যতাং গতিঃ ।  
 অশ্রু ব্রবীতি কৃষ্ণস্ত মম গীতিনিশম্যতাম্ ॥ ২৫  
 দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোহহমিতি চাপরা ।  
 বাহুমাস্থ্যেণাট কৃষ্ণস্ত লীলাসরস্বত্মদাদে ॥ ২৬  
 অশ্রু ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ ।  
 অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥ ২৭

গোপীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শরচ্চলে  
 মনোহরা রজনীকে বহমানিত করিলেন । অন-  
 তর ভগবান্ স্থানান্তরে গমন করিলে গোপী-  
 গণও কৃষ্ণচেষ্ঠারই অবীনশরায় হইয়া বৃন্দাবনের  
 মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিল । তখন তাহারা  
 কৃষ্ণের প্রতি ষোর আসক্তচিত্ত হইয়া পরস্পর  
 বলিতে আরম্ভ করিল । কোন গোপী  
 বলিল, “আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি  
 তোমরা অবলোকন কর ।” অশ্রু আর এক  
 গোপী কহিতে লাগিল, “আমিই কৃষ্ণ” আমার  
 মনোহর গীতি তোমরা শ্রবণ কর ।” কোন গোপী  
 তদ্ব্যয়ভাবে বাহু আশ্রয় করত “আমি কৃষ্ণ ;  
 অরে দুষ্ট কালিয় ! তুই স্থির হ” এই প্রকার  
 বলিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল ।  
 অপরা কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, “অহে  
 গোপগণ ! তোমরা শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া  
 অবস্থান কর, তোমাদের বৃষ্টিভয় আর থাকি-

উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না । সুখ-  
 ভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্রীণ হয়, আর  
 দুঃখভোগ হইলে দুঃখকারণ পাপ নষ্ট হয় ।  
 এই গোপীরও কৃষ্ণচিহ্নরূপ অনন্ত সুখ ভোগ  
 হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্রীণ হয় ও ভগবানের  
 অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন কারণ দুঃখভোগে পূর্বসঞ্চিত  
 অত্যাশ্রিত পাপও নষ্ট হয়, সুতরাং সংসার-  
 স্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল  
 বলিয়া গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখরহিত্য) প্রাপ্ত  
 হইল ।

ধেবুকেহয়ং ময়া ক্রিপ্তো বিচরন্ত যথেক্ষরা ।  
 গোপী ব্রবীতি বৈ চাত্তা কৃষ্ণলীলাসুকারিণী ॥ ২৮  
 এবং নানাং প্রকারায় কৃষ্ণচেষ্ঠাসু তান্তলা ।  
 গোপো ব্যগ্রাঃ সমকেকু-রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ২৯  
 বিলে কৌকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাসনা ।  
 পলকাক্ষিতসর্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোংপলা ॥ ৩০  
 ধ্বজবজ্রাকুশাভাঙ্ক-রেখাবস্ত্যলি পশ্যত ।  
 পদাত্তোতানি কৃষ্ণস্ত লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥ ৩১  
 কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা ।  
 পদানি তস্তাশ্চেতানি যনাত্তলতর্জন চ ॥ ৩২  
 পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চৈব দামোদরো ব্রবম্ ।  
 যেনাগ্রাক্রান্তিমত্রাপি পদাত্তত মহাত্মনঃ ॥ ৩৩  
 অত্রোপবিষ্টা সা তেন কাপি পুষ্পেরলঙ্কতা ।  
 অত্ৰজগ্মনি সর্বাঙ্গা বিদুঃকৃত্যঙ্গিতো যয়া ॥ ৩৪  
 পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃততানামপাশু তাম্ ।

তেছে না, আমি এই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি ।”  
 কৃষ্ণলীলাসুকারিণী অশ্রু কোন গোপী বলিতে  
 লাগিল যে, “হে বন্ধুগণ ! তোমরা যথেক্ষায়  
 বিচরণ কর, আমি এই ধেবুকাহরকে নিষ্কেপ  
 করিয়াছি ।” এই প্রকার নানারূপ কৃষ্ণচেষ্ঠাতে  
 ব্যগ্র গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া রম্য বৃন্দা-  
 বন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল । কোন গোপ-  
 বরাসনা পলকাক্ষিত-সর্বাঙ্গী হইয়া, নয়নোংপল  
 বিকাশ করত ভূমির দিকে অবলোকনপূর্বক  
 বলিতে লাগিল যে, “হে সখি ! এই দেখ,  
 লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাকুশাঙ্কিত এই  
 সকল পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে” । ২১—৩১ ।  
 আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী  
 মদালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই সকল  
 নিবিড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ।  
 সখি ! এই স্থানে মহাত্মা দামোদর উচ্চ  
 হইয়া পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ  
 নাই । কারণ এই সকল স্থানে তাঁহার পদের  
 অগ্রভাগই চিহ্নিত হইয়াছে । পূর্বজন্মে যে  
 ভাগ্যবতী, পুষ্প দ্বারা সর্বাঙ্গা ভগবান্ বিদুঃ  
 অভ্যর্চনা করিয়াছিল, ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে  
 বলিয়া তাহাকে পুষ্প দ্বারা সাজাইয়াছেন ;

নন্দগোপনুভো। ষাভো মার্গেণানেন পশ্যত ॥ ৩৫  
অনুধানেৎসমর্থ্যাতা নিতমতরয়তরা ।  
যা গন্ত্যে ক্রতং যাতি নিঃপদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬  
হস্তস্তত্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।  
অনায়স্তপদত্বাসা বক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭  
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধৃতেনৈষা বিমানিতা।  
নেরাশ্চমন্দগামিত্তা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ॥ ৩৮  
ননুমুক্তা তুরানীতি পুনরেষ্যামি তেহন্তিকম্ ।  
ভেন কৃষ্ণন যেনৈষা তুরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯  
প্রবিত্তে গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।  
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নেতদীধিতিগোচরে ॥ ৪০

এই তাহার চিহ্ন দেখ। এই দেখ, এই  
পথ অবলম্বন করিয়া, নন্দগোপনুভ, সেই  
পুষ্পবন্ধনরূপ সন্ধানলাভে মানময়ী রমণীকে  
পরিভাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সখি!  
এই স্থানে কৃষ্ণপদচিহ্নের পাছে আর একজন  
নারীর পদচিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে,  
এই নারী নিতমতরো মতরগমনা, সুতরাং অনু-  
গমনে অসমর্থ হইলেও গন্তব্য স্থানে ক্রতগমন  
করিয়াছে; কারণ ইহার পদের অগ্রভাগের  
স্থিতিচিহ্ন নিম্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। সখি!  
এই স্থান দিয়া কৃষ্ণ, তাহার অগ্রহস্ত নিজ হস্তে  
ধারণপূর্বক লইয়া গিয়াছেন, কারণ উক্ত রমণীর  
পদবিগ্রহ অগ্রায়তাবেই হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট  
লক্ষিত হইতেছে। আহা! এখানে কোন রমণী  
ধৃত করস্পর্শ মাত্রেই পরিত্যক্ত হইয়াছে;  
কারণ নিরাশায় মন্দগামিনী সেই রমণীর পদ-  
চিহ্ন এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে।  
এই স্থলে কৃষ্ণ কোন গোপীকে, “তুমি এখানে  
অবস্থিতি কর, এইখানে একজন অমর বাস  
করে, আমি তাহাকে হনন করিয়া সত্তর তোমার  
নিকট আগমন করিতেছি” এই প্রকার কোন  
বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, কৃষ্ণের শীঘ্র ও  
নিম্ন পদপঙ্ক্তি দেখিয়া এই প্রকার বোধ হই-  
তেছে। কৃষ্ণ এই স্থান হইতেই গহন বনে  
প্রবেশ করিয়াছেন; তাহার পদচিহ্ন ও আর  
লক্ষিত হইতেছে না, তোমরা নিবৃত্ত হও, এখানে

নিবৃত্তান্তান্ততে গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।  
যমুনাতীরমগত্য জন্তুস্তচরিতং তদা ॥ ৪১  
ততঃ দদুত্তরায়ান্তং বিকাশি মুখপঙ্কজম্।  
গোপ্যত্বেলোকগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টচেষ্টিতম্ ॥ ৪২  
কাচিদালোক্য গোবিন্দমাগত্যমতিহৃষিতা।  
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নাগদুর্দৈবয়ং ॥ ৪৩  
কাচিদ্রাজতসুরং কৃষ্ণা ললাটফলকং হরিতম্।  
বিলোক্য নেত্রভূষাভ্যাং পপৌ ভূমুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৪  
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নির্মলিত-বিলোচনা।  
তত্ত্বৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূপে চাবভৌ ॥ ৪৫  
ততঃ কাশ্চিৎপ্রিয়লাপৈঃ কাশ্চিৎ ভ্রাতৃস্বীকৃষ্টৈঃ  
নিন্তেহনুনয়মত্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬  
তাভিঃ প্রশমচ্চিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।  
বরাম রাসগোষ্ঠীভিরদারচরিতে হরিঃ ॥ ৪৭

আর চল্লিকরণ প্রবেশ করিতেছে না।” তখন  
এই প্রকারে গোপী, কৃষ্ণদর্শনে নিরাশ হইয়া  
যমুনাতীরে আগমনপূর্বক কৃষ্ণচরিত্র গান করিতে  
আরম্ভ করিল। ৩২—৪১। অনন্তর গোপীগণ  
ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা অক্লিষ্টকর্ত্তা বিকাশিতমুখ-  
পঙ্কজ কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিল। তখন  
কোন গোপী, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, অতিশয়  
হর্ষযুক্ত মানসে কেবল “কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!”  
এই প্রকারই বলিতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে  
অন্ত কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না। কোন  
গোপী, কৃষ্ণকে অবলোকন করত ললাটফলক  
ভ্রাতৃসুর করিয়া, নেত্ররূপ মধুকরধর দ্বারা কৃষ্ণের  
মুখপঙ্কজে মধু-পান করিতে লাগিল। কোন  
গোপী গোবিন্দকে বিলোকন করিয়া, পরে  
নির্মলিতলোচনে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করত যোগিনীর  
প্রায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর  
মাধব; কোন গোপীকে মধুরালাপ দ্বারা,  
কাহাকেও ভ্রাতৃস্বীকৃষ্ট দ্বারা, কাহাকেও বা  
করস্পর্শ দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন।  
তখন সেই সকল প্রশমচ্চিত্ত গোপীগণের  
সহিত উদার-চরিত্র কৃষ্ণ, সাদরে রাস-  
গোষ্ঠী নির্মাণ করত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত

রাসমণ্ডলবকোহপি কৃষ্ণপার্শ্বমভুজ্বতা ।  
 গোপীজনে নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাশ্রয়ন ॥ ৪৮  
 হস্তে প্রণম্য চৈকৈকং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্ ।  
 চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিজদংশং হরিঃ ॥ ৪৯  
 ততঃ স ববুতে রাসচলদলয়নিবনঃ ।  
 অনুযাতশরং কাব্যগেয়গীতিরনুক্রেমাং ॥ ৫০  
 কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্ ।  
 জগৌ গোপীজনস্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৫১  
 পরিবর্ত্তনশ্রমেণৈক চলদলয়লাপিনীম্ ।  
 দদৌ বাহুলতাং স্বক্কে গোপী মধুনিবাতিনঃ ॥ ৫২  
 কাচিৎ প্রবিলম্বদ্বাহঃ পরিরভ্য চুচুস তম্ ।  
 গোপী গীতস্ততিব্যাঞ্জনিপুণা মধুসুদনম্ ॥ ৫৩  
 গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ ।  
 পূলকোকামশস্তায় শ্বেদাশ্বশ্বনতাং গতে ॥ ৫৪

হইলেন । কিন্তু তখন সকল গোপীই কৃষ্ণ-  
 পার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই  
 এক স্থানে স্থির ভাবে অবস্থান করিতে রাসো-  
 চিত মণ্ডলবন্ধ হইয়া উঠিল না । তখন হরি  
 নিজ করস্পর্শ নিমীলিতবননা এক একটা  
 গোপীকে চম্ভধারণ করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা  
 করিলেন । অনন্তর রাসকৌড়া আরম্ভ হইল ।  
 এই রাসে গোপীগণের চকলবলয়শব্দ অতি  
 মধুরভাবে শ্রুত হইল এবং গোপীগণ অনুক্রমে  
 শরধ্বনরূপ কাব্যগীতি গান করিতে লাগিল ।  
 ৪২—৫০ । তখন কৃষ্ণ, শরচ্চন্দ্র, কৌমুদী ও  
 কুমুদসরোবর লক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগি-  
 লেন ; কিন্তু গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই বার বার  
 গান করিতে লাগিল । অনন্তর কোন গোপী,  
 পরিবর্ত্তনজাত শ্রমে চকলবলয়শব্দশালিনী স্বয়ং  
 বাহুল্যতঃ মধুসুদনের স্বক্কে অর্পণ করিল ।  
 গীতস্ততিচ্ছলে নিপুণা কোন গোপী বাহ প্রসারণ  
 করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক মধুসুদনকে চুম্বন  
 করিল । হরির ভুজবয়, কোন গোপীর কপোল  
 সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া পূলকোকামরূপ শস্তো-  
 পস্তির কারণ শ্বেদরূপ রাষ্ট্রির জনক মেঘরূপতা  
 প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে শ্বেদো-  
 দ্গম হইল এবং গোপীরও কপোলদেশ প্লবিকিত

রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধনিঃ ।  
 সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥  
 গতে তু গমনং চতুর্বলনে সমুখং বয়ঃ ।  
 প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাদনা হরিম্ ॥  
 স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসুদনঃ ।  
 যথাককোটিপ্রমিতঃ ক্ৰণস্তেন বিনাভবং ॥ ৫৭  
 তা বার্থমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভাতভিস্তথা ।  
 কৃষ্ণং গোপাদনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮  
 সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্তু মধুসুদনঃ ।  
 রেমে তাভিরমেষায়া কপাসু কপিতাহিতঃ ॥ ৫৯  
 তত্ত্বর্জস্য তথা তাম্র সর্কভূতেনু চেধরঃ ।  
 আশ্রয়রূপরূপোহসৌ ব্যাপ্য সর্বমবস্থিতঃ ॥ ৬০

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইল । ইহাতে উভয়ের অনুরাগাতিশয় বিবৃত  
 হইল । কৃষ্ণ অতি উচ্চস্বরে যখন রাসযোগ্য  
 গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও  
 তদপেক্ষা দ্বিগুণস্বরে 'সাধু, সাধু, কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !'  
 এই গানট করিতে লাগিল । কৃষ্ণ গমন করিলে  
 গোপীগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, তিনি  
 প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহার সমুখে আগমন করিতে  
 লাগিল । এইরূপে গোপাদনাগণ অনুলোম ও  
 প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে ভজন করিতে  
 প্রবৃত্ত হইল । মধুসুদন, গোপীগণের সহিত  
 এমন ভাবে কৌড়া করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার  
 ক্ৰণমাত্র বিরহকে তাহার কোটা বৎসরের শ্রাদ্ধ  
 বিবেচনা করিতে লাগিল । পিতা, ভ্রাতা ও  
 পতিগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাতে রতিপ্রিয়  
 গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিল ।  
 সেই 'অশুভবিনাশী অমেষায়া মধুসুদনও স্বকীয়  
 কৈশোরক বয়ঃক্রম সম্মানিত করত সেই সকল  
 রজনীতে তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগি-  
 লেন । 'ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর  
 ভর্তৃসমূহই, গোপীগণে এবং সর্কভূতই আশ্রয়-  
 রূপ বায়ুর শ্রাদ্ধ ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং  
 আছেন ; তিনি ঈশ্বর । যেমন সর্কভূতসমূহ  
 আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও বায়ু ব্যাপকভাবে

### চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

#### পরিশর উবাচ ।

প্রদোষার্দ্ধে কদাচিচ্ছ রাসাসক্তে জনাৰ্দনে ।  
 ত্রাসয়ন্ সমদে। গোষ্ঠমরিষ্ঠঃ সমুদ্বাগতঃ ॥ ১ ॥  
 সত্যেত্যেতদস্বায়ন্তীক্স্মদ্বোংকলোচনঃ ।  
 খুরাপাভৈরত্যাং দারয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ২ ॥  
 লেলিহানঃ সনিপাং জিহ্বর্যোষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ  
 সংরস্তাবিক্লাসুলঃ কঠিনবন্ধবন্ধনঃ ॥ ৩ ॥  
 উদগ্রককুদভেগঃ প্রমাণাদহরতিক্রমঃ ।  
 বিধূত্রলিপ্তপৃষ্ঠাস্তে গবামুদ্বেককারকঃ ॥ ৪ ॥  
 প্রলম্বকণ্ঠাহতিমুখস্তরুণাতাক্তিতাননঃ ।  
 পাতয়ন্ স গবাং গৰ্ভান দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্ ।

অবস্থান করিতেছে, তিনিও সেই প্রকার  
 সকলপদার্থকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে  
 ছেন । ৫১—৬১ ।

পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

পরিশর কহিলেন,—একদিবস সন্ধ্যাবসান  
 সময়ে, জনাৰ্দন রাসকৌড়ায় আসক্ত আছেন,  
 এমন অবস্থায় অরিষ্ট নামে এক বৃষভাকৃতি  
 অশুর মন্ত হইয়া গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করত  
 উপস্থিত হইল । ঐ অরিষ্টের কান্দি সজল-  
 জনদের ভায় নিবিড়-কুম্ববর্ণ ; তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ  
 ও লোচন সূর্যের ভায় দেখীপ্যমান । ঐ অশুর  
 সুরাগ্র-ক্ষেপ দ্বারা বসুধাতলকে অতিশয় বিদা-  
 রিত করিতেছিল । অরিষ্টের জিহ্বা দ্বারা  
 স্বকীয় গুষ্ঠদ্বয় সনিপ্পেষে লেহন করিতেছিল ;  
 কোপে তাহার লাসুল উন্নমিত ছিল এবং তাহার  
 গাত্রবন্ধন অতিশয় কঠিনবদ্ধ ছিল । তাহার  
 ককুদ উন্নত ও মাংসল ; এবং সে একরূপ উচ্চ  
 ঙ্গে, তাহাকে অতিক্রম করা যায় না ; গো সঙ্ক-  
 লের উদ্বেককারী সেই অশুরের পৃষ্ঠদেশ বিষ্ঠা  
 ও মূত্রেলিপ্ত ছিল । সেই বৃষভরূপধারী দৈত্য,

হৃদয়স্তাপসানুগ্রো বনাতর্জিত যঃ সদা ॥ ৫ ॥  
 ততস্তমতিষোরাক্ষম্ অবেক্ষ্যতিভয়াতুরাঃ ।  
 গোপা গোপস্ত্রিয়ৈঃ কুম্ব কুম্বেতি চকুস্তঃ ॥ ৬ ॥  
 সিংহনাদং ততঃক্রে তলশব্দক্ কেশবঃ ।  
 তচ্ছব্দবর্ণাচ্চাসৌ গোবিন্দাভিমুখং যযৌ ॥ ৭ ॥  
 অগ্রহস্তবিধাধাঃ কুম্বকুম্বিকৃতেক্ষণঃ ।  
 অভ্যধাবত হৃষ্টায়া কুম্বং বৃষভদানবঃ ॥ ৮ ॥  
 আয়াস্তং দৈত্যবৃষভং দৃষ্ট্বা কুম্বে মহাবলঃ ।  
 ন চচল ততঃ স্থানাদবজ্রাশ্মিতলীলয়া ॥ ৯ ॥  
 আসন্নং চৈব জগ্রাহ গ্রাহবমধুসূদনঃ ।  
 জঘান জাহুনা কুর্কো বিধাগ্রহণচলম্ ॥ ১০ ॥  
 তস্ত দর্পবলং ভক্ত্বা গৃহীতস্ত বিধাগয়োঃ ।  
 অঙ্গীড়য়দরিষ্টস্ত কণ্ঠং ক্লিন্নমিবান্বরম্ ॥ ১১ ॥  
 উংপাত্য শৃঙ্গমেকস্ত তেনৈবাতাড়য়ং ততঃ

গাভীগণের গর্তপাত করত এবং তাপসগণকে  
 বিনষ্ট করিয়া সর্বদাই বনমধ্যে বিচরণ করিত ।  
 অনন্তর অতিষোরাক্ষ সেই অশুরকে অবলোকন-  
 পূর্বক গোপ ও গোপস্বীগণ অতি ভয়াতুরভাবে  
 ‘কুম্ব ! কুম্ব !’ এই বলিয়া চীংকার করিতে  
 লাগিল । অনন্তর কুম্ব, সিংহনাদপূর্বক হস্ত-  
 তালি প্রদান করিলেন ; অরিষ্টাসুরও সেই শব্দ  
 শ্রবণ করিয়া গোবিন্দের অভিমুখে উপস্থিত  
 হইল । ১—৭ । অনন্তর ঐ হৃষ্টায়া বৃষভ-  
 রূপী দানব, শৃঙ্গের অগ্রভাগ সমুখে করিয়া,  
 কুম্বের কুম্বদেশ লক্ষ্য করত তাহার প্রতি  
 ধাবিত হইল । মহাবলশালী কুম্ব, বৃষভরূপী  
 দৈত্যকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, সেই স্থান  
 হইতে চলিত হইলেন না বরং অবস্থার সহিত  
 ঈষৎ হাস্ত করিলেন । অনন্তর মধুসূদন,  
 নিকটগত অশুরকে মকরাদি যেমন অত্র কোন  
 দুর্বল জীবকে ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করি-  
 লেন । তখন শৃঙ্গধারণপ্রযুক্ত অচল হইলে  
 কুম্ব স্বীয় জাহুঁ দ্বারা হৃষ্ট অশুরের কুম্বপ্রদেশে  
 আঘাত করিলেন । কুম্ব, শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া  
 ঐ অশুরের দর্পসার বলকে বিনষ্ট করত ক্লিন্ন  
 বস্ত্রের ভায় তাহার কণ্ঠদেশ পীড়িত করিতে  
 লাগিলেন এবং তাহার একটি শৃঙ্গ উৎপাটন



সমার স মহাঈকো মুখাচ্ছোণিতমুখম্ ॥ ১২  
তুহুর্নহতে তস্মিন্ দেভো গোপা জনাৰ্দ্ধনম্ ।  
জন্তে হতে সহস্রাক্ষং পুত্রা দেবগণা যথা ॥ ১৩  
ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে অরিষ্টবধো-  
নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

#### পরাশর উবাচ ।

ককুদ্বিনি হতেহরিষ্টে ধেনুকে বিনিপাতিতে ।  
প্রলয়ে নিহতে বীরে ধৃতে গোবর্জনাচলে ॥ ১  
দমিতে কালিয়ে নাগে ভয়ে তুঙ্গতরুধরে ।  
হত্যায় পুত্ৰনাগাঞ্চ শকটে পরিব্রজিতে ॥ ২  
কংসায় নারদঃ প্রোহ যথাবৃত্তমনুক্রেমাং ।  
যশোদামেবকীগর্তপরিব্রজাদ্যশেষতঃ ॥ ৩  
ঋত্বা তং সকলং কংসো নারদাং দেবদর্শনাং ।  
বহুদেবং প্রতি তদা কোপং চক্রে মুহুর্নতিঃ ॥ ৪

করত, তাহা দ্বারাই সেই অনুরকে তাড়না  
করিতে লাগিলেন । তখন সেই মহাঈকো মুখ  
হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে  
পতিত হইল । জন্তু নামক অনুর হত হইলে  
দেবগণ যে প্রকার ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন,  
অরিষ্ট হত হইলে গোপগণও সেইরূপ  
জনাৰ্দ্ধনের স্তব করিতে লাগিল । ৮—১৩ ।

পঞ্চমাংশে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—বৃষভাকার অরিষ্টাসুর,  
ধেনুক ও প্রলম্বাসুর বধ, গোবর্জন পর্বত ধারণ,  
কালিয়-নাগ দমন, উন্নত তরুধর ভজ, পুত্ৰনার  
বিনাশ ও যশোদা এবং দেবকীর পরম্পর সন্ততি-  
পরিবর্তন,—এই সকল বৃত্তান্ত নারদ, কংসের  
নিকট অনুরূপে বর্ণন করিলেন । মুহুর্নতি  
কংসও এই সকল বাক্য, দেবদর্শন নারদের  
নিকট শ্রবণ করিয়া বহুদেবের প্রতি কুপিত  
হইল । অনন্তর কংস বাদবগণের সভায় বহু-

সোহতিকোপাহুপালভ্য সর্ববাদবসংসদ্বি  
জগর্হ বাদব্যাংশৈশ্ব কাধ্যাকৈকতদন্তিত্তয়ং ॥ ৫  
বাদব বলমারুঢ়ো রামকৃষ্ণো সুবালকো ।  
তাবম্বেষ ময়া বধ্যাবসাধ্যাবুদ্বৈর্যোযনো ॥ ৬  
চাণুরোহত্র মহারীৰ্য্যো মুষ্টিকশ্চ মহাবলঃ ।  
এতাত্যাং মমবুজ্জন ষাভয়িষ্যামি হুর্ননো ॥ ৭  
ধনুর্নহমহাবাগব্যাজেনানীর তো ব্রজাং ।  
তথা তথা যতিষ্যামি বাস্ততে সংকুপ্তং যথা ॥ ৮  
ঋকুতনয়ং সোহহমকুরং বহুপুঙ্গবম্ ।  
তয়োরানয়নার্থ্য প্রেষয়িষ্যামি গোকুলম্ ॥ ৯  
বৃন্দাবনচরং যোরমাদেক্যামি চ কেশিনম্ ।  
তত্রৈবাসবতিবলস্তাবুতো ষাভয়িষ্যতি ॥ ১০  
গজঃ কুবলরাপীড়ো মংসমীপমুপাগতো ।  
ষাভয়িষ্যতি বা গোপো বহুদেবহুতাবুতো ॥ ১১

দেবকে ভিন্নকার করিয়া নিন্দা করিল এবং  
একশ্রেণী কি করা কর্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে  
লাগিল । কংস চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই  
সুবালক রাম ও কৃষ্ণ, বতদিন পর্যন্ত না উদ্ভব-  
রূপ বলশালী হইতে পারে, তাহার মধ্যে ইহা-  
দিগকে বধ করা কর্তব্য ? কারণ  
উপস্থিত হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে  
পারা বাইবে না । চাণুর ও মুষ্টিক নামে দুই-  
জন মদীর অনুচর মহাবল পরাক্রান্ত ; এই  
খানে আমি এই দুইজনের সহিত মমবুজ্জন  
করাইয়া সেই রাম ও কৃষ্ণকে বধ করাইব ।  
ধনুর্নজ, নামক এক মহাবীরের ছলে, সেই  
বালকদ্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া আমি  
সেইরূপ চেষ্টা করিব,—বাহাতে এই বালক-  
দ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হয় । আমি বহুপুঙ্গব  
ঋকুতনয় অকুরকে তাহাদের আনয়নের জন্ত,  
গোকুলে প্রেরণ করিব এবং বৃন্দাবনচর কেশী  
নামক স্তম্বরকে আদেশ করিব যে, সেই  
খানেই ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে বিনাশ করিবে ।  
ঐ কেশীও মহাবলশালী । অথবা কুবলরাপীড়  
নামক যে গজ আছে, ঐ গজই আমার আদেশে  
সুদূরে এইখানেই ব্রজ হইতে সমগ্রত ঐ  
গোপকোণারী বহুদেবহুতদ্বয়কে হনন করিবে ।

পরশর উবাচ ।

ইত্যালোচ্য স হৃষ্টাশ্চা কংসো রামজর্দনো ।  
হন্ত্য কৃতমভির্বারমক্ৰুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২

কংস উবাচ ।

ভো ভো দানপতে বাক্যং ক্রিয়তাং প্রীত্যে মম ।  
ইতঃ স্তম্ভনমাক্রুহ গম্যতাং নন্দগোকুলম্ ॥ ১৩  
বহুদেবহৃতো তত্র বিধোরাংশসমুজ্জবো ।  
নাশায় কিল সমুত্তো মম দুষ্টো প্রবন্ধতঃ ॥ ১৪  
ধনুর্মহো মমাপ্যত্র চতুর্দশাং ভবিষ্যতি ।  
আনর্যো ভবতা গতা মল্লযুদ্ধায় তানুভো ॥ ১৫  
চাপুরমুষ্টিকো মর্জো নিবুদ্ধকুলো মম ।  
তাভ্যাং সহানর্যোযুদ্ধং সর্বলোকোহত্র পশ্যতু ॥ ১৬  
নাগঃ কুবলয়াপীড়ো মহানত্র প্রচোদিতঃ ।  
স বা নিহন্ততে পাপো বহুদেবাস্তজো শিশু ॥ ১৭  
তো হৃদ্য বহুদেবক নন্দগোপক দুর্ন্যতিম্ ।  
হনিষ্যে পিতরং চৈনমগ্রসেনং সুহৃদ্যতিম্ ॥ ১৮

১—১১। পরশর কহিলেন,—দুষ্টাশ্চা বীর  
কংস, রাম ও জনার্দনকে বিনাশ করিতে কৃত-  
মতি হইয়া, এই প্রকার আলোচনা করত  
অক্ৰুরকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল,—  
হে দানপতে! আমার প্রীতির জন্ত আপনি  
এই বাক্যটা প্রতিপালন করুন। আপনি রখা-  
রোহণপূর্বক এস্থান হইতে নন্দগোকুলে গমন  
করুন। সেই নন্দগোকুলে, আমাকে বিনাশ  
করিবার জন্ত বিধুর অংশে সমুৎপন্ন দুষ্ট বহু-  
দেব-সুতরর বুদ্ধি পাইতেছে। আমার এখানে  
আগামী চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্ধ্বজ হইবে, এই  
কারণ আপনি গোকুলে গমন করিয়া মল্লযুদ্ধের  
নিমিত্ত তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন। মল্ল-  
যুদ্ধকূল চাপুর ও মুষ্টিক নামে আমার যে মল্ল-  
ধর আছে, সেই মল্লধরের সহিত ঐ বালক-  
য়ের যুদ্ধ, সকল দ্রোকে দেখিবে। কিংবা  
কুবলয়াপীড় নামে, আমার যে এক মহাগজ  
আছে, সেই মহাগজই বহুদেবসুত পাশাশ্চা  
ঐ শিশুরকে বিনাশ করিবে। এই বালক-  
কে হনন করিয়া, পরে দুর্ন্যতি বহুদেব ও  
নন্দগোপকে হনন করিব এবং পশ্চাৎ এই

ততঃ সমস্তগোপানাং গোধনাশ্রধিলাশ্রহম্ ।

বিস্তং চাপি হরিষ্যামি হৃষ্টানাং মদধৈষিণাম্ ॥ ১৯  
সামুতে যাদবাতৈশ্চতে দুষ্টা দানপতে ময়ি ।  
এতেষাং বধায়াহং প্রবতিষ্যাম্যনুক্ৰমাৎ ॥ ২০  
ততো নিকটকং সর্বং রাজ্যমেতদযাদবম্ ।  
প্রশাসিষ্যে ত্বয়া তস্মান্মপ্রীত্যা বীর গম্যতাম্ ॥ ২১  
যথা চ মাছিষং সর্পির্দধি বাপু্যপহার্য বে ।  
গোপাঃ সমানয়ন্ত্যন্ত ত্বয়া বাচ্যাস্তথা তথা ॥ ২২

পরশর উবাচ ।

ইত্যাক্ৰণ্তস্তদাক্ৰুরো মহাতাগবতে দ্বিজ ।  
প্রীতিমানভবং কৃষ্ণং ধো দ্রাক্ষ্যামীতি সমুদ্রঃ ॥ ২৩  
তথৈতু্যক্কা চ রাজানং রথমাক্রুহ শোভনম্ ।  
নিশ্চক্ৰাম ততঃ পূর্ধ্যা মথুরায় মধুপ্রিয়ঃ ॥ ২৪  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে  
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সুদুর্ন্যতি পিতা উগ্রসেনকেও বধ করিব। পরে  
আমার বধাভিলাষী দুষ্ট গোপগণের অধিন  
গোধন ও সমস্ত বিত্ত হরণ করিব। হে দান-  
পতে! আপনি ছাড়া আর যত যাদবগণ আছে,  
ইহারা সকলেই আমার প্রতি দোষদর্শী, সুতরাং  
পশ্চাৎ অনুক্রমে ইহাদেরও বধের জন্ত আমি  
যত্ন করিব। অনন্তর এই আমাদের নিকটক রাজ্য  
সকল, আপনার সহিত মিলিত হইয়া শাসন  
করিব। অতএব হে বীর! আপনি আমার  
প্রীতির জন্ত গমন করুন। আপনি গোকুলে  
গমন করিয়া গোপগণকে এই প্রকার বাক্যই  
বলিবেন, যাহাতে তাহারা মাছিষ্য হৃত ও দধি  
প্রভৃতি উপহার্য বস্ত্র সমুদ্র এখানে আনয়ন  
করে। পরশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! মহাতাগবত  
অক্ৰুর কংসের নিকট এই প্রকার আজ্ঞা লাভ  
পূর্বক “কল্য কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব” এই  
তাবিরা বড়ই আনন্দিত ও হ্রাসিত হইলেন।  
অনন্তর রাজাকে “তাহাই হইবে” এই কথা  
বলিয়া সুন্দর রথে আরোহণ করত মধুপ্রিয়  
অক্ৰুর সেই মথুরাপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত  
হইলেন। ১২—২৪।

পঞ্চমাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

### ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

কেশী চাপি বলোদগ্ৰঃ কংসদূতপ্রণোদিতঃ ।  
 কৃষ্ণস্ত নিধনাকাজ্ঞী বৃন্দাবনমুপাগমং ॥ ১  
 স খুরক্ষতভূগৃষ্ঠঃ সটাক্ষেপধৃতান্বদঃ ।  
 শ্লুতবিক্রোডচন্দ্রাকর্মারগো গোপাত্মপাদ্রবং ॥ ২  
 তস্ত হ্রেবিতশকেন গোপালা দৈত্যবাজিনঃ ।  
 গোপাণ্ড ভয়সংবিধা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ৩  
 ত্রাহি ত্রাহিতি গোবিন্দঃ ব্রহ্মা তেবাং তদা বচঃ ।  
 সত্যোজলবধবান-গন্তীরমিদমুত্তবান ॥ ৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

অলং ভ্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃ কিং ভয়াতুরৈঃ  
 ভবন্তি গোপজাতীয়েষাং বীরীণাং বিলোপ্যতে ॥ ৫  
 কিমনেনাঃ সমারোহে হ্রেবিতাটোপকারিণা ।  
 দৈত্যেন্দ্রবলবাহেন বসন্ততা হুষ্টবাজিনা ॥ ৬  
 এবেহি হুষ্ট কক্ষোহহং পৃথক্চিব পিনাকম্বুজ্জ ।

### ষোড়শ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—কৃষ্ণের নিধনাকাজ্ঞী বলশালী ও উদ্ধাত কেশী নামক বীর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল। সেই কেশী খুরক্ষপ দ্বারা ভূগৃষ্ঠ খনন করিয়া, কেশর-ক্ষেপে জলজালকে কাশ্পত করিয়া এবং গতি দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের পশ্চকে আক্রমণ করিয়া, গোপগণের প্রতি উপ-  
 ভব আরম্ভ করিল। অপরূপধারী সেই দৈত্যের হ্রেবিত শব্দে ভয়োদ্বিগ্ন গোপাল ও গোপীগণ কৃষ্ণের শরণ লইল। তখন তাহাদিগের “ব্রাহি ব্রাহি” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, গোবিন্দ, সজল-  
 জলধর-গর্জনের শ্রাব্য গন্তীরভাবে এই বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে গোপালগণ! তোমরা কেশীর ভয় করিতেছ কেন? তোমরা গোপজাতীয় হইয়াও অদ্য এবং প্রকার ভয়াতুর-  
 জাবে বীরবীর্যের বিলোপ করিতেছ কেন? এই অসমার, হ্রেবিতশব্দমাগ্রেই গর্কিতভাবে প্রকাশক, চঞ্চল, হুষ্ট অথ কি করিতে পারিবে? কারণ ইহাকে দৈত্যগণও সবলে আক্রমণ-  
 পূর্বক বহনকার্যে নিযুক্ত করিবার থাকে।

পাতয়িষ্যামি দশনান বদনানখিলাংস্তব ॥ ৭  
 ইত্যাঙ্কাস্থোটা গোবিন্দঃ কেশিনঃ সমুখং যযৌ ।  
 বিবৃতান্তস্ত সোহপ্যেনং দৈত্যেন্দ্ৰচ্যুতপাদ্রবং ॥  
 বাহুযাতোগিনং কৃতা মুখে তস্ত জনাধিনঃ ।  
 প্রবেশরামাস তদা কেশিনো হুষ্টবাজিনঃ ॥ ৮  
 কেশিনো বদনং তেন বিপতা কৃষ্ণবাহন।  
 শাতিতা দশনাঃ পেতুঃ সিতাভাবয়বা ইব ॥ ৯  
 কৃষ্ণস্ত বরুধে বাহঃ কেশিদেহগতোঃ দ্বিজ ।  
 বিনাশায় যথা ব্যাখিরাসন্তু তে রূপে ক্ষিতঃ ॥ ১০  
 বিপাটিতোষ্ঠো বহলং সফেনং রুধিরং বমন ।  
 সোহক্ষিণী বিবৃতে চক্রে নিঃসৃতে মুক্তবন্ধনে ॥ ১১  
 জঘান ধরনীং পাদৈঃ শরুগুত্রং সমুৎসজ্জন ।  
 শ্বেদার্দ্ৰগাত্রঃ প্রাপ্তশ্চ নির্বৃত্তঃ সোহভবং ততঃ ॥ ১২  
 ব্যাদিতাস্তো মহারৌদ্রঃ সোহস্মরঃ কৃষ্ণবাহন।

“অরে হুষ্ট! অপরূপধারী দৈত্য! আগমন কর! মহাদেব যে প্রকার পূষার দত্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই আমি কৃষ্ণও তোর মুখ হইতে সেই প্রকারে সকল দত্ত উৎপাটন করিব।” গোবিন্দ এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয় আক্ষেপন করত কেশীর সমুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই দৈত্যও মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য করত অগ্রসর হইল। তখন জনাধিন স্ককীয় বাহু প্রসারণ করত সেই হুষ্ট অশ্বের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অনন্তর কেশীর বদনমধ্যে প্রবিষ্ট, সেই কৃষ্ণবাহু কর্তৃক আহত, লুপ্ত মেঘধণ্ডের স্তায়, কেশীর দন্ত সকল বদন হইতে পতিত হইতে লাগিল। ১—১০।  
 হে দ্বিজ! উৎপাতি সময়ে উপেক্ষিত ব্যাধি যেমন, বিনাশের নিমিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের বাহুও কেশীর দেহ প্রাপ্ত, হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর ওষ্ঠদ্বয় বিপাটিত হইলে, সোঃ রুধির বমন করিতে লাগিল এবং তাহার শিখিলবন্ধন নয়নদ্বয়, বহন হইতে নিঃসৃত ও বিবৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর ঐ অশ্ব পদ দ্বারা ধরনীতে আঘাত করিতে লাগিল এবং একবার মূত্রত্যাগ করত শ্বেদার্দ্ৰ-শরীর হইয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া পড়িল। কৃষ্ণ-

নিপাত বিধাত্তে বেহ্যভেন ক্রমো যথা ॥ ১৪  
 হিপাণ-পৃষ্ঠপুচ্ছাদ্ধে শ্রবণৈকাক্ষিনাসিকে ।  
 কেশিনস্তে বিধাত্তে শকলে বৈ বিরোজতঃ ॥ ১৫  
 হতা তু কেশিনং কৃষ্ণা গোপালৈর্মুদিতৈর্বৃতঃ ।  
 অনারস্ততমুঃ স্বস্থে হসন্তস্ত্রেব তস্থিস্ম ॥ ১৬  
 ততো গোপাণ্ড গোপাণ্ড হতে কেশিনি বিন্দিতাঃ  
 তুষ্টিবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষমনুরাগমনোরমমু ॥ ১৭  
 অথাহাস্তরিতো বিপ্রো নারদো জলদে স্থিতঃ ।  
 কেশিনং নিহতং দৃষ্ট্বা হর্ষনিভরমানসঃ ॥ ১৮  
 সাধু সাধু জগন্নাথ লীলয়ৈব যদচ্যুত ।  
 নিহতোহয়ং ত্বয়া কেশী ক্লেশদগ্নিদিবোকসামু ॥ ১৯  
 যুদ্ধোৎসুকোহমমত্যাং নরবাজি-মহাহবমু ।  
 অবুভপূর্বমগ্নত দৃষ্ট্বৈ স্বর্গাতুপাগতঃ ॥ ২০  
 সূকর্ণাণাবতারে তে রুতানি মধুহৃদন ।

যানি তৈর্বিন্দিতং চেতস্তোষমেভেন মে গভমু ॥ ২১  
 তুরঙ্গশ্রান্ত শক্ৰোহপি কৃষ্ণ দেবাণ্ড বিভাতি ।  
 হৃতকেশরজালস্ত হ্রেমতোহভ্রাবলোকিনঃ ॥ ২২  
 যস্মাং ত্রয়ৈব দৃষ্টোহ্মা হতঃ কেশী জনার্দন ।  
 তস্মাং কেশবনাম্রা ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ২৩  
 স্বস্ত্যস্ত তে গমিম্যামি কংসযুদ্ধেধুনা পুনঃ ।  
 পরগোহং সমেয্যামি ত্বয়া কেশিনিহৃদন ॥ ২৪  
 উগ্রসেনমুতে কংসে সানুগে বিনিপাতিতে ।  
 ভাবাবতারকর্তা ত্বং পৃথিব্যাঃ পৃথিবীধর ॥ ২৫  
 তব্রানেকপ্রকারাণি যুদ্ধানি পৃথিবীক্ৰিতামু  
 দ্রষ্টব্যানি ময়া যুগ্মং প্রীতানি জনার্দন ॥ ২৬  
 সোহং যাস্তামি গোবিন্দ দেবকাণ্ডং মহংকৃতমু ।  
 ত্বয়া সভাজিতংচায়ং স্বস্তি তেহস্ত ব্রজ্যামহমু ॥ ২৭

বাহ দ্বারা বিধাত্ত সেই মহাভয়ঙ্কর অশুর,  
 মুখব্যাদান করত বজ্রপ্রহারে বিধও যুদ্ধের শ্রায়  
 ভূমিতে পতিত হইল। কেশীর সেই শরীর  
 দ্বিধও হইয়া বিরাজিত হইল, তাহার এক  
 এক খণ্ডে দুইটা চরণ, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের অর্ধ-  
 ভাগ, এক এক কর্ণ নাসিকা ও নয়ন ছিল।  
 কৃষ্ণ কেশীকে হনন করত মুদিত গোপালগণে  
 বেষ্টিত হইয়া পুনর্বার অকুটিল শরীর ধারণ-  
 পূর্বক হস্ত ক্লান্তিতে করিতে অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন। অনন্তর কেশী নিহত হইলে, বিন্দিত  
 গোপ ও গোপীগণ, অহুরাগ-মনোহর ভাবে  
 পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল।  
 কেশী নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া,  
 হর্ষনিভর-মানস নারদ, জলমধ্যে অন্তরিতভাবে  
 অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন। হে  
 জগন্নাথ! হে অচ্যুত! আপনার বিক্রম  
 সাধু, অতি সাধু! কারণ আপনি দেবভাগ্যের  
 ক্লেশকর এই অশুর কেশীকে অবলীলক্রমে  
 বিনাশ করিলেন। আমি মনুষ্য ও অশ্বের  
 এই অশ্রুত অভূতপূর্ব মহাযুদ্ধ অবলোকন  
 করিবার জন্য, যুদ্ধোৎসুকভাবে স্বর্গ হইতে  
 এখানে আগমন করিয়াছি। ১১—২০। হে মধু-

হৃদন! আপনি এই অবতारे যে সকল সুন্দর  
 কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন সেই সকল কৰ্ম্ম  
 দ্বারা আমার এই বিখ্যাত চিত্ত অভিযয়  
 সম্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অশ্ব যখন কেশর-  
 সমুহ কাম্পিত করিয়া, হ্রেমারব করত আকাশের  
 দিকে অবলোকন করিত, তাহা দেখিয়া দেবগণ  
 ও স্বয়ং ইন্দ্রও ভয় পাইতেন। হে জনার্দন!  
 আপনি এই দৃষ্টোহ্মা কেশী নামক অশুরকে  
 বিনাশ করিলেন বলিয়া, অদ্য হইতে লোকে  
 আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। হে  
 কেশিনিহৃদন! আপনার স্বস্তি হউক, আমি  
 এক্ষণে গমন করিতেছি, পরব দিবস কংসের  
 সহিত আপনার যুদ্ধ সময়ে, আমি পুনরায় আপ-  
 নার সহিত মিলিত হইব। হে পৃথিবীধর!  
 উগ্রসেনমুতে সানুচর কংস বিনিপাতিত হইলে,  
 আপনি পৃথিবীর ভাবাবতরণ করিবেন। হে  
 জনার্দন! সেই ভাবাবতার সময়ে আপনার  
 ইচ্ছায় সম্পন্ন, পৃথিবীপতিগণের নানাপ্রকার ও  
 অশেষ যুদ্ধ আমি দর্শন করিব। গোবিন্দ!  
 সেই আমি এক্ষণে গমন করিতেছি। আপনার  
 দেবগণের মহং কাণ্ড সম্পাদন করিয়াছেন এবং  
 এই কৰ্ম্ম দ্বারা দেবগণ আপনা কর্তৃক সংকৃত  
 হইয়াছেন? আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন

পরাশর উবাচ ।

নারদে তু গতে কৃষ্ণঃ সহ গোপৈরবিস্মিতঃ ।

বিবেশ গোকুলং গোপী-নেত্রপানৈকভাজনঃ ॥ ২৮

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশঃ

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

অক্রুরোহপি বিনিক্রম্য ভ্রন্দনেনান্তগামিনা ।

কৃষ্ণসম্বন্ধনাট্যৈকঃ প্রবেশো নন্দগোকুলম্ ॥ ১

চিন্ত্যামাস চাক্রুরো নাস্তি ধৃত্তরো ময়া ।

ষোহহমংশাবতীর্ণস্ত মুখং দ্রক্ষ্যামি চক্রিণঃ ॥ ২

অদ্য মে সফলং জন্ম সুপ্রভাতা চ মে নিশা ।

বত্সিদ্ধাজপত্রাক্ষং বিকোর্জক্যামাহং মুখম্ ॥ ৩

অদ্য মে সফলে নেত্রে অদ্য মে সফলা সিরঃ ।

বস্মে পরম্পরলাপো দৃষ্টা বিষ্ণুং ভবিষ্যতি ॥ ৪

করি । পরাশর কহিলেন, নারদ গমন করিলে

পদ, গোপীগণের নয়নের একমাত্র দৃষ্ট কৃষ্ণ,

গোপ ও গোপীগণের সহিত অবিস্মিতভাবে

গোকুলে প্রবেশ করিলেন । ২১—২৮ ।

পঞ্চমোহংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—অক্রুরও কৃষ্ণ-সম্ব-

ন্ধনাশর একাকী, মথুরা, হইতে নির্গত হইয়া,

শীত্ৰগামি-ভ্রন্দনারোহণে নন্দের গোকুলে গমন

করিলেন । পথে যাইতে যাইতে অক্রুর চিন্তা

করিলেন যে, আমার শ্রায় কোনও ব্যক্তি ধৃত্তর

নহে । যেহেতু আমি, অংশরূপে অবতীর্ণ

চক্রীর মুখ দর্শন করিব । অদ্য আমার জন্ম

সফল হইবে, আমার সম্বন্ধে রজনী অদ্য সু-

প্রভাতা ; কারণ আমি অদ্য বিকসিত পদ্মপত্রের

সদৃশ নয়নশালী ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব ।

আমার নেত্রে ও বাক্য সকল সফল হইবে, কারণ

বিষ্ণুকে দর্শন করিব এবং তাঁহাতে ও আমাতে

পাপং হরতি বং পুংসাং স্মৃতং সঙ্কলনাময়ম্ ।

তংপুণ্ডরীকনয়নং বিকোর্জক্যামাহং মুখম্ ॥ ৫

নির্জগ্ম্য চ বতো বৈদ্যো বৈদ্যাত্তাখিলানি চ ।

দ্রক্ষ্যামি তংপরং ধাম ধামাং ভগবতো মুখম্ ॥ ৬

যত্রেসু বজ্রপুরুষঃ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ।

ইজ্যতে যোহখিলাধারন্তং দ্রক্ষ্যামি জগৎপতিম্ ॥ ৭

ইষ্ট্য যমিলে বজ্রানাম শতেনামররাজতাম্ ।

অবাপ তমনন্তাদিমহং দ্রক্ষ্যামি কেশবম্ ॥ ৮

ন ব্রহ্মা নেশ্বরদ্রাবি-ববাদিত্যমরুদগণাঃ ।

বস্তু স্বরূপং জানন্তি স্পৃক্ষাত্তং স মে হরিঃ ॥ ৯

সর্বাত্মা সর্ববিং সর্বকঃ সর্বভূতেশ্ববস্থিতঃ ।

যো বিতত্যাব্যয়ো ব্যাপী স বক্ষ্যতি ময়া সহ ॥ ১০

মংস্তকুর্নুবরাহাঙ্গ-সিংহরূপাদিভিঃ স্থিতিম্ ।

পরম্পর বাক্যলাপ হইবে । কলন-রচিত যে

মুখ স্মৃত হইয়া, মনুষ্যগণের পাপ বিনাশ করিয়া

থাকে, আমি অদ্য সেই পদ্মসদৃশ-নয়নধর-

শোভিত বিষ্ণুর মুখ অবলোকন করিব । বাহা

হইতে চারিবেদ ও অখিল বেদান্ত নির্গত হই-

য়াছে এবং যে মুখ তেজোময় সূর্য্যাদির আশ্রয়-

স্বরূপ ; অদ্য আমি ভগবানের সেই জ্যোতির্ময়

মুখ দেখিতে পাইব । যিনি অখিলাধার, যিনি

পুরুষোত্তম এবং সকল বজ্রেই পুরুষগণ যাঁহার

যজ্ঞ করিয়া থাকেন (অহো! কি আনন্দের

বিষয়! ) আমি অদ্য সেই জগৎপতিকে দর্শন

করিব । একশত বজ্র দ্বারা যাঁহার যজ্ঞ করিয়া

ইন্দ্র দোরাভূত প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যাঁহার আদি

বা অন্ত নাই, অদ্য আমি সেই কেশবকে দর্শন

করিব । ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার, বহুগণ

ও মরুদগণও যাঁহার স্বরূপ জানেন না, অহো

সেই হরি অদ্য আমারি অঙ্গস্পর্শ করিবেন ! যিনি

সকলেরই আত্মা, যিনি সুকলই জানেন অথচ

যিনি সকলেরই স্বরূপ ও অব্যয় এবং ব্যাপক-

রূপে যিনি সর্ব-ভূতেই আবরকভাবে অবস্থিত

করিতেছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু, অদ্য আমার

সহিত আলাপ করিবেন । ১—১০ । অহো!

যিনি মংস্ত, কূর্ন, বরাহ, হমগ্রীব ও নৃসিংহাদি-

চকার জগতে। যোহজঃ সোহস্য বামাপিযতি ॥১৫।  
সাপ্ততক জগং বামী কার্যমান্নহদি স্থিতম্ ।  
কৰ্ত্ত্বং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছান্নেহধুগব্যঃ ॥ ১২  
যোঃনভঃ পৃথিবীং ধন্তে শেখরস্থিতিসংস্থিতাম্ ।  
সোহবতীর্ণো জগত্যর্থো মামকুরেতি বক্ষ্যতি ॥১৩।  
শিৱপুত্রমুহুদভ্রাতৃ-মাতৃবন্ধুমারীমিমাম্ ।  
বহ্মায়াং নালমুস্তৰ্জ্জ্বং জগং তেষাং নমো নমঃ ॥১৪।  
উন্নতাবিদ্যাং বিততাং হৃদি বশ্মিন্ নিবেশিতে ।  
যোগী মায়ামমোয়াং তস্মৈ বিদ্যাস্বনে নমঃ ॥ ১৫।  
বজ্রির্ভক্তপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাহচর্যেতঃ ।  
বেদান্তবেদিতিবিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোহস্মি তম্  
বধা তত্র জগদ্ধামি ধাতব্যেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।  
সদস্যং তেন সত্যেন মধ্যমো যাতু সৌম্যতাম্ ॥১৭।  
শ্রুতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে ।

রূপে অবতীর্ণ হইয়া, এই জগতের স্থিতি করিয়া থাকেন ও যিনি জন্মরহিত ; তিনি অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন। যিনি জগতের স্বামী হইয়াও আপনার মনস্থিত কার্য সম্পাদন করিবার জন্য মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি অব্যয় অথচ স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করেন এবং যিনি অনন্তরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই পৃথিবী যে অনন্তরূপী ভগবানের শেখরদেশে অবস্থিত, জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই ভগবান বিষ্ণু অদ্য আমাকে “অক্রুর!” এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ, মাতা ও বন্ধু ইত্যাদি বুদ্ধিরূপিনী যদৌ মামাকে কেহই ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে, সেই ভগবানকে নমস্কার নমস্কার। যিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, যোগী, বিতত অবিল্যারূপিনী ময়া হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই অমেরী বিদ্যাস্বা ভগবানকে নমস্কার। বজ্রকর্ত্তৃগণ ঠাহাকে, বজ্রপুরুষ, সাহজগণ ঠাহাকে বাসুদেব ও বেদবিক্রম ঠাহাকে বিষ্ণু বলিয়া নির্দেশ করেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যে প্রকার এই সদস্যরূপী জগৎ সেই ধাতা ও আশ্রয়রূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই সত্যরূপেই সেই ভগবান বিষ্ণু

পুরুষত্ববজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥ ১৮  
পরশর উবাচ ।

ইখং সক্তিভয়নং বিষ্ণুং তন্ত্রিনব্রাহ্মমানসঃ ।  
অক্রুরো গোকুলং প্রাপ্তঃ কিঞ্চিংস্বর্ঘ্যে বিরাজতি ॥  
স দদর্শ তদা তত্র কৃষ্ণমাদোহনে গবাম্ ।  
বৎসমধ্যগতং কুলনীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥ ২০।  
অস্পষ্টপদ্মপত্রাঙ্কং ত্রীবৎসাক্রিতবক্ষসম্ ।  
প্রলম্ববাহুমায়ামি-ভুসোরঃস্থলমুরসম্ ॥ ২১।  
সবিলাসম্মিতাধারং বিভাণং মুখপঙ্কজম্ ।  
ভুঙ্গরক্তনখং পদ্ম্যাং ধরুণ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২২।  
বিভাণং বাসনী পীতে বস্ত্রপুশ্ণবিভূষিতম্ ।  
সার্দনীলনভাহস্তং সিতভোজাবতংসকম্ ॥ ২৩।  
হংসকুন্দেন্দুধবলং নীলাম্বরধরং দ্বিজ ।  
তস্তানু বলভদ্রকং দদর্শ যদুনন্দনঃ ॥ ২৪।  
প্রাণ্ডুমুরতবাহুঃসং বিকাশিমুখপঙ্কজম্ ।  
মেঘমালাপরিবৃতং কৈলাসাদ্রিমিবাপরম্ ॥ ২৫।  
তো দৃষ্টা বিকসমব্রুতরোজঃ স মহামতিঃ ।

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ঠাহাকে শরণ করিলে মনুষ্য সকল প্রকার কল্যাণের ভাজন হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্য হরির শরণ লইতেছি। পরাশর কহিলেন,—ভক্ত-নব্রাহ্মানস অক্রুর এই প্রকার বিষ্ণুচিত্ত করিতে করিতে স্বর্ঘ্যাস্তের কিঞ্চিং পূর্বেই গোকুলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গাতীগণের দোহনস্থানে গিয়া অক্রুর, বৎসগণের মধ্যস্থিত প্রকুল নীলোৎপলদলচ্ছবি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। অক্রুর আরও দেখিলেন যে, সেই মুকুলিত পদ্মপত্রসদৃশ-নয়নশোভিত, ত্রীবৎসাক্রিতবক্ষঃস্থল, লম্বমানবাহু, আরত ও দীর্ঘ উন্নতশালা, উন্নত-নাসাশোভিত, বিলাসপূর্ণ মিতাধার মুখপঙ্কজধারী, উন্নত ও রক্তবর্ণ নখশালী, ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, পীতবর্ণ বস্ত্রধারী, বস্ত্রপুশ্ণশোভিত ত্রীকুণ্ডের পশ্চাতে নীলাম্বরধর, সার্দনীল-নভাহস্ত, খেতপত্রনির্মিত অবতংসধারী উন্নতশরীর, উন্নত-বাহু ও অংস-দেশ-শোভিত, বিকশিত-মুখপঙ্কজ, মেঘমালা-পরিবৃত্ত দ্বিতীয় কৈলাস পর্বতের স্থায় অবস্থিত

পুলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গস্তদাকুরোহভবমুনে ॥ ২৬

এতৎ তৎ পরমং ধাম তদেতৎ পরমং পদম্ ।

ভগবান্মুদেবাংশে দ্বিধা যোহয়মবস্থিতঃ ॥ ২৭

সাক্ষ্যম্যক্শৌর্গুণমেতদত্র

দৃষ্টে জগদ্ধাতরি যাতুমূঢ়ৈঃ ।

অপ্যঙ্গমেতদভগবৎপ্রসাদাৎ

দন্তেহঙ্গসঙ্গে ফলবত্তম শ্রাৎ ॥ ২৮

অপ্যেয পৃষ্ঠে মম হস্তপদং

করিষ্যতি শ্রীমদনন্তমূর্ত্তিঃ ।

বস্ত্রাস্থলিস্পর্শহতাধিলাষৈ-

রবাণ্যেতে সিদ্ধিরনাশদোষা ॥ ২৯

যেনাঘ্নিবিদ্যাদ্রবিরগ্নিমালা-

করালমত্যাগ্রমপাশ চক্রম্ ।

চক্রং স্বতঃ দৈত্যপতেহুতানি

দৈত্যাস্তনান্যং নয়নাঙ্গনানি ॥ ৩০

যত্রাসু বিদ্যস্ত বলিখুনোজ্ঞান

অবাপ ভোগান্ বহুধাতলস্থঃ ।

তথামরত্বং ত্রিংশাদ্বিধিতাং

মমন্তরং পূর্বমপেতশক্রঃ ॥ ৩১

অপ্যেয মাং কংসপরিগ্রহেণ

দোষাষ্পদীভূতমদোষহুস্তম্ ।

কর্তাবমানোপহতং ধিগন্ত

তজ্জন্মং সাধুবহিঃসুতং যৎ ॥ ৩২

জ্ঞানাত্মককামলসম্বরাদে-

রুপেতদোষস্ত সদা ক্ষুণ্ণতঃ ।

কিংবা জগত্যত্র সমস্তপুংসাম্

অস্ত্রাতমস্তাস্তি হৃদিস্থিতস্ত ॥ ৩৩

তস্মাদহং তত্ত্বিভিনম্রচেতা

ব্রহ্মামি সর্কেষ্বরমীশ্বরাণাম্ ।

অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্ত

অনার্দিমধ্যান্তময়স্ত বিধোঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

বলভদ্র বিরাজমান। ১১—২৫। হে মুনে!

সেই কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে দেখিয়া, অক্রুরের মুখ-

পন্ন বিকশিত হইল এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ পুল-

কিত হইল। তখন অক্রুর চিন্তা করিতে

লাগিলেন যে, “এই সেই পরমধাম ও সেই

পরমপদ ভগবান্ বাহুদেবের অংশ হইতগে

অবস্থিতি করিতেছেন। এই জগতের ধাতাকে

দৃষ্টি করিয়া আমার এ অক্ষিষয় এক্ষণে সফলতা

লাভ করিল। কিন্তু ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া

অঙ্গসঙ্গ প্রদান করত আমার এই অঙ্গ কি সফল

করিবেন? এই শ্রীমান্ অনুমুত্তি ভগবান্ কি

আমার পৃষ্ঠদেশে স্বকীয় হস্তপদ অর্পণ করি-

বেন? যাহার অস্থলি স্পর্শে সকল পাপ হইতে

মুক্ত হইয়া জীবগণ, নাশদোষ-বিরহিত সিদ্ধি

(কৈবল্য) প্রাপ্ত হন; বিদ্যুৎ, অগ্নি ও রবির

রশ্মিমালায় শ্রায় করালদর্শন চক্রক্ষেপ করিয়া,

যে ভগবান্ দৈত্যপতির সৈন্যসমূহ বিনাশ করত

দৈত্যাস্তনাদিগের নয়নাঙ্গনসমূহ হরণ করিয়াছেন

(অর্থাৎ স্ব স্ব পতি-বিনাশ দর্শনে অবিরল

ধারে প্রবাহিত নয়নজলে দৈত্যাত্মগণের যে

নয়ন-অঙ্গন বিধোত হইয়াছিল, তাহার হেতু

ভগবান্); বলি রাজা বাহাকে জন-বিন্দু

প্রদান করিয়া বহুধাতলেও মনোজ্ঞ ভোগসমূহ

প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মমন্তরকাল ব্যাপিয়া

দেবজ্ঞাত পূর্বক শক্রবিরহিত হইয়া ত্রিংশাদ্বি-

পতা করিয়াছেন; সেই ভগবান্ বিষ্ণু, আমি

দোষরহিত হইলেও কংসপরিগ্রহ-প্রমুক্ত,

আমাকে দোষী বিবেচনা করিয়া কি অবজ্ঞা দ্বারা

আমাকে মর্ষাহত করিবেন? যে জন্ম সাধুগণের

বহিঃসুত, আমার তাদৃশ জন্মকে ধিক্ থাকুক,

অথবা যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও নির্দুঃখ সত্ত্বরাশিময়,

বাহার অবিদ্যাদোষ নাই এবং যিনি সর্বকাল

প্রকাশমান, সকলেরই হৃদয়স্থিত সেই ভগবান্

সকল পুরুষের হৃদয়ান্তর্গত কোন্ ভাবটী পরি-

জ্ঞাত নহেন? সেই ধারণে আমি তত্ত্বিভিনম্র-

চিহ্নে সেই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, আদি, মধ্য ও

অন্তবিরহিত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অংশাবতার এই

শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি, ইনি কখনই আমার

প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না। ২৬—৩৪।”

পঞ্চম্যাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

## অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

### পরাশর উবাচ ।

চিস্তয়ন্নিত্তি গোবিন্দমুপাগম্য স যাদবঃ ।  
অক্রুরোহস্ম্যতি চরণৌ ননাম শিরসা হরেঃ ॥ ১  
সোহপোনং ধ্বজবজ্রাঙ্ক-কৃতচিহ্নেন পাণিনা ।  
সংস্পৃশ্যাক্ষা চ প্রীত্যা সূহৃতাৎ পরিষষজে ॥ ২  
কৃতসংবাদনৌ তেন যথাবরণকেশবৌ ।  
ততঃ প্রবিষ্টৌ সংস্কৃতৌ তমাদায়াম্মরিন্দম্ ॥ ৩  
সহ তত্যাং তনাকুরঃ কৃতসংবাদনাদিকঃ ।  
ভুক্তভোজ্যে যথাশ্রায়মাচক্ষে ততস্তয়োঃ ॥ ৪  
যথা নির্ভংগতে তেন কংসেনানকহৃদুভিঃ ।  
যথা চ দেবকৌ দেবী দানবেন হুরায়না ॥ ৫  
উগ্রসেনে যথা কংসঃ সূহৃতায়া চ বর্ততে ।  
যকৈবার্থ সমুদ্গিশ্য স কংসেন বি  
তংসস্বং বিস্তরাং ক্রহা ভগবান্ কৈশিন্দনঃ ।  
উবাচাখিলমপ্যতচ্ছ্রুতং দানপতে ময়া ॥ ৭

### 'অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর যদুবংশীয়  
অক্রুর পুরোক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে  
গোবিন্দের নিকটে গমনপূর্বক “আমি অক্রুর”  
এই বলিয়া হরির ত্রিচরণদ্বয়ে অবনত-মস্তকে  
প্রণাম করিলেন । তখন সেই ভগবান্ ও ধ্বজ-  
বজ্রশূন্যচিহ্নিত হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া,  
প্রীতির সহিত আকর্ষণ করত গাঢ় আলিঙ্গন  
করিলেন । অনন্তর অক্রুর যথারীতি রাম ও  
কৃষ্ণকে সংবাদদানাদি করিলে পর, প্রস্তুত  
কৃষ্ণ ও বলদেব, অক্রুরকে লইয়া নিজ মন্দিরে  
প্রবেশ করিলেন । তাহার পর তাঁহাদের  
সহিত মিষ্টলাপপূর্বক আহারাদি সমাপন  
করিয়া অক্রুর, তাঁহাদের দুইজনের নিকটে  
যথারূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন । দুহৃদা  
দানব কংস যে প্রকারে বসুদেব ও দেবকীকে  
ভংসনা করে; উগ্রসেনের প্রতি সূহৃতায়া  
কংস যে প্রকার ব্যবহার করিতেছে এবং  
যে প্রয়োজন উদ্দেশে অক্রুরকে বন্দাবনে  
প্রেরণ করিয়াছে; ভগবান্ কৈশিন্দন

করিষ্যে চ মহাভাগ বন্ধুপ্রিয়কং মমম্ ।  
বিচিন্ত্য তত্তথৈতৎ তে বিদ্ধি কংসং হতং ময়া ॥  
অহং রামশ্চ মথুরাং যো যাত্মাঃ সমং ত্বয়া ।  
গোপবৃদ্ধাশ্চ যাত্তত্তি আদায়োপানয়ং বহু ॥ ৯  
নিশেয়ং নীয়তাং বীর ন চিত্তাং কর্তুমর্হসি ।  
ত্রিরাত্রাত্যন্তরে কংসং হনিষ্যামি সহানুগম্ ॥ ১০  
পরাশর উবাচ ।

সমাদিশ্য ততো গোপানক্রুরোহপি স কেশবঃ ।  
স্বষাপ বলভদ্রশ্চ নন্দগোপগৃহে শূন্যম্ ॥ ১১  
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃষ্ণরায়ো মহামতী  
অক্রুরেণ সমং গন্তুমুদ্যতো মথুরাং প্রতি ॥ ১২  
দৃষ্ট্বা গোপীজনঃ সাত্তঃ শ্লথবলয়বাছকঃ ।  
নিখন্ত চাতিহঃখার্তঃ প্রাহ চেদং পরস্পরম্ ॥ ১৩  
মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেঘ্যতি ।

সেই সকল বৃত্তান্ত অক্রুরের নিকট সবি-  
স্তারে শ্রবণ করিয়া অক্রুরকে কহিলেন, হে  
দানপতে! আমি এ সকল বিষয়ই অবগত  
আছি । শ্রীকৃষ্ণ আরও কহিলেন যে, এই  
স্থলে যে উপায় দ্বারা কার্যসিদ্ধি হইবে, আমি  
তাহাই অবলম্বন করিব । তুমি অগ্রথা চিন্তা  
করিও না । তুমি জানিও যে, কংসকে আমি  
বিনাশই করিয়াছি । কল্যা আমি ও রাম এই  
দুই জনেই তোমার সহিত মথুরায় গমন করি  
এবং আমাদের সহিত গোপবৃদ্ধগণও বহুজন  
লইয়া গমন করিবে । হে বীর! তুমি চিন্তা  
করিও না, স্বচ্ছন্দে এই রাত্রি যাপন কর;  
আমি ত্রিরাত্রের মধ্যেই সাহুচর কংসকে বিনাশ  
করিব । ১—১০ । পরাশর কহিলেন,—অনন্তর  
অক্রুরও সমস্ত গোপগণকে কংসের আদেশ  
জ্ঞাত করাইয়া নন্দগোপগৃহে মাধব ও বলভদ্রের  
সহিত শূন্যে নিদ্রা যাইলেন । অনন্তর বিমল  
প্রভাতে, মহামতি কৃষ্ণ ও বলরাম অক্রুরের  
সহিত মথুরায় গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন ।  
তখন কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিতে উদ্যত হইয়া-  
ছেন, দেখিয়া গোপীজন অতি হঃখার্ত হইয়া,  
অশ্রুপূর্ণনয়নে নিখাস পরিতাপ করত পরস্পর  
বলিতে আরম্ভ করিল; এই সময়ে তাহাদের



নাগরত্নীকলাপমধু প্রোত্রেণ পাততি ॥ ১৪  
 বিলাসিবাক্যপানেষু নাগরীণাং কৃত্যাম্পদম্ ।  
 চিত্তমস্ত কথং ভূয়ো গ্রাম্যগোপীণু বাসতি ॥ ১৫  
 সারং সমস্তগোষ্ঠস্ত বিধিনা হরতা হরিম্ ।  
 প্রকৃতং গোপযোষিঃসু নিবুধেন দুরাশ্বনাং ॥ ১৬  
 ভাবগর্ভমিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ ।  
 নাগরীণামতীবৈভেং কটাক্ষেক্ষিতমেব চ ॥ ১৭  
 গ্রাম্যো হরিরয়ং তাসাং বিলাসনিগর্ডেহুভঃ ।  
 ভবতীনাং পুনঃ পার্শ্বং কারা যুক্তা সমেয্যতি ॥ ১৮  
 এবৈষ রথমারুহ মথুরাং বাতি কেশবঃ ।  
 ক্রুরেণাক্রুরকেণাত্র নিরাশেন প্রতারিতঃ ॥ ১৯  
 কিং ন বেত্তি নৃশংসোহত্র অনুরাগপরং জনম্ ।  
 যেনেমমক্শোরাঙ্কাদং নয়ত্যত্র নো হরিম্ ॥ ২০  
 এব রামেণ সহিতঃ প্রয়াত্যত্যন্তনিয়মঃ ।

হস্তবলয় সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।  
 তাহারা বলিতে লাগিল যে, “গোবিন্দ মথুরায়  
 গমন করিয়া আর কেন গোবুলে কিরিয়া আসি-  
 বেন? কারণ তিনি মথুরায় কণ ভরিয়া  
 নাগর-ত্নীর মধুর অথচ অক্ষুট আলাপরূপ  
 মধুপান করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।  
 নাগরীগণের বিলাসপূর্ণ বাক্যপানে আসক্ত  
 হইয়া গোবিন্দের মন কেনই বা পুনর্বার  
 গ্রাম্য-গোপীগণের প্রতি অনুরাগী হইবে?  
 নৃশংস-বিরহিত দুরাশ্বা বিধি, অদ্য হরিকে হরণ  
 করিয়া সমস্ত গোপরমণীর প্রতি নির্দয়ভাবে  
 প্রহার করিল। ভাবগর্ভ বিস্মিতপূর্ণ বাক্য  
 বিলাস-মনোহর গমন ও সবটাক নিরীক্ষণ,—  
 ইহা নাগর-ত্নীগণের সর্বদাই আছে। সুতরাং  
 তাহাদিগের বিলাসনিগড়ে বদ্ধ হইয়া, এই গ্রাম্য  
 হরি, বল দেখি, কোন যুক্তি অনুসারে তোমা-  
 দের নিকট পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করিবেন?  
 আহা! ক্রুরহৃদয় নিরাশ অক্রুর কৃত্তক  
 প্রতারিত হইয়া, এই কেশব মথুরায়  
 যা ইতেছেন। মৃশংস অক্রুর কি অনুরক্ত  
 জনের হৃদয়ভাবে জানে না যে, আমাদের নয়ন-  
 ভয়ের অক্ষুণ্ণদশরূপ, এই হরিকে অত্র লইয়া  
 চলিল?—১১—১০। এই অত্যন্ত নিয়ম

রথমারুহ গোবিন্দস্বর্ঘ্যাতামত্র বারুণ ॥ ২১  
 গুরুণামগ্রতো বভূবুঃ কিং ত্রবীষি ন নঃ ক্ষমম্ ।  
 গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দৈতানাং বিরহাশ্বিনা ॥ ২২  
 নন্দগোপমুখা গোপা গন্তমেতে সমুদাতাঃ ।  
 নোদ্যম্যং ব্রুতে কশ্চিৎগোবিন্দবিনিবর্তনে ॥ ২৩  
 সুপ্রভাতায়া রজনী মথুরাবাসিযোষিতাম্ ।  
 পাতন্ত্যচ্যুতবক্রাজং বাসাং নেত্রালিপংক্রয়ঃ ॥ ২৪  
 ধতান্তে পথি যে কৃষ্ণমিতে যাত্ত্যানিবারিতাঃ ।  
 উবাহিষ্যন্তি পশ্যন্তঃ সন্দেহং পলকাক্ষিতম্ ॥ ২৫  
 মথুরানগরীপৌরনরনানাং মহোৎসবঃ ।  
 গোবিন্দাবয়বৈর্দৃষ্টৈরতীবাদ্য ভবিষ্যতি ॥ ২৬  
 কো হু স্বপ্নঃ সুভাগ্যভির্দৃষ্টভাতিরোধোক্ষজম্ ।  
 বিস্তারিকান্তিনয়না যো দ্রক্ষ্যন্ত্যানিবারিতম্ ॥ ২৭  
 অহো গোপীজনস্তাস্ত দর্শয়িতা মহানিধি।

গোবিন্দ, রামের সহিত রথারোহণ করত গমন  
 করিতেছেন। তোমরা ইহাকে নিবারণ করিতে  
 যত্নবতী হও। সখি! তুমি কি বলিতেছ?  
 গুরুজনের সম্মুখে আমাদের এই প্রকার ব্যব-  
 হার উচিত নহে? বল দেখি, বিরহ-অগ্নিতে  
 যাহারা দগ্ধ গুরুজন তাহাদের কি করিবেন?  
 কি দুঃখের বিষয়! এই নন্দগোপ-প্রমুখ  
 গোপগণও মথুরায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন,  
 কিন্তু কেহই গোবিন্দের মথুরাগমন নিবারণ  
 বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছেন না। জ্বাহা!  
 যাহাদের নয়নরূপ ভ্রমরপংক্তিসমূহ আচুতের  
 বদনাজমুখ পান করিবে, কাদা সেই মথুরাবাসিনী  
 রমণীগণের রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে। অন্য  
 তাহারাই ধন্ত, যাহারা পথে অনিবারিত ভাবে  
 কৃষ্ণকে দর্শন ও পলকাক্ষিতমেহে তৎপশ্যৎ  
 গমন করিতে পারিবে। অন্য গোবিন্দের  
 অবয়বদর্শনকারী মথুরাশিগণের নয়ন-  
 সমূহের অতীব মহোৎসব উপস্থিত হইবে।  
 সুভাগ্য মথুরাপুরবাসিনীগণ (না জানি) কি  
 স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, তাহার ফলে অন্য তাহার  
 হৃদয় নয়ন বিস্তারিত করিয়া গোবিন্দকে,  
 অনিবারিত ভাবে দর্শন করিবে! অহো!  
 অবরূপ-স্বভাব বিধাতা মহানিধি দেখাইয়াই

উদ্ধৃত্তত্র নেত্রাণি বিধাত্র। করুণাশ্রনা ॥ ২৮  
অনুরাগেণ শৈথিল্যমস্ম্যহ ব্রজতা হরেঃ ।  
শৈথিল্যমুপবাস্ত্যাস্ত করেষু বলরাশ্রপি ॥ ২৯  
অক্রুরঃ ক্রুরজয়ঃ শীত্বং প্রেরয়তে হয়ান ।  
এবমার্ভাস্থ বোধিৎসু ঘৃণা কস্তু ন জায়তে ॥ ৩০  
হা হা কৃষ্ণরথস্তোচৈ চক্ররেণুর্নিরীক্ষ্যতাম্ ।  
দ্রবীকৃতো হরির্বেন সোহপি রেণুর্ন লক্ষ্যতে ॥ ৩১  
ইতোবমতিহার্দেন গোপীজননিরীক্ষিতঃ ।  
ততাজ ব্রজভূতাগং সহ রামেণ কেশবঃ ॥ ৩২  
গচ্ছন্তো জ্বিতাঞ্চে ন রঞ্চে যমুনাতটে ।  
প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রুরজনর্দনাঃ ॥ ৩৩  
অথাহ কৃষ্ণমক্রুরো ভবন্ত্যাং তাবদাস্ততাম্ ।  
যাবৎ করোমি কালিন্দ্যামাহিকার্হণমস্তসি ॥ ৩৪  
অথৈতুক্তো ততঃ স্নাতঃ স্নাতান্তঃ স মহামতিঃ ।  
দধৌ ব্রহ্ম পরং বিশ্র প্রবিণ্ড যমুনাজলে ॥ ৩৫

এই গোপীজনের নয়ন সকল উদ্ধৃত্ত করিল ।  
আমাদের প্রতি হরির অনুরাগ, শিথিলতা  
প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, সেই সঙ্গেই কি আমাদের  
করের বলয় সকলও শিথিলতা প্রাপ্ত হই-  
তেছে ? আহা ! ক্রুরজয় অক্রুর শীত্বই রথের  
ষোটকসমূহকে চালাইয়াছে, এই প্রকার আর্ভ  
স্নীগণের এবম্পকার অবস্থা দেখিয়া কাহার এ  
প্রকার দুঃখে ঘৃণা হয় না ? ২১—৩০ । হা  
হা ! ঐ দেখ, কৃষ্ণ রথের চক্ররেণুসমূহ উড়ি-  
তেছে । আহা ! ঐ রেণুজলই কৃষ্ণকে দেখিতে  
দিতেছে না । অহে ! দেখ, সে রেণুও আর  
দেখা যাইতেছে না ।” এই প্রকার অতিশয়  
অনুরাগ সহকারে গোপীজন কর্তৃক নিরীক্ষিত  
হইয়া কেশব, রামের সহিত ব্রজভূতাগ পরি-  
ত্যাগ করিলেন । অতি বেগবান্ অশ্বসমূহযুক্ত  
রথারোহণে গমন করিষ্ঠ করিতে অক্রুর, বল-  
দেব ও জনার্দন মুধ্যাহ্নসময়ে যমুনাতটে উপ-  
স্থিত হইলেন । অনন্তর অক্রুর কৃষ্ণকে কহিলেন,  
আমি যে পর্যন্ত যমুনাজলে আফ্রিক ক্রিয়া  
সমাপন না করি, আপনারা তাবৎকাল এই  
রথের উপরেই অবস্থান করুন । হে বিশ্র ! অন-  
ন্তর ভগবান্ “তাহাই হউক” এই কথা বলিলে

কণাসহস্রমালাঢ্যং বলভদ্রং বদর্শ সঃ ।  
কুন্দমালাসমুদ্ভিঃ-পদপত্রারবেক্ষণম্ ॥ ৩৬  
বৃত্তং বাহুকিরদ্যোহুহতিঃ পবনাশিতিঃ ।  
সংস্কৃত্যমানং গন্ধর্কৈর্কিনমালাবিত্ত্বিতম্ ॥ ৩৭  
দধানবসিতে বস্ত্রে চারুপদ্মাবতংসকম্ ।  
চারুকুণ্ডলিনং মন্তমন্তর্জলতলে স্থিতম্ ॥ ৩৮  
তস্তোৎসঙ্গে বনশ্রামমাতাত্রায়তলোচনম্ ।  
চতুর্কাহমদারাক্ষং চক্রাদ্যামুখভূষণম্ ॥ ৩৯  
পীঠে বসানং বসনে চিত্রমালা-বিভূষণম্ ।  
শক্রচাপতড়িমালা-বিচিত্রমিব তেয়দম্ ॥ ৪০  
শ্রীবৎসবক্ষসংস্কারকেশ্বরমুকুটোজ্জ্বলম্ ।  
দদর্শ কৃষ্ণমক্লিষ্ট-পুণ্ডরীকাবতংসকম্ ॥ ৪১  
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সিদ্ধযোৈস্বরকরমৈঃ ।  
বিচিন্ত্যমানং তব্রৈশ্বর্নাসাগ্রস্তলোচনৈঃ ॥ ৪২  
বলকৃষ্ণা তথাক্রুরঃ প্রত্যভিজ্ঞায় বিস্মিতঃ ।  
সোচিস্তব্রদ্রথাং শীত্বং কথমত্রাগতাবিতি ॥ ৪৩

পর মহামতি অক্রুর, যমুনাজলে প্রবেশপূর্বক  
স্নান করত আচমন করিয়া পরমব্রহ্মের চিন্তা  
করিতে লাগিলেন । সেই সময়ে অক্রুর দেখিতে  
পাইলেন যে, “সহস্রকশামণ্ডলে শোভিত কুন্দ-  
মালার শ্রায় শুভ্র অঙ্গশোভিত, উন্মিষপদপত্র-  
রুণাক্ষ বাহুকি রত্নাদি মহাসর্পগণ বেষ্টিত  
গন্ধর্কগণ কর্তৃক সংস্কৃত্যমান, কৃষ্ণবস্ত্রদ্বয়-পরিধান,  
মনোহর পদ্মনির্মিত-অবতংস-শোভিত এবং  
মনোজ্ঞ কুণ্ডলধারী বলভদ্র, যমুনার জলমধ্যে  
অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাহার উৎসঙ্গদেশে  
মেঘের শ্রায় শ্রামবর্ণ, তাম্র ও আয়তলোচন-  
শালী, চতুর্কাহ, চক্রাদি অস্ত্রে উপশোভিত,  
উদারাক্ষ, পীতবর্ণবসনদ্বয়ধারী, শ্রীবৎসাক্রিত-  
বক্ষঃস্থল,মনোহর কেশ্বর ও মুকুট দ্বারা উজ্জ্বলাঙ্গ,  
বিকসিত-পদ্মনির্মিত-কর্ণভূষণশোভিত তগবান্  
কৃষ্ণ, ইন্দ্রধনু ও তড়িমালা-শোভিত জলমন্ত-  
শ্রায়, বিরাজমান রহিয়াছেন । ৩১—৪১ । অক্রুর  
আরও দেখিলেন যে, সেই জলমধ্যেই সিদ্ধযোগ,  
নিষ্পাপ, নাসাগ্রস্তলোচন, সনন্দনাদি মুনিগণ,  
কৃষ্ণের সেই মূর্তি চিন্তা করিতেছেন । তখন  
অক্রুর, বলভদ্র ও কৃষ্ণকে তদবধি জানিজে

বিবেকোঃ স্তম্ভরামাস বাচং তস্ত জনার্দনঃ ।  
 ততো নিষ্ক্রম্য সলিলাদ্রথমভাগতঃ পুনঃ ॥ ৪৪  
 দদর্শ তত্র চৈবোতো রথস্তোপাধিযুগ্মিতো ।  
 রামকৃকৌ যথাপূর্বং মনুষ্যবপুষাধিতো ॥ ৪৫  
 নিমগ্নঃ ততস্তোয়ে স দদর্শ তথৈব তো ।  
 সংস্ক্রয়মানো গন্ধর্ব-মুনিসিদ্ধমহোরগৈঃ ॥ ৪৬  
 ততো বিজ্ঞাতসম্ভাবঃ স তু দানপতিস্তথা ।  
 ভূষ্টব সর্ববিজ্ঞান-ময়মূঢ়াত্মাপরম্ ॥ ৪৭  
 অকুর উবাচ ।

সম্মাত্ররূপিণেহচিন্ত্য-মহিয়ে পরমায়নে ।  
 ব্যাপিনে নৈকরূপৈকশরুপায় নমো নমঃ ॥ ৪৮  
 সঙ্করুপায় তেহচিন্ত্য হবির্ভূতায় তে নমঃ ।  
 নমোহবিজ্ঞেয়রুপায় পরায় প্রকৃতেঃ প্রভো ॥ ৪৯  
 ভূতাস্মা চেন্দ্রিয়স্মা চ প্রথানাস্মা তথা ভবান্ ।

পারিয়া, বিস্মিত অস্তঃকরণে চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন যে, “ইহারা রথ ছাড়িয়া, এখানে  
 কি প্রকারে আগমন করিলেন?” এই ভাবিয়া  
 অকুর কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন  
 জনার্দন তাঁহার বাক্য স্তম্ভন করিলেন । অন-  
 স্তর অকুর সলিল হইতে নির্গত হইয়া, পুন-  
 র্বার তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং  
 উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে “রাম ও কৃষ্ণ  
 উভয়েই পূর্বের ঋষ মনুষ্যপরীরে রথের উপরে  
 অধিষ্ঠান করিতেছেন ।” অনস্তর অকুর পুন-  
 র্বার জলে নিমগ্ন হইয়াও দেখিলেন যে, “রাম  
 ও কৃষ্ণ, (পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলেন, এক্ষণেও  
 সেইরূপ) মুনি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও উরগগণ কর্তৃক  
 সংস্ক্রয়মান হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন ।”  
 তখন দানপতি অকুর পরমার্থ অবগত হইয়া,  
 সর্ববিজ্ঞানময় ঈশ্বর অচ্যুতকে স্তব করিতে  
 লাগিলেন । অকুর কহিলেন,—সম্মাত্ররূপী  
 অচিন্ত্য মহিমাব্যাপক অনেক অথচ একরূপী  
 সেই পরমাত্মাকে নমস্কার । হে অচিন্ত্য ! সঙ্ক-  
 রূপী তোমাকে নমস্কার, হবিঃরূপী তোমাকে  
 নমস্কার । হে প্রভো ! তুমি প্রকৃতি হইতে  
 পর ও অবিজ্ঞেয়রূপ, তোমাকে নমস্কার করি ।  
 তুমি ভূতরূপ, ইন্দ্রিয়রূপ ও প্রথান (প্রকৃতি)

আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চা স্থিতঃ ॥ ৫০  
 প্রসীদ সর্ব সর্বাঙ্গান্ করাক্ষরময়েশ্বর ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ ॥ ৫১  
 অনাখ্যেয়শরুপায়ান্ অনাখ্যেয়প্রয়োজন ।  
 অনাখ্যেয়াভিধানং ত্বাং নতোহস্মি পরমেশ্বর ॥ ৫২  
 ন যত্র নাথ বিদ্যাশ্চে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ।  
 তদব্রহ্ম পরমং নিত্যমসিকারি ভবানজ ॥ ৫৩  
 ন কল্পনামৃতেহর্থস্ত সর্বপ্রাধিকমো যতঃ ।  
 ততঃ কৃষ্ণচাতানস্ত-বিষ্ণুসংজ্ঞাভির্ভাডাতে ॥ ৫৪  
 সর্বাথস্বমজ বিকল্পনাভিরেতং  
 দেবাদ্যং জগদখিলং ত্বমেব বিষ্ণু ।  
 বিষ্ণুস্বং স্তমিতি বিকারভাবহীনঃ  
 সর্বসিন্ধু ন হি ভবতোহস্তি কিঞ্চিদন্ত্যং ॥ ৫৫  
 ত্বং ব্রহ্মা পশুপতির্যম্মা বিধাতা  
 ধাতা ত্বং ত্রিদশপতিঃ সমীরণোহগ্নিঃ ।

স্বরূপ ; তুমি আত্মা, তুমিই পরমাত্মা । হে  
 প্রভো ! তুমি এক হইয়াও পাঁচ প্রকারে  
 অবস্থিতি করিতেছ । ৪২—৫০ । হে সর্ব !  
 হে সর্বাঙ্গ ! হে করাক্ষরময় ! হে ঈশ্বর !  
 তুমি প্রসন্ন হও । হে ভগবন ! ব্রহ্মা,  
 বিষ্ণু ও শিবাদি রূপ কল্পনা করিয়া তোমার  
 স্তব করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও । হে অনাখ্যেয়-  
 শরুপায়ান্ ! হে অবজ্ঞ্য-প্রয়োজন ! হে  
 পরমেশ্বর ! তোমার নাম ও বাক্য দ্বারা  
 নির্দেশ করা যায় না, হে প্রভো ! তোমাকে  
 নমস্কার । হে নাথ ! হে অজ ! যাহাতে নাম  
 জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই, তুমি সেই অবিকারী  
 পরম ব্রহ্ম । হে প্রভো ! কল্পনা ব্যতিরেকে  
 সকল পদার্থেরই জ্ঞান হয় না বলিয়াই, তোমাকে  
 কৃষ্ণ বিষ্ণু অচ্যুত প্রভৃতি নাম নির্দেশ করত  
 উপাসনা করিয়া থাকিঃ হে অজ ! তুমিই  
 সকল পদার্থ স্বরূপ এবং তুমিই বিকল্পনাময়  
 এই দেবাদি খিল জগৎ স্বরূপ । হে বিষ্ণুস্ব !  
 তুমি বিকারভাব-হীনরূপে সকল পদার্থই অব-  
 স্থিত, তোমা ব্যতিরিক্ত অস্ত কোন পদার্থই  
 সত্য নহে । তুমি ব্রহ্ম, তুমি পশুপতি, তুমি  
 সৃষ্টি, তুমি বিধাতা, তুমি ধাতা, তুমি ত্রিদশনাথ,

তোয়েশে ধনপতিরন্তকস্বমেকো  
ভিন্নার্থেজগদপি পাসি শক্তিতেদৈঃ ॥ ৫৬  
বিশ্বং ভবান্ হৃদতি স্বর্গগতিস্তিরপো  
বিশ্বক তে গুণময়োরমজ প্রপঞ্চঃ ।  
রূপং পরং সদিতি বাচকমক্ষরং যং  
জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোহস্মি তস্মৈ ॥ ৫৭  
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সর্গধ্বংস তে ।  
প্রহ্মায় নমস্ততামনিরুদ্ধায় তে নমঃ ॥ ৫৮

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশে  
অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

এবমস্তর্জনে বিষ্ণুমতিষ্টয় স বাঘবঃ ।  
অর্চয়ামাস সর্কেশং পুষ্পৈর্ধূপৈর্মলিনোরমৈঃ ১  
পরিত্যক্তগুণবিষয়ং মনস্তত্ত্ব নিবেশ্য সঃ ।

তুমি সমীরণ, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ এবং তুমিই  
কুবের ও ষম; হে ভগবন্! এক হইয়াও তুমি  
এই সকল শক্তিতেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করত  
জগৎকে প্রতিপালন করিতেছ। হে ভগবন্!  
তুমি স্বর্গাকিরণরূপে বিশ্বব্রহ্মণ করিতেছ। হে  
অক্ষ! এই বিশ্ব তোমারই গুণময় প্রপঞ্চস্বরূপ।  
যে অক্ষর পরমব্রহ্মরূপ ও তোমার বাচক, সেই  
ওঙ্কাররূপী জ্ঞানময় ও সদসদরূপী তোমাকে  
নমস্কার। বাসুদেবকে নমস্কার; সর্গধ্বংসরূপী  
তোমাকে নমস্কার; প্রহ্মায় ও অনিরুদ্ধস্বরূপী  
তোমাকে নমস্কার। ৫১—৫৮ ।

পঞ্চমাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বাঘব অত্রুর পূর্বোক্ত  
একারে জলমধ্যে বিষ্ণুর স্তব করিয়া, পরে মনো-  
রম পুষ্প ও ধূপ দ্বারা সর্কেশবরের অর্চনা  
করিতে লাগিলেন। অত্রুর অন্ত বিষয়-চিত্তা

ব্রহ্মরূপাশ্চরং স্থিতা বিরাম সমাধিতঃ ॥ ২  
কৃতকৃত্যমিবাশ্রানং মত্তম্যানো মহামতিঃ ।  
আজগাম রথং ভূয়ো নির্গম্য যমুনাস্তমঃ ॥ ৩  
রামকৃষ্ণো চ দদৃশে যথাপূর্বং রথো স্থিতৌ ।  
বিশ্বাতীকস্তদাক্রুরস্তক কৃষ্ণোহভ্যভ্যবতঃ ॥ ৪  
নুনং তে দৃষ্টমাস্চর্যমত্রুর যমুনাজলে ।  
বিশ্বয়োঃ ফুল্লনয়নো ভবান্ সংলক্ষাতে যতঃ ॥ ৫  
অত্রুর উবাচ ।

অন্তর্জনে যদাস্চর্যং দৃষ্টং তত্র মর্যাত্যত ।  
ভদ্রাপি হি পশ্যামি মূর্তিমং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬  
জগদেতদ্রহস্যং চর্যং রূপং বস্তু মহাত্মনঃ ।  
ভেনাস্চর্যবরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ ॥ ৭  
তং কিমেতেন মথুরাং ব্রজানামো মধুহৃদন ।  
বিতেমি কংসাদ্বিগ্জয় পরপিণ্ডোপজীবিনাম্ ॥ ৮  
ইত্যুক্তা নোদয়ামাস তান হস্যান্ বাতরংহসঃ ।

পরিত্যাগপূর্বক পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করত  
বহুক্ষণ ব্রহ্মরূপে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিলেন;  
পরে বহুক্ষণ অতীত হইলে সমাধি হইতে  
বিরত হইলেন। অনন্তর মহামতি অত্রুর,  
আত্মাকে কৃতার্থের দ্বারা বিবেচনা করিয়া,  
যমুনাজল হইতে নির্গমন করত পুনর্বার রথের  
নিকট উপস্থিত হইলেন। রথ-সমীপে আগমন  
করত অত্রুর, রাম ও কৃষ্ণকে পূর্বের দ্বারা অব-  
স্থিত দেখিলেন। বিশ্বয়োঃ ফুল্লনেত্রে দণ্ডায়মান  
দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন যে, “হে অত্রুর!  
নিশ্চয়ই তুমি যমুনাজলে কিছু আশ্চর্য দেখি-  
য়াছ, যেহেতু তুমি আমার নয়নদ্বয় বিষয়সমাগমে  
উৎফুল্ল দেখিতেছ। তখন অত্রুর কহিলেন,  
হে অচ্যুত! জলমধ্যে আমি যে আশ্চর্য অব-  
লোকন করিয়াছি, এখানেও অগ্রভাগে তাহাই  
মূর্তিমং দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ! এই মহা-  
শ্চর্য জগৎ যে মহাত্মার রূপ, সেই আশ্চর্য-  
শ্রেষ্ঠের সহিত আমি সমাগত হইয়াছি। হে  
মধুহৃদন! এই সকল আশ্চর্য বিষয় লইয়া  
আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই; চলুন, মথু-  
রায় গমন করি; কংসকে আমি ভয় করিয়া  
থাকি, পরপিণ্ডোপজীবীদের জন্মকেই দিচ্

সম্প্রাপ্ত্যতিসম্যাহে সোহকুরো মথুরাং পুরীম্ ॥  
 বিলোকা মথুরাং কৃষ্ণং রামকাহ স যাদবঃ ।  
 পদ্মং যাতুমহাবীর্যো রথেনৈকো বিশাম্যমম্ ॥ ১০  
 গন্তব্যং বমদেবস্ত ভকত্যাং ন তথা গৃহম্ ।  
 যুয্যোহি কুতে রুক্মঃ স কংসেন নিরস্ততে ॥ ১১  
 পরাশর উবাচ ।

ইত্যাকুঃ প্রবিশেথ সোহকুরো মথুরাং পুরীম্ ।  
 প্রবিশ্তৌ রামরুক্মৌ চ রাজমার্গমুপাগতো ॥ ১২  
 স্ত্রীভিনরৈঃ চ সানন্দং লোচনৈরভিবীজিতৌ ।  
 জগৎকুলীলয়া বীরৌ দৃষ্টৌ বালগজবিব ॥ ১৩  
 ভ্রমমাণৌ তু তৌ দৃষ্টা রজকং রজ্জ্বকারকম্ ।  
 অবাচেতাং শূরপাণি বাসাসি রুচিরাননৌ ॥ ১৪  
 কংসস্ত রজকঃ সোহথ প্রসাদারুঢ়বিশ্বয়ঃ ।  
 বহুভাষ্যেপবাক্যানি প্রাহোচৈ রামকেশবৌ ॥ ১৫  
 ততস্তলপ্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্ত হরাস্তনঃ ।

খাকুহ । এই কথা বলিয়া অকুর বায়বেগবান  
 অশ্বপথকে লীড় চালাইতে লাগিলেন, পরে  
 সায়াকালে মথুরা প্রাপ্ত হইলেন । যাদব  
 অকুর মথুরার প্রতি অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণ ও  
 বলরামকে কহিলেন যে, আপনারা মহাবলশালী,  
 পদব্রজেই গমন করুন । আমি একাকী রথা-  
 রোহণে নগরী প্রবেশ করি । আপনারা বহু-  
 দেবের গৃহে গমন করিবেন না ; কারণ আপনা-  
 দের জন্ত ঐ বৃদ্ধ সর্বদাই কংসকর্তৃক ভিন্নিত  
 হইতেছেন । ১—১১ । পরাশর কহিলেন,—  
 অকুর এই কথা বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলে  
 পর, কৃষ্ণ ও বলভদ্র মথুরাপুরীতে প্রবেশপূর্বক  
 রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর তাঁহারা  
 স্ত্রীগণ ও নরগণ কর্তৃক আনন্দসহকারে বীজিত  
 হইয়া, লীলা ও বীরভাবে দৃষ্ট বালগজদ্বয়ের দ্বারা  
 গমন করিতে লাগিলেন । ভ্রমমাণ রুচিরানন  
 রাম ও কৃষ্ণ পথে একজন রজ্জ্বকারক রজককে  
 দেখিতে পাইয়া, তাহার নিকট সন্দর্ভ বস্ত্র সকল  
 প্রার্থনা করিলেন । ঐ রজক কংসের দাস  
 ছিল, সুতরাং সে প্রসাদারুঢ় বিশ্বয় সহকারে  
 রাম ও কৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বহুভয় পালাপাণি  
 দিল । তখন কৃষ্ণ সেই হুরায়া রজকের প্রতি

পাভ্যামাস কোপেন রজকস্ত শিরো ভূবি ॥ ১৬  
 হস্তাদায় চ বস্ত্রাণি পীতনীলাম্বরৌ ততঃ ।  
 কৃষ্ণরামৌ মুখা যুক্তৌ মালাকারগৃহং গতো ॥ ১৭  
 বিকাশিনেব্রহ্মলৌ মালাকারোহতিবিশ্রিতঃ  
 এতৌ কিস্ত কুতো কৈতো মৈত্রেয়াচিন্তয়ং তদা ॥  
 পীতনীলাম্বরধরৌ তৌ দৃষ্টাতিমনোহরৌ ।  
 স তর্কম্যাস তদা ভুবং দেবাবুপাগতো ॥ ১৯  
 বিকাশিমুখপদ্মাত্যাং তাভ্যাং পুষ্পাণি যচ্চিতঃ ।  
 ভুবং বিষ্টভা হস্তাভ্যাং পম্পাণি শিরসা মহীম্ ॥ ২০  
 প্রসাদপরমৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতো ।  
 ধত্রোহং মর্জয়িষ্যামীত্যাহ তৌ মালাজীবকঃ ॥ ২১  
 ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ ।  
 চারুণ্যেতাত্তথৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন ॥ ২২  
 পুনঃপুনঃ প্রণম্যামৌ মালাকারে নরোত্তমৌ ।

ক্রোধ করিয়া, করতল প্রহার দ্বারা তাহার মস্তক  
 ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন ।  
 তাহাকে বধ করিয়া নানাবিধ বস্ত্র গ্রহণ করত,  
 রাম ও কৃষ্ণ, নীল ও পীত বস্ত্র যথাক্রমে পরি-  
 ধানপূর্বক অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে মালাকারগৃহে  
 গমন করিলেন । হে মৈত্রেয় ! সেই বিকাশি-  
 নেত্রে যুগল রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া মালাকার  
 অতি বিশ্রিত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল যে,  
 “ইহঁরা কাহার পুত্র এবং কোথা হইতেই বা  
 এখানে আসিলেন ?” পীত ও নীলাম্বরধারী  
 এবং অতি মনোহরাকৃতি সেই দুইজনকে অব-  
 লোকন করিয়া, মালাকার তাবিল, “বুঝি দুইজন  
 দেবতা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছেন ।” অন-  
 তর বিকাশিত-মুখ-পদ্মজ রাম ও কৃষ্ণ তাহার  
 নিকট পুষ্প সকল প্রার্থনা করিলে পর, মালা-  
 কার হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমি আলিঙ্গনপূর্বক মস্তক  
 দ্বারা মহী স্পর্শ করিল এবং কহিল, “হে নাথবয় !  
 আপনারা প্রসাদসুখ হইয়া আমার গৃহে উপ-  
 স্থিত হইয়াছেন, আমি ধন্য হইলাম, যে কারণে  
 আপনাদিগকে অদ্য পূজা করিতে পারিব ।  
 ১২—২১ । অনন্তর মালাকার প্রহৃষ্টবদনে তাঁহা-  
 দের ইচ্ছানুসারে “এই স্থল সুন্দর, ইহা আরও  
 সুন্দর”—এই একারে প্রলোভন করাইয়া, নানা

দদৌ পুষ্পাণি চারুণি গন্ধবস্ত্র্যমলানি চ ॥ ২৩  
মালাকারায় কৃষ্ণোংপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরান্ ।  
শ্রীস্থং মংসংপ্রায় ভদ্র ন কদাচিৎ প্রহাতি ॥ ২৪  
বলহানিন্ তে সৌম্য ধনহানিস্তথৈব চ ।  
যাবদ্বিনানি ভাবচ্চ ন নশিষ্যতি স্মৃতিঃ ॥ ২৫  
ভুক্তা চ বিপুলান্ ভোগাংশ্চ মস্তে মংপ্রসাদজম্ ।  
মমানুশ্চরণং প্রাপ্য দিব্যাং লোকমবাপ্যসি ॥ ২৬  
ধর্ম্মে মনঃ তে ভদ্র সর্বকালে ভবিষ্যতি ।  
যুগ্মং সন্ততিজাতানাং দৌর্ধ্রমাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ২৭  
নোপসর্গাদিকং দোষং যুগ্মং সন্ততিসম্ভবং ।  
সম্প্রাপ্যসি মহাভাগ যাবৎ স্মর্যো ধরিষ্যতি ॥ ২৮

পরশর উবাচ ।

ইতুঙ্কা তদগৃহাং কৃষ্ণা বলদেবসহায়বান্ ।  
নির্জগাম মুনিশ্রেষ্ঠ মালাকারো পুঞ্জিতঃ ॥ ২৯  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশে মথুরাপ্রবেশে  
নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রকার মনোহর পুষ্প প্রদান করিল । মালাকার  
বারংবার সেই পুরুষশ্রেষ্ঠবরকে প্রণাম করিয়া  
গন্ধযুক্ত অমল ও চারু পুষ্পসমূহ প্রদান করিতে  
লাগিল । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া মালা-  
কারকে বর প্রদান করিলেন, হে ভদ্র ! আমার  
বক্ষস্থিত শ্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ  
করিকেনা । 'হে সৌম্য ! তোমার বল ও ধন-  
হানি হইবে না এবং যতকাল চন্দ্রসূর্য্য উদয়  
হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার বংশনাশ হইবে  
না । তুমি ইহকালে বিপুল ভোগ প্রাপ্ত  
হইবে এবং অন্তকালেও আমার প্রসাদে  
আমায় চিন্তা করত দেহত্যাগ করিয়া দিব্যলোক  
প্রাপ্ত হইবে । হে ভদ্র ! তোমার মন সকল  
সময়েই ধর্ম্মপরায়ণ হইবে এবং তোমার বংশে  
যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দৌর্ধ্রীবী  
হইবে । হে মহাভাগ ! যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য  
অবস্থিতি করিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার  
বংশজাত কোন ব্যক্তি উপসর্গাদি দোষ প্রাপ্ত  
হইবে না । পরশর কহিলেন,—‘হে মুনিশ্রেষ্ঠ !  
কৃষ্ণ, মালাকারকে এই প্রকারে বর প্রদানপূর্ব্বক

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্ ।  
দদর্শ কুজামায়াস্তীং নবযৌবনগোচরাম্ ॥ ১  
তামাহ ললিতং কৃষ্ণঃ কস্তেনমনুলেপনম্ ।  
ভবত্যা নীয়তে সত্যং বদেন্দ্রীবরলোচনে ॥ ২  
সকামেনেব সা প্রোক্তা সাহুবাগা হরিং প্রতি ।  
প্রাহ সা ললিতং কুজা তদর্শনবলাংকৃতাম্ ॥ ৩  
কাস্ত কস্মান্ জানাসি কংসেনাভিনিযোজিতাম্ ।  
নেকবক্ত্রেতি বিখ্যাতামনুলেপনকস্মণি ॥ ৪  
নাশ্রপিষ্টং হি কংসস্ত প্রীত্যয় হনুলেপনম্ ।  
ভবতাহমতীবাস্ত প্রসাদধনভাজনম্ ॥ ৫

গীলাকার কড়ক পুঞ্জিত হইয়া, বলভদ্রের সহিত  
তাহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । ২২—২৯

শঙ্করাংশে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অনন্তর রাজমার্গে  
কৃষ্ণ একটা নারীকে আগমন করিতে দেখিলেন ।  
ঐ নারী নবযৌবনে আরুঢ়া এবং তাহার হস্তে  
চন্দ্রনাদি অনুলেপনের পাত্র ছিল ; কিন্তু সে  
কুজা । কৃষ্ণ মনোহর স্বরে তাকে কহিলেন যে,  
‘হে ইন্দ্রীবরলোচনে ? এই অনুলেপন তুমি  
কাহার জন্য লইয়া বাইতেছ, তাহা সত্য করিয়া  
বল ।’ কৃষ্ণ সাহুবাগের দ্বারা এই কথা বলিলে পর,  
হরিদর্শনে আকৃষ্টচিত্তা কুজা, হরির প্রতি সাহু-  
বাগা হইয়া, মধুর ভাবে বলিল যে, ‘হে কাস্ত !  
আপনি কি আমায় জানেন না ?—আমি অনেক-  
বক্তা নামে বিখ্যাত, কংস আমাকে অনুলেপন-  
কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন । অত্র কেহ অনু-  
লেপন পেষণ করিয়া দিলে কংসের মনোনীত  
হয় না, কেবল আমার প্রতি তাঁহার এই বিধে  
প্রসন্নতা আছে, যংপিষ্ট অনুলেপনই তিনি

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুপদমেতদ্রাজার্হং রুচিরং রুচিরাননে ।

আবয়োগত্রিসদৃশং দীপ্ততামনুলেপনম্ ॥ ৬

পরশর উবাচ ।

কুতৈতদাহ সা কুজা গৃহ্যতামিতি সাদরম্ ।

অনুলেপনক প্রদণৌ গাত্রবোধ্যগমথোভয়োঃ

ভক্তিস্ছেদানুলিপ্তাসৌ ততস্তৌ পুরুষধৰ্ত্তৌ

সেন্দ্রচাপৌ বিরাজেতাং সিতকৃষ্ণাবিবাসুদৌ ॥ ৮

ভক্তস্তাং চিবুকৈ শৌরিরূপানবিধানবিং ।

উংপাট্য তোলয়ামাস ব্যসুঠেনংপ্রাপাণিনা ॥ ৯

চকৰ্ষ পদ্ম্যাক তথা ঋজুঃ কেশবোহনয়ং ।

ততঃ সা ঋজুতাং প্রাপ্তা যোদিতামভববরা ॥ ১০

বিলাসললিতং প্রাহ প্রেমগৰ্ভভরালসম্ ।

বস্ত্রে প্রগৃহ গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ ॥ ১১

অস্মৈ মাধিতে ভাল বাসেন।” শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রুচিরাননে! এই মনোহর রাজার্হ ও সুপদ অনুলেপন, আমাদের গাত্রে মাধিবার উপযুক্ত। অতএব তুমি ইহা আমাদিগকে প্রদান কর। পরশর কহিলেন,—কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত কুজা ‘গ্রহণ কর’ এই কথা বলিল এবং উভয়ের গাত্র-বোধ্য অনুলেপন প্রদান করিল। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও কৃষ্ণ নানা প্রকার রচনা-পারিপাট্যের সহিত-চন্দনাদি লেপন করিয়া, ইন্দ্রচাপযুক্ত হুই ঋগু শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণমেঘের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর উল্লাপন-বিধানবিং \* শৌরি স্বকীয় হস্তের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কুজার চিবুক ধারণপূর্বক উর্দ্ধদেশে চালিত করিয়া তাহা উত্তোলিত করিলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা তাহার চরণদ্বয়ে চাপিয়া উর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব, তাহাকে সরলশরীর করিয়া দিলে, সে, রূপে সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ১—১০। অনন্তর কুজা প্রেমগৰ্ভভরালস-

\* উল্লাপন-বিধান, অর্থাৎ যে প্রকারে বস্ত্র-

বস্ত্রকে সরল করা যায়।

আবাস্ত্রে ভবতীগেহমিতি তাং প্রহসন্ হরিঃ ।

বিসসর্জ্ঞ জহাসৌচৈঃ রামস্তালোকা চাননম্ ॥ ১২

ভক্তিস্ছেদানুলিপ্তাসৌ নীলপীতাহরৌ চ তৌ ।

ধনুঃশালাং ততো যাতৌ চিত্রমাল্যোপশোভিতৌ ॥

অযৌগক ধনরত্নং তাত্যাং পৃষ্টৈঃ রক্ষিভিঃ ।

আখ্যাতে সহসা কৃষ্ণে গৃহীতাপূরয়দ্ধনুঃ ॥ ১৩

ততঃ পূরয়ত তেন ভজ্যমানং বলাদ্ধনুঃ ।

চকার স্তমহাশকং মথুরা যেন পুঞ্জিতা ॥ ১৪

অনুযুক্তৌ ততস্তৌ ভূ ভগ্নে ধনুযৈ রক্ষিভিঃ ।

রক্ষিসৈস্ত্যং নিরুত্যোভৌ নিক্ষান্তৌ কাশ্মুকালয়াং ॥

অক্রুরাগমবৃত্তান্তমুপলভ্য তথা ধনুঃ ।

ভগ্নং স্তম্ভাখং কংসোহপি প্রাহ চাগুরমৃষ্টিকৌ ॥ ১৭

কংস উবাচ ।

গোপালদায়কৌ প্রাপ্তৌ ভবন্ত্যাং তৌ মমংগতঃ ।

ভাবে ভগবানের বস্ত্র আকর্ষণ করত বিলাসমনো-হরভাবে গোবিন্দকে কহিল যে, “আপনি আমার গৃহে চলুন।” অনন্তর হরি হাস্ত করিতে করিতে, “তোমার গৃহে কিছুপরে গমন করিব” কুজাকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন এবং বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত করিলেন। অনন্তর রচনা-নৈপুণ্যে বিলিপ্ত-চন্দন, নীল-পীত-বস্ত্রধারী, বিচিত্র মাল্যোপ-শোভিত রাম ও কৃষ্ণ ধনুঃশালাতে গমন করিলেন। অনন্তর “সেই বহুলাকের আঘোজ্য ধনুঃশ্রেষ্ঠ কোথায় আছে” রক্ষিগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর, রক্ষিগণ ধনুঃস্থান নির্দেশ করিলে, কৃষ্ণ তথায় গমনপূর্বক সবলে ধনুঃ গ্রহণ করিয়া জ্যাপুরিত করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ সম্মুখে সেই ধনুতে জ্যারোপণ করিবামাত্র, সে ধনুঃ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই সময়ে সেই ধনুঃভঙ্গের শব্দে মথুরানগরী পূরিত হইল। অনন্তর ধনুঃ ভগ্ন হইলে রক্ষিগণ আসিয়া তাঁহা-দিগকে আক্রমণ করিল; তখন তাঁহারা উভয়ে সেই সকল রক্ষিসৈন্তকে বিনাশ করিয়া ধনুঃশালা হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর কংস, অক্রুরাগমন-বৃত্তান্ত ও ধনুঃভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া চাগুর ও মৃষ্টিক নামে দুই মূলকে কহিল,

মল্লযুদ্ধেন হস্তযো মম প্রাণহরৌ হি তৌ ॥ ১৮  
নিযুদ্ধে তবিনাশেন ভবন্ত্যাং তেযিতৌ স্বহম্ ।  
দাশ্যাম্যভিমতান্ কামান্ নাত্তথৈতম্হাবলৌ ॥ ১৯  
ত্ৰায়তোহত্ৰায়তো রাশি ভবন্ত্যাং তৌ মহাহিতৌ ।  
হস্তযো তব্বাদাজ্যং সামাশ্র্যং নো ভবিষ্যতি ॥ ২০  
ইত্যাজ্ঞাপ্য স তৌ মল্লৌ তত আঁহয় হস্তিপম্ ।  
প্রোবাচোচ্চৈজ্জ্বর্য মেহদ্য সমাজ্জহারি কুজ্বর্য ॥ ২১  
স্বাপ্যঃ কুশলয়াপীড়স্তন তৌ গোপদারকৌ ।  
ষাটনীরৌ নিযুদ্ধয় রঙ্গদ্বারমুপাগতৌ ॥ ২২  
তমখাদ্যাপ্য দৃষ্ট্য চ মঞ্চান সর্কান্নপাকৃতান ।  
আসন্নমরণঃ কংসঃ সৃষ্টোদয়মুদৈক্ষত ॥ ২৩  
তমঃ সমস্তমকেণু নাগরঃ স তদা জনঃ ।  
রাজমকেণু চারুতাঃ সহমাতৌস্বহীভূতঃ ॥ ২৭  
মল্লপ্রাশ্নিকবর্গশ্চ রঙ্গমধ্যসমীপতঃ ।

—গোকুল হইতে গোপাল বালকদয় উপস্থিত হইয়াছে। তেঁমরা দুইজনে আমার সম্মুখে সেই বালকদয়কে বিনাশ কর। কারণ ঐ বালকদয় জীবিত থাকিলে আমার প্রাণ হরণ করিবে। মল্লযুদ্ধে সেই বালকদয়কে বিনাশ করিয়া আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমি তোমাদিগকে অভিমত ভোগ প্রদান করিব। ইহার অত্থা হইবে না। আমার অনিষ্টকারী সেই মহাবল বালকদয়কে, ত্রায় অথবা অত্ৰায় যুদ্ধে যে প্রকারে পার, বিনাশ করিও। কারণ তাহাদিগকে বধ করিতে পারিলে, এই রাজ্য আমাদের সাধারণ ধন হইবে। ১১—২০। কংস এই প্রকার মল্লযুদ্ধকে আদেশপূর্বক হস্তিপককে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল,—“তুমি সমাজদ্বারে মদীয় কুবলয়াপীড় নামা উচ্চ হস্তীকে স্থাপন কর এবং সেই বালকদয় রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, সেই হস্তী দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করাইবে। আসন্নমরণ বংশ, এই প্রকার আদেশ করিয়া উপকল্পিত মঞ্চ সকল অবলোকন-পূর্বক সৃষ্টোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর সৃষ্টোদয় হইলে, নাগরিকগণ সাধারণ-মঞ্চে আরোহণ করিল এবং রাজমঞ্চ-সমূহে অমাত্য সকলের সহিত নৃপতিগণ আরূঢ়

কৃতঃ কংসেন কংসোহপি তুঙ্গমক্ষে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৫  
অন্তঃপুরাণাং মঞ্চাশ্চ তথাত্মে পরিকল্পিতাঃ ।  
অন্ত্রে চ বারমুখ্যানামন্যে নাগরযোষিতাম্ ॥ ২৬  
নন্দগোপাদয়ো গোপা মকেণ্বন্যেষবস্থিতাঃ ।  
অক্রুর-বুহুদেবৌ চ মঞ্চপ্রান্তে ব্যবস্থিতৌ ॥ ২৭  
নাগরীযোষিতাং মধ্যে দেবকী পুত্রগন্ধিনী  
অতকালেহপি পুত্রস্ত দ্রক্ষ্যামি রুচিরং মুখম্ ॥ ২৮  
বাদ্যমানেষু তুর্ধ্বেষু চাগ্রে চাপি বহ্নতি ।  
হাহাকারপরে লোকে আক্ষেপটয়িত মুখিকে ॥ ২৯  
হস্তা কুবলয়াপীড়ং হস্ত্যারোহপ্রণোদিতম্  
মদাস্তগতুলিপ্তাস্তৌ গজদত্তবরায়ুযৌ ॥ ৩০  
মৃগমধ্যে যথা সিংহৌ গর্জলীলাবলোকিতৌ  
প্রবিষ্টৌ যুমহারদ্বং বলভদ্রজনাঙ্গিনৌ ॥ ৩১  
হাহাকারে মহান যজ্ঞে সর্কমকেখনত্তরম্ ।

হইলেন। অনন্তর কংস রঙ্গমধ্যভাগের নিকট যুদ্ধের যোগাযোগ্য পরীক্ষক ব্যক্তিগণকে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উন্নত মঞ্চের উপর অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেইখানে অন্তঃপুরস্থ নারীগণের জন্ত আরও অনেক মঞ্চ নিষ্প্রতি হইয়াছিল এবং নাগরিক-স্ত্রী ও বেণ্যগণের জন্তও বহুতর মঞ্চ নিষ্প্রতি হইয়াছিল। নন্দগোপ প্রভৃতি গোপগণ এবং বহুদেব ও অক্রুর প্রভৃতি—ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। দেবকী “মৃত্যুকালেও পুত্রের মনোহর বদন দর্শন করিব” এই আশায় নাগরী-স্ত্রীগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর চতুর্দিকে নানাপ্রকার বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। চাগুর মল ও মুখিক গর্জিতভাবে বাহ্মাক্ষেটন করিতে লাগিল এবং সকল লোকই চতুর্দিকে হাহাকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় হস্তিপকপ্রেরিত কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে হনন করিয়া, সেই হস্তীর দন্তদ্বয়কে হস্তে ধারণ করত মদ ও রক্তে অনুলিপ্তাঙ্গ বলভদ্র ও কৃষ্ণ গর্জ ও লীলা সহকারে অবলোকন করিতে করিতে, মৃগমধ্যে সিংহের ত্রায়, সেই যুমহার-রঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন। ২১—৩১। তখন সকল মঞ্চেই এক প্রকাণ্ড হাহাকার ধ্বনি উথিত



কৃষ্ণোহয়ং বলভদ্রোহয়মিতি লোকস্ত বিষয়ঃ ॥৩২  
সোহয়ং যেন হতা ধোরা পুত্না সা নিশাচরী ।  
ক্ষিপ্তক শকটং যেন ভগ্নো চ যমলার্জুনো ॥ ৩৩  
সোহয়ং যঃ কালিয়ং নাগং ননর্তারুহ বালকঃ ।  
সুতো গোবর্জনো যেন সপ্তরাত্রং মহাগিরিঃ ॥ ৩৪  
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী লীলয়ৈব মহাস্থনা ।  
নিহতঃ যেন দুর্ভস্তা দৃশ্যতাং সোহয়মচ্যুতঃ ॥ ৩৫  
অয়কাস্ত্র মহাবাহুবলভদ্রোহগ্রজোহগ্রতঃ ।  
প্রয়াতি লীলয়া যোষিমাননয়ননন্দনঃ ॥ ৩৬  
অয়ং স কথ্যতে প্রাজৈঃ পুরাণার্থবলোকিভিঃ ।  
গোপালে যাদবং বংশং মগ্নমভ্যাক্রিয়তি ॥ ৩৭  
অয়ং স সর্লভুতস্ত বিদ্যোর্থখিলজয়নঃ ।  
অবতীর্ণো মহীমাংশো ননং ভারহরো ভুবঃ ॥ ৩৮  
ইতোবং বর্ণিতে পৌরৈ রামে কৃষ্ণে চ তৎক্ষণাৎ  
উরস্ততাপ দেবক্যাঃ স্নেহস্বতপয়োধরম্ ॥ ৩৯

হইল এবং ইনি কৃষ্ণ ও ইনিই বলভদ্র—  
এই প্রকার বিষয়স্বচক শব্দ সকলের মুখ  
হইতেই ক্রত হইতে লাগিল। “পুত্না নাম্নী  
ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে যিনি বিনাশ করিয়াছেন,  
শকট ও যমলার্জুন নামে প্রকাণ্ড বক্ষবরকে  
যিনি ভগ্ন করিয়াছেন, ইনি সেই কৃষ্ণ।  
যিনি বাল্যকালেই কালিয়নাগে আরোহণ করত  
মৃত্যু করিয়াছিলেন এবং যিনি সপ্তরাত্র পধ্যস্ত  
গোবর্জন নামক মহাপর্বত ধারণ করিয়া-  
ছিলেন, ইনিই সেই কৃষ্ণ। যে মহাস্থা  
অবলীলাক্রমেই দুর্ভস্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও  
কেশীকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই মহাস্থা,  
দর্শন কর। এই ইহারই অগ্রভাগে—ইহার  
অগ্রজ বলভদ্র অবলীলাক্রমে গমন করিতে-  
ছেন, আহা! ইহাকে দেখিলে যোষিদৃগণের  
মন ও নয়ন আনন্দিত হয়। পুরাণার্থব-  
লোকনকারী প্রাজ্ঞগণ, ইহাকেই বলিয়া থাকেন  
যে “এই গোপাল, নিমগ্ন যাদববংশকে উদ্ধার  
করিবেন। এই গোপাল, সর্লভুতময় ও অখিল  
কারণ বিষ্ণুর অংশ এবং ভার-হরণের জন্ত  
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন” পৌরগণ  
সকলে পুরোক্ত প্রকারে রাম ও কৃষ্ণের বর্ণনা

মহোৎসবমিবাসাদ্য পুত্রানবিলোকনম্ ।  
যুবেব বহুদেবোহভূদ্বিহায়াভাগতাং জরাম্ ॥ ৪০  
বিস্তারিতাক্ষিণুগো রাজাস্তঃপুরযোষিতাম্ ।  
নাগরস্ত্রীসমূহং চ দ্রষ্টুং ন বিররাম তম্ ॥ ৪১  
সখ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্ত মুখমত্যরূপেক্ষণম্ ।  
গজযুদ্ধরুতায়াস-ধেদাস্বকণিকাচিতম্ ॥ ৪২  
বিকাশি-শরদস্তোজমবশ্যায়জলোক্ষিতম্ ।  
পরিভ্রূয় স্থিতং জন্ম সফলং ক্রিয়তাং দৃশোঃ ॥ ৪৩  
ত্রীবংসাক্ষং মহদ্ধাম বালস্তুতদ্বিলোক্যতাম্ ।  
বিপক্ষক্ষপণং বক্ষো ভূজযুগ্মক ভামিনি ॥ ৪৪  
কিন্ন পশ্যসি কুন্দেন্দু-মৃণালধবলাননম্ ।  
বলভদ্রমিমং নীল-পরিধানমুপাগতম্ ॥ ৪৫  
বরুতা মুষ্টিকে নৈ তত্যানব্রণ তথ সখি ।

করিতে লাগিলেন; কিন্তু এদিকে দেবকীর  
স্তন হইতে স্নেহভরে দুগ্ধ স্বয়ংই ক্ষরিত হইতে  
লাগিল এবং তাঁহার স্তন্য প্রকাণ্ড তাপযুক্ত  
হইল। পুত্রের মুখ-বিলোকন-রূপ মহোৎসব-  
প্রাপ্ত হইয়া বহুদেব যেন জরা পরিত্যাগ করত  
যৌবন লাভ করিলেন। ৩২—৪০। রাজাস্তঃ-  
পুর নারীগণ ও নগরস্ত্রীসমূহ অক্ষিণুগল বিস্তা-  
রিত করিয়া, অবিরামভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে  
লাগিল। কোন নারী কহিতে লাগিল, হে  
সখীগণ! কৃষ্ণের এই অতিরঞ্জনেশালী  
মুখখানি দর্শন কর; আহা! দেখ, গজযুদ্ধ-  
জনিত পরিগ্রমে সমুৎপন্ন ধেদাস্বকণিকা দ্বারা  
মুখখানি ভিজিয়া গিয়াছে। কেহ কহিল, হে  
সখীগণ! নীহার-জলদ্রিত, শরৎকালের প্রফুল্ল-  
পঙ্কজের দর্পহারী, ঐ কৃষ্ণের স্নেদজল-কণাচিত  
মুখ দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়কে সফল কর। কেহ  
কেহ কহিতে লাগিল যে “হে ভামিনি! বালক-  
কৃষ্ণের এই বিপক্ষ-ক্ষপণ, ত্রীবংসাক্ষিত, বিপুল  
ভেজঃশালী বক্যোদেশ ও ভূজদ্বয় কেমন সুন্দর  
—দেখ দেখি। কেহ কহিল, সখি! এই  
সম্মুখে আগত নীলবস্ত্রপরিধারী বলভদ্রকে  
কেন দেখিতেছ না? আহা! ইহার মুখ কেমন  
হিমকুণ্ড ও মৃণালের ত্রায় স্তম্ভবর্ণ! কেহ  
কহিল, সখি! মুষ্টিক ও চাগুর, মন্দদর্পিতভাবে

ক্রিয়তে বলভদ্রস্ত হস্তমীষদিলোকাতাম্ ॥ ৪৬  
সখ্যঃ পশুত চাগুরো নিযুক্তার্থময়ং হরিম্ ।  
সমুপৈতি ন সন্ত্যত্র কিং বৃদ্ধা যুক্তকারিণঃ ॥ ৪৭  
ক যৌবনোন্মখীভূত-সুখমারতনুহরিঃ ।  
ক বজ্রকাঠিন্যভোগি-শরীরোহুং মহামুখঃ ॥ ৪৮  
ইমৌ স্থললিতৌ রঙ্গে বর্ততে নবযৌবনৌ ।  
দৈতেয়মল্লাংচাগুর-প্রমুখাস্ততিদারণাঃ ॥ ৪৯  
নিযুক্ত-প্রাণিকানাস্ত মহানেব ব্যতিক্রমঃ ।  
মদ্রালবলিনঃপুংসু মধ্যাহ্নে সমুপেক্ষাতে ॥ ৫০  
পরশর উবাচ ।  
ইতং পুরস্ত্রীলোকস্ত বদন্তালয়ন ভুবম্ ।  
নবম বন্ধকক্ষেপিত্তর্জুনস্ত ভগবান হরিঃ ॥ ৫১  
এলভদ্রোহপি চাফেটা ববল্ল ললিতঃ যদ,  
পদে পদে তদা ভূমিধর্ম শীর্ণা তদভূতম্ ॥ ৫২  
চাগুরেণ তদা কৃষ্ণে যুগ্মেবমিতবিক্রমঃ ।

এমণ করিতে করিতে বলভদ্রের দিকে চাহিয়া:  
(মনে মনে অপারগ ভাবিয়া) কেমন দৃশ্য:  
হাস্ত করিতেছে, একবার দেখ! কেহ কহিল,  
সখি! আহা! দেখ ঐ চাগুর যুদ্ধ করিবার জন্ত  
হরির সমীপে উপস্থিত হইতেছে। আহা!  
উচিতকারী বুদ্ধগণ কি এখানে নাই? আহা!  
হরির যৌবনোন্মখ এই সুখমার তনুই বা  
কোথায়, আর বজ্রকাঠিন বিশালশরীর এই মহা-  
সুলই বা কোথায়? এই উভয়ের কি পরস্পর  
যুদ্ধ সম্ভবে! আহা! ইহার দুইজনেই নব-  
যৌবনশালী, কিন্তু, রঙ্গস্থলে এই চাগুর-প্রমুখ  
মল্লগণ অতি দারুণ। আহা! যুদ্ধপ্রাণ-কর্তারা  
কি মহান ব্যতিক্রম করিতেছে? যে, তাহার  
মধ্যস্থ হইয়াও কি প্রকারে বালক ও বলবানের  
পরস্পর যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে? ৪১—৫০।  
পরশর কহিলেন—পুরস্ত্রীগণ এই প্রকার  
পরস্পর বলাবলি করিতেছে, এমন সময় ভগ-  
বান হরি, জনতার মধ্যে পদদ্বয়ে পৃথিবীকে  
চালিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন-  
ন্তর বলভদ্রও যখন আফেটনপূর্বক মনোহর  
ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সময় যে  
তাহার পদভরে ভূমি বিদীর্ণ হয় নাই, তাহা

নিযুক্তকুশলো দৈত্যো বলভদ্রেণ মুষ্টিকঃ । ৫১  
সম্মিপাতাবধূতৈস্ত চাগুরেণ সমং হরিঃ ।  
ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিঃশ্চ কীলবজ্রনিপাতনৈঃ ।  
জাতুভিঃচাশানিধিতৈস্তথা বাহবিষা টটৈঃ ।  
পাটোক্তৈঃ প্রস্টৈশ্চ তয়োবুদ্ধমভূতম্ ॥ ৫৪  
অশস্ত্রমতিধোরং তং তয়োবুদ্ধং হৃদরুণম্ ।  
বলপ্রাণবিনিপাদ্যং সমাজোঃসবসারিনৌ ॥ ৫৫  
যাবদযাবচ্চ চাগুরো যুগ্মে হরিণাঃ সহ ।  
প্রাণানিমবাপাথ্যং তাবন্তাবল্লাবল্লম্ ॥ ৫৬  
কক্ষেপ যুগ্মে তেন কীলয়েব জগদ্রমঃ ।  
খেদাচ্চালয়তা কোপাং নিজশেষবাকসনম্ ॥ ৫৭  
বলক্ষয়ং বিরুদ্ধিৎ দৃষ্ট্বা চাগুরকম্যোঃ ।  
বারয়ামাস তুর্ঘ্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ ॥ ৫৮  
মদঙ্গাদিসু তুর্ঘ্যেব প্রতিসিদ্দেতু তংক্ষণং ।  
খে সঙ্গতাগবাদাস্ত দেবতুর্ঘ্যানানেকশঃ ॥ ৫৯

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! তখন অমিতবিক্রম  
কৃষ্ণ, চাগুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন  
এবং নিযুক্তকুশল মুষ্টিকও বলভদ্রের সহিত যুদ্ধ  
করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর হবি পরস্পর  
শেষ ও এক একবার পতনপূর্বক চাগুরের সহিত  
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেপণ, মুষ্টি-  
পাত, বজ্রসদৃশ কীল প্রহার, জাতুদেশে প্রস্তুত-  
ক্ষেপ, বাহবিষটন, পাদ দ্বারা উল্লক্ষেপণ ও  
প্রসারণ দ্বারা উভয়েরই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ  
প্রবৃত্ত হইল। তখন সমাজোঃসব সন্নিধানে  
উভয়ের শস্ত্র-রহিত বল ও প্রাণ নিপাদ্য সেই  
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। চাগুর মল্ল—হরির  
সহিত যত যুদ্ধ করিতে লাগিল ততই তিল  
তিল প্রমাণে তাহার বলক্ষয় হইতে লাগিল।  
জগদ্রম কেশব, কোপ ও খেদে স্বকীয় শিরো-  
মাল্যকেশর কম্পিত করিয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধ  
করিতে লাগিলেন। অনন্তর চাগুরের বলক্ষয়  
ও কৃষ্ণের বলবুদ্ধি অবলোকন করিয়া কোপ-  
পরবশ কংস তুর্ঘ্য বাদ্য করিতে নিবারণ করিল।  
অনন্তর কংস কর্তৃক মদঙ্গাদি তুর্ঘ্যবাদ্য প্রতি-  
বিদ্ধ হইবামাত্র, আকাশে অনেক স্বরাদিমুক্ত  
দেবতুর্ঘ্য তংক্ষণাৎ বাদিত হইতে আরম্ভ

জয় গোবিন্দ চাগুরং জহি কেশব দানবম্ ।  
 ইত্যন্তদানগা দেবাস্তদোচুরতিহরিতাঃ ॥ ৬০  
 চাগুরেণ চিরং কালং ক্রৌড়িয়া মধুসূদনঃ ।  
 উৎপাতি ভ্রাম্যামাস তদ্বধায় কুতোদ্যমঃ ॥ ৬১  
 ভ্রাম্যমিষা শতগুণং দৈতমল্লমমিত্রজিৎ ।  
 ভূমাবাক্ষোটিয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥ ৬২  
 ভূমাবাক্ষোটিতন্তেন চাগুরঃ শতধাব্রজঃ ।  
 রক্তশ্রাব-মহাপঙ্গাং চকার স তদা ভুবম্ ॥ ৬৩  
 বলদেবোহপি তংকালং মুষ্টিকেন মহাবলঃ ।  
 যুয়ুৎসাদতামল্লেন চাগুরেণ যথা হরিঃ ॥ ৬৪  
 সোহপ্যেনং মুষ্টিমু মুদ্রি বক্ষত্ৰাহত জাহ্ননঃ ।  
 পার্ভাতি ধরাপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ গত্যয়মম্ ॥ ৬৫  
 কৃষ্ণস্তোসলকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলম্ ।  
 বামমুষ্টিপ্রহারেণ পাতরামাস ভূতলে ॥ ৬৬

হইল। সেই সময় অন্তর্দানগত দেবগণ, অতি  
 স্নেহভাবে বলিতে লাগিলেন যে, “হে গোবিন্দ!  
 তোমার জয় হউক, হে কেশব! এই দানবকে  
 ভূমি হনন কর”। ৫১—৬০। মধুসূদন  
 পুর্বে ভ্রম প্রকারে বহুক্ষণ পর্যন্ত চাগুরের সহিত  
 ক্রৌড়ি করত পশ্যৎ তাহার বিশেষ বদপরিকর  
 হইয়া। তাহাকে উৎপাটন করত উত্তালিত  
 করিলেন। অনন্তর অমিত্রজিৎ কৃষ্ণ, সেই  
 অল্পপ্রাণ দৈত্যকে শতবার গগনে ভ্রমণ করাইয়া,  
 সে গতগতজীবিত হইলে পর, ভূমির উপর  
 তাহাকে আছড়াইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক  
 আক্ষোটিত চাগুর শতধা বিদীর্ণ হইল এবং  
 তদীয় রক্তশ্রাবে সেই সময় পৃথিবী মহা পঙ্ক-  
 ময়া হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ যে প্রকারে চাগুরের  
 সহিত যুদ্ধ করিলেন, মহাবল বলভদ্রও সেই  
 প্রকারে দৈতামল্ল মুষ্টিকের সহিত, তৎকালে  
 যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বলভদ্রও মুষ্টি ও  
 অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তকে ও বক্ষোদেশে  
 আঘাতপূর্বক তাহাকে ভূমিতে পাতিত করি-  
 লেন এবং এমনি ভাবে তাহাকে পেষণ করি-  
 লেন যে, তাহাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল।  
 কৃষ্ণও তোসলক নামক মহাবল মল্লরাজকে বাম-  
 প্রহার দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন।

চাগুরে নিহতে মল্ল মুষ্টিকে বিনিপাতিতে  
 নীতে ক্ষয়ং তোসলকে সর্বে মল্লাঃ প্রহৃজুঃ ॥ ৬৭  
 ববল্লতুস্তদা রঙ্গং কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুতো ।  
 সমানবয়সো গোপান্ বলদাকৃষ্য হরির্ভূতে ॥ ৬৮  
 কংসোহপি কোপরতাক্ষঃ প্রাহোচ্চৈর্য্যাপূতান্নরান্  
 গোপাবেতো সমাজৌষান্নিকাশ্রেতাং বলাদিতঃ ॥ ৬৯  
 নন্দোহপি গৃহতাং পাপো নিগড়ৈরায়সৈরিহ ।  
 অবুদ্ধার্হেণ দণ্ডেন বহুদেবোহপি বধ্যতাম্ ॥ ৭০  
 বলন্তি গোপাঃ কৃষ্ণেন যে চেমে সহিতাঃ পুরঃ ।  
 গাবোঃ শ্রিয়ন্তামেতোযাং যচ্চাপ্তি বহু কিঞ্চন ॥ ৭১  
 এবমাস্ত্রপিয়ানকং প্রহস্ত মধুসূদনঃ ।  
 উৎপত্যাক্রুহ তং মকং কংসং জগ্রাহ বেগতঃ ॥ ৭২  
 কেশেষাকৃষ্য বিগলং-কিরীটমবনীতলে ।

অনন্তর চাগুর মুষ্টিক ও তোসলক বিনাশ প্রাপ্ত  
 হইলে পর, অত্যাশ্রয় সকল মল্লগণ পলায়ন  
 করিল। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলভদ্র সমানবয়স্ক  
 গোপাল-বালকগণকে আকর্ষণ করিয়া বঙ্গমধ্যে  
 অতিস্নেহভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন  
 কংস কোপে নেত্র রক্তবর্ণ করত ব্যাপ্ত লোক  
 সকলকে, অতি উচ্চস্বরে কহিল যে, “এই  
 সমাজমণ্ডল হইতে সবলে এই গোপবালক-  
 দ্বয়কে নিকাশিত করিয়া দাও। নৌহয়ম”  
 শৃঙ্খল দ্বারা এই পাণ্ডী নন্দকে বন্ধন কর;  
 আবুদ্ধার্হ দণ্ডপ্রয়োগ করিয়া এই বুদ্ধ বহু-  
 দেবকে বধ কর, আর কৃষ্ণের সহিত যে গোপ-  
 বালকগণ এই সংঘে নৃত্য করিতেছে, ইহা-  
 দিগকেও বধ কর এবং ইহাদের গাভী সকল  
 ও বাহা কিছু ধন আছে, তাহা সকলই হরণ  
 কর”। ৬১—৭১। কংস এই প্রকার আজ্ঞা  
 করিলে পর, মধুসূদন হস্তদ্বারা একটি লক্ষ্য  
 প্রদানপূর্বক সেই মঞ্চের উপর আরোহণ  
 করিয়া বেগে কংসকে ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ,  
 কেশসমূহ আকর্ষণ করিয়া কংসকে ভূমিতে  
 নিপাতিত করিলেন এবং তাহার উপর স্বয়ং  
 পতিত হইলেন, সেই সময় কংসের মস্তক  
 হইতে কিরীট বিগলিত হইয়া পড়িল। সকল

কংসং স পাত্যাম'স তস্তাপরি পপাত চ ॥ ৭৩

নিঃশেষজগদাধার-গুরুণ্য পততোপরি ।

রুক্ষেণ তাজিতঃ প্রাণানুগ্রসেনাস্বজো নৃপঃ ॥ ৭৪

মৃতস্ত কেশেষু তদা গৃহীত্বা মধুসূদনঃ ।

চকর্ব দেহং কংসস্ত রঙ্গমধ্যে মহাবলঃ ॥ ৭৫

গৌরবেণাতিমহতা পরিখা তেন কুষ্যতা ।

কৃত্য কংসস্ত দেহেন বেগেনেব মহাস্তমঃ ॥ ৭৬

কংসে গৃহীতে রুক্ষেণ তদ্ভ্রাতাভাগতো রুষা ।

সুমালী বলভদ্রেণ লৌলয়েব নিপাতিতঃ ॥ ৭৭

অতো হাহাকৃতং সর্বমাসীং তদঙ্গমণ্ডলম্ ।

অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা রুক্ষেণ মধুরেশ্বরম্ ॥ ৭৮

কক্ষেহপি বহুদেবস্ত পাদৌ জগ্রাহ সত্বরঃ ।

দেবক্যাং মহাবাহুর্কলতদ্রসহায়বান্ ॥ ৭৯

উত্থাপ্য বহুদেবস্তং দেবকৌ চ জনাৰ্দ্দিনম্ ।

স্মৃতজমোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতো স্তিতে ॥ ৮০

বহুদেব উবাচ ।

প্রসাদ সৌদতাং নাথ দেবানাং বরদ প্রভেঃ ।

তথাবয়োঃ প্রসাদেন কতোদ্ধারং কেশব ॥ ৮১

কর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাজলবেগের গায়

আরুধ্যমাণ কংসদেহের অতিগৌরব প্রযুক্ত

সেই সময় সেইখানে এক প্রকাণ্ড পরিখা

নির্মিত হইল । রুক্ষ এবং প্রকাণ্ড কংসকে

গ্রহণ করিলে পর, কংসের ভ্রাতা সুমালী রোষ

সহকারে আগমন করিল, কিন্তু বলভদ্র অবলীলা-

ক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন । অনন্তর

• অবজ্ঞাসহকারে রুক্ষ কর্তৃক নিপাতিত কংসকে

অবলোকন করিয়া সেই রঙ্গমণ্ডলস্থ সকল

ব্যক্তিই হাহাকার করিতে লাগিল । অনন্তর

মহাবাহু রুক্ষ, বলভদ্রের সহিত মধুর হইয়া

বহুদেব ও দেবকীর পাদগ্রহণ করিলেন ।

তখন বহুদেব ও দেবকীর পূর্জন্মদুঃস্বপ্ন

স্মরণ হইতে লাগিল এবং তাহার ভগ-

বান্কে ভূমি হইতে উঠিয়া, প্রণাম করত

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ৭১—৮০ ।

বহুদেব কহিলেন, হে অবসন্নগণের নাথ, দেব-

গণেরও বরদ ! হে প্রভো ! প্রসন্ন হও ! হে

কেশব ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমা-

আরাধিতো যন্তগবানবতীর্ণো গৃহে মম ।

হৃর্কৃন্তনিধনার্থ্য তেন নঃ পাবিতং কুলম্ ॥ ৮২

ত্মস্তঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতেশবস্থিতঃ ।

প্রবর্তেতে সমস্তান্ন ত্বস্তো ভূতভবিষ্যতৌ ॥ ৮৩

যজ্ঞেজ্ঞমিজ্যতে নিতাং সর্বদেবগয়াচ্যুত ।

তুমেব যজ্ঞো যষ্টা চ যজ্ঞানাং পরমেশ্বর ॥ ৮৪

সাপহুবং মম মনো যদেতং ত্বয়ি জায়তে ।

দেবক্যাং যজ্ঞপ্রীত্যা তদতাত্ত্ববিভূতনঃ ॥ ৮৫

ক কৃত্য সর্বভূতানামনাদিনিধনো ভবান ।

ক মে মনুষ্যকষ্টেষ্বা জিহ্বা পুত্রৈতি বন্ধ্যতি ॥ ৮৬

জগদেতজ্জগন্নাথ সত্ত্বতমখিলং যতঃ ।

কয়া যুক্ত্য বিনা মায়াং সোহমুদন্তঃ সত্ববিষ্যতি ॥ ৮৭

জগতের আধার অতিভার রুক্ষ উপরে পতিত

হইয়া, উগ্রসেনপুত্র কংসের প্রাণ পরিত্যাগ

করাইলেন । সেই সময় মধুসূদন মৃতকংসের

কেশসমূহ আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে তাহার দেহ

দিগকে উদ্ধার করিয়াছে । হে ভগবন ! আপনি

পূর্বে আমাদের আরাধিত হইয়া, হৃর্কৃন্ত-

গণের নিধনের নিমিত্ত যে আমার গৃহে অব-

তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে আমার কুল পরি-  
ত্ন হইয়াছে ।

তুমি সর্বভূতের অন্ত, অথচ তুমি

সর্বভূতেই অবস্থিতি করিতেছ । হে সমস্ত-

ান্ন ! তোমা হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রবর্তিত

হইয়াছে । হে সর্বদেবময় অচ্যুত । সকল

যজ্ঞেই তোমার যজ্ঞ হইয়া থাকে । হে

পরমেশ্বর ! তুমিই যজ্ঞ স্বরূপ, অথচ তুমিই

সকল যজ্ঞের যষ্টা । আমার এবং দেবকীর

অন্তঃকরণ যে তোমার প্রতি তনুপ্রীতিবশে

ভ্রুতিযুক্ত হইতেছে, তাহা যে অত্যন্ত বিদ্রব্যা,

ইহাতে সন্দেহ কি ? সকল ভূতগণের কৃত্য

অনাদি-নিধন তুমিই বা কোথায়, আর মনুষ্য-

রূপী আমার তোমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন-

কারিণী জিহ্বাই বা কোথায় ? তুমি আমার পুত্র

ইহা কি সম্ভব হইতে পারে ? হে জগন্নাথ !

এই অখিল জগৎ বাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,

মায়া ব্যতিরেকে তিনি আমা হইতে ভিন্নগ্রহণ

করিবেন, ইহা অথচ কোন যুক্তি দ্বারা সমর্থিত

যশ্মিন প্রতিষ্ঠিতং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজসমম্ ।

স কোষ্ঠাংসচশ্যনো মানুষাজ্জায়তে কথম্ ॥ ৮৮

স ত্বং প্রসীদপরমেশ্বর পাহি বিশ্ব-

মংশ'বতারকর্ণৈর্ন মমাসি পুত্রঃ ।

আব্রক্ষপাদপময়ং জগদেতদীশ

তং নো বিমোহয়সি কিং পরমেশ্বরাস্তন ॥ ৮৯

ময়বিমোহিতদৃশা তনয়ো মমেতি

কংসান্ধয়ং কৃতমপান্তভরাতিতীব্রম্ ।

নৌতোহসি গোবলমিতোহতিভয়াবলম্

বুদ্ধিং প্রতোহসি মম নাস্তি মমদ্রুমীশ ॥ ৯০

কণ্ঠাগ্নি রুদ্রমরুদগ্নিশতকেনাং

সাধনান যানি ন ভবন্তি নিরীকৃতানি

হৃৎ বিষ্ণুরীশ জগতমুপকারহতোঃ ।

প্রাপ্তোহসি নঃ পরিগতো বিগতো হি মোহঃ ॥

চৈতী ত্রীবিধ-প্রাণে পঞ্চমহংশে কংসবধে

।নাম।বংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হঠাৎ এই স্বাবর-জসমাত্মক জগৎ বিনাশে

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি জঠর-অধ্যাষারী হইয়া

মনুষ্য হইতে কেন জন্ম গ্রহণ করিবেন ? হে

পরমেশ্বর ! তুমি সেই অচিন্তনীয়বিভব ; তুমি

প্রদান কর এবং অংশবতার দ্বারা বিশ্বের পালন

কর তুমি আমার পুত্র নহ। হে ঈশ ! এই

আব্রক্ষপাদপ জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন, হে

পরমেশ্বরাস্তন ! আমাদিগকে কেন বিমোহিত

করিতেছ ? হে অপান্তভয় ! তুমি আমার

তনয়, এই মায়াপ্রভাবে বিমুগ্ধদৃষ্টি হইয়াই আমি

কংস হইতে অতি তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম

এবং সেই ভয়ে আকুল হইয়াই আমি

তোমাকে গোবলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম ; তুমি

সেইখানেই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ। হে ঈশ !

আমার মমত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে। রুদ্র,

মকং, অগ্নিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের

অসহ্য যে সকল কৰ্ম্ম, তাহা তুমি সম্পাদন

করিলে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিলাম। হে ঈশ !

তুমি বিষ্ণু এবং জগতের উপকার করিতে

অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমরা ভাল করিয়া

একবিংশোহধ্যায়ঃ

পরশর উবাচ ।

তো সমুৎপন্নবিজ্ঞানো ভগবৎকর্ম্মদর্শনাং ।

দেবকীবহুদেবো তু দৃষ্টুঃ মায়াং পুনর্হরিঃ ।

মোহায় যদুচক্রম্ব বিততান স বৈষ্ণবীম্ ॥ ১

উবাচ চান্স ভোক্তাত চিরাহংকর্ণিতেন মে ।

ভবন্তৌ কংসভীতেন দৃষ্টৌ সঙ্কর্ষণৈঃ চ ॥ ২

কুর্কৃতাং যতি যঃ কালো মাতাপিত্রোরপূজনম্ ।

তং যশুমাযুযো ব্যর্থং সাধনামুপজায়তে ॥ ৩

গুরুদেববিজাতীনাং মাতাপিত্রোঃ পূজনম্ ।

কুর্কৃতাং সফলং জন্ম দেহিনাং তাত জায়তে ॥ ৪

তং ক্ষতব্যগিদং সর্কর্ম্মতক্রমকৃতং পিতঃ ।

কংসপ্রতাপবীৰ্য্যভ্যামার্ভরোঃ পরবশয়োঃ ॥ ৫

বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের মোহ নষ্ট

হইয়াছে। ৮১—৯১ ।

পঞ্চমাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন—ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য

কর্ম্ম দর্শন করিয়া, বহুদেব ও দেবকী সম্পূর্ণ

বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া : হরি, যশু-

মণ্ডলীর মোহোৎপাদনের জন্ত পুনর্বার

বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ

বহুদেব ও দেবকীকে সন্দোদন করিয়া কহি-

লেন যে “হে পিতা ! হে মাতা ! কংস-ভীত

আমি ও বলভদ্র বহুকাল ধরিয়া উৎকর্ণিত-

ভাবে থাকিয়া অন্য ভাগ্যক্রমে আপনাদের

দুইজনকে দেখিতে পাইলাম।” সাধুদিগের

পিতা ও মাতার পূজা ব্যতিরেকে যে কাল

গমন করে, “জীবনের সেই অংশটুকুও ব্যর্থ

স্বরূপে পরিগণিত হয়। হে তাত ! দেব,

দ্বিজ ও গুরুগণের এবং মাতা ও পিতার পূজন-

কারী দেহগণেরই জন্ম সফল হইয়া থাকে।

হে পিতা ! কংসের প্রতাপ ও বীৰ্য্যে ভীত ও

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তাং প্রথমোত্তো যদ্বদাননুক্রমাং ।  
যথাবদভিপূজাং চৈত্রতুঃ পৌরমাননম্ ॥ ৬  
কংসপত্ন্যন্ততঃ কংসং পরিবার্য হতং ভুবি ।  
বিলেপুর্নাতরং চাস্ত্রং দুঃশোকপরিপ্লুতঃ ॥ ৭  
বহুপ্রকারমত্যাং পংগভাপাতুরো হরিঃ ।  
তাঃ সমংসায়ামাস স্বয়মশ্রাবিলেক্ষণঃ ॥ ৮  
উগ্রসেনং ততো বন্ধাম্মোচ মধুসূদনঃ ।  
অভ্যধিপং তথৈবেনং নিজরাজ্যে হতাস্রজম্ ॥ ৯  
রাজ্যাভিষিক্তঃ কৃষ্ণেন যদুসিংহঃ সুতস্ত্র সঃ ।  
চকার প্রেতকার্য্যাপি যে চাত্রে তত্র ষাতিতাঃ ॥ ১০  
কৃতোদ্ধিদেহিকং চৈনং সিংহাসনগতং হরিঃ ।  
উবচাক্ষপয় বিভো যং কার্য্যমবিশদ্বিতঃ ॥ ১১  
যযাতিশাপাদংশোহয়মরাজ্যাহৌহপি সম্প্রতম্ ।

পরশর, আমাদের দুই জনের এই অতিক্রম  
কৃত ব্যবহব আপনি ক্ষমা করুন। পরশর কহি-  
লেন,—কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে মাতা ও পিতাকে  
এই বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং যথাক্রমে যদু-  
বৃদ্ধগণের পূজা করিয়া পৌরগণের সম্মান প্রদ-  
ান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কংসের পত্নী-  
গণ ও মাতৃগণ ভূমিতে নিহত কংসকে পরি-  
বেষ্টন করিয়া চুংখ ও শোক পরিপ্লুতভাবে  
অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। তখন হরিও  
অনুতাপাতুরভাবে স্বয়ং অশ্রুকলুষিতনয়ন হইয়া  
তদুদ্দিগকে বহুপ্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতে  
লাগিলেন। অনন্তর মধুসূদন, উগ্রসেনকে  
বন্ধন হইতে মোচন করিলেন এবং সুতপুত্র ঐ  
উগ্রসেনকে পুনর্ব্বার নিজরাজ্যে পূর্ব্বের স্থায়  
অভিষিক্ত করিলেন। যদুসিংহ উগ্রসেন, কৃষ্ণ  
কর্তৃক স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় পুত্র  
কংস এবং যে সকল বীর সেই শূল ষাতিত  
হইয়াছিল, তাহাদের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করি-  
লেন। ১—১০। অনন্তর পুত্রের ওদ্ধিদেহিক  
কণ্ঠ সম্পাদনান্তে, উগ্রসেন সিংহাসনে উপবেশন  
করিলে পর, ভগবান্ হরি তাঁহাকে কহিলেন—  
“হে বিভো! আমার এক্ষণে কি করিতে হইবে,  
আপনি তাহা অবিশদ্বিতভাবে আজ্ঞা করুন।

ময়ি ভূতে স্থিতে দেবানাজ্ঞাপন্নতু কিং নৃপৈঃ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তা সোহমরায়ামাজ্ঞাম স তৎক্ষণাং ।  
উবাচ চৈনং ভগবান্ কেশবঃ কার্য্যমানুষঃ ॥ ১৩  
গচ্ছেক্ষং ব্রহ্মি বায়ো ত্বমলং গর্বেণ বাসব ।  
দীয়তামুগ্রসেনায় সুধর্ম্মা ভবতা সভা ॥ ১৪  
কৃষ্ণা ব্রবীতি রাজার্মৈতেদ্রুমমুত্তমম্ ।  
সুধর্ম্মাখ্যা সভা যুক্তমঙ্গাং যত্নিরাসিতুম্ ॥ ১৫

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ পবনো গতা সর্ব্বমাহ শচীপতিম্ ।  
দদৌ সোহপি সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং বায়ো পুরন্দরঃ  
বায়নোপকৃত্যং দিব্যাং সভাং তে যদুপস্থবাঃ ।  
বভূজুঃ সর্ব্বরত্নাঢ্যাং গোবিন্দভূজসংশ্রয়াং ॥ ১৬  
বিদিতাখিলবিদ্রানৌ সর্ব্বজ্ঞানময়াবপি ।

এই যদুবংশ ষাতি-শাপে অরাজ্য হইলেও  
আমি বর্ত্তমান থাকিতে, আপনি সচ্ছন্দে দেব-  
গণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করুন, রাজগণের ত  
কথাই নাই।” পরশর কহিলেন,—জগতের  
কার্য্যসিদ্ধির জন্ত মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ কেশব,  
উগ্রসেনকে এই প্রকার বলিয়া বায়ুকে স্মরণ  
করিলেন ও স্মরণমাত্রেই বায়ু তথায় উপস্থিত  
হইলেন। তখন ভগবান্ বায়ুকে কহিলেন, হে  
বায়ো! তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া  
তাঁহাকে বল,—হে বাসব! তোমার গর্বে  
প্রয়োজন নাই, তুমি উগ্রসেন নৃপতিকে  
সুধর্ম্মা নামে সভা প্রদান কর। কৃষ্ণ  
তোমার প্রতি আদেশ করিতেছেন, সুধর্ম্মাখ্যা  
যে অত্যুত্তম সভারত্ত আছে, তাহা রাজার্মৈ-  
তেদ্রুমমুত্তমম্ সেই সভায় যদুগণের উপবেশনই  
সদৃশ। পরশর কহিলেন,—ভগবান্ পবনকে  
এই কথা বলিলে পর পবন, গমনপূর্ব্বক শচী-  
পতির নিকট সকল কথা বলিলেন। তখন  
ইন্দ্রও বায়ুর নিকট সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভা  
প্রদান করিলেন। অনন্তর বায়ু কর্তৃক সমা-  
নীত সর্ব্বরত্নাঢ্যা সেই মনোহর দিব্যসভাকে  
যদুশ্রেষ্ঠগণ উপভোগ করিতে লাগিলেন।  
যদুশ্রেষ্ঠ বীর কৃষ্ণ ও বলরাম যদিচ সর্ব্বজ্ঞানময়

শিষ্যাচার্যক্রমং বারো খ্যাপয়ন্তো যদন্তমো ॥ ১৮  
 ততঃ সান্দীপনিং কাশ্মবস্তীপূরবাসিনম্ ।  
 অগ্নার্থং জঘতুবারো বলদেবজনাদিনো ॥ ১৯  
 তস্ত শিষ্যত্বমভোত্য গুরুবৃত্তপরো হি তৌ ।  
 দর্শয়াক্রেতুবারোবাচারমথিলে জনে ॥ ২০  
 সরহস্তং ধনুর্বেদং সসংগ্রহমধীয়তাম্ ।  
 অহোরাত্রৈশ্চতুষ্টয়া তদভ্যুতমভূদ্বিজ ॥ ২১  
 সান্দীপনিরসন্তাষং তয়োঃ কস্মাতিমানুষম্ ।  
 বিচিন্ত্য তৌ তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ ॥  
 অগ্ন্যর্থমমশেষক প্রোক্তমাত্রমবাপ্য তৌ ।  
 উচতুত্রিযতাং যা তে দাতব্য্য গুরুদক্ষিণা ॥ ২৩  
 সোহপাতীন্দ্রিরমোলোকা তয়োঃ কশ্ম মহামতিঃ ।  
 অঘাচত মৃতং পুত্রং প্রভাসে লবণার্ণবে ॥ ২৪  
 গৃহীতান্তৌ ততস্তৌ তু সার্থ্যাপাত্রৌ মহোদধিঃ ।

ও বিদিতাখিলবিদ্বান ছিলেন, তথাপি তাঁহারা  
 মনুষ্যালোকে আচার্য্য হইতে শিক্ষানুরক্তের  
 রূপভব্যতা খ্যাপন করিবার জন্য অবন্তিপূরবাসী  
 কাশ্মসান্দীপনির নিকট অগ্নি শিক্ষা করিবার  
 জন্য গমন করিলেন । বলভদ্র ও কৃষ্ণ সান্দী-  
 পনির শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বক গুরুর প্রতি উচিত  
 ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সকল জনে আচার  
 শিক্ষা দিতে লাগিলেন । ১১—২০ । হে বিজ !  
 ইহা বড়ই আশ্চর্যের কারণ হইয়াছিল যে,  
 তাঁহারা চতুষ্টয় দিবসেই সরহস্ত ও সসংগ্রহ  
 ধনুর্বেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন । সান্দীপনি  
 তাঁহাদের এবং প্রকার অতিমানুষ্য ও অসন্তাব-  
 নীয় কশ্ম চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে,  
 নিশ্চয়ই চন্দ্র ও দিবাকর তাঁহার গৃহে উপস্থিত  
 হইয়াছেন । অনন্তর গুরুর উপদেশ মাত্রেই  
 তাঁহারা, সর্বপ্রকার অগ্নিশিক্ষা করিয়া সান্দী-  
 পনিকে কহিলেন যে, “আপনাকে যে গুরু-  
 দক্ষিণা দিতে হইবে, আপনি তাহা প্রার্থনা  
 করুন ।” তখন মহামতি সান্দীপনি, তাঁহাদের  
 অলৌকিক কশ্ম অবলোকন করিয়া, তাঁহাদের  
 নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ, লবণসমুদ্রে, প্রভাসে  
 মৃত, স্বকীয় পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন ।  
 অনন্তর তাঁহারা অগ্নিগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রের

উবাচ ন ময়া পুত্রো জ্যতঃ সান্দীপনেনরিতি ॥ ২৫  
 দৈত্যঃ পকজনো নাম শঙ্খরূপঃ স বালকম্ ।  
 জগ্রাহ সোহস্তি সলিলে মমৈবানুস্মদন ॥ ২৬  
 ইত্যুত্তোহতর্জ্জ্বলং গতা হতা পকজনং খলম্ ।  
 কৃষ্ণো জগ্রাহ তস্তাশ্চি-প্রভবং শঙ্খমুক্তমম্ ॥ ২৭  
 যস্ত নাদেন দৈত্যানাং বলহানিরজায়ত ।  
 দেবানাং বধুধে তেজো যাত্ৰধর্মশ্চ সজ্জয়ম্ ॥ ২৮  
 তং পাকজন্তমাপুধ্য গতা যমপুরীঃ হরিঃ ।  
 বলদেবশ্চ বলবান্ জিত্বা বৈবস্বতং যমম্ ॥ ২৯  
 তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূর্বশরীরিণম্ ।  
 পিত্রে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণে বলশ্চ বলিনাং বরঃ ॥ ৩০  
 মথুরাঞ্চ পনঃ প্রাপ্তাবুগ্রসেনেন পালিতম্ ।  
 প্রহৃষ্টপুরুষস্তীকাবুভৌ রামজনাদিনৌ ॥ ৩১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশেহস্তশিক্ষা

নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র, নিজরূপে অখ্য-  
 পাত্র হস্তে সেইখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,  
 “আমি সান্দীপনির পুত্রকে হরণ করি নাই  
 শঙ্খরূপী পকজন নামে একজন দৈত্যই  
 সেই বালককে গ্রহণ করিয়াছে । হে অম্বর-  
 সূদন ! সে দৈত্য আমার জলমধ্যেই বাস  
 করিতেছে ।” সমুদ্র এই কথা বলিলে পর, কৃষ্ণ  
 জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক দৃষ্টান্তভাবে পকজন নামক  
 অম্বরকে হনন করিয়া, তাহার অস্তিস্থত্ব শঙ্খ  
 গ্রহণ করিলেন । এই শঙ্খের নাদে দৈত্যগণের  
 বলহানি হয়, দেবগণের তেজোরুদ্ধি হয় এবং  
 অধর্ম বিনাশলাভ করে । অনন্তর পাকজন্ত-  
 শঙ্খ বাদন করিতে করিতে হরি ও বলবান্  
 বলদেব যমপুরী গমনপূর্বক বৈবস্বত যমকে  
 জয় করিয়া, যথাপূর্ব শরীরী যাতনাসংস্থ  
 বালককে গ্রহণ করত তাঁহার পিতার হস্তে  
 প্রদান করিলেন । অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম  
 উভয়ে উগ্রসৈনপালিতা মথুরাপুরীতে আগমন  
 করিলেন । তখন তাঁহাদের দর্শনে মথুরার  
 সকল স্ত্রী ও পুরুষগণ প্রহৃষ্ট হইল । ২১—৩১ ।  
 পঞ্চমাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

## দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

### পরশর উবাচ ।

জরাসন্ধহৃতে কংস উপযমে মহাবলঃ ।  
অস্তি প্রাপ্তিক মৈত্রেয় তয়োৰ্ভূত্বং হরিম্ ॥ ১  
মহাবলপরীবারো মগধাধিপতির্কলী ।  
চতুমভাযযৌ কোপাং জরাসন্ধঃ সখাদবম্ ॥ ২  
উপত্য মথুরাং সোমং রুরোধ মগধেশ্বরঃ ।  
অকৌহিলীতি সৈন্তস্ত্রয়ং বিংশতিভির্বৃতঃ ॥ ৩  
নিষ্ক্রম্যন্নপরীবারুবৃতৌ রামজনাদিনৌ ।  
মুখ্যতে সমন্তস্ত্রয়ং বলিনৌ বলিনৈনিকৈঃ ॥ ৪  
ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ চক্রাতে মতিমুত্তমম্ ।  
আবুধানাং পুরাণানামাদানে মুনিসত্তম ॥ ৫  
অনন্তরং হরো শাক্ষং তুনৌ চাক্ষরসায়কৌ ।  
আকাশাদাগতো ধীর তথা কোমোদকৌ গদা ॥ ৬  
শল্যং বলভদ্রস্ত্রয়ং গগনাদাগতং কবে ।  
মনোভীতমং বিপ্রং সৌন্দর্যং মুবলং তথ ॥ ৭

### দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—কংস, অস্তি ও প্রাপ্তি  
নামী জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল ।  
মগধাধিপতি বলী জরাসন্ধ, সেই কন্যাদ্বয়ের  
পতিহস্ত। কৃষ্ণকে যাদবগণের সহিত বিনাশ  
করিব্বে জন্ত, মহতাসেনা সমভিব্যাহারে  
আগমন করিল । ত্রয়োবিংশতি অকৌহিলী  
সৈন্য-পরিবৃত মগধেশ্বর আগমনপূর্বক মথুরা-  
পুরীর অবরোধ করিল । তখন বলশালী রাম  
ও জনার্দন উভয়ে অন্ন সৈন্তে পরিবৃত  
হইয়া, নগরী হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক জরাসন্ধের  
বলবান্ সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে  
লাগিলেন । হে মুনিসত্তম! অনন্তর রাম ও  
জনার্দন, স্বকীয় পুরস্কৃত অস্ত্রমুহুরে আদান  
করিতে এক উত্তম সঙ্কল্প করিলেন । হে  
ধীর! অনন্তর আকাশ হইতে শাক্ষ, খড়্গা,  
চাক্ষরসায়ক তুণ্ডয় ও কোমোদকৌ নামে গদা,  
ভগবান্ হরির নিকট উপস্থিত হইল । হে  
কবে! বলভদ্রের মনোভীত হল ও সৌন্দর্য

অতো যুদ্ধে পরাজিত্য সসৈন্তং মগধাধিপম্ ।  
পুরীং বিবিশতুবীরাবৃতৌ রামজনাদিনৌ ॥ ৮  
জিতে তস্মিন্ মুহূর্ত্তেষু জরাসন্ধে মহামুনে ।  
জীবমানে গতে কৃষ্ণস্তং নামত্নত নির্জিতম্ ॥ ৯  
পুনরপ্যাজগামাথ জরাসন্ধো বলাধিতঃ ।  
জিতশ্চ রামকৃষ্ণভায়ামপক্রান্তৌ দ্বিজোত্তম ॥ ১০  
দশ চাক্ষৌ চ সংগ্রামানেবমত্যন্তদুহ্বদঃ ।  
যদুভিষাগধো রাজা চক্রে কৃষ্ণপুরোগমৈঃ ॥ ১১  
সর্কর্কবেতসু যুদ্ধেযু যাদবৈঃ স পরাজিতঃ ।  
অপক্রান্তৌ জরাসন্ধঃ স্বল্পসৈন্যৈর্কলীধিকঃ ॥ ১২  
তদলং যাদবানাং তৈরর্জিতং যদনেকশঃ ।  
তত্ত্ব সন্নিধিমাহাশ্রয়ং বিষ্ণোরংশস্ত চক্রিণঃ ॥ ১৩  
মনুষ্যধন্যশীলস্ত্রয়ং লীলা সা জগতঃ পতেঃ ।  
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরতিব মুকতি ॥ ১৪  
মনসৈব জগং সৃষ্টিং সংহারক্য করেতি যঃ ।  
তস্যারিপক্ষক্ষেপণে কোহয়মুদ্যমবিস্তরঃ ॥ ১৫

মুবল গগন হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত  
হইল । অনন্তর রাম ও জনার্দন, সসৈন্ত  
মগধাধিপকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, উভয়েই  
মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন । হে মহামুনে ।  
মুহূর্ত্তে জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া, যে ভাবে  
পলায়ন করিল, তাহাতে কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত  
ভাবিলেন না । হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর কিছু  
দিন পরে, বলাধিত জরাসন্ধ, কোপপূর্ণ হইয়া  
পুনর্বার যুদ্ধার্থে আগমন করিল এবং রাম ও  
কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পুনর্বার পলায়ন  
করিল । ১—১০ । মগধদেশাধিপতি রাজা  
জরাসন্ধ, এই প্রকারে অষ্টাদশ বার কৃষ্ণপ্রমুখ  
বহু যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করে এবং সেই  
সকল যুদ্ধেই বলাধিক জরাসন্ধ, অন্ন-সৈন্ত  
যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়া-  
ছিল । যাদবগণের যে সেই প্রকার বল অর্জিত  
হয়, তাহা কেবল চক্রীর অংশবাতারের সন্নিধি-  
মাহাত্ম্যের প্রভাবেই । মনুষ্য-ধন্যশীল জগৎ-  
পতির ইহা লীলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে ;  
কারণ তিনি সর্বশক্তিমান্ হইয়াও শত্রুগণের  
উপর অশ্রক্ষেপণ করিতেন । যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই



তথাপি যে, মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তমনুবর্ততে ।  
কুর্কন বলবতা সন্ধিং হীনৈর্ধৃদ্ধং করোত্যসৌ ॥ ১৬  
সাম চোপপ্রদানক তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্ ।  
করোতি দণ্ডপাতক কচ্চিদেব পলায়নম্ ॥ ১৭  
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ ।  
লীলাভগংপতেন্তস্ত চন্দ্রতঃ সম্প্রবর্ততে ॥ ১৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে  
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

গার্গ্যঃ গোষ্ঠে দ্বিজঃ শ্রীলাঃ যত ইত্যুক্তবান্ দ্বিজ  
যদনাং সন্নিধৌ সর্ব্বৈ জহতুঃ সর্ব্ববাদবাঃ

এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন,  
তাঁহার শত্রুপক্ষ ক্ষয়-বিষয়ে উদ্যম-বিস্তরের  
আর প্রয়োজন কি? তথাপি সেই ভগবান,  
মনুষ্যগণের ধর্ম্মানুবর্তী হইয়াই হীনগণের  
সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং বলবানের সহিত  
সন্ধি করিতেন। সেই ভগবান মনুষ্যধর্ম্মের  
অনুসারে কোন স্থানে সাম, কোন স্থানে দান  
ও কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন করিতেন; আবার  
কোন স্থলে দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেন;  
আবার হয় ত কুত্রাপি পলায়নও করিতেন। এই  
প্রকারে মনুষ্য-দেহিগণের চেষ্টানুবর্তনকারী  
জগৎপতির স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই লীলা,  
সম্প্রবর্তিত হইতে লাগিল। ১১—১৮।

পঞ্চমাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! গোষ্ঠে,  
সমগ্র যাদবগণের সন্নিধানে গার্গ্যকে তদীয়  
শ্রীলাক, নপুংসক বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন;  
তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকল যাদবগণই

ততঃ কোপসমাবিষ্টৌ দক্ষিণঃ ক্রিয়ুপেতা সঃ  
সুতমিচ্ছন্তপুস্তপে যতুক্রঃ স্রাবহম্ ॥ ২  
আরাধয়ন মহাদেবং সোহয়শ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ ।  
দর্দৌ বরকঃ তুষ্টোহস্মৈ বাসরে দ্বাদশে হরঃ  
সর্ভাজয়ামাস চ তং যবনেশৌ হনাত্মজঃ ।  
তদ্যোষিঃ সঙ্গমাক্ষায়া পুরোহিত্তুলিসমিভঃ ॥ ৪  
তং কালযবনং নাম রাজ্যে য্বে যবনেশ্বরঃ ।  
অভিষিচ্য বনং যাতে বজ্রাশ্রকঠিনোরসম্ ॥ ৫  
স তু বীৰ্য্যমদোমন্তঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান ।  
পপ্রচ্ছ নারদস্তস্মৈ কথয়ামাস যাদবান্ ॥ ৬  
কচকোটিসহস্রাণাং সহস্রৈর্দ্রাক্ষভির্ভূতঃ  
গজাশ্বরথপত্র্যোবৈশ্চকার পরমেদ্যামম্  
প্রযযৌ চাব্যবচ্ছিন্নং ছিন্নযানৈঃ দিনে দিনে

উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন। এই কারণে গার্গ্য  
অতিশয় কোপাধিত হইয়া, দক্ষিণসমুদ্রের তাঁহা  
গমনপূর্ব্বক যত্নবংশীঃগণের ভয়কারী এক পুত্র  
নাভের প্রত্যশায় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন  
সেই গার্গ্য, ত্রতস্বরূপ লৌহ-চূর্ণমাত্র ভক্ষণ করত  
মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন; অনন্তর দ্বাদশ  
দিবসে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে অভি  
লষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর অপর  
যবনেশ্বর, তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করত নিজ  
গৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই স্থলে যবনেশ্বর  
মহিষীর সহবাসে তাঁহার ভ্রমরের গ্রায় কৃষ্ণবর্ণ  
এক সন্তান জন্মিল। সেই বজ্রাশ্রকঠিনবক্ষঃ-  
স্থল পুত্র কালযবনকে, স্বীয় রাজ্যে অভিষেক  
করিয়া যবনেশ্বর বনে গমন করিলেন। অনন্তর  
বীৰ্য্যমদোমন্ত কালযবন, নারদের নিকট পৃথিবী  
বলবান্ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলে  
নারদ তত্ত্বত্তর যাদবনৃপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন  
করিলেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাল-  
যবন, যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে, সহস্র সহস্র  
কোটি স্নেচ্ছসৈন্য ও অনন্ত রথ, অশ্ব, হস্তী ও  
পদাতিসৈন্তের এক মহান সমাবেশ করিল  
এবং মধ্যে মধ্যে বাহন হস্তী অশ্বাদি পরিশ্রান্ত  
হইলে, তৎক্ষণাৎ অশ্ব বাহনে আরোহণ করিয়া,  
প্রতিদিন অবিশ্রান্ত-গতিতে, রোষাশ্রু কালযবন

বাদবান্ প্রতি সামর্থে মৈত্রেয় মথুরাপুরীম্ ॥ ৮  
 কৃষ্ণোহপি চিত্তয়াসাম্ কল্পিতং যাদবং বলম্ ।  
 যবনেন রণে গম্যং মাগধস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৯  
 মাগধস্ত বলং ক্ৰীণং স কালযবনো বলী ।  
 চত্বা তদিদমায়াতং যদনাং বাসনং দ্বিধা ॥ ১০  
 তথাদ্ভগং করিষ্যামি যদনামতিজ্জয়ম্ ।  
 দ্বিরোহপি যত্র যুগ্ময়ঃ কিং পুনরক্ষিপুস্তবাঃ ॥ ১১  
 ময়ি মন্তে প্রমন্তে ন মন্তে প্রবসিতে তথা ।  
 যাদবাত্তভবং হৃষ্টঃ মা কুর্স্বন পরযোধিকাঃ ॥ ১২  
 ইতি সন্ধিস্তা গোবিন্দো যোজনানি মহোদধিম্ ।  
 যযাচে দ্বাদশ পুরীং দ্বারকাং তত্র নিশ্চমে ॥ ১৩  
 মহোদ্যানাং মহানপ্রাং তড়াগশতশোভিতাম্ ।

যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে মথুরায় আসিয়া উপ-  
 স্থিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ, একদিকে বার বার  
 জরাসন্ধের আক্রমণ ও অপরদিকে কালযবনের  
 আক্রমণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,  
 কালযবনের সহিত যুদ্ধে ক্রীণপ্রায় হইলে যাদব-  
 গণ পুনর্ব্বার মাগধ রাজার সহিত যুদ্ধে নিশ্চয়  
 তৎকর্তৃক জিত হইতে পারিবে। আবার  
 মগধবিপাক্তির সহিত যুদ্ধে যত্নগণ ক্রীণবল  
 হইলে, পুনর্ব্বার সবল কালযবন, তাহাদিগকে  
 হনন করিতে পারিবে, সুতরাং এক্ষণে যদ-  
 বংশীয়গণের দুইদিক্ হইতে বিপত্তি উপস্থিত  
 হইল। এই সকল কারণে এক্ষণে আমি যদ-  
 গণের জন্ত এমন একটা দুর্গ করিব, যাহাকে  
 আশ্রয় করিয়া যদুক্রীগণও যুদ্ধ করিতে পারিবে,  
 যদুবীর-শ্রেষ্ঠগণের ত কথাই নাই। আমি মন্ত,  
 প্রমন্ত, সুপ্ত বা প্রবাসগত যে অবস্থাতেই থাকি  
 না কেন, পরকায় হৃষ্ট যোধগণ যেন কোন  
 কালেই যদুবংশীয়গণের অভিভব করিতে না  
 পারে, ইহা আমার করিতে হইবে। ১—১২।  
 গোবিন্দ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করত মহো-  
 দধির নিকট শতযোজন পরিমিত স্থান দাফ্রা  
 করিয়া, সেই স্থানে দ্বারকা নামী এক পুরী  
 স্থাপিত করিলেন। ঐ দ্বারকাতে বড় বড়  
 উদ্যান নিশ্চিত হইল, আর তাহার বপ্ৰ অতি  
 দৃঢ় এবং জাহাতে শত শত তড়াগ শোভা

প্রাকারগৃহসম্বাধামিলস্তেবামরাবতীম্ ॥ ১৪  
 মথুরাবাসিনো লোকাংস্তত্রানীর জনর্দনঃ ।  
 আসন্নো কালযবনে মথুরাক স্বয়ং ধর্যো ॥ ১৫  
 বহিরাবাসিতে সৈন্তে মথুরায় নিরায়ুধঃ ।  
 নির্জগাম স গোবিন্দো দৃঢ়শে যবনেশ্বরম্ ॥ ১৬  
 স জ্ঞান্য বাহুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ ।  
 অন্ত্রযাতে মহাযোগি-চেতোভিঃ প্রাপাতে ন যঃ ॥  
 তেনানুযাতঃ কৃষ্ণোহপি প্রবিশে মহাশুভাম্ ।  
 যত্র শেতে মহাবীৰ্য্যো মুচুবৃন্দঃ নরেশ্বরঃ ॥ ১৮  
 সোহপি প্রবিষ্টা যবনো দৃষ্টা শয্যাগতঃ নরম্ ।  
 পাদেন তড়ায়াসাম্ মস্ত্রা কৃষ্ণঃ সুহৃৎসতিঃ ॥ ১৯  
 দৃষ্টমাত্রস্ত তেনাসৌ জজ্ঞাল যবনোহগ্নিনা ।  
 তংক্রোধজেন মৈত্রেয় ভস্মীভূতশ্চ তংক্ষণাং ॥ ২০  
 স হি দেবান্বরে যুদ্ধে গতো জিত্বা মহান্বরান ।

পাইতে লাগিল। প্রাকার, গৃহ ও দুর্গ প্রভৃ-  
 তিতে সুশোভিত ঐ পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর  
 ত্রায় শোভা পাইতে লাগিল অনন্তর কাল-  
 যবন আসন্ন হইলে জনর্দন, মথুরাবাসী লোক-  
 দিগকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া, স্বয়ং পুনর্ব্বার  
 মথুরাতেই গিয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন।  
 পরে কালযবনের সৈন্তগণ পুর অবরোধ করিয়া,  
 বহির্দেশে দৃঢ়রূপে নিবেশিত হইল। গোবিন্দ  
 মথুরা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক যবনেশ্বরের সম্মুখীন  
 হইলেন। যোগিগণেরও চিন্তসমূহ হাঁহাকে  
 ধারণা করিতে পারে না, সেই ভগবান্ বাহু-  
 দেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া বাহুমাত্রপ্রহরণ  
 কালযবন, তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ  
 করিল। কাল-যবন কর্তৃক অনুগম্যমান কৃষ্ণও  
 যেখানে মুচুবৃন্দ নামে মহাবীৰ্য্য নরেশ্বর শয়ন  
 করিয়াছিলেন, সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করি-  
 লেন। সুহৃৎসতি যবনও সেই গুহামধ্যে প্রবেশ  
 করিয়া, শয্যাগত রাজা মুচুবৃন্দকে অবলোকন  
 পূর্ব্বক, কৃষ্ণবোধে তাঁহাকে পদাঘাত দ্বারা অড়না  
 করিল। হে মৈত্রেয়! অনন্তর রাজার নিদ্রা-  
 ভঙ্গ হইলে পর তাঁহার দৃষ্টিমাত্রই ক্রোধজাত-  
 বহ্নি দ্বারা ঐ যবন প্রজ্বলিত হইল এবং তৎ-  
 ক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল। ১৩—২০। পূর্ব্ব

নিদ্রার্জঃ সূমহাকালং নিদ্রাং বত্রে বরং সুরান্ ২১  
 প্রোক্তং দেবৈঃ সংসৃপ্তং বস্তুমুখং পরিষ্যতি ।  
 দেহজেনাগ্নিনা সল্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ২২  
 এবং দন্ধা স তং পাপং দৃষ্ট্বা চ মধুহননম্ ।  
 কস্তমিত্যাহ সোহপ্যাহ জাতোহহং শশিনঃ কুলে ।  
 বহুদেবস্ত তনয়ে যত্ববংশসমুদ্ভবঃ ॥ ২৩  
 মুচুক্শ্বেহপি তত্রাসৌ বৃদ্ধগর্গবিচেৎস্বরং ।  
 সংস্মৃত্যু প্রণিপতৌনং সর্পভূতেধরঃ হরিম্ ।  
 প্রাহ জাতো ভবান্ বিষ্ণোরং শস্তং পদমধরং ॥  
 পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিম বৃগে ।  
 ছাপরাস্তে হরের্জ্জম যদেবর্ষশে ভবিষ্যতি ॥ ২৫  
 স ত্বং প্রাপ্তো ন সন্দেহে মর্ত্য ন মৃগকরকং ।  
 তথাহি সূমহং তেজো নলং সেতুমহং তল ॥ ২৬  
 তথাহি সজলাস্তোদ-নাদধীরতরং তব ।  
 বাক্যং নমতি চৈবোদরী যত্র পাদপ্রপীড়িত ॥ ২৭

দেবাসুর-যুদ্ধে গমনপূর্বক সেই রাজা মুচুক্শ্বে, মহাসুরগণকে জয় করিয়া, অতিশয় নিদ্রাতুর হন এবং সেইজন্ত দীর্ঘকাল নিদ্রারূপ বর, দেবগণের নিকট প্রার্থনা করেন। সেই সময় দেবগণও তাঁহাকে বলেন যে, তুমি নিদ্রিত হইলে পরে যে ব্যক্তি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তোমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যাইবে। এই প্রকারে রাজা মুচুক্শ্বে সেই পাপরূপী যবনকে দগ্ধ করিয়া, মধুহননকে অবলোকন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তখন ভগবান কহিলেন, আমি চল্লিশ বৎসরকুলে, উৎপন্ন এবং বহুদেবের পুত্র। মুচুক্শ্বেদরও সেই সময়ে বৃদ্ধগর্গমুনির বাক্য শ্রবণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সর্পভূতেধর হরিকে প্রণামপূর্বক কহিলেন, “আপনি বিষ্ণুর অংশ ও পরমেশ্বর; ইহা আমি জানিতে পরিয়াছি। পুরাকালে গর্গমুনি কহিয়াছিলেন, অষ্টাবিংশবৃগে, ছাপরাস্তে ষত্বংশে হরির জন্ম হইবে। আপনি মর্ত্যগণের উপকার করিবার জন্ত, নিচর্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তথাপি আমি আপনার এই সূমহং তেজ সহ করিতে নমর্থ হইতেছি না। আপনার বাক্য সঙ্গনজনধরগর্জ্জনবৎ ধীরতর, হে

দেবাসুরে মহাযুদ্ধে দৈত্যসেনাস্ত্রে মহাভাটাঃ  
 ন শেকুর্ভ্রম তন্তেজস্তন্তেজো ন সহাম্যহম্ ॥ ২৮  
 সংসারপতিতস্ত্রোকো জন্তোস্ত্বং শরণং পরম্  
 স প্রসীদ প্রপন্নাভিহর্তা হর মমাত্তম ॥ ২৯  
 ঙং পয়োনিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতস্ত্বং বনানি চ ।  
 মেদিনী গগনং বায়ুরাপোহগ্নিস্ত্বং তথা মনঃ ॥ ৩০  
 বুদ্ধিরব্যাকৃতং প্রাণাঃ প্রাণেশস্ত্বং তথা প্ৰমান্ ।  
 পুংসঃ পরতরং যচ্চ ব্যাপ্যজন্ম বিকারি যং ॥ ৩১  
 শব্দাদিহীনমজরমমেয়ং ক্ষয়বর্জিতম্ ।  
 অরন্ধিনাশং তদ্ব্রহ্ম চমাদ্যন্তবিবর্জিতম্ ॥ ৩২  
 বৃত্তোহমরাঃ সপিতরো যক্ষগন্ধর্বকিন্নরাঃ ।  
 সিদ্ধাশ্বাস্পরসস্তত্তো মনুষ্যাঃ পশবঃ খগাঃ ॥ ৩৩  
 সরীসৃপ, মৃগাঃ সর্পে ভূতঃ সর্পে মহীকৃগাঃ ।  
 যচ্চ ভূতং ভবিষ্যৎ কিঞ্চিদত্র চরাচরম্ ॥ ৩৪

ভগবন! আপনার পদভরে ধরণী পীড়িত। দেবাসুর-মহাযুদ্ধে দৈত্যসেনাগণের মধ্যে মহাবীরগণ আমার সেই উৎকট ভেজ সহ করিতে পারে নাই; কিন্তু অদ্য আমি আপনার ভেজ সহ করিতে পারিতেছি না। সংসারক্ষেত্রে পতিত প্রাণিগণের আপনি একমাত্র রক্ষয়িতা, আপনি সেই আশ্রিতগণের আশ্রিত্বর, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার অশুভ বিনাশ করুন। আপনিই চতুঃসমুদ্রের স্বরূপ, আপনি পর্বত ও সরিঃসমূহ, বননিচয়, পৃথিবী, গগন, বায়ু, জল, অগ্নি ও মনঃস্বরূপ। ২১—৩০। হে ভগবন! আপনি বুদ্ধি ও প্রকৃতি স্বরূপ, আপনি ঐশ্বর্য স্বরূপ, অথচ প্রাণেশ্বর, আপনি পুরুষরূপী অথচ পুরুষ হইতে বিকাররহিত জগদ্বহীন যে পরতর বস্তু, তৎস্বরূপ। আপনিই আদ্যন্তহীন, বুদ্ধি-নাশবিরহিত, শব্দাদিহীন, ক্ষয়বর্জিত ও অমেয় সেই ব্রহ্ম। আপনা হইতে দেবগণ, পিশগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও অসুরগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনা হইতেই মনুষ্য, পশু ও পক্ষিগণ সমুৎপন্ন। সকল মৃগ, সরীসৃপ ও মহীকৃগণ আপনা হইতেই জন্মিয়াছে; যক্ষা কিছু অতীত হইয়াছে ও হইবে, তাহা সকল আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে ও হইবে।

অমৃতং মূর্তমথবা স্থূলং সূক্ষ্মতরং স্থিতম্ ।  
 তৎসৰ্বং হং জগংকর্তা নাস্তি কিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা  
 ময়া সংসারচক্রেহস্মিৎ ভ্রমতা ভগবন্ সৰ্বদা ।  
 তাপত্রয়াভিভূতেন ন প্রাপ্তা নির্রতিঃ কচিৎ ॥ ৩৬  
 দুঃখাত্তেব স্থানীতি মৃগতৃষ্ণাজলাশয়াঃ ।  
 তথা নাথ গৃহীতানি তানি তাপায় চাভবন্ ॥ ৩৭  
 রাষ্ট্রমূৰ্ত্য বলং কোশো মিত্রপক্ষস্থতাস্বজাঃ ।  
 ভাৰ্য্যা ভূতাজনা য়ে চ শব্দাদ্যা বিষয়াঃ প্রভো ॥ ৩৮  
 সুখবুদ্ধ্যা ময়া সৰ্বং গৃহীতমিদমব্যয়ং ।  
 পরিণামে তদেবেশ তাপাস্বকমভূতম্ ॥ ৩৯  
 দেবলোকমিমং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোহপ্যয়ম্ ।  
 মন্তঃ সাহায্যকামোহভূচ্ছাপতী কুত্র নির্রতিঃ ॥ ৪০  
 ধ্বমনারাধ্য জগতাং সৰ্বেষাং গ্রভবাম্পদম্ ।  
 শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বব নির্রতিঃ ॥ ৪১  
 ঔৎসাহ্যমুচমনসে জন্মমৃত্যুজরাদিকান ।

অমৃত, অথবা, মূর্ত, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, কিংবা  
 স্থিরস্থাবর বাহ্য কিছু পদার্থ আছে, হে জগৎ-  
 কর্ত্তা! তাহা সকল আপনা ব্যতিরেকে আর  
 কিছুই নহে ৩১—৩৫। হে ভগবন্! তাপ-  
 ত্রয়াভিভূত হইয়া আমি এই সংসারচক্রে সৰ্বদা  
 ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু কোন কালেই শাস্তি  
 পাইলাম ন! হে নাথ! আমি দুঃখসমূহকে  
 সুখ স্বরূপে এবং মৃগতৃষ্ণাকে জলাশয়বোধে গ্রহণ  
 করিয়াছি ও তাহাতে বড়ই তাপাধিত হইয়াছি  
 ও প্রভো! রাষ্ট্র, পৃথিবী, সৈন্য, কোষ, মিত্র-  
 পক্ষ, সন্তানসমূহ, ভাৰ্য্যা ও ভূতবর্গ ও  
 শব্দাদি যে সকল বিষয় আছে, হে অমায়!  
 সেই সকল বিষয়কেই আমি সুখ বুদ্ধিতে গ্রহণ  
 করিয়াছিলাম, কিন্তু হে ঈশ্বর! তাহা সকলই  
 আমার তাপ স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। হে  
 নাথ! এই দেবগণও দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াই,  
 আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন  
 কোথায় গেলে আর শাস্তির সম্ভাবনা আছে?  
 হে পরমেশ্বর! সকল জগতের উৎপত্তিকারণ  
 স্বরূপ আপনার উপাসনা না করিয়া কোন  
 ব্যক্তিই শাশ্বতী শাস্তি লাভ করিতে পারেন না।  
 হে ভগবন্! আপনার মায়াপ্রভাবে মূঢ় মনুষ্যগণ

অব্যাপ্য তাপ ন পশ্যন্তি প্রেতরাজাননং নরাঃ ॥ ৪২  
 ততঃ নিজক্রিয়স্বতী-নরকেষতিদারুণম্ ।  
 প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ দুঃখমস্বরূপবিন্দস্ব ॥ ৪৩  
 অহমত্যন্তবিষয়ী মোহিতস্তব মায়য়া ।  
 মম গর্গরূপদ্বাস্তর্জমামি পরমেশ্বর ॥ ৪৪  
 মোহহং হং শরণমপারমীশমীড়াং  
 সম্প্রাপ্তঃ পরমপদং যতে, ন কিঞ্চিৎ ।  
 সংসারাত্মমপরিতাপতপ্তচেতা  
 নিক্ষিপে পরিণতধামি নিক্ষিপে ॥ ৪৫  
 ইতি ত্রিবিধপুণ্যে পঞ্চমেহংশে কালযবন  
 নাশনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

### চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ইথাং স্ততস্তদ, তেন মুচুবুন্দেন বীমতা!  
 প্রাহেশঃ সৰ্বভূতানামনাদিত্তগবান হরিঃ ॥ ১

জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রেত-  
 রাজের বদন অবলোকন করিয়া থাকে। অনন্তর  
 আপনার স্বরূপ অনভিজ্ঞ সেই মনুষ্যগণ, নরক-  
 সমূহে স্বকীয় কষ্টের ফল স্বরূপ দারুণ দুঃখ  
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! আমি  
 আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অত্যন্ত বিষয়ী  
 হইয়াছি এবং মমত্ব ও গর্গরূপ মহাগর্ভমধ্যে  
 ভ্রমণ করিতেছি। এই সংসারাত্মমের পরিতাপে  
 তপ্তচিত্ত আমি, পরিণতধাম নিক্ষিপপদে অভি-  
 ল্যবী হইয়া অপার ঈশ ও পূজ্যতম স্বরূপ আপ-  
 নার শরণ লইলাম, হে ভগবন্! আমি আপ-  
 নার সেই পরমপদে আশ্রয় লইলাম, বাহা  
 হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থই বিদ্যমান  
 নাই। ৩৬—৪৫।

পঞ্চমাংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

### চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বীমান মুচুবুন্দ কর্ত্তক  
 স্তত সৰ্বভূতেশ্বর ভগবান হরি তাহাকে বলি-

ষথাভিবাঙ্কিতান দিব্যান গচ্ছ লোকান নরেশ্বর ।  
 অব্যাহতপরৈশ্বর্যো মংপ্রাসাদোপবৃহিতঃ ॥ ২  
 ভূত্বা ভোগান্ মহাদিব্যান ভবিষ্যসি মহাকূলে ।  
 জাতিস্বরে মংপ্রাসাদাং ততে মোক্ষমবাপ্যসি ॥  
 পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ প্রধিপতোশং জগতামচ্যুতং নৃপঃ ।  
 শুভামুখাদিনিষ্ক্রান্তো দদৃশে নোহন্নকান নরান ॥ ৩  
 ততঃ কলিযুগং জাহ্নু প্রাপ্তং তপ্ত্বং নৃপস্তুপঃ ।  
 নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৪  
 কৃষ্ণোহপি বাত্যিহ্মরিমুপায়েন হি তদ্বলম্ ।  
 জগ্রাহ মথুরামেত্য হস্ত্যশ্বত্মনোক্ষুলম্ ॥ ৫  
 আলীয চোগ্রসেনায় দারবত্যং শ্রবেদযং  
 পরাভিভবনিঃশঙ্কং বভূব চ যদাঃ কুলম্ ॥ ৬  
 বলদেবেহপি মৈত্রেয় প্রশান্তাখিলবিগতঃ

লেন, হে নরেশ্বর! তুমি অভিবাঙ্কিত দিবা  
 লোকসমূহ লাভ কর এবং আমার প্রবাদ-  
 প্রভাবে তোমার ঐশ্বর্য অব্যাহত হউক : অন-  
 তর সেই সকল দিব্যলোক ভোগপূর্বক তুমি  
 পৃথিবীতে কোন মহাবংশে জাতিস্বরূপে  
 জন্মগ্রহণ করিবে এবং অভ্যকালে আমার  
 অনুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। পরাশর কহি-  
 লেন,—ভগবান এই কথা বলিলে পর, রাজা  
 মুচুকুন্দ, জগতের ঈশ অচ্যুতকে প্রণাম-  
 পূর্বক সেই শুভামুখ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত  
 হইয়া মনুষ্যগণকে আপন হইতে খসাইয়া  
 দেখিলেন। অনন্তর কলিযুগ উপস্থিত হই-  
 য়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া রাজা মুচুকুন্দ,  
 তপশ্রা করিবার জন্ত নরনারায়ণস্থান গন্ধমাদনে  
 গমন করিলেন। কৃষ্ণও উপায়যোগে শত্রু-  
 বিনাশ কর্ত্ত মথুরায় আগমন করিয়া, কালযব-  
 নের হস্তী, অশ্ব ও রথাদি দ্বারা উজ্জ্বল সৈন্য-  
 গণকে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিলেন। অন-  
 তর ভগবান সেই সকল হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি  
 দ্বারবর্তীতে আনয়নপূর্বক উগ্রসেনকে অর্পণ  
 করিলেন। এইরূপে যতুকুল পরাভিভবভয়হীন  
 হইল। হে মৈত্রেয়! বলভদ্রও অখিল যুদ্ধ

জ্ঞাতিসন্দর্শনোৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৮  
 ততে গোপীশ গোপাং চ ধন্যপূর্বমমিত্রজিৎ ।  
 তর্থেবাভাবদং প্রেমণা বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৯  
 কৈচাপি সম্পরিষক্তঃ কাংশ্চৈতং স পরিষজ্জে ।  
 হ্যস্তদ্বক্রে সমং কৈচিদৃগোপৈগোপীজনৈস্তথা ॥  
 প্রিয়ান্যনেকাগ্রবদন গোপান্তত্র হলায়ুধম্ ।  
 গোপাশ্চ প্রেমমুপিতাঃ প্রোচুঃ সের্যমথাপরঃ ॥ ১০  
 গোপাঃ পপ্রকুরপর। নাগরীজনবল্লভঃ ।  
 কচ্চিদান্তে সুখং কৃষ্ণশ্চলং প্রেমলবাস্যকং ॥ ১১  
 অন্যচ্চেষ্ট্যমপহসন কচ্চিন্ন পুরযোষিতাম্ ।  
 সৌভাগ্যমানমধিকং করোতি ক্ষণসৌহৃদং ॥ ১২  
 কচ্চিৎ স্মরতি নঃ কৃষ্ণো গীতানুগমনং কলম্ ।  
 অপ্যসৌ মাতরং দৃষ্ট্বং সঙ্গদপ্যাগমিয়াতি ॥ ১৩  
 অথব কিং তদালাপৈরপর। ক্রিয়তাং কথা ।

প্রশান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া জ্ঞাতি-সন্দর্শনে  
 উৎকণ্ঠিত মানসে নন্দগোকে আগমন করি-  
 লেন। অমিত্রজিৎ বলভদ্র গোকে আগমন-  
 নস্তর পূর্বের স্থায় প্রেম ও বহুমানপূর্বক গোপ  
 ও গোপীগণকে অভিবাदन করিলেন। অনন্তর  
 কেহ কেহ বলভদ্রকে আলিঙ্গন করিল, বলভদ্রও  
 তদুত্তরে কাহাকে কাহাকেও আলিঙ্গন করিলেন  
 এবং তিনি কোন গোপ বা গোপীজনের সহিত  
 হস্ত্য করিতে লাগিলেন। ১—১০। সেই  
 গোপগণ বলভদ্রকে বহুবিধ প্রিয় বাক্য বলিতে  
 লাগিল; কিন্তু অপর গোপীগণ প্রেমকুপিত  
 হইয়া ঈর্ষ্যানুভূত বাক্যে তাঁহার সহিত আলাপ  
 করিতে লাগিল। কোন কোন গোপী তাঁহাকে  
 জিজ্ঞাসা করিল, চকলপ্রেমের খণ্ডস্বরূপ সেই  
 নাগরীজনবল্লভ কৃষ্ণ ত হুখে বাস করিতেছেন?  
 কেহ বা বলিল, ক্ষণসৌহৃদ কৃষ্ণ আমাদের উপ-  
 হাসচ্ছলে পুরবাসিনী রমণীগণের কি সৌভাগ্য  
 মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন না? কেহ বা  
 বলিল, কৃষ্ণ কি আর আমাদের গীতানুযায়ী  
 কল-স্বরকে স্মরণ করেন? তিনি কি জননীকে  
 দেখিবার জন্ত আর একবার ব্রজে আসিবেন?  
 কোন কোন গোপী বলিল, অথবা তাঁহার  
 আলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? অপর

তস্মান্ভাবিকিনা কেন বিনাম্বাকং তৎ যতি ॥ ১৫  
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা ভর্তা বন্ধুজনঃ কিম্ ।

ন ত্যক্তস্তং কৃতেহং ভাবিরকৃতজ্ঞধ্বজো হি সঃ ॥ ১৬

তথাপি কচিদালাপমিহাগমনসংশয়ম্ ।

করোতি কৃণো বক্তব্যং ভবতাক্ষ্য নানুতম্ ॥ ১৭

দামোদরোহসৌ গোবিন্দঃ পুরস্কীণস্তমানসঃ ।

অপেতপ্ৰীতিরগামু দুর্দর্শঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৮

পরশর উবাচ ।

স্বামন্ত্রিতং স কৃষ্ণতি পুনর্দামোদরেতি চ ।

জহসুঃ সুধরং গোপ্যো হরিণঃ স্ততেতসঃ ॥ ১৯

সন্দেহৈঃ সামমণ্ডৈঃ প্রেমগর্ভৈরগন্ধিতৈঃ ।

গামেধাশাসিতা গোপাঃ কৃষ্ণস্মৃতিমানোহিরৈঃ ॥ ২০

গোপৈশ্চ পূর্নবদ্রামঃ পরিহাসমনোরমাঃ ।

কথাচকার রেমে চ সহ তৈর্বজ্জুগীষু ॥ ২১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে রামব্রজাগমনঃ

নাম চতুর্কিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

কোন বাক্যালাপ করা যাক্ । আমাদের তাহাকে ছাড়িয়া এবং তাঁহারও আমাদের ছাড়িয়, দিনও কাটিয়া যাইবে! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্তা ও বন্ধুজনকে কি আমরা সেই কৃষ্ণের জন্ত পরি-  
ত্যাগ করি নাই? সখে! কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞগণের ধ্বজ স্কন্ধে, তাহার সন্দেহ কি? কেহ বা, বলিল, সে সকল কথা এক্ষণে প্রয়োজন কি? হে অকৃষ্ণ! আপনি সত্য করিয়া বলিবেন, কৃষ্ণ কি আর এখানে আগমন সম্বন্ধে কোন আলাপ করিয়া থাকেন? হে দামোদর! গোবিন্দ, পুরস্কীর্ণ প্রতি মানস অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের প্রতি আর তাঁহার প্রীতি নাই। এইহেতুক তাঁহার দর্শন আমাদের কপালে দুষ্কর, ইহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরাশর কহিলেন,—বলভদ্রকে, গোপীগণ এই প্রকার একবার দামোদর ও কৃষ্ণ বলিয়া যে সম্বোধন করিল এবং হরি কর্তৃক হৃদ-চিত্ততা প্রযুক্ত পুনর্বার সুখের হাস্য করিয়া উঠিল! অনন্তর সান্ত্বনামনোহর, গর্বহীন, প্রেমগর্ভ ও অতি-  
মনোজ্ঞ কৃষ্ণের সন্দেশ দ্বারা বলভদ্র সেই সকল গোপীগণকে আশাসিত করিতে লাগিলেন।

## পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

বনে বিচরতস্তস্মৈ সহ গোপৈশ্চহাস্মনঃ ।

মানুষ্যস্বরূপস্ত শেষস্ত ধরণীভূতঃ ॥ ১

নিষ্পাদিতোরুকাধ্যস্ত কার্যেণোকাবিচারিণঃ ।

উপভোগার্থমত্যাগং বরুণঃ প্রাহ বাকুণীম্ ॥ ২

অতীষ্টা সর্বদা যন্ত মদিরে ত্বং মনোজসঃ ।

অনন্তরোপভোগায় তন্ত গচ্ছ মুদে শুভে ॥ ৩

ইত্যুক্তো বাকুণী ভেন সন্নিধানমথাকরোং ।

বৃন্দাবনবনোংপন্ন-কদম্বতরুকেটিরে ॥ ৪

বিচরন বলদেবোহপি মদিরাগন্ধমুত্তমম্ ।

আখ্যায় মদিরাতর্ঘবমপাখ্য পুরাতনম্ ॥ ৫

অনন্তর বলরাম গোপীগণের সহিত পূর্বের স্থায় পরিহাসমনোহর নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সহিত বজ্জুগীষুতে নানাবিধ লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১১—২১।

পঞ্চমাংশে চতুর্কিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

## পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—মহাস্বা, ধরণীধারণ-  
কারী, নিষ্পাদিত-শুরুকার্য্য, কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীবিহারী, মানুষরূপী, শেষাবতার বলভদ্র, বনে গোপগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার উপভোগার্থ বরুণ, বাকুণীকে (মদিরাকে) কহিলেন, হে মদিরে! যে মহা-  
বলশালী মহাস্বার তুমি সর্বদা অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ, হে শুভে! তুমি গমন কর। বরুণ এই প্রকার বলিলে পর, বাকুণী বৃন্দাবনোংপন্ন কদম্বরূপের কোটিরে সন্নিহিত হইলেন। বলভদ্রও বিচরণ করিতে করিতে উত্তম মদিরাগন্ধের আশ্রয় পাইয়া পুরা-  
তন মদিরানুরাগ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর হে মৈত্রেয়! লাক্ষ্মী (বলভদ্র) সহসা কদম্ব-  
বৃক্ষ হইতে শিগলিত মদ্যাদ্রা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর হর্ষান্বিত

ততঃ কদম্বাং সহসা মদ্যধারাং স লাস্কলী ।  
 পতন্তী বীক্য মৈত্রেয় প্রযর্থো পরমাং মৃদম্ ॥ ৬  
 পপৌ চ গোপগোপীতিঃ সমবেতো মুদাস্তিতঃ ।  
 উপগীয়মানো ললিতং গীতবাদ্যবিশারদৈঃ  
 সমন্তোঃপন্ন-বর্ষান্তঃ-কবিক-মৌক্তিকোঙ্কলঃ  
 আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ ॥ ৮  
 তন্ত্ৰ বাচং নদী সা চ মন্তোভামবমগ্ৰ বৈ ।  
 নাজগাম ততঃ ক্রুদ্ধো হলং জগ্রাহ লাস্কলী ॥ ৯  
 গৃহীত্বা তাং তটে তেন চকর্ব মদবিহ্বলঃ  
 পাপে নায়সি নায়সি গম্যতামিচ্ছয়াশ্রয়ঃ ॥ ১০  
 সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিরগা ।  
 যত্রান্তে বলভদ্রোহসৌ প্রাবয়ামাস তদ্বনম্ ॥ ১১  
 শরিরিণী তথোপতা ত্রাসবিহ্বললোচনা ।  
 প্রসীদেত্যব্রবীদামং মুঞ্চ মাং মূল্যানুধ ॥ ১২  
 সোহব্রবীদবজানাসি মম শৌর্যবলে যদি ।

বলভদ্র, গীতবাদ্য-বিশারদ গোপ ও গোপীগণ  
 কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া তাহাদের সহিত  
 একত্র সেই মদিরা পান করিলেন। অনন্তর  
 সমস্ত শরীর হইতে উৎপন্ন বর্ষাবিশিষ্ট বারিকণায়  
 উঙ্কলগাত্র বলভদ্র মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া  
 কহিলেন,—হে যমুনে! তুমি এই স্থলে আগমন  
 কর, আমি স্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই  
 সময় বলভদ্রের মন্তোকালে কথিত বাক্যের  
 অবমানপূর্বক, নদী যমুনা সেই স্থলে আগমন  
 করিল না। তখন লাস্কলী, ক্রুদ্ধ হইয়া লাস্কল  
 গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মদবিহ্বল বলভদ্র  
 সেই লাস্কল দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করত তটের  
 দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে  
 লাগিলেন,—রে পাপে! তুমি আসিবে না?  
 আসিবে না? এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন  
 কর দেখি? সহসা বলভদ্র কর্তৃক আক্রম্যমাণা  
 নদী, স্বকীয় গমনোপযোগী পথ পরিত্যাগ করিয়া,  
 বলভদ্র যেখানে ছিলেন, সেই তট সহসা প্রাবিত  
 করিয়া দিলেন এবং নদী, শরীরধারণপূর্বক  
 জল হইতে উত্থান করত ত্রাসবিহ্বললোচনে  
 রামকে বলিতে লাগিলেন,—হে হলানুধ!  
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে

সোহহং ত্বাং হলপাতেন বিনেষ্যামি সহস্রধা ॥ ১৩

পরশর উবাচ।

ইতুক্তয়াক্সিস্ত্রাসাং ত্বা নদরু প্রসাদিতঃ  
 ভূভাগে প্রাবিতে তস্মিন্ মুমোচ যমুনাং বলঃ ॥ ১৪  
 ততঃ স্নাতস্ত বৈ কান্তিরাজগাম মহাশ্রয়ঃ ।  
 অবর্তংসোঃপলং চারু গৃহীত্বৈকক কুণ্ডলম্ ॥ ১৫  
 বরুণপ্রহিতাং চার্ম্যে মালামল্লানপঙ্কজাম্ ।  
 সমুদ্রাতে তথা বস্মে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত ।  
 কৃতাবতংসঃ স তদা চারুকুণ্ডলভূষিতঃ  
 নীলাম্বরধরঃ শ্রী গুণ্ডতে কান্তিসংযুতঃ ॥ ১৬  
 ইখং বিভূষিতো রেমে তত্র রামস্তথা ব্রজে  
 মাসম্বয়েন যাতং পুনঃ স দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১৮  
 রেবতীং নাম তনয়াং রেবতস্ত মহীপতেঃ ।  
 উপযেমে বলস্তস্তাং জজ্ঞাতে নিশটোন্মুকো ॥ ১৯  
 ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে বলবিলাসে।  
 নাম পঞ্চবিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

পরিত্যাগ করুন। অনন্তর বলভদ্র বলিলেন  
 আর যদি কখন আমার শৌর্য ও ধর্মের প্রতি  
 তুমি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি এই হল-  
 বাত দ্বারা তোমাকে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিব  
 পরশর কহিলেন,—বলভদ্র এই প্রকারে তির  
 স্কার করিলে পর, নদী অতি সন্তোষে, সেই ভূমি  
 প্রাবিত করিয়া বলভদ্রকে প্রসন্ন করিলেন।  
 তখন তিনিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন  
 অনন্তর তাঁহার স্থান সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মী শরী  
 রিণী হইয়া মনোহর অবতংসোঃপল এবং এক  
 কুণ্ডল গ্রহণ করত মহাত্মা বলভদ্রের নিকট  
 আগমন করিলেন। এবং লক্ষ্মী তাঁহাকে  
 বরুণ-প্রেরিত অল্লানপঙ্কজা মালা ও সমুদ্রের  
 ত্রায় নীলবর্ণ ছইখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন  
 তখন কৃতাবতংস, চারুকুণ্ডলশোভিত, নীলাম্বর-  
 ধর ও মালাধারী বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতি-  
 শয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে  
 বিভূষিত হইয়া বলভদ্র, ব্রজভূমিতে ছইমাস  
 কাল নানাপ্রকার লীলা করিলেন ও পরে পুন-  
 র্বার দ্বারকা গমন করিলেন। বলভদ্র,  
 রেবত-রাজার কন্যা রেবতীকে বিবাহ করেন।

## ষড়বিংশোধ্যায়ঃ

### পরশর উবাচ

ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিশেষহতবঃ ।  
 কন্বী তস্ম্যভবঃ পত্নো রুদ্রিণী চ বরাসনা ॥ ১  
 রুদ্রিণী চকমে কৃষ্ণঃ স চ ত চারুহাসিনী ।  
 ন দদৌ যাচতে চনাং কন্বী দ্বেষণ চক্রিণে ॥ ২  
 দদৌ চ শিশুপালায় জরাসন্ধপ্রদেশিতঃ ।  
 ভীষ্মকো রুদ্রিণা সার্কিঃ রুদ্রিণীমুকুবিক্রমঃ ॥ ৩  
 বিবাহার্থং ততঃ সর্বে জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ ।  
 ভীষ্মকস্য পুরং জঘুঃ শিশুপালপ্রিয়ৈষিণঃ ॥ ৪  
 কন্বোহপি বলভদ্রাদ্যৌ দর্শেহুভিরূতঃ ।  
 প্রথমো কুণ্ডিনং দদুঃ বিবাহার্থকং ভূতঃ ॥ ৫

“হার গর্ভে বলভদ্রের ঔরসে নিশ্চয় এবং  
 উপর ক নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। ১০—১১।

পঞ্চমাংশে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

## ষড়বিংশ অধ্যায়ঃ

পরশর কহিলেন,—বিদর্ভদেশের মধ্যে  
 কুণ্ডিন নামক রাজ্যে ভীষ্মক নামে এক রাজা  
 ছিলেন। তাঁহার কন্বী নামে এক পুত্র ও  
 রুদ্রিণী নামে এক বরাসনা কন্যা জন্মে। সেই  
 চারুহাসিনী রুদ্রিণী কন্যার প্রতি অত্যাচার  
 করিয়া তাহাকে কামনা করিলেন। এই  
 কারণে কৃষ্ণ তদীয় পিতার নিকট তাহাকে  
 প্রার্থনা করিলেও, কন্বী কৃষ্ণদেব-প্রযুক্ত  
 কৃষ্ণকে রুদ্রিণী প্রদান করিলেন না। উরু-  
 বিক্রম রাজা ভীষ্মকও জরাসন্ধের পরামর্শ  
 অনুসারে কন্বীর সহিত একবাক্য হইয়। শিশু-  
 পালকে রুদ্রিণী প্রদান করিলেন,—ইহা অস্বীকার  
 করিলেন। অনন্তর শিশুপালের হিতৈষী জরা-  
 সন্ধপ্রমুখ নৃপতিগণ বিবাহার্থে ভীষ্মকের পুরীতে  
 গমন করিলেন। কৃষ্ণও বলভদ্রপ্রমুখ বহু যাদব-  
 গণে বেষ্টিত হইয়া, বিবাহ দর্শন করিবার জন্ত  
 ভূপতি ভীষ্মকের কুণ্ডিন নগরে গমন করিলেন।

গোভাধিনি বিবাহে তু তাং কন্যাং হৃতবান্ হরিঃ  
 বিপক্ষভারমাসজ্য রামাদ্যেব বন্ধুয় ॥ ৬  
 ততঃ পৌত্রকঃ শীমান দত্তবক্রো বিদ্রবঃ ।  
 শিশুপালজরসন্ধ-শাণ্ডাণ্যঃ মহীভূতঃ ॥ ৭  
 কুপিতান্তে হরিং হস্তং চক্রদ্যোগমুত্তমম্ ।  
 নির্জিতাঃ সমাগম্য রামাদ্যেবতপুত্রবৈঃ ॥ ৮  
 কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষামি অহতাঃ সুধি কেশবম্ ।  
 কন্বী প্রতিজ্ঞাং কন্বী চ হস্তং কৃষ্ণমভিহৃতঃ ॥ ৯  
 হতাস্থলং সন্যাসাং পতিশূন্যনসঙ্কুলম্ ।  
 নির্জিতঃ পাতিতঃ কন্যাং লীলয়ৈব স চক্রিণঃ ॥ ১০  
 হস্তং কৃতমতিঃ কনো রুদ্রিণং যুদ্ধহৃদয়ম্ ।  
 প্রথম যাচিতো রক্ষন রুদ্রিণ্যা ভগবান্ হরিঃ ॥ ১১  
 এক এব মম ভাতা ন হতব্যস্তয়াধুন।  
 কোপং নিয়ম্য দেবেণ ভ্রাতৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্ ॥ ১২  
 ইত্যুত্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্ণেনান্নিষ্টকর্ষুণাঃ

অনন্তর বিবাহের একদিন পূর্বেই হরি রামাদি  
 বন্ধুগণের উপর বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধাদির  
 ভার অর্পণপূর্বক সেই কন্যাকে হরণ করিলেন।  
 অনন্তর পৌত্রক, দত্তবক্র, বিদ্রব, শিশুপাল,  
 জরাসন্ধ ও শাণ্ডাণ্য প্রভৃতি মহীপালগণ কুপিত  
 হইয়া হরিকে হনন করিবার জন্ত উত্তম উদ্যোগ  
 করিলেন; কিন্তু যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া তাঁহার  
 সকলেই বলভদ্র-প্রমুখ যদুশেষগণ কড়ক  
 পরাজিত হইলেন। ১—৮। অনন্তর “যুদ্ধে  
 কেশবকে বধ না করিয়া আমি আর কুণ্ডিন  
 নগরে প্রবেশ করিব না”—এই প্রকার প্রতিজ্ঞা  
 করিয়া কন্বী কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্ত  
 তাহার পঞ্চাশাশ্রমী হইল। কিন্তু চক্রী (কৃষ্ণ)  
 হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথসঙ্কুল তদীয় সকল  
 সৈন্যকে হনন করিয়া, অবলীলাক্রমে কন্বীকে  
 জয় করিয়া ভূমিপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। অনন্তর  
 যখন ভগবান্ হরি, যুদ্ধহৃদয় কন্বীকে বধ করিতে  
 ইচ্ছা করিলেন, তখন রুদ্রিণী প্রণামপূর্বক  
 হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, “হে ব্রহ্মন্!  
 আপনি আমার এই ভ্রাতৃটিকে হনন করিবেন  
 না। হে দেবেশ! আপনি কোপবেগ রুদ্ধ  
 করিয়া আমাকে ভ্রাতৃভিক্ষা প্রদান করুন।”



রুদ্রী ভোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসৎ তদা ॥ ১৩

নিজিত্য রুদ্রিণং সম্যগুপধমে স রুদ্রিণীম্ ।

রাক্ষসেন বিবাহেন সম্প্রাপ্তাং মধুসূদনঃ ॥ ১৪

তস্তাং জজ্ঞেহথ প্রহৃষ্টো মদনাংশঃ স বীর্ঘবান্ ।

জহার শম্বরো যং বৈ যো জ্বান চ শম্বরম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে রুদ্রিণীপরিণয়ো

নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

শম্বরেণ হৃতো বীরঃ প্রহৃষ্টঃ স কথং মুনে ।

শম্বরস্য মহাবীর্ঘ্যঃ প্রহৃষ্টেন কথং হতঃ ॥ ১

অক্লিষ্টকম্বা রুক্ষ, রুদ্রিণী কর্তৃক এই প্রকারে  
প্রার্থিত হইয়া, রুদ্রীকে পরিত্যাগ করিলেন ।  
অনন্তর রুদ্রী, প্রতিজ্ঞা সফল না হওয়ায়  
আর কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ না করিয়া  
ভোজকট নামে এক পুর নির্মাণপূর্বক  
সেইখানে বাস করিতে লাগিল । মধুসূদনও  
রুদ্রীকে পরাজয় করিয়া রাক্ষস-বিবাহ অনু-  
সারে প্রাপ্ত রুদ্রিণীকে সম্যক্ বিধি অনু-  
সারে বিবাহ করিলেন । সেই রুদ্রিণীর গর্ভে  
মদনাংশ বীর্ঘবান্ প্রহৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন ।  
শম্বরাস্বর এই প্রহৃষ্টকে জন্মকালেই হরণ করে  
এবং প্রহৃষ্টও কালক্রমে ঐ শম্বরকে বধ  
করেন । ১—১৫ ।

পঞ্চমাংশে ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনে ! শম্বরাস্বর,  
প্রহৃষ্টবীরকে কেন হরণ করিয়াছিল, আর মহা-  
বীর্ঘ শম্বরাস্বরকেও প্রহৃষ্ট কি প্রকারে বিনাশ  
করিয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ করিয়া বলুন ।

পরশর উবচ ।

যঠেহহি জাতমাত্রজ প্রহৃষ্টঃ স্তৃতিকাগৃহাং ।

মমৈষ হন্তেতি মুনে হৃতবান্ কালশম্বরঃ ॥ ২

হুত্বা চিক্কেপ চৈবৈনং গ্রাহোহগ্রে লবণার্ণবে ।

কল্লোলজনিতাকর্ত্ত সুষোরে মকরালয়ে ॥ ৩

পতিতং তত্র চৈবৈকো মংস্তো জগ্রাহ বালকম্ ।

ন মমার চ তস্তাপি জঠরেহনলদীপিতঃ ॥ ৪

মংস্তবক্কেসং মংস্তোহসৌ মংস্তরগ্নোঃ সহ দ্বিজ

স্বাস্তিতোহসুরবর্ধ্যায় শম্বরায় নিবেদিতঃ ॥ ৫

তস্ত মায়াবতী নাম পত্নী সর্ষগহেশ্বরী ।

কারয়ামাস স্তদানামাধিপত্যমনিন্দিতা ॥ ৬

দারিতে মংস্তজঠরে সা দদর্শাত্তিশাভনম্ ।

কুমারং মম্মথতরোদিক্তস্ত প্রথমাস্কুরম্ ॥ ৭

কোহং কথময়ং মংস্তজঠরং সমুপাগতঃ ।

পরশর কহিলেন,—হে মুনে ! প্রহৃষ্ট জন্মিলে  
পর বর্ষদিনে কালশম্বর, “এই বালক আমার  
হুত্বা” ইহা জানিতে পারিয়া, স্তৃতিকাগৃহ হইতে  
তঁাকে হরণ করিল । হরণান্তে শম্বরাস্বর  
বালক প্রহৃষ্টকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল  
ঐ লবণসমুদ্রে মহান্ মহান্ কুন্তীরাদি বাস  
করিত । বিশাল লহরীমালায় সর্ষগ উহাতে  
আবর্ত্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং উহা অতি ভয়ানক  
মকরগণের বাসস্থান । সমুদ্রপতি সেই  
বালককে একটা মংস্ত গ্রহণপূর্বক গিলিয়  
ফেলিল । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই  
মংস্তের জঠরানলদীপিত হইয়াও প্রহৃষ্ট মৃত্যু-  
মুখে পতিত হইলেন না । হে দ্বিজ ! মংস্তজাতি-  
গণ একদিন অগ্রাশ্র মংস্তগণের সহিত সেই  
মংস্তটাকে ধারণপূর্বক বিনাশ করিয়া অসুর-  
শ্রেষ্ঠ শম্বরকে প্রদান করিল । মায়াবতী নাম  
কোন একটা কামিনী, শম্বরাস্বরের পত্নী ছিলে  
গৃহে অবস্থান করিতেন । কিন্তু তিনি বাস্তবিক  
তাহার পত্নী ছিলেন না । সেই মায়াবতী শম্বর-  
গৃহে সকল পাচকদিগের আধিপত্য করিতেন ।  
অনন্তর বীরবরণ কর্তৃক আনীত সেই মংস্তের  
জঠর ছেদন করিলে পর, সেই মায়াবতী দেখি-  
লেন, সেই মংস্তের জঠরে অতি সুন্দরাদি

ইত্যেবং কৌতুকাধিষ্ঠাং তাং ভব্যাং প্রাহ নারদঃ ॥  
অয়ং সমস্তজগতঃ সৃতিসংহস্রকারিণঃ ?  
শম্বরেণ হৃতঃ কৃষ্ণ-ভনয়ঃ সৃতিকাগ্ধাঃ ॥ ৯  
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মংস্ত্রস্ত সস্ত্রাপ্তো জয়রামায় ॥  
নররত্নমিদং হুত্র বিশ্রদ্ধা পরিপালয় ॥ ১০

পরশর উবাচ ।

নারদেনৈবমুক্তা সা পালয়ামাস তং শিশুং ।  
বাল্যাদেবান্তিরোগেণ রূপাতিশয়মোহিতা ॥ ১১  
স যদা যৌবনভোগ-ভূষিতোহভূয়হামুনে ।  
সান্তিলাষা তদা সান্তিবভূব গজগামিনী ॥ ১২  
মায়াবতী দদৌ চামৈ মায়ঃ সৰ্বা মহাত্মনে ।  
প্রত্যঙ্গায়ান্তিরোগাক্ষা জ্যস্তহৃদয়েক্ষণা ॥ ১৩  
প্রসজ্জ্যতীস্ত তামাহ স কাঞ্চিঃ কমলেক্ষণাম্  
মাতৃত্বাবমপাহবি কিমেবং বন্তসংস্থথা ॥ ১৪

দ্রষ্টাভূত কামতরুর প্রথমাকুর সদৃশ একটী  
কুমার বিরাজ করিতেছেন। তখন কেমন  
করিয়া এই বালকটী মংস্ত্রের জঠরে প্রবেশ  
করিল—এবং প্রকার কৌতুকাধিষ্ঠা মায়াবতীর  
নিকট, নারদ উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, “এই  
বালকটী সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী  
কৃষ্ণের পুত্র। এই বালক শম্বরকর্তৃক সৃতিকা-  
হৃত হইতে হৃত হইয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হন  
এবং মংস্ত্রজঠরে অবস্থিতি করেন। এক্ষণে  
ইনি তোমার অধীন হইলেন। হে হুত্র !  
তুমি বিশ্বাসের সহিত এই বালকটীকে পরি-  
পালন কর” ॥ ১—১০ ॥ পরশর কহিলেন,—  
নারদ কর্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া বালকের  
রূপ দর্শনে মোহিতা মায়াবতী, অনুরাগ সহকারে  
ঐ বালকটীকে পালন করিতে লাগিলেন। হে  
মহামুনে! অনন্তর যখন প্রহ্মম যৌবনসমাগম  
দ্বারা ভূষিত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই  
গামিনী মায়াবতীও তাঁহার প্রতি, অনুরাগ  
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রহ্মমের প্রতি  
আকৃষ্টনয়নগদ্যা মায়াবতী অতি অনুরাগপ্রযুক্ত  
সেঁহাকে সর্কীয় সর্বপ্রকার মায়-বিদ্যা শিক্ষা  
করাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণপুত্র প্রহ্মম, কমল-  
ক্ষণা মায়াবতীকে কামসজ্জায় সজ্জিতা দেখিয়া

সা চামৈ কথয়ামাস ন পুত্রস্তং মমেতি বৈ ।  
ভনয়ং তাময়ং বিকোচ্য ভবান্ কালশম্বরঃ ॥ ১৫  
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মংস্ত্রস্ত সস্ত্রাপ্তো জয়রামায় ॥  
সা তু রোদিতি তে মাতা কান্তাদ্যাপ্যভিবংসলা ॥  
পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শম্বরং যুদ্ধে প্রহ্মমঃ স সমাস্ত্রয়ঃ  
ক্রোধাকুলীকৃতমনা যুযুখে চ মহাত্মনঃ ॥ ১৭  
হস্তা সৈন্যমশেষস্ত তস্ত দৈত্যাস্ত মার্হসি ।  
সপ্ত ষায়া ব্যতিক্রম্য মযাং সংযুজ্জহঃ স্তমী ॥ ১৮  
তয়া জঘান তং দৈত্যং মায়য়া কালশম্বরম্ ।  
উৎপত্য চ তয়া সাক্ষাৎজগাম পিতৃগৃহম্ ॥ ১৯  
অন্তঃপুরে নিপতিতং মায়াবত্যা সমান্বিতম্ ।  
তং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণসংকল্পা বভূবুঃ কৃষ্ণমাহিতঃ ॥ ২০  
ক্ষণিগী চাবদং প্রেমণা সাক্ষ্যপ্তিরনিন্দিত

কহিলেন,—তুমি মাতৃভব পবিত্রতা করিয়া,  
অন্তঃপুরের ভাবের আশ্রয় কেন গ্রহণ করিতেছ  
তখন মায়াবতী ইত্যাকে কহিলেন,—তুমি  
আমার পুত্র নহ; তুমি কৃষ্ণের ভনয়; কাল-  
শম্বর তোমাকে হরণ করিয়া, সমুদ্রমধ্যে  
নিক্ষেপ করিয়াছিল; আমি তোমাকে মংস্ত্রের  
জঠরে হইতে পাইয়াছি। হে বাত! তোমার  
অভিবংসলা জননী হস্তাঙ্গি রোদন করিতে-  
ছেন। পরশর কহিলেন,—মায়াবতী এই  
প্রকার বলিলে পর, মহাবল প্রহ্মম অতি  
ক্রোধাকুলীকৃতমনা হইয়া, শম্বরকে যুদ্ধার্থে  
আহ্বান করিলেন। অনন্তর প্রহ্মম যুদ্ধে  
শম্বরস্বরের অশেষ-সৈন্য বিনাশপূর্বক দৈত্য-  
কৃত সপ্তমী-মায়া অতিক্রম করিয়া, সর্কীয়  
অষ্টমী-মায়ার প্রয়োগ করিলেন। প্রহ্মম, সেই  
অষ্টমমায়া প্রভাবে সেই কালশম্বর নামক  
দৈত্যকে হননপূর্বক মায়াবতীর সহিত গগন-  
মার্গে আরোহণ করত পিতৃগৃহে আগমন  
করিলেন। ১১—১৯ অনন্তর মায়াবতীর  
সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে নিপতিত প্রহ্মমকে অব-  
লোকন করিয়া, কৃষ্ণ স্ত্রীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া  
বিবেচনা করিতে লাগিলেন; বিস্ময় অনিন্দিত  
কর্ণগণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিতে

ধন্যায়ঃ খনয়্য পুত্রো বর্ততে নবযৌবনে ॥ ২১  
 অগ্নিন বয়সি পুত্রো মে প্রত্যাদ্ধে যদি জীবতি ।  
 সত্যায় জননী বংস ত্বয়া কাপি বিভূষিতা ॥ ২২  
 অথবা যাদৃশঃ স্নেহো মম যাদৃশপুস্তব ।  
 চরৈরপত্যং সুব্যক্তং ভবান্ বংস ভবিষ্যতি ॥ ২৩  
 পরাশর উবাচ ।

এতস্মিন্তরে প্রাপ্তঃ সহ কৃষ্ণেন নারদঃ ।  
 অন্তঃপুরচরীং দেবাং রুক্মিণীং প্রাচ হর্ষয়ন্ ॥ ২৩  
 এব তে তস্যঃ সূত্রং হস্তা শম্বরমাগতঃ ।  
 পতো যেনাভববালো ভবত্যঃ স্তৃতিকাগচ্চ ॥ ২৪  
 ইয়ং মায়াবতী ভার্যা তনয়স্তাত্ত তে সত্যী  
 শম্বরস্ত ন ভায়েয়ঃ শ্রয়তামত্র কারণম্ ॥ ২৫  
 মমথে তু গতে নাশং তত্স্থবপরাষণ ।  
 শম্বরং মোহয়ামাস মায়াৰূপেণ রূপিনী ॥ ২৬  
 বাবায়াদ্যপভোগেন রূপং মায়াময়ং ভুভম্ ।

কর্তৃতে স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন,  
 “মহা! কোন দণ্ডস্থার এই পুত্রটী নব-  
 যৌবনে স্থিতি করিতেছে। আমার প্রত্যাদ্ধ যদি  
 জীবিত থাকিত, তাহ হইলে এতদিনে তাহারও  
 এই প্রকারই বয়স হইত।” হে বংস! কোন  
 ভাগ্যশালিনী জননীকে তুমি জন্মপুত্র দ্বারা  
 ভূষিত করিয়াছ : অথবা আমার দৃশ্য স্নেহ ও  
 তোমার যাদৃশ বয়স তাহাতে আমার নিশ্চয়ই  
 বোধ হইতেছে যে, হে বংস! তুমি কৃষ্ণেরই  
 পুত্র হইবে। পরাশর কহিলেন—এই সময়ে  
 কৃষ্ণের সহিত নারদ উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুর-  
 চারিণী দেবী রুক্মিণীকে আনন্দিত করিয়া কহি-  
 লেন,—“হে সূত্র! শম্বরস্বরকে হনন করিয়া  
 তোমার পুত্র প্রত্যাদ্ধ উপস্থিত হইয়াছেন।  
 শম্বরাস্বর, ইহাকে বাল্যাবস্থায় স্তৃতিকাগচ্চ হইতে  
 হরণ করিয়াছিল। ইহার সহিত যে রমণীকে  
 দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয়ের ভার্যা সত্যী।  
 ইনি শম্বরের ভার্যা নহেন। ইহার কারণ  
 শ্রবণ কর। পূর্বের কাম, দক্ষ হইলে পর, পুন-  
 র্কার তাঁহার জন্মকাল প্রতীক্ষায় হৃদয়ী  
 রতি মায়াৰূপে শম্বরাস্বরকে মোহিত করিয়া  
 রাখেন এবং নিন্দিত উপভোগাদিতে এই মদি-

দশয়ামাস দৈত্যস্ত তন্ত্ৰেয়ং দীর্ঘবর্ণকণা ॥ ২৮  
 কামোহরতীর্ণঃ পুত্রস্তে তন্ত্ৰেয়ং দয়িতা রতিঃ ।  
 বিশঙ্গা নাত্র কর্তব্য সুবেয়ং তব শোভনা ॥ ২৯  
 ততো হর্ষসমাবিষ্টা রুক্মিণী কেশবস্তথা ।  
 নগরী চ সমস্তা সা সাধু সাধিতভাষত ॥ ৩০  
 চিরনষ্টেন পুত্রেন সংযুক্তাং প্রেক্ষা রুক্মিণীম্ ।  
 অবাপ বিষয়ং সর্বো দ্বারবত্যাং জনস্তদা ॥ ৩১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে  
 সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

চারুদেবঃ সূদেয়ঃ চারুদেহকঃ বীৰ্যবান্  
 সুবেয়ং চারুগুপ্তক ভদ্রচারঃ তথাপরম্ ॥ ১  
 চারুবিন্দং সূচারকঃ চারুক বলিনাং বরম্ ।  
 রুক্মিণ্যজনয়ঃ পুত্রান কস্তাং চারুমতীং তথা ॥ ২

রেক্ষণা রতি শম্বরস্বরকে মায়াময় রূপ প্রদর্শিত  
 করিতেন। হে দেবি! কামই এই তোমার  
 পুত্ররূপে অবতীর্ণ এবং এই মায়াবতী তাঁহার  
 দয়িতা রতি, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও  
 না,—এই রতি তোমার পুত্রবৎ। অনন্তর  
 রুক্মিণী, কেশব ও সমস্ত নগরবাসীই হর্ষসমাবিষ্ট  
 হইয়া “সাধু সাধু” বলিতে লাগিলেন। বহুকাল  
 হইতে অপহৃত পুত্রের দহিত রুক্মিণীকে পুন-  
 র্কার মিলিতা হইতে দেখিয়া, দ্বারকাস্থিত সর্ব  
 জনই বিষয়াবিত হইল। ১১—৩১।

পঞ্চমেহংশে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

পরাশর কহিলেন,—রুক্মিণী, চারুমতী নামী  
 এক কস্তা ও যে কয়টা পুত্র প্রসব করেন,  
 তাহাদের নাম চারুদেহক, সূদেয়, চারুদেহ,  
 সুবেয়, চারুগুপ্ত, ভদ্রচার, চারুবিন্দ, সূচার,  
 ও চারু;—ইহারা বীৰ্যবান্ ও বলিষ্ঠ

অত্যাং ভাৰ্য্যাঃ কৃষ্ণস্ত বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ ।  
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চাঁদত্যা নাগজিতী তথা ॥ ৩  
দেবী জাম্ববতী চাপি ব্রাহ্মিণী কামরূপিনী  
মদরাজহুতা চাত্ৰা শূলীলা শীলমণ্ডনা ॥ ৪  
সত্রোজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চাকুহাসিনী ।  
ষোড়শাসন সহস্রাণি স্ত্রীণামত্যানি চক্রিণঃ ॥ ৫  
প্রহুয়োঃ পি মহাবীৰ্যো রুক্ষিণঃ সুনয়ঃ শুভাম্ ।  
স্বয়ংবরহাং জগাহ সা চ তং তনয়ং হরেঃ ॥ ৬  
তন্মামৃত্যবঃ পশ্চো মদাবলপরাক্রমঃ ।  
অনিরুদ্ধো রণে ক্রুদ্ধো বীৰ্য্যোদধিরবিন্দমঃ ॥ ৭  
তন্মাপি রুক্ষিণঃ পৌত্রো বররামাস কেশবঃ ।  
দৌহিত্র্যে দদৌ কন্থী তং স্পর্ধরপি শৌরিণঃ ॥ ৮  
তস্মা বিবাহে রামাদ্যা যাদবা হরিণা সহঃ  
রুক্ষিণো নগরং জয়দ্বারমা ভোজকটং দ্বিজ ॥ ৯  
বিবাহে তত্র নিরুভে প্রাদুৰ্ভেঃ সুমহাস্থনঃ ।

ছিলেন। প্রহুয়ের জমদন্ত্যন্ত পূৰ্বেই কথিত  
হইয়াছে। রুক্ষিণী ভিন্ন আরও সাতটা শোভনা  
স্ত্রী কৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম  
কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগজিতী সত্য, কাম-  
রূপিনী রোহিণীদেবী, জাম্ববতী, মদরাজহুতা  
শীলমণ্ডনা, শূলীলা, সত্রোজিতকতা সত্যভামা  
এবং চাকুহাসিনী লক্ষ্মণ। ইহাদের ছাড়া  
চক্রীর আরও ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন।  
মহাবীৰ্য্য প্রহুয় স্বয়ংবরস্থ রুক্ষীরাজার কন্যাকে  
বিবাহ করেন, এ কথাও তাঁহার প্রতি অনু-  
রাগিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রহু-  
য়ের এক মহাবলপরাক্রম প্রত্ন হয়। তাঁহার  
নাম অনিরুদ্ধ। ইনি রণে ক্রুদ্ধাবস্থায় বীৰ্য্যো-  
দধি অরিগণকে দমন করিতেন। কেশব রুক্ষীর  
পৌত্রের সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ প্রার্থনা  
করিলেন। অত্যাং কৃষ্ণের প্রতি স্পর্ধাষিত  
হইয়াও দৌহিত্রকে স্বকীয় পৌত্রী প্রদান করি-  
লেন। হে দ্বিজ! সেই কন্যার বিবাহোপ-  
লক্ষে বলরাম আদি যাদবগণ হরির সহিত  
ভোজকট নামে রুক্ষীর রাজধানীতে গমন করি-  
লেন। অনন্তর প্রহুয়পুত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন  
হইয়া গেলে, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি সুমহাস্থাগণ

কলিঙ্গরাজপ্রমুখা রুক্ষিণং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ১০  
অনরুদ্ধো হলৌ দূতে তথাস্ত্য ব্যসনং মহং ।  
ন জয়ামে বলং কন্থাং দ্যুতেনৈনং মহাহুতে ॥ ১১  
পরশর উবাচ ।  
অথেনি তানাহ নৃপান কন্থী বলসমম্বিতঃ ।  
সভায়াং সহ রামেণ চক্রে দ্যুতঞ্চ বৈ তদা ॥ ১২  
সহস্রমেকং নিন্দাণাং রুক্ষিণা বিজিতো বলঃ  
দ্বিতীয়োঃ পি পণে চাত্ৰাং সহস্রং রুক্ষিণা জিতম্ ॥  
ততো দশসহস্রাণি নিন্দাণাং পণমাদদে ।  
বলভদ্রোঃ জয়ন্তানি কন্থী দ্যুতবিদাং বরঃ ॥ ১৩  
ততো জহাস সনবং কলিঙ্গাদিপতিদ্বজ ।  
দন্তানি দর্শনমুদৌ কন্থী চাচ মদোদ্ধতঃ ॥ ১৪  
অবিক্রোহয়ং ময়া দ্যুতে বলদেবঃ পরাজিতঃ ।  
মুধৈবাক্ষবলেপাক্ষো যঃ সঃ মেনেহক্ষকোবিদম্ ॥ ১৫  
দৃষ্টা কলিঙ্গরাজং তং প্রকাশদর্শনাননম্ ।

রুক্ষীকে বলিলেন যে, 'এই হলধর দ্যুতক্রীড়ায়  
অনভিজ্ঞ, সুতরাং সেই ক্রীড়া দ্বারা ইহার মহং  
ব্যসন উপস্থিত হইবে, অতএব হে মহাহুতে!  
আমরা দ্যুতক্রীড়া দ্বারা বলভদ্রকে কেনই  
জয় না করিব?' ১—১১। পরশর কহিলেন,  
অনন্তর বলসমম্বিত রাজা রুক্ষী, নৃপভিগণকে  
কহিলেন যে, "তাহাই হইবে" এবং সেই  
কালেই সভ্যস্থলে বলভদ্রের সহিত দ্যুতক্রীড়া  
আরম্ভ করিল। অনন্তর রুক্ষী প্রথমবারেই চারি-  
সহস্র সুবর্ণ পণ দ্বারা বলভদ্রকে পরাজিত করত  
দ্বিতীয়বারেও চারিসহস্র সুবর্ণ জয় করিয়া  
লইল। অনন্তর বলভদ্র তৃতীয়বারে চতুর্বিংশৎ  
সহস্র সুবর্ণের পণ করিলেন; কিন্তু দ্যুত-  
বিগণের শ্রেষ্ঠ রুক্ষীও তৎসমুদায় জয় করিয়া  
লইল। হে দ্বিজ! অনন্তর কলিঙ্গাদিপতি  
দন্ত সকল প্রদর্শন করত উচ্চৈঃস্বরে  
করিল এবং মদোদ্ধত রুক্ষী কহিল, - দ্যুত-  
ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ বলদেবকে আমি পরাস্ত  
করিলাম, এই বলভদ্র বৃথা অক্ষগর্বে অন্ধ  
হইয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় পণ্ডিত বলিয়া  
পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তর কলিঙ্গদেশাধি-  
পতিকে দন্তপ্রদর্শনপূর্বক হাস্ত করিতে এবং

কস্মিন্কাপি দুৰ্ব্বাক্যং কোপং চক্রে হলায়ুধঃ ॥১৭  
ততঃ কোপপরীতাস্তা নিরুকোটিং হলায়ুধঃ ।  
গ্রহং জগ্রাহ রুদ্রী চ তদধেহক্ষানপাতয়ং ॥১৮  
অজয়ধনদেবস্তং প্রাহোচ্চৈস্তং জিতং ময়া ।  
ময়োতি রুদ্রী প্রাহোচ্চৈরলীকোত্তৈরলং বল ॥১৯  
অয়োক্তোহং গ্রহঃ সত্যং ন ময়োবোহনুমোদিতঃ ।  
এবং তুষা চেদ্বিজিতং ময়া ন বিজিতং কথম্ ॥২০  
অখাত্তরিক্ষে গাণ্ডচেঃ প্রাহ গন্তীরনাদিনী  
নলদেবস্ত তংকোপং বর্ধয়ন্তী মহাত্মনঃ ॥২১  
জিতং বলেন ধর্ম্মেণ রুদ্রিণো ভাবিতং ময়া ।  
অনুত্কাপি বচঃ কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কথম্ ॥২২  
ততো বলঃ সমুখায় কোপসংরক্তলোচনঃ ।  
জ্বানাষ্টাপদেনৈব রুদ্রিণং হুমহাবলঃ ॥২৩  
কলিঙ্গরাজকাদায় বিশ্বরুতং বলায়ুধঃ ।

কস্মিন্কাপি দুৰ্ব্বাক্যপারায়ণ দেখিয়া বলভদ্র অতি-  
শয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎপরে কুপিত বলদেব  
চারিকোটী সুবর্ণ পরিমিত পণ গ্রহণ করিলেন ।  
তখন রুদ্রীও সেই পণজয়ের প্রত্যাশায় অক্ষ-  
পাত করিলেন । কিন্তু এবার বলভদ্র রুদ্রীকে  
পরাভ্যাস করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন  
যে, আমি রুদ্রীকে পরাজয় করিয়াছি : সেই-  
কালে রুদ্রীও কহিল, হে বলদেব ! আপনি  
কি মিথ্যা কহিবেন না ; আমিই আপনাকে  
জয় করিয়াছি, আপনি এই পণের কথা বলিয়া-  
ছিলেন বটে, কিন্তু আমি ত ইহাতে অনুমোদন  
কর নাট ; এবশ্প্রকার স্থলে যদি আপনার জয়  
হইত, তবে আমার জয় কেন হইল না ? ১২—  
১৩ । এই সময়ে আকাশে গন্তীরনাদিনী বাণী,  
মহাত্মা বলভদ্রের কোপের বৃদ্ধি করত কহিলেন  
যে “বলদেবই ধর্ম্মের সহিত জয় করিয়াছেন ;  
রুদ্রীর বাক্য মিথ্যা, কারণ অনুমোদনবাক্য না  
বলিলেও যদি পক্ষপাতাদি কার্য্য করে, তাহা  
হইলে তাহার পণ স্বীকারই হইয়াছে ।” অনন্তর  
হুমহাবল বলরাম কোপে আরক্তলোচন হইয়া  
উত্থান করত অষ্টাপদ ( অক্ষদ্যত্যক্ষক ) দ্বারা  
আখাতপূর্ব্বক রুদ্রীকে বধ করিলেন । তৎপরে  
বলদেব সবল দীপ্যমান কলিঙ্গাধিপতিকে গ্রহণ

বভঞ্জ দন্তান কুপিতো যৈঃ প্রকাশং জহাস সঃ ॥২৪  
আকৃষ্য চ মহান্তস্তং জাতরুপায়ং বলঃ ।  
জ্বান যেষন্তে তংপক্ষা তুভুর্দুঃ কুপিতো বলাং ॥  
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং পলায়নপরং দ্বিজ ।  
তদ্রাজমণ্ডলং সর্ব্বং বভূব কুপিতো বলে ॥২৬  
বলেন নিহতং শ্রুত্বা রুদ্রিণং মধুসূদনঃ ।  
নোবাচ কিঞ্চিমৈত্রেয় রুদ্রিণীবলয়োর্ভয়াং ॥২৭  
ততোহনিরুদ্ধমাদায় রুতোদ্বাহং দ্বিজোত্তম ।  
দ্বারকামাজগামাথ যতুচক্রং সক্ষেবম্ ॥২৮  
ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশে অনিরুদ্ধ-  
বিবাহো নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৮॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

দ্বারবত্যাং ততঃ শৌরিং শত্রুত্রিভুবনধরঃ  
আজগামাথ মৈত্রেয় মস্তৈরাবতপৃষ্ঠে ॥১

করত অতি কোপে তাহার দন্ত সর্ব্বল ভাঙ্গিয়  
দিলেন ; কলিঙ্গাধিপতি সেই সকল দন্ত প্রকাশ-  
পূর্ব্বক বড়ই হাস্য করিয়াছিল । অনন্তর কুপিত  
বলদেব বলক্রমে জাতরুপময় স্তম্ভ আকর্ষণ  
করিয়া বৈরিপক্ষীয় অস্ত্রাশ্রয় রাজগণকে বধ করি-  
লেন । হে দ্বিজ ! বলভদ্রকে এবশ্প্রকার কুপিত  
দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল এবং  
সকল রাজগণ পলায়নপরায়ণ হইলেন । হে  
মৈত্রেয় ! বলভদ্র রুদ্রীকে নিহত করিয়াছেন  
ওনিয়াও মধুসূদন এবং রুদ্রিণী, বলভদ্রের ভগ্ন  
কিছুই বলিতে পারিলেন না । অনন্তর রুতো-  
দ্বাহ অনিরুদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কেশবের সহিত  
সমস্ত যতুমণ্ডলী দ্বারকায় আগমন করি-  
লেন । ২১—২৮ ।

পঞ্চমোহংশে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! অনন্তর  
ত্রিভুবনধর ইন্দ্র, মন্ত-ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ

প্রবিশু দ্বারকাং সোহং সমেত্য হরিণা ততঃ ।  
 কথয়ামাস দৈত্যস্তঃ সৰকস্ত বিচেষ্টিতম্ ॥ ২  
 তয়া নাথেন দেবানাং মনুষ্যভেদপি তিষ্ঠতঃ ।  
 প্রশমং সৰ্বভুতানি নীতানি মধুহৃদন ॥ ৩  
 তপস্বিজননাশায় সোহরিষ্টো ধেনুকস্তথা ।  
 চাগুরো মুষ্টিকঃ কেশী তে সৰ্বে নিহতাস্থয়া ॥ ৪  
 কংসঃ কুবলয়াঙ্গীড়ঃ পুতনা বালম্বাভিনৌ ।  
 নাশং নীতাস্থয়া সৰ্বে মেঘেভ্যে জগদুপদ্রবাঃ ॥ ৫  
 যুগ্মদোদর্দণ্ড-সদ্বৃদ্ধিঃ পরিত্রাতে জগত্রেয় ।  
 যজ্ঞিষজ্ঞাংশস প্রাপ্ত্য তপ্তিং যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ৬  
 সোহং সাংপ্রতমায়াতো যস্মিন্মিত্তং জনাৰ্দ্দন ।  
 তং ব্রহ্মা তংপ্রতীকারপ্রযত্নং কর্তুমহিসি ॥ ৭  
 ভোমোহয়ং নরকো নাম্না প্রাগ্জ্যোতিষপুরেশ্বরঃ ।  
 করোতি সৰ্বভূতানামুপশাতমরিন্দম ॥ ৮  
 দেবসিদ্ধাসুরাদীনাম্ নৃপাণাং জনাৰ্দ্দন ।

করত দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন ।  
 অনন্তর ইন্দ্র, দ্বারকায় প্রবেশপূর্বক হরির  
 সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরক নামক দৈত্যের  
 দর্য্যবহারের বিষয় তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ  
 করিলেন । ( ইন্দ্র কহিলেন ) হে মধুহৃদন !  
 আপনি দেবগণের নাথ হইয়া এক্ষণে মনুষ্যরূপে  
 অবস্থান করত আমাদের সৰ্ব্বপ্রকার দুঃখশান্তি  
 করিয়াছেন । তপস্বিজনের বিনাশকারী অরিষ্ট,  
 ধেনুক, চাগুর, মুষ্টিক ও কেশী প্রভৃতি মহাসুর-  
 গণকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন । কংস,  
 কুবলয়াঙ্গীড় ও বালম্বাভিনী পুতনা এবং অগাধ  
 জগজ্জ্বর উপদ্রবকারিগণকেও আপনি বিনাশ  
 করিয়াছেন । আপনার দোদর্দণ্ডপ্রতাপ ও বুদ্ধি-  
 বলে ত্রিলোক অসজ্জন হইতে পরিত্রাণ পাও-  
 য়াতে এক্ষণে দেবগণ, যজ্ঞকারি-প্রদত্ত যজ্ঞাংশ  
 লাভ করিয়া তপ্তিলুভ করিতেছেন । হে জনা-  
 র্দ্দন ! আমি এই ইন্দ্র, এক্ষণে আপনার  
 নিকট যে কারণে আগমন করিয়াছি, আপনি  
 তাহা শ্রবণপূর্বক তাহার প্রতীকারচেষ্টা করুন ।  
 হে অরিন্দম ! প্রাগ্জ্যোতিষপুরেশ্বর ভোম  
 শরকনামা একজন অসুর এক্ষণে সৰ্বভূতের  
 প্রতিই উপদ্রব করিতেছে । হে জনাৰ্দ্দন ! ঐ

হুতা হি সোহসুরঃ কস্তা কুরোধে নিজমন্দিরে ॥ ৯  
 ছত্রং যং সলিলপ্রাণি তজ্জহার প্রচেতসঃ ।  
 মন্দরস্ত তথা শৃঙ্গং হতবান্ মণিপৰ্বতম্ ॥ ১০  
 অমৃতপ্রাণিবি দিব্যে মন্যন্তুঃ কৃষ্ণ কুণ্ডলে ।  
 জহার সোহসুরোহদিতা বাহুবৈভোরাবতং গজম্ ॥ ১১  
 হুনীতমেতৎসোবিন্দ ময়া তস্ত তবোদিতম্ ।  
 যদত্র প্রতিপত্তব্যং তং স্বয়ং প্রবিষ্ণুশাতম্ ॥ ১২  
 পরাশর উবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা স্মিত্য কুতা ভগবান দেবকীমুতঃ ।  
 গৃহীত্বা বাসবং হস্তে সমুজ্জ্বলো বরাসনাং ॥ ১৩  
 চিন্তয়ামাস চ বিভূর্মনসা পন্নগাশনম্ ।  
 সঙ্কিত্তিমূপারুহ গরুড়ং গগনেচরম্ ।  
 সত্যভামাং সমারোপ্য যযৌ প্রাগ্জ্যোতিষং পুরম্  
 আরুহৈরাবতং নাগং শক্ৰোহপি ত্রিদিবালয়ম্ ।

নরকাসুর দেব, সিদ্ধ, অসুর এবং নৃপগণের  
 কস্তাগণকে হরণ করিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া  
 রাখিয়াছে । বরুণের যে কাঞ্চনশ্রাবী ছত্র ছিল,  
 তাহা এবং মণিপৰ্বতাত্মা মন্দরশৃঙ্গও, ঐ অসুর  
 হরণ করিয়াছে । ১—১০ । হে কৃষ্ণ ! নরকা-  
 সুর মদীয় জননী অদিতির অমৃতপ্রাণী দিব্য  
 কুণ্ডলয় হরণ করিয়াছে এবং সৰ্বদাই আমার  
 এই ঐরাবতের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিয়া  
 থাকে । হে গোবিন্দ ! এই আমি আপনার  
 নিকট নরকাসুরের হুনীতির বিষয় বলিলাম,  
 এক্ষণে এই স্থলে যাহা কর্তব্য, আপনি  
 তাহা স্বয়ংই বিবেচনা করিবেন । পরাশর  
 কহিলেন.—ভগবান্ দেবকীমুতঃ, বাসবের এবং-  
 বিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক ঈশং হস্ত করত  
 ইন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া মহাই আসন হইতে  
 গাত্রোথান করিলেন । অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু  
 মনে মনে গরুড়কে চিন্তা করিলেন এবং চিন্তা  
 মাত্রে নিকটাগত গগনচারী গরুড়ের উপর সত্য-  
 ভামার সহিত আরোহণপূর্বক প্রাগ্জ্যোতিষ-  
 পুরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন । হে মৈত্রেয় !  
 অনন্তর অবলোকনকারী দ্বারকাবাসিগণের সম্মু-  
 খেই ইন্দ্র, ঐরাবত নাগক হস্তীতে আরোহণ-  
 পূর্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । হে দ্বিজোত্তম !

ততো জগাম মৈত্রেয় পশুতাং দ্বারকৌকসাম্ ॥ ১৫  
 প্রাগ্জ্যোতিষপুরপ্রাসাদীং সমস্তাচ্ছতযোজনম্ ।  
 আচিভা মৌরবৈঃ পাশৈঃ সুরাশৈর্ভূতজ্যোত্তম ॥  
 তাংশিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্রিপ্ত্বা চক্রং সুদর্শনম্ ।  
 ততো মুকঃ সমুত্ত্বৌ তং জঘান চ কেশবঃ ॥ ১৭  
 মুরোচ তনয়ান্ পশু সহস্রাংস্ত্র্যস্ততো হরিঃ ।  
 চক্রধারাদ্বিনির্দগ্ধাংচাকার শলভানব ॥ ১৮  
 হত্বা মুকং হনুগ্রীবং তথা পঞ্চজনং দ্বিজ ।  
 প্রাগ্জ্যোতিষপুরং ধীমাংস্তুরাবান্ সমুপগতঃ ॥ ১৯  
 নরকেশাশ্চ তত্রাভূৎসহস্রৈশ্চৈতনং সংযুগঃ ।  
 কৃৎশ্চ যত্র গোবিন্দো জঘ্নে দৈতান্ সহস্রশঃ ॥ ২০  
 শস্ত্রাস্ত্রবর্ষং মুকুন্তং ভোমং তং নরকং বলী ।  
 ক্রিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে চক্রং দৈত্যচক্রহা ॥ ২১  
 হতে তু নরকে ভূমিশূন্যাহাদাতকুণ্ডলে ।  
 উপতস্থে জগন্নাথঃ বাক্যং চৈদমথাত্রবীং ॥ ২২

প্রাগ্জ্যোতিষপুরের চতুর্দিকে শত যোজন  
 বিস্তৃত ভূভাগে দ্বারপ্রাঙ্গণে পশু তীক্ষ্ণাশ্রম, মুক  
 নামক অসুররচিত পাশসমূহ দ্বারা বেষ্টিত  
 ছিল। হরি সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়া সেই  
 পাশসমূহকে ছেদন করিলেন। অনন্তর মুকর  
 প্রতি আক্রমণপূর্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন।  
 অনন্তর ভগবান্ হরি মুকর সম্প্রসহস্র পুত্রগণকে  
 শলভের গায় চক্রধারা-সত্ত্বত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ  
 করিয়া ফেলিলেন। তে দ্বিজ! ধীমান্ হরি  
 এবং প্রকারে মুক, হনুগ্রীব ও পঞ্চজনকে বিনাশ  
 করিয়া, তুরার সহিত প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত  
 হইলেন। ১১—১৯। অনন্তর মহতী সেনা-  
 পরিবারিত নরকাসুরের সাহসে ভগবান্ কৃষ্ণের  
 ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভগবান্  
 গোবিন্দ সহস্র সহস্র দৈত্যগণকে বিনাশ  
 করিলেন। অনন্তর শস্ত্র ও অস্ত্রসমূহের বর্ষণ-  
 কারী ভূমিশূন্য নরকাসুরকে বলিদৈত্যসমূহ-  
 বিনাশকর্তা ভগবান্ চক্রধারণ করত দ্বিধা  
 করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে নরকাসুর  
 হত হইলে পর ভূমি, কনকময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ-  
 পূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই  
 জগন্নাথকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমি কহি-

যদাহমুদ্ধতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্তিনা  
 ত্বংস্পর্শসত্ত্ববঃ পুত্রস্তদায়ং মধুজায়ত ॥ ২৩  
 সোহয়ং ত্বয়ৈব দত্তো মে ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ।  
 গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে পালমাস্ত্রাং ত সত্ত্বতিম্ ॥ ২৪  
 ভারবতারণাখার মমৈব ভগবান্নিমম্ ।  
 অংগেন লোকমাস্ত্রাতঃ প্রসাদম্ভুমুখঃ প্রভো ॥ ২৫  
 ত্বং কর্তা ত্বং বিকর্তা চ সংহতা প্রভবোহপ্যয়ঃ ।  
 জগতাং ত্বং জগদ্ধপঃ স্ত্বয়তেহচ্যুত কিং তব ॥ ২৬  
 ব্যাপী ব্যাপ্যঃ ক্রিয়া কৰ্তা কার্যকৃ ভগবান্ যদা ।  
 সর্বভূতাত্ত্বভূতস্ত্ব স্ত্বয়তে তব কিং তদা ॥ ২৭  
 পরমাস্ত্রা চ ভূতাস্ত্রা মহাস্ত্রা চাব্যয়ো ভবান্ ।  
 যদা তদা স্ত্রাতা গীস্ত্রা কামসী তে প্রবত্ততে ॥ ২৮  
 প্রসাদ সর্বভূতাত্ত্বন নরকণে কৃতং হি যং ।  
 তং ক্রম্যতামদোষায় ত্বংসুতঃ স নিপাতিতঃ ॥ ২৯

লেন, হে নাথ! আপনি যখন শূকরমূর্তি ধারণ  
 করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, সেই সময়  
 আপনার অঙ্গস্পর্শ আমার এই নরক নামা পুত্র  
 হইয়াছিল। আপনিই যাহাকে দিয়াছিলেন  
 অন্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই  
 কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং রূপাপরবশ হইয়া  
 এক্ষণে এই নরকাসুরের পুত্রগণকে পালন  
 করুন। আপনিই ভগবান্, হে প্রভো! আপনি  
 প্রসাদমুখ হইয়া আমারই ভারবতারণার্থে  
 স্বকীয় অংশে এই মণ্ডলোকে অবতীর্ণ হইয়া-  
 ছেন। হে অচ্যুত! আপনি জগতের কর্তা  
 আপনিই বিকর্তা এবং সংহারকারী। আপনিই  
 সকলের কারণ, অথচ বিনাশরূপী। আপনি  
 জগদ্ধপ, আপনার স্তব আমি কি প্রকারে  
 করিতে সক্ষম হইব? যখন আপনিই ব্যাপক  
 অথচ ব্যাপ্য, আপনিই ক্রিয়া অথচ কর্তা এবং  
 কার্য, হে ভগবান্! আপনি সকল ভূতের আত্মার  
 স্বরূপ, তখন আমি কি প্রকারে আপনাকে  
 স্তব করিতে সমর্থ হইব? আপনিই যখন  
 অব্যয় পরমাস্ত্রা, ভূতাস্ত্রা এবং মহাস্ত্রা, তখন  
 আপনার স্তবই নাই; কোন অর্থের উল্লেখ করিয়া  
 আপনার স্বতি প্রকট হইবে? হে সর্বভূতাত্ত্বন!  
 আপনি প্রসন্ন হউন এবং নরকরূপ সকল

পরশর উবাচ ।

অথৈতি চোক্তা ধরীং ভগবান ভূতভাবনঃ ।  
রত্নানি নরকবাসাস্কগ্রাহ মুনিসত্তম ॥ ৩০  
কতাপুরে স কত্যানাং বোড়শতুলবিক্রমঃ ।  
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামতে ॥ ৩১  
চতুর্দন্তান গজাংশুগীগ্রান ষট্‌সহস্রান্ স দৃষ্টবান ।  
কাসোজানাং তথাগানাং নিপতন্তোকবিশতিম্ ॥ ৩২  
কতাস্তাশ্চ তথা নাগাংশ্তানগান দ্বারকাং পুরীম্ ।  
প্রেষ্যামাস গোবিন্দঃ সদো। নরককিঙ্করৈঃ ॥ ৩৩  
দদৃশে বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্কতম্ ।  
আরোপয়ামাস হরিপুরুডে পন্নগাশন ॥ ৩৪  
আরুহ চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামা-সহায়বান ।  
অদিতাঃ কুণ্ডলে দাতুং জগাম ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৩৫  
ইতি ত্রিবিম্বপুরণে পদ্মনেত্রেশে নরকবোধে নাম  
একোনিত্রিংশো-প্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অপরায় ক্ষমা করুন। দেবগিরিত্ত কামনার আপ-  
নিই স্বকীয় হুতকে বিনাশ করিয়াছেন।  
২০—২৯। পরশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ!  
ভূতভাবন ভগবান্ “তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হউক”  
পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া নরক-পৃথ হইতে  
রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন। হে মহামতে!  
অনন্তর অতুলবিক্রম ভগবান্ নরকাসুরের  
কতাস্তঃপুরমধ্যে শতাধিক বোড়শসহস্র কত্যা-  
দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিতে পাই-  
লেন যে নরকপু্রে চারিটা করিয়া দন্তশালী  
উগ্রকায় ছাগসহস্র গজ রহিয়াছে এবং এক-  
বিংশতি নিযুত কান্ডোজ-জাতীয় অশ্ব-সমূহও  
দেখিতে পাইলেন। তখন গোবিন্দ ঋকাসুরের  
কিঙ্করগণ দ্বারা সেই সকল কত্যা, হস্তিসমূহ  
এবং অশ্বগণকে সদ্য দ্বারকাপুরীতে প্রেরণ  
করিলেন। অনন্তর বারুণ ছত্র ও মণি-  
পর্কত অবলোকন করিলেন; ঐ দ্রব্যদ্বয়কে  
পন্নগাশন গরুড়ের উপর আরোহণ করাই-  
লেন। তৎপরে সত্যভামার সহিত ভগবান্  
কৃষ্ণ স্বয়ং গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করত অদিতির  
কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করি-  
লেন। ৩০—৩৫।

পঞ্চমাংশে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

গরুডে বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্কতম্ ।  
সভার্যাক্ষ হৃবীকেশং লীনয়েব বহন যযৌ ॥ ১  
ততঃ শঙ্খমুপায়াসীৎ স্বর্গদ্বারে গতো হরিঃ ।  
উপতস্থস্ততো দেবাঃ সার্থ্যপাত্রা জনার্দনম্ ॥ ২  
স দেবৈরর্চিত্তঃ কৃষ্ণো দেবমাতুলিবিশনম্ ।  
সিতান্রিশিখরাকারং প্রবিষ্টা দৃঢ়শেহদিতম্ ॥ ৩  
স তাঃ প্রণম্য শক্রেণ সহ তে কুণ্ডলোত্তম ।  
দদৌ নরকনাশক শশংসাত্রে জনার্দনঃ ॥ ৪  
ততঃ প্রীতা জগন্মাতা ধাতারং জগতাং হরিম্ ।  
তুষ্টবাদিত্তিরবাত্মা কৃষ্ণা তং প্রবণং মনঃ ॥ ৫  
অদিতিরুবাচ ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানামভয়ঙ্কর ।  
সনাতনাস্থান সর্বাস্থান ভূতাস্থান ভূতভাবন ॥ ৬  
প্রণেতা মননো বুদ্ধৈরিশ্রিয়াণাং গুণাস্বক ।

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

পরশর কহিলেন,—গরুড়, সেই বারুণ ছত্র  
মণিপর্কত এবং সভার্যাক্ষ হৃবীকেশকে অবলীল-  
ক্রমেই বহন করত গমন করিতে লাগিলেন  
অনন্তর হরি স্বর্গদ্বারে গমন করিয়া শঙ্খবাদ্য  
করিলেন। তৎপরে শঙ্খশব্দ শ্রবণ করিয়া  
দেবগণ অংঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া জনার্দনের নিকট  
আগমন করিলেন। অনন্তর হরি, দেবগণ  
কর্তৃক পূজিত হইয়া শুভ্র মেঘশিখরাকার দেব-  
জননী অদিতির গৃহে প্রবেশ করত অদিতিকে  
দর্শন করিলেন। ভগবান্ জনার্দন ইন্দ্রের  
সহিত তাঁহাকে প্রণামপূর্বক উত্তম কুণ্ডলদ্বয়  
অর্পণ করিয়া, তাঁহার নিকটে নরকাসুরবিনাশ-  
বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর জগন্মাতা  
অদिति অব্যগ্রভাবে চিন্তকে তৎপ্রবণ করিয়া  
জগতের ধাতা হরিকে স্তব করিতে আরম্ভ করি-  
লেন। অদिति কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ!  
হে ভক্তগণের ভয়হারিন্! হে সনাতনাস্থান!  
হে সর্বাস্থান! হে ভূতাস্থান! হে ভূতভাবন!  
তোমাকে নমস্কার। তুমি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-



ত্রিগুণাতীত নির্দম্ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদিস্থিত ॥ ৭  
সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষাকল্পনাপরিবর্জিত ।  
জন্মাদিভিন্নসংস্পৃষ্ট স্বপ্নাদিপর্যবর্জিত ॥ ৮  
সন্ধ্যা রাত্রিরহোভূমিগগনং বায়ুরসু চ ।  
হুতাশনো মনো বুদ্ধিভূতাদিস্থং তথাচ্যুত ॥ ৯  
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কৰ্ত্তা কর্ত্তপতিৰ্ভবান ।  
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাধ্যাতিরাস্ত্রমুক্তিভিরীশ্বর ॥ ১০  
দেবা যক্ষাস্তথ্য দৈত্য্য রাক্ষসাঃ সিদ্ধপন্নগাঃ ।  
কুষ্মাণ্ডাশ্চ পিশাচাশ্চ গন্ধৰ্ব্বা মনুজাস্তথা ॥ ১১  
পশবো যুগমাতঙ্গাস্তথৈব চ সরীসৃপাঃ ।  
ব্রহ্মগুহ্মলতাবল্লী-সমস্তাত্ত্বগজাতয়ঃ ॥ ১২  
মূল্য মধ্যাস্তথ্য হৃশ্মাঃ মূলহৃশ্মতরাস্চ যে ।  
দেহভেদো ভবান্ সৰ্বে যে কেচিৎ পুংসলাশয়াঃ ॥  
মায়া তবেয়মজ্ঞাতপরমার্থতিমোহিনী ।  
অনাস্ত্রাস্ত্রাবিজ্ঞানং যয়া মুঢ়োহনুরুধ্যতে ॥ ১৪  
অহং মমেতি ভাবোহত্র যৎ পুংসামভিজায়তে ।

গণের প্রণেতা । হে গুণাস্বক ! হে ত্রিগুণা-  
তীত ! হে নির্দম্ ! হে শুদ্ধসত্ত্ব ! হে হৃদি-  
স্থিত ! হে সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষ-কল্পনা-বর্জিত !  
হে জন্মাদিসংস্পৃষ্টপরিবর্জিত ! হে স্বপ্নাদিপর্যবর্জিত !  
তোমাকে নমস্কার । হে অচ্যুত ! তুমি সন্ধ্যা,  
রাত্রি, দিবস, ভূমি, গগন, বায়ু, জল, হুতাশন,  
মন ও বুদ্ধিস্বরূপ এবং তুমি ভূতনিবহের আদি-  
ভূত হে ঈশ্বর ! তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনা-  
শের কৰ্ত্তা অথচ কর্ত্তপতি । তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
ও শিবরূপ—আস্ত্রমুক্তিপ্রদ দ্বারা উক্ত কার্য্যত্রয়  
নিষ্পাদন করিয়া থাকে । ১—১০ । দেব, যক্ষ,  
দৈত্য, রাক্ষস, সিদ্ধ, পন্নগ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ,  
গন্ধৰ্ব্ব, মনুষ্য, পশু, যুগ, মাতঙ্গ, সরীসৃপ, ব্রহ্ম,  
গুহ্ম, লতা, বল্লী, সমস্ত ত্বগজাতি—মূল, মধ্য,  
হৃশ্ম, মূলতর ও হৃশ্মতর প্রভৃতি যত প্রকার  
দেহবিশেষ এবং যত পরমাণু আছে, তুমি সেই  
সকলেরই একমাত্র স্বরূপ । পরমাস্ত্রস্বরূপান-  
ভিজ্ঞগণের মোহকারিণী গোমারাই মায়া, আস্ত্র-  
ভিন্ন পদার্থে আস্ত্রবিজ্ঞান জন্মাইতেছে । হে  
দেব ! ঐ মায়াই মূঢ়ব্যক্তিকে সংসারে অনুরুদ্ধ  
করিয়া থাকে । হে নাথ ! এই সংসারে “আমি

সংসারমাতৃখায়াস্তবৈতনাথ চেষ্টিতম্ ॥ ১৫  
যে স্ববস্তুপরৈর্নাথ নরৈবারাধিতো ভবান্ ।  
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামান্ত্রবিমুক্তয়ে ॥ ১৬  
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তথা ।  
বিষ্ণুমায়ামহাবর্ত্তে মোহাক্রতমসারুতাঃ ॥ ১৭  
আরাধ্যা ত্র্যমভীপন্তে কামানাস্ত্রভবক্ষয়ম্ ।  
যদেতে পুরুষা মায়া সৈবেয়ং ভগবন্ত্বব ॥ ১৮  
ময়া হং পুত্রকামিত্রা বৈরিপক্ষক্ষয়ায় চ ।  
আরাধিতো ন মোক্ষায় মায়াবিলসিতং হি তৎ ॥ ১৯  
কৌশীনরাচ্ছাদনপ্রায়া বাহ্মাকল্পদ্রুমাদপি ।  
জায়তে যদপুণ্যানাং সোহপরাধঃ স্বদোষজঃ ॥ ২০  
তৎ প্রসীদাখিলজগন্মায়ামোহকরাব্যয় ।  
অহ্মানং হ্রানসম্ভাবভূতং ভূতেশ নাশয় ॥ ২১  
নমস্তে চক্রহস্তায় শাস্ত্র হস্তায় তে নমঃ ।

এবং আমার” ইত্যাদি যে সকল ভাব, পুরুষ-  
গণের মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে, তাহা তোমার  
জগৎজননী মায়ারই বিলাস । হে নাথ !  
যে স্ববস্তুপরাগণ মনুষ্যগণ তোমাকে আরাধনা  
করিয়া থাকেন, তাঁহারা আস্ত্রবিমুক্তির জন্য এই  
অখিল মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন  
ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ, মনুষ্যগণ ও পশুগণ—  
সকলেই বিষ্ণুমায়ায় পতিত হইয়া ভ্রমে পতিত এবং  
মোহরূপ বোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে ।  
ইহাই তোমার মায়া ; হে ভগবন্ ! য়ে মায়া  
প্রভাবে জীবগণ, আস্ত্রজয় ও মরণকালের  
মধ্যেও তোমার আরাধনা করিয়া কামসমূহের  
অভিলাষ করিয়া থাকে । পুণ্যগণের মঙ্গলাজি-  
লাষে আমিই যে তোমাকে আরাধনা করিয়া  
শত্রুগণের বিনাশ কামনা করিয়াছি, কিন্তু  
মোক্ষের কামনা করি নাই, ইহাই তোমার  
মায়ার বিলাস । কল্পদ্রুমের নিকট হইতেও  
কৌশীনবস্ত্রের বাহ্মার আশ্রয়, তোমার নিকট হইতে  
পুণ্যহীনগণের যে সামান্য খিষ্যাভিলাষ-পূরণের  
প্রার্থনা, তাহা নিজের নিজের কষ্টজাত অপরাধ  
বৈ আর কি হইতে পারে ? ১১—২০ । হে  
অখিল-জগতের মায়ামোহকর ! হে অব্যয় ! তুমি  
প্রসন্ন হও । হে ভূতেশ ! “আমিই বিদ্বান্”

গদাহস্তায় তে বিষ্ণুঃ শঙ্কহস্তায় তে নমঃ ॥ ২২  
এতং পঞ্চামি তে রূপং স্থূলচিহ্নোপলক্ষিতম্ ।  
ন জানামি পরং যন্তে প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২৩  
অদিত্যেবং স্ততে বিষ্ণুঃ প্রহস্তাহ সুরারণিম্  
মাতা দেবি তুমস্মাকুং প্রসীদ বরদা ভব ॥ ২৪  
অদিতিকুবাচ ।

এবমস্ত যথেষ্টা তে তুমশ্চেষ্টাঃ সুরাহুরৈঃ ।  
অজ্যেয়ঃ পুরুষব্যাক্ত মর্ত্যলোকে ভবিষ্যসি ॥ ২৫  
ততোহনন্তরমেবৈশ্ব শক্রাণীসহিতাদিতিম্ ।  
সত্যভামা প্রণম্যাহ প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥ ২৬  
মং প্রসাদান তে হুত্র জবা বৈরুণ্যমেব চ ।  
ভবিষ্যতানবদ্যাস্তি সৰ্বধামা ভবিষ্যসি ॥ ২৭  
অদিত্য তু কতাবুস্তে দেবরাজে জনর্দ্দনম্ ।  
যথাবৎ পূজ্যামাস বহুমানপরঃসরম্ ॥ ২৮  
ততো দদর্শ কৃষ্ণোহপি সত্যভামাসহায়বান ।

এবংবিধ অজ্ঞান বিনাশ কর। হে চন্দ্রহস্ত !  
তোমাকে নমস্কার : হে শার্ঙ্গধারিন ! তোমাকে  
নমস্কার ! হে বিষ্ণু ! হে গদা ও শঙ্কহস্ত !  
তোমাকে নমস্কার হে পরমেশ্বর ! আমি  
তোমার এই সকল স্থূল-চিহ্নোপলক্ষিত রূপই  
দেখিতে পাইতেছি। তোমার পরম রূপ আমি  
জানি না, তুমি প্রসন্ন হও। ভগবান বিষ্ণু  
ঈশিতিকর্তৃক এবম্প্রকার স্তত হইয়া সুরমাতাকে  
হস্তের সহিত কহিলেন, হে দেবি ! তুমি আমা-  
দের জননী, প্রসন্ন হও এবং আমাদের প্রতি  
বরদা হও। অদिति কহিলেন,—হে পুরুষ-  
ব্যাক্ত ! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক,  
অশেষ সুরাসুরগণ কর্তৃক তুমি মর্ত্যলোকে  
অজ্যেয় হইবে। অনন্তর ইন্দ্রাণীর সহিত সত্য-  
ভামা ভগবানের প্রণামানন্তর অদিতিকে  
প্রণামপূর্বক পুনঃপুনঃ কহিলেন, আপনি  
প্রসন্ন হউন। অদिति কহিলেন,—হে হুত্র !  
আমার অনুগ্রহে তোমার জরা না বৈরুণ্য  
হইবে না। এবং তোমার সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য  
অব্যাহত হইবে। অনন্তর অদিতির আজ্ঞানু-  
সারে দেবরাজ ইন্দ্র বহুমান-পরঃসর যথা-  
রীতিতে ভগবান জনর্দ্দনকে পূজা করি-

দেবোদ্যানানি হৃদ্যানি নন্দনাদীনি সন্তম ॥ ২৯  
দদর্শ চ হৃগন্ধাত্যং মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্ ।  
শচীক্লান্দকরণং তাব্রালপল্লবশোভিতম্ ॥ ৩০  
মথ্যমানেহমুতে জাতং জাতরূপসমত্বচম্ ।  
পারিজাতং জগন্নাথঃ কেশবঃ কেশিহৃদনঃ ॥ ৩১  
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ গোবিন্দং সত্যভামা দ্বিজোত্তম !  
কস্মিন্ন দ্বারকামেষ নীয়তে দেবপাদপঃ ॥ ৩২  
যদি তে তদ্রচঃ সত্যং সত্যাতার্থং প্রিয়েতি মে ।  
মদগোহনিষ্কুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তুরুঃ ॥ ৩৩  
ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্ণুঃ ন চ কুন্সিণী ।  
সত্যো যথা ভূমিত্যুক্তস্তয়। কৃষ্ণঃসকুঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩৪  
সত্যং তদ্যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং তব  
তদন্ত পারিজাতোহয়ং মম গেহবিভূষণম্ ॥ ৩৫  
বিভ্রতী পারিজাতস্ত কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্ ।

লেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর কৃষ্ণও সত্য-  
ভামার সহিত, মনোহর নন্দনাদি দেবোদ্যান  
সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান  
মধ্যে কেশিহৃদন জগন্নাথ কেশব, অমৃতমখন-  
কালে উদ্ভূত পারিজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন। ঐ  
পারিজাত অতি সুগন্ধাত্মক, মঞ্জরীপুঞ্জধারী ও  
শচীর আচ্ছাদজনক। উহার চারিপার্শ্বে নবীন  
তাম্রবর্ণ পল্লবগণ শোভা পাইতেছিল। উহার  
ত্বক্ সকল সুবর্ণময় ছিল ২১—৩১। হে  
দ্বিজোত্তম ! ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া সত্যভামা  
গোবিন্দকে কহিলেন,—এই দেব-পাদপটি কি  
কারণে দ্বারকায় লইয়া যাইতেছেন না ? যদি  
আপনার এই কথা সত্য হয় যে, “সত্যভামা  
আমার অতিশয় প্রিয়া”। তাহা হইলে, আমার  
গৃহোদ্যানের জন্ত এই বৃক্ষটিকে লইয়া চলুন।  
হে কৃষ্ণ ! আপনি অনেকবারই আমাকে প্রিয়-  
বাক্য বলিয়াছেন,—“হে সত্যো ! তুমি আমার  
যে প্রকার প্রিয়া, এবম্প্রকার কুন্সিণী বা জাম্ব-  
বতী কেহই আমার প্রিয়া নহে।” হে গোবিন্দ !  
আপনার সেই সকল বাক্য যদি সত্য হয় ও  
আমার প্রলোভনার্থে না ব্যবহৃত হইয়া থাকে,  
তাহা হইলে এই পারিজাত বৃক্ষটি আমার  
গৃহবিভূষণ স্বরূপে পরিগণিত হউক। এই

সপত্নীনাং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥ ৩৬  
পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সস্প্রহস্মেনং পারিজাতং গরুত্মতি ।

আরোপয়ামাস হরিস্তমূচূর্কনরক্ষিণঃ ॥ ৩৭

ভোঃ শচী দেবরাজস্ত মহিষী তং পরিগ্রহম্ ।

পারিজাতং ন গোবিন্দ হর্ষমহঁসি পাদপম্ ॥ ৩৮

শচীবিভ্রমণার্থায় দেবৈরমতমহনে ।

উৎপাদিতোহয়ং ন ক্ষেমৌ গণ্ডীতৈনং গমিষ্যসি ॥

দেবরাজে মুখাপ্রেক্ষা যন্তাস্ত্রস্তাঃ পরিগ্রহম্ ।

মোঢ়্যাং প্রার্থয়সে ক্ষেমৌ গণ্ডীতৈনং হি কো ব্রজেঃ

অবগমস্ত দেবেন্দ্রে নিশ্চিৎ কৃষ্ণ যাস্ততি ।

বজ্রোদ্যতকরণ শক্বেমনশাস্ত্রি চামরাঃ ॥ ৪১

তদলং সকলৈর্দেবৈর্সিগ্রহেণ তবাচ্যত ।

বিপাককট যং কর্ণ তন্ন শংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪২

ইত্যুক্তে তৈরবাচৈতান্ সত্যভামাজিকোপিনী ।

পারিজাতমঞ্জরীকে আমি সর্কীয় কেশভারে ধারণপূর্বক সপত্নীগণের মধ্যে শোভা পাই। ইহাই আমি কামনা করি। পরাশর কহিলেন,—সত্যভামা এই কথা বলিলে পর, হরি হস্তপূর্বক গরুড়ের উপর সেই পারিজাত বৃক্ষটাকে উঠাইয়া লইলেন তখন বনরক্ষিণ তাঁহাকে কহিল যে, যিনি দেবরাজের মহিষী শচী, এই পারিজাত বৃক্ষ তাঁহারই,—অতএব হে গোবিন্দ! আপনি ইহাকে হরণ করিবেন না। দেবগণ অমৃতমন্ডল কালে শচীর বিভ্রমণের জন্ত এই বৃক্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া কুশলে যাইতে পারিবেন না। দেবরাজও যে শচীর মুখাপেক্ষী, সেই শচীর পরিগ্রহ এই পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশলে গমন করিতে পারে? ৩২—৪০। হে কৃষ্ণ! দেবেন্দ্রে অবশুই এই কন্দের প্রতিবিধান করিবেন এবং বজ্রোদ্যতকরণ ইন্দের পশ্চাতে সকল দেবগণই ধাবিত হইবেন। হে অচ্যুত! এই কারণে দেবগণের সহিত বৃথা বিরোধ করিবেন না। পণ্ডিতগণ, পরিণাম-বিসদৃশ কর্ণকে কখনই প্রশস্ত বলেন না। বনরক্ষিণ এই প্রকার

কা শচী পারিজাতস্ত কো বা শত্রুঃ সুরাধিপঃ ॥ ৪৩

সামান্যঃ সর্বলোকানাং যদ্যেবোহমৃতমহনে ।

সমুঃপনঃ সুরাঃ কন্মাদেকো গৃহ্যতি বাসবঃ ॥ ৪৪

যথা সুধা যথৈবেন্দুর্দধা শ্রীর্কনরক্ষিণঃ ।

সামান্যঃ সর্বলোকস্ত পারিজাতস্তথা ক্রমঃ ॥ ৪৫

ভতৃবাহু-মহাগর্বা কৃষ্ণদ্বোনং যথা শচী ।

তং কথ্যাতামলং ক্ষান্ত্য। সত্য। হারযতি ক্রমম্ ॥

কথ্যাতাং ক্রতং গতা পৌলোম্য। বচনং মম ।

সত্যভাম। বদতোতদভিগর্ভোদ্ধাতাধরম্ ॥ ৪৬

যদি তং দয়িতা ভতৃবাহু বশ্যঃ পতিস্তব ।

মন্তুর্ভূহরতো বৃক্ষং তং কারয় নিবারণম্ ॥ ৪৮

জানামি তে পতিং শত্রুং জানামি ত্রিদিবেশ্বরম্ ।

পারিজাতং তথাপ্যেনং মাহুষী হারযামি হে ॥ ৪৯

বলিলে পর, অতি কোপিনী সত্যভামা ত্রাহি-

দিগকে কহিলেন, অরে! পারিজাত সন্দেহে

শচীই বাক্যে! আর সুরাধিপ ইন্দ্রই বাক্যে?

ইহা যদি অমৃতমহনে উৎপন্ন হইয়া থাকে,

তাহা হইলে সকল লোকেরই সাধারণ-সম্পত্তি

তবে হে সুরগণ! একা ইন্দ্র কেন ইহাকে

গ্রহণ করেন? অরে বনরক্ষিণ! সমুদ্র হইতে

উৎপন্ন সুধা, চন্দ্র এবং লক্ষ্মী যে প্রকার সকল

লোকেরই সাধারণ ভোগ্য, সেই প্রকার এই

পারিজাতও সর্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি, ইহাতে

সন্দেহ কি? তত্তার বাহুবীর্ঘ্যে গর্বিষ্ঠে, শচী

যে প্রকারে এই বৃক্ষকে রোধ করিতে সমর্থ হন

তোমরা সেই প্রকারে গিয়াই তাঁহাকে বল যে,

হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির বলে বৃক্ষ হরণ

করিতেছেন। তোমাদের ক্ষমার আবশ্যকতা

নাই। এবং তোমরা সত্ত্বর গমনপূর্বক

শচীকে আমার এই বাক্য বলিয়া দেও যে,

সত্যভামা অভিগর্ভোদ্ধাত-পদে এই প্রকার

বাক্য বলিতেছেন। তুমি যদি তোমার স্বামীর

প্রিয়া হও এবং স্বামীও যদি তোমার বশবর্তী

হন, তাহা হইলে আমার স্বামী বৃক্ষহরণ

করিতেছেন, তুমি তাহা নিবারণ করাও

আমি তোমার পতি ইন্দ্রকেও জানি এবং তিনি

যে স্বর্গের অধিপতি, তাহাও জানি; তথাপি

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তা রক্ষিণো গতাঃ শূচ্যা উচুখ্যাদিতম্ ।  
শটী চোঃসাহস্য়ামাস ত্রিংশাদিপিতি পতিম্ ॥৫০  
ততঃ সমস্তদেবানাং সৈন্তৈঃ পরিপূতো হরিম্ ।  
প্রযযৌ পারিজাতার্থমিল্লৈঃ ধোদধিতুং দ্বিজ ॥ ৫১  
ততঃ পরিধনিদ্বিংশ-গদাশবরাযুধাঃ ।  
বভ্রুঃস্বিদশাঃ সজ্জাঃ শক্রে বজ্রকরে স্থিতে ॥ ৫২  
ততঃ নিরাঙ্কঃ গোবিন্দো নাগরাজোপরিস্থিতম্ ।  
শত্রুং দেবপীযুষং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৫৩  
চকার শঙ্খনিধোষণং দিশঃ শকেন পুরয়ন ।  
মুমোচ চ শরব্রাজং সহস্রায়ুতসমিতম্ ॥ ৫৪  
ততো দিশো নভঃশব্দং দৃষ্ট্বা শরশতাচিভ্যঃ ।  
মুচুচুঃস্বিদশাঃ সর্কৈঃ অগ্নিশ্রাণ্যনেকশঃ ॥ ৫৫  
একৈকমগ্নুং শত্রুকং দেবৈর্মুণ্ডং সহস্রধা ।  
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাং মধুহৃদনঃ ॥ ৫৬

হামি মানুষ্যে হইয়াও এই পারিজাত হরণ  
করিতেছি । ৪১—৪৯ । পরাশর কহিলেন,—  
সত্যভামার এই বাক্যে দতগণ গমন করত  
শটীর নিকট যে প্রকার সত্যভামা বলিয়াছিলেন,  
তাহা বলিয়া দিল অনন্তর শটীও সার পতি  
ত্রিংশদ্বিংশ ইন্দ্রকে প্রোঃসাহসিত করিতে  
লাগিলেন । হে দ্বিজ ! তৎপরে ইন্দ্র সমুদয়  
দেবসৈন্তে, পরিপূত হইয়া, পারিজাতনয়নের  
জন, হরির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন ।  
অনন্তর ইন্দ্র বজ্রহস্ত হইবামাত্র পরিধ, নিঃস্রিংশ,  
গদা ও শূল প্রভৃতি উত্তমায়ুধারী দেবসেনাগণ  
সজ্জিত হইল । তৎপরে হস্তিরাজোপরি-  
স্থিত, দেবসেনা-পরিবেষ্টিত ইন্দ্র, যুদ্ধার্থে  
উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, গোবিন্দ শঙ্খ-  
ধ্বনি করিলেন এবং ধনুর্জ্যা শব্দে দিক্‌সমূহ  
পূরিত করিয়া, এককালে সহস্রায়ুত পরিমিত  
শত্রুনিকর নিক্ষেপ করিলেন । অনন্তর দিক্  
সকল ও আকাশ অনন্ত শত্রুসমূহে আচ্ছাদিত  
হইয়াছে দেখিয়া, দেবগণ অনেক প্রকার অস্ত্র  
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ত্রিজগৎপ্রভূ  
মধুহৃদন তৎকালে প্রত্যেক দেবগণক্ষিপ্ত  
প্রত্যেক শব্দকে অবলীলাক্রমে সহস্রধাও

পাশং সলিলরাজস্ব সমাক্ষ্যোয়গাশনঃ ।

চকার খণ্ডশব্দকং । বালপন্নগদেহবৎ ॥ ৫৭  
যমেন প্রজ্ঞতং দণ্ডং গদাবিক্ষেপখণ্ডিতম্ ।  
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস ভগবান্ দেবকীহৃতঃ ॥ ৫৮  
শিবিকাক ধনেশস্ত চক্রেণ তিলশো বিভূঃ ।  
চকার শৌরিররক্ক দৃষ্টিদৃষ্টং হতোজসম্ ॥ ৫৯  
নীতোহগ্নিঃ শতশো বাপৈর্দাবিতা বসবো দিশঃ ।  
চক্রবিচ্ছিন্নশূলগ্ৰা রুদ্রা ভূবি নিপাতিতাঃ ॥ ৬০  
সাধ্যা মরুতে বিশেষ চ গন্ধকাশৈঃব শায়কৈঃ ।  
শাস্ত্রৈঃ প্রেরিতৈরস্তা ব্যোমি শাখলীতুল্যবৎ ॥ ৬১  
গরুড়ানপি বক্রৈশ পক্ষভ্যাং নখরাস্তরৈঃ ।  
ভক্ষয়ন্তাডয়ন দেবান দারয়ন্ত চচার বৈ ॥ ৬২  
ততঃ শরসহস্রৈঃ দেবেন্দ্রমধুহৃদনো ।  
পরস্পরং বর্ষতে ধারাভিরিব তোয়সৌ ॥ ৬৩

করিতে লাগিলেন । গরুড়ও সলিলরাজ বক্র-  
ণের পাশাও আকর্ষণপূর্বক, ভুজস্রবিশিষ্ট দেহের  
গ্রাস, চক্ৰ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ।  
ভগবান্ দেবকীহৃত, যম-প্রজ্ঞত দণ্ডকে গদা-  
ক্ষেপ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবীপাতিত  
করিলেন । ভগবান্ বিভূ শৌরি চক্রক্ষেপ দ্বারা  
কুবেরের শিবিকাকে তিল তিল প্রকারে বিভিন্ন  
করিলেন এবং দৃষ্টিপাত দ্বারাই স্বর্গকে বিনষ্ট-  
তেজা করিলেন । ভগবান্ শত শত বাণ দ্বারা  
অগ্নিকে নিরস্ত করিয়া ফেলিলেন । বহুগণ নানা-  
দিকে পলায়ন করিলেন । ভগবানের চক্রে  
নিজ নিজ শূলগ্ৰাভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ক্রেশমঃ  
হীনবল রুদ্রগণ ভূমিতে নিপাতিত হইতে  
লাগিলেন । ৫০—৬০ । সাধ্যগণ, মরুদগণ,  
বিষদেব ও গন্ধর্বগণ ক্রম-প্রক্ষিপ্ত বাণাশ্বতে  
বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শাখলীতুল্য গ্রাস  
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর গরুড়ও  
মুখ, পক্ষয় ও নখরাস্তর দ্বারা দেবগণকে  
তাড়নানন্তর বিদারিত করিয়া ভক্ষণ করিতে  
লাগিলেন । অনন্তর অবরলম্বাধারে বর্ষণকারী  
মেঘধরের গ্রাস মধুহৃদন এবং দেবরাজ ইন্দ্র  
পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে

ঐরাবতেন গরুড়ো যুযুধে তত্র সংযুগে ।  
 দেবৈঃ সমন্তৈর্যুযুধে শত্রেণ চ জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ৬৪  
 ছিন্নৈষ্যশেষবাণেশু শস্ত্রেষ্যস্ত্রেষু চ ত্বরন্ !  
 জগ্রাহ বাসবো বজ্রং কৃষ্ণচক্রেং সুদর্শনম্ ॥ ৬৫  
 ততো হাহারুতং সর্পং ত্রৈলোক্যং দ্বিজসন্তম ।  
 বজ্রচক্রেধরো দৃষ্ট্বা দেবরাজজনাৰ্দ্দনো ॥ ৬৬  
 ক্ৰিপ্তং বজ্রমথেন্দ্রেণ জগ্রাহ ভগবান হরিঃ ।  
 ন মুমোচ চ চক্রেং স তিষ্ঠ তিষ্ঠতি চাত্রবীং ॥ ৬৭  
 প্রনষ্টবজ্রং দেবেন্দ্রেং গরুড়কৃতবাহনম্ ।  
 সত্যভামাত্রবীদবীরং পলায়নপরায়ণম্ ॥ ৬৮  
 ত্রৈলোক্যেশ্বর নো যুক্তং শচীভর্তৃঃ পলায়নম্ ।  
 পারিজাতস্রগাতোগা ত্রামুপস্থাত্ততে শচী ॥ ৬৯  
 কীদৃশং দেবরাজ্যন্তে পারিজাতস্রগুজ্জ্বলাম্ ।  
 অপশতো যথাপূৰ্ণং প্রশাদাদগতাং শচীম্ ॥ ৭০  
 অলং শক্ৰে প্রয়াতেন ন ব্রীড়াং গন্তসর্হসি ।  
 নীলতাং পারিজাতোহয়ং দেবাঃ সন্ত গত্যব্যাং ॥ ৭১

লাগিলেন। সেই যুদ্ধে গরুড় ঐরাবতের  
 সহিত এবং ভগবান্ একাই অনন্ত দেবগণ  
 এবং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।  
 অনন্তর অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এই প্রকারে  
 ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল দেখিয়া বাসব তরা-  
 ষ্টিত হইয়া বজ্র ধারণ করিলেন। এদিকে  
 জনাৰ্দ্দিনও সুদর্শনচক্রে গ্রহণ করিলেন।  
 অনন্তর দেবরাজ ও জনাৰ্দ্দিনকে যথাক্রমে  
 বজ্র ও সুদর্শন চক্রে গ্রহণ করিতে দেখিয়া,  
 হে দ্বিজসন্তম! সকল ত্রৈলোক্যই হাহাকার  
 করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রে বজ্র নিক্ষেপ করিলে  
 পর, ভগবান বজ্র ধারণ করিয়া,—“ইন্দ্র! থাক  
 থাক্” এই কথ; বলিতে লাগিলেন, কিন্তু চক্রে-  
 ক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর প্রনষ্টবজ্র গরুড়-  
 কৃতবাহন বীর দেবেন্দ্রে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া  
 সত্যভামা বলিতে লাগিলেন, হে ত্রৈলোক্যেশ্বর  
 ইন্দ্র! আপনি শচীর ভর্তা, আপনার কি পলায়ন  
 উচিত? পলায়ন করিতেছেন কেন? শচী  
 পারিজাতমালাভূষিতা হইয়া সীতাই আপনার  
 নিকট উপস্থিত হইতেছেন। ৬১—৭০। পূর্বে  
 পারিজাতমালার উজ্জ্বলকান্তি শচীকে ইন্দ্রনীং

পতিগর্ভাবলেপেন বহমানপুরঃসরম্ ।  
 ন দদর্শ গৃহে যাতামুপচারেণ মাং শচী ॥ ৭২  
 স্ত্রীত্বাদপ্তরুচিভাং স্বভর্তৃশ্রাবণাপরা ।  
 ততঃ কৃতবতী শক্রে ভবতা সহ বিগ্রহম্ ॥ ৭৩  
 তদলং পারিজাতেন পরশেন হতেন নঃ ।  
 রূপেণ গর্ভিতা সা তু ভল্লা স্ত্রী কান গর্ভিতা ॥  
 পরাশর উবাচ ।  
 ইত্যুক্তো বিনিরুক্তোহসৌ দেবরাজস্তথা দ্বিজ ।  
 প্রাহ চৈনামলং চণ্ডি সখ্যঃ খেদাতিবিস্তরে ॥ ৭৪  
 ন চাপি স্বর্গসংহার-স্মৃতিকর্তাখিলস্ত স্বঃ ।  
 জিতস্ত তেন মে ব্রীড়া জায়তে লিপুরুপিণা ॥ ৭৫  
 যমিন জগং সকলমেতদনাদিমধো  
 যস্মাদ্ভ্যতং ন ভবিষ্যতি সর্বভূতঃ ॥

পারিজাতমালায় হীন! দেখিয়া আপনার দেব-  
 রাজ্য কি প্রকার স্থখের হইবে? হে ইন্দ্র!  
 পলায়নে প্রয়োজন কি? লজ্জিত হইবেন না।  
 এই পারিজাত লইয়া যাউন; দেখগণের ব্যথ  
 শাস্তি হউক। পতির বীৰ্য্যজনিত গর্ভভরে  
 গর্ভিতা শচী গৃহাভিগমনোন্মথী আমাকে বহ-  
 মানপূর্বক দেখেন নাই, বরঞ্চ অবজ্ঞার সহিত  
 দেখিয়াছেন। আমি স্ত্রীলোক, সুতরাং নিজ-  
 ভর্তার শ্রাবণ-তৎপর হইয়া লঘুচিন্ততা প্রযুক্ত  
 হে ইন্দ্র! আপনার সহিত বিগ্রহ, স্ত্রী হইয়াছি  
 হে ইন্দ্র! এই পরম পারিজাত হরণ  
 করিয়া আমাদের কি ফল? শচী আপনার  
 অত্যন্ত মৈশাশালিনী জানেন পতির গর্ভে  
 গর্ভিত হইয়াছিলেন, কোন স্ত্রী নিজ পতির  
 গৌরবে গর্ভিতা নহে? পরাশর কহিলেন,  
 হে দ্বিজ! সত্যভামার এবস্ত্রকার বাক্যে  
 নিরুদ্ধ হইয়া নিশ্চল ভাবে, ইন্দ্র তাঁহাকে  
 কহিলেন, হে কোপনে! আমি আপনাদের মিত্র,  
 সুতরাং স্ত্রীমার খেদ বিস্তার করা আপনার  
 উচিত নহে। যিনি ত্রিলোকের সর্গ, সংহার  
 ও স্থিতিকারী, সেই বিপুরুপী ভগবানের নিকট  
 আমি পরাজিত হইয়াছি, ইহাতে আমার কোন  
 লজ্জা নাই। হে দেবি! আদি-মধ্য-হীন যে  
 পরমাত্মাতে এই সকল জগৎই প্রতিষ্ঠিত, গাঃ

ভেনোন্তবপ্রলয়পালনকারণেন  
ব্রীড়া কথং ভবতি দেসি নিরাকৃতস্ত ॥ ৭৭  
সকলভুবনপূর্ত্তেভূতিরক্তাহুস্মা।  
বিদিতসকলবেদৈর্জায়তে যন্ত নাস্তিঃ।  
অমজমরুতমীশং শাশ্বতং শ্বেচ্ছনৈনং  
জগদুপকৃতিমর্ত্যং বে। বিজ্ঞতুং সমর্থঃ ॥ ৭৮  
ইতি ত্রীকিম্পুরাণে পঞ্চমেংশে পারি-  
জাত্তরুণং নাম ত্রিংশো-  
অধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

### একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

সংস্তুতে ভগবানিথাং দেবরাজেন কেশবঃ  
প্রচস্ত ভাবগন্তীরমুবাচেনং দ্বিজেন্তম ॥ ১  
দেবরাজে ভবানিলো বয়ং মর্ত্তা জগংপতে

হইতে এই জগং উৎপন্ন এবং সর্বভূতময়,  
যাহা হইতে এই সকল জগং প্রলয়ন্তে  
পুনর্বার উৎপন্ন হইবে, সেই বিশ্বের সৃষ্টি-  
স্থিতি-বিনাশকারণ ভগবান কর্তৃক পরাজিত  
হইলে লজ্জা কেন হইবে? যাহারা সকল  
বৈদ্যের অর্থ পরিত্যক্ত আছেন, তাহারাও সকল-  
প্রকার ভূবন-প্রদবকর্তা যে ভগবানের অতি  
হৃদয় (অজ্ঞেয়) মূর্ত্তি, কি প্রকার তাহা জানেন  
না! সেই কয়লাই, শাশ্বত, জন্মস্থান এবং  
সকল ইচ্ছায় জগতের উপকার করিতে মনুষ্য-  
শরীরধারী ঈশ্বরকে কোন ব্যক্তি পরাজয় করিতে  
সমর্থ হইবে? ১-১৮ ।

পঞ্চমেংশে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

### একত্রিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভগবান  
কেশব, দেবরাজ, কর্তৃক এবং প্রকারে স্তুত হইয়া  
ভাবগন্তীর ভাবে হস্তপূর্ব্বক কহিলেন, হে  
জগংপতে! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মর্ত্তা-

কন্তব্যং ভবতা চেদমপরাধকৃতং মম ॥ ২  
পারিজাতকৃতং চায়াং নীয়তামুচিতাস্পদম্।  
গৃহীতোহয়ং ময়া শক্রে সত্যাবচনকারণাৎ ॥ ৩  
বজ্রক্ষেদং গ্রহাণ তুং যন্ত্যা প্রহিতং ময়ি।  
তবৈবৈতং প্রহরণং শক্রে বৈরিবিদারণম্ ॥ ৪  
শক্রে উবাচ ।  
বিমোহয়সি মামীশ মন্ত্যোগ্যং হমিতি কিং বদন।  
জানীমন্তস্তত্ত্বগবতো ন তু হৃদয়বিদো বয়ম্ ॥ ৫  
যোহসি সোহসি জগল্লাপ প্রভুক্তো নাথ সংস্থিতঃ।  
জগতঃ শল্যানিকর্ষং করোযামুন্নরহৃদন ॥ ৬  
নীয়তাং পারিজাতোহয়ং কৃষ্ণ দ্বারবতীং পুরীম্।  
মর্ত্যালোকে ত্বয়া ত্যক্তে নায়ং সংস্ফাটতে ভূবি ॥ ৭  
তথেষ্টাক্ষা চ দেবেন্দ্রমাজগাম ভূবং হরিঃ।  
প্রসক্তৈঃ সিদ্ধগন্ধর্কৈঃ স্তুষ্যমানস্তথার্থিভিঃ ॥ ৮

মানব, স্তুতরাং আমি যে অপরাধ করিয়াছি, ইহ  
আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনার এই পারিজাত  
বৃক্ষকে ইহাও যোগ্যস্থানে লইয়া যাইন। হে ইন্দ্র!  
ইহা কেবল আমি সত্যভার বচনানুসারেই  
গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং আপনি আমার  
প্রতি যে বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, তাহাও  
গ্রহণ করুন, হে ইন্দ্র! এই বৈরিবিদারণ প্রহরণ  
আপনারই যোগ্য। ইন্দ্র কহিলেন,—হে ঈশ!  
“আমি মর্ত্তা” এই কথা বলিয়া কেন আমাকে  
বিমোচিত করিতেছেন? হে ভগবন! আপনার  
এই পরিদৃশ্যমান রূপই আমাদের জ্ঞানগোচর,  
কিন্তু আমরা, আপনার হৃদয়রূপের বিষয় জানি  
না। হে জগতের প্রাণকারি! আপনি যাহা,  
তাহাই আছেন, হে অনুরহৃদন! আপনি সকল  
প্রযুক্তিতে সংস্থিত হইয়া জগতের কণ্টকোদ্ধার  
করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! এই পারিজাত বৃক্ষকে,  
আপনি দ্বারকায় লইয়া যান। আপনি মর্ত্তা-  
লোক পরিত্যাগ করিলে, ইহা আর পৃথিবীতে  
থাকিবে না: এইখানে চলিয়া আসিবে।  
অনন্তর হরি, “তাহাই হউক”—দেবেন্দ্রকে  
এই প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক, ভূমিতলে আগ-  
মন করিলেন। আগমনকালে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব

তঃ শঙ্খমুপাখ্যায় দ্বারকোপরি সংস্থিতঃ ।  
 হর্বমুঃ পাদয়ামাস দ্বারকাবাসিনাং দ্বিজ ॥ ৯  
 অবতীৰ্ণাথ গরুড়াং সত্যভামাসহায়বান্ ।  
 নিকূটে স্থাপয়ামাস পারিজাতং মহাতরুণ ॥ ১০  
 যমভ্যো জ্ঞানঃ সৰ্বকো জাতিং যরতি পৌৰ্ণিকীম্  
 বাস্তুতে যন্ত পুষ্পাণাং গন্ধেনোকৌ ত্রিযোজনম্ ॥ ১১  
 ততস্তে সাদরাঃ সৰ্বকৈঃ দেহবন্ধানমান্বয়ান্ ।  
 নদৃশুঃ পাদপে তস্মিন্ কুৰ্বন্তো মুখদর্শনম্ ॥ ১২  
 কিস্কটৈঃ সমুপানীতং হস্তাখাদি ততে ধনম্ ।  
 দ্বিগুণং কৃশো জগ্ৰাহ নরকন্ত পরিগ্রহান্ ॥ ১৩  
 ততঃ কালে শুভে প্রাপ্তে উপবেশে জনাৰ্দ্দনঃ ।  
 তাঃ কন্তা নরকেশাসন সৰ্ব্বতো যাঃ সমাঙ্গতাঃ ॥ ১৪  
 একস্মিন্বেব গোবিন্দঃ কালে তাসাং মহামতে ।  
 জগ্ৰাহ বিধিং পালীন পৃথগ্গৃগেহে ধনং তঃ ॥ ১৫  
 ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং তথাধিকম্ ।

ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া তাঁহাদের স্তব  
 করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর হরি  
 প্রকার উপরিভাগে সংস্থিতপূর্বক শঙ্খবাদ্য  
 করত দ্বারকাবাসী জনগণের হর্ষোৎসাদন করিতে  
 লাগিলেন। অনন্তর সত্যভামার সহিত ভগ-  
 বান্ কেশব, গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া  
 নিকূটে (অন্তঃপুরে) পরিজাত নামক মহা-  
 তরুকে স্থাপিত করিলেন। ১—১০। এই  
 পারিজাত তরুর নিকটে গমন করিলে সকল  
 লোকেরই স্বকীয় পূর্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে  
 পারিত এবং ইহার গন্ধে তিনযোজন পর্য্যন্ত  
 বিস্তৃত ভূমি আমোদিত হইত। অনন্তর সকল  
 যাদবগণই সেই পারিজাত তরুতে মুখদর্শন  
 করিতে গেলে, স্বকীয় দেহকে দেবশরীর বলিয়া  
 বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ কিস্করগণ  
 কর্তৃক আনীত নরকাসুরের হস্তী অশ্ব প্রভৃতি ধন  
 এবং সেই সকল স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিলেন।  
 অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল  
 নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত কন্তাগণকে জনাৰ্দ্দন  
 বিবাহ করিলেন। হে মহামতে! আশ্চর্যের  
 বিষয় এই,—এক সময়েই পৃথক পৃথক গৃহে  
 ভগবান্ সেই সকল কন্তাগণের ধর্ম্মানুসারে

তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৬  
 একৈক্যেন তাঃ কন্তা মেনিরে মধুসূদনম্ ।  
 মমৈব পাণিগ্রহণং ভগবান্ কৃতবানিতি ॥ ১৭  
 নিশাসু চ জগৎস্রষ্টা তাগাং গেহেরু কেশবঃ  
 উবাস বিপ্র সর্কাসাং বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে  
 একত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

প্রহ্লাদা! হরেঃ পুত্রা কৃষ্ণিণ্যাঃ কথিতাস্তব  
 তানুং ভৈরবিকৈব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥ ১  
 দীপ্তমান্ তাম্রপকাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ  
 বভূবুর্জাহবত্যাঞ্চ শাস্বাদ্যা বাহশালিনাঃ ॥ ২

পাণিগ্রহণ করিলেন। ষোড়শসহস্র ও একশত  
 কন্তাকে বিবাহ করিবার কালে, ভগবান্ মধুসূদন  
 তাবৎসংখ্যক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই  
 সকল কন্তাগণ প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতে  
 লাগিল যে, স্বয়ং ভগবান্ মধুসূদন আমার পাণি  
 গ্রহণ করিলেন। হে বিপ্র! প্রতিরায়েই দ্বৈশ-  
 রূপধারী জগৎস্রষ্টা হরি, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের  
 গৃহে গমনপূর্বক বাস করিতে আরম্ভ  
 করিলেন। ১১—১৮।

পঞ্চমাংশে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

পরশর কহিলেন,—কৃষ্ণিণীর গর্ভে হরির  
 প্রহ্লাদ আদি করিয়া যে সকল পুত্র হয়, তাহ  
 তোমাকে বলিয়াছি। সত্যভামা—তাত্ত ও  
 ভৈরবিক নামে দুই সন্তান প্রসব করেন।  
 রোহিণীর গর্ভে হরির দীপ্তমান ও তাম্রপক  
 প্রভৃতি পুত্র জন্মে এবং শাস্বতীর গর্ভে শশ্ব  
 আদি করিয়া বলশালা বহুপুত্র জন্মিয়াছিল।

তনয়া ভদ্রবিন্দাঙ্গা । নাথজিতাং মহাবলাঃ ।  
 সংগ্রামজিৎপ্রধানান্ত শৈব্যায়াক্তবনু সূতাঃ ॥ ৩  
 একদান্ত সূতা মৃদুয়াং পাত্রবৎপ্রমুখান সূতান ।  
 অদ্যপ লক্ষণা পত্রাঃ কালিন্দ্যাক্ত কৃতদয়ঃ ॥ ৪  
 অস্ত্রাদ্যৈকৈব ভার্ষণাং সমুৎপন্নানি চক্রিণাঃ ।  
 অস্ত্রায়ুতানি পত্রাণাং সহস্রাণাং শতং তথা ॥ ৫  
 প্রত্যয়ঃ প্রথমান্তবাং সর্কেবাং কল্লিণীসূতাঃ ।  
 প্রত্যয়াদনিরুদ্ধকোহভ্যুদয়াদজায়ত ॥ ৬  
 অনিরুদ্ধো বপে হৃদ্যঃ বলঃ পৌত্রীং মহাবলঃ ।  
 বর্ণস্ত তনয়ামবাসুপায়মে দিজোত্তম ॥ ৭  
 যৎ যুদ্ধমভ্যুদয়েরং হরিশঙ্কররোহিহান্ ।  
 ত্রিহং সহস্রং বাহুনাং যৎ বাণস্ত চক্রিণা ॥ ৮  
 মৈত্রের উবাচ ।  
 কথং যুদ্ধমভ্যুদয়শ্চ যার্থে হরকৃকয়োঃ ।  
 কথং ক্রয়ক বাণস্ত বাহুনাং কৃতবান্ হরিঃ ॥ ৯  
 এতং সর্বং মহাভাগ সমাখ্যাতুং তমর্চসি ।

নথজিতীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত তাত্রবিন্দ  
 অর্চি এবং শৈব্যার গর্ভে তাঁহার সংগ্রামজিৎ-  
 প্রদন বহুসন্তান জন্মে । মাদীর বৃক আদি  
 বহুপুত্র হয়, লক্ষণা নাম্নী হরিশঙ্করী পাত্রবৎ-  
 প্রমুখ বহুপুত্র লাভ করেন । কালিন্দীর গর্ভে  
 ক্রুত আদি অনেক পুত্র জন্মে । চক্রীর অস্ত্রাণ্ড  
 ভাষণেরও একলক্ষ আশীহাজার সংখ্যক  
 পুত্র জন্মে । ভগবানের সেই সকল পুত্রের  
 মধ্যে কল্লিণীপুত্র প্রত্যয়ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন । প্রত্য়-  
 য়ঃ অনিরুদ্ধ নামে একপুত্র হয়, অনিরুদ্ধেরও  
 বজ্র নামে এক পুত্র হয় । হে দ্বিজোত্তম !  
 মহাবলশালী অনিরুদ্ধ বাণাসুরের পুত্রী ও  
 বলির পৌত্রী, উভাকে বিবাহ করেন, এই  
 কারণে বাণরাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করত  
 কারাগারে বদ্ধ করিল । সেই স্থলে হরি ও  
 শঙ্করের পরস্পর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ভগবান  
 চক্রী বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন করেন ।  
 মৈত্রের কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! উষার জন্ম  
 হইল মহাদেব ও কৃষ্ণের পরস্পর সংগ্রাম হয়  
 এবং হরি কেনই বা বাণের বাহু সকলকে  
 ছিদ্র করেন, হে মহাভাগ ! আপনি এই সকল

মহৎ কোতুহলং জাতং কথং শ্রোতুমিমাং হরো  
 পরাশর উবাচ ।  
 উষা বাণসূতা বিপ্র পার্কতীং সহ শতুন ।  
 ক্রৌড়ীমুপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাক্রমে তদাশ্রয়াম্ ॥  
 ততঃ স্বকলচিত্তজা গৌরী তামাহ ভাবিনীম্ ।  
 অলমতর্থতপেন ভত্রী কুমপি রংস্তসে ॥ ১২  
 ইতুতে স্মা তদা চক্রে কদেতি মতিমান্ননঃ ।  
 কো বা ভর্তা মমেত্যেতাং পুনরপ্যাহ পার্কতী ॥  
 বৈশাখশুক্লাদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে যোহভিভবং তব ।  
 করিষ্যতি স তে ভর্তা রাজপুত্রি ভবিষ্যতি ॥ ১৩  
 পরাশর উবাচ ।  
 তস্তাং তিষ্ঠো পুমান্ স্বপ্নে যথা দেব্যা উদীরিতম্  
 তথৈবাভিভবং চক্রে রাগক্রে তথৈব সা ॥ ১৫  
 ততঃ প্রযুক্তা পুরুষমপগম্যতী তমুঃসূকা ।

বিষয় আমার নিকটে বর্ণন করুন । ভগবান  
 হরির এই সকল লীলার বিষয় শ্রবণ করিতে  
 আমার কোতুহল উৎপন্ন হইয়াছে । ১—১০ ।  
 পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র ! বাণসূতা উষা,  
 পার্কতীকে মহাদেবের সহিত ক্রৌড়া করিতে  
 অবলোকন করিয়া, নিজেও পতির সহিত  
 সেইরূপে ক্রৌড়া করিতে অভিলাষবতী হইলেন ।  
 অনন্তর সকলের মনোভাবঃ গৌরী সেই  
 ভাবিনীকে কহিলেন, বৎসে ! তুমি অভিষয়  
 পরিতাপ করিও না ; কারণ তুমিও এইরূপ নিজ  
 ভর্তার সহিত ক্রৌড়া করিতে পারিবে । পার্কতী  
 কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া উষা, পুনরায় মনে  
 মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “কোন ব্যক্তি  
 আমার পতি হইবেন ?” তখন পার্কতী আবার  
 কহিলেন, “হে রাজপুত্রি ! বৈশাখ মাসের শুক্ল-  
 দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে  
 আক্রমণপূর্বক সন্তোষ করিবেন, তিনিই তোমার  
 পতি হইবেন । পরাশর কহিলেন,—অনন্তর  
 পার্কতীর আদেশমত সেই বৈশাখী দ্বাদশী  
 তিথিতে রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন,—একজন  
 পুরুষ তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রকার ভাবিভব করিল ।  
 তিনিও সেই পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া  
 পড়িলেন । অনন্তর উষা, স্বপ্নান্তে প্রবেশলাভ



ক গতোহসীতি নির্লজ্জা। মৈত্রেয়োক্তবতী সখীম্ ॥  
বাণস্ত মন্ত্রী কুন্তাণ্ড চিত্রলেখা তু তংসুতা ।  
তস্তাঃ সখ্যভবং সা চ প্রাহ কোহং ত্বয়োচ্যতে ॥  
যদা লজ্জাকুলা নষ্টে কথ্যামাস সা সতী ।  
তদা বিশ্বাসমানীয় সৰ্বমেবাত্যবাদয়ং ॥ ১৮  
বিদিতার্থাস্ত তামাহ পুনরুবা যথোদিতম্ ।  
দেব্যা তথৈব তংপ্রাপ্তৌ যোহভ্যপায়ঃ কুরুষ তম্  
পরশর উবাচ ।

ততঃ পটে সুরান্ দৈত্যান গন্ধৰ্বান্ প্রধানতঃ ।  
মনুষ্যান্ চাভিলিখ্যাস্তে চিত্রলেখা ব্যদর্শয়ং ॥ ২০  
অপাস্ত সা তু গন্ধর্বাংস্তথোরগসুরাসুরান ।  
মনুষ্যেষু দদৌ দৃষ্টিং তেষপ্যন্ধকৃষ্ণিণ ॥ ২১

করত সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের অদর্শনে ও উৎসৃক্য  
বশতঃ নিলজ্জভাবে সখীর প্রতিই লক্ষ্য করিয়া  
কহিলেন, হে নাথ ! তুমি কোথায় গিয়াছ ?  
বাণাসুরের কুন্তাণ্ড নামে মন্ত্রীর কণ্ঠা চিত্রলেখা,  
উহার সখীরূপে নিযুক্তা ছিল। সেই চিত্রলেখা  
উষাকে কহিল,—রাজনন্দিন ! তুমি কাহার  
কথা বলিতেছ ? অনন্তর সতী রাজকুমারী  
লজ্জাকুলা হইয়া তাহার নিকট কিছুই বলিতে  
পারিলেন না ; তখন চিত্রলেখা নানাপ্রকার  
শপথাদি দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করা-  
ইল। অনন্তর উষা তাহার নিকট সকল বিষয়  
ব্যক্ত করিলেন। ১১—১৮। অনন্তর চিত্রলেখা  
স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইলে পর, উষা পুনর্বার  
তাহার নিকটে, দেবী গৌরী বাহা বাহা বলিয়া-  
ছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন এবং কহি-  
লেন,—সখি ! তাঁহার সমগ্ৰত্বের জন্ত এক্ষণে  
বাহা সতৃপায় হয়, তাহার উপায় চিন্তা কর।  
পরশর কহিলেন,—অনন্তর চিত্রলেখা,—দেব-  
গণ, দৈত্যগণ, গন্ধৰ্ব ও মনুষ্যগণের মধ্যে  
প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে পটে চিত্রিত করিয়া  
উষাকে দেখাইতে লাগিল। উষাও সেই  
চিত্র-লিখিত দেব, গন্ধৰ্ব ও অসুরগণকে  
পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যলোকে দৃষ্টিক্ষেপ করি-  
লেন এবং ক্রমে মনুষ্যমধ্যেও বৃষ্ণিকুলের  
প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। হে দ্বিজ !

কুরুমামো বিলোক্যামো সুদুর্লভজাজড়ৈব সা ।  
প্রহৃদ্যদর্শনে ব্রীড়া-দৃষ্টিং নিত্রেহন্ততে দ্বিজ ॥ ২২  
দৃষ্টমাত্রৈ ততঃ কাস্তে প্রহৃদ্য-জয়ে দ্বিজ ।  
দৃষ্ট্যাত্যর্থবিকাশিতা লজ্জা কাপি নিরাকৃতা ॥ ২৩  
সোহং সোহস্মিভীতীত্যুক্তে তন্ন সা যোগগামিনী  
যথৌ দ্বারবতীমুখাং সমাশ্বাস্ত ততঃ সখীম্ ॥ ২৪  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশে উষোৎকণ্ঠ-  
লেখ্যদর্শনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

বাণোহপি প্রশ্নপত্যগ্রে মৈত্রেয়হ ত্রিলোচনম্ ।  
দেব বাহুসহস্রৈশ নীর্করোহংহং বিনাহবম্ ॥ ১  
কচিমমৈবাং বাহুনাং সাফল্যজনকো রণঃ ।

তখন উষা, কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতিকৃতি দর্শন  
করিয়। লজ্জায় জড়ীভূতপ্রায়া হইলেন। হে  
দ্বিজ ! পরে প্রহৃদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত হইব  
মাত্র তিনি অশ্রু দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন  
অনন্তর প্রহৃদ্যতনয় মনোহর অনিরুদ্ধকে  
দেখিবামাত্র অতি-বিকাশিনী দৃষ্টি দ্বারা উষ  
যেন লজ্জাকে কোথায় দর করিলেন। অনন্তর  
উষা, “ইনিই সেই, ইনিই সেই” এই কথ  
বলিলে পর, চিত্রলেখা উষাকে আশ্বাসিত  
করিয়া যোগগতি অবলম্বনপূর্বক দ্বারকায় গমন  
করিল। ১১—২৪ ।

পঞ্চমোহংশে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! পুরা-  
কালে বাণ রাজাও মহাদেবের নিকট কহেন যে  
হে ভগবন ! যুদ্ধব্যতিরেকে আমি এই দশ-  
সহস্র বাহু লইয়া বড়ই নির্বেদ প্রাপ্ত হই-  
তেছি। কখনই কি আমার এই বাহুসহস্রের  
সফলতাকারী সমন উপস্থিত হইবে না ? হে

ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুজৈঃ ॥ ২

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

ময়ুধধ্বজতঙ্গস্তে যদা বাণ ভবিষ্যতি ।

শিশিতাশিজানানন্দং প্রাপ্যাসে ত্বং তদা রণম্ ॥ ৩

ততঃ প্রণম্য মুদিতঃ শত্ৰুমভ্যাগতো গৃহম্ ॥ ৪

ভগ্নক ধ্বজমালোক্য হস্তো হর্ষান্তরং যযৌ ॥ ৪

এতস্মিন্নেব কালে তু যোগবিদ্যাবলেন তম্ ।

অনিরুদ্ধমণানিন্দ্যে চিত্রলেখা বরাঙ্গরাঃ ॥ ৫

কণ্ঠান্তঃপুরমধ্যে তং রমমাণং সহোষয়া ।

বিজ্ঞায় রক্ষিণো গতা শশংসুর্দৈত্যভূপতেঃ ॥ ৬

আদিত্যং ক্ষিপ্রাণাস্ত সৈন্তং তেন দুরায়না ।

জঘান পরিষং লোহমাদায় পরবীরহা ॥ ৭

হতেন তেনু বাণেহপি রথস্থস্তম্বদোদাতঃ ।

বুধ্যমানো যথাশক্তি যদা বীর্ষণে নিক্ষিপ্ততঃ ॥ ৮

দেব! যদি যুদ্ধ করিতেই না হইল, তবে আর এ বাহুসহস্রের ভার বহন করা নিরর্থক ।

শ্রীমহাদেব, কহিলেন, হে বাণ! তোমার ময়ুধধ্বজ যেকালে ভগ্ন হইবে, সেই সময়

তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং ঐ যুদ্ধ রক্ত-পায়ী জীবগণের অতিশয় আনন্দজনক হইবে ।

এই কথা শ্রবণে হর্ষাশ্রিত বাণ শত্ৰুকে প্রণাম-পূর্বক নিজগৃহে আগমন করত ময়ুধধ্বজকে ভগ্ন

দেখিতে পাইয়া আরও হর্ষপ্রাপ্ত হইল । এই সময়েই 'বরাঙ্গরা চিত্রলেখা (উবার সখী)

যোগবিদ্যাবলে অনিরুদ্ধকে উবার নিকটে লইয়া গিয়াছিল । অনন্তর কণ্ঠান্তঃপুরমধ্যে উবার

সহিত অনিরুদ্ধকে রতি নিরত অবলোকন করিয়া রক্ষিণগণ দৈত্যভূপতি বাণের নিকট গমনপূর্বক

সকল রক্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিল । তখন বাণ-রাজা সেই রক্ষিসৈন্তগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ

করিলে পর, তাহার আক্রমণ করাতে, পরবীর-বিন শকারী অনিরুদ্ধ লোহময় পরিশ্রম নিক্ষেপ-পূর্বক

সেই সৈন্তগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন । সেই সকল সৈন্ত হত হইলে পর, অনিরুদ্ধের

বিনাশকামনায় রথারোহণপূর্বক বাণ রাজা যুদ্ধোদ্যত হইল । কিন্তু অবশেষে

যখন যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াও অনিরুদ্ধ কর্তৃক

মারয়া যুগ্মে তেন স তদা মস্ত্রিচোদিতঃ ।

ততস্তং পন্নগান্তেন ববন্ধ যদনন্দনম্ ॥ ৯

দ্বারবত্যং ক বাতোহসাবনিকুদ্ধেতি জ্ঞাততাম্ ।

যদনামাচচক্ষে তং বন্ধং বাণেন নারদঃ ॥ ১০

তং শোণিতপুরে শ্রুত্বা নীতং বিদ্যাবিদক্ষয়া ।

যোষিতা প্রত্যয়ং জগ্মুর্বাণদা নামরৈরিতি ॥ ১১

ততো গরুড়মাক্রুহ স্মৃতমাত্রাগতং হরিঃ ।

বলপ্রত্যঙ্গসহিতো বাণস্ত প্রযায়ৌ পুরম্ ॥ ১২

পুরীপ্লাবেশে প্রমথৈর্বুদ্ধমাতীম্ভাষ্মনঃ ।

যযৌ বাণপুরাভাসং নীত্বা তান সংক্ষয়ং হরিঃ ॥ ১৩

ততঃপাদান্ধিশিরা জ্বরো মাহেশ্বরে মহান ।

বাণরক্ষার্থমত্যাগং যুগ্মে শাস্ত যখন ॥ ১৪

তন্তস্যস্পর্শসম্ভূততাপঃ কৃৎসনসঙ্গমঃ ।

পরাজিত হইল, তখন মস্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে

অনিরুদ্ধের সহিত নানাপ্রকার মায়া বিস্তারপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পন্নগান্ত দ্বারা অনিরুদ্ধকে

বন্ধন করিয়া ফেলিল । অনন্তর দ্বাবকাপুরীতে "অনিরুদ্ধ কোথায় গমন করিল" এই প্রকারে

সকলে বলাবলি করিতেছে, এমন সময় নারদ গিয়া বলিয়া দিলেন যে, বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধ

আবদ্ধ হইয়াছেন । ১—১০ । "যোগবিদ্যা-বিদক্ষা চিত্রলেখাই অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে

লইয়া গিয়াছে" যাদবগণ নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাই নিশ্চয় করিলেন এবং "পারিজাত-

হরণে বিজিত দেবগণই কি অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছেন" এই প্রকার সন্দেহ পরিত্যাগ

করিলেন । অনন্তর ময়ুধমাত্র উপস্থিত গরুড়ের পৃষ্ঠে

আরোহণ করিয়া হরি—বলদেব ও প্রহরার সহিত বাণপুরে গমন করিলেন ।

অনন্তর পুরপ্রবেশ কালে মহাস্থা হরির সচিত প্রমথগণের যুদ্ধ হয়, কিন্তু হরি তাঁহা-

দিগকে বিনাশ করিয়া বাণপুরীর নিকটে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর বাণকে রক্ষা

করিবার জন্য মহেশ্বর-নিষিদ্ধ জ্বর, হরির সহিত অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ঐ জ্বর

অতি মহাকায় এবং তাহার তিনটা মস্তক ও তিনটা চরণ ছিল । জ্বরের প্রভাব এমনি যে,

অবাপ বলদেবোহপি শমমামীলিতেক্ষণঃ ॥ ১৫  
 ততঃ স যুধ্যমানস্ত সহ দেবেন শাঙ্গিণা ।  
 বৈষ্ণবেন জরেশাশু কৃষ্ণদেহান্নিরাকৃতঃ ॥ ১৬  
 নারায়ণভূজাষাতপরিপীড়নবিস্বলম্ ।  
 তং বীক্ষ্য ক্ষম্যতামস্তেত্যাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ১৭  
 ততঃচ ক্রান্তমেবেতি প্রোক্তা তং বৈষ্ণবং জরম্ ।  
 আশ্রয়েব লয়ং নিত্রে ভগবান্ মধুহৃদনঃ ॥ ১৮  
 মম তয়া সমং যুদ্ধং য়ে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ।  
 বিজ্ঞরাস্তে ভবিষ্যন্তীত্যাচুর্ন চৈনং যযৌ জরঃ ॥ ১৯  
 ততোহগ্নীন্ ভগবান্ পঞ্চ জিত্বা নীত্বা তথা ক্ষয়ম্ ।  
 দানবানাং বলং বিষ্ণুর্চূর্ণয়ামাস লীলয়া ॥ ২০  
 ততঃ সমস্তসৈন্তেন দৈত্যৈতানাং বলেঃ সূতঃ ।  
 যুযুধে শঙ্করৈশ্চৈব কার্ত্তিকৈশ্চ শৌরিণা ॥ ২১

এই জর প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে।  
 কৃষ্ণের সহিত আলিস্ফিতাঙ্গ থাকা প্রযুক্ত,  
 বলদেবও সেই ক্ষরক্ষিপ্ত-ভয়-সম্পর্ক-জনিত  
 তাপে ধোর তাপিত হইলেন এবং অতিকষ্ট-  
 প্রযুক্ত নমনয়র আমীলিত করত শান্তভাবে  
 অবলম্বন করিলেন। অনন্তর দেব কৃষ্ণের  
 সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার দেহপ্রবিষ্ট,  
 জরকে বৈষ্ণবজর নীত্বই কৃষ্ণদেহ হইতে দূরী-  
 ভূত করিয়া দিল অনন্তর শিব-জরকে বাহু-  
 দেবের ভূজাষাতজনিত নিপীড়ন বিস্বলীভূত  
 অবলোকন করিয়া, পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্কে  
 কহিলেন যে, আপনি উহাকে ক্ষমা করুন।  
 অনন্তর ভগবান্ মধুহৃদন “আমি ক্ষমা করিলাম”  
 এই কথা বলিয়া বৈষ্ণবজরকে স্বকীয় শরীরেই  
 বিলীন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর “আমার  
 সহিত আপনার এই যুদ্ধকথা যাহারা শ্রবণ  
 করিবে, তাহার জররোগ হইতে মুক্ত হইবে”  
 জর ভগবান্কে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে  
 প্রস্থান করিল। অনন্তর বিষ্ণু, পঞ্চ অগ্নিকে  
 বিজয়পূর্বক বিনাশ করত অবলীলাক্রমে দানব-  
 গণের সেনা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।  
 ১১—২০। অনন্তর বলিপুত্র বাণ, অসংখ্য  
 দৈত্যসৈন্তগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শৌরির  
 সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারই

হরিশঙ্করয়োর্যুদ্ধমতীবাসীং সুদীর্ঘম্ ।  
 চুক্ষুভুঃ সকলা লোকা যত্রান্নাশুপ্রতাপিতাঃ ॥ ২২  
 প্রলয়োহয়র্মশেষস্ত জগতো নৃন্মাগতঃ ।  
 মেনিরে ত্রিংশা যত্র বর্তমানে মহাহবে ॥ ২৩  
 জুস্তাভিভূতঃ গোবিন্দো জুস্তায়ামস শঙ্করম্ ।  
 ততঃ প্রণেতুর্দৈত্যৈঃ প্রমথ্যং সমস্ততঃ ॥ ২৪  
 জুস্তাভিভূতঃ হরো রথোপস্থ উপাভিশং ।  
 ন শশাক তথা যোদ্ধুং কৃকেনাক্রিষ্টকর্মণা ॥ ২৫  
 গরুড়ক্ষতবাহঃ প্রত্যাগান্তপ্রসীড়িতঃ ।  
 কৃষ্ণহৃদ্বারনিহু তশক্তিচাপি যযৌ গুহঃ ॥ ২৬  
 জুস্তিতে শঙ্করে নষ্টে দৈত্যসৈন্তে গুহে জিতে  
 নীতে প্রমথ্যসৈন্তে চ সংক্ষয়ং শার্ঙ্গধ্বনা ॥ ২৭  
 নন্দীশসংগৃহীতাস্তমধিরূঢ়ো মহারথম্ ।  
 বাণস্তত্রায়যৌ যোদ্ধুং কৃষ্ণকাঞ্চিবলৈঃ সহ ॥ ২৮

পক্ষ হইয়া স্বয়ং শঙ্কর ও কার্ত্তিকের যুদ্ধ  
 করিতে লাগিলেন। তখন হরি এবং শঙ্করের  
 পরস্পর অতিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই  
 যুদ্ধে অস্ত্রকিরণতাপিত সকল লোকেই অতিশয়  
 ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল। সেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত  
 হইলে পর, দেবগণ আশঙ্ক্য করিতে লাগিলেন,  
 “যদি অন্য সমস্ত জগতেরই প্রলয় উপস্থিত  
 হইল।” অনন্তর হরি জুস্তাভিভূতঃ দ্বারা  
 মহাদেবকে নিত্যন্ত অলসভাবেপন্ন করিয়া  
 ফেলিলেন। তখন প্রমথগণও দৈত্যগণ যুদ্ধ-  
 ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর  
 জুস্তাভিভূত হইয়া মহাদেব, রথোপরি উপ-  
 শ্রোণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং আর কোন  
 প্রকারেই অক্রিষ্টকর্ম্ম কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ  
 করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর কার্ত্তি-  
 কের বাহনকে গরুড় বিচ্ছত করিয়া ফেলি-  
 লেন এবং তিনিও স্বয়ংই প্রত্যাগন্তে অস্ত্র কর্তৃক  
 নিপীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণহৃদ্বারে নির্ধৃতশক্তি হইয়া  
 প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শঙ্কর অলস, গুহ  
 পরাজিত, দৈত্যসৈন্ত ও প্রমথগণ পলায়মান  
 এবং কৃষ্ণকর্তৃক সংক্ষয়মাণ হইলে পর, রাজা  
 বাণ রথে আরোহণপূর্বক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসৈন্ত-  
 গণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন, করিল।

বলভদ্রো মহাবীৰ্য্যো বাণসৈন্তগমনেকধা ।  
 বিব্যাধ বাণৈঃ প্রভৃশ্চ ধ্বংসন্তঃ পলায়ত ॥ ২৯  
 আকৃষ্য লাক্সলাগ্রো মুখলেনীবপোখিতম্ ।  
 বলং বলেন দদৃশে বাণো বাণৈশ্চ চক্রিণা ॥ ৩০  
 ততঃ কৃষ্ণস্ত্র বাণেন যুদ্ধমাদীং সমগ্রতোঃ ।  
 পরস্পরমিযুন্ দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদকান্ ॥ ৩১  
 কৃষ্ণশিচ্ছেদ বাণৈস্তান বাণেন প্রহিতান্ শরান্ ।  
 বিভেদ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রেভ্যং ॥ ৩২  
 মুমুচাতে তথাত্মাণি বাণরক্ষো জিগীষয় ।  
 পরস্পরং ক্ষতিপরো পরমামৰ্ষণৌ বিজ ॥ ৩৩  
 ছিদ্যামানেষশেষে শরেষু চ সীদতি ।  
 প্রাচুর্য্যেণ হরিকীৰ্ণং হস্তকক্রে ততো মনঃ ॥ ৩৪  
 ততোহ কশতসঙ্কাতভেজসঃ সদৃশহ্যতি ।

বাণ, যে মহারথে আরোহণ করিয়াছিল, ঐ  
 রথের অংশগণের বলা স্বয়ং নন্দীধর ধারণ  
 করিয়াছিলেন। তখন মহাবলশালী বলভদ্র  
 যুদ্ধস্থানসমূহে অনেক প্রকার বাণসমূহ ক্লেপ  
 করত বাণসৈন্তগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন;  
 হুতরাং সেই সৈন্তগণও শ্রেণীভট্ট হইয়া  
 ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ২১—২৯।  
 অনন্তর বাণ দেখিতে পাইল যে, বলভদ্র সৈন্ত-  
 গণকে লাক্সলাগ্র ও মুখল দ্বারা অবপোখিত  
 এবং কৃষ্ণও চক্র দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে  
 ছেন। তৎপরে বাণাসুরের সহিত কৃষ্ণের  
 যোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়েই উভ-  
 যের প্রতি প্রদীপ্ত ও কয়ত্রাণবিভেদক বাণসমূহ  
 নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমকাল পরে  
 কৃষ্ণ বাণাসুর-প্রক্ষিপ্ত সায়কসমূহ ছেদন করিতে  
 লাগিলেন। তখন বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া কেশবকে  
 বিদ্ধ করিলেন এবং চক্রধারী কৃষ্ণও বাণাসুরকে  
 চক্র দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হে ব্রহ্মণ! এই-  
 রূপে বাণাসুর ও কৃষ্ণ, পরস্পরের বিজয়েচ্ছায়,  
 অতিশয় অসহনীয় অন্ত্রসমূহ ক্লেপ করিতে  
 লাগিলেন। এবশ্বপকারে প্রচুরপরিমাণে শর-  
 সমূহ বিচ্ছিন্ন ও অন্ত্র সকল নিষ্কল হইতেছে  
 দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ, সেই সময় বাণাসুরকে  
 বধ করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর

জগ্রাহ দৈত্যচক্রোহরিরিচ্ছত্রং হৃদর্শনম্ ॥ ৩৫  
 মুক্কতো বাণনাশায় তত্র চক্রং মধুবিষঃ ।  
 নগ্না দৈতেরবিদ্যাভূং কোটবী পুরতো হরেঃ ॥ ৩৬  
 তামগ্রতে। হরির্দৃষ্টা মীলিতাক্ষঃ হৃদর্শনম্ ।  
 মুমোচবাণমুদিশু জেহুভুং বাহুবনং রিপোঃ ॥ ৩৭  
 ক্রমোণ তত্ত্ব বাহুনাং বাণশ্চাত্যতেনাদিতম্ ।  
 ছেদকক্রেহসুরাপাস্ত্রশরৌষধকপণাদৃতম্ ॥ ৩৮  
 ছিন্নে বাহুবনে তত্ত্ব কবচং মধুসূদনঃ ।  
 মুমুকুর্বাণনাশায় বিজ্ঞাতস্ত্রিপুৰিষা ॥ ৩৯  
 স উপেত্যাহ গোবিন্দং সাম্পূর্ব্বমুপাতিঃ ।  
 বিলোকা বাণং দোদীপ্তচ্ছেদাস্বক্শাববর্ষণম্ ॥ ৪০  
 রুদ্র উবাচ ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্ ।

দৈত্যসমূহের নিসৃদনকারী হরি, হৃদর্শন নামক  
 চক্র গ্রহণ করিলেন। সেই হৃদর্শন-চক্রের  
 প্রভা, একত্র মিলিত, শতসৃষ্টের কিরণ সমূ-  
 হের সদৃশী ছিল। সেই সময় বাণ-বিনাশের  
 জন্ত হৃদর্শনমোচনার্থে উদ্যত ভগবান্ হরির  
 সম্মুখে দৈত্যকুলের কোটরী নায়ী মায়াবিন্দ্য  
 উল্লাসবস্থায় আবির্ভূতা হইল। অনন্তর ভগবান্  
 হরি, তাহাকে অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া  
 নয়নদ্বয় মুদ্রিত করত শত্রুর বাহুসমূহ ছেদন  
 করিবার জন্ত বাণের উদ্দেশে হৃদর্শন নিক্ষেপ  
 করিলেন। অনন্তর সমাদরের সহিত শত্রুগণ-  
 প্রক্ষিপ্ত অন্ত্রসমূহকে বিনাশ করত অচ্যুত-প্রক্ষিপ্ত  
 হৃদর্শনচক্রে ক্রমে, বাণাসুরের সেই সকল বাহু  
 ছেদন করিল। ৩৫—৩৮। অনন্তর বাণের  
 বাহুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পুনর্বার হস্তাগত  
 হৃদর্শনচক্রকে ভগবান্, বাণাসুরের বিনাশের  
 নিমিত্ত নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন  
 ভগবান্ ত্রিপুয়ারি ইহা জানিতে পারিয়া, মধু-  
 সূদনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাম্পূর্ব্বক  
 গোবিন্দকে কহিলেন,—এই সময় উমাপতি  
 চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাণাসুরের বাহু  
 সকল ছিন্ন হওয়াতে, সেই সকল ছিন্নস্থান হইতে  
 অজস্র রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। রুদ্র কহি-  
 লেন,—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আপনি

পরেণং পরমানন্দমাদি-নিধনং পরম্ ॥ ৪১  
 দেবত্ৰিয্যুৎমনুষ্যেযু শরীরগ্রহণাশ্চিকা ।  
 লীলৈয়ং সৰ্বভূতস্ত তব চেষ্টাপলক্ষণা ॥ ৪২  
 তং প্রসাদাতয়ং দন্তং বাণশাস্ত্র ময়া প্রভো ।  
 তস্তয়া নানুতং কার্য্যং যন্তয়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ৪৩  
 অশ্বং সংশ্রয়বৃদ্ধোহয়ং নাপরাধস্তবাব্যয় ।  
 ময়া দত্তবরো দৈত্যস্ততস্ত্বাং ক্রাময়াম্যহম্ ॥ ৪৪  
 পরাশর উবাচ  
 ইতু্যুক্তঃ প্রাহ গোবিন্দঃ শূলপানিমুমাপতিম্ ।  
 প্রসন্নবদনো ভূত্বা গতামধোহস্তরং প্রতি ॥ ৪৫  
 ত্রীভগবানুবাচ ।

যুগ্মদন্তবরো বাণো জীবতামেব শঙ্কর ।  
 তদ্বাক্যগৌরবাদেতন্ময়া চক্রেং নিবর্তিতম্ ॥ ৪৬  
 ত্বয়া যদন্তরং দন্তং তদন্তমখিলং ময়া ।

যে পুরুষোত্তম, পরেশ. পরমানন্দ স্বরূপ, অনাদি-  
 নিধন ও সর্বশ্রেষ্ঠ,—ইহা আমি জানিতে পারি-  
 য়াছি। দেব, ত্রিয্যুৎ ও মনুষ্যসমূহে আপনার  
 জন্মগ্রহণ লীলামাত্র, কারণ আপনিই সর্বভূত-  
 স্বরূপ, আপনার চেষ্টা উপলক্ষণমাত্র। হে  
 প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পূর্বে  
 বাণশুরকে অভয় প্রদান করিয়াছি; এই কারণে  
 আপনি আমার পূর্বোক্ত বাক্যকে মিথ্যাত্ব  
 করিবেন না। হে অব্যয়! এই বাণশুর  
 আমার নিকটেই প্রণয় পাইয়া এতদূশ বৃদ্ধি  
 পাইয়াছিল, সুতরাং এই ব্যক্তি আপনার নিকটে  
 অপরাধী নহে; আমিই এই দৈত্যকে বর  
 প্রদান করিয়াছিলাম; আমিই এক্ষণে আপ-  
 নাকে ক্রমা প্রার্থনা করিতেছি। পরাশর  
 কহিলেন,—মহাদেব কর্তৃক এবশুপকারে উক্ত  
 গোবিন্দ অস্তরের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্বক  
 প্রসন্ন-বদন হইয়া শূলপাণি উমাপতিক কহি-  
 লেন,—ত্রীভগবান্ কহিলেন, হে শঙ্কর!  
 আপনি যখন ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন,  
 তখন এ ব্যক্তি জীবিতই থাকুক, আপনার  
 বাক্যের গৌরবপ্রসূত আমি এই সমুদ্রাত  
 স্পন্দনচক্রে নিবারণ করিলাম। হে শঙ্কর!  
 আপনি যাহাকে অভয়প্রদান করিয়াছেন, তাহার

মন্তোহবিভিন্নমাস্ত্রানং ত্রুইমর্হসি শঙ্কর ॥ ৪৭  
 যোহহং স. ত্বং জগচ্চেদং স দেবাস্তুরমানুষম্ ।  
 অবিদ্যামোহিতাস্ত্রানং পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ ॥ ৪৭  
 ইতু্যুক্তো প্রযযৌ কৃষ্ণঃ প্রাহুর্গিহিত্র তিষ্ঠতি ।  
 তদ্বর্ককণিনো নেতুর্গরুড়ানিলতীৰ্ণাষিতাঃ ॥ ৪৮  
 ততোহনিকরুদ্বারোপ্য সপত্নীকং গরুড়ম্ভতি ।  
 আজগ্ম দ্বারকাং রামকাক্ষিদামোদরাঃ পুরীম্ ॥ ৫০  
 ইতি ত্রীবিষ্মুপুৰাণে পঞ্চমেংশে উদাহরণং নাম  
 ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

চক্রে কশ্ম মহচ্ছৌরিক্রিভাণো মানুষীং তনুম্ ।  
 জিগায় শক্রেং শরীকং সর্বদেবাংশ্চ লীলয়া ॥ ১

প্রতি আমারও সর্বপ্রকারে অভয় প্রদত্ত,—ইহা  
 নিশ্চয়; আপনি আপনাকে আমা হইতে অভিন্ন  
 বলিয়াই জানিবেন। আমি যে আপনিও সে।  
 এই দেবাসুর এবং মানুষপরিপূর্ণ জগৎও  
 আমার স্বরূপ। অবিদ্যা-মূঢ়ত্বাব পুরুষগণই  
 ভেদজ্ঞান করিয়া থাকে। কৃষ্ণ এই কথা  
 বলিয়া যেখানে প্রহ্লাদতনয় অনিরুদ্ধ অবস্থিতি  
 করিতেছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন।  
 অনন্তর সেই বাণশুরের কথাস্তঃপুররক্ষক সপ-  
 গন্ধ, গরুড়ের গমনবেগে ভীত হইয়া পলায়ন  
 করিল। অনন্তর সপত্নীক অনিরুদ্ধকে গরুড়ের  
 উপর আরোহণ করাইয়া বলভদ্র, কৃষ্ণ ও  
 কৃষ্ণ-পুত্রগণ দ্বারকাপুরীতে আগমন করি-  
 লেন। ৪১—৫০।

পঞ্চমাংশে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে গুরো! ভগবান্  
 মনুষ্যশরীর পরিগ্রহপূর্বক যে অবলীলাক্রমে

যচ্ছাদকরোং কশ্ম দিব্যচেষ্টাবিষাতকং ।

তং কথ্যতাং মহাভাগ পরং কোতুহলং হি মে ॥২

পূরাশর উবাচ ।

গদতো মম বিপ্রর্ষে শ্রয়তামিদমাদরাং ।

নরাবতারে কৃষ্ণে দক্ষা বারাগসী যথা ॥ ৩ ॥

পৌণ্ড্রকো বাহুদেবস্ত বাহুদেবোহভবতুবি ।

অবতীর্ণস্তমিত্যুক্তো জনৈরস্ত্রানমোহিতৈঃ ॥ ৪ ॥

স মেনে বাহুদেবোহমবতীর্ণো মহীতলে ।

নষ্টশ্মতিস্ততঃ সর্বং বিষ্ণুচিহ্নমচীকরং ॥ ৫ ॥

দতং প্রেরয়ামাস কৃষ্ণায় হুমহাস্রনে ।

ত্যক্তা চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চাস্ত্রনঃ ॥ ৬ ॥

বাহুদেবায়কং মূঢ় মুকুা সর্বং বিশেষতঃ ।

আশ্বনো জীবিতার্থায় ততো মে প্রণতিং ব্রজ ॥ ৭ ॥

ইত্যুক্তঃ সম্প্রহস্ত্রেন দতং প্রাহ জনার্দনঃ ।

ইন্দ্র, মহাদেব ও সকল দেবগণের বিজয়রূপ অতি মহৎ কৰ্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত শ্রবণ করিলাম। হে মহাভাগ! ভগবান ইহা ছাড়াও আর দিব্য চেষ্টার বিবাত করত যে সকল কৰ্ম্ম করেন, আপনি তাহা কীৰ্ত্তন করুন; কারণ সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমি বড়ই কোতুহলী হইয়াছি। পুরাশর কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! মাতৃস্বর্গতরে কৃষ্ণ কি প্রকারে বারাগসী পুরী দাঃ করেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আদরের সহিত শ্রবণ কর। অস্ত্রানমোহিত জনগণ পৌণ্ড্রকীয় কোন রাজাকে, “আপনি বাহুদেবরূপে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন” এবং “প্রকার বাক্যে স্তব করাতে, সেই ব্যক্তি সেই বাহুদেব নামে প্রথিত হইয়া উঠে। এইরূপে ঐ রাজা নষ্টশ্মতি হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে, আমি বাহুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি এবং সেই বিবেচনায় নিজেই সকল প্রকার বিষ্ণু-চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল। তৎপরে হুমহাস্রা কৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিল যে, তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগপূর্বক এবং আপনার প্রতি “আমিই বাহুদেব” এই প্রকার অভিমানও ছাড়িয়া, আপনার জীবনরক্ষার নিমিত্ত আমাকে

নিজচিহ্নমহংক্রেং সমুঃশ্রদ্ধো ত্যুয়াতি বৈ ॥ ৮

বাচ্যঃ স পৌণ্ড্রকো গতা ত্বয়া দূত বচো মম ।

জাতস্ত্বয়াক্যাসম্ভাবো যং কার্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ৯ ॥

গৃহীতচিহ্ন এবাহমাগমিষ্যামি তে পুরম্

সমুঃশ্রদ্ধামি তে চক্রং নিজচিহ্নমসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥

আজ্ঞাপূর্বক যদিদমাগচ্ছতি ত্বয়োদিতম্ ।

সম্পাদয়িষ্যো স্বস্তভাং তদণ্যেযোহবিলম্বিতম্ ॥ ১১ ॥

শরণং তে সমভ্যোত্য কর্ত্তাস্মৈ নূপতে তদা ।

যথা তত্ত্বো ভয়ং ভূয়ো ন মে কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

ইত্যুক্তোহপগতে দূতে সংস্মৃত্যভাগং হরিঃ ।

গরুশ্চত্বাধারুহ তরিতং তং পুরং যযৌ ॥ ১৩ ॥

স চাপি কেশবোদ্যোগং শ্রুত্বা কাশিপতিস্তদা ।

প্রণতি কর। দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে পর ভগবান জনার্দন, হস্তপূর্বক দূতকে কহিলেন,—হে দূত! তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলিও যে, আমি নিজচিহ্ন (অস্ত্র) সত্ত্বরই তোমার প্রতি পরিত্যাগ করিব। তোমার প্রভু তোমার নিকট হইতে এবাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা সন্ধিবেচনাসিদ্ধ হয়, তাহার আচরণ করুক। ১—

৯। ভগবান আরও কহিলেন, হে দূত! তোমার প্রভুকে বলিও যে, আমি চিহ্নধারণ-পূর্বকই তোমার পুরে যাইব এবং সেইখানেই আমি তোমার প্রতিই নিজচিহ্ন চক্র পরিত্যাগ করিব, ইহার সন্দেহ নাই। তুমি আমার উপর আজ্ঞাপূর্বকই বলিয়াছ, “তুমি এইখানে আসিবে”; আমি তখন অবশ্যই কল্য তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, ইহাতে বিলম্বের সম্ভাবনা নাই; আমি সত্ত্বরই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিব যে, যাহা দ্বারা পুনর্বীর তোমা হইতে আমার আর ভয় হইবে না। ভগবান কতক এ-প্রকারে উক্ত হইয়া দূত প্রস্থান করিলে পর, হরি, স্মরণমাত্রেই সমুপস্থিত গরুড়োপরি আরোহণপূর্বক সত্ত্বর তৎপরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পৌণ্ড্রকও দূতমুখ হইতে হরির প্রেরিত বার্তা শ্রবণপূর্বক বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-

সৰ্বসৈন্তপৰীবারঃ পার্শ্বগ্রাহ উপাযযৌ ॥ ১৪

ততো বলেন মহতা কাশিরাজবলেন চ ।

পৌণ্ড্রকঃ বাসুদেবোহসৌ কেশবাভিমুখং যযৌ ॥

তং দদর্শ হরির্দূরাহাদারম্মদনে স্থিতম্ ।

চক্রেহস্তং গদাখণ্ডগবাহুং পার্শ্বগতান্বজম্ ॥ ১৬

অধ্বরং ধৃতশাঙ্গং স্ববর্ণরচিতধ্বজম্ ।

বক্ষঃস্থলে কৃতকণ্ড শ্রীবৎসং দদৃশে হরিঃ ॥ ১৭

কিরীটকুণ্ডলধরং পীতবাসঃসমধিতম্ ।

দৃষ্ট্বা তং ভাবগন্তীরং জহাস গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১৮

যুগ্মে চ বলেনাস্ত্র হস্তাধ্ববলিনা দ্বিজ ।

নিস্ত্রিং শষ্টিং গদাশূলশক্তিকার্যুকাশলিনা ॥ ১৯

ক্ষণেন শাঙ্গ নিম্মুক্তেঃ শরৈরিবুবিদারণৈঃ ।

গদাচক্রেনিপাতৈঃ স্তদ্যামাস তবলম্ ॥ ২০

কাশিরাজবলকৈব ক্ষয়ং নীত্বা জনাধিনঃ ।

উবাচ পৌণ্ড্রকং মৃত্যুমাশ্চিহ্নোপলক্ষণম্ ॥ ২১

যাত্রোন্মুখ হইল । অনন্তর বাসুদেবাভিমানী রাজা পৌণ্ড্রক অতি মহান কাশীরাজের সৈন্ত-গণের সহিত সাক্ষীয় মহতী সেনা যোগ করিয়া, কেশবাভিমুখে গমন করিতে লাগিল । অনন্তর ভগবান্ হরি দূর হইতেই দেখিলেন, শাঙ্গচক্রে-গদাপদধারী রাজা আগমন করিতেছে । আরও দেখিলেন, রাজা পৌণ্ড্রক মালা, শাঙ্গ এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসপ্রভৃতি হরির সকল চিহ্ন ধারণ ও গরুড় সদৃশ পক্ষী দ্বারা ধ্বজও নির্মাণ করিয়াছে । গরুড়ধ্বজ হরি, পৌণ্ড্রককে কিরীট-কুণ্ডল-ধর ও পীতবাসঃ-পরিধারী অবলোকন করিয়া ভাবগন্তীররূপে হাস্য করিতে লাগিলেন । হে দ্বিজ ! অনন্তর নিস্ত্রিং, শষ্টি, গদা, শূল, শক্তি ও কার্যুকাধারী, হস্তী ও অং প্রভৃতি বলশালী সেই পৌণ্ড্রকসৈন্তগণের সহিত ভগবান্ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল মধ্যেই শরবিদারণকারী, শাঙ্গ নিম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা এবং গদা ও চক্রে প্রভৃতির নিক্ষেপে জনাধিন, পৌণ্ড্রকের সৈন্তগণকে মর্দিত করিয়া ফেলিলেন । ১০—২০ । অনন্তর এই প্রকারে কাশীরাজের সৈন্তগণকেও পরাজয় করিয়া ভগবান্ নিজচিহ্নধারী মৃত পৌণ্ড্রককে কহিলেন,

শ্রীভগবানুবাচ ।

পৌণ্ড্রকোক্তং ত্বয়া বহু দৃতবক্ত্রেণ মাং প্রতি ।

সমুংসৃজতি চিহ্নানি ভক্তে সম্প্রাদয়ম্যহম্ ॥ ২২

চক্রেমেতং সমুংসৃষ্টং গদেষং তে বিসর্জিতা ।

গরুত্মানেষ নির্দিষ্টঃ সমারোহতু তে ধ্বজম্ ॥ ২৩

পরশশ্র উবাচ ।

ইত্যাচাৰ্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ ।

প্রোথিতো গদয়া ভগ্নো গরুত্মাংস্চ গরুত্মতঃ ॥ ২৪

ততো হাহাকৃতে লোকে কাশীনামধিপো বলী ।

যুগ্মে বাসুদেবেন মিত্রতাপচিহ্নে স্থিতঃ ॥ ২৫

ততঃ শাঙ্গধনুশ্চুর্ভেদিত্বা তস্ত শরৈঃ শিরঃ ।

কাশিপূৰ্ণাঙ্ক চিক্ষেপ কুৰ্ব্বন লোকস্ত বিশ্রয়ম্ ॥ ২৬

হস্তা চ পৌণ্ড্রকং শৌরিঃ কাশিরাজক সান্বগম্ ।

পুনর্দারবতীং প্রাপ্তো রেমে স্বর্গগতো যথ ॥ ২৭

তচ্ছিরঃ পতিতং দৃষ্ট্বা তত্র কাশিপতেঃ পরে ।

হে পৌণ্ড্রক ! তুমি দৃতমুখে আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি । আমি এই চক্রে পরিত্যাগ করিলাম, এই তোমার জন্ত গদাও বিসর্জিত করিলাম, তোমারই নির্দেশানুসারে এই গরুড়, তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক । পরশশ্র কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া চক্রে ও গদা নিক্ষেপপূর্বক পৌণ্ড্রকে বিদারিত করতঃ প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং ভগবদ্বাহন গরুড়ও তদীয় গরুড়াভিমানী বাহনকে বিনাশ করিল । অনন্তর লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল দেখিয়া, বলী কাশীরাজ বন্ধুর প্রতি কর্তব্যানুরোধে ভাবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল । অনন্তর ভগবান্ শাঙ্গধনুনিম্মুক্ত শরনিকরদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে লোকসমূহ বিষয় প্রাপ্ত হইল । শৌরি কৃষ্ণ, পৌণ্ড্রক ও সান্বচর কাশীরাজকে নিহত করিয়া পুনর্বার দ্বারকায় আগমনপূর্বক স্বর্গসদৃশ স্থানভব করত লীলা করিতে লাগিলেন । এদিকে সেই কাশীপতির পুরীতে কাশীরাজের

জনঃ কিমেতদিত্যাহ কেনেত্যত্যন্তবিস্মিতঃ ॥ ২৮ ॥  
জ্ঞাত্বা তং বাহুদেবেন হতং তস্ত সূতস্তুতঃ ।  
পুরোহিতেন সহিতুস্তাষয়ামীস শঙ্করম্ ॥ ২৯ ॥  
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে তেযিতস্তেন শঙ্করঃ ।  
বরং বৃণীষেতি তদা তং প্রোবাচ নৃপাস্বজম্ ॥ ৩০ ॥  
স বরে ভগবন কৃত্য পিতৃহন্তকর্ষায় মে ।  
সমুত্তিষ্ঠতু কৃষ্ণ হং প্রসাদমহেশ্বর ॥ ৩১ ॥  
পরশর উবাচ ।  
এবং ভবিষ্যতীতুতে দক্ষিণাশ্বেরনস্তরম্ ।

ছিন্ন মস্তক পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, বিস্মিত-  
ভাবে লোকগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,—ইহা  
কি প্রকারে হইল এবং কেই বা করিল ?  
অনন্তর কাশীরাজপুত্র, এই কৃষ্ণ বাহুদেব কর্তৃক  
হৃত, ইহা জানিতে পারিয়া, পুরোহিতের সহিত  
একত্রে শঙ্করের উপাসনা করিতে লাগিল।  
অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে কাশীরাজ-পুত্রের দেবায়  
মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন,—হে  
বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর। ২১—৩০।  
তখন কাশীরাজপুত্র বর প্রার্থনা করিল যে  
আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণের বিনাশের জন্ত, হে  
ভগবন! আপনার প্রসাদে কৃত্য উত্থান  
করুন। পরাশর কহিলেন—তখন মহেশ্বর  
বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে।\* অনন্তর  
দক্ষিণাশ্বী গম্যস্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহারই

\* মহাদেবের অবস্থাকার বর পাওয়াও কেন  
কাশীরাজপুত্র সফলকাম হইল না? ঐ প্রকার  
আশঙ্কা করা কর্তব্য নহে, কারণ ঐ ব্যক্তি  
যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, তিনি তাহাই প্রদান  
করিয়াছিলেন। কিন্তু কপালক্রমে ঐ ব্যক্তির  
প্রার্থনাই বিপরীত হইয়াছিল। কারণ উহার  
প্রার্থনা,—আমার পিতৃহন্তার বধের জন্ত কৃত্য  
উত্থিত হউক। এই বাক্যে ইহাও প্রতীত  
হইতে পারে যে, পিতৃহন্তার হস্তে আমার বধের  
জন্ত কৃত্যর উত্থান হউক। মূল শ্লোকের  
অর্থ এই প্রকারেই গ্রহণ করিতে হইবে।  
(অনুবাদক)।

মহাকৃত্য সমুত্তস্থৌ তঐশ্বাগ্নের্কিনাশিনী ॥ ৩২ ॥  
ততো জালাকরালান্তা জলং কেশকলাপিকা ।  
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কুপিতা কৃত্য দ্বারবতীঃ যযৌ ॥ ৩৩ ॥  
তামবেক্ষ্য জনহ্রাসবিচলল্লোচনো মুনৈঃ ।  
যযৌ শরণ্যং জগতাং শরণং মধুসূদনম্ ॥ ৩৪ ॥  
কাশিরাজসুতেনৈয়মারাধ্য বৃষভধ্বজম্ ।  
উৎপাদিতা মহাকৃত্যোত্যবগম্যাথ চক্রিণা ॥ ৩৫ ॥  
জহি কৃত্যামিমামুগ্রাং বহিঃ জালাজটালকাম্ ।  
চক্রমুৎসৃষ্টমক্ষৌ ক্রৌড়াসন্তেন লীলয়া ॥ ৩৬ ॥  
তদগ্নিমালাজটিলজালোদ্ধারাতীতীষণম্ ।  
কৃত্যামনুজগামান্ত বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥  
চক্রপ্রতাপবিধ্বস্তা কৃত্য মাহেশ্বরী তথা ।  
ননাশ বেগিনী বেগাং তদপ্যনুজগাম তাম্ ॥ ৩৮ ॥  
কৃত্য বারানসীমেবং প্রবিবেশ ত্বরাসিতা ।

বিনাশকারিণী মহাকৃত্য শক্তি উত্থিত হইলেন।  
অনন্তর কুপিতা কৃত্য, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ এই প্রকার  
সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারাবতীতে প্রস্থান  
করিলেন। ঐ কৃত্যর আগ্রদেশে বহিঃ-  
শিখা ক্ষয় ভয়ানক ছিল এবং তাঁহার কেশ-  
সমূহ অগ্নির দ্বারা দীপ্যমান ছিল। হে মুনৈঃ  
সেই কৃত্যকে বিলোকনপূর্বক জনসমূহ ভয়-  
বিচলিতলোচনে জগতের শরণ সেই মধুসূদনের  
শরণ লইল। ভগবান মহাদেবের আরাধনা  
করিয়া কাশীরাজপুত্র ইহাকে উৎপাদন করি-  
য়াছে, চক্রী এই কথা জানিতে পারিলেন।  
অনন্তর তিনি “এই বহিঃজালাজটালো মহা-  
কৃত্যকে হনন কর” এই বলিয়া অবলীলাক্রমে  
সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়  
ভগবান অক্ষক্রৌড়ায় আসক্ত ছিলেন। অনন্তর  
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন, সত্তর সেই অগ্নিমালাসমূহে  
জটিল, শিখারশির উল্লারে অতিতীষণ কৃত্যর  
অনুগমন করিতে লাগিল। অনন্তর অতিবেগিনী  
মাহেশ্বরী কৃত্য বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে বিধ্বস্ত হইয়া  
অভিবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং  
সুদর্শনও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এই  
প্রকার পলায়ন-পরায়ণ কৃত্য অবশেষে ত্বরাসিতা  
হইয়া বারানসী পুরীতে প্রবেশ করিলেন। হে



বিষ্ণুচক্রপ্রতিহতপ্রভাবা মুনিসত্তম ॥ ৩৯

ততঃ কাম্বিলং ভুরি প্রমথানাং তথা বলম্ ।

সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্ত্রাভিমুখং যযৌ ॥

শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষচতুরং দক্ষা তদ্বলমোজসা ।

কৃত্যাগভামশেষাং তাং দক্ষা বারাগসীং পুরীম্ ॥৪১

সভৃভৃভৃ ত্যপৌরাস্ত্র সাধমাতঙ্গমানবাম্ ।

অশেষকোষকোষ্ঠাং তাং হুনিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি ॥

জালাপরিপ্লুতশেষ-গৃহ-প্রাকারচত্বরাম্ ।

দদাহ তদ্বরেচক্রং সকলামেব তাং পুরীম্ ॥

অক্ষীণামৰ্ষমত্যন্তসাধ্যসাধনসম্প্রহম্ ।

তচ্চক্রং প্রস্থুরদীপ্তি বিম্বোরভাভ্যমৌ করম্ ॥৪৪

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোহংশে বারাগসীনাহে

নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুচক্রের প্রভাবে তাঁহার সমুদয় প্রভাবই প্রতিহত হইয়াছিল। অনন্তর কাম্বি-  
রাজসৈন্ত ও অনেক প্রমথসৈন্ত নানা শস্ত্রাস্ত্রে  
সজ্জিত হইয়া চক্রের অভিমুখে আগত হইল।  
তৎপরে শস্ত্রাস্ত্র-নিষ্ক্ষেপ-চতুর সেই নৈশ্বেগপক্ষে  
তেজঃপ্রভাবে দক্ষ করিয়া সুদর্শনচক্রে অবশেষে  
কৃত্যার সহিত সেই বারাগসীপুরীকেও দক্ষ  
করিয়া ফেলিল। ঐ পুরীতে সেই সময় রাজা,  
পৌর, ভূতাগণ, অগ্নি, মাতঙ্গ, মানব এবং অনেক  
কোষ ও কোষ্ঠ যাহা ছিল, সমুদয়ই দক্ষ হইয়া  
গেল। অনন্তর, সেই হরিচক্রে জালা-প্রদীপ্ত  
অনন্ত গৃহ, প্রাকার ও চত্বরশালিনী, দেবগণেরও  
হুনিরীক্ষ্যা সেই সকল পুরীকেই দাহ করিয়া  
ফেলিল। অনন্তর অনপঙ্গস্কোদ এবং বিশিষ্ট  
দীপ্তিশালী সুদর্শনচক্রে, বিষ্ণুর করে পুনর্বার  
উপস্থিত হইল। হে মুনে! ঐ চক্রে এতই  
ক্রোধযুক্ত হইয়াছিল যে, এত বড় কৰ্ম্ম সম্পাদন  
করিয়াও, ইহা অতি অল্প বলিয়া আরও ভীষণ  
কর্ম্মের প্রতি তাহার পূর্ণস্পৃহা বিরাজমান  
ছিল। ৩৯—৪৪।

পঞ্চমাংশে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি বলভদ্রস্ত ধীমতঃ ।

শ্রোতৃং পরাক্রমং ব্রহ্মণ তদ্ব্যসাখ্যাতুমহঁসি ॥ ১

যমুনাকর্ষণাদীনি শ্রুতানি ভগবত্ত্বয়া ।

তং কথ্যতাং মহাভাগ বদন্ত্যং কৃতবান্ বলঃ ॥ ২

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয়ঃ ক্ষয়তাং কৰ্ম্ম যদ্যামেণাভবং কৃতম্ ।

অনন্তেনাপ্রমেয়েণ শেষেণ ধরণীভূতা ॥ ৩

দুৰ্যোধনস্ত্র তনয়াং স্বয়ংবরকৃতঙ্কণাম্ ।

বলদাদস্তবান্ বীরঃ শাসো জ্যাবতীমুতঃ ॥ ৪

ততঃ ক্রুদ্ধা মহাবীৰ্যাঃ কর্ণদুৰ্যোধনাদয়ঃ ।

ভীষ্মদ্রোণাদয়ৈশ্চেনং ববন্ধুর্বুধি নির্জিতম্ ॥ ৫

তং শ্রুত্বা যাদবঃ সর্বে ক্রোধং দুৰ্যোধনাদিষু ।

মৈত্রেয় চক্রং ততো নিহন্ত্যং তে মহোদ্যমম্ ॥ ৬

তান্ নিবার্য বলঃ প্রাহ মদলোলাক্লাঙ্করম্ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ! আমি  
পুনর্বার ধীমান বলভদ্রের পরাক্রমবার্তা শ্রবণ  
করিতে ইচ্ছা করি; আপনি তাহা কৃপাপূর্বক  
আমাকে বলুন। হে ভগবন্! বলভদ্র যমুনা-  
কর্ষণাদি যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা  
আমি ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তিনি অত্র  
অত্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই আমার নিকটে  
কীৰ্ত্তন করুন। পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়!  
অদ্বিতীয় অপ্রমেয় ধরণীধারী শেষাবতার বলরাম  
যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্বে  
স্বয়ংবরার্থে সজ্জিত দুৰ্যোধনতনয়াকে জ্যাবতী-  
পুত্র বীর শাস বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।  
অনন্তর সেই সময়ে কর্ণ, দুৰ্যোধন, ভীষ্ম ও  
দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া শাসকে  
যুদ্ধে পরাজয়পূর্বক বন্ধন করিলেন। হে  
মৈত্রেয়! এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল  
যাদবগণই দুৰ্যোধনাদির উপর ক্রোধ করি-  
লেন এবং তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার

মোক্ষান্তি তে মদচনাং যান্ত্রাম্যেকো হি কৌরবান  
বলদেবস্ততো গতা নগরং নাগসাহস্রম্ ।  
বাহোপবনমধ্যেহুতং ন বিবেশ চ তংপুরম্ ॥ ৮  
বলমাগতমাজ্ঞায় ভূপা দুর্যোধনাদয়ঃ ।  
গামর্ধ্যমুদকৈব রামায় প্রত্যবেদয়ং ॥ ৯  
গহীত্বা বিধিবৎ সর্বং ততস্তনানাহ কৌরবান ।  
আজ্ঞাপয়তুঃপ্রসেনঃ শাস্ত্রমাত্তং বিমুক্ত ॥ ১০  
ততস্তে তদচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো দ্বিজ ।  
কর্ণদুর্যোধনাদ্যাশ্চ চক্রধ্বজসন্তম ॥ ১১  
উচুঃ কুপিতাঃ সর্বৈঃ বাহুলীকাদ্যাশ্চ কৌরবাঃ ।  
অরাজ্যার্থং যদোর্কঃশমবেক্ষ্য মুষলায়ুধম্ ॥ ১২  
তো ভো কিমেত্তবতা বলভদ্রেবিতং বচঃ ।  
আজ্ঞাং কুরু কুলোথানাং যাদবঃ কঃ প্রদাস্ততি ॥  
উগ্রসেনোহপি যদ্যাজ্ঞাং কৌরবাণাং প্রদাস্ততি

তদলং পাণ্ডুরচ্ছত্রেণ পৃথগৈর্কির্ভস্মিতৈঃ ॥ ১৪  
তদাচ্ছ বল পাপাত্য শাস্ত্রমাত্তয়চাষ্টম্ ।  
বিমোক্ষ্যামো ন ভবতো নোগ্রসেনস্ত শাসনাং ॥ ১৫  
প্রণতির্থা কৃতাস্মাকমাধাণাং কুকুরাক্টৈঃ ।  
ননাম সা কৃত্য কেয়মাজ্ঞা স্বমিনি ভূত্যতঃ ॥ ১৬  
গর্কমারোপিতা যুয়ং সমানাসনভোজনেঃ ।  
কো দোষো ভবতাং নীতির্ষংপ্রীত্যা নাবলোকিতা ॥  
অশ্মাভিরর্থো ভবতো যোহয়ং বল নিবেদিতঃ ।  
প্রেমণৈতন্নৈতদস্মাকং কুল্যং যুয়ংকুলোচিতম্ ॥  
পরশর উবাচ  
ইতু্যক্তা কুববঃ সর্বৈ ন মুখ্যামো হরেঃ সূতম্  
কৃতৈকনিশ্চয়াশ্রুণং বিবিণ্ডগজসাহস্রম্ ॥ ১৯  
মন্তঃ কোপেন চাবর্ণংস্তদধিক্ষেপজমনা ॥ ২০  
উখায় পার্ক্য বহুধাং ভবান স হলায়ুধঃ ॥ ২১

জ্ঞা এক মহোদ্যম করিলেন । তখন বলদেব,  
তঁাহাদিগকে মদলোলাক্ষরে নিবারণপূর্বক  
কহিলেন,—সেই কৌরবগণ আমার বাক্যেই  
তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; অতএব আমি  
একাকীই তাহাদের নিকট যাইতেছি। অনন্তর  
বলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া তাহার বাহ  
উপবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন; নগরের  
মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। অনন্তর দুর্যোধনাদি  
নৃপতিগণ “বলভদ্র উপস্থিত হইয়াছেন” ইহা  
জানিয়া, তঁাহাকে গভী ও অর্ঘ্য নিবেদন করি-  
লেন। অনন্তর বলভদ্র সেই সকল অর্ঘ্যাদি  
বিধিবৎ গ্রহণপূর্বক তঁাহাদিগকে বলিয়া পাঠা-  
লেন যে, রাজা উগ্রসেন আজ্ঞা করিতেছেন,—  
আপনারা শাস্ত্রকে প্রত্যর্পণ করুন। ১—১০।  
হে দ্বিজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্যোধন প্রভৃতি  
সকলেই বলদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর বাহুলীকাদি  
কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে,  
এই যত্নবশোৎপন্ন, সূতরাং অরাজ্যার্থ, এই  
মুষলায়ুধকে দোঁখিয়াও কেন আমরা এই বলভদ্র-  
প্রেরিত বাক্য গণনা করিব? কোন্ যাদবের  
এই প্রকার ক্ষমতা যে, কুরুকুলোৎপন্ন আমা-  
দিগের উপর ও আজ্ঞা প্রদান করে? আহা!

উগ্রসেনও যদি কৌরবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রদান  
করিতে পারে, তবে আর এ নৃপযোগ্য, বিড়ম্বনা-  
মাত্র-সার, পাণ্ডুরচ্ছত্রসমূহে আমাদের কি  
প্রয়োজন? অনন্তর তঁাহারা বলিয়া পাঠাইলেন  
যে, বলভদ্র! আপনি গমন করুন।  
আমরা আপনার অথবা উগ্রসেনের শাসনে  
পাপাত্য অজ্ঞায়কারী শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিব  
না। কুকুর-অঙ্ককুলোৎপন্নগণ পূর্বে পূজিত  
আমাদের যে শ্রণাম করিয়াছিলেন, এক্ষণে  
তাহা বরঞ্চ না করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই;  
কিন্তু ভৃত্যগণের স্বামীর প্রতি আবার আজ্ঞা  
কি? আমরা আপনাদের সহিত সমান  
আসন ও ভোজনাদি কর্ষে গর্কিত করিয়া  
দিয়াছি। ইহাতে, আপনাদের দোষ নাই,  
কারণ আমরাই প্রীতি বশতঃ নীতি অবলোকন  
করি নাই। হে বলভদ্র! আমরা যে আপ-  
নাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়াছি; ইহা কেবল শ্রণ-  
য়ের জ্ঞা দেওয়া গিয়াছে, ইহা আপনাদিগের  
কুলোচিত সম্মান নহে। পরাশর কহিলেন,—  
কুরুগণ এই কথা বলিয়া, “আমরা কখনই কৃষ্ণের  
পুত্রকে পরিত্যাগ করিব না”,—ইহা নিশ্চয়  
করত সত্বর হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর  
হলায়ুধ; তঁাহাদিগের তিরস্কার-সম্বৃত কোপে মন্ত

ভতে। বিদারিত। পৃথ্বী পার্শ্বাভ্যাসহায়নঃ ।  
 অফোটয়ামাস তথা দিশঃ শকেন পূরয়ন্ ॥ ২২ ॥  
 স উবাচ। তিত্রাহাঙ্কে। জকুটীকুটিলাননঃ ।  
 অহো মদাপনেপোহয়মসারাগং দ্রাব্যনাম্ ॥ ২৩ ॥  
 কোরবাণং মহীপত্নমশ্বাকং কিল কালজম্ ।  
 উগ্রসেনস্ত যেষ নাজ্ঞাং মগ্নন্তেহদ্যাপি লজ্জনম্ ॥ ২৪ ॥  
 আজ্ঞাং প্রতীচ্ছেক্ষশ্চেষ্টে সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ ।  
 সদ্যাপ্যন্তে সুধর্ম্মাং তামুগ্রসেনঃ শচীপতেঃ ॥ ২৫ ॥  
 ধিঃমনুষ্যশতোচ্ছিষ্টে তুষ্টিরেবাং নৃপাসনে ।  
 পারিজাতভরোঃ পুষ্পমঞ্জরীকর্কশিতাজনঃ ॥ ২৬ ॥  
 বিভর্তি যস্ত ভূতানাং সোহপোষাং ন মহীপতিঃ ।  
 সমস্তভূভূজাং নাথ উগ্রসেনঃ স তিষ্ঠতু ॥ ২৭ ॥  
 অদ্য নিকোরবামুর্কীং কুত্য়া যাত্ৰামি তংপুরীম্ ।  
 কর্ণং দুর্ঘোধানং দ্রোণমদ্য ভীষ্মং সবান্ধিকম্ ॥ ২৮ ॥

ও আশ্বিনিত হইয়া পার্শ্বাভ্যাস দ্বারা বসুধা  
 তাড়িত করিলেন। ১১—২১। তখন মহাত্মা  
 বলভদ্রের পাদতলপ্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল  
 এবং বলভদ্রও শব্দে দশদিক্ পূরিত করিয়া  
 বাহ্যেফোটন করিলেন। অনন্তর জকুটীকুটী-  
 লানন তাম্রাক বলভদ্র বলিলেন, অহো! এই  
 অসার-আত্মা কোরবগণের কি মদাবলেপ ?  
 কোরবগণের পৃথিবীপতিত্ব স্বতঃ, আর আমা-  
 দেব মহীপত্নয় আগন্তুক ? সেইজন্ত ইহারা  
 উগ্রসেনের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া উল্ল-  
 জ্জন করিতেছে ? শচীপতি ইন্দ্র, দেবগণসহিত  
 মিলিত হইয়া উগ্রসেনের আজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞানে  
 প্রতিপালন করিয়া থাকেন। উগ্রসেন শচী-  
 পতির সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভাতে সর্বদা অধ্যাসীন  
 থাকেন। অহো! মনুষ্যশতোচ্ছিষ্ট, ইহাদের  
 নৃপাসনে ধিক্ থাকুক। যে উগ্রসেনের ভূত-  
 প্রণেয়ও স্ত্রীগণ পারিজাতভর মঞ্জরী ধারণ  
 করিয়া থাকে, সেই উগ্রসেনও ইহাদিগের পক্ষে  
 রাজা নয় ? উগ্রসেন সমস্ত পৃথিবীপতিগণের  
 নাথ হইয়া অবস্থিতি করুন। অদ্য পৃথিবীকে  
 নিকোরবা করিয়া আমি দ্বারাবর্তীতে প্রত্যাবর্তন  
 করিব। কর্ণ, দুর্ঘোধান, দ্রোণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক,

দুষ্টান্ দৃশাসনাদীং চ ভুরিগ্রবসমেব চ ।  
 সোমদত্তঃ শল্যঃ ভীষ্মমর্জুনঃ সবুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৯ ॥  
 যমজো কোরবাং চাত্তান্ হস্তা মাধবধ্বিপান ।  
 বীরমাদায় শাস্তক সপত্নীকঃ ততঃ পুরীম্ ॥ ৩০ ॥  
 দ্বারবামুগ্রসেনাদীন গতাঃ দ্রক্ষ্যামি বান্ধবান্ ।  
 অথবা কোরবাধীনঃ সমস্তৈঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৩১ ॥  
 ভারাবতরণে শীঘ্রং দেবরাজেন চোদিতঃ ।  
 ভাগীরথ্যাং ক্রিপাম্যাত নগরং নৃগসাহস্রম্ ॥  
 পরাশর উবাচ ।

ইতু কু। মদরতাকঃ কর্ণাথোমুখং হলম্ ।  
 প্রাকারবপ্রে বিভ্রান্ত চকর্ষ মুঘলায়ুধঃ ॥ ৩৩ ॥  
 আশ্বিনিতং তং সহসা ততো বৈ হস্তিনাপুরম্ ।  
 দৃষ্ট্বা সংস্কুরুদয়াশ্চুক্রুণ্ডঃ সর্বকোরবাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 রাম রাম মহাবাহো! ক্ষমাতাং ক্ষমাতাং তয়া ।  
 উপসংক্রিস্তাং কোপঃ প্রসীদ মুঘলায়ুধঃ ॥ ৩৫ ॥  
 এষ শাস্তঃ সপত্নীকস্তব নির্ধাতিতো বল ।

দুষ্ট দৃশাসনাদি, ভুরিগ্রবাঃ, সোমদত্ত, শল্য,  
 ভীষ্ম, মর্জুন, সবুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব  
 এবং অজ্ঞাত কোরবগণকে অদ্য অগ্নি, হস্তী ও  
 রথের সহিত বিনাশপূর্বক সপত্নীক বীর শাস্তকে  
 গ্রহণ করত, দ্বারাবর্তীতে গমন করিয়া উগ্র-  
 সেনাদি বান্ধবগণকে অবলোকন করিব। অথবা  
 আমি পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক পৃথিবীর ভার-  
 হরণে প্রার্থিত হইয়াছি, সেই কারণে এক্ষণে  
 এই কুরুকুলের অধীন হস্তিনানগরকে কুরুগণের  
 সহিত উৎপাটন করিণা, ভাগীরথীর মধ্যে  
 নিক্ষেপ করিব। ২২—৩২। পরাশর কহি-  
 লেন,—মুঘলায়ুধ বলরাম, কোপে অরোক্ষিত-  
 লোচন হইয়া, পূর্বোক্ত প্রকার বাক্যোচ্চারণ  
 করত, কর্ণাথোমুখ লাঙ্গল, হস্তিনার প্রাকার  
 দেশে বিভ্রাস্তপূর্বক উক্ত নগরকে আকর্ষণ  
 করিতে লাগিলেন। অন্তরে সেই হস্তিনাপুর  
 সহসা আশ্বিনিত হইতে লাগিল দেখিয়া, কোরব-  
 গণ সংস্কুরুদয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে  
 রাম! রাম! হে মহাবাহো! আপনি ক্ষমা করুন  
 ক্ষমা করুন। হে মুঘলায়ুধ! আপনি কোপের  
 উপসংহার করুন, প্রসন্ন হউন। হে বল-

অভিজ্ঞাতপ্রভাবাণাং ক্ষম্যতমপরাধিনাম্ ॥ ৩৬

পরাশর উবাচ ।

ততো নির্ধাতুমামুঃ শাস্তং গতা সমম্বিতম্ ।  
নিষ্ক্রম্য নগরাত্তুর্ণং কোরবা মুনিপুংসব ॥ ৩৭  
ভাষ্যদ্রোণকুপাদীন্যুং প্রণম্য বলতাং প্রিয়াম্ ।  
ক্ষান্তমেতমুরেত্যাহ বলো বলবতাং বরঃ ॥ ৩৮  
অদ্যাপ্যাবৃণিতাকারং লক্ষ্যতে তং পুর দ্বিজ ।  
এষ প্রবাদো রামস্ত বলশৌৰ্য্যোপলক্ষণঃ ॥ ৩৯  
ততঃ কোরবাঃ শাস্তং সংপূজ্য হলিনা সহ  
শ্রেয়সামাসুরবাহনভার্থ্যাসমম্বিতম্ ॥ ৪০

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

দেন! এই শাস্তকে পত্নীর সহিত প্রত্যর্পণ  
করিতেছি, আমরা আপনার প্রভাব না জানিয়া  
অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন। পরাশর  
কহিলেন,—হে মুনিসন্তম! অনন্তর কোরবগণ  
নগর নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, শাস্তকে পত্নীর  
সহিত, বলদেবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন।  
অনন্তর ভাষ্যদ্রোণাদি সকলে প্রণামপূর্ব্বক,  
তাহাকে প্রিয়বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।  
তখন বলিশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাহাদিগকে বলিলেন,  
‘শাস্তি ইহা ক্ষমা’ করিলাম।’ হে দ্বিজ! এই  
কারণে হস্তিনাপুর অদ্যাপি আবৃণিতাকারে  
লক্ষিত হইয়া থাকে। বলভদ্রের শৌর্য্য উপ-  
লক্ষ্য এই প্রবাদ কীর্ণিত হইল। অনন্তর  
কোরবগণ, বলভদ্রের সহিত ভাৰ্ঘ্য ও ধনসম্বিত  
গণকে পূজা করিয়া দারাবতীতে প্রেরণ করি-  
লেন ৩২—৪০

পঞ্চমাংশে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয়্য শ্রয়তাং তস্ত বলস্ত বলশালিনঃ ।  
কৃতং যদন্তজেনাত্তুভদপি শ্রয়তাং দ্বিজ ॥ ১  
নরকস্তমুহুরেষ্টে দেবপক্ষবিরোধিনঃ ।  
সখাভবমহাবীৰ্য্যো দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥ ২  
বৈরাহুৰ্ব্বক্ষং বলবান স চকার মুরান্ প্রতি ।  
নরকং হতবান্ কুক্ষো বলদর্পসমম্বিতম্ ॥ ৩  
করিষ্য্য সর্বদেবানাং তস্মাদেষ প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৪  
যজ্ঞবিধ্বংসনং যেনে সর্বলোকবক্ষ্যং হিতম্ ।  
ততো বিধ্বংসয়ামাস যজ্ঞনশ্বানমোহিতঃ ॥ ৫  
বিভেদ সাধুমধ্যাদাং ক্ষয়ং চক্রে চ দেহিনাম্  
দদাহ চ বনোদেদশান্ পুরগ্রামান্তরাণি চ ॥ ৬  
কচিচ্চ পর্বতাক্ষেপেগ্রামাদীন সমচূর্ণয়ং ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়্য! তক্ষণ!  
বলশালী বলদেব, অস্ত্র যে কণ্ড করিয়াছিলেন,  
তাহা গ্রহণ কর। পূর্ব্বে দেবপক্ষবিরোধী  
নরকনামক অমুর-শ্রেষ্ঠের এক মহাবীৰ্য্যশালী  
বানরজাতীয় সখা ছিল। তাহার নাম দ্বিবিদ।  
সেই দ্বিবিদ বানর দেবগণের প্রতি বড় শত্রুতা  
আরম্ভ করে। ইহার কারণ, পূর্ব্বে ক্রম  
নরকাসুরকে বিনাশ করেন; ঐ নরকাসুর বড়ই  
বলদর্পশালী ছিল। তখন দ্বিবিদ চিন্তা করিল  
যে, এই আমিই একাকী সকল দেবগণের  
প্রতিক্রিয়া করিব। এই প্রকার ভাবিয়া সে  
স্থির করিল, যজ্ঞধ্বংস করিলে সর্বলোক ক্ষয়  
হইবে, সুতরাং আর যজ্ঞাদি হইবে না, কাজে  
কাজেই দেবগণের ইহাতে মহৎ কষ্ট উপস্থিত  
হইবে। অতএব ইহাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর,  
এই প্রকার নিশ্চয়ান্তে অজ্ঞান-মোহিত ঐ  
বানর, যজ্ঞ সকল নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল।  
ঐ বানর সাধুগণের মধ্যাদাভক্ষ্য করিতে লাগিল,  
দেহিগণের ক্ষয় করিতে লাগিল এবং কখন  
কখন গ্রাম, পুর ও বনসমূহ পোড়াইতে  
লাগিল। কখনও বা পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া

শৈলান্নংপাটা তোয়েয় মুমোচাশ্বনিধৌ তথা ॥ ৭  
 পুনঃপার্বমধ্যস্থঃ ক্লেভয়ামাস সাগরম্ ।  
 তেন বিক্লেভিতঃ কাকিরুহলোহজায়ত দ্বিজ ॥ ৮  
 প্লাবয়ন্তীরজান্ গ্রামান্ পুরাদীনতিবেগবান্ ।  
 কামরূপী মহারূপং কৃত্বা সংস্থানশেষতঃ ॥ ৯  
 লুপ্তান্ ভ্রমণসম্মুদৈঃ সঞ্চূর্ণয়তি বানরঃ ।  
 তেন বিপ্রকৃতং সর্বং জগদেতদ্দুরাশ্বনা ॥ ১০  
 নিঃস্বাধ্যায়বষ্টকারং মৈত্রেয়সীং সহঃখিতম্ ॥ ১১  
 একদা রৈবতোদ্যানে পপৌ পানং হল্যযুধঃ ।  
 রেবতী চ মহাভাগা তথৈবাগ্না বরদ্রিয়ঃ ॥ ১২  
 উপনীয়মানো বিলসল্লনানমৌলিমধ্যগঃ ।  
 রেমে যত্নবরশ্রেষ্ঠঃ কবের ইব মন্দরে ॥ ১৩  
 ততঃ স বানরোহতোভ্যা গৃহীত্বা সৌরিণৌ হলম্ ।  
 মুষলং চকাবাস্ত্র সমুখং বিড়ম্বনম্ ॥ ১৪

গ্রামাদি চৰ্ণ করিয়া ফেলিল, কখনও বা পৰ্বত উৎপাটন করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে দ্বিজ! ঐ বানর পুনর্বার কখনও সমুদ্রের মধ্যে গিয়া সমুদ্রকে ক্লেভিত করিতে আবন্ত করিল। তাহাতে সেই সময় সমুদ্র, বেলা অতিক্রম করিয়া অজিবেগে গ্রাম ও নগরাদি প্লাবিত করিয়া ফেলিল। কামরূপী ঐ বানর কখন কখন নানারূপ ধারণ করিয়া গ্রামাদির লুপ্তন করত ভ্রমণসম্মুদ দ্বারা গ্রামাদি চৰ্ণিত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দুরাত্মা, সকল জগতেরই অপকার করিতে লাগিল। ১—১০। হে মৈত্রেয়! তখন চাঞ্চল্যবান জগৎ, স্বাধ্যায় ও বষ্টকাররহিত হইয়া উঠিল। এক দিবস, রৈবতোদ্যানে বলভদ্, মহাভাগা রেবতী ও অগ্ন্যস্ত্র শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ সকলে মিলিত হইয়া মদ্যপান করিতেছিলেন। বিলাসবতী লগ্ননাগণের মধ্যবস্তী সঙ্গীত সেবিত যত্নবরশ্রেষ্ঠ বলভদ্ তৎকালে, মন্দর পৰ্বতে কবেরের আশ্রয় ক্রীড়াবৃত্ত ছিলেন। অনন্তর সেইখানে সেই দ্বিবিদনামা বানর আগমনপূর্বক বলভদের মুষল ও হল গ্রহণ করিয়া, তাহার সমুখে নানা প্রকার বিড়ম্বনা আরম্ভ করিল।

তথৈব যোষিতাং তাসাং জহাসাভিমুখং কপিঃ ।  
 পানপূর্ণাং চ করকাংশিক্ষেপাহতা বৈ বলা ॥ ১৫  
 ততঃ কোপপরীতাত্মা ভংগ্যস্তাসাং তং বলঃ ।  
 তথাপি তমবজ্জায় চক্রে কিলকিলাধ্বনিম্ ॥ ১৬  
 ততঃ সমুখায় বলো জগ্রাহ মুষলং কুবা ।  
 সোহপি শৈলশিলাং ভীমাং জগ্রাহ প্রবগোন্তমঃ ॥  
 চিক্লেপ চ স তাং ক্লেপ্তাং মুষলেন সহস্রথা ।  
 বিভেদ যাদবশ্রেষ্ঠঃ সা পপাত মহীতলে ॥ ১৮  
 আপত্যমুষলকাশো সমুদ্রত্ম্য প্রবঙ্গম্ ।  
 বেগেনাগম্য রোষণে তলেনোরস্ততাড়য়ং ॥ ১৯  
 ততো বলেন কোপেন মুষ্টিনা মুষ্টিং তড়িতঃ ।  
 পপাত রুধিরোদগারী দ্বিবিদঃ ক্ৰীণজীবিতঃ ॥ ২০  
 পততা তচ্ছরিরেণ গিরৈঃ শৃঙ্গমদীর্ঘতঃ ।  
 মৈত্রেয় শতধা বজ্রিরজ্জেষেব হি তড়িতম্ ॥ ২১

ঐ দুর্বল কপি, সেই সকল নারীগণের সমুখে হাস্য করিতে লাগিল এবং মদ্যপূর্ণ পানপাত্র সকল ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর বলভদ্ কোপযুক্ত হইয়া তাহাকে ভংগন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি সেই বানর তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিল। তখন বলভদ্ রোষে গাত্ৰোত্থান করিয়া মুষল গ্রহণ করিলেন। তখন সেই বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর এক পৰ্বতোপম প্রস্তর গ্রহণ করিল। দ্বিবিদ সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবামাত্র, যাদবশ্রেষ্ঠ বলভদ্ সেই প্রস্তরকে মুষলাঘাতে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সহস্রখণ্ড প্রস্তর, ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর সেই বানর, মুষল উল্লঙ্গনপূর্বক আপতিত হইল এবং বেগে আগমন করিয়া করতল দ্বারা বলরামের হৃদয়ে আঘাত করিল। তখন বলদেব, রোষপূর্ণসর করতল দ্বারা তাহার মস্তকে এঘাত করিলেন সেই প্রহারে দ্বিবিদ, রুধিরোদগমন করিতে করিতে ক্রীণপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১১—২০। হে মৈত্রেয়! ঐ বানরের শরীর যখন পতিত হইল, তখন তাহার ভারে, ইন্দ্রের বজ্রতড়িতে আশ্রয়, গিরিশৃঙ্গ শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে দ্বিবিদ বানর নিহত হইলে পদ্ম, দেবগণ

পুশ্পরূপিণীং ততো দেবা রামশোপরি চিকিৎসুঃ ।  
প্রশংশংসুস্তথাভ্যোত্য সাধেবতন্তে মহং কৃতম্ ॥২২  
অনেন দৃষ্টকপিনা! দৈত্যপক্ষেপকারিণা!  
জগন্নিরাকৃতং বীর দিষ্ট্যাসৌ ক্ষয়মাগতঃ ।  
ইত্যুক্তো দিবমাজগ্যুর্দেবা হৃষ্টাঃ সপ্তহকঃ ॥ ২৩  
পরশর উবাচ ।

এবংবিধাঞ্জনেকানি বলদেবস্য ধীমতঃ ।  
কশ্যপাণিরিমোশি শেষস্ত ধরনীভূতঃ ॥ ২৪  
ইতি ত্রীবিম্বপরাণে পঞ্চমেহংশে  
ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তদ্বিংশ শোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

এবং দত্যবধং কৃণো বলদেবসহায়বান ।  
চক্রে দৃষ্টক্ষিতীশানাং তথৈব জগতঃ কৃতে ॥ ১

বলদেবেব মন্তকে পুশ্পরূপিণী মোচন করিতে  
লাগিলেন এবং আগমনপূর্বক “আপনি এই  
নাথ ও মহাকশ্য সাধিত করিলেন” এই বলিয়া  
প্রশংসা করিতে লাগিলেন দেবগণ আরও  
বলিলেন, “হে বীর! এই দৈত্যপক্ষেপকারী  
দৃষ্ট বানর কৃষ্ণ জগৎ বড়ই নিরাকৃত  
হইয়াছিল।” বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে,  
আপনার নিকট এই বানর বিনাশ প্রাপ্ত হইল।  
দেবগণ এই কথা বলিয়া হৃষ্টাভ্যুৎকরণে ওহক-  
গণের সহিত সগে প্রত্যাবর্তন করিলেন।  
পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! বীরধারণকারী  
শেখাবতার ধীমান বলভেদের এই প্রকার  
আশ্চর্যজনক নানাবিধ অপরিমেয় কশ্য আরও  
অনেক আছে ১০৭—১০৮ ।

পঞ্চমাংশে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৩৩৬ ॥

সপ্তদ্বিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বলদেব-সহায় কৃষ্ণ এই  
প্রকারে জগতের উপকারার্থে দৈত্য ও দৃষ্ট

ক্ষিতে৩৮ তারং ভগবান্ ফাল্গুনেন সমং বিভূঃ ।  
অবতারয়ামাস হরিঃ সমস্তাক্ষৌহিণীবধাং ॥ ২  
কৃতং ভারবতরণং ভূবো হস্তাখিলান নৃপান্ ।  
শাপব্যাঞ্জন বিপ্রাণামুপসংহৃতবান্ কুলম্ ॥ ৩  
উৎসৃজ্য দ্বারকাং কৃষ্ণতাত্ত্বা মানুষ্যমাত্মভূঃ ।  
সংশো বিকুম্বং স্থানং প্রবিবেশ পুনর্নিজম্ ॥ ৪  
মৈত্রেয় উবাচ ।

স বিপ্রশাপব্যাঞ্জন সংজঘ্নে স্কুলং কথম্ ।  
কথঞ্চ মানুষ্যং দেহম্ দসর্জ্জ জনার্দনং ॥ ৫  
পরশর উবাচ ।

বিশ্বামিত্রস্তথা কণ্ঠো নারদস্য মহামুনিঃ ।  
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দৃষ্টা যদুকুমারকৈঃ ॥ ৬  
ততস্তে যৌবনোদন্ত ভাবিকাধ্যপ্রচোদিতাঃ ।  
শাপং জাহ্নবতীপুত্র ভূষয়িত্বা দ্বিয়ং যথা ॥ ৭  
প্রস্তুতং স্তান্মনীচুঃ প্রণিপাতপুরুষসরম্ ।  
ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামশ্চ বভ্রোঃ কিং জনয়িষ্যতি ॥ ৮

মহীপতিগণের বিনাশ সাধন করিলেন। ভগ-  
বান্ বিভূ, কৃষ্ণ, অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া  
অষ্টাদিশ স্কৌহিণী সেনা বধ দ্বারা পৃথিবীরও  
ভার অবতারণ করিলেন এবং ভগবান্ ভূমির  
ভার হরণপূর্বক সকল দৃষ্ট মহীপতিগণের  
বিনাশ করিয়া, বিপ্রগণের শাপচ্ছলে স্বকীয়  
কুলেরও উপসংহার করিলেন। এই সকল কশ্য  
সমাপনান্তে অশ্বাবতার আহুত ভগবান্ কৃষ্ণ,  
মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার স্বকীয়  
বিকুম্ব স্থানে প্রবেশ করিলেন। মৈত্রেয়  
কহিলেন,—কৃষ্ণ, বিপ্রশাপচ্ছলে, কি প্রকারে  
নিজকুল বিনষ্ট করেন এবং কি প্রকারেই বা  
আপনার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করেন? (তাহা  
বিস্তারিতরূপে বলুন)। পরশর কহিলেন,—  
পূর্বে কোন দিন পিণ্ডারক নামে মহাতীর্থে  
যদুকুমারগণ, দেখিতে পাইলেন যে, মহাত্মনি  
বিশ্বামিত্র, কণ্ঠ ও নারদ আগমন করিতেছেন।  
তখন যৌবনোদন্ত, অবস্থাভাবিকাধ্য-প্রেরিত  
যদুকুমারগণ, জাহ্নবতীপুত্র সান্দ্রে বীলোকের  
থায় সজ্জিত করিয়া সেই গমনশীল মহামুনি-  
গণকে প্রণিপাতপূর্বক বলিলেন যে, “হে

দিবাজ্ঞানোপপন্নাস্তে বিপ্রলব্ধাঃ কুমারকৈঃ ।  
 মনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুর্মুখলং জনয়িষ্যতি ।  
 ধেনাখিলকুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি ॥ ১০  
 ইত্যুক্তাস্তে কুমারাস্তে আচচক্ষুর্থা কৃতম্ ।  
 উগ্রসেনায় মুখলং জজ্ঞে শাস্ত্র চোদরাং ॥ ১০  
 তদগ্ৰসেনে মুখলমর্শচূর্ণমকারয়ং ।  
 জজ্ঞে স চৈরকাশচূর্ণং প্রক্ষিপ্তস্তৈশ্বহোদধৌ ॥ ১১  
 মুখলম্ লোহস্ত চূর্ণিতস্তান্ধকৈর্দ্বিজ ।  
 যথুৎ চূর্ণয়িতুং শেকুর্নৈকং তে তোমরাকৃতি ॥ ১২  
 তদপানুনিধৌ ক্ষিপ্তং মংস্তো জগ্রাহ বাতিভিঃ ।  
 বাতিতোদরাং তস্ত লকৌ জগ্রাহ তং জরা ॥ ১৩  
 বিজ্ঞাতপরমার্থোহপি ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

মহামুনিগণ! পুত্রকামী বক্রর এইটা স্ত্রী।  
 ইহার কি সন্তান হইবে, তাহা আমাদিগকে  
 বলুন।” দিব্য জ্ঞানোপন্ন মুনিগণ কুমারগণ  
 কর্তৃক এবস্ত্রাকার প্রত্যারিত হইয়া অতিশয়  
 কোপ সহকারে বলিলেন যে “মুখল প্রসব  
 করিবে এবং সেই মুখল হইতেই যাদব-  
 গণের অখিলকুল উৎসাদিত হইবে।” পৃথিবী  
 কর্তৃক এরূপকারে অভিষপ্ত হইয়া, স্বর্গমুনিগণ  
 সকলে উগ্রসেনের নিকট গমনপূর্বক এই সকল  
 দুষ্ট প্রকাশ করিলেন। শাস্ত্রের জ্ঞান হইতেও  
 মুখল প্রসূত হইল। উগ্রসেনও সেই লৌহময়  
 মুখলচূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।  
 পরে মহাসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত সেই মুখলচূর্ণ \*  
 এরূপকালে পরিণত হইল। ১—১১। হে বিজ!  
 যাদবগণ, লৌহময় মুখলের প্রায় সকল খণ্ড  
 চূর্ণ করিলেন, কিন্তু তোমরাকার, একখণ্ড আর  
 কোন প্রকারে চূর্ণিত করিতে না পারিয়া,  
 সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত  
 সেই মুখলখণ্ডকে একটা মংস্ত উদরসাং করে।  
 অনন্তর মংস্তবাতিগণ কর্তৃক, ঐ মংস্ত দ্বারা  
 উদর হইয়া, খণ্ডিত হইল; তখন তাহার উদর হইতে  
 সেই মুখলখণ্ড বাহির হইলে জরা নামক  
 একজন ব্যাধ তাহা গ্রহণ করিল। ভগবান  
 মধুসূদন, এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও,

\* বাক্যত্রয়বিশিষ্ট তর্কবিশেষ এরূপ।

নৈচ্ছত্তদন্তথা কর্তুং বিধিনা যৎ সমাহিতম্ ॥ ১৪  
 দেবেশ্চ প্রহিতো দূতঃ প্রাণিপত্যাহ কেশবম্ ।  
 রহস্ত্রকর্মহং দূতঃ প্রহিতো ভগবন্ হরৈঃ ॥ ১৫  
 বিশ্বাশ্মিনুদাদিত্য-রুদ্রসাধ্যাদিভিঃ সহ ।  
 বিজ্ঞাপয়তি যক্ষকুম্ভদিদং শ্বয়তং প্রভো ॥ ১৬  
 ভগবানবতীর্ণোহত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসাদিতঃ ॥ ১৭  
 দুর্ভাগ্য নিহতা দৈত্যা ভূবো ভারোহবতারিতঃ ।  
 ত্বয়া সনাথাস্ত্রিদশা ভবন্ত ত্রিদিবৈ পুনঃ ॥ ১৮  
 তদতীতং জগন্নাথ বর্ধণামধিকং শতম্ ।  
 ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতাং যদি রোচতে ॥  
 দেবৈর্বিজ্ঞাপ্যতে চেদমথাত্রেব রতিস্তব ।  
 তং স্থীয়তাং যথাকালমাত্যোয়মনুজীবিতিঃ ॥ ২০

বিধাতার ইচ্ছার অনুযায়ী করিতে অভিলাষ  
 করিলেন না। অনন্তর দেবগণ প্রেরিত দূত  
 আগমনপূর্বক প্রাণিপাত করিয়া কেশবকে  
 বলিল—“হে ভগবন! নির্জনে কোন কথ  
 বলিবার জ্ঞান দেবগণ আপনার নিকটে আমাকে  
 দত্তরূপে প্রেরণ করিয়াছেন বিশ্বদেব,  
 অগ্নিনাকমার, নৃগণ আদিত্য ও রুদ্রাদির  
 সহিত ঈশ আপনার নিকটে যে বিজ্ঞাপন  
 করিয়াছেন হে প্রভো! আপনি শ্রবণ  
 করুন। ইহা কহিয়াছেন যে, হে ভগবন!  
 আপনি পৃথিবীর ভাববতারার্থে দেবগণ কর্তৃক  
 প্রসাদিত হইয়া, শতবর্ষেরও অধিক হইল  
 ভূমণ্ডলে, অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে প্রভো!  
 এক্ষণে দুর্ভাগ্য সকলে নিহত হইয়াছে এবং  
 পৃথিবীর ভারও অবতারিত হইয়াছে; অতএব  
 আমরা প্রার্থনা করি যে, দেবগণ স্বর্গে পুনর্বার  
 আপনার সহিত মিলিত হউন। হে জগন্নাথ!  
 শতবর্ষেরও অধিক অতীত হইয়াছে; এক্ষণে  
 যদি আপনার রুচি হয়, তবে স্বর্গে গমন করুন  
 হে ভগবন! দেবগণ ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন:  
 এক্ষণেও যদি আপনার এখানে থাকিতে অভি-  
 লাস হয়, তবে অবস্থান করুন। ভূতগণের  
 ইহা কর্তব্যকর্ম যে, যথাসময়ে প্রভুর নিকটে  
 কর্তব্য বিষয়ের উদ্বোধন করিয়া দেয়। ১২—২০।

শ্রীভগবানুবাচ ।

বন্ধুমাখাখিলং দূত বেদ্যোত্তমহমপ্যুত ।  
প্রারদ্র এব হি ময়া যাদবান্নমপি ক্ষয়ঃ ॥ ২১  
তুৰ্বা নাদ্যপি ভারোঃসং যাদবৈরনিবাহতেঃ ।  
অবতর্থা করোমেতেং সপ্তরাত্রেণ সত্বরঃ ॥ ২২  
যথ গৃহীতামস্ত্রোষেদ্বাহং দ্বারকাভূবম্ ।  
যাদবানুপসংহত্য যাস্তামি ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ২৩  
মনুষ্যদেহমুংসৃজ্য সন্ধর্ষণসহায়বান্ ।  
প্রাপ্ত এবামি মন্ত্রব্যো দেবেশ্চৈব তথা সূরৈঃ ॥  
জরাসন্ধাদয়ো যেহস্তে নিহতা ভারহেতবঃ ।  
ক্ষিতেন্ততাঃ কুমারোহপি যদনাং নাপটীয়তে ॥ ২৪  
তদেনং সুমহাভারমবতর্থা ক্ষিতেরহম্ ।  
যাস্তাম্যমরলোকস্ত পালনায় ব্রবীহি তান ॥ ২৬  
পরশর উবাচ ।  
ইতুক্তো বাসুদেবেন দেবদূতঃ প্রণম্য তম্ ।

শ্রীভগবানু কহিলেন,—হে দূত ! তুমি যাহা  
কহিলে, আমি তাহা সকলই জানিতেছি, আমি  
নিজেই যাদবকুলের ক্ষয় আরম্ভ করিয়াছি ।  
যাদবগণের সংহার না হইল, পৃথিবীর ভার  
অবতারিত হইবে না, এই কারণে আমি ত্বর  
সহকারে সপ্তরাত্রেণ মধ্যেই ইহাদিগের সংহারে  
পৃথিবীর ভারাবতরণ করিব । আমি যেমন  
দম্ভদ হইতে দ্বারকাপুরীকে গ্রহণ করিয়াছি ;  
সেই প্রকাবে সমুদকে পুনর্বার দ্বারকাভূ-  
ষণ করত যাদবগণকে বিনাশ করিয়া স্বর্গধানে  
গমন করিব । বলজন্মের সহিত মনুষ্যদেহ  
পরিত্যাগপূর্বক, আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি,  
দেবগণের সহিত ইন্দ্র এ প্রকারই মনে করুন ।  
পৃথিবীর ভারহেতু জরাসন্ধাদি যে সকল বীর  
নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যদুকুমার-  
গণ কোন প্রকারেই ক্ষিতিতার সম্বন্ধে হীন  
নহে । সেইজন্য আমি ক্ষিতির ভারহরণ-  
রূপ এই সুমহাভার সাধিত করিয়া, অমর-  
লোকগণের পালনের জন্ত স্বর্গে গমন করিব,  
তুমি দেবগণের নিকট এই কথা বলিবে ।  
পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! বাসুদেব  
কর্ত্তক এইরূপে উক্ত দেবদূত তাঁহাকে প্রণাম

মৈত্রেয় দিব্যা গত্য দেবরাজাস্তিকং যযৌ ॥ ২৭  
ভগবানপ্যথোংপাতান্ দিব্যভৌমাস্তরীক্ষগান্ ।  
দর্শন দ্বারকাপুর্থাং বিনাশায় দিবানিশম্ ॥ ২৮  
তান দৃষ্ট্বা যাদবানাং পশুধ্বমতিদারুণান্ ।  
মহোংপাতান শমায়ৈমাং প্রভাসং যাম মা চিরম্ ॥  
পরশর উবাচ ।  
এবমুক্তে তু কৃষ্ণেন যাদবপ্রবরস্ততঃ ।  
মহাভাগবতঃ প্রাহ প্রণিপত্যোক্ধব্যো হরিম্ ॥ ৩০  
ভগবন যম্মা কাথং তদাক্ষাপয় সাশ্রুতম্ ।  
মস্ত্রে কুলমিদং সর্বং ভগবান সংহরীয়তি ।  
নাশয়াস্ত নিমিত্তান কুলশাচ্যুত লক্ষয়ে ॥ ৩১  
ভগবানুবাচ ।  
গচ্ছ তুং দিব্যা গত্য মৎপ্রসাদসমুৎখ্য ।  
বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গন্ধমাদনপর্বতে ॥ ৩২  
নরনারায়ণস্থানে তংপাবিত্রমহীতলে

করিয়া, দিব্যগতিতে দেবরাজের নিকটে উপ-  
স্থিত হইল । এদিকে ভগবানুও দিব্যরাত্রিই  
দ্বারকাপুরীতে যদুকুলের বিনাশশূচক, নানা-  
প্রকার দিব্য, ভৌম ও অস্তরীক্ষগত উৎপাত  
অবলোকন করিতে লাগিলেন । সেই সকল  
উৎপাত অবলোকন করিয়া, ভগবানু যাদব-  
গণকে কহিলেন যে, হে যাদবগণ ! এই সকল  
বিনাশশূচক উৎপাত অবলোকন কর, এক্ষণে  
আমরা সকলে, এই সকল উৎপাতের শাস্তি  
করিবার জন্ত প্রভাসতীরে গমন করিব, আর  
বিলম্ব করিয়া কাজ নাই । ২১—২২ । পরশর  
কহিলেন,—কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, মহা-  
ভাগবত যাদবশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, হরিকে প্রণামপূর্বক  
বলিলেন যে, “হে ভগবন ! আপনি এক্ষণে  
যাহা করিবেন, তাহা আমার নিকটে আজ্ঞা  
করুন । আমি বিবেচনা করিতেছি যে, আপনি  
এই সকল কুলের সংহার করিবেন । হে  
ঐচ্ছাত ! এই কুলের নাশশূচক নিমিত্ত সকল  
আমি দৃষ্টি করিতেছি । ভগবানু কহিলেন,—  
হে উদ্ধব ! তুমি আমার প্রসাদজন্য দিব্যগতি  
অবলম্বনপূর্বক, গন্ধমাদন-পর্বতে পুণ্যবদরী-  
নামক পুণ্যশ্রমে গমন কর । সেই নর-



ময়না মংপ্রসাদেন তত্র সিদ্ধিমবাঙ্গাসি ॥ ৩৩  
অহং স্বর্গং গমিষ্যামি উপসংহৃত্য বৈ কুলম্ ।  
দ্বারকাঞ্চ ময়। তত্রাং সমুদ্রং প্রাবিশ্যাতি ॥ ৩৪  
পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপতিনং জগামাথ তদোদ্ধবঃ ।  
নরনারায়ণস্থানং কেশবেনানুমোদিতঃ ॥ ৩৫  
ততস্তে যাদবাঃ সর্বে রথানাক্রুহ শীঘ্রগান্ ।  
প্রভাসং প্রযযুঃ সাক্ষিঃ কুম্ভারমাদিভির্জিহ ॥ ৩৬  
প্রাপ্য প্রভাসং প্রথতাঃ স্নাতান্তে কুসুরাক্ষকাঃ ।  
চক্রেস্তত্র সুরাপানং বাহুদেবানুমোদিতাঃ ॥ ৩৭  
পিবতাং তত্র বৈ তেবাং সম্মর্ষেণ পরস্পরম্ ।  
অতিবাদেদ্ধনে। অস্ত্রে কলহাশ্বিঃ ক্ষয়বহঃ ॥ ৩৮  
জঘ্নুঃ পরস্পরং তে তু শস্ত্রেদেবলাঃ কৃতঃ ।  
কৌশল্যস্তাঃ চ জঘ্নুঃ প্রভাসানামথৈরকাম্ ॥ ৩৯

নারায়ণ স্থান এবং তাহারই স্থিতিতে মহীতল  
পবিত্রিত হইয়াছে। তুমি সেই তীর্থে গমন-  
পূর্বক ময়নাঃ হইয়া তপস্তা করিও : পরে  
আমারই প্রসাদে তেঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে ।  
আমি এই কুলের উপসংহার করিয়া সর্গে গমন  
করিব। আমি স্বর্গে গমন করিলে পর, সমুদ্র  
মংপরিভ্রাত্ত দ্বারকাপূর্বক প্রাবিত করিবে ।  
পরশর কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে  
পর, উদ্ধব তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কেশব কতৃক  
অনুমোদিত হইয়া, নরনারায়ণস্থান বদরিকা-  
শ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর হে দ্বিজ !  
যাদবগণ কুম্ভ ও কুলরামের সহিত, শীঘ্র-  
গামী রথসমূহে আরোহণপূর্বক প্রভাস-  
তীর্থে গমন করিলেন। অনন্তর কুসুরাক্ষ-  
গণ ( যাদবগণ ) প্রভাসে উপস্থিত  
হইয়া, প্রযত্নসহে স্নান করত বাহুদেবের  
আজ্ঞানুসারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করি-  
লেন। সেই স্থানে তাঁহারা সুরাপানপূর্বক  
পরস্পর সম্মর্ষে এক কলহ উত্থাপিত করিলেন ;  
ক্রমে ঐ কলহরূপী বহি অতিবাদগুণ কাঠ-  
সংযোগে আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্য-  
ক্রমে ঐ কলহাশ্বিও বহুকুলের ক্ষয়ের কারণ-  
রূপে পরিণত হইল। তখন অদৃষ্টপরভ্র

এরকা তু গৃহীতা তৈর্বজ্রভূতবে লক্ষ্যতে  
তয়া পরস্পরং জঘ্নুঃ সংপ্রহারে হৃদাক্ষণে ॥ ৪০  
প্রহুয়শাশ্বপ্রমুখাঃ কৃতব্রাহ্মা স্যুতাকিঃ  
অনিরুদ্ধাদয়ঃ চান্তে পৃথ্বিবিপৃথুরেব চ ॥ ৪১  
চারুবর্ণা চারুকঃ চ রথাক্রুরাদিক্ষে দ্বিজ  
এরকারুপিভির্বিজ্ঞেস্তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥ ৪২  
নিবারয়ামাস হরির্বাদবাংস্তে চ কেশবম্  
সহায়ং মেনিরে প্রাপ্তং তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥  
কৃষ্ণোহপি কুপিতস্তেযামেরকামুষ্ঠমাদদে  
বধায় সোহপি মুখলং মুষ্টির্লোহোহতবস্তদা ॥ ৪৪  
জঘান তেন নিঃশেষান যাদবানাততায়িনঃ  
জঘ্নুঃ চ সহসাভোত্য তথাক্তে চ পরস্পরম্ ॥ ৪৫  
ততঃ পার্শ্ববর্ষমথেন জৈত্রোহসৌ চাক্ষিণে বধঃ ।

যাদবগণ, পরস্পর শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে  
লাগিলেন ; অনন্তর অশ্বাদি নিঃশেষ হইলে  
পর, তাঁহারা নিকটবর্তী এরকাগ্রচণপূর্বক  
পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই  
হৃদাক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগের গৃহীত এরকা  
বজ্রের দ্বারা লক্ষিত হইতে লাগিল এবং তাঁহা-  
রাও সেই এরকা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে  
হনন করিতে লাগিলেন। ৩০—৪০ হে দ্বিজ !  
প্রহুয় সাম্যপ্রমুখ কৃতব্রাহ্মণ—কৃতব্রাহ্ম  
সাতাকি, অনিরুদ্ধাদি কুমারগণ,—পৃথ্বী, বিপৃথ্বী,  
চারুবর্ণা ও অক্রুরাদি যাদবগণ—সকলেই  
পরস্পরকে সেই এরকারূপী বজ্র দ্বারা হনন  
করিতে লাগিলেন। হরি, যাদবগণকে নিবারণ  
করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারী  
পরস্পরই বৃদ্ধবিষয়ে হরিকে আপনার প্রতি-  
পক্ষের সহায় বিবেচনা করিয়া, পরস্পরকে  
হনন করিতে লাগিলেন। তখন কুম্ভ কুপিত  
হইয়া তাঁহাদের বধের ধ্বস্ত এরকা মুষ্টিগ্রহণ  
করিলেন, সেই এরকামুষ্টি লৌহময় মুখে  
পরিণত হইল। ভগবান্ সেই মুষ্টি দ্বারা আত-  
তায়ী যাদবগণকে নিঃশেষরূপে হনন করিতে  
লাগিলেন। যাদবগণও সহসা আগমন করিয়া  
পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।  
হে বিজয়ন্ত ! অনন্তর অবকোকমকারী

পশ্চতো দারুকস্তাশ্চ হুতোহথৈধ্বজসন্তম ॥ ৪৬  
চক্রং তথা গদা শাস্ত্র-তুণী শঙ্খোহসিরেব চ ।  
প্রদক্ষিণং হরিং কৃত্বা জয়রাগিতাবরীনা ॥ ৪৭  
ক্ষণেন নান্তবং কণ্ঠদ্যাদবানামবাতিতঃ ।  
ঋতে কৃষ্ণং মহাবাহুং দারুকক মহামুনে ॥ ৪৮  
চাক্রম্যমাণো তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃতাসনম্ ।  
দদৃশাতে শুধাচ্চাস্ত নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্ ॥ ৪৯  
নিষ্ক্রম্য স মুখ্যস্তস্ত মহাতাগো ভূজস্রমঃ ।  
প্রযথাবর্ণবৎ নিটকৈঃ সূর্যমানস্তথোরগৈঃ ॥ ৫০  
ততোহর্য্যাদায় তদা জলধিঃ সংমুখং যযৌ ।  
প্রবিবেশ চ তন্তোরং পূজিতঃ পরগোস্তমৈঃ ॥ ৫১  
দৃষ্ট্বা বলস্তা নির্ধাণং দারুকং প্রাহ কেশবঃ ।  
ইদং সর্বং ভূমিচক্ৰ বহুদেবোহসেনয়োঃ ॥ ৫২  
নির্ধাণং বলভদ্রস্তা যাদবানাং তথা ক্ষরম্ ।

দারুককে অবজ্ঞা করিয়া অশ্বগণ কৃষ্ণের  
সেই জৈত্রে নামক গথকে সমুদ্রের মধ্যে  
হরণ করিল। শঙ্খ, চক্র, গদা, শাস্ত্র,  
তুণঘর ও অসি,—ভগবানকে প্রদক্ষিণ  
করিয়া আদিত্যপথ দ্বারা বেষ্টিত গমন করিল।  
হে মহামুনে! ক্ষণকালের মধ্যে মহাবাহু কৃষ্ণ ও  
দারুক ব্যতিরেকে আর সকল যাদবগণেই  
বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দারুক ও কৃষ্ণ  
ভ্রমণ ক্রান্তিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে,  
বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসনবন্ধে উপবিষ্ট রহিয়া-  
ছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড  
সর্প নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন। ঋতুভেদের মুখ  
হইতে সেই প্রকাণ্ডশরীর সর্প নিষ্ক্রান্ত হইয়া  
সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন সিদ্ধগণ ও  
উরগগণ তাহার স্তব করিতেছিলেন। অনন্তর  
সমুদ্র অর্ধ্য গ্রহণ করিয়া সেই অনন্ত নাগের  
সমুদ্রে উপস্থিত হইলেন এবং উরগশ্রেষ্ঠগণ  
তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন; অনন্তর পূজাদি  
সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট  
হইলেন। ৪১—৫১। কেশব, বলদেবের নির্ধাণ  
অকলাকন করিয়া দারুককে কহিলেন,—তুমি  
গিয়া বহুদেব ও উগ্রসনের নিকট এই সকল  
সম্বাদ বলিও; বলভদ্রের নির্ধাণ সকল যাদব-

যোগেশ্বিতাহমপ্যেতং পরিত্যজ্য কলেবরম্ ॥ ৫৩  
বাচ্যচ দ্বারকাবাসি-জনঃ সর্বস্তথাহকঃ ।  
যথমাং নগরীং সর্বাং সমুদ্রে প্রাবরীয়তি ॥ ৫৪  
তস্মাদবভিঃ সর্বৈস্ত প্রতীক্যো অর্জুনগমঃ ।  
ন হৈয়ং দ্বারকামধ্যে নিষ্ক্রান্তে তত্র পাণ্ডবে ॥ ৫৫  
তেনৈব সহ গন্তব্যং যত্র যাতি স কোরবঃ ।  
গঙ্গা চ ব্রাহ্ম কোন্তেয়মর্জুনং বচনাম্ম ॥ ৫৬  
পালনীয়স্তয় শক্যো জনোহয়ং মং পরিগ্রহঃ ।  
ইত্যর্জুনেন সহিতো দ্বারবতা ভবান জনম্ ।  
গৃহীত্বা যাতু বজ্রং যদ্বরাজ্যেহভিষিচ্যাতাম্ ॥ ৫৭  
পরশর উবাচ ।

ইত্যুত্তে দারুকঃ কৃষ্ণং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ  
প্রদক্ষিণক কহণঃ কৃত্বা প্রারাদযথোদিতম্ ॥ ৫৮  
স গঙ্গা চ তথঃ চক্রে দ্বারকায়াং তথার্জুনম্  
আনিনায় মহাবুদ্ধিকর্জুং চক্রে তথা নৃপম্ ॥ ৫৯

বুলের ক্ষয় ও আমি যোগে অবস্থানপূর্বক দেখ  
পরিত্যাগ করিব, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে  
প্রকাশ করিয়া বলিও। এবক দ্বারকাবাসী জন-  
সমূহ ও অর্জুনকে বলিও, এই দ্বারকা নগরাকে  
সমুদ্রে প্রাবিত করিবে,—এই জন্ত আপনারা  
সকলে অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করিবেন।  
কিন্তু অর্জুন দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর  
আপনারা আর কেহই দ্বারকায় অবস্থান করি-  
বেন না! সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন যোদিকে  
যাইবেন, আপনারাও তাঁহার সহিত সেই দিকেই  
যাইবেন! এবক হে দারুক! তুমি অর্জুনের  
নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বলিবে যে,  
“আমার পরিবারকে তুমি নিজশক্তি অনুসারে  
পালন করিও।” ইহাই আমার আদেশ। এই  
প্রকার অর্জুনের সহিত দ্বারকার সকল জন-  
গণকে লইয়া তুমি গমন করিবে এবং  
বজ্রকে বহুবংশের নরপতিতে অতিষিক্ত করিও।  
পরশর কহিলেন,—এবপ্রকারে উক্ত হইয়া  
দারুক, বারংবার কৃষ্ণকে প্রণাম ও বহুবাক্য  
প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার কথানুসারে গমন  
করিলেন। ভগবান যে প্রকার আদেশ করিয়া-  
ছিলেন, মহাবুদ্ধি দারুক তাহা সম্পাদনপূর্বক

ভগবানপি গোবিন্দো বাহুদেবাস্বকং পরম্ ।  
 ব্রহ্মাশ্বনি সমারোপ্য সর্বভূতেশ্বধারয়ং ॥ ৬০  
 সমানয়ন বিজবচো দুর্কীসা যত্বাচ হ ।  
 যোগযুক্তোহভবৎপাদং কুত্ৰা জানুনি সন্তমঃ ॥ ৬১  
 অংঘো চ জরা নাম স তদা তত্র লুদ্ধকঃ  
 মুলাবশেষলোহৈক-শায়কন্ততোমরঃ ॥ ৬২  
 স তং পাদং মৃগাকারমবেক্ষ্যারাদবস্থিতঃ ।  
 তলে বিব্যাধ তেনৈব তোমরেন বিজোন্তম ॥ ৬৩  
 গতচ দদৃশে তত্র চতুর্বাহুধরং নরম্ ।  
 প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসাদেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৬৪  
 অজানতঃ কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া ।  
 ক্রমাতমাস্রপাপেন দক্ষং মাং দক্ষুমহঁসি ॥ ৬৫  
 পরাশর উবাচ ।

ততস্তং ভগবানাহ ন তেহস্তি ভয়মথপি ।

অর্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং  
 বস্ত্রকে নৃপতি করিলেন। এদিকে ভগবান্  
 বাহুদেব, সর্বভূতেই সমবস্থিত বাহুদেবাস্বক  
 পরম-ব্রহ্মকে আশ্রিতে সমারোপণপূর্বক ধারণ  
 করিতে লাগিলেন। ৫২—৬০। দুর্কীসা।  
 যাহা বলিয়াছিলেন; সেই বিজবাক্য সম্মানিত  
 করত জানুর উপর চরণ হ্রাসপূর্বক ভগবান্  
 সন্তম বাহুদেব, যোগাবলম্বন করিলেন। সেই  
 সময় জরা নামক ব্যাধ সেইখানে উপস্থিত  
 হইল। তাহার হস্তে যে মুখ্য বাণ ছিল, তাহার  
 অগ্রভাগ সেই মুশলাবশেষ লৌহ-নির্মিত শল  
 দ্বারা রচিত ছিল। হে দ্বিজোত্তম! দ্রুতস্থিত  
 সেই ব্যাধ, ভগবানের সেই মৃগাকারে পরিদৃশ্ত-  
 মান চরণ অবলোকন করিয়া মৃগবোধে তাহার  
 তলে সেই তোমর দ্বারা বিদ্ধ করিল। অনন্তর  
 উক্ত ব্যাধ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিল 'যে,  
 একজন চতুর্ভুজধারী নর সেইখানে অবস্থিতি  
 করিতেছেন। তখন সে তাহাকে প্রণাম করিয়া  
 পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি প্রসন্ন হউন।  
 আমি না জানিয়া হরিণ বোধে এই কথ্য করি-  
 য়াছি। আমার পাপে আমাকে দক্ষ করিবেন না,  
 আমাকে ক্রমা করিবেন। শ্রীপরাশর কহিলেন,  
 —অনন্তর ভগবান্ তাহাকে কহিলেন,—তোমার

গচ্ছ স্বং মংপ্রসাদেন লুদ্ধ স্বর্গে শূরালয়ম্ ॥ ৬৬  
 বিমানমাগত্য সত্যস্তদ্বাক্যসমনস্তরম্ ।  
 আরুহ্য প্রার্থ্যো স্বর্গং লুদ্ধকস্তংপ্রসাদতঃ ॥ ৬৭  
 গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাস্থানমাস্থনি ।  
 ব্রহ্মভূতেশ্বধারয়চ্চিত্ত্যো বাহুদেবায়ৈহমলে ॥ ৬৮  
 অজমগ্নজরেহনাশিতপ্রমেয়েহখিলাশ্বনি ।  
 ততাজ মানুষ্যং দেহমভীত্য ত্রিবিধাং, গতিম্ ॥ ৬৯  
 ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে স্বর্গারোহণং  
 নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

অর্জুনোহপি তদাষিৎ কৃষ্ণরামকলবরে ।

সংস্কারং লন্ত্যমাস তথাশ্রবামনুজ্ঞামাং ॥ ১

অষ্টৌ মহিষ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্ত যঃ ।

উপগচ্ছ হং হং বিবিণ্ডস্তা হুতশনম্ ॥ ২

অনুমাত্রও ভয় নাই। হে ব্যাধ! তুমি আমার  
 প্রসাদে স্বর্গে দেবতাবাসে গমন কর। ভগ-  
 বানের এবংবিধ বাক্যান্তে তৎক্ষণাৎ বিমান  
 আগমন করিল, ঐ ব্যাধও তাহাতে আরোহণ-  
 পূর্বক স্বর্গে গমন করিল। ব্যাধ স্বর্গে গমন  
 করিলে পর, ভগবান্ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য,  
 ব্রহ্মভূত বাহুদেবময় স্বকীয় আশ্রাডে, আশ্রার  
 যোগ করিয়া ত্রিবিধাস্বক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ  
 করিয়া মানুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাহু-  
 দেবাস্বক গুণবৎস্বরূপ,—জন্ম ও জরারহিত,  
 অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অখিল স্বরূপ ৬১—৬৯।

পঞ্চমাংশ সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীপরাশর কহিলেন—অর্জুনও কৃষ্ণ ও  
 রামের কলবরদ্বয় এবং অশ্রাট্র প্রধান প্রধান  
 যাদবগণের দেহ সকল অবশেষ করিয়া সংস্কার  
 করাইলেন। রুক্মিণী-প্রমুখা কৃষ্ণের যে আটটি  
 মহিষী কথিত হইয়াছেন, তাহারা সুকলেই  
 হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ

রেবতী চৈব রামস্ত দেহমাল্লিষ্য সন্তম ।  
 দ্বিবেশ জলিতং বহিঃ তৎসদ্বাহ্লাদনীতলম্ ॥ ৩  
 উগ্রসেনস্ত তক্ষুঃপ্রাণতথৈবানুকূলদৃষ্টিঃ ।  
 দেবকী রোহিণী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ॥ ৪  
 ততোহর্জুনঃ প্রেতকার্ধ্যং কৃত্বা তেষাং যথাবিধি ।  
 নিশ্চক্রাম জনং সর্বং গৃহীত্বা বজ্রমেব চ ॥ ৫  
 দ্বারবত্যা বিনিক্ষ্রান্তঃ কৃষ্ণপুত্র্যঃ সহস্রশঃ ।  
 বজ্রং জনক কৌন্তেয়ঃ পালয়ন্ শনকৈর্ধনো ॥ ৬  
 সত্য সূধর্ম্মা কৃষ্ণেন মর্ত্যালোকে সমুজ্জ্বিতে ।  
 স্বর্গং জগাম মৈত্রেয় পারিজাত্যচ পাদপঃ ॥ ৭  
 যস্মিন্ দিনে হরির্বাতে দিবং সমুত্তাজ্য মেদিনীম্ ।  
 তন্মিন্নেবাবতীর্ণেহয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ ॥ ৮  
 প্লাবয়ামাস তাং শূন্তাং দ্বারকাং চ মহোদধিঃ ।  
 বজ্রদেবগৃহং ত্রেকং নান্দ্রাবয়ত সাগরঃ ॥ ৯  
 নাতিক্রান্তমলং ব্রহ্মণ তদদ্যাপি মহোদধেঃ ।  
 নিত্যং সম্বিহিতস্তত্ত্ব ভগবান্ কেশবো যন্তঃ ॥ ১০

করিলেন । হে সন্তম ! রেবতী ও রামের দেহ আলিঙ্গনপূর্বক রামসম্পর্কজনিত আল্লাদে শীতলবৎ অনুভূত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন । এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া উগ্রসেন, রোহিণী, দেবকী ও বনুদেব—ইছারাও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর অর্জুন যথাবিধি প্রেতকার্ধ্য-সমাপনান্তে বজ্র ও অস্ত্রাশ্রয় কৃষ্ণমহিষী 'প্রভৃতি'কে লইয়া দ্বারকা হইতে নিক্ষ্রান্ত হইলেন । দ্বারকা হইতে নিক্ষ্রান্ত হইয়া অর্জুন, সহস্র কৃষ্ণপুত্রী, বজ্র ও অস্ত্রাশ্রয় জনকে সাবধানে রক্ষা করত ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন । হে মৈত্রেয় ! কৃষ্ণের মর্ত্যালোকে পরিত্যাগের পরেই সূধর্ম্মা সত্য ও পারিজাত তরু স্বর্গে গমন করিল । যে দিনে হরি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনেই কালকায় কলিযুগে সকলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে । অনন্তর সমুদ্র, কৃষ্ণের গৃহ ছাড়িয়া আর সকল দ্বারকাপুত্রীকেই প্লাবিত করিলেন । হে ব্রহ্মণ ! সমুদ্র অদ্যা-বধিও সেই হরিমন্দির অতিক্রম করেন নাই । কারণ উগবান্ কেশব, এই মন্দিরে সর্বদা

তদভীষ মহং পুণ্যং সর্বপাতকনাশনম্ ।  
 বিষ্ণুকৌড়াধিতস্থানং দৃষ্ট্বা পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ১১  
 পার্থঃ পঞ্চদশে দেশে ধনধাত্তসম্বন্ধিতে ।  
 চকার বাসং সর্বস্ত জনস্ত মুনিসন্তম ॥ ১২  
 ততো লোভঃ সমভবদম্ব্যনাং নিহতেধরাঃ ।  
 দৃষ্ট্বা ত্রিযো নীলমানাঃ পার্থে নৈকেন ধর্ম্মিনা ॥ ১৩  
 ততস্তে পাপকর্মাণো লোভোপহতচেতসঃ ।  
 আতীরা মন্ত্রয়ামাহুঃ সমেত্যাত্তত্বদূর্ম্মদাঃ ॥ ১৪  
 অয়মেকোহর্জুনো ধর্ম্মী স্ত্রীর্জনং নিহতেধরম্ ।  
 নয়তস্মানতিক্রম্য ধিগেতস্তবতাং বলম্ ॥ ১৫  
 হত্বা গর্ষং সমারুঢ়ো ভীষ্মদ্রোণজয়দ্রথান্ ।  
 কর্ণদীপ্যচ ন জানাতি বলং গ্রামনিবাসিনাম্ ॥ ১৬  
 হে হে যষ্টির্মহারামা গৃহীতায়ং হুত্বমতিঃ ।  
 সর্বান্বেবাবজানাতি কিং বো বাহুভিরুন্নতৈঃ ॥ ১৭  
 ততো যষ্টিগ্রহরণা দস্তবো লোপ্ত হারিণঃ ।

সম্বিহিত আছেন । সেই গৃহ বিষ্ণুর কৌড়াস্থান, পরম পবিত্র ও সর্বপাতকবিনাশন ঐ স্থান দর্শন করিলে মনুষ্য সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । ১—১১ । হে মুনিসন্তম ! অনন্তর অর্জুন, ধনধাত্ত-সম্বন্ধিত পঞ্চদশ নামক দেশে সেই দ্বারকাবাসী জনগণকে বাস করাইলেন । অনন্তর একমাত্র ধনুর্কারী পার্থ, সেই সকল স্বামিহীন স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, দম্ব্যদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল । তখন অত্যন্ত পাপাচারী, লোভোপহতচেতা ও অত্যন্ত দুর্ম্মদ আতীর-দম্ব্যগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, “এই ধনুর্কারী অর্জুন একাকীই আমাদের অতিক্রম করিয়া, এই স্বামিবিহীন স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছে ; তোমাদের বলকে ধিক্ এই অর্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ ও কর্ণাদিকে বিনাশ করিয়া, বড়ই অহঙ্কৃত হইয়াছে । অশেষ ! অর্জুন গ্রামবাসীদিগের পরাক্রম জানে না ! হে হে ! এস, সকলে মহাদীর্ঘ যষ্টি সকল গ্রহণ কর । এই হুত্বমতি অর্জুন, তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিতেছে ; তোমাদের উন্নত বাহুতে কি প্রয়োজন ?” অনন্তর পরম্পরাধারী যষ্টি-

সহস্রশোহভাখ্যবন্ত তং জনং নিহতেশ্বরম্ ॥ ১৮  
 ততো নিরুত্য কোত্তরঃ প্রাহাতীরান্ হসন্নিব ।  
 নিবর্তধর্মধর্মজ্ঞা যদি ন হ মুমূর্ষবঃ ॥ ১৯  
 অবজ্ঞায় বচস্তত্র জগৃহস্তে তপা ধনম্ ।  
 স্ত্রীজনকৈব মৈত্রৈঃ বিশ্বক্সেনপরিগ্রহম্ ॥ ২০  
 ততোহর্জুনো ধনুর্দিব্যং গাণ্ডীবমজরং যুধি ।  
 আরোপিতুং সমারেভে ন শশাক স বীর্থাবান্ ॥ ২১  
 চকার সম্ভাং কুজ্জাচ্চ তচ্চাতুচ্ছিখিলং পুনঃ ।  
 ন সম্যগ্র তথাত্মাশি চিত্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ ॥ ২২  
 শরানুমোচ বৈ তেষু পার্থো বৈরিষ্মমর্ষিতঃ ।  
 ভৃগুভৈলং তে পরং চক্রুরস্তা গাণ্ডীবধরনা ॥ ২৩  
 বহ্নিনাপেক্ষয়া দম্ভাঃ শরাস্তেহপি ক্ষয়ং যযুঃ ।  
 বুধ্যতঃ সহ গোপালৈরর্জুনস্ত ভবক্ষরৈঃ ॥ ২৪

প্রহরণ সহস্র সহস্র দম্যগণ সেই নায়কহীন  
 মহিলাগণের প্রতি ধাবিত হইল। তখন  
 কোত্তর অর্জুন নিবৃত্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে  
 সেই আতীর দম্যগণকে বলিলেন—অরে ধর্ম-  
 জ্ঞানরহিত দম্যগণ! তোরা যদি মরিতে  
 ইচ্ছা না করিস, তবে এক্ষণ হইতে নিরু-  
 ত্ত হইয়া যাই। তখন তাহারা অর্জুনের সেই  
 বাক্যে অশ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের পরিগ্রহীত ধন  
 ও স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিল। ১২—২০। অনন্তর  
 মহাবীর্ষ অর্জুন, যুদ্ধক্ষেত্রে অজীর্ণ সেই দিবা-  
 ধনুঃ গাণ্ডীবে আরোপণ করিতে চেষ্টা করি-  
 লেন; কিন্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন  
 না। অনন্তর তিনি, অতি কষ্টে তাহাতে  
 আরোপণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পুনর্বীর  
 শিখিল হইয়া পড়িল। অর্জুন তৎকালে  
 চিন্তা করিয়াও অস্ত্রসমূহের প্রয়োগমাত্র স্মরণ  
 করিতে পারিলেন না। তখন অর্জুন ক্রোধ-  
 সহকারে শত্রুগণের প্রতি শরক্ষেপ করিলেন,  
 কিন্তু অর্জুনপ্রক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ শত্রুগণের  
 বক্ষ্মাত্রেই ভেদ করিতে সমর্থ হইল। মর্ষস্পর্শ  
 করিতে পারিল না। মঙ্গলক্ষ্যকালে আতীর-  
 গণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুন, বহ্নি-  
 প্রদম্ব যে সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহারাও  
 ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন অর্জুন চিন্তা করিতে

অর্জিতং যচ্চ কোত্তরঃ কৃষ্ণস্তেব হি তবলম্ ।  
 যন্ময়া শরসম্ভাভেঃ সকলা ভূভুজো জিতাঃ ॥ ২৫  
 মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্ত ততর্যঃ প্রমদোত্তমাঃ ।  
 আতীরৈরপকব্যস্তঃ কামাচাত্মা প্রব্রজুঃ ॥ ২৬  
 ততঃ শুরৈশ্চ ক্রীণৈশ্চ ধনুর্কোট্যা ধুনজয়ঃ ।  
 জবান দম্যস্তুে চান্ত প্রহারান্ জহনুর্মুনে ॥ ২৭  
 শ্রেষ্ঠতৈশ্চৈব পার্থস্ত বৃক্ষ্যক্ষকবরপ্রিয়ঃ ।  
 জয়ুরাদায় তে দ্রোহাঃ সম্যভা মুনিসম্ভব ॥ ২৮  
 ততঃ সূহৃৎখিতো জিহ্বঃ কষ্টং কষ্টমিতি ক্রবন্ ।  
 অহো ভগবতা তেন মুখিতোহস্মি রুরোদ হ ॥ ২৯  
 তদ্বনুস্তানি চাত্মাশি স রথস্তে চ বাজিনঃ ।  
 সর্বমেকপদে নষ্টং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥ ৩০  
 অতোহতিবলবদৈবং বিনা তেন মহাস্থনা ।  
 যদসামর্থ্যাবুক্তেহপি নীচবর্গে জয়প্রদম্ ॥ ৩১

লাগিলেন,—“আমি শত্রুসমূহ দ্বারা সকল  
 রাজগণকে যে পরাজয় করিয়াছিলাম, তাহা  
 কৃষ্ণেরই বলে, ইহাতে সংশয় নাই।” অনন্তর  
 পাণ্ডুপুত্রের সমুখেরই সেই দম্যগণ উত্তম  
 স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন  
 কোন স্ত্রীগণ নিজের ইচ্ছাতেই তাহাদের অনু-  
 গমন করিল। হে মনে! অনন্তর ক্রীণশব্দ  
 অর্জুন, ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগকে  
 প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা সেই  
 সকল প্রহারে আরও উপহাস করিতে লাগিল।  
 হে মুনিসম্ভব! অর্জুনের সমুখ হইতেই  
 সেই দম্যগণ, সম্মানিত যত্নকুলের শ্রেষ্ঠস্ত্রীগণকে  
 লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর অর্জুন, অতিশয়  
 হৃৎখিত “হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও  
 বলিতে লাগিলেন,—হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট!  
 সেই ভগবান্ আমায় বঞ্চনা করিলেন। অশ্রো-  
 ত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে যুগ্মহা যে প্রকার  
 নষ্ট হয়, সেইরূপ আমার সেই ধনুঃ, সেই  
 অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্বগণ, সকলই আজ  
 সহসা নষ্ট হইল। ২১—৩০। অহো! শেষ  
 কি বলবান্! যেহেতু মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে  
 অন্য সামর্থ্যহীন নীচবর্গকেও জয় প্রদান করিল।

তো বাহু স চ মে মুষ্টিঃ স্থানং তং সৌমস্মি চার্জুন  
পুণ্যনৈব বিনা তেন গত্য সর্বমসারতাম্ ॥ ৩২  
মমার্জুনত্বং ভীমস্ত ভীমকীং তংকৃতং ধ্রুবম্ ।  
বিনা তেন যদাতীরৈর্জিতোহহং কথমত্থা ॥ ৩৩  
ইংং বদন যযৌ জিহ্মথুরাখ্যং পুরোত্তমক্ ।  
চকার তত্র রাজানং বজ্রং যাদবনন্দনম্ ॥ ৩৪  
স দদর্শ ততো ব্যাসং ফাল্গুনঃ কাননাশ্রয়ম্ ।  
তমুপেত্য মহাভাগং বিনয়েনাত্যাবদয়ং ॥ ৩৫  
তং বন্দমানং চরণাবলোক্য মুনিচিরম্ ।  
উবাচ পার্থং বিস্তারঃ কথমত্যন্তমীদৃশঃ ॥ ৩৬  
অবীরজোহনুগমনং ব্রহ্মহত্যাথবা কৃত্য ।  
দৃঢ়শান্তকৃতঃস্বী বা ভট্টচ্ছায়োহসি সাপ্ততম্ ॥ ৩৭  
সাত্ত্বামিকাদরো বা তে যাচমানা নিরাকৃত্যঃ ।  
অগম্যাস্ত্রীরতির্বা ত্বং তেনাশি বিগতপ্রভঃ ॥ ৩৮

আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি ও সেই স্থান, সকলই বর্তমান, আমিও সেই অর্জুন; কিন্তু হায়! সেই অদৃষ্ট ব্যতিরেকে আজ সকলই অসারতা প্রাপ্ত হইল। আমার অর্জুনত্ব ও ভীমের ভীমত্ব, সকলই বাহুদেবের প্রসাদাৎ; নাচেং সেই হরি বিহনে আভীরগণ কর্তৃক আমি কি প্রকারে পরাজিত হইলাম? এই প্রকার বলিতে বলিতে অর্জুন, মথুরা নামক পুরোত্তমে গমন করিয়া সেইখানে যাদবনন্দন বজ্রকে রাজা করিলেন। অনন্তর অর্জুন কোন কাননমধ্যে মহাভাগ ব্যাস মুনিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করত বিনয়ের সহিত অভিবাदन করিলেন। মুনি ব্যাস, চরণপতিত অর্জুনকে বিলোকনপূর্বক কহিলেন “হে অর্জুন! তুমি এ প্রকার অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়াছ কেন? তুমি কি নিবিদ্ধ অজাদির বুলির অনুগমন করিয়াছ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? কিংবা তোমার কোন মহতী আশার ভঙ্গ হইয়াছে?—যাহাতে তোমার কান্তি এত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রার্থনাকারী কোন বিদ্বান্ কি তোমা কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াছেন? অথবা তুমি অগম্য ভ্রাত্রে কি রতি করিয়াছ?

ভুক্তোহপ্রহার্য বিপ্রোভা একো মিষ্টমধো ভবান্ ।  
কিংবা কৃপণবিস্তানি হৃতানি ভবতর্জুন ॥ ৩৯  
কচ্চিৎ শূর্ণবাতস্ত গোচরত্বং গতোহর্জুন ।  
দৃষ্টচক্ষুর্হতো বাপি নিঃশ্রীকঃ কথমত্থা ॥ ৪০  
স্পৃষ্টো নখান্তসা চাখ ষটান্তঃ প্রোক্ষিতোহপি বা ।  
তেনাতীবাসি বিচ্ছায়ো ন্যনৈব যুধি নির্জিতঃ ॥ ৪১  
পরশর উবাচ ।  
ততঃ পার্থো বিনিবস্ত শয়িতাং ভগবন্মতি ।  
প্রোক্তা যথাবদাচষ্ট ব্যাসাঃ স্পরাভবম্ ॥ ৪২  
অর্জুন উবাচ ।  
যদনং যচ্চ নস্তেজো যদীর্ঘং যৎ পরাক্রমঃ ।  
যা শ্রীশ্ছায়া চ নঃ সোহস্থান পরিত্যজ্যগতোহরিঃ  
ইতরেণেব মহতা শ্রিতপূর্বাভিভাষিণা ।  
হীনো বয়ং মুনে তেন জাতাস্তৃণময়া ইব ॥ ৪৪  
অস্ত্রাণাং শায়কানাঞ্চ গাণ্ডীবস্ত তথা মম ।

যেহেতু এক্ষণে তুমি এত ভট্টচ্ছায় হইয়াছ। অথবা তুমি ব্রাহ্মণগণকে না দিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ? অথবা তুমি কৃপণের ক্ষিত্র হরণ করিয়াছ? হে অর্জুন! তুমি কি শূর্ণ ( কুঁলা ) বায়ু সেবন করিয়াছ? অথবা তোমার চক্ষু দূষিত হইয়াছে? কিংবা কেহ তোমাকে প্রহার করিয়াছে? না হইলে তুমি এত শ্রীহীন হইলে কেন? তুমি কি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছ, অথবা ষটোচ্ছলিত জলে স্নান করিয়াছ? কিংবা কোন হীনবল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছ? অতথা তোমার কান্তি এত মলিন হইয়াছে কেন? ৩১—৪১। পরশর কহিলেন,—অনন্তর পার্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক “ভগবন্! আপনি শ্রবণ করুন” এই বলিয়া ব্যাসের নিকট যথং আপনার পরাভববৃক্ষান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুন কহিলেন,—যিনি আমাদের বল, যিনি আমাদের তেজঃ, যিনি আমাদের বীর্ঘ্য, যিনি আমাদের পরাক্রম এবং যিনি আমাদের কান্তি,—সেই হরি আমাদের গুরু পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হে মুনে! প্রাকৃত মিত্রের শ্রায় শ্রিত-পূর্বাভিভাষী সেই হরি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা

সারভায়াভবমূলং স গতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৫

বস্ত্রাবলোকনাদন্যান্ শ্রীজয়ঃ সম্পদুন্নতিঃ ।

ন ততাজ স গোবিন্দস্ত্যক্তান্মান ভগবান্ গতঃ ॥

ভীষ্মদ্রোণাঙ্করাজাদ্যাস্তথা দুৰ্যোধনাদয়ঃ ।

বৎপ্রভাবেণ নির্দম্বাঃ স কৃষ্ণস্ত্যক্তবান্ ভুবম্ ॥ ৪৭

নিদৌবনহতশ্রীকা ভট্টচ্ছায়েব মেদিনী ।

বিভাতি তাত নৈকোহহং বিরহে তস্ত চক্ৰিণঃ ॥ ৪৮

বস্ত্রানুভাবাদ্ভীষ্মাদ্যৌর্মধ্যগ্নৌ শলভায়িতম্ ।

বিনা তেনাদ্য কৃষ্ণেন গোপালৈরশ্মি নির্জিতঃ ॥ ৪৯

গাণ্ডীবং ত্রিযু লোকেষু খ্যাতিং যদনুভাবতঃ ।

গতং তেন বিনাভীরলগুড়ৈস্তম্বিরাকৃতম্ ॥ ৫০

স্রীমহাত্মাধনেকানি মন্থাখানি মহামুনে ।

বভতে। মম নীতানি দম্ভ্যভিলিগুড়ায়ুধৈঃ ॥ ৫১

আনীয়মানমাতীরৈঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণাবরোধনম্ ।

ত্বণের শ্রায় লঘু হইয়া পড়িয়াছি। যিনি আমার শত্রু, শত্রু ও গাণ্ডীবের সার্থকতার প্রতি কারণ, সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন। বাহার দৃষ্টিতে শ্রী, জয়, সম্পদ ও উন্নতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিত না, সেই গোবিন্দ ভগবান্ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি ও দুৰ্যোধনাদি, বাহার প্রভাবে নির্দম্ব হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে তাত! সেই চক্রীর বিরহে কেবল আমি হতশ্রীক হইয়াছি, তাহা নহে; এ পৃথিবীও তাঁহার অভাবে নিদৌবনহতশ্রীকা কামিনীর শ্রায় ভট্টচ্ছায়া হইয়াছে। বাহার প্রভাবে ভীষ্মাদি বীরগণ, লংস্বরূপ অগ্নিতে শলভের শ্রায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অদ্য সেই কৃষ্ণ বিনা আমি গোপালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছি। বাহার অনুভাবে এই গাণ্ডীব ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে, সেই কেশব ব্যক্তির এক অদ্য আভীরগণের ষষ্টির নিবট ইহা পরাজিত হইয়াছে। ৪২—৫০। হে মহামুনে! আমি বন্ধক হইয়া ভগবানের যে সকল স্রী-সহস্রকে লইয়া আসিতেছিলাম, দম্ভ্যগণ অদ্য লগুড়ায়ুধ দ্বারা আমার বস্ত্র বিকল করিয়া সেই স্রীগণকে হরণ করিয়াছে। হে ব্যাস! অদ্য

হৃৎ ষষ্টিপ্রহরণৈঃ পরিত্রয় বলং মম ॥ ৫২

নিঃশ্রীকতা ন মে চিত্রং যজ্ঞীবামি তদন্তম্ ।

ন চাবমানপঁকাকী নির্ণজ্জোহস্মি পিতামহ ॥ ৫৩

ব্যাস উবাচ ।

অলং তে ত্রীড়য়া পার্থ ন ত্বং শোচিতুমহিসি ।

অবৈহি সৰ্বভূতেষু কালস্ত গতিমীদৃশীম্ ॥ ৫৪

কালো ভবায় ভূতানামস্তবায় চ পাণ্ডব ।

কালমূলমিদং জ্ঞাত্বা ভব স্বেধ্যধনোহর্জুন ॥ ৫৫

নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সকলা চ বন্থষ্কারা ।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবন্তরবঃ সরীসৃপাঃ ॥ ৫৬

সৃষ্টাঃ কালেন কালেন পুনর্ন্যস্তান্তি সংক্ষয়ম্ ।

কালান্ত্রকমিদং সৰ্ব্বং জ্ঞাত্বা শমমবাগ্নুহি ॥ ৫৭

যচ্চাহ কৃষ্ণমাহাশ্রয়ং তন্তুধৈব ধনঞ্জয় ।

ভারাবতারকাধার্মমহতীর্ণঃ স মেদিনীম্ ॥ ৫৮

‘ভারাক্রান্তা ধরা যাতা দেবানাং সমিতিং পুরা ।

উদ্ধারমবতীর্ণেহসৌ কালরূপী জনাদিনঃ ॥ ৫৯

দম্ভ্যগণ ষষ্টিপ্রহরণ দ্বারা আমার বল পরিত্রুত করিয়া, মংকর্তৃক আনীয়মান কৃষ্ণ-পরিবারগকে হরণ করিয়াছে। হে পিতামহ! আমার নিঃশ্রীকতা আশ্চর্যের বিষয় নহে; আমি যে পাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য। অবমান-পক্ষে আমার কলঙ্ক বোধ নাই; হে পিতামহ! আমি বড়ই নির্ণজ। ব্যাস কহিলেন,—হে পাণ্ডব! তোমার লজ্জা করিতে হইবে না, আমার শোক করাও উচিত নহে; সৰ্বভূতেই কালের এ প্রকার গতি; ইহা অবগত হও। হে পাণ্ডব! কালই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী। হে অর্জুন! এ সকলই কালমূল, ইহা বুঝিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর। নদী, সমুদ্র, পর্বত, পৃথিবী, দেব, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও সরীসৃপ, যাহা কিছু আছে, তাহা কালেরই সৃষ্টপদার্থ এবং কালক্রমেই সংক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জুন! সকলই কালান্ত্রক, ইহা জানিয়া শান্তিলাভ কর। হে ধনঞ্জয়! তুমি কৃষ্ণমাহাশ্রয় যে প্রকারে বর্ণন করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, সেই কৃষ্ণ, পৃথিবীর ভারাবতারণ কাধের জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্বে ভারাক্রান্তা ধরা, দেব-

তচ্চ নিষ্পাদিতং কার্যামশেষা ভূত্বতো হতাঃ ।  
 বৃক্ষাঙ্ককুলং সর্বং তথা পার্থেপসংহৃতম্ ॥ ৬০ ॥  
 ন কিঞ্চিদগ্ৰং কর্তব্যমশ্রু ভূমিতলে প্রভৌঃ ।  
 অতো গত্যঃ স ভগবান্ন কৃতকৃত্যো যথেষ্টয়া ॥ ৬১ ॥  
 সৃষ্টিং সর্গে করোত্যেব দেবদেবঃ স্থিতৌ স্থিতিম্ ।  
 অস্তেহস্তায় সমর্থোহয়ং সাশ্রুতং হি যথাকৃতম্ ॥  
 তস্মাৎ পার্থ ন সন্তাপস্তয়া কাৰ্য্যঃ পরাভবাৎ ।  
 ভবন্তি ভবকালেনু পুরুষাণাং পরাক্রমাঃ ॥ ৬২ ॥  
 তুয়েকেন হতা ভীষ্মদ্রোণকর্ণদ্রোণো নৃপাঃ ।  
 তেষামর্জুনকালোথঃ কিং ন্যানাভিভবে ন সঃ ॥ ৬৩ ॥  
 বিকোস্তথানুভাবেন যথা তেষাং পরাভবঃ ।  
 ততস্তথৈব ভবতো দম্ভাতোহস্তে তদ্রত্ববঃ ॥ ৬৪ ॥  
 স দেবোহস্তশরীরাদি সমাবিশ্রু জগৎস্থিতিম্ ।  
 করোতি সর্বভূতানাং নাশং চান্তে জগৎপতিঃ ॥

গণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। কালরূপী  
 জনার্দন সেই ভাববতরণের জন্ত অবতীর্ণ  
 হইয়াছিলেন। সেই কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছে,  
 অশেষ নৃপতি হত হইয়াছে, হে পার্থ! রুক্মি ও  
 অঙ্ককুল সকলই তৎকর্তৃক উপসংহৃত হই-  
 য়াছে। ৫১—৬০। প্রভু বাহুদেবের এই ভূতলে  
 আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট নাই, এই জন্তই  
 কৃত-কৃত্য ভগবান্ন যথেষ্টায় সর্গে গমন  
 করিয়াছেন। এই দেবদেব ভগবান্ন সৃষ্টিকালে  
 সৃষ্টি, স্থিতিকালে স্থিতি ও বিনাশকালে বিনাশ  
 করিয়া থাকেন এবং এই সকল কার্য্যে তিনি  
 স্মৃর্থ। এক্ষণে যথা কর্তব্য, তিনি তাহা  
 করিয়াছেন; অতএব হে পার্থ! পরাজয়-  
 নিবন্ধন তোমার সন্তাপ করিবার প্রয়োজন  
 নাই। ভবকালেই পুরুষগণের অনেক পরাক্রম  
 হইয়া থাকে। তুমি যে একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ ও  
 কর্ণাদি নৃপত্তিগণকে হনন করিয়াছ, তাহা কি  
 তাঁহাদের কালকৃত হইনের নিকট পরিভব নহে!  
 বিধুর সেই প্রকার অনুভাব-বলে যেমন ভীষ্মা-  
 দির পরাভব হইয়াছিল, অনন্তকালে সেইরূপ  
 বিধুরই অনুভাব-বলে দম্ভাস্ত হইতে তোমার  
 পরাভবের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই দেবই  
 অশ্রু শরীরে প্রবেশ করিয়া জগতের স্থিতি

ভবান্তবে চ কোত্তের সহায়োহভূজ্জনার্দনঃ ।  
 ভবান্তে হৃষিকেশান্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ ॥ ৬৭ ॥  
 কঃ শ্রদ্ধায়াংসগাঙ্গেয়ান্ন হস্তাঙ্ঘ্র্যং সর্বকৌরবান্ন ।  
 আভীরেভ্যশ্চ ভবতঃ কঃ শ্রদ্ধায়াং পরাভবম্ ॥ ৬৮ ॥  
 পার্থৈর্ভুতং সর্বভূতশ্চ হরেলৌল্যবিচোষ্টিতম্ ।  
 তস্মাৎ যং কৌরবা ধ্বস্তা যদাভীরৈর্ভবান্ন জিতঃ ॥ ৬৯ ॥  
 গৃহীতা দম্ভ্যভির্ভুত ভবতঃ শোচিতাঃ স্থিরঃ ।  
 তদপ্যহং যথাবিস্তং কথ্যামি তবার্জুন ॥ ৭০ ॥  
 অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্রো জলবাসরতোহভবৎ ।  
 বহুন্ বর্ষগণান্ন পার্থ গুণন ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৭১ ॥  
 জিতেন্দ্রমুদরসম্ভবমু মেঘপৃষ্ঠে মহোৎসবঃ ।  
 বভূব তত্র গচ্ছন্তো দদৃশুস্তং বরদ্রিয়ঃ ॥ ৭২ ॥

করেন, আবার অনন্তকালে সেই জগৎপতি  
 সর্বভূতেরই বিনাশ করিয়া থাকেন। হে  
 কোত্তের! তোমাদের ভবকালে (সৌভাগ্যো-  
 দয় সময়ে) জনার্দন সহায় হইয়াছিলেন।  
 আবার তোমাদের অন্তকালে (সৌভাগ্যের অব-  
 সান সময়ে) বিপক্ষগণের প্রতি কেশবের রূপ-  
 দৃষ্টি পড়িয়াছে। তুমি যে গাঙ্গেয়ের সহিত  
 সর্ব-কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছ, ইহাতে  
 কেই বা শ্রদ্ধাবান্ন হইবে? সেইরূপ আভীর  
 হইতে তোমার পরাজয়-বাক্যেই বা কে বিশ্বাস  
 করিবে? হে পার্থ! তুমি যে কৌরবগণকে  
 হনন করিয়াছ এবং তোমাকেই আভীরগণ জয়  
 করিয়াছে, ইহা সকলই সর্বভূতময় হরির লীলা-  
 বিচোষ্টিত মাত্র। • দম্ভাগণ, স্ত্রীগণকে হরণ  
 করিয়াছে বলিয়া যে তুমি তাহাদিগের প্রতি  
 শোক করিতেছ, হে অর্জুন! আমি ইহার  
 বিশেষ রক্তান্ত বলিতেছি, তুমি শ্রবণপূর্বক বৃথা-  
 শোক হইতে বিরত হও। ৬১—৭০। হে  
 পার্থ! পূর্বকালে অষ্টাবক্র নামক ঋষি সনাতন  
 ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বনপূর্বক অনেক বর্ষ ব্যাপিয়া  
 জলবাস-নিরত ছিলেন। এই কালে দেবগণ  
 অনেক অমুরগণকে জয় করেন, সেই কারণে  
 সুমেরুপর্বতে সেই সময় এক মহোৎসব হয়।  
 হে অর্জুন! সেই মহোৎসবে গমন করিতে



রত্নাতিলোভমাদ্যাৎ শতশোহং সহস্রশঃ ।

তুষ্টিবুস্তং মহাস্থানং প্রশংসংস্তু পাণ্ডব ॥ ৭৩

আকর্ষণমগ্নং সলিলে জটাতারধরং মুনিম্ ।

বিনয়াবনতাৎশনং প্রণেম্যঃ স্তোত্রতংপর্যঃ ॥ ৭৪

কথা যথা প্রসন্নোহসৌ তুষ্টিবুস্তং তথা তথা ।

সর্বাস্তাঃ কোরবশ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠং তং বিজ্ঞয়নাম্ ॥ ৭৫

অষ্টাবক্র উবাচ ।

প্রসন্নোহহং মহাভাগা ভবতীনাং যদিয্যতে ।

মস্তস্তদ্বিত্রিতং সর্বং প্রদাত্যামতিদূর্লভম্ ॥ ৭৬

রত্নাতিলোভমাদ্যাস্তং বেদিকোহংপ্রসন্নোহক্ৰবন্ ।

প্রসন্নো যথাপর্যাপ্তং কিমস্মাকমিতি বিজ্ঞ ॥ ৭৭

ইতাস্তত্ত্বক্ৰবন্ বিপ্রং প্রসন্নো ভগবান্ যদি ।

তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তং বিপ্রেন্দ্রং পুরুষোত্তমম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং ভবিষ্যতীত্যাকু উস্ততার জ্ঞানমুনিঃ ।

করিতে রত্না তিলোভমা প্রভৃতি শত সহস্র  
বরাঙ্গনা, পথিমধ্যে সেই কথিকে দর্শন করিয়া  
তঁাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, ও প্রশংসা  
করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিনয়বক্রও  
অপ্সরোগণ, স্তোত্র-তংপর হইয়া সেই সলিলে  
আকর্ষণমগ্ন জটাতারধারী মুনিকে প্রণাম করি-  
লেন—হে কোরব-প্রধান! সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ  
অষ্টাবক্রমুনি যে যে প্রকারে প্রসন্ন হইতে  
পারেন, সেই সেই প্রকারে স্ত্রীগণ তাঁহার স্তব  
করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র কহিলেন,—হে  
মহাভাগা স্ত্রীগণ! আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন  
হইয়াছি, তোমাদের অভীষ্টের প্রার্থনা কর।  
ঐ বর অতি হৃৎকৃত হইলেও আমি তাহা  
প্রদান করিব। রত্না তিলোভমা প্রভৃতি  
বেদ-প্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ বলিলেন,—“হে  
বিজ্ঞ! আপনি প্রসন্ন হইলে পর আর আমা-  
দের অপ্রাপ্য কি রহিল?” অতঃপর অপ্সরোগণ  
প্রার্থনা করিলেন,—“হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি  
যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা এই  
“বর প্রার্থনা করি,—যেন পুরুষোত্তমকে আমরা  
পতিক্রমে লাভ করিতে পারি।” ব্যাস কহি-  
লেন,—“এই প্রকারই হইবে” ইহা বলিল মুনি

দৃষ্টস্তাত্মমুখীর্ণং বিরূপং বক্রমষ্টথা ॥ ৭২

তং দৃষ্ট্বা গৃহমানানাং বাসাং হাসঃ স্তুতোহভবৎ ।

তাঃ শশাৰ্প মুনিঃ কোপমবাণ্য কুরুন্দন ॥ ৮০

যস্মাধিরূপরূপং মাং জ্ঞাত্বা হাসামাননা ।

ভবতীভিঃ কৃতা তস্মাদেব শাপঃ দদামি বঃ ॥ ৮১

মংপ্রসাদেন তত্তীর্ণং লভ্বা তং পুরুষোত্তমম্ ।

মচ্ছাপোপহতাঃ সর্বাস্তং দদ্যুহস্তং গমিষ্যথ ॥ ৮২

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাদীরিতমাকর্ষা মুনিস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ ।

পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ে গমিষ্যথ ॥ ৮৩

এবং তস্ত মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্ত কেশবম্ ।

ভত্তীরং প্রাপ্য তা দদ্যুহস্তং যাতা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৮৪

তস্ময় নাত্র কর্তব্যঃ শোকোহজ্ঞোহপি হি পাণ্ডব

তেনৈবাখিলনাথেন সর্বং তদুপসংহৃতম্ ॥ ৮৫

ভবতাং চোপসংহারমাসন্নং তেন কুর্কতা ।

জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন তখন অপ্সরোগণ  
আটভাগে বক্র সেই বিরূপ মুনিকে ভাল করিয়া  
দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইতে  
গিয়াও যাহাদের হাস-প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, হে  
কুরুন্দন! মুনি কোপ-সহকারে তাঁহাদের  
প্রতি শাপ প্রদান করিলেন যে, যেমন আমাকে  
বিরূপ-শরীর দেখিয়া তোমর আমার প্রতি  
হাস্তরূপ অবমাননা প্রকাশ করিলে, সেই কারণে  
আমি তোমাকে শাপ দিতেছি যে, “আমার  
প্রসাদে পুরুষোত্তমকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও  
পুনর্বীর আমার শাপপ্রভাবে তোমরা দদ্যুহস্তে  
গমন করিবে। ৭১—৮২। ব্যাস কহিলেন,  
এই কথা শ্রবণপূর্বক অপ্সরোগণ পুনর্বীর  
তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রসাদিত করিলে পর,  
তিনি বলিলেন, তাহার পরে পুনর্বীর স্বর্গে  
যাইতে পারিবে। সেই অষ্টাবক্র মুনির  
এবস্তাকার, শাপপ্রভাবে, সেই বরাঙ্গনাগণ  
কেশবকে স্বামিরূপে পাইয়াও পুনর্বীর দদ্যু-  
হস্তে গমন করিয়াছেন। হে পাণ্ডব! সেই  
কারণে এই বিষয়ে তুমি অজ্ঞও শোক করিও না;  
সেই অখিলনাথ স্বয়ংই এই কুলের উপসংহার  
করিয়াছেন। তোমাদেরও আসন্নপ্রায় উপ-

বলং তেজস্বতা বীৰ্য্যং মাহাস্ব্যং চোপসংহৃতম্ ॥  
জাতস্ত নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোন্নতে ।  
বিপ্রয়োগাবসানং সংযোগঃ স্কন্ধাং ক্ষয়ঃ ॥ ৮৭  
বিজ্ঞায় ন বুধ্যঃ শোকং ন হর্ষমুপাযান্তি যে ।  
তেষামেবেতরে চেষ্টাং শিকন্ত সন্তি তাদৃশাঃ ॥ ৮৮  
তন্মাত্ত্বয়া নরশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতৈতদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
পরিত্যজ্যাবিলং তন্ত্ৰং গন্তব্যং তপসে বনম্ ॥ ৮৯  
অসংখ্য ধর্ম্মরাজায় নিবেদ্যৈতত্ত্বচো মম ।  
পরমো ভ্রাতৃভিঃ সাক্ষিঃ যথা যাসি তথা কুরু ॥ ৯০

পরশর উবাচ ।

ইত্যুজোহভ্যোত্য পার্থাত্যাং যমাত্যাঞ্চ চ তথার্জুনঃ  
দৃষ্টং চৈবানুভূতঞ্চ কথিতং তেষশেষতঃ ॥ ৯১  
ব্যাসবাক্যঞ্চ তে সর্বকৈঃ শ্রুত্বার্জুনসমীরিতম্ ।  
রাজ্যে পরিক্ষিতং কৃতা যযুঃ পাণ্ডুহুতা বনম্ ॥ ৯২  
ইত্যেতৎ তব মৈত্রেয় বিস্তরেণ ময়োদিতম্ ।  
জাতস্ত যদ্যদোর্বংশে বাহুদেবস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৯৩  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে উপসংহারো  
নাম অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সংহার করিবার নিমিত্ত তিনিই তোমাদের বল,  
তেজঃ, বীৰ্য্য ও মাহাস্ব্যর উপসংহার করিয়া-  
ছেন । জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যভাবী, উন্নতির  
পতন নিয়ত, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ ফল এবং  
সকলানন্তর ক্ষয়ও অবশ্য হইয়া থাকে । পণ্ডিত-  
গণ এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া শোক  
বা হর্ষ লাভ করেন না । সেই পণ্ডিতগণের  
ব্যবহার শিক্ষা করিয়া ইতরগণও কালে হর্ষ ও  
শোক পরিত্যাগ করিতে পারে । হে নরশ্রেষ্ঠ !  
ভূমিও এই সকল কথা বুঝিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত  
রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক তপস্তা করিবার জন্ত  
বনে গমন করিতে চেষ্টা কর । অতএব এক্ষণে  
গমন কর এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমার এই  
বাক্য নিবেদনপূর্বক পরমঃ স্বাহাতে ভ্রাতৃগণের

সহিত বনে যাইতে পার, তাহা সম্পাদন করিও  
পরশর কহিলেন, ব্যাস কর্তৃক এই প্রকারে  
উক্ত হইয়া অর্জুন ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত  
মিলনান্তে তাঁহাদিগকে, যাহা দেখিয়াছিলেন ও  
শুনিয়াছিলেন, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন ।  
অনন্তর তাঁহারা অর্জুন-মুখ হইতে ব্যাসোক্ত  
বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরীক্ষিতক রাজ্যে অভিব্যেক  
করত সকলেই বনে গমন করিলেন । হে  
মৈত্রেয় ! যত্ববশে জনগ্রহণ পূর্বক বাহুদেব  
বাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট  
সবিস্তারে কহিলাম । ৮৩—৯৩ ।

পঞ্চমাংশে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ।

পঞ্চমাংশ সমাপ্ত !

# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

অষ্টাংশঃ ।

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

ব্যাখ্যাতা ভবত। সর্গবংশমবস্তরস্থিতিঃ ।  
বংশানুচরিতকৈব বিস্তারেন মহামুনে ॥ ১  
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ততো যথাবত্পসংহতিম্ ।  
মহাপ্রলয়সংস্থানং কল্পান্তে চ মহামুনে ॥ ২

মৈত্রেয় উবাচ ।

মৈত্রেয়ঃ প্রয়াতং মন্তো যথাবত্পসংহতিঃ ।  
কল্পান্তে প্রাকৃতে চৈব প্রলয়ো জায়তে যথ ॥ ৩  
আহোরাত্রঃ পিতৃণাঞ্চ মাসোহক্সিত্রিবিধৌকসাম্ ।  
চতুর্যুগসহস্রে তু ব্রহ্মণো ধ্বংসোহস্তম ॥ ৪

প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! হৃষ্টি, বংশ ও মবস্তরের স্থিতি এবং বংশানুচরিত আপনি বিস্তার-পূর্বক কীর্তন করিলেন। এক্ষণে প্রলয় কালে যে প্রকারে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! কল্পান্তকালে এবং প্রাকৃত প্রলয়ে যেখানে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং প্রলয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিব্যরাত্রি, মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিব্যরাত্রি হয়, এবং চতুর্বিধ যুগের

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিঞ্চৈব চতুর্যুগম্ ।

দিবৌর্বর্ধসহস্রৈস্ত তৎ দ্বাদশভিরুচ্যতে ॥

চতুর্যুগাশ্চশেষাণি সন্মুখানি স্বরূপতঃ ।

আদ্যং কৃতযুগং মুক্তা মৈত্রেয়াস্তে তথা কলিম্ ॥ ৬

আদ্যো কৃতযুগে সর্গো ব্রহ্মণা ক্রিয়তে যতঃ ।

ক্রিয়তে চোপসংহারস্তথাস্তে চ কলৌ যুগে ॥ ৭

মৈত্রেয় উবাচ ।

কলেঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাধিকুমহসি ।

ধর্ম্যতুপ্পাস্তগবন্ যমিন্ বিপ্রবমুচ্ছতি ॥ ৮

পরাশর উবাচ ।

কলেঃ স্বরূপং মৈত্রেয় যন্তবান্ প্রষ্টুমিচ্ছতি ।

আট-হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিব্যরাত্রি হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকার

যুগ, দেবগণের বারহাজার বৎসরে মনুষ্যগণের

এই চারি যুগ পর্য্যবসিত হয়। হে মৈত্রেয়!

হৃষ্টির প্রথম প্রবৃত্ত সত্যযুগ ও সকলের শেষ

কলিযুগ ব্যতীত অনন্ত-যুগ সমূহের এক প্রকারই

স্বরূপ। যেহেতু প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের

সৃষ্টি করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি

উপসংহার করিয়া থাকেন। মৈত্রেয় কহিলেন,

হে ভগবন্! কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তার

পূর্বক কীর্তন করুন, যে কলিকালে চতুর্যুগ

ধর্ম্য বিলুপ্ত প্রায় হইবে। পরাশর কহিলেন,—

হে মৈত্রেয়! কলিকালের স্বরূপ বার্ষী আমা

তন্নিবোধ সমাসম্ম বর্ততে যন্থামুনে ॥ ১  
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রযুক্তি কলৌ নৃণাম্ ।  
ন সামান্যগুণজুর্বেদধিনির্দোষত্বকো ॥ ১০  
বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্যা ন শিষ্যগুরুসংস্থিতিঃ ।  
ন দাম্পত্যক্রেমো নৈব বহ্নিদৈবাত্মকঃ ক্রেমঃ ॥ ১১  
যত্র তত্র কুলে জাতো বলী সর্বেষধরঃ কলৌ ।  
সর্বোভ্য এতৎ বর্ণোভ্যো যোগ্যঃ কন্তাবরোধনে ॥ ১২  
যেন কেনৈব যোগেন দ্বিজাতিদৌক্ষিতঃ কলৌ ।  
যেব সৈব চ মৈত্রেয় প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ ॥ ১৩  
সর্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যন্ত যদচনং দ্বিজ ।  
দেবতাঃ কলৌ সর্বাঃ সর্বাঃ সর্বাশ্চ চাত্রমঃ ॥ ১৪  
উপবাসস্তথায়াসো বিতোংসর্গস্তথা কলৌ ।  
বর্থা যথাভিরুচিতৈরনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৫

বিস্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনাত্মদঃ কলৌ  
স্ত্রীণাং রূপমদৈশ্চ বৈ কেশৈরেব ভবিষ্যতি ॥ ১৬  
সুবর্ণমধিরত্নার্থো বস্ত্রে চাপি ক্রয়ং গতে ।  
কলৌ স্ত্রিয়ৌ ভবিষ্যতি তদা কেশৈরলঙ্কিতাঃ ॥ ১৭  
পরিভ্রাঙ্কতি ভর্তারং বিস্তহীনং তথা স্ত্রিয়ঃ ।  
ভর্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিস্তবানেব যোষিতাম্ ॥ ১৮  
যো যো দদাতি বহলং স স স্বামী তদা নৃণাম্ ।  
স্বামিভূতঃ সন্থকো ভাবী নাভিজনস্তদা ॥ ১৯  
গৃহাত্মা দ্রব্যসংখ্যাতা দ্রব্যাতা চ তথা মতিঃ ।  
অর্থশ্চৈকোপভোগাতা ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ২০  
স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যতি শৈথিল্যা ললিতস্পৃহাঃ ।  
অগ্নায়্যাপ্তবিস্তেয় পুরুষাশ্চ স্পৃহালবঃ ॥ ২১  
অভার্থিতোহপি মুহূদা স্বার্থহানিং ন মানবঃ ।

জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা সম্যক রূপে শ্রবণ  
কর । কলিকালে মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রমের  
আচারানুরূপ প্রযুক্তি সকল বিলুপ্ত হইবে এবং  
ঐ সকল প্রযুক্তি দ্বারা সাম, ঋক বা যজুর্বেদ  
বিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না ।  
১—১০ । কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে  
না ; গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে ;  
গমী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত  
হইবে এবং হোমাদিক্রিয়া ও দেবতাপূজা লোপ  
পাইবে । কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন  
হইয়াও বলবান ব্যক্তি সকলের প্রভু এবং সকল  
বর্ণ হইতেই কন্তা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র  
হইবে । দ্বিজাতিগণ নিষিদ্ধ-উপায়ানুষ্ঠান দ্বারাও  
আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে  
এবং পাপাশ্রয়গণ কেবল লোকসমূহকে সন্তুষ্ট  
রাখিবার জন্ত যেমন ভেমন ভাবে প্রায়শ্চিত্তের  
অনুষ্ঠান করিবে । হে মৈত্রেয় ! কলিকালে  
যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র  
বলিয়া প্রকাশ করিবে ; আপন আপন অতি-  
প্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা  
করিবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে অনুরূপ-  
ভাবে প্রবেশ করিবে । উপবাস, ক্রেশসাধ্য  
ব্রত ও বিদ্যোৎসর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মের, যাহার বৈরূপ  
অভিরূচি, সে সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে ।

কলিকালে মনুষ্যগণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধি-  
কারী হইয়াই অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবে এবং  
স্ত্রীগণ কেবল কেশ দ্বারা আপনাদিগকে সুন্দরী  
মনে করিবে । সেই সময়ে স্ত্রীগণ সুবর্ণ, মণি,  
রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল  
কেশের পাকিপাট দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত  
করিবে এবং ধনহীন পতিকে পরিভ্রাঙ্কিত করিবে ।  
কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান্, সেই স্ত্রীগণের  
ভর্তা হইবে । মনুষ্য মধ্যে যে যাহাকে বহল  
পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে সেই ব্যক্তিকেই  
তাহার প্রভু হইবে ; প্রভুতা বিষয়ে সংকুলোৎ-  
পন্ন শিষ্টসমূহের কোন সমাদর থাকিবে না ।  
মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্ত ব্যয় না করিয়া কেবল  
গৃহাদি নির্যাসেই অর্থসমূহের ক্রয় করিবে ;  
মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া,  
কেবল, অর্থ-উপার্জননের চিন্তাতেই নিরন্তর  
নিমগ্ন থাকিবে এবং মনুষ্যেরা অর্থ দ্বারা  
অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই,  
কেবল আপনাদের ভোগের জন্ত সমস্ত অর্থ  
অপব্যয় করিবে । ১১—২০ । কলিকালে স্ত্রীগণ  
নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী  
হইবে এবং পুরুষগণ অগ্নায়্য দ্বারা অর্থ  
উপার্জন করিতে অতিলাষী হইবে । মনুষ্যগণ  
মুহূদগণের প্রার্থনায়ও নিজের অনুমাত্র স্বার্থ

পৰ্য্যাক্ষাৰ্দ্ধমাত্রৈহপি করিষ্যতি তদা বিজ ॥ ২২  
 সমানং পৌরুষকেতে ভাবি বিপ্রযু বৈ কলৌ ।  
 কীরপ্রদানমবন্ধি ভাবি গোযু চ গৌরবম্ ॥ ২৩  
 অনারুণিভয়প্রায়ঃ প্রজ্ঞাঃ ক্ষুদ্রয়কাতরাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি তদ সৰ্বা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৪  
 কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ ।  
 আশ্বানং পাতয়িষ্যন্তি তদা বৃষ্ট্যাদিদৃগ্ধিতাঃ ॥ ২৫  
 তুর্ভিক্ষমেব সততং তদা ক্লেশমনীগ্রবাঃ ।  
 প্রাপ্তস্ততি ব্যাহতদুঃখ-প্রমোদা মানবাঃ কলৌ ॥ ২৬  
 অগ্নানভোজিনো নাগিদেবতার্তিথিপূজনম্ ।  
 করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ প্রিতোদকক্রিয়াম্ ॥  
 লোপুপা হ্রস্বদেহঃ বহ্নয়াদিনতং পরাঃ ।  
 বহুপ্রজ্ঞানভাগ্যাং চ ভবিষ্যন্তি কলৌ শ্রিয়ঃ ॥ ২৮  
 উভাতামেব পানিত্যাং শিরঃ কুণ্ডলং শ্রিয়ঃ ।  
 কুর্ক্বন্তো গুরুতত্বমাঞ্জাং ভেদ্যন্তানাদৃতাঃ ॥ ২৯  
 অপোষণপরাঃ ক্ষুদ্রা দেহসংস্কারবর্জিতাঃ ।

পরিচয় করিবে না। “ব্রাহ্মণের সহিত  
 আমাদিগের কোন বিশেষই নাই” শূদ্রেরা  
 ইহাই ভাবিবে এবং “গাভীগণ, দুগ্ধ দেয় বাল-  
 লাই আমাদের প্রতিপাল্য” —সকলে এইরূপ  
 ভাবিবে। প্রজাসমূহ অনারুণি নিবন্ধন ক্ষুধায়  
 কাতর হইয়া এক দৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ  
 করিবে। সেই সময়ে মনুষ্যগণ অনারুণিতে  
 দুঃখিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার  
 করিয়া তাপসের তায় ক্লেশ সহ্য করিবে। সেই  
 সময়ে মানবগণ ধনহীন এবং সুখ-হর্ষরহিত  
 হইয়া নিরন্তর কেবল তুর্ভিক্ষরূপ দুঃখ ভোগ  
 করিবে। কলিকালে মানবগণ স্নান না করিয়া  
 ভোজন করিবে; অগ্নি, দেবতা ও অতিথির  
 পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদি দ্বারা  
 পিতৃগণকে পরিহৃত করিতে যত্ন করিবে না।  
 “সকলেই নিতান্ত লোভী হইবে, দেহ সফল  
 ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, স্ত্রীগণ বহু ভোজন-  
 শীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর  
 সন্ততি হইবে ও সকলেই ভাগ্যহীন হইবে।  
 স্ত্রীগণ উত্তর হস্ত দ্বারা মস্তক কণ্ডল করিতে  
 করিতে অনায়াসে বামীর আজ্ঞা অকলঙ্ক

পরাধৃতভাষিণো ভবিষ্যন্তি কলৌ শ্রিয়ঃ ॥ ৩০  
 দুঃশীলা দুঃশীলেযু কুর্ক্বন্ত্যঃ সততং স্পৃহাম্ ।  
 অসদবৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেব কুলানসাঃ ॥ ৩১  
 বেদাদানং করিষ্যন্তি বটবৎ তদাতরাঃ ।  
 গৃহস্থাং চ ন হ্ষেয্যন্তি ন দাশস্ব্যচিতিতত্ত্বপি ॥ ৩২  
 বনবাসা ভবিষ্যন্তি গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ ।  
 ভিক্ষবৎচাপি মিত্রাদিষ্ণেহসম্বন্ধযন্ত্রিণাঃ ॥ ৩৩  
 অরক্ষিতারে হর্ভারঃ গুরুব্যামেন পার্থিবাঃ ।  
 হারিণো জনবিতানং সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥  
 যো যোহশ্বরথনাগাঢ়াঃ স স রাজা ভবিষ্যতি ;  
 যৎ যৎচাবলঃ সর্বঃ স স ভূতাঃ কলৌ যুগে ॥ ৩৪  
 বৈশ্যাঃ কৃষিবণিজ্যাদি সংত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ ।  
 শূদ্রবৃত্তা প্রবন্তস্তি কারকর্ষোপজীবিনঃ ॥ ৩৫  
 ভৈক্ষ্যব্রতাস্তথা শূদ্রা প্রব্রজ্যানিধিনোহধমাঃ  
 পাষ গুপ্তপ্রয়াং বৃন্তিমাশ্রিয়াস্ত্যাসংস্কৃতাঃ ॥ ৩৬

করিবে; ক্ষুদ্রাশয় হইয়া নিজের দেহপোষণে  
 ব্যস্ত থাকিবে, শরীরাদির বিশেষ মংস্কার করিবে  
 না; নিরন্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ  
 করিবে। ২১—৩০। কুলস্ট্রীগণ দুঃশীল  
 হইবে এবং অসদবৃত্ত পুরুষসমূহে স্পৃহাবত  
 হইয়া নিরন্তর অসদাচারে রত থাকিবে  
 আচারহীন অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণপূর্বক  
 ব্রাহ্মণজনগণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং পুণ্ড-  
 রীক হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও  
 প্রদান করিবে না। বনবাসী ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য  
 আহারের পরিগ্রহে রত হইয়া মিত্রাদির সহিত  
 স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইবে। কলিযুগে রাজগণ  
 প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্বক প্রজা-  
 বিত্ত হরণ করিবে। যাহার যাহার অশ্ব, রথ  
 হস্তী থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে  
 যে যে ব্যক্তি হীনবল হইবে, তাহার দাসত্বভার  
 বহন করিবে। বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি  
 স্বীয় কর্তব্যকর্ম্ম পরিচাল্য করিয়া শূদ্রবৃত্তি  
 শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ  
 করিবে এবং অধম শূদ্রজাতি তাপসের বেশ  
 ধারণপূর্বক ভিক্ষারূপে ব্রতী হইবে। ষোড়শ  
 গণ সংস্কারবর্জিত হইয়া, পাণ্ডু-সমপ্রতি বৃদ্ধি

নর্ভিক্করপীড়িত্তিরতীবোপহতা জনাঃ ।  
গবেধুকদমাদ্যান দেশান্ যাতিস্তি হংধিতাঃ ॥৩৮  
বেদমার্গে প্রলিন্বেচ পাষণ্ডাত্তে তত্বে জনে ।  
অধশ্চরুত্বা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৯  
অশান্ত্রবিহিতং ক্ষেত্রং তপ্যামানেশু কৈতপঃ ।  
নরেশু নৃপদায়েণ বালমুত্যাভবিষ্যতি ॥ ৪০  
ভবিত্রা ধোষিতাং স্তুতিঃ পশু যচ্চ সপ্তবার্ষিকী ।  
নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥ ৪১  
পলিতোত্তবচ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ ।  
নাতি জীবতি তৈব কশিঞ্চ কলৌ বর্ষাণি বিংশতিম্ ॥  
অন্নপ্রজ্ঞা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ ।  
ষতস্ততো বিনশ্যন্তি কালেনোজেন মানবাঃ ॥ ৪৩  
যদা যদা হি পশু ওরুদ্ধির্মৈত্রেয় লক্ষ্যতে ।  
তদা তদা কলৌরুদ্ধিরনুমেষা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৪

সমুদ্রকে অনলদমন করিবে । লোকসমূহ নর্ভিক্ক,  
রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিভান্ত পীড়িত হইয়া  
গবেধুক দমন প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ  
করিবে । তাহার পর বেদিক ক্রিয়াবলাপ  
বিল্প হওয়ায় লোক-সমুহ পামগুপ্রায় হইলে  
ক্রমশঃ অধশ্চরু বুদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমায়ু  
অল্প হইয়া আসিবে । সেই সময়ে তাপিত  
মনুষ্যগণ অশান্ত্র-বিহিত তপস্তা করিবে ;  
তাহাতেও অধাশ্রিক রাজার দোষে লোক-মধ্যে  
অকালমৃত্যু আরম্ভ হইবে । ৩১—৪০ ।  
কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষ-বয়স্ক  
পুরুষ-সহবাসেই পশু, যষ্ঠ এবং ক্ষুদ্রম-বর্ষীয়া  
বালিকারাই সন্তান প্রসব করিবে । সেই  
সময়ে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়া  
পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক কেহই  
জীবিত থাকিবে না । কলিকালে লোকসমূহের  
প্রজ্ঞা অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্দ্রিয়-  
প্রবৃত্তি অতিশয় কুসিত ও অন্তঃকরণ অতি  
অপবিত্র হইবে এবং তাহারা অন্নকালোই বিনাশ  
প্রাপ্ত হইবে । হে মৈত্রেয় ! যে সময়ে  
পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বুদ্ধি পরিলক্ষিত  
হইবে, সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির  
অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান

যদা যদা সত্যং হানির্বৈদমার্গানুসারিণাম্ ।  
প্রারম্ভাচ্চাবসীদন্তি যদা ধর্মভূতাং নৃণাম্ ।  
তদানুমেষং প্রাধাত্যং কলৌমৈত্রেয় পণ্ডিতৈঃ ॥৪৫  
যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ।  
ইচ্ছাতে পুরুষৈর্বেদৈস্তদা ক্ষেত্রং কলৌর্কলম্ ॥৪৬  
ন প্রীতির্বেদবাদেশু পাষণ্ডেশু যদা রতিঃ ।  
কলিরুদ্ধিস্তদা প্রাক্ষেত্রনুমেষা দ্বিজোত্তম ॥ ৪৭  
কলৌ জগৎপতিং বিংশ সর্গশ্রষ্টারমীশ্বরম্  
নার্চয়িষ্যন্তি মৈত্রেয় পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥ ৪৮  
কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্বেদৈঃ কিং শৌচে বান্ধবজরান্  
ইত্যেবং বিপ্র বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥৪৯  
সত্যানুরূপীঃ পর্জন্তাঃ শতং পলয়ন্ত তথা ।  
কলং তথাকালমকং বিপ্র প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥ ৫০

করিবেন । হে মৈত্রেয় যখন বেদ-মার্গানু-  
সারী সম্প্রকরণের হানি পরিলক্ষিত হইবে  
ও ধার্মিকগণের কল্যাণ সমুদয় অবসন্ন  
হইয় আসিবে সেই সময়ে পণ্ডিতগণ কলিব  
প্রাধাত্য অনুমান করিবেন । যে সময়ে পুরুষগণ  
সমস্ত যক্ষের অধীশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান  
নারায়ণকে অশ্রয় যক্ষ দ্বারা পূজা করিবে না  
সেই কালে কলি অত্যন্ত বলবান হইয়াছে  
ইহাই জানিবে । যে সময়ে মনুষ্যগণের বেদ-  
বাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ডগণের  
উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাক্ত  
ব্যক্তিগণ কলির বুদ্ধি অনুমান করিবেন । হে  
মৈত্রেয় ! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের  
উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের স্রষ্টা জগৎ-  
পতি পরমেশ্বর বিধিকে অর্চনা করিবে না ।  
পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ  
“বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রাহ্মণগণের কি  
ক্ষমতা আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন,  
জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয়” ইত্যাদি  
নানাপ্রকার প্রশ্নাপবাক্য বলিবে । ৪১—৪৯ ।  
হে দ্বিজ ! কলিকালে মেঘসমূহে অতি অল্পমাত্র  
জল থাকিবে, কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প  
পরিমাণেই বৃষ্টি হইবে, শতসমূহ অতি অল্প কল  
প্রসব করিবে এবং কলসমূহে অতি অল্প পরি-

শাপপ্রাপ্যশি বস্ত্রাশি শমীপ্রায় মহীকৃতাঃ ।  
 শূদ্রপ্রায়স্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৫১  
 অনুপ্রায়শি ধাত্তানি অজাপ্রায়ং তথা পরঃ ।  
 ভবিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে উবীরকানুলেপনম্ ॥ ৫২  
 গন্ধবস্তুরভূষিষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ ।  
 শালাদ্যা হারিভাষ্যাশ্চ সূহৃদো মুনিসত্তম ॥ ৫৩  
 কস্ত্র মাতা পিতা কস্ত্র যদা কস্ত্রাশ্রকঃ পুমান্ ।  
 ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ ॥ ৫৪  
 বাজ্ঞন্যকারিকৈর্দৌষৈরভিভূতাঃ পুনঃ পুনঃ ।  
 নরাঃ পাপাত্তনুদিনং করিষ্যন্ত্যজ্ঞমেধসাঃ ॥ ৫৫  
 নিঃসন্তানামশৌচানাং নিশ্চীকাণাং তথা নৃণাম্ ।  
 যদ্বদন্তুঃখায় তং সর্বং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥ ৫৬  
 নিঃসাপ্যায়বষট্কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জিতে ।  
 তথা প্রবিরলো বিপ্র কচিল্লোকো নিবংসতি ॥ ৫৭

মাগেই সার থাকিবে । কলিকালে সমস্ত বস্ত্রই  
 প্রায় শণের স্ত্রুত দ্বারা নিষ্প্রতি হইবে, সকল  
 বস্ত্রই প্রায় শমীরক্ষের তুল্য হইবে এবং সমস্ত  
 বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে । ধাত্তাসমূহ  
 ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, প্রেক্ষসকল ছানী  
 পরিমাণে দ্রুত দিবে এবং উল্লীরই ( খদ্বস )  
 মনুষ্যগণের অনুলেপন হইবে । কলিকালে  
 শ্বশুর ও শাশুড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু  
 হইবে এবং শালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয়  
 সুন্দরী, তাহারাও বন্ধ হইবে । মনুষ্যগণ শ্বশু-  
 রের অনুগত হইয়া, “কাহার মাতা, কাহার  
 পিতা ; সকলেই আপন কন্ধানুসারে সৃষ্ট হই-  
 যাচ্ছে” এই কথা বলিবে । অঙ্গবৃদ্ধি মনুষ্যগণ  
 বাকা, মন এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভি-  
 ভূত হইয়া পুনঃপুনঃ পাপেরই অচ্যুতান করিবে ।  
 সন্তান, অশুচি এবং শ্রীভ্রষ্ট মনুষ্যগণের লোহা  
 যুহা চুপথের সে সমস্ত কলিকালে হইবে ।  
 সাধ্যায় ও বষট্কাররহিত এবং স্বধা ও স্বাহা-  
 বিবর্জিত সেই সময়ে লোকসমূহ কীকটাদি  
 কোন স্থানে নিবাস করিবে । কলির এই সমস্ত  
 মহৎ দোষ থাকিলেও একটী পরমগুণ এই যে,  
 সত্যকালে বর্গেব তপস্তা দ্বাবা যে পুণ্য অর্জিত

ত্ভাল্লেনৈব যত্নেন পুণ্যং কল্পমুত্তমম্ ।  
 করোতি যৎ কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি সঃ ॥ ৫৮  
 ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে ঋতৈঃ সংশে  
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ব্যাসচাহ মহাবুদ্ধির্ধনত্রেব হি বস্তনি ।  
 তং শর্যতাং মহাভাগ গদতো মম তত্ত্বতঃ ॥ ১.  
 কশ্মিন কালেহঙ্ককো ধর্মো দদাতি স্ত্রুমহং ফলম্  
 মুনীনামিত্যভূদাদঃ কৈশ্বাসৌ ক্রিয়তে স্ত্রুম্ ॥ ২  
 সন্দেহনির্ণয়ার্থায় বেদব্যাসং মহামুনিম্ ।  
 যযুস্তে সংশয়ং প্রহুঃ মৈত্রেয় মুনিপুঙ্গব ॥ ৩

হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই  
 মনুষ্য তাহা অর্জন করিতে পারে । ৫০—৫৮ ।

বঠাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! মহামতি  
 ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব কহিয়াছেন,  
 তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর । কোন সময়ে  
 মুনিগণের পরম্পর, “কোন কালে ধর্ম স্বল্পমাত্র  
 অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে ?” এই  
 বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল ।  
 হে মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ! তাহারা সকলেই সংশ-  
 য়িত হইয়া সন্দেহভঞ্নের নিমিত্ত মহামুনি  
 ব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই  
 মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে,  
 মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অর্জুনাভ-অবস্থায়  
 পবিত্র জাহ্নবী-সালিলে অবস্থান করিতেছেন ।  
 সুতরাং মহর্ষিগণ তাহার স্নানসমাপ্তি পর্য্যন্ত  
 জাহ্নবীতীরস্থ বক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা  
 করিতে লাগিলেন । পরে আবার পর ব্যাসদেব  
 স্নানান্তর জাহ্নবীজল হইতে উত্থান করিয়া

দৃশ্যন্তে মুনিঃ তত্র জাহ্নবীসঙ্গিলে দ্বিজাঃ ।  
বেদব্যাসং মহাভাগমর্জনাৎ মহামতিম্ ॥ ৪  
স্নানাবসানং ওস্তত্ত্ব প্রতীকৃত্য মহর্ষকঃ ।  
তদুত্তরে মহানদ্যন্তরূপমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫  
মহোৎসব জাহ্নবীজ্যোতীংস্বারাহ সূতো মম ।  
ব্যাসঃ সাধুঃ কলিঃ সাগ্নিত্যেবং শ্রুতান্ততঃ ॥ ৬  
তেষাং মুনীনাং ভূয়ঃ স মাজ্জ স নদীজলে ।  
উখায় সাধু সান্নিধিতি শূদ্র ধত্তোহসি চাত্রবীঃ ॥ ৭  
স নিমগ্নঃ সমুখায় পুনঃপ্রাহ মহামুনিঃ ।  
যোষিতঃ সাধুধত্তান্তান্ততো ধত্ততরোহসি কঃ ॥ ৮  
ততঃ স্নাত্বা ধত্তান্তারমায়ান্তং কৃতসংক্রিয়ম্ ।  
উপতনুর্মহাভাগং মুনয়ন্তে সূতং মম ॥ ৯  
কৃতসংবন্দনাং চাহ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ।  
কিমর্থমাগতা যুয্মিতি সত্যবতীসূতঃ ॥ ১০  
তমুচ্যঃ সংশয়ং প্রপ্ত্ব ভবন্তং বরমাগতঃ ।  
অলং তেনাস্ত তব্রহ্ম কথ্যতামপরং হুয়া  
কলিঃ সান্নিধিতি যং প্রোক্তং শূদ্রঃ সান্নিধিতি যোষিতঃ

মুনিগণকে ঠানাইয়া, “কলিকালই সাধু, কলি-  
কালই সাধু” এই বাক্য বলিয়াছিলেন। পুন-  
রায় নদীজলে অবগাহন নন্তর উখান করিয়া “হে  
শূদ্র! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধত্ত” এই বাক্য  
বলিয়াছিলেন। পরে আবার ব্যাসদেব স্নান  
করিয়া উপানপূর্বক, হে স্ত্রীগণ! তোমরাই  
সাধু, তোমরাই ধত্ত, তোমাদের অধিক ধত্তর  
এ জগতে আর কে আছে?” এই কথা  
বলিয়াছিলেন। তৎপরে যথাবিধি স্নানপূর্বক  
নিতাক্রিয়া সমাপন করিয়া, ব্যাসদেব আশ্রমে  
প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট  
আগমন করিলেন। যথাবিধি অভিনাদনের  
অনন্তর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সত্য-  
বতীসূত ব্যাস তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
হে মহর্ষিগণ! আপনাদিগকে নিমিত্ত আগমন  
করিয়াছেন? ১—১০। মুনিগণ বর্ম্মভেদ, হে  
মহাভাগ! আমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপ-  
স্থিত হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্ত আপ-  
নার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন  
খাছুক, আপনি অন্ত বিষয় আমাদের বলুন।

যদাহ ভগবান্ সাধু ধত্তাশ্চৈতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২  
তং সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামো ন চেদংশং মহামুনে  
তৎকথ্যতাং ততো হুংসং প্রক্ষ্যামস্তাং প্রয়োজনম্  
ইতুক্তো মুনিভির্ব্যাসঃ প্রহস্তেদমথাব্রবীৎ ।  
শরতাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা বহুতং সাধু সান্নিধিতি ॥ ১৪  
বংকতে দশাভির্বর্ষৈস্তোয়ায়ং হায়নেন যং ।  
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তং করৌ ॥ ১৫  
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্ত জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ ।  
প্রাপোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সান্নিধিতি ভাষিতম্ ১৬  
ধ্যায়নী কৃতে যজ্ঞদ্যজ্ঞৈস্তোয়ায়ং দ্বাপরেহর্চয়ন ।  
যদাপোতি তদাপোতি করৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥

আপনি স্নান করিতে করিতে বারংবার বলিলেন  
যে, কলিই সাধু শূদ্রও সাধু এবং স্ত্রীগণও সাধু  
ও অতি ধত্ত। হে মহামুনে! যদি এ বিষয়ের  
তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে কোন  
বাধা না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক  
কীৰ্ত্তন করুন; কারণ এই বিষয় শুনিতে আমা-  
দের সকলের অভিলাষ হইয়াছে। পরে  
আমাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে  
জিজ্ঞাসা করি। মহর্ষি বেদব্যাস, মুনিগণ-  
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্ত  
করিয়া কহিলেন, হে মুনিপ্রবরগণ! আমার মুখ  
হইতে যে ‘কলি সাধু, শূদ্র সাধু’ ইত্যাদি  
বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আমি  
আপনাদিগকে কহিতোছ। শ্রবণ করুন। সত্য-  
যুগে দশ বংসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতা-  
যুগে এক বংসর পরিশ্রম করিয়া এবং  
দ্বাপর যুগে একমাসকাল পরিশ্রম করিয়া  
তপস্তা বা ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদি যে ফল  
হইয়া থাকে; হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনুষ্য  
এক দ্বিবারাত্রির পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ  
করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই কলিকে সাধু  
বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছি। সত্যযুগে বহুক্লে-  
শ সাধু ধ্যানযোগ করিয়া, ত্রেতাযুগে নানাবিধ  
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপরযুগে বহু-  
তর অর্চনাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে  
কেবল ইক্লিম সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়াই মনুষ্য সেই



বশ্যোঃ কৰ্মমতীবাচ প্রাপ্যতি পুরুষঃ কলৌ ।  
 অন্নায়সেন ধৰ্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টৌহম্যহং কলো ॥১৮  
 ব্রতচৰ্যাপটৈরগ্রাহো দেবঃ পূৰ্বং দ্বিজাতিভিঃ ।  
 ততঃ স্বধৰ্মসম্প্রাপ্তৈৰ্ঘটব্যং বিধিনামধরৈঃ - -  
 বুধা কথা বুধা ভোজ্যং বুধেজা চ দ্বিজমশাম্ ।  
 পতনায় তথা ভাব্যং তৈত্বসংঘমিভিঃ সদা ॥ ২০  
 অসম্যাকরণে দোষস্তেবাং সৰ্বেষু কৰ্মসু ।  
 ভোজ্যপেয়াদিকৈৰ্যং নেচ্ছাপ্রাপ্তিকং দ্বিজাঃ ॥  
 পারতন্ত্র্যং সমস্তেষু তেবাং কার্যেষু বৈ ততঃ ।  
 জয়ন্তি তে নিজান্ লোকান্ ক্লেশেন মহতাদ্বিজাঃ ॥  
 দ্বিজশুশ্রূষয়ৈবৈষ পাকমজ্জাবিকারবান ।  
 নিজান্ জয়ন্তি বৈ লোকান্ শূদ্রো ধত্তব্রন্ততঃ ॥২৩

ফল লাভ করিতে পারে। কলিযুগে মনুষ্য অতি  
 অন্নমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধৰ্ম  
 অর্জন করিতে পারে, হে ধৰ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ!  
 আমি এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে  
 সাধু কীৰ্ত্তন করিয়াছি। দ্বিজাভিগণ রীতিমত  
 ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বনপূর্বক বেদাধ্যয়নে অধি-  
 কারী হইয়া থাকেন, তারপর রীতিমত বেদা-  
 ধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম পরিপালনের  
 জন্ত যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে  
 হয় এবং তাঁহারা অসংখ্য হইয়া যদি বুধা কথা  
 কিংবা বুধা ভোজ্য অথবা বুধা যজ্ঞাদিতে কাল-  
 ক্ষেপ করেন, তাহা হইলে স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত  
 হইয়া থাকেন। ১১—২০। যে কোন কর্তব্য  
 কর্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে, তাঁহারা  
 পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ  
 ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে  
 পারেন না; সমস্ত কার্যেই তাঁহাদিগকে পরা-  
 বীনের শ্রায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে  
 হয়। ইহাতেও বহুতর ক্রেশ স্বীকার করিয়া,  
 বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পারিলে, তবে  
 তাঁহারা পরকালে সদগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।  
 কিন্তু কেবল দ্বিজাভিগণের সেবা দ্বারাই শূদ্র,  
 পাক-যজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও  
 অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে,  
 এইজন্যই শূদ্রজাতিকে ধত্তবাদ প্রদান করি-

ভক্ষ্যভক্ষ্যসু নাত্তান্তি পেয়পেয়েষু বৈ বতঃ ।  
 নিয়মো মুনিশাচ্চ লাস্তেনাসৌ সাধিত্যতিরতম্ ॥২৪  
 স্বধর্মশ্রাবিরোধেন নষ্টৈর্গন্ধং ধনং সদা ।  
 প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ২৫  
 তত্ত্বার্জনে মহাক্লেশঃ পালনে চ দ্বিজোত্তমাঃ ।  
 তথা সধ্বিনিয়োগায় বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্ ॥ ২৬  
 এভিরস্ত্রেস্তথাক্লেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসন্তমাঃ ।  
 নিজানজয়ন্তি বৈ লোকান্ প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাং  
 যোযিৎ শুশ্রূষণং ভর্তৃঃ কৰ্মণা মনসা গিরা ।  
 কুর্কসীতসমবাপ্রাতিতং সালোক্যং যতোদ্বিজাঃ ॥২৮  
 নাভিক্লেশেন মহতা তানেষ পুরুষে যথা।  
 ততীয়ং ব্যাজ্যতং তেন ময়া সাধ্বিভিঃ যোযিতঃ ॥২৯  
 এতদ্বাঃ কথিতং বিশ্রা যন্নিমিত্তমগণতঃ ।

তং পৃচ্ছধ্বং যথাক্রমাং সৰ্বং বক্ষ্যামি বান্দুটম্ ॥  
 রাছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু ইহাদের  
 ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে  
 কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহারা তজ্জন্ত  
 কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না;  
 এইজন্যই ইহাকে সাধু বলিয়াও কীৰ্ত্তন করি-  
 য়াছি। পুরুষগণ স্বধর্মের অবিরোধে সর্বদা  
 ধন উপার্জন করিবে এবং তাহা সংপাত্রে  
 অর্পণ করিবে ও তাহা দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞের  
 অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। - হে  
 দ্বিজসন্তগণ! সেই অর্থের উপার্জন, ত্রাহার  
 রক্ষা ও তাহা সংপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষ-  
 গণকে মহাক্লেশ পাইতে হয়। এই সমস্ত ও  
 অজ্ঞাত রহবিধ ক্রেশ সহ করিয়া গায় ধর্ম ব্রহ্ম।  
 করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজা-  
 পত্যাদি লোকসমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া  
 থাকেন। কিন্তু হে দ্বিজগণ! ত্রীলোকেরা  
 কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনা-  
 ক্রেশে সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে;  
 এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে  
 ত্রীগণ “সাধু”, এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন।  
 হে বিপ্রগণ! এই ও আপনাদের নিকট সমস্ত  
 প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনারা যে জন্ত  
 আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহা  
 জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশদরূপে সে সমস্তের

পরশর উবাচ ।

‘তত্ত্বম্ নুনয়ঃ প্রোচুঃ প্রষ্টব্যং মহামুনে ।  
অন্তশ্মিন্বেব তং পৃষ্টে যথাবিৎ কথিতং ত্বয়’ ॥ ৩১  
ততঃ প্রহস্ত তান্ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।  
বিশ্ময়োঃ কুল্লনয়নস্তাপসাংস্তানুপাগতান ॥ ৩২  
ময়েষ ভবতাং প্রশ্নো জ্ঞাতো দিব্যেন চক্ষুযা ।  
ততো হি বৃঃ প্রসঙ্গেন সাংসারিকিতি ভাবিতম্ ॥ ৩৩  
সন্মেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্মাঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ ।  
নরৈরাশ্বগুণান্তাতিঃ কালিতখিলকিস্মিণে ॥ ৩৪  
শৃষ্টে দ্বিজভক্ত্যভ্যাসং পরমুনিমন্তমাঃ ।  
তথা স্ত্রীভিরন্যাসাং পতিভক্ত্যভ্যাসৈব হি ॥ ৩৫  
ততস্তত্ত্বমপোভ্যসম ধাততমং মতম্ ।  
ধর্ম্মসংসাধনে ক্রেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাদিদৃ ॥ ৩৬  
ভবতিযদভিপ্রেতং তদেতং কথিতং ময়া’ ।

উত্তর প্রদান করিতেছি । ২১—৩০ : পরশর  
কহিলেন,—তার পর সেই মহর্ষিগণ কহিলেন,  
হে মহামুনে ! আমরা বাহা জিজ্ঞাসা করিতে  
আসিয়াছি, আপনি অন্ত বিষয়ের কথা-প্রসঙ্গে  
আমাদের সেই বিষয়েরই সম্যক্রূপে উত্তর  
প্রদান করিয়াছেন । তৎপরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন  
কিঞ্চিৎ হস্ত করিয়া, বিশ্ময়োঃ কুল্লনোচন, সমা-  
গত ভাগসগণকে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ !  
আমি দিব্যজ্ঞান-বলে আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত  
বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া  
“কলি সাধু, শূদ্র সাধু”, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ  
করিয়াছিলাম । কলিকালে মানবগণ সদ্বৃষ্টি  
অবলম্বন দ্বারা নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত  
হইয়া অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম্ম অর্জন  
করিতে পারে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! শূদ্রগণও  
অক্লেশেই কেবল দ্বিজগণের সেবা দ্বারাই এবং  
স্ত্রীলোকেরা অশাশ্বত্রে কেবল পতিভক্ত্য দ্বারাই  
বহুতর ধর্ম্ম অর্জন করিতে সমর্থ হয় । এই  
নিমিত্তই এই ভিন জনকেই আমি ধাততম  
বলিয়া কীর্জন করিয়াছি । দেখুন, সত্য প্রভৃতি  
বৃগসমূহে ধর্ম্ম অর্জন করিতে হইলে, কেবল  
দ্বিজভক্তগণকেই বিশেষ ক্রেশ সহ করিতে হইয়া  
থাকে, হে দ্বিজগণ ! আপনাদিজিজ্ঞাসা করি-

অপূর্ত্তেনাগি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কিমন্তং কথ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৩৭  
ততঃ সম্পূজ্য তে ব্যাসং প্রশস্ত চ পুনঃপুনঃ ।  
যথাগতং দ্বিজা অমুখ্যাসোক্তিকতসংশয়াঃ ॥ ৩৮  
ভবতেহপি মহাভাগ বহুত্রয়ং কথিতং ময়া ।  
অত্যন্তদৃষ্টম্ কলেররম্মেকো মহানু গুণঃ ।  
কীর্জনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেন ॥ ৩৯  
যচ্চাহং ভবতা পৃষ্টো জগতামুপসংহৃত্তিম্ ।  
প্রাকৃতামান্তরালক্য তামপেষম বদামি তে ॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যষ্টোঃশে  
দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

সর্বকথামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতীসককঃ ।  
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্তিকো মতঃ ॥ ১  
বার পূর্বেই অষ্ট হইয়াও আমি আপনাদের  
অভিপ্রেত বিষয় কীর্জন করিলাম, এক্ষণে আর  
কি কহিব, তাহা বলুন । তারপর সেই মহা-  
গণ মহামতি, ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবি-  
পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া, ব্যাসের বাক্যে  
সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয় অপনোদন  
করিয়া, যে স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন,  
তথায় প্রস্থান করিলেন । হে মৈত্রেয় ! অত্যন্ত  
দৃষ্ট কলির এই একটা মহদগুণ যে, এই কালে  
মনুষ্যগণ কেবল হরিনাম সঙ্কীর্জন করিলেই  
পরমপদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এক্ষণে  
জগতের উপসংহার এবং প্রাকৃত ও ত্রাকার  
দৈনিক প্রলয় বিষয়ে তুমি বাহা আমাকে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি,  
শ্রবণ কর । ৩১—৪০ .

ষষ্ঠাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! নৈমিত্তিক  
আত্মিক ও প্রাকৃতিক জেদে ছুতসমূহের

ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তেবাং কলান্তে প্রতिसকরঃ ।

আত্যন্তিকঞ্চ মোক্ষাখ্যঃ প্রাকৃতো দ্বিপরাঙ্কিকঃ ॥ ২

মৈত্রেয় উবাচ ।

পরাক্ষসংখ্যাং ভগবন্ ময়াচক্ষু যয়া তু সঃ ।

দ্বিগুণীকৃতয়া জ্ঞেয়ঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসকরঃ ॥ ৩

পরশর উবাচ ।

স্থানাং স্থানং দশগুণমেকশ্যাদগণ্যতে দ্বিজ ।

ততোহষ্টাদশমে স্থানে পরাক্ষমভিধীয়তে ॥ ৪

পরাক্ষঃ দ্বিগুণং যতু প্রাকৃতঃ প্রলয়ো দ্বিজ ।

তদাব্যক্তেহধিলং ব্যক্তং স্বহেতৌ লয়মেতি বে ॥ ৫

নিম্নেবো মাহুরো যোহয়ং মাত্রামাত্রপ্রমাণতঃ ।

তৈঃ পঞ্চদশার্তিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশংকাষ্ঠাস্তথা কলা ॥ ৬

নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ ।

উমানেনান্তসঃ সা তু পলাতক্ষত্রয়োদশ ॥ ৭

হেমমাবৈঃ কৃতচ্ছিদ্ৰচতুর্ভিঃ চতুরমূলৈঃ ।

প্রলয় তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে।

কলান্তে যে প্রলয় ব্রাহ্ম নামে কথিত হইয়া

থাকে, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়; মোক্ষ-

রূপ যে প্রলয়, তাহার নাম আত্যন্তিক এবং

দ্বিপরাঙ্কিক যে প্রলয়, তাহাই প্রাকৃত বলিয়া

অভিহিত হইয়া থাকে। মৈত্রেয় কহিলেন,—

হে ভগবন্! যাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কালে

প্রাকৃত প্রলয় হয় বলিয়া কীর্তন করিলেন, সেই

পরাক্ষ সংখ্যা আমাকে বলুন। পরশর কহি-

লেন—হে দ্বিজ! এক হইতে ক্রমশঃ দশগুণ

করিয়া গণনা করিলে অষ্টাদশ স্থানেতে পরাক্ষ

সংখ্যা গণিত হইয়া থাকে। কোটি কোটি

সহস্র কল্প স্বরূপ সেই পরাক্ষক দ্বিগুণ করিলে

ষতকাল হয়, সেই পরিমিত কালে প্রাকৃত

প্রলয় হইয়া থাকে; সেই সময় অধিল ব্যক্ত-

পদার্থ স্থায়ী কারণ অব্যক্তে লয় পাইয়া থাকে।

মাত্রামাত্র পরিমাণে মনুষ্যগণের যে নিমেষ

কথিত হইয়াছে, তাহার পঞ্চদশ নিমেষে এক

কাষ্ঠাপরিমিত কাল হয় এবং সেই ত্রিশ কাষ্ঠায়

এক কলা পরিমিত কাল গণিত হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ কলাতে এক নাড়িকা হইয়া থাকে,

অনের উমান দ্বারা তাহার গণন হয়। সাক্ষ-

মাপধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৮

নাড়িকাভ্যামথ ষাভ্যাং মুহূর্ত্তো দ্বিজসত্তম ।

অহোরাত্রং মুহূর্ত্তান্ত ত্রিংশমাসো দিনেসত্তম ॥ ৯

মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষমহোরাত্রস্ত তদ্বিবি ।

ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বর্ষং ষষ্ট্যা চৈবাহুর্দ্বিবি ॥ ১০

তৈস্ত দ্বাদশসাহস্রং চতুর্গুণমুদাহৃতম্ ।

চতুর্গুণসহস্রস্ত কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ১১

স কলোহপ্যত্র মনবশ্চতুর্দশ মহামুনে ।

তদন্তে চৈব মৈত্রেয় ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ ॥ ১২

তস্ত স্বরূপমভ্যুগ্রং মৈত্রেয়ো গদতো যম ।

শৃণু প্রাকৃতং ভূরন্তব বক্ষ্যাম্যহং লয়ম্ ॥ ১৩

চতুর্গুণসহস্রান্তে ক্রীণপ্রায়ে মহীতলে ।

অনার্যষ্টিরতীবোত্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ১৪

দ্বাদশ পল তাম্র-নির্মিত, মগধদেশপ্রসিদ্ধ প্রস্থ

পরিমাণে উচ্চ, চতুর্ঘাষ ও চতুরমূল সুবর্ণ

শলাকা দ্বারা নিম্নে কৃতচ্ছিদ্ৰ একটা পাত্র,

জলের উপর রাখিলে, সেই পাত্রটী পরিপূর্ণ

হইতে ষতকাল লাগে, সেই পরিমিত কালকে

নাড়িকা কহা যায়। হে দ্বিজসত্তম! সেই

চুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে। এই

প্রকার ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিব্যরাত্রি হয় এক

ত্রিশ দিব্যরাত্রিতে এক মাস হয়। এইরূপ দ্বাদশ

মাসে মনুষ্যগণের এক বৎসর হইয়া থাকে,

এই এক বৎসরে দেবলোকের এক দিব্যরাত্রি

হয় ও এইরূপ তিন শত ষট্ দিব্যরাত্রি দেব-

গণের এক বৎসর হয়। সেই পরিমিত দ্বাদশ

সহস্র বৎসরে মনুষ্যালোকের চারি যুগ পরি-

গণিত হইয়া থাকে, চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক

দিন হয়। এই ব্রহ্মার একদিনকে এককল্প কহা

যায়। হে মহামুনে! এই কল্পে চতুর্দশ মনু

উৎপন্ন হইয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তদন্তর

ব্রাহ্ম নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে। সেই

প্রলয়ের স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র; তোমার নিকট

কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; প্রাকৃতজলের

বিষয় তোমাকে পরে বলিব। ১—১৩।

চতুর্গুণ সহস্রের পর মহীতলে ক্রীণ হইয়া

আসিলে, অত্যন্ত কঠোর ও শতবর্ষ অনার্যষ্টি

অতো বাহুজসারাদি তানি সত্ত্বাশ্চশেষতরঃ ।  
 কয়ং বাতি মুনিশ্রেষ্ঠ পার্থিবাত্ত্র পীড়নাং ॥ ১৫  
 ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্ররূপধরোহব্যয়ঃ ।  
 কয়্যায় যততে কর্ত্তমান্বয়াঃ সকলাঃ প্রজাঃ ॥ ১৬  
 ততঃ স ভগবান্ কিংব্র্তানোঃ সপ্তস্থ রশ্মিযু ।  
 স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জলানি মুনিসন্তম ॥ ১৭  
 পীত্বাত্ত্বাংসি সমন্তানি ঐথিবৃম্মিগতানি বৈ ।  
 শোষয়তি তৈস্ত্রেয় সমস্তং পৃথিবীতলম্ ॥ ১৮  
 সরিং সমুদ্রশৈলেযু শৈল-প্রশ্রবণে চ ।  
 পাতালেযু চ যন্তোয়ং তং সর্ব্বং নয়তি কয়ম্ ॥ ১৯  
 ততস্তত্ত্বানুভাবেন তোয়াহারোপবৃংহিতাঃ ।  
 ত এব রশ্মযঃ সপ্ত জায়ন্তে সপ্ত ভাস্করাঃ ॥ ২০  
 অধঃশাৰ্দ্ধিকং তে দীপ্যন্ততঃ সপ্ত দিবাকরাঃ ।  
 দৃষ্টান্ত্যশেষং ত্রৈলোক্যং সপাতালতলং দ্বিজ ॥ ২১  
 দহমানস্ত তৈদৌপেত্বৈলোক্যং দ্বিজ ভাস্করৈঃ ।  
 সাদিনদ্যর্ণবাভোগং নিঃস্নেহমতি জায়তে ॥ ২২  
 ততো নির্দগ্নদৃক্ষাসু ত্রৈলোক্যমখিলং দ্বিজ ।

হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তাহাতে অজ-  
 সার যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ কয় প্রাপ্ত হয় ।  
 তদনন্তর সেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু, রুদ্ররূপ  
 ধারণ করিয়া প্রলয়ের জগ্ন আপনাতে প্রজা-  
 সমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন । তৎপরে  
 হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! রুদ্ররূপী সেই ভগবান্ বিষ্ণু,  
 সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয়  
 জলসমূহকে পান করিয়া থাকেন । যাবতীয়  
 প্রাণী ও ভূমিগত জলসমূহ পান করিয়া সেই  
 মহাপুরুষ পৃথিবীতলকে শোষণ করিতে করিতে  
 নদী বা সমুদ্র, শৈল অথবা শৈল-প্রশ্রবণ কিংবা  
 পাতালে যে সমস্ত জল আছে, তাহাও শোষণ  
 করিবেন । তৎপরে, জলপান দ্বারা ক্রমশঃ  
 পরিপুষ্ট হইয়া সূর্য্যের সেই সপ্তরশ্মি সাতটা  
 সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইবে । ১৫—২০ । প্রদীপ্ত  
 সেই সপ্ত ভাস্কর উজ্জ্বল এবং অধঃস্থিত যাবতীয়  
 ভুবনকে অশেষরূপে দগ্ন করিবেন । তৎপরে  
 সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসমূহ দ্বারা দগ্ন হইয়া,  
 ত্রিভুবনজ্জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইবে । সেই  
 সময় ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিগুণ হইয়া

ভবত্যেকা চ বহুধা কৃষ্ণপৃষ্ঠোপমাকৃতিঃ ॥ ২৩  
 ততঃ কালাধিক্রোধোহসৌ ভূত্বা সর্ব্বহরো হসিঃ ।  
 শেযনিখাসসম্ভূতঃ পাতালানি বভস্ত্যধঃ ॥ ২৪  
 পাতালানি সমন্তানি স দগ্না জলনো মহান্ ।  
 ভূমিমভ্যেত্য সকলং বভস্তি বহুধাতলম্ ॥ ২৫  
 ভুবলোকং ততঃ সর্ব্বং স্থলোককং সুদারুণং ।  
 জ্বালামালামহাবর্ত্তস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ২৬  
 অশ্বরীষমিবাভাতি ত্রৈলোক্যমখিলং তদা ।  
 জ্বালাবর্ত্তপরীনারমুপক্কাণচরাচরম্ ॥ ২৭  
 ততস্ত্যাপরীতাত্ত্ব লোকদয়নিবাসিনঃ ।  
 কৃতার্থিকার গচ্ছন্তি মহলোকং মহামুনে ॥ ২৮  
 তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকান্ততঃ পরম্ ।  
 গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবৃত্তা পটৈরিষণঃ ॥ ২৯  
 ততো দগ্না জগৎ সর্ব্বং রুদ্ররূপী জনর্দ্দিনঃ ।  
 মুখনিখঃসজান্ মেঘান করোতি মুনিসন্তম ॥ ৩০  
 ততো গচ্ছকুলপ্রখ্যাস্তড়িত্ত্যো নিনাদিনঃ ।

হইয়া একমাত্র বহুধা কৃষ্ণ-পৃষ্ঠের আকারে  
 প্রতিভসমান হইবে । তৎপরে সমস্ত সংহার  
 করিতে উদ্যত ভগবান্ বিষ্ণু, অনন্তদেবের  
 নিখাস-সম্ভূত কালাধি স্বরূপে পাতালসমূহকে  
 ভস্ম করিবেন । তৎপরে সেই কালানল, সমস্ত  
 পাতালখণ্ড দগ্ন করিয়া উজ্জ্বলগামী হইয়া পৃথিবী-  
 তলকে ভস্মসাৎ করিবে । তাহার পর জাজ্বল্য-  
 মান সুদারুণ সেই অনল ভুবলোকসমূহকে দগ্ন  
 করিয়া স্থলোক ভস্মসাৎ করিবে । প্রথর-  
 কালানলতেজোবিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন-  
 সেই সময়ে একখানি তর্জ্জন-কটাহের গায়  
 বোধ হইবে । হে মহামুনে ! সেই সময়ে  
 লোকদয়-নিবাসী মহাত্মগণ প্রচণ্ড অনল-  
 তাপে পীড়িত হইয়া মহলোকে আশ্রয় গ্রহণ  
 করিবেন এবং তথায়ও সেই অনলের তাপ  
 হইতে নিস্তার না পাইয়া জনলোকে গমন  
 করিবেন । ২১—২৯ । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তৎ-  
 পরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ জনর্দ্দিন, মুখ-  
 নিখঃস দ্বারা মেঘসমূহকে উৎপন্ন করিবেন ।  
 তৎপরে বিগ্ন্যৎ এবং বজ্রধ্বনিবিশিষ্ট সংবর্ত্তক  
 নামে সেই মেঘসমূহ বৃহদাকার হস্তিসমূহের

উত্তিস্তি তদা যোয়ি যোরাঃ সংবর্তকা যনাঃ ॥৩১  
 কেচিনীলোংপলভ্যমাঃ কেচিং কুমুদসন্নিভাঃ ।  
 ধূমবর্ণা যনাঃ কেচিং কেচিং পাতাঃ পরোধরাঃ ॥  
 কেচিহ্রাসভবর্ণাভা লাক্ষারসনিতাস্থখা ।  
 কেচিষৈর্দ্যুসন্ধাশা ইন্দ্রনীলনিভাঃ পরে ॥৩৩  
 শঙ্খকুম্বনিভাচাত্রে জ্যোত্স্ননিতাস্থখা ।  
 ইন্দ্রপোপনিভাঃ কেচিং মনঃশিলনিতাস্থখা ॥ ৩৪  
 চাষপত্রনিভাঃ কেচিহৃদ্বিষ্ঠতি যনা যনাঃ ।  
 কেচিং পুরবরাকারাঃ কেচিং পর্কতসন্নিভাঃ ॥৩৫  
 কুটাপারনিভাচাত্রে কেচিং স্মূলনিভা যনাঃ ।  
 মহারাবা মহাকায়্যাঃ পুরয়ন্তি নভস্তলম্ ॥ ৩৬  
 বর্ষভ্রমন্তে মহাসারৈস্তমদ্বিমতিভৈরবম্ ।  
 শময়ন্ত্যধিলং বিপ্র ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তৃতম্ ॥ ৩৭  
 নষ্টে চার্ষে শতং তেহপি বর্ধণামনিবারিতাঃ ।  
 প্রাবয়ন্তো জগৎ সর্বং বর্ধন্তি মুনিসত্তম ॥ ৩৮  
 ধার্য্যতিরক্ষমাভ্রাভিঃ প্রাবয়িষ্যধিলং ভুবম্ ।

হ্রায় আকাশমার্গ ব্যাপ্ত করিবে। কতকগুলি  
 নীলোংপলের হ্রায় গামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদের  
 বর্ণ, কতকগুলি ধূমবর্ণ, কতকগুলি স্পীতবর্ণ,  
 কতকগুলি রাসভবর্ণ, কতকগুলি অলভ্রকের  
 হ্রায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী,  
 কতকগুলি ইন্দ্রনীল প্রস্তরের তুল্য, কতকগুলি  
 শঙ্খ ও কুম্ভ পুষ্পের হ্রায় ধৌতবর্ণ, কতকগুলি  
 কঙ্কলেব হ্রায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ইন্দ্রপোপ  
 তুল্য, কতকগুলি মনঃশিলাসদৃশ, কতকগুলি  
 চাষপত্র সদৃশ এবং অত্যন্ত গাঢ়তর; কেহ বা  
 বৃহৎ প্রাসাদের আকার, কেহ বা পর্কত সদৃশ  
 বৃহৎ, কেহ বা অতি উচ্চ শ্লিথর সদৃশ মহাকায়।  
 সেই মেঘ সকল বিকটধ্বনি করিতে করিতে  
 পগনতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। হে  
 বিপ্র! তৎপরে সেই মেঘসমূহ মুঘলধারে বারি  
 বর্ষণপূর্ব্বক ত্রিভুবনব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অনলকে  
 শাস্ত করিবে। তৎপরে, সেই মেঘসকল সেই  
 প্রদীপ্ত অনলকে শাস্ত করিয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত  
 অবিশ্রান্ত ধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক সমস্ত জগৎকে  
 প্রাণিত করিবে। হে বিজ্ঞ! সেই মেঘসমূহ  
 অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ দ্বারা শূভমণ্ডলকে প্রাণিত

ভুবলোক ও তথৈবোক্ত্য শ্রাবয়ন্তি দিবং দ্বিজ ॥৩৯  
 অন্ধকারীকৃতে লোকে নষ্টে স্বাবরজসমে ।  
 বর্ধন্তি তে মহামেঘা বর্ধণামধিকং শতম্ ॥ ৪০

ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেহংশে  
 ৩ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

### চতুর্থোহধ্যায়ঃ

#### পরশর উবাচ

সপ্তবিংশানমাক্রম্য স্থিতেহন্তসি মহামুনে ।  
 একাৰ্ধং ভবত্যেব ত্রৈলোক্যমধিলং ততঃ ।  
 মুখনিধাসজো বিষ্ণোর্বায়ুস্থান্ জলদাংস্ততঃ ।  
 নাশয়ন্তি ত্বা তু মৈত্রেয় বর্ধণামধিকং শতম্ ॥  
 সর্বভূতময়োহচিন্ত্যো ভগবান ভূতভাবনঃ ।  
 অনাদিরাদির্নির্বিবৃন্ত স্পীত্বা বায়ুমশেষতঃ ॥ ৩  
 একাৰ্ধং ততস্তস্মিন শেষমধ্যাহ্নিতঃ প্রভুঃ ।  
 ব্রহ্মকপধরঃ শেতে ভগবানাদিকুরুধ্বরিঃ ॥ ৪

করিয়া ক্রমে ভুবলোক ও স্বলোককেও প্রাণিত  
 করিবে। সেই সময়ে লোকসমূহ অন্ধকারময়  
 হইবে এবং স্বাবর জঙ্গম বাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট  
 হইয়া যাইবে, কেবল সেই মেঘ সকল শত  
 বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে  
 বারিবর্ষণ করিতে থাকিবে  
 ষষ্ঠাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

### চতুর্থ অধ্যায়

পরশর কহিলেন,—হে মহামুনে! যখন  
 সপ্তবিংশকের স্থান পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইবে, তখন  
 অধিল ভুবন একটা মহাসমুদ্রের হ্রায় দেখা-  
 ইবে। তৎপরে ভগবান ভূবিষ্ণুর মুখ হইতে  
 নিধাসরূপে প্রবলবায়ু সমুৎপন্ন হইয়া, সেই  
 মেঘ সকলকে বিনাশ করিয়া, শত বৎসর  
 ব্যাপিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইবে। তৎপরে  
 সমস্ত বিধের আদিপুরুষ অনাদিনিধন ভূতভাবন  
 বিষ্ণু, সেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে পান করিয়া

জনলোকগতে: সিদ্ধ: সনকাদ্যৈরভিষ্ট: ।  
ব্রহ্মলোকপতে: চৈব চিত্ত্যমানো মুমুক্শু: ॥ ৫  
আশ্রমায়ামরীং দিৱ্যং যোগনিদ্রাং সমাপ্নিত: ।  
আশ্রানং বায়ুদেৱাং চিত্তয়ন পরমেশ্বর: ॥ ৬  
এষ নৈমিত্তিকা ন্যম মৈত্রেয় প্রতিদধর: ।  
নিমিত্তং তত্র বহুচেতে ব্রহ্মরূপধরো হরি: ॥ ৭  
বদা জাগতি বিধাস্তা স তদা চেষ্টতে জগং ।  
নিমীল্যেতদধিলাং যোগশয্যাশয়েচ্চ্যুতে ॥ ৮  
পদযোনের্দিনং ষট্ চতুর্গুণসংহ্রবং ।  
একার্ধে প্লুতে লোকে তাবতী রাত্রিরিধ্যতে ॥ ৯  
তত: প্রদ্বো রাত্র্যন্তে পুন: সৃষ্টিং করোত্যজ: ।  
ব্রহ্মস্বরূপগ্রক বিষুৱ্থা তে কথিতং পুরা ॥ ১০  
ইতোষ করসংহারশাস্তরং প্রলয়ো দ্বিজ ।  
নৈমিত্তিকস্তে কথিত: প্রাকৃতং শব্দত: পরম্ ॥ ১১

একাকার সেই সমুদ্র মধ্যে শেষশযায় শয়ন করিবেন । সেই সময়ে জনলোকস্থিত সনকাদি ঋষিগণ সেই মহাপ্রভুর স্তব করিবেন এবং ব্রহ্মলোকস্থিত মুমুক্শু ব্যক্তিগণ ধ্যান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন । সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত জগতের ব্যাপার হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া, আশ্রমায়ামরীপা যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া আপনার চিত্তাত্তাই আপনি নিমগ্ন থাকিবেন । হে মৈত্রেয়! যে সময়ে ভগবান্ জলমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই নৈমিত্তিক প্রলয়ের অবস্থা । তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম । অখিলবিশ্বের আশ্রয় সেই মহাবিশ্ব যখন জাগরিত হন, তখন পুনরায় জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং যখন সেই মহাপুরুষ যোগশয্যায় শয়িত হন, তখন এই সমস্ত সৃষ্টির উপসংহার হইয়া থাকে । চারিযুগ-সংহ্রস পরিমিত কালে ব্রহ্মার যেমন একদিন কথিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ জল দ্বারা প্রাবৃত হইলে সেই পরিমিত কালে তাঁহার এক রাত্রি হয় । তাঁর পর রাত্রি শেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন । এই ভাবে নৈমিত্তিক প্রলয় ও তাহার পর পুনঃসৃষ্টি হইয়া থাকে । এক্ষণে প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিষয় প্রবণ কর । ১—১১ ।

অনার্যুট্যগ্নিসম্পর্কান্ কূটে সংকালনে মুনৈ ।  
সমস্তেষেব লোকেষু পাতালেষুখিলেষু চ ॥ ১২  
মহাদানৈর্কিরীকান্ত বিশেষান্তস্ত সংক্ষয়ে ।  
কৃষ্ণেচ্ছাকারিতে তম্মিন প্রকৃষ্টে প্রতিদধরৈ ॥ ১৩  
আপো এসন্তি বৈ পূর্কং ভূমেগন্ধাস্তকং শুণম্ ।  
আন্তর্গন্ধা ততো ভূমি: প্রলয়স্যায় কল্পতে ॥ ১৪  
প্রনষ্টে গন্ধতন্মাত্রৈহভবং পৃথ্বী জলাশ্রিকা ।  
রসাজ্জলং সমুদ্ভূতং তন্মাজ্জাতং রসাস্বকম্ ॥ ১৫  
আপস্তদা প্ররুদ্ধান্ত বেগবতো মহাশ্বনা: সর্বমাপুরয়ন্তীদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ ।  
সলিলেনৈবোশ্মিতা লোকা ব্যাপ্তা: সমুদ্ভূত: ॥ ১৬  
অপামপি শুণো বস্ত জ্যোতিষা পীড়তে তু স: ।  
নশ্যন্ত্যাপস্তন্তস্তাং রসতন্মাত্রাসংক্ষয়াং ॥ ১৭  
ততঃপো জতরসা জ্যোতিষ্টং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ।  
অগ্ন্যবহে তু সলিলে তেজসা সর্বতো কূটে ॥ ১৮  
স চাগ্নি: সর্বতো ব্যাপ্য আদভে তজ্জলং তদা ।  
সর্বমাপূর্য্য ভেজোভিস্তদা জগদিদং শনৈ: ॥ ১৯

হে মুনৈ! পূর্বোক্তরূপ অনার্যুটি ও অনলের সম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোককে নিঃশেষ করিয়া, মহন্ত্ৰাদি পৃথিবী পর্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে, প্রথমত: জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ শুণকে গ্রাস করিয়া থাকে । যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয় । গন্ধতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় । রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে: সুতরাং জলকে রসাস্বক জানিবে । সেই সময়ে জলসমূহ প্রবৃত্ত হইয়া, অন্ত্যস্ত বেগে মহাশব্দ করিতে করিতে সমস্ত ভূবনকে প্রাবৃত করিয়া প্রবাহিত হয় । তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে; কালক্রমে অগ্নিকর্তৃক শোষিত হইয়া রসতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, জলসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই রসহীন জলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে । তৎপরে তেজ ক্রমশ: অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া

অর্চির্ভিঃ সংবৃত্তে তস্মিন্ তির্ধ্যগৃদ্ধমবস্থতা ।  
 জ্যোতিষাংশপি পরং রূপং বায়ুরন্তি প্রভাকরম্ ॥  
 প্রলীনে চ তত্তন্তস্মিন্ বায়ুভূতেহখিলায়নি ।  
 প্রনষ্টে রূপতয়াত্রে হ্যতরূপো বিতাবহঃ ॥ ২১  
 প্রশাম্যতি তদা জ্যোতির্বাযুর্দোষয়ুতে মহান্ ।  
 নিরালোকে তদা লোকে বায়ুবস্থে চ তেজসি ॥ ২২  
 ততস্ত নুলমাসাদ্য বায়ুঃ সত্তবমায়নঃ ।  
 উজ্জ্বলাধঃ তির্ধ্যক্ চ দোধবীতি দিশো দশ ॥ ২৩  
 বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশে গ্রাসতে পুনঃ ।  
 প্রশাম্যতি ততো বায়ুঃ খং তু তিষ্ঠতানবৃতম্ ॥ ২৪  
 গ্রূপমরসস্পর্শমগন্ধং ন চ মূর্তিমং ।  
 সর্বমাপূরয়ন্তেতং সুমহং সম্প্রকাশতে ॥ ২৫  
 পরিমণ্ডলং তচ্ছবিরমাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।  
 শব্দমাত্রং তদাকাশং সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৬  
 ভ্রতঃ শব্দং গুণং তস্ত ভূতাদিগ্রাসতে পুনঃ ।  
 ভূতেন্দ্রিয়েষু যুগপদ্বতাদৌ সংস্থিতেষু বৈ ॥ ২৭  
 অভিমানাস্বকো হেষ ভূতাদিস্তমসঃ স্মৃতঃ ।

সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়। সেই আগ্ন, সমস্ত  
 ভুবনের সারভাগ শোষণ করত নিরন্তর তাপ-  
 প্রদান করে। উজ্জ্ব অধঃ সমস্ত দেশই যখন  
 অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু, সমস্ত  
 তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাকে।  
 ১১—২০। তেজঃসমূহ বিনষ্ট হইলে সমস্ত  
 ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজ সকল  
 জ্বরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়; তখন কেবল প্রবল  
 বায়ুই চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। সেই তেজঃ-  
 সমূহ বায়ু মধ্যে প্রবেশ করিলে, সমস্ত ভুবনই  
 অন্ধকারময় হইয়া যায়। তৎপরে সেই প্রচণ্ড  
 বায়ু আপনাদি উৎপত্তিবীজ আকাশকে অবলম্বন  
 করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হইয়া বেড়ায়। ক্রমে  
 বায়ুর গুণ যে স্পর্শ, আকাশ তাহাকে গ্রাস  
 করে ও বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং রূপ, রস,  
 গন্ধ, স্পর্শ ও মূর্তিহীন আকাশ দ্বারাই এই  
 সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে। তখন একমাত্র  
 শব্দই সমস্ত আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া  
 অবস্থান করে। তখন অহঙ্কারতত্ত্ব আকাশের  
 গুণ শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস

ভূতাদিঃ গ্রাসতে চাপি মহান্ বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ ॥ ২৮  
 উকৌ মহাংগ জগতঃ প্রোক্তেহন্তর্বাছতস্তথা ।  
 এবং সপ্ত মহাবুদ্ধে ক্রমাং প্রকৃতয়ন্ত বৈ ॥ ২৯  
 প্রত্যাহারে তু তাঃ সর্বাঃ প্রবিশন্তি পরস্পরম্ ।  
 যেনেদমাবৃতং সর্বমণ্ডমপ্প্রলীয়তে ॥ ৩০  
 সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তর্গং সপ্তলোকং সপর্কতম্ ।  
 উদকাবরণং যন্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু তং ॥ ৩১  
 জ্যোতির্বাযৌ লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ ।  
 আকাশধৈব ভূতাদিগ্রাসতে তং তদা মহান্ ॥ ৩২  
 মহাত্মমতিঃ সচিৎ প্রকৃতিগ্রাসতে দ্বিজ ।  
 গুণসাম্যমবুজ্জিতমন্যনঞ্চ মহামুনে ॥ ৩৩  
 প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্ ।  
 ইতোষা প্রকৃতিঃ সর্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ৩৪  
 ব্যক্তস্বরূপমব্যক্তে তস্মিন্ মৈত্রেয় লীয়তে ।  
 ত্রকঃ শুদ্ধাকরো নিত্যঃ সর্বব্যাপী তথা পুমান্ ।

করে। ক্রমে অহঙ্কারতত্ত্বও বুদ্ধিস্বরূপ মহাবুদ্ধে  
 বিলয় প্রাপ্ত হইবে এবং কালে বুদ্ধিচণ্ড ও সীম  
 কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে।  
 এইরূপে স্থল হইতে স্বক্ষ পর্যন্ত সমস্ত জগৎ  
 আপন আপন প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে।  
 হে মহামতি মৈত্রেয়! সমস্ত পদার্থকে আবৃত  
 করিয়া এই যে ভূমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে,  
 ইহা জলমধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে।  
 ২১—৩০। সপ্তদ্বীপ, সমুদ্রাত গিরি ও কানন  
 দ্বারা বিশোভিত এই সপ্ত লোক, যে জল দ্বারা  
 প্লাবিত হইবে, সে জলও অগ্নি কর্তৃক বিশোভিত  
 হইয়া যাইবে এবং সেই সর্বস্বর অগ্নিও  
 বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে।  
 আকাশকেও অহঙ্কারতত্ত্ব এবং তাহাকেও বুদ্ধি  
 গ্রাস করিয়া ফেলিবে। হে দ্বিজ! স্বয়ং  
 প্রকৃতিদেবী সমুদয়ের সহিত বুদ্ধিতত্ত্বকেও গ্রাস  
 করিবেন। হে মহামুনে! সূক্ষ্ম, রজঃ এবং  
 তমোগুণে সাম্যরূপ এবং সমস্ত জগতের যিনি  
 কারণ, তাঁহারই নাম প্রকৃতি; তিনি ব্যক্ত  
 ও অব্যক্ত উভয়ধরূপিণী। ব্যক্ত-স্বরূপা  
 প্রকৃতি সেই অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়, হে  
 মৈত্রেয়! এতদ্ব্যতিরিক্ত যে নিত্য শুদ্ধস্বরূপ

সোহপ্যাংশঃ সৰ্বভূতস্ত মৈত্রেয় পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫  
ন সন্তি যত্র সৰ্বেষে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ।  
সন্তামাত্রাস্থক জ্ঞেয় জ্ঞানকয়তাস্থনঃ পরৈঃ ॥ ৩৬  
স ব্রহ্ম তং পরং খাম পরমাত্মা স চেধরঃ ।  
স বিষ্ণুঃ সৰ্বমেবেশ্বরং যতো নাবর্ততে যতিঃ ॥ ৩৭  
প্রকৃতির্থা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।  
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীল্যতে পরমাত্মনি ॥ ৩৮  
পরমাত্মা চ সৰ্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ।  
বিষ্ণুর্নামা স দেবেষু বেদান্তেষু চ গীৰ্যতে ॥ ৩৯  
প্রবৃত্তং নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কশ্ম বৈদিকম্ ।  
তাত্ম্যমুভাত্যাং পুরুষৈঃ সৰ্বমুত্তিঃ স ইজ্যতে ॥ ৪০  
ঋগুযজুঃসামতিষ্ঠাংগৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হনৌ ।  
যজ্ঞেশ্বরে যজ্ঞপুমান পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪১  
জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমুত্তিঃ স চেজ্যতে ।  
নিরন্তৈর্যোগিভির্থাংগৈর্বিষ্ণুশ্চিকিৎসলপ্রদঃ ॥ ৪২

সৰ্বব্যাপী একজন পুরুষ সৰ্বভূতের অবিষ্টা-  
রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মারই  
অংশ । ইচ্ছাতে নাম এবং জাত্যাদির করা  
নাই এবং যিনি কেবল জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান  
করিতেছেন, তিনিই পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা;  
এবং সূক্তের অর্থপর; তাহাকেই প্রাপ্ত  
হইয়া যোগিগণ আর সংসারের প্রতা-  
বৃত্ত হন না। হে মৈত্রেয়! ব্যক্তব্যক্ত-  
স্বরূপিণী যে প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশ  
স্বরূপ যে পুরুষের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি,  
তাহার উভয়েই এই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত  
হন । সমস্তের আধার সেই পরমাত্মাই বেদ ও  
বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিষ্ণু বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া  
থাকেন । প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বিবিধ কৰ্ম্ম  
বেদে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত পুরুষই এই দ্বিবিধ  
কৰ্ম্ম দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকেন ।  
ঋক, যজুঃ ও সাম বেদোক্ত সমস্ত, প্রবৃত্তিরূপ  
কৰ্ম্ম দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞপুরুষই পূজিত  
হইয়া থাকেন । ৩১—৪১ । জ্ঞানিগণ জ্ঞান-  
যোগ দ্বারা সেই জ্ঞানমুত্তিরই উপাসনা করিয়া  
থাকেন এবং যোগিগণ নিবৃত্তি মার্গ দ্বারা মুক্তি-  
ফলপ্রদ সেই বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন ।

ব্রহ্মদীর্ঘপ্লুতৈর্ভুক্ত কিক্ষিৰ্ভুক্তভিযুজ্যতে ।  
যচ্চ বাচ্যমবিষয়ে তৎসৰ্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৪৩  
ব্যক্তং স এব চাব্যক্তং স এব পুরুষোহব্যয়ঃ ।  
পরমাত্মা স বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥ ৪৪  
ব্যক্তব্যক্তাত্মিকা তস্মিন প্রকৃতিঃ সম্প্রলীয়তে ।  
পুরুষশ্চাপি মৈত্রেয় ব্যাপিভব্যাহতাত্মনি ॥ ৪৫  
দ্বিপরাধীশ্বকঃ কালঃ কথিতো যো ময়া তব ।  
তদহস্তস্ত মৈত্রেয় বিষ্ণোরীশস্ত কথ্যতে ॥ ৪৬  
ব্যক্তে চ প্রকৃতে লীনে প্রকৃতাং পুরুষে তথা ।  
তত্রস্থিতে নিশা চাত্মা তৎপ্রমাণা মহামুনে ॥ ৪৭  
নৈবাহস্তস্ত ন নিশা নিত্যস্ত পরমাত্মনঃ ।  
উপচারস্তথাপ্যেষ তত্ত্বশস্ত দ্বিজোচ্যতে ॥ ৪৮  
ইত্যেষ তব মৈত্রেয় কথিতঃ প্রাকৃতো লয়ঃ ।  
আতাত্তিকমিতো ব্রহ্মনিবোধ প্রতিসংকরম্ ॥ ৪৯  
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠঃশে  
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম, দীর্ঘ এবং প্লুতরূপ স্রভেভেদে বাহ। উচ্চা-  
রিত হয় এবং বাহ। বাক্যের অবিষয়, সে সমস্ত  
সেই পরম পুরুষের স্বরূপ । সেই অব্যয় মহা-  
পুরুষই ব্যক্ত ও তিনিই অব্যক্ত এবং সেই  
বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর হরিই বিশ্বরূপে বিরাজ করিয়া  
থাকেন । ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী প্রকৃতি এবং  
পুরুষ, অব্যাহত-স্বরূপ ও সৰ্বব্যাপী সেই  
পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হন । হে মৈত্রেয়!  
দ্বিপরাধী-পরিমিত যে কাল আমি তোমার নিকট  
কীৰ্ত্তন করিয়াছি, তাহা সেই মহাবিশ্বের এক-  
দিনেই পর্যাবসিত হয় । সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে  
এবং প্রকৃতি ও পুরুষ সেই পরমাত্মাতে লীন  
হইলে, সেই দ্বিপরাধী-পরিমিত কালে তাহার  
একরাত্রি হয় । হে দ্বিজ! যদিপি সেই নিত্য  
পরমাত্মার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই; তথাপি  
সৰ্বপেক্ষ। তাহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য এই  
পরিমাণে তাহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়া  
থাকে । হে মৈত্রেয়! এই প্রাকৃত প্রলয়ের  
অবস্থা তোমার নিকট কথিত হইল, অতঃপর  
আতাত্তিক প্রলয়ের অবস্থা শ্রবণ কর । ৪২—৪৯ ।  
ষষ্ঠাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥



## পঞ্চমোহাধ্যায়ঃ ।

আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্ব তাপত্রয়ং বুধঃ ।  
 উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্যোত্যাত্তিকং নয়ম্ ॥ ১  
 আধ্যাত্মিকো বৈ বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা ।  
 শারীরো বহুভিভেদৈর্ভেদ্যতে জ্বরতাপকং সঃ ॥ ২  
 শিরোরোগ-প্রতিশ্রায়-জ্বরশূলভগন্দরৈঃ ।  
 গুণ্মার্শঃখাসবপংখুচ্ছাদ্যদিভিরনেকথা ॥ ৩  
 তথাক্ষিরোগাতিসার-বৃষ্ঠাসাময়সংজ্ঞকৈঃ ।  
 ভিদ্ধ্যতে দেহজস্তাপো মানসং প্রোতুমহিসি ॥ ৪  
 কামক্ৰোধভয়ৰ্ষেব-লোভমোহবিবাদজঃ ।  
 শোকাহুয়াবমানের্ষ্যামাংসর্ঘ্যাদিভবস্তথা ॥ ৫  
 মানসোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপো ভবতি নৈকথা ।  
 ইতোবমাদিভেদৈস্তাপো হাধ্যাত্মিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৬  
 মৃগপক্ষিমনুয্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগরাক্ষসৈঃ ।  
 সরীসৃপাদৈশ্চ নৃণাং জন্ততে চাধিভৌতিকঃ ॥ ৭  
 ঐত্যেকব্যাবধানু-বিদ্যাদাদিসমুদ্ভবঃ ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! পণ্ডিত  
 ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে জ্ঞানিয়া, জ্ঞান  
 বৈরাগ্য দ্বারা আত্মস্তিক লব্ধকে প্রাপ্ত হইয়া  
 থাকেন। আধ্যাত্মিক তাপ, শারীর এবং মানস-  
 ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে শারীর দুঃখ  
 বহুবিধ, তাহা শ্রবণ কর। শিরোরোগ, পীনস,  
 জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুণ্ম, অর্শ, খাস, শোথ ও  
 ছদ্দি প্রভৃতি এবং অক্ষিরোগ, অতিসার, কুষ্ঠ ও  
 জলোদর প্রভৃতি ভেদে শারীর দুঃখ বহুবিধ ;  
 এক্ষণে মানস-তাপের বিষয় শ্রবণ কর। কাম,  
 ক্রোধ, ভয়, র্ষেব, লোভ, মোহ, বিবাদ, শোক,  
 অহুয়া, অবমান, ঈর্ষ্যা ও মাংসর্ঘ্যাদি হইতে  
 উৎপন্ন মানস-দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া  
 থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ইত্যাদি বহুবিধ  
 দুঃখসমূহকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায়। মৃগ,  
 পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং সরীসৃ-  
 পাদি ভূতগণ হইতে মনুষ্যগণের যে দুঃখ  
 উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহার নাম আধি-  
 ভৌতিক। ঐত, উঃ, বায়ু, বর্ষা ও বিদ্যুৎ

তাপো দ্বিঅবরশ্রেষ্ঠ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ ॥ ৮

গর্ভজন্মজরাজান-মৃত্যুনারকজং তথা ।  
 দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভেদ্যতে মনিসত্তম ॥ ৯  
 মুকুমারতনুগর্ভে জন্তুর্নরলমারুতে ।  
 উরসংবেষ্টিতো ভূধপৃষ্ঠগ্রীবাঙ্ঘ্রিমাংহতিঃ ॥ ১০  
 অত্যন্নকটুতীক্ষ্ণাক-লবণৈর্ম্মাভুভোজনৈঃ ।  
 অতিতাপিভিরত্যাগং বর্দ্ধমানাতিবেদনঃ ॥ ১১  
 প্রসারণীকুকন্দান্দেদনান্নানং প্রভুরাশ্বনঃ ।  
 শরশূত্রমহাপঞ্চশারী সর্বত্র পীড়িতঃ ॥ ১২  
 নিরুজ্জ্বাসঃ সচেতন্তঃ স্মরন্ জন্মশতানুত্থঃ ।  
 আস্তে গর্ভেহতিহুংধন নিজকর্ষ্মনিবন্ধনঃ ॥ ১৩  
 জয়মানঃ পুরীবাযুঃশূত্রশুক্রাবিলাননঃ ।  
 প্রাজাপতোন বাতোন পীড়্যমানাশ্বিবন্ধনঃ ॥ ১৪  
 অধোমুখো বৈ ক্রিয়তে প্রবলৈঃ সৃতিমারুতৈঃ ।  
 ক্রেশৈর্নিষ্ক্ৰান্তিমাপ্নোতি জঠরামাতুরাতুরঃ ॥ ১৫  
 মুচ্ছামবাপ্য মহতীং সংস্পৃষ্টো বাহবায়ুনঃ ।

প্রভৃতি দ্বারঃ যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !  
 তাহার নাম আধিদৈবিক। হে মনিসত্তম !  
 এই সমস্ত ব্যতীত গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান,  
 মৃত্যু এবং নরকাদিতেও সহস্র প্রকার দুঃখ  
 উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুতর মল দ্বারা  
 আবৃত গর্ভ মধ্যে মুকুমার-শরীর জন্তুগণ, উর  
 দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভূধপৃষ্ঠগ্রীবাঙ্ঘ্রি অবস্থায়  
 থাকিয়া ; অত্যন্ত তাপগ্রস্ত, অতিশয় অন্ন, কটু,  
 তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণ প্রভৃতি মাতার ভোজন  
 দ্বারা অতি কষ্টে বর্দ্ধিত হইয়া ; হস্তপদাদি  
 মৃকালনে অক্ষমভাবে মলমূত্রের মধ্যে শয়ন  
 করিয়া ; খাসহীন অথচ সচেতনভাবে পূর্ব-  
 জন্মসমূহকে স্মরণ করিতে করিতে নিজ  
 কর্ষ্মদোষে অতি ক্রেশেই কালবাণন করিয়া  
 থাকে। ১—১৩। তৎপরে জয়গ্রহণ করি-  
 বার সময়, মল, মূত্র ও শুক্রশোণিত দ্বারা পরি-  
 লিপ্তদেহ হইয়া, প্রাজাপত্য বায়ু দ্বারা অতিশয়  
 পীড়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই সময়  
 অতিশয় প্রবল সৃতি নামে বায়ু তাহার মুখ  
 অধোদিকে করিয়া দেয় ; তৎপরে অতিশয়  
 ক্রেশে জীব, মাতার জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত

বিজ্ঞানব্রহ্মাপোতি জাতঃ মুনিসত্তম ॥ ১৬  
কঙ্কটেরিব নৃনাসঃ ক্রকটৈরিব দরিতঃ ।  
পুত্রিণাশ্রিতিতো ধরণ্যাঃ কৃমিকো বধা ॥ ২৭  
কণ্ডুয়ে চাপ্যশক্তঃ পরিবর্তেৎপানীধরঃ ।  
স্তম্ভপানাদিকাহারব্রহ্মাপোতি পরেচ্ছয়া ॥ ১৮  
অশুচিঃ প্রস্তুতঃ সূপ্তঃ কীটদংশাদিতিস্তথা ।  
ভক্ষ্যমাণোহপি নৈবেবাং সমর্থো বিনিবারণে ॥  
জন্মদুঃখাত্মিকানি জন্মোহনস্তরাণি বৈ ।  
বালভাবে বদাপোতি আধিতোতাদিকানি চ ॥ ২০  
অজ্ঞানতমসাস্ক্রোশো মৃত্যুস্তঃকরণো নরঃ ।  
ন জানাতি কৃতঃ কোহং কাহং পশ্য কিমাস্ত্রকঃ  
কেন বন্ধন বন্ধোহং কারণ কিমকারণম্ ।  
কিং কার্যং কিমকার্যং বা কিং বাচ্যং কিং বোচ্যতে  
কোহধর্মঃ কংচ বৈ ধর্মঃ কস্মিন বর্তেত বা কথম্  
কিং কর্তব্যমকর্তব্যঃ কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥ ৩০

হইয়া থাকে। হে মুনিসত্তম! জীব জন্মগ্রহণ  
করিয়া মুচ্ছিত হয়, পরে বাহ্য বায়ু দ্বারা ক্রমশঃ  
তাহার চেতন হয় এবং পূর্ব সংস্কারসমূহকে  
বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন সেই জীব, কঙ্কট  
দ্বারা ব্যথিত-গাত্র অথবা বিদারণ-যন্ত্র দ্বারা  
বিদারিত একটা কৃমির স্থায় ভূমিতে পড়িয়া  
থাকে। তখন তাহার নিজের দেহ চুলকাইতে  
বা এদিক্ ওদিক্ ফিরিতে শক্তি থাকে না এবং  
দুঃখপীণ ঐহিক তাহার যাহা কিছু আহার, সে  
সময়ে সমস্তই পরে অধীন থাকে। সেই  
জীব অশুচি অবস্থায় ভূমিতে সূপ্ত থাকে, কীট  
ও মশকাদি কর্তৃক দংশিত হইলেও তাহার  
তাহাদিগকে নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না।  
এইরূপ জন্মে ও বলাকালে জীব আধিতোতি  
কাদি নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে। ১৫-২০।  
অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন বিমূঢ়-  
অন্তঃকরণ নর আমি কোথায় আসিয়াছি, আমি  
কে, কোথায়ই বা গমন করিব এক আমার  
“স্বরণই বা কি?” এ সমস্তের কিছুই জানিতে  
পারে না। “কোন বন্ধনে আমি সংসার-কারা-  
গারে আবদ্ধ রহিয়াছি, ইহার কোনও কারণ  
আছে, অথবা অকারণই-এই দুঃখরাশি ভোগ

এবং পশুসমৈর্মূঢ়ৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ ।  
অবাধ্যতে নরৈর্দুঃখং শিম্বোদরপরায়ণে ॥ ২৪  
অজ্ঞানং তমসো ভাবঃ কার্যারম্ভাঃ প্রকৃত্যঃ ।  
অজ্ঞানিনাং প্রবর্তন্তে কন্মলোপাস্ততো বিজ ॥ ২৫  
নরকং কন্মণাং লোপাং ফলমাত্মহর্ষয়ঃ ।  
তন্মাদিজ্ঞানিনাং দুঃখমিহ চামৃত চোত্তমম্ ॥ ২৬  
জরাজর্জরদেহঃ শিথিলঃ বয়বঃ ক্রমাৎ ।  
বিগলচ্ছীর্ণদিশনো বলী দ্রাঘিশিরাত্ততঃ ॥ ২৭  
দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমাস্তর্গততারকঃ ।  
নাস্তবিবরনির্ঘাত-লোমপুঞ্জ-চলদপুঃ ॥ ২৮  
প্রকটীকৃতসর্বস্বাহিবর্তপৃষ্ঠাঙ্গিসংহতিঃ ।  
উঃসন্নজঠরাগ্নিত্বাদ্ভাহারোহলচেষ্টিতঃ ॥ ২৯

করিতেছি; আমার কি কর্তব্য, কি বা অক-  
র্তব্য; কি বা আমার বাচ্য, আর কিই বা  
অবাচ্য; কি ধর্ম, কিই বা অধর্ম; কি  
ভাবই বা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব এবং  
কোন্ কার্যে দোষ বা কোন্ কার্যে গুণ” এবং-  
বিধ বহুবিধ ভাবনায় কেবল শিম্বোদরপরায়ণ  
সুতরাং পশুর সমান মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-  
জনিত নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।  
হে বিজ্ঞ! অজ্ঞান ভ্রমোত্তপ্তের স্বভাব এবং  
প্রবৃত্তিসমূহই কার্যের আরম্ভক; সুতরাং  
অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ কন্মলোপ প্রব-  
র্তিত হইয়া থাকে। কন্মলোপনিবন্ধন নরক-  
প্রাপ্তি হয়, ইহাই মহাবিগণ কহিয়াছেন। কাজেই  
অজ্ঞান ব্যক্তির ইহকাল এবং পরকালে কেবল  
দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। ক্রমে জীব  
জরাকর্তৃক জর্জরিত হইলে তাহার অবয়ব  
সকল শিথিল, দস্ত সকল বিগলিত, মাংস-সমূহ  
লৌল এবং মূত্র ও শিরা দ্বারা আবৃত হয়;  
চক্ষুর তারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় দৃষ্টি-  
শক্তি নষ্ট হইয়া যায়; নাসিকা-বিবর হইতে  
লোমসমূহ বাহিরে আসিয়া পড়ে; দেহ সর্বদা  
কাপিতে থাকে। দেহের বাবতীর অগ্নি প্রায়  
প্রকাশ পায় এবং দেহ ক্রমশঃ কুঞ্জ হইয়া  
আসে। সেই সময় জঠরের অগ্নি প্রায় নির্কাশ  
হইয়া যায়; সুতরাং আহার কমিয়া আসে এবং

কৃচ্ছ্রচংক্রমণোখান-শয়নাসনচেষ্টিতঃ ।  
 মশীভবছোদ্রনেত্রঃ শ্রবলাণাবিলাননঃ ॥ ৩০  
 অনার্যন্তে সমন্তেষু কর্ণৈর্ধ্বরশোমুখঃ ।  
 তৎক্ষেপেপ্যমৃত্তনামস্মার্তাখিলবস্তনাম্ ॥ ৩২  
 সফ্লদুচ্চারিতে বাক্যে সমুদ্ভূতমহাপ্রমঃ ।  
 শ্বাসকাশমহায়াসসমুদ্ভূতপ্রজাগরঃ ॥ ৩২  
 অস্ত্রোনাখাপ্যতেহস্ত্রেন তথা সংবেগতে জ্বরী ।  
 তৃত্যস্ত্রপুত্রদারাণামবমানাস্পদীকৃতঃ ॥ ৩৩  
 প্রকৌণাখিলশৌচং বিহারহারসংস্পৃহঃ ।  
 হস্তঃ পরিজনস্তাপি নিকির্দ্বাশেষবান্ধবঃ ॥ ৩৪  
 অনুভূতমিবাশ্মিনি জয়ন্তাশ্মিচেষ্টিতম্ ।  
 সংস্মরন যৌবনং দীর্ঘং নিবসিতাতিতাপিতঃ ॥ ৩৫  
 এবমানীনি দুঃখানি জরায়ামনুভূয় বৈ ।  
 মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তাত্পি ॥ ৩৬  
 শ্রুতগ্রীবাঙ্জি হস্তোহংখ ব্যাঘ্রো বেপথুনা ভ্রশম্ ।

শরীরের চেষ্ঠা সকলও ক্রমশঃ কমিয়া যায় ।  
 ২১—২৯। তখন অন্ধপ্রায় সেই জীব অতি  
 কষ্টে ভ্রমণ, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন করিতেও  
 সমর্থ হয় না এবং তাহার মুখ হইতে অনবরত  
 লাল নিঃসৃত হয়। ইন্দ্রিয়গণ আর তাহার  
 আয়ত্ত না থাকায়, সে সময়ে সে সর্বপ্রকারই  
 মৃত্যুতে উন্মুখ হয় এবং তৎক্ষেপে অনুভূত  
 পদার্থও আর স্মরণ করিতে পারে না। একটী-  
 মাত্র কথা কহিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া  
 পড়ে এবং শ্বাস ও কাসের জ্বালায় নিদ্রামুখ  
 হইতে একপ্রকার বঞ্চিত হয়। অস্ত্র কেহ  
 ধরিলে তবে উঠিতে বা বসিতে পারে এবং ভৃত্য,  
 পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই অবমানের পাত্র  
 হয়। তখন সে সমস্ত শৌচক্রিয়াদি হইয়া  
 কেবল বিহারে ও আহারে সম্পৃহ হইয়া  
 পরিজনগণেরও হস্তের আশ্রয় হয় ও  
 সমস্ত স্বজনকেই ক্রেশ প্রদান করে।  
 যৌবন-আচরিত বিষয় সকল, জন্মান্তর-বিচেষ্টি-  
 তের জ্ঞান স্মরণ করিয়া নিত্য দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস  
 সকল পরিত্যাগ করে। বৃদ্ধাধ্বায় এই সমস্ত  
 দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুকালে যে সকল ক্রেশ  
 পায়, তাহাও শ্রবণ কর। গ্রীবা, হাঁটু ও হস্ত

মুহুর্তানি পরবশে। মুহুর্তানি পরবশিতঃ ॥ ৩৭  
 হিরণ্যবাস্ত্রঅন্যভাষ্যাদৃত্যগৃহাদিয় ।  
 এতে কথং ভবিষ্যতি যমেতি মমতাকুলঃ ॥ ৩৮  
 মর্শতিষ্ঠির্জ্বাহারোগে ক্রেকচৌরৈব দারুণৈঃ ।  
 শরৈবিবাস্ত্রকস্তোত্রৈশ্চিদ্যমানঃ শ্ববন্ধনঃ ॥ ৩৯  
 বিবর্তমান গারাক্ষিহস্তপাদং মুহঃ ক্ষিপন  
 সংশ্রমাণতাবেষ্টিকর্ষণে দুরব্রায়তে ॥ ৪০  
 নিরুদ্ধকর্ণে দৌর্বোষৈবদানবাসপীড়িতঃ ।  
 তাপেন মহতা ব্যাপ্তত্বা চার্ত্তন্ত্বা দুখা ॥ ৪১  
 ক্রোশাদ্ভ্রাত্তিমাপ্নোতি যমকিঙ্করপীড়িতঃ ।  
 ততঃ যত্নাদেহং ক্রেশেন প্রাপ্যদাতে ॥ ৪২  
 এতান্ধ্যানি চোত্রাণি দুঃখানি মরণে নৃণাম্ ।  
 শৃণুয নরকে যানি প্রাপ্যন্তে পরৈর্মমৈতৈঃ ॥ ৪৩  
 যাম্যকিঙ্করপাশাদিগ্রহণং দণ্ডতড়নম্ ।  
 যমস্ত দর্শনকো গ্রমুগ্রমাণবিলোকনম্ ॥ ৪৪

ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে,  
 বারংবার মূর্ত্তিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অন্ন অন্ন  
 জ্ঞানের সন্ধার থাকে। সেই সময় আমার এই  
 ঐশ্বর্য্য, ধাত্র, পুত্র, ভাৰ্য্যা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি  
 আমার অভাবে কি প্রকারে থাকিবে, এই প্রকার  
 মমতায় আকুল হয়। কঠোর করাত সদৃশ  
 মর্শভেদী মহারোগরূপ যমের নিদারণ শরসমূহ  
 দ্বারা দেহের অস্থি-বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন হইতে  
 থাকে এবং নয়নদ্বয় ঘূরিতে থাকে; তালু, কণ্ঠ,  
 ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। তখন জীব যাতনায়  
 কেবল ব্যস্ততার হাত প' ছুড়িতে থাকে।  
 ৩০—৪০। ক্রমে দোষসমূহ দ্বারা নিরুদ্ধ-কর্ণ  
 হইয়া, উদ্ধ্বাস দ্বারা নিত্য পীড়িত হইয়া  
 পড়ে এবং দুখ ও তৃষ্ণার যাতনায় নিত্য ক্রেশ  
 পাইতে থাকে। তার পর যমকিঙ্করগণের প্রবল  
 পীড়নে সে ক্রেশ হইতে অতিক্রান্তে নিস্তার  
 পাইয়া নরকভাগের নিমিত্ত যাতনা-দেহ প্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে। মরণকালে প্রাণিগণের এই  
 সমস্ত এবং অস্ত্রাত্ম অনেক প্রকার দুঃখ উৎপন্ন  
 হইয়া থাকে; মৃত্যুর পরে তাহার ক'বে  
 সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর।  
 প্রথমতঃ যমকিঙ্করেরা পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া

করন্তবালুকাবহিঃ যন্ত্রশাস্ত্রাদিভিষণে ।

প্রত্যেকং নরকে যাং যাতনং দ্বিজ হুঃসহাঃ ॥ ৪৫

ক্রকটৈঃ স্পীড়্যমানানাম্ উষ্মাধাপি ধম্যতাম্ ।

কুঠারৈঃ কৃত্যমানানাং ভূমৌ চাপি নিখততাম্ ॥ ৪৬

শূলেষ্বারোপ্যমাণানাং ব্যাঘবক্রে প্রবিষ্টতাম্ ।

গর্ভৈঃ সন্তক্যমাণানাং দ্বীপিভিঃ চাপভূজ্যতাম্ ॥ ৪৭

কাথ্যতাং তৈলমধ্যে চ ক্লিষ্টতাং ক্লারকর্দমৈঃ ।

উচ্চান্নিপাতমানানাং ক্লিপ্যতাং ক্লিপযন্ত্রকৈঃ ॥ ৪৮

নরকে যানি হুঃখানি পাপহেতুস্তবানি বৈ ।

প্রাপত্তে নারটকির্বিপ্র তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥

ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নরকে হুঃখপদ্ধতিঃ ।

স্বগেহপি পাতভীতস্ত ক্লিয়কোনার্ণস্তি নির্বৃতিঃ ॥ ৫০

পুনঃ গর্ভে ভবতি জায়তে চ পুনরনঃ ।

গর্ভে বিলীয়তে ভূয়ো জায়মানোহন্তমেতি চ ॥ ৫১

ত্রিস্রতে জাতমাত্র চ বালভাবেষং যৌবনে ।

মধ্যমং বা বয়ঃ প্রাপ্য বান্ধিকে বা এবা মৃতিঃ ॥ ৫২

যাবজ্জীবতি তবচ্চ হুঃখৈর্নানাবিধৈঃ স্তু তঃ ।

তন্ত্কারণপমোদেষরাস্তে কার্ণাসবীজবৎ ॥ ৫৪

দ্রব্যানাশে তথোপভৌ পালনে চ তথা নৃণাম্ ।

ভবন্ত্যনেকহুঃখানি তথৈবেষ্টবিপত্তিষু ॥ ৫৪

যদ্বং প্রীতিকরং পুংসাং বস্ত্র মৈত্রেয় জায়তে ।

তদেব হুঃখরক্ষস্ত বীজতুমপগচ্ছতি ॥ ৫৫

কলত্রপূত্রভূতাদি-গৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ ।

ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাসুখম্ ॥

ইতি সংসারহুঃখার্ক-তাপতাপিতচেতসাম্ ।

বিমুক্তিপাদপচ্ছায়ামতে কুত্র সুখং নৃণাম্ ॥ ৫৬

তদস্ত ত্রিবিধস্তাপি হুঃখজাতস্ত পণ্ডিতৈঃ ।

গর্ভজমজরাদ্যেযু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ ॥ ৫৮

নিরস্তাতিশয়ক্লাদ-সুখতাবৈকলক্ষণা ।

ভৈষজ্যং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্তিকী মতা ॥ ৫৯

তস্মান্তং প্রাপ্তয়ে যত্নঃ কন্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ ।

তং প্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানক কৰ্ম চোক্তং মহামুনে ॥ ৬০

দণ্ড দ্বারা তাড়ন করে, তৎপরে যমের দর্শন হয় এবং নানাবিধ ভয়ঙ্কর মার্গ সকল অবলোকন করিতে হয়। হে দ্বিজ! তপ্তবালুকা, অগ্নি, ঘন ও শত্রুদি দ্বারা অতিশয় ভীষণ নরকমধ্যে যে সমস্ত হুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। করাতের দ্বারা বিদারিত, উষ্মাযে খনিত, কুঠার দ্বারা কাঁড়ত, ভূগর্ভে নিখনিত, শূলের উপর আরোপিত, ব্যাঘ্রের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট, গৃধ্রসমকর্তৃক ভক্ষিত, হস্তিগণ কর্তৃক পদতলে নিপীড়িত, তুণ্ড তৈল মধ্যে নিক্ষিপ্ত, ক্লার ও কর্দম দ্বারা ক্লিষ্ট, উচ্চ হইতে নাচে পতিত এবং ক্লিপযন্ত্র দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নারকিগণ নরকে যে সমস্ত যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা গণনা করিতে পারা যায় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই যে হুঃখ আছে, তাহা নহে; স্বর্গবাসিগণও পতনভয়ে সুখে কালযাপন করিতে পারেন না। ৪১-৫০।

উৎপরে পুনরায় জীব গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে মৃত্যু-প্রাপ্তি নিশ্চিত হইয়া থাকে। কেহ বা জন্মগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাল্যকালে, কেহ বা

যৌবনে, কেহ বা শ্রৌচ বয়সে ও কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যেমন কার্ণাসতুল্যসমূহ দ্বারা কার্ণাসবীজ ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ জীব যাবজ্জীবনই নানাবিধ হুঃখ দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। আত্মের নাশ, অর্জুন ও পালনে এবং ইষ্টের বিপত্তিতেও মনুষ্যগণের নান প্রকার হুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! যে সকল পদার্থ মনুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তই পরিণামে হুঃখের কারণ হইয়া উঠে। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মনুষ্যের যত পরিমাণে ক্লেশ উৎপন্ন, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সংসারহুঃখরূপ স্বর্ঘ্যতাপে তাপিত-চিহ্নমালবর্ণের মুক্তির পদচ্ছায়া ব্যতীত আর কুত্রাপি সুখ হয় না। গর্ভ, জন্ম, জরা প্রভৃতি স্থানে সমুৎপন্ন এই ত্রিবিধ হুঃখের, আত্মাত্মিক ভগবৎপ্রাপ্তিই পরম শুভ বাল্য পণ্ডিতগণ কীর্তন করিয়া থাকেন; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির নিশ্চিষ্ট যত্ন করিবেন। হে মহামুনে! কৰ্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই সেই

আগমোখং বিবেকোখং বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে ।  
 শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥ ৬১  
 অক্ষতম ইবা জ্ঞানং দীপকচেত্রেয়োদ্ভবম্ ।  
 যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রার্থে বিবেকজম্ ॥ ৬২  
 মহুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃতা ধঃ মুনিসম্মত ।  
 তদেতৎ শ্রয়তামত্র সমক্কে গদতো মম ॥ ৬৩  
 যে ব্রহ্মণী বেদিভব্যে শব্দব্রহ্ম পরম ৷ ৬৪  
 শব্দব্রহ্মণি নিকাভঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬৫  
 যে বেদ্যো বেদিভব্যে বৈ ইতি চাধর্ম্মণী ক্রতিঃ ।  
 পরম্য তুষ্করপ্রাপ্তিক্ৰিয়াদিবিরাপরা ॥ ৬৬  
 বস্তুদব্যক্তমজরমচিহ্নমজমব্যয়ম্ ।  
 অনির্দেশমরূপক পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥ ৬৭  
 বিভূতং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্ ।  
 ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদৈব পশুন্তি হরয়ঃ ॥ ৬৮

ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু । ৫১—৬০ । জ্ঞান হই  
 প্রকার ; এক আগম ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে  
 উৎপন্ন হইয়া থাকে । আগম দ্বারা শব্দব্রহ্ম  
 এবং বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানা যায় ।  
 প্রাণীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়,  
 সেইরূপ আগম দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে জানিলে  
 অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক  
 দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্ত  
 অজ্ঞান মিটিয়া যায় ; যেমন সূর্য্য প্রকাশিত  
 হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে ।  
 এতৎসম্বন্ধে মনু, বেদের তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া  
 যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি,  
 শ্রবণ কর । ব্রহ্ম হইপ্রকার : জানিবে ; প্রথম  
 শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম । প্রথম শব্দব্রহ্মকে  
 জানিলে তবে পরমব্রহ্মকে জানিতে পারে ।  
 বিদ্যাও হই প্রকার ; কল্প ও জ্ঞানরূপ,  
 ইহাই আধর্ম্মণী-ক্রতিতে উক্ত হইয়াছে,  
 পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া  
 থাকে ও যথোদ্যমিয়া বিদ্যাই গরা ; অব্যক্ত,  
 অজর, অচিহ্ন, নিত্য, অব্যয়, অনির্দেশ,  
 অরূপ, হস্তপাদাদিবিবর্ত্তিত, বিভূ, সর্ব্ব-  
 গত, ভূতসমূহের উৎপত্তি-বীজ স্বাক্ষর অকারণ,  
 ব্যাপ্য ও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপই মুনিগণ

তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাক্ষিণা ।  
 ক্রতিবাক্যোদিতং সূর্য্যং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥  
 তদেব ভগবদ্যাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ ।  
 বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তত্য়াত্মাক্ষয়াননঃ ॥ ৬১  
 এবং নিগদিত্যশ্রুতং সততং তত্ত্বং তত্ত্বতঃ ।  
 জ্ঞাত্যত যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যন্তরীময়ম্ ॥ ৬২  
 অশব্দগোচরত্বাপি তত্ত্বং বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ ।  
 পূজ্যায়ং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে দ্রোপচারিকঃ ॥ ৬৩  
 শুদ্ধে মহাবিভূত্যাথো পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে ।  
 মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণ ॥ ৬৪  
 সত্ত্বের্ত্তে তথা ভর্তা ভকরোহর্থব্যাহিতঃ ।  
 নোতা গময়িতা শ্রুতা গকারাৎস্তথা যুনে ॥ ৬৫  
 ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত ধর্ম্মস্ত বশসঃ শ্রিয়ঃ ।  
 জ্ঞানবৈরাগ্যৈশো ব শ্লাং ভগ ইতীহন ॥ ৬৬  
 বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতান্ত্রাখিলাস্তানি ।

গাহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন,  
 তিনিই পরমব্রহ্ম । মোক্ষাক্ষিণী-ব্যক্তিগণ  
 তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই বেদে  
 অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কথিত  
 হইয়াছেন । পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎ  
 শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দই সেই আদি ও  
 অক্ষর পরমাত্মার বাচক । এইরূপ যথার্থ  
 স্বরূপে সমধিগতভব মূনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন  
 হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময় ।  
 ৬১—৭০ । হে দ্বিজ ! সেই পরমব্রহ্ম শব্দের  
 অগোচর হইলে, তাঁহার পূজার জন্য তাঁহাকে  
 ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীৰ্ত্তন করা যায় । হে মৈত্রেয় !  
 বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ, মহাবিভূতি-  
 শালী সেই পরমব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত  
 হইয়া থাকে । ভগবৎ শব্দে ভকারের হইট  
 অর্থ ; প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্ত্তা ও  
 সমস্তের সাধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা  
 ( অর্থাৎ সমস্ত কর্ত্তা ও জ্ঞানের বলের প্রাপক )  
 ও শ্রুতা—এই হই প্রকার । সমগ্র ঐশ্বর্য্য,  
 ধর্ম্ম, বশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির  
 নাম ভগ । অখিলের আশ্রিত সেই পরম  
 আত্মার ভূতগণ অবস্থান করিতেছে, বাক্য দ্বারা

সর্বভূতেশেষেষু বকারার্থক্যতোহব্যয়ঃ ॥ ৭৫  
এবমেব মহাশকো ভগবান্ভিত্তি সম্ভব ।  
পরমব্রহ্মভূতস্ত বাহুদেবস্ত নাশ্রুতঃ ॥ ৭৬  
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমবিতঃ ।  
শকোহয়ং নোপচারেণ অগ্রতঃ কৃপচরিতঃ ॥ ৭৭  
উৎপত্তিং প্রলয়কৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ ।  
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাক্ষ স কচ্যো ভগবান্ভিত্তি ॥ ৭৮  
জ্ঞানশক্তিবলৈখুধ্য-বীৰ্য্যতেজাংস্ত্র্যশেষতঃ ।  
ভগবচ্ছন্দবাচ্যানি বিনা হৈয়েঃ প্রপাদিত্তিঃ ॥ ৭৯  
সর্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমায়নি ।  
ভূতেষু চ স সর্বাঃ বাহুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৮০  
খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্ঠঃ কেশিন্দ্বজঃ পুরা ।  
নামব্যাক্যামনন্ত বাহুদেবস্ত তত্ত্বতঃ ॥ ৮১  
ভূতেষু বসতে সোহন্তর্বিদস্যস্তত্র চ তানি যৎ ।  
ধাতা বিধাতা জনতাঃ বাহুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥ ৮২

এই অর্থই লাভ হইয়া থাকে । হে স'পুশ্রেষ্ঠ !  
এবংবিধ অংশসম্পন্ন ভগবৎ এই মহান শক  
পরমব্রহ্মস্বরূপ সেই বাহুদেব ব্যতিরিক্ত অগ্র  
কুত্রাপি প্রযুক্ত হয় না । সেই পরমব্রহ্মই  
এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে,  
অগ্রতঃ ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয় । ভূত-  
সমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং  
বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জুনেন, এইজন্ত  
তঁাহাকে ভগবান্ বলা যায় । জ্ঞান, শক্তি, বল,  
ঐশ্বর্য, বীৰ্য ও তেজঃ প্রভৃতি সদৃশগুণসমূহই  
ভগবৎ শব্দের বাচ্য । সমস্ত ভূতগণ সেই  
পরমাত্মাতে বাস করিতেছে এবং সকলের  
আত্মস্বরূপ সেই বাহুদেব সমস্ত ভূতেই বাস  
করিতেছেন । ৭১—৮০ । পুরাকালে কেশি-  
ন্দ্বজ, খাণ্ডিক্য-জনক কঠক জিজ্ঞাসিত হইয়া  
তঁাহাকে বাহুদেব নামের ষথার্থ অর্থ এই-  
রূপ কহিয়াছিলেন, যেহেতু সমস্ত ভূত-  
গণ তঁাহাতে বাস করিতেছে এবং তিনি  
সমস্ত ভূতেই জগতের ধাতা ও বিধাতারূপে  
অবস্থান করিতেছেন, সেই নিমিত্তই সেই  
প্রভু সর্বা বাহুদেব । হে মূনে ! সেই পর-  
মাত্মা স্বয়ং সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত থাকিয়া

স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্  
গুণাংচ দোষাংচ মূনে ব্যতীতঃ ।  
অতীতসর্বারবণোহখিলান্না  
ভেনাস্তৃত্বং বহুবনাত্তুরালে ॥ ৮৩  
সমস্তকল্যাণগুণাস্বকো হি  
স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ ।  
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদ্ধেহঃ  
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥ ৮৪  
তেজোবলৈখুধ্যমহাবোধঃ  
স্ববীৰ্য্যজ্ঞানদ্বিগুণৈকরাশিঃ ।  
পরঃ পরাধাং সকলা ন যত্র  
ক্ৰেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥ ৮৫  
স ঈশ্বরো ব্যাট্টিসমষ্টিরূপো  
ব্যক্তস্বরূপোহপ্রকটস্বরূপঃ ।  
সর্বৈশ্বরঃ সর্বগঃ সর্ববৈশ্বা  
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্মাঃ ॥ ৮৬  
সংজ্ঞায়তে যেন তদন্তশোবৎ  
শুদ্ধং পরং নিশ্চলমেরুরূপম্ ।  
সংদৃশ্যতে বাপ্যিগম্যতে বা  
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহগ্রতত্ত্বম্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেংশে  
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অখিলের আত্মরূপে সর্বভূতের প্রকৃতি, বিকার,  
গুণ ও দোষসমূহ, ত্রিভুবনে বাহা কিছু আছে,  
তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন । সমস্ত  
কল্যাণগুণের স্বরূপ সেই পরমাত্মা স্বীয় শক্তির  
কণামাত্র দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আপন  
ইচ্ছায় বহুবিধ শরীর পরিগ্রহ করত জগতের  
অশেষরূপে কল্যাণ সাধন করিতেছেন । যিনি  
তেজ, বল, ঐশ্বর্য ও মহাবোধশালী এবং স্বীয়  
বীৰ্য ও শক্তি প্রভৃতির একমাত্র আধার ও  
পরাংপর, যে পরমেশ্বরে ক্রেশ প্রভৃতি নাই, তিনি  
ঈশ্বর এক ব্যাট্ট ও সমষ্টিরূপ ; তিনিই ব্যক্ত  
স্বরূপ ও তিনিই অব্যক্তরূপ ; তিনিই সকলের  
প্রভু ও সর্বত্রগামী ; তিনিই সর্ববৈশ্বা ও সম-  
স্তের শক্তি-স্বরূপ এবং তঁাহারই নাম পরমেশ্বর ।  
বাহা দ্বারা নির্দোষ, বিশুদ্ধ, নিশ্চল ও একরূপ

বৰ্ত্তোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

স্বাধ্যায়সংসমভ্যাং স দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ ।  
তৎপ্রাপ্তিকারণং ব্রহ্ম তদেতদ্বিতি চোচ্যতে ॥ ১  
স্বাধ্যায়যোগমগ্নীত যোগাং স্বাধ্যায়মেব চ ।  
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশ্যতে ॥ ২  
তদীক্ষণায় স্বাধ্যায়চন্দ্রধোগন্তথাপরম্ ।  
ন মাংসচক্ষুৰ্দ্ৰষ্টুং ব্রহ্মভূতঃ স শক্যতে ॥ ৩  
মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ তমহং যোগং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং বদ ।  
জ্ঞাতে যত্রাখিলাধারং পশ্যেয়ং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪

সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে বা জানিতে পারা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহার বিপরীত যে, তাহার নাম অজ্ঞান ও তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা যায় । ৮১—৮৭ ।

বৰ্ত্তমাণে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাওয়া যায় ; এই উভয়ই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া ইহা-রাও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । স্বাধ্যায় হইতে যোগকে অবলম্বন করিবে ও যোগ হইতে স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করিবে ; স্বাধ্যায় ও যোগরূপ সম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন । তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য স্বাধ্যায় ও যোগ উভয়ই চন্দ্রঃস্বরূপ, এই চন্দ্রচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না । মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ ! যোগকে জানিতে পারিলে আমি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব ; সেই যোগ কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ; আপনি বলুন

পরশর উবাচ ।

যথা কেশিধ্বজঃ প্রাঃ খাণ্ডিক্যায় মহাশ্বনে ।  
জনকায় পুত্রা যোগং তথাহং কথয়ামি তে ॥ ৫

মৈত্রেয় উবাচ ।

খাণ্ডিক্যঃকোহভবদ্রক্ষনকোবঃ কেশিধ্বজোহভবৎ  
কথং তয়োঃ সংবাদো যোগসম্বন্ধবানভূতঃ ॥ ৬

পরশর উবাচ ।

ধর্ম্মধ্বজো বৈ জনকস্তস্ত পুত্রো মিতধ্বজঃ ।  
কৃতধ্বজশ্চ নাম্না স সন্যাসায়রতির্নৃপঃ ॥ ৭  
কৃতধ্বজস্ত পুত্রোহভূৎ খ্যাতঃ কেশিধ্বজো দ্বিজ  
পুত্রো মিতধ্বজস্তাপি খাণ্ডিক্যো জনকোহভবৎ ॥ ৮  
কর্ম্মমার্গেহতি খাণ্ডিক্যঃ পৃথিব্যামভবৎ কৃতী ।  
কেশিধ্বজোহপ্যতীবাসীদাত্মবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৯  
তাবুতাবপি চৈবাস্তাং বিজিগীষু পরম্পরম্ ।  
কেশিধ্বজেন খাণ্ডিক্যঃ স্বরাস্ত্রাদবরোপিতঃ ॥ ১০  
পুরোধসা মন্ত্রিভিঃ সমবেতোহব্রহ্মধনঃ ।  
রাজ্যানিরাকৃতঃ সোহং দূর্গারব্যচরোহভবৎ ॥ ১১

পরশর কহিলেন,—পূর্বে কেশিধ্বজ, মহাত্মা খাণ্ডিক্যজনককে যোগের বিষয় ধ্বজরূপ কহিয়া ছিলেন। তাহা আমি তোমাকে বলিগেছি । মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! খাণ্ডিক্য কে ও কেশিধ্বজই বা কে ছিলেন এবং কি প্রকারেই বা উভয়ের যোগসম্বন্ধে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করুন । পরশর কহিলেন,—পূর্বকালে ধর্ম্মধ্বজ নামে একজন নৃপতি ছিলেন ; তাহার পুত্র, মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ । কৃতধ্বজ অতিশয় জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন । হে দ্বিজ ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের খাণ্ডিক্য-জনক নামে পুত্র ছিলেন । পৃথিবীর মধ্যে খাণ্ডিক্য কর্ম্ম-মার্গে অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন এবং কেশিধ্বজ অধ্যাত্ম-বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন । এই উভয়েরই পরস্পরের প্রতি অতিশয় বিজিগীষা ছিল । কালে কেশিধ্বজ কর্তৃক খাণ্ডিক্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত অজ্ঞমাত্র পরিজন লইয়া রাজ্য হইতে দূরে দূর্গ-অরণ্যে

ইরাজ সোৎপি সুবহন বজান জ্ঞানব্যাপারঃ ।  
ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় তত্ত্বং মৃত্যুবিদ্যয়া ॥১২  
একদা বর্ত্তমানস্ত যোগে গৌণবিদ্যাবয়বঃ ।  
ধর্ম্মধেনুং জ্ঞানোৎপাদিনীং বিজনে বনে ॥ ১৩  
ততো রাজা হত্যাং জ্ঞাত্বা ধেনুং ব্যাঘ্রেন ধ্বজিঃ ।  
প্রায়শ্চিত্তং স পশুচ্ছ কিমত্রেতি বিবীরতে ॥ ১৪  
তে চোচূর্ন বয়ং বিদ্যাঃ কশরুঃ পৃচ্ছ্যতামিতি ।  
কশেকরপিভেনোক্তস্তথৈব প্রাহ ভার্গবম্ ॥ ১৫  
শুনকং পৃচ্ছ রাজ্ঞস্ত্র নাহং বেরি স বেংস্ততি ।  
স গতা তমপৃচ্ছত সোৎপাত্য শূণু যদ্বনে ॥ ১৬  
ন কশেকরং চৈবাহং ন চান্তঃ সাংপ্রত্য ভূবি ।  
বেস্তোক এষ তদ্বক্ষ্যে ঋগ্ভিক্যো যো জিত্ত্বয়া ॥  
স চাহং তং প্রায়াম্যেষ প্রষ্টুমাত্মরিপং মুনৈ ।

বাস করিয়াছিলেন । কেশিধ্বজ নৃপতি জ্ঞান-  
নিষ্ঠ হইয়াও অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু হইতে নিস্তার  
পাইবার জন্য বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-  
ছিলেন । হে ঋগ্ভিক্যে! একদা বিজনেবনে  
এক উগ্র শাদ্দল যোগে মগ্ন সেই রাজার ধর্ম্ম-  
ধেনুকে হত্যা করিয়াছিল । তৎপরে রাজা  
ব্যাহ্র কর্তৃক ধেনু হত হইয়াছে জানিতে পারিয়া,  
“আপনারা এ বিষয় কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন”  
এই কথা পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন । “আমরা জানি না, আপনি কশেকরকে  
জিজ্ঞাসা করুন” পুরোহিতগণ এই উত্তর প্রদান  
করিয়াছিলেন । কশেকরও জিজ্ঞাসিত হইয়া  
নৃপতিকে বলিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র! আমি  
এ বিষয় জানি না, “আপনি ভার্গব” শুনককে  
জিজ্ঞাসা করুন” তিনি জানিতে পারেন । তৎপরে  
নৃপতি শুনকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; তাহাতে শুনক যাহা  
উত্তর করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রেয়! তাহা শ্রবণ  
কর হে রাজন্! কশেকর বা আমি অথবা অন্য  
কেহ সম্প্রতি পৃথিবীতে, এ বিষয়ের জ্ঞাতা নহি ;  
তোমার শত্রু একমাত্র ঋগ্ভিক্যই এ বিষয়  
বিশেষরূপে অবগত আছেন; যিনি তোমা কর্তৃক  
পরাজিত হইয়াছেন । তৎপরে কেশিধ্বজ কহি-  
লেন,—হে মুনৈ! আমি প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা

প্রাপ্ত এবং ময়া বজ্রা যদি মাং স হনিষ্যতি ॥১৮  
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ যদি পৃষ্ঠো যদিষ্যতি ।  
ততঃচাবিকশো বাণো মুনিশ্চেষ্ঠ ভবিষ্যতি ॥ ১৯  
পরশর উবাচ ।  
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ কৃষ্ণাজিনধরো নৃপঃ ।  
বনং লগাম বক্রান্তে ঋগ্ভিক্যঃ স মহামতিঃ ॥ ২০  
তমায়ান্তঃ সমালোক্য ঋগ্ভিক্যো রিপুমাত্মনঃ ।  
প্রোবাচ ক্রোধতাত্ত্বিকঃ সমারোপিতকার্ষুকঃ ॥ ২১  
ঋগ্ভিক্য উবাচ ।  
কৃষ্ণাজিনঃ ত্বং কবচমাবধ্যাম্মারিহংস্তসি ।  
কৃষ্ণাজিনধরে বেংসি ন ময়ি প্রহরিষ্যতি ॥ ২২  
মৃগাণাং বত পৃষ্ঠেবু মূঢ় কৃষ্ণাজিনঃ ন কিম্ ।  
যেবাং তস্মা ময়া চোগ্রাঃ প্রহিতাঃ শিতসারকাঃ ॥২৩  
স তামহং হনিষ্যামি ন মে জীবন বিমোক্ষসে ।  
আততায়সি হৃষ্টক্কে মম রাষ্ট্রহরো রিপুঃ ॥ ২৪

করিবার জন্য আমার শত্রুর নিকট গমন করি-  
তেছি, যদি সে আমাকে হত্যা করে, তাহা হই-  
লেও আমি যজ্ঞের বল প্রাপ্ত হইব, অথবা যদি  
সে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে ইহার বধাশাস্ত্র  
প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলে, তাহা হইলেও সম্পূর্ণ-  
রূপেই আমার শত্রু সম্পন্ন হইবে । ১২—১৯ ।  
পরশর কহিলেন,—এই কথা বলিয়া মহামতি  
সেই নৃপতি কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্বক রথারোহণ  
করিয়া যেখানে ঋগ্ভিক্য বাস করিতেছিলেন,  
সেই বনে গমন করিলেন । এদিকে ঋগ্ভিক্য  
আপনার শত্রু কেশিধ্বজকে আগমন করিতে  
দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ধনুক  
সজ্জিত করত কহিলেন,—তুমি কৃষ্ণাজিন  
ধারণ করিয়াছ ; সুতরাং তোমাকে আমি বধ  
করিব না,—এই ভাবিয়া কৃষ্ণাজিনের কবচ  
ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ ।  
হে মূঢ়! যে সমস্ত মৃগের প্রতি তুমি ও আত্ম-  
শাণিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহাদের  
পৃষ্ঠে কি কৃষ্ণাজিন ছিল না? সেই আমি  
তোমাকে অবোধেই হত্যা করিব, তোমার জীবন  
ধাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না,  
যেহেতু তে হৃষ্টক্কে! তুমি আমার রাজ্য হরণ



কেশিধ্বজ উবাচ ।

খাণ্ডিকা সংশয়ঃ প্রবৃত্তঃ ভবতু মহাপতঃ ।

ন ত্বাং হস্তং বিচার্যৈতৎকোপংবাণক মুঞ্চ চ ॥২৫

পরশর উবাচ ।

ততঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্বমেকাগ্রে সম্পূর্যহিতঃ ।

মন্ত্ররামাস খাণ্ডিক্যঃ সর্বৈরেষ মহামতিঃ ॥ ২৬

তদুচ্যুত্বিণো বধ্যো রিপূরেষ বশং পতঃ ।

হতে তু পৃথিবী সর্বা ভব বস্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৭

খাণ্ডিক্যচাহ তান্ সর্বানেন্দ্রবেব ন সংশয়ঃ ।

হতে তু পৃথিবী সর্বা মম বস্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৮

পরলোকজয়ন্ত পৃথিবী সকলা মম ।

ন হস্মি চেম্লোকজয়ো মম তত্ত্ব বহুকরা ।

নাহং মন্ত্রে লোকজয়াদধিকা ত্রাধুকরা ॥ ২৯

পরলোকজয়োহনন্তঃ স্বল্পকালো মহীজয়ঃ ।

করিয়া পরম আততায়ী শত্রুরূপে পরিণত হই-  
য়াছ। কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন,—আমার  
কোন সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই  
আপনার এখানে আসিয়াছি, আমি আপনাকে,  
হত্যা করিতে আসি নাই; অতএব আপনি  
ক্রোধ এবং বাণ পরিত্যাগ করুন। পরাশর  
কহিলেন,—তারপর মহামতি সেই খাণ্ডিক্য  
পূর্যহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত একান্তে মন্ত্রণা  
করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কহি-  
লেন, যখন শত্রু আপনার বশে আসিয়াছে,  
তখন তাঁহাকে বধ করাই কর্তব্য, কারণ  
শত্রু বিনষ্ট হইলে সমস্ত পৃথিবী আপনার  
বলীভূত হইবে। খাণ্ডিক্য তাঁহাদিগকে কহি-  
লেন, সত্য বটে এ হত হইলে সমস্ত পৃথিবী  
আমার বলীভূত হইবে, কিন্তু ইহার পরলোক  
জয় হইবে ও আমার সমস্ত পৃথিবীই হইবে :  
যদি আমি ইহাকে বধ না করি তাহা হইলে  
আমারই পরলোক জয় হইবে এবং উহার  
বহুকরা মাত্র থাকিবে। পরলোক জয় হইতে  
পৃথিবীর আধিপত্য আমার বিবেচনার অধিক  
বোধ হয় না। পরলোকের জয় অনন্তকালের  
নিবৃত্ত এক মহীজয় অতি অল্পদিনেরই জন্ত;

তস্মাদেনং ন হিংসিষ্যে বৎপৃচ্ছতি বনামি তং ॥

পরশর উবাচ ।

ততস্তদুচ্যুত্বাত্যাহ খাণ্ডিক্যজনকো রিপুঃ ।

প্রষ্টব্যং বস্তুর্যঃ সর্বং তং পৃচ্ছত্ব বনাম্যহম্ ॥ ৩০

পরশর উবাচ ।

ততঃ সর্বং বধাবুঞ্চ ধর্মধেনুবধং দ্বিজ ।

কথয়িত্বা স পশ্যতু প্রায়শ্চিত্তং হি তদগতম্ ॥ ৩১

স চাচষ্ট যথাত্মরং দ্বিজ কেশিধ্বজায় তং ।

প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ বধৈ তত্র বিধীয়তে ॥ ৩২

বিদিতার্থঃ স তেনৈবং সোহনুজ্ঞাতো মহান্ত্রম

বাণভূমিমুপাশ্রিতা চক্রে সর্বাঃ ক্রিয়াঃ ক্রমাৎ ॥

ক্রমেন বিধিক্ বাণং নীত্বা সোহবভূষাধ্বতঃ

কৃতকৃতান্ততো ভূত্বা চিত্তরামাস পার্থিবঃ ॥ ৩৩

পূজিতা ঋদ্ধিজঃ সর্বৈঃ সদন্তা মানিতা ময়া

ত্বেবাবির্জনেহপ্যর্থোজ্ঞিতোহভিমতৈবৈব ॥ ৩৪

মৃতরাং আমি ইহাকে বধ করিব না, বরং এ  
যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহার যথার্থ উত্তর  
প্রদান করিব ২২—৩০। পরাশর কহি-  
লেন, তৎপরে খাণ্ডিক্য-জনক, সেই শত্রু  
কেশিধ্বজের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,  
আপনার বাহা জিজ্ঞাস্ত আছে, সমস্ত জিজ্ঞাসা  
করুন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি।  
পরশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! তৎপরে সেই  
কেশিধ্বজ নৃপতি যেরূপ ধর্মধেনু বধ হইয়াছে,  
তাহা কহিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করি-  
লেন। দ্বিজ! তৎপরে সেই খাণ্ডিক্যজনক  
কেশিধ্বজকে সেই প্রোবধের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত  
কহিয়াছিলেন। মহাত্মা খাণ্ডিক্যের নিকট  
প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিয়া এবং তাঁহার অনু-  
মতি লইয়া কেশিধ্বজ নৃপতি যজ্ঞভূমিতে  
উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন  
করিয়াছিলেন। কালক্রমে যজ্ঞ সমাপ্তির পর  
অবভৃষ, হাণ, কৃতকৃত্য হইয়া সেই নৃপতি  
ভাবিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত ঋদ্ধিকণ্ঠের  
বধাবিধি পূজা ও সমস্তধর্মকে বধাবিধি সম্বল  
করিয়াছি এবং অর্ধিগণও আমার নিকট, বাহার  
যাহা অভিযুক্ত, তাহা পাইয়াছে। ৩১—৩৪-

স্বার্থমস্ত লোকস্ত ময়া দৰ্শনং বিচেষ্টিতম্ ।  
 অনিপন্নক্রিয়ং চেতন্তুংপি মম কিং যথা ॥ ৩৭  
 ইতি সঙ্কিত্য স্বয়ং গম্যার স মহাপতিঃ ।  
 খাণ্ডিক্যায় ন দত্তেতি ময়া বৈ গুরুদক্ষিণা ॥ ৩৮  
 জগাম চ ততো ভূয়ো রথমারুহ্য পাণ্ডিঃ ।  
 মৈত্রেয়্যে দুর্গগমনং খাণ্ডিক্যো যত্র সংস্থিতঃ ॥ ৩৯  
 খাণ্ডিক্যোহপি ত্রয়াস্তং পুনর্দৃষ্ট্বা ধৃত্যধ্বজাঃ ।  
 তসৌ হস্তং কৃতমতিসন্তোষাৎ স পুনর্বৃণঃ ॥ ৪০  
 ভো নাহং ত্বেপকারায় প্রাপ্তঃ খাণ্ডিকা মা ক্রুধঃ  
 গুরোনিজ্জয়দানায় মামবেহি স্বমগতম্ ॥ ৪১  
 নিপাদিতো ময়া যাগঃ সন্ধ্যাহু ত্বদুপদেশতঃ ।  
 সোহহং তে দাতুমিচ্ছামি বৃণুয গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৪২  
 পরাশর উবাচ ।  
 ভূয়ঃ স মন্ত্রিভিঃ সাক্ষীঃ সন্তয়ামাস পাণ্ডিবঃ ।  
 গুরুনিজ্জয়তিকা মোহত্বে কিময়ং প্রার্থ্যতামিতি ॥ ৪৩

লোকের বাহ্য কর্তব্য, সে সমস্তই আমার  
 নিষ্পন্ন হইয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত  
 অপ্রসন্ন অবস্থায় কেন রহিয়াছে? এইরূপ  
 অনেক ভাবিতে ভাবিতে সেই মহাপতি  
 স্মরণ করিলেন যে, আমি এখনও খাণ্ডিকাকে  
 গুরুদক্ষিণা প্রদান করি নাই। হে মৈত্রেয়!  
 তৎপরে সেই নৃপতি পুনরায় রথে আরোহণ  
 করিয়া যেখানে খাণ্ডিকা ছিলেন, সেই দুর্গম  
 গহনে গমন করিলেন। খাণ্ডিক্যও পুনরায়  
 তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া বধ করিবার  
 অভিলাষে সশস্ত্র হইয়া দ্বিধা করিলেন। তখন  
 কেশিধ্বজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহি-  
 লেন। হে খাণ্ডিকা! আমি তোমার কোন  
 অপকার করিতে এখানে আসি নাই, সুতরাং  
 তুমি ক্রোধ করিও না, গুরুদক্ষিণা প্রদান  
 করিবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি।  
 তোমার উপদেশে আমার যজ্ঞ সম্যকরূপে নিষ্পন্ন  
 হইয়াছে, তাহাতেই তোমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান  
 করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা চাহিতে  
 পার। ৩৭—৪২। পরাশর কহিলেন, তৎপরে  
 খাণ্ডিক্য আপন মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন  
 যে, কেশিধ্বজ আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান

তমুচুমন্ত্রিণো রাজ্যমশেষং প্রার্থ্যতামিতি ।  
 কুজিভিঃ প্রার্থ্যতে রাজ্যমনারাসিতসৈনিকৈঃ ॥ ৪৪.  
 প্রহস্ত তানাহ নৃপঃ স খাণ্ডিকো মহামতিম্ ।  
 স্বল্পকালং মহীরাজ্যং মাদৃশৈঃ প্রার্থ্যতে কথম্ ॥ ৪৫  
 ঐশ্বৰ্য্যমন্তবন্তোহত্র সর্বসাধনমন্ত্রিণঃ ।  
 পরমার্থঃ কথং কোহত্র নৃপঃ নাত্র বিচক্ষণাঃ ॥ ৪৬  
 পরাশর উবাচ ।  
 ইতুত্বা সমুপেতৈনং স তু কেশিধ্বজঃ নৃপম্  
 উবাচ কিমবশ্যং ন দাসি গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৪৭  
 পরাশর উবাচ ।  
 বাচমিত্যেব তেনোক্তঃ খাণ্ডিকাস্তমথারবোঃ ।  
 ভবানধ্যাত্তবিকল্পন-পরমার্থবিচক্ষণঃ ॥ ৪৮  
 যদি চেদীয়তে মহং ভবতা গুরুনিজ্জয়ঃ ।  
 তং ক্লেশপ্রশমায়ালং যঃ কস্য তদ্বারয় ॥ ৪৯  
 ইতি ত্রিবিম্বপুরাণে যষ্ঠেহংশে  
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিতে আসিয়াছে, ইহার নিকট কি প্রার্থনা কর  
 যাইবে? মন্ত্রিগণ উত্তর করিলেন, হে রাজন!  
 আপনি ইন্দ্ৰের নিকট সমস্ত রাজ্য প্রার্থনা করুন,  
 সৈন্তগণকে ক্লেশ স্বীকার না করাইয়া কৃতী  
 ব্যক্তির রাজ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তখন  
 মহামতি খাণ্ডিক্য তাঁহাদের বাক্যে হাস্য করিয়  
 কহিলেন, মাদৃশ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে স্বল্পকাল-  
 ভোগ্য মহীরাজ্য প্রার্থনা করিবে? আপনার  
 সমস্ত সাধনেই আমাকে পরামর্শ দিয়া থাকেন,  
 সত্য কিন্তু পরমার্থ কি এবং তাহা কি প্রকারে  
 সাধিত হয়, তাহা আপনার বিশেষরূপে জানেন  
 না। পরাশর কহিলেন,—মন্ত্রিগণকে এই কথ  
 বলিয়া খাণ্ডিক্য, কেশিধ্বজ নৃপতির নিকট গমন  
 করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিশ্চয়ই কি  
 আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে? পরাশর  
 কহিলেন—কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন, আমি  
 নিশ্চয়ই দিব; তখন খাণ্ডিক্য বলিলেন—  
 অধ্যায় বিস্তাররূপ পরমার্থ বিষয়ে আপনি  
 অতি বিচক্ষণ। যদি আপনি গুরুদক্ষিণা  
 দিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে যে কথ

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

## কেশিক্ষজ উবাচ ।

ন প্রার্থিতং ত্বয়া কস্মাৎ মম রাজ্যমকণ্টকম্ ।  
রাজ্যলাভাধিনা নাত্যং কল্লিরাণামতিপ্রিয়ম্ ॥ ১  
খাণ্ডিক্য উবাচ ।  
কেশিক্ষজ নিবোধ তং ময়া ন প্রার্থিতং যতঃ ।  
রাজ্যমেতদশেষং তে যত্র গৃধ্যন্ত্যপণ্ডিতাঃ ॥ ২  
কল্লিরাণামবং ধনশ্চ যৎ প্রজাপরিপালনম্ ।  
বধশ্চ ধনযুদ্ধেন পরাজ্যপরিপহিনাম্ ॥ ৩  
বত্রাশতশ্চ মে দোষো নৈবাস্ত্যপহ্নতে ত্বয়া ।  
বন্ধায়ৈব ভবত্যেবা অবিদ্যাপ্যক্রমোজ্জ্বলিতা ॥ ৪  
জয়োপভোগলিপ্সার্থমিয়ং রাজ্যস্পৃহা মম ।  
অন্তেষাং দোষক্কা মৈবা ধর্মমেবাহুরূপ্যতে ॥ ৫

করিলে সমস্ত ক্ষেত্রের শান্তি হয়, তাহা আমাকে  
বলুন । ১—৩ ॥

ষষ্ঠাংশে বষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

## সপ্তম অধ্যায় ।

কেশিক্ষজ কহিলেন,—আমার নিকট  
আপনি কেন নিকটক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন  
না ? কারণ কল্লিরাণ্যের রাজ্যলাভ ব্যতীত  
আর কোন পক্ষার্থ ত অতিপ্রিয় নহে । খাণ্ডিক্য  
কহিলেন,—হে কেশিক্ষজ ! মূর্খগণ যাহার জন্ত  
সর্বদা লোলুপ, এমত বিশাল সাম্রাজ্য কেন  
প্রার্থন করি নাই তাহা শ্রবণ কর । কল্লিরা-  
ণ্যের প্রজাপালন ও ধর্মযুদ্ধে রাজ্যের শত্রু-  
সমূহকে বধ করাই ধর্ম । আমার রাজ্য ত  
তুমি অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং তাহার অপা-  
লন জন্ত দোষ আমাতে কিছুই নাই ; কিন্তু  
রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাহা জায়মার্গে পালন না  
করিতে পারিলে, পাপেরই ভাগী হইতে হইবে ।  
রুজোচিত ছদ্ম চামরাদি ভোগের জন্ত আমার  
এই দুষ্ট রাজ্য-স্পৃহা কেবল অশ্রেরই অনুগমন  
করিতেছে না, ইহা অর্থ শত্রুরও অনুসরণ

ন যাক্কা কল্লবন্ধনাং ধর্ম্মা হেতুং সত্যমজম্  
অতো ন যাচিৎ রাজ্যম বৈদ্যন্তর্গতং তব ॥ ৬  
রাজ্যে গৃধ্যন্ত্যবিধাসো মৈবাহতচেষ্টসঃ ।  
অহংমানমহাপান-মদমত্তা ন মাদৃশাঃ ॥ ৭

## পরশর উবাচ ।

ততঃ প্রহৃষ্টঃ সাধ্বিতি প্রাহ কেশিক্ষজো নৃপঃ ।  
খাণ্ডিক্যজনকং প্রীত্যা জয়তাং বচনং মম ॥ ৮  
অহস্ত্রবিদ্যামৃত্যুং চ তর্জুকামঃ কেরামি বৈ ।  
রাজ্যং যোগাংশ্চ বিবিন্ধান ভোগৈঃ পুণ্যকরং তথা  
তদিদং তে মনো দিষ্ট্য বিবেকৈর্ধ্যতাং গতম্ ।  
জয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ॥ ১০  
অনাস্ত্রাস্ত্রাবুদ্ধির্বা অশ্বৈ সমিতি যা মতিঃ ।  
অবিদ্যাভরসমুত্তেবোজমেতদ্ভিষা স্থিতম্ ॥ ১১  
পঞ্চভূতাস্বকে দেহে দেবী মোহভমোরতঃ ।  
অংমেতদিতীতাস্টেঃ কুরুতে কুমতিশ্রুতিম্ ॥ ১২  
আকাশবায়ুগ্নি ন-পৃথিবীত্যাঃ পৃথক্ স্থিতে ।

করিতেছে । যাক্কা কল্লিরাণ্যের ধর্ম্ম নহে,  
ইহাই সাধুলোকের মত ; এই নিমিত্ত আমি  
‘অবিদ্যার অন্তর্গত রাজ্য প্রার্থনা করি নাই ।  
অহংকাররূপ মদিরাপানে উন্মত্ত এবং মমতাকৃষ্ট-  
চিত্ত মুঢ় ব্যক্তিগণই রাজ্যে লুপ্ত হইয়া থাকে ।  
কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি ইহা প্রার্থনা করে না ।  
পরশর কহিলেন,—কেশিক্ষজ নৃপতি, খাণ্ডি-  
ক্যের বাক্যে প্রহৃষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান  
করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে  
খাণ্ডিক্য-জনক ! আমার বাল্য শ্রবণ করুন ।  
আমি প্রজাপালনাদি অবিদ্যায় ক্রিয়া দ্বারা  
কাম ক্রোধাদি হইতে বিমুক্তি পাইবার আশায়  
রাজ্য-পালন ও বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া  
থাকি এবং ভোগ দ্বারা পুণ্যসমূহেরও ক্ষয় করি-  
তেছি । হে কুলনন্দন ! ত্যাক্রমে আপনার  
মন বিবেকসম্পন্ন হইয়াছে, আপনি অবিদ্যার  
স্বরূপ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন । ১—১০ । অনাস্ত্র-  
আস্ত্রবুদ্ধি এবং যাহা আপনায় নহে, তাহা  
আপনার বলিয়া বোধ করা, এই দুইটাই  
অবিদ্যাভরর বীজ । কুমতি জীব মোহরূপ  
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, পঞ্চভূতাস্বকে দেহেই

আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে । আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী হইতে আস্ত্রা যখন পৃথক-রূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন কোন বুদ্ধিমান এই পঞ্চভূতাস্ত্রক কলেবরকে আস্ত্রা বলিয়া ভাবনা করে এবং কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই শরীর দ্বারা উপভোগ্য গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করে ? নিজের দেহ যখন আপনার নহে, তখন তাহা দ্বারা উৎপাদিত পুত্র পৌত্রাদিতেই বা কোন পণ্ডিতব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া থাকেন ? মনুষ্য দেহের উপভোগের জগুই সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, সেই দেহ যখন আস্ত্রা হইতে ভিন্ন, তখন তাহা জীবের আত্ম-বুদ্ধি কেবল সংসারে আবদ্ধ হইবার জগু । যেমন মৃত্তিকা ও জলেপন দ্বারা মুগ্ধ গৃহকে রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ এই পার্থিবদেহ অন্ন ও জলের বলে রক্ষিত হইয়া থাকে । যখন পঞ্চভূতাস্ত্রক ভোগ দ্বারা পঞ্চভূতময় এই শরীরই আপ্যায়িত হইতেছে, তখন জীবের ইহাতে গৰ্ব্ব নিরর্থক । জন্ম জন্ম সংসার-পদবীতে ভ্রমণ করত বাসনারূপ গুলি দ্বারা ধূসরিত হইয়া জীব কেবল মোহরূপ পরি-শ্রবণ প্রাপ্ত হইতেছে । জ্ঞানরূপ উষ্ণ-বাষ্প দ্বারা যখন তাহার সেই গুলি প্রক্ষা-

তদা সংসারপাহন্ত য়াতি মোহভ্রমঃ শমম্ ॥ ২০ ॥  
মোহভ্রম শমং যাতে স্বস্থান্তঃকরণঃ পুমান্ ।  
অনন্তাভিশয়াবাধং পরং নির্বাণমুচ্ছতি ॥ ২১ ॥  
নির্বাণময় এবায়মাস্ত্রা জ্ঞানময়োহমলঃ ।  
দুঃখাজ্ঞানমলা ধৰ্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তে তু নাস্তনঃ ॥ ২২ ॥  
জলন্ত নাগ্নিসংসর্গঃ স্থালীসম্পর্কোহপি হি ।  
শকোদ্রেকাদিকান ধৰ্ম্মান তৎকরোতি যথামুনে ॥ ২৩ ॥  
তথাস্ত্রা প্রকৃতেঃ সঙ্গাদহংমানাদিদ্বেষিতঃ ।  
ভজতে প্রাকৃতান্ ধৰ্ম্মমভ্যন্তেভ্যো হি সোহব্যয়ঃ  
শব্দেতৎ কথিতং বীজমবিদ্যায়ান্তব প্রভো ।  
ক্লেশানাকং ক্রয়করণং যোগদত্তম বিদ্যাতে ॥ ২৫ ॥  
খাণ্ডিক্য উবাচ ।  
তত্ত্ব ব্রাহ্মি মহাভাগ যোগং যোগবিশুদ্ধম ।  
বিস্ত্রাভযোগশাস্ত্রার্থজ্ঞমস্তাং নিমিস্ততো ॥ ২৬ ॥  
কেশিধ্বজ উবাচ ।

যোগস্বরূপং খাণ্ডিক্য শ্রয়তাং গদতে মম ।

লিত হয়, তখন সংসারপথিক জীবের মোহ-ভ্রম নিরুপ্তি হয় । ১১—২০ । মোহভ্রম অপগত হইলে জীবের অন্তঃকরণ সুস্থ হয় এবং নিরতি-শয় মুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় । জ্ঞানময় এই বিমল আস্ত্রা সৰ্বদাই মুক্তরূপে অবস্থান করিতেছেন ; দুঃখ অজ্ঞান প্রভৃতি মলসমূহ প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম, কিন্তু আস্ত্রার নহে ; হে মুনে ! যেমন স্থালীস্থিত জলের অগ্নির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও, স্থালীসম্পর্ক নিবন্ধন উষ্ণতা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃ-তির সংসর্গেই সেই অব্যয় আস্ত্রা অতিমানাদি দ্বারা দ্বিষিত হইয়া প্রাকৃতিক ধৰ্ম্মসমূহকে ভোগ করিয়া থাকেন । হে প্রভো ! অবিদ্যার বীজ এই আপনার নিকট কৌণ্ঠিত হইল, এই ক্লেশ-সমূহকে ক্রয় করিতে যোগ ব্যতিরিক্ত আর অন্য কোন উপায় নাই । খাণ্ডিক্য কহিলেন, হে যোগবিন্দগণের শ্রেষ্ঠ মহাভাগ কেশিধ্বজ ! আপনি সেই যোগের স্বরূপ আমাকে বলুন, এই বিস্তৃত নিমিষক্షে আপনিই বিশেষরূপে যোগ-শাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন । কেশিধ্বজ কহি-লেন,—যে যোগ অবলম্বন করিয়া মুনিজন্ম

যত্র হিতো ন চ্যবতে প্রাপ্য ব্রহ্মলয়ং মুনিঃ ॥২৭॥  
 মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।  
 বন্ধস্ত বিঘ্নসান্নি মুক্তেনির্বিঘ্নয়ং তথা ॥ ২৮ ॥  
 বিষয়েভাঃ সমাহুতা বিজ্ঞানান্না মনো মুনিঃ ।  
 চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরেবরম্ ॥ ২৯ ॥  
 আত্মতাৎ নরতোষণং তদব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে ।  
 ষিকার্যমায়নঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥৩০॥  
 আত্মপ্রবক্তৃসাপেক্ষা বিশিষ্টা য়া মনোগতিঃ ।  
 তস্তা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইতাভিধীয়তে ॥৩১॥  
 এবমতান্তবৈশিষ্ট্য-বৃত্তকর্ম্মোপলক্ষণঃ ।  
 যস্ত যোগঃ স বৈ যোগী মুমুক্শুরভিধীয়তে ॥ ৩২ ॥  
 যোগযুক্ত প্রথমং যোগী যুজ্ঞমানো বিধীয়তে ।  
 বিনিষ্পন্নসমাধিস্ত পুনঃ ব্রহ্মোপলক্ষমান ॥ ৩৩ ॥  
 যদ্যন্তরায়দোষণে দৃষ্যতে নাস্ত মানসম্ ।  
 জ্ঞাত্তরৈরভ্যাসতো মুক্তিঃ পূর্ব্বস্ত জায়তে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে আর পুনরাবৃত্ত হন না, হে ঋষিকৃষ্ণ! আমি সেই যোগের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনই মনুষ্যগণের বন্ধ, ও মুক্তির কারণ; মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বন্ধের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞানী মনিজন বিষয় চাইতে মনকে সমাহৃত করিয়া মুক্তির জন্ত ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন হে মুনে! যেমন চুম্বক প্রস্তর দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মও এই ভাবে চিন্তিত হইলে, স্বভাবতই যোগীকে আত্মভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন ২১—৩০। মনের এই প্রকার গতি আপনারই বহুসাপেক্ষ; ব্রহ্মে সেই মনোগতির সংযোগের নামই যোগ। যাহার যোগ এতদূশ ধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্তিকেই যোগী ও মুমুক্শু বলা যায়। প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে 'যুজ্ঞান বলা গিয়া থাকে, ক্রমশঃ সমাধিসম্পন্ন হইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যুজ্ঞান যোগীর মন বিন্দুবিঘ্নদোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যাসবলে জ্ঞাত্তরৈর তাঁহার

বিনিষ্পন্নসমাধিস্ত মুক্তিঃ তত্রৈব জয়নি।  
 প্রাপোতি যোগী যোগাধিপত্যকর্ম্মাচরোহচিরাং ॥৩৫॥  
 ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যাত্তৈরাপরিগ্রহান্ ।  
 সেবেত যোগী নিকামো যোগ্যতাং স্বমনোনয়নং ॥  
 স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়তানুবান্ ।  
 কুর্য্যাত ব্রহ্মণি তথা পরম্ভিন্ প্রবর্ণং মনঃ ॥ ৩৭ ॥  
 এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।  
 বিশিষ্টফলদাঃ কাম্যা নিকামাণাং বিমুক্তিদাঃ ॥৩৮॥  
 একং ভদ্রাসনাধীনং সমাহার্য গুণৈর্ধৃতং ।  
 যমাত্মনিয়মাত্ম্যং যুজীত নিয়তো যতিঃ ॥ ৩৯ ॥  
 প্রাণাধ্যায়নিলং বশমভ্যাসং কুরুতে তু যং ।  
 প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোববীজ এব চ ॥ ৪০ ॥  
 পরম্পরেণাভিভবং প্রাণাপানো যদানির্যো ।  
 কুরুতে সদ্ধিধানেন তৃতীয়ং সংযমাস্তয়োঃ ॥ ৪১ ॥

মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি পাইয়া থাকেন, যেহেতু যোগাধি দ্বারা তাঁহার সমস্ত অদৃষ্ট অচিরেই দৃষ্ট হইয়া যায়। যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্ত নিকাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন করিবেন, আর সংযতচিত্ত হইয়া স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ ও তপস্তা করিবেন এবং মনকে সতত পরব্রহ্মচিন্তায় নিযুক্ত রাখিবেন। পাঁচ প্রকার সংযমের সহিত এই পাঁচ প্রকার নিয়ম কথিত হইল; সকাম হইয়া ইহাদের সেবা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় এবং নিকাম ভাবে সেবা করিলে ইহারা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। ভদ্রাসনাদির কোন একটা আসন অবলম্বনপূর্ব্বক গুণবান্ যতি, ব্যক্তি, যম ও নিয়ম সম্পন্ন হইয়, সংযতচিত্তে যোগ অভ্যাস করিবেন। অভ্যাস-বলে প্রাণ নামক বায়ুকে বাহ্য বশীভূত করে, তাহার নাম প্রাণায়াম। 'সবীজ ও নিবীজ ভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার জানিবে। ৩১—৪০। যখন প্রাণ ও আপান বায়ু, সদ্ধিধান দ্বারা পরস্পরকে স্থাতিভব করে, তখন উভয়ের সংযমহেতু কুস্তক নামে তৃতীয় প্রাণায়াম হইয়া থাকে। হে

তত্ত্ব চালনবতঃ স্থূলং রূপং ত্রিজোভস্ত্র  
আলম্বনমনস্তত্র যোগিনোঃ ভ্যাসতঃ স্মৃতম্ ॥ ৪২  
শকাদিবতুরক্তানি নিগৃহ্যাকাশি যোগবিৎ  
কুর্ধ্যৎ চিন্তানুচারাণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥ ৪৩  
বশ্যতা পরমা তেন জায়তে ত্রিজোভ্যন্তরাম্  
ইন্দ্রিয়গামবশ্চৈত্বৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ ॥ ৪৪  
প্রাণায়ামেন পর্বনৈঃ প্রত্যাহারেন চোদ্ভয়ে  
বশীকৃতৈস্তত্ত্বঃ কুর্ধ্যাৎ হিরণ্যকৈতঃ স্তভাশ্রয়ঃ ॥ ৪৫  
খাণ্ডিক্য উবাচ।

কথাতং মে মহাভাগ চেতসো যঃ স্তভাশ্রয়ঃ।  
বদাধারমশেষন্তং হন্তি দ্বোষসমুত্তমম্ ॥ ৪৬  
কেশিধ্বজ উবাচ।

আশ্রয়েতসো ব্রহ্ম বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ  
ভূপ মূর্তমমূর্তকং পরক্যপন্নম্ চ ॥ ৪৭  
ত্রিবিধা ভাবনা ভূপ বিশ্বমৈতন্নিবোধ যুগে  
বঙ্গাখ্যা কর্ণসংজ্ঞা চ তথা চৈবোক্তাস্মিকি ॥ ৪৮  
ব্রহ্মভাবাস্মিকি যেকা কর্ণভাবাস্মিকি পরা।  
উত্তমাস্মিকি তথৈবাত্মা ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ ৪৯

ত্রিজোভস্ত্র! যোগী যখন প্রথম প্রাণায়াম  
অভ্যাস করেন, তখন ভগবানের স্থূলরূপ তাঁহার  
চিন্তের আলম্বন হয়। ক্রমশঃ যোগী প্রত্যা-  
হারপরায়ণ হইয়া শব্দাদি বিষয়নিবহে অনুরক্ত  
হইয়া নিগৃহ্যাকাশি চিন্তের অনুচরী  
করিবন। তাহাতে অতি-চঞ্চল-স্বভাব ইন্দ্রিয়-  
গণ বশীভূত হইয়া থাকে; তাহার অবশ থাকিলে  
যোগী যোগসাধন সমর্থ হন। প্রাণা-  
য়াম দ্বারা বায়ুকে ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে  
বশীভূত করিয়া শুভ-অবলম্বনে চিত্তকে সুস্থির  
করিবে। খাণ্ডিক্য কহিলেন, হে মহাভাগ!  
বাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তদ্বোষসমূহকে নষ্ট  
করা যায়, চিন্তের সেই শুভ আশ্রয় কি, তাহা  
আমাকে বলুন। কেশিধ্বজ কহিলেন—হে-  
রাজন! ব্রহ্মই চিন্তের সেই শুভ আশ্রয় এবং  
তত্ত্ব স্বভাবতঃ দুইপ্রকার; মূর্ত ও অমূর্ত,—  
বাহাকে পদ ও অপর বলা যায়। হে রাজন!  
এই ভূগতে তিন প্রকার ভাবনা হইয়া থাকে,  
অর্থাৎ প্রথম করুন,—এক ব্রহ্ম প্রথম ভাবনা,

সনন্দনাদয়ো ব্রহ্ম ব্রহ্মভাবনয়া যুতাঃ।  
কর্ণভাবনয়া চাত্রে দ্বৈতদ্বায়াঃ স্বাবরাচরাঃ ॥ ৫০  
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্মাশ্মিকি বিধা।  
বোধাদিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা ॥ ৫১  
অক্ষীণেষু সমস্তেষু বিশেষজ্ঞানকর্মসু।  
বিশ্বমেতৎ পরং চাত্তস্তেজভিন্নশূণ্যং নূপ ॥ ৫২  
প্রত্যস্তমিতভেদং যং সম্যামাত্মমগোচরম্।  
বচসামাস্ত্রসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫৩  
তচ্চ বিদ্যাঃ পরং রূপরূপস্তাভিন্নকর্মসু।  
বৈষ্ণবপাচ বৈরুপ্যালক্ষণং পরমায়নঃ ॥ ৫৪  
ন তদ্বোগবুজা শকাং নূপ চিত্তয়িতুং যতঃ।  
ততঃ স্থূলং হররূপং চিত্তয়েদ্বিক্রমগোচরম্ ॥ ৫৫  
হিরণ্যগর্ভো ভগবান বাসবোহর্থ প্রজাপতিঃ।  
মারুতো বসবো ব্রহ্মা ভাস্করাস্তারকা গ্রহাঃ ॥ ৫৬  
গন্ধর্ব্ববক্ষা দেবতাদ্বায়াঃ সকলা দেবায়োনঃ।

দ্বিতীয় কর্ণভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্মকর্মা উভয়  
ভাবনা। হে ব্রহ্মন! সনন্দন প্রভৃতি ঋষি-  
গণ ব্রহ্ম-ভাবনা-যুক্ত হইয়া থাকেন এবং দেবতা  
হইতে স্বাবরাচর সমস্তই কর্ণভাবনা করিয়া  
থাকে। ৪১—৫০। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে  
কর্মা ও ব্রহ্ম উভয়বিধই ভাবনা আছে। বাহার  
যেমন বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপই  
ভাবনা হইয়া থাকে। হে রাজন! তেজজ্ঞানের  
হেতু কর্ণসমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে,  
তখনই জীবগণের বিশ্ব ও পরমায়ার তেজজ্ঞান  
হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলয়  
প্রাপ্ত হয়, বাহা সম্যামাত্ম ও বাক্যের অগোচর  
এবং বাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে,  
সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান। রূপহীন বিহীন  
সেই নিত্য ও পরমরূপ এবং তাহা সমস্ত  
বিশ্বরূপ হইতে বিভিন্নরূপ। প্রথমতঃ যোগী  
ব্যক্তি সেই পরমরূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন  
না বলিয়াই পরমায়ার বিশ্বগোচর স্থূল রূপই  
চিন্তা করিবন। হে রাজন! হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র,  
প্রজাপতি, বায়ু, বহু, রুদ্র, ভাস্কর, নক্ষত্র, গ্রহ,  
গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, এবং দেব প্রভৃতি সমস্ত দেব-

মনুষ্যাঃ পশবঃ শৈলাঃ সমুদ্রাঃ সরিতো জমাঃ ॥৫৭॥  
 ভূপ ভূতান্ত্রশেষাশি ভূতানাম্ যে চ হেতবঃ ।  
 প্রধানাদিবেশবাক্তং চেতনাচেতনাস্বরূপম্ ॥ ৫৮ ॥  
 একপাদং ত্রিপাদকং বহুপাদমপাদকম্ ।  
 মূর্তমেতৎ হরেকরূপং তাকনাত্ৰিভুগায়কম্ ॥ ৫৯ ॥  
 এতৎ সৰ্বমিচ্ছং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 পরব্রহ্মস্বরূপস্ত বিকোঃ শক্তিসমবিশিতম্ ॥ ৬০ ॥  
 বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্লেত্রজ্ঞাধ্যা তথাপরা ।  
 অবিদ্যা কৰ্মসংজ্ঞাতা ভূতীয়া শক্তিরিয্যতে ॥ ৬১ ॥  
 যয়া ক্লেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা যেষ্ঠিতা নৃপ সৰ্বগা ।  
 সংসারতাপানধিলানবাশ্রোতানুসন্ততান্ ॥ ৬২ ॥  
 তয়া তিরোহিতহ্যচ্চ শক্তিঃ ক্লেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।  
 সৰ্বভূতেষু ভূপাল তারজম্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৬৩ ॥  
 অপ্রাপবন্তু স্বজ্ঞান্না স্বাবরেষু ততোহধিকা ।  
 সরীসৃপেযু তেতোহস্ত্রাপতিশক্ত্যা পতন্তিষু ॥ ৬৪ ॥  
 পতন্তিভ্যো মৃগান্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোহধিকাঃ ।  
 পশুভ্যো মনুজাশ্চৈত শক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতাঃ ॥

যোনি,—মনুষ্য, পশু, শৈল, সমুদ্র, নদী ও বৃক্ষ  
 প্রভৃতি অশেষ ভূতনিবহ ও তাহাদের কারণসমূহ  
 এবং প্রধান আদি বিশেষ পূৰ্ণ্যন্ত একপাদ,  
 ত্রিপাদ, বহুপাদ অথবা অপাদ চেতন অথবা  
 অচেতন স্বরূপ এই সমস্তই,—ভাবনাত্ৰিভু-  
 গায়ক পরমাত্মার মূর্তরূপ। ৫৭—৫৯। এই  
 চরাচর সমস্ত বিশ্বই পরব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণুর  
 শক্তিসমবিশিত। শক্তি তিন প্রকার, পরা বিষ্ণু-  
 শক্তি, অপরা ক্লেত্রজ্ঞশক্তি এবং তদন্তকৰ্ম  
 নামে অবিদ্যাশক্তি, যাহা দ্বারা আবৃত হইয়া  
 সৰ্বব্যাপী ক্লেত্রজ্ঞশক্তি ও সংসারের তাপ-  
 সমূহকে ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্!  
 সেই অবিদ্যাশক্তি দ্বারা তিরোহিত বলিয়াই  
 ক্লেত্রজ্ঞশক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্যভাবে  
 লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণহীন পদার্থসমূহ  
 অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, স্থাবর পদার্থে তাহা  
 হইতে কিছু অধিক পরিমাণে, ততোধিক সরী-  
 সৃপে, ততোধিক পক্ষিকুলে, পক্ষী হইতে অধিক  
 বৃগসমূহে, বৃগ হইতে অধিক পশুকুলে, পশুগণ  
 অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনুষ্যে, মনুষ্য

তেভ্যোহপি নান্যনর্কবৈকল্যা দেবতা নৃপ ।  
 শক্তিঃ সমস্তদেবভ্যন্তঃশ্চাতি প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬ ॥  
 হিরণ্যগর্ভোহতি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ ।  
 এতান্ত্রশেষরূপস্ত তন্ত রূপাশি পাদ্বিব ॥ ৬৭ ॥  
 যতন্তুর্লক্ষিত্বোপেনে ব্যাপ্তানি নতসা বধা ।  
 দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্ত যোগিধোয়ং মহামতে ॥ ৬৮ ॥  
 অমূর্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিদৃচ্যতে বুধৈঃ ।  
 সমস্তাঃ শক্তয়শ্চেতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬৯ ॥  
 তদ্বিবরূপরূপং বৈ রূপমন্তরূপমহং ।  
 সমস্তশক্তিরূপাশি তৎ কবোতি জনেধর ॥ ৭০ ॥  
 দেবতীর্থ্যঙ্কমনুষ্যাদি চেষ্ঠাবন্তি স্থলীলয়া ।  
 জগতামুপকারায় ন সা কৰ্মনিমিত্তজা ।  
 চেষ্ঠা তস্তাপ্রমেয়স্ত ব্যাপিতব্যাহতাস্মিকা ॥ ৭১ ॥  
 তদ্রূপং বিবরূপস্ত তন্ত যোগবুদ্ধা নৃপ ।  
 চিন্ত্যমানশ্চিন্তিত্বার্থং সৰ্বকিঞ্চিদবশাননম ॥ ৭২ ॥

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নান, গন্ধৰ্ব, যক্ষ  
 প্রভৃতি দেবতাসমূহে, দেবগণ হইতে অধিক  
 পরিমাণে ইন্দ্রে, ইন্দ্র হইতে অধিক পরিমাণে  
 প্রজাপতিতে এবং প্রজাপতি হইতেও অধিক  
 পরিমাণে হিরণ্যগর্ভে সেই ক্লেত্রজ্ঞ শক্তি  
 প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্তই  
 সেই অশেষরূপ ভগবানের রূপ, যেহেতু এ  
 সমস্তই আকাশের দ্বারা তাঁহার শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত  
 রহিয়াছে। হে মহামতে! অতঃপর যোগিগণ  
 সেই বিষ্ণুর বৈরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই  
 দ্বিতীয়রূপেই বিষয় প্রবণ করেন। বৃগগণ ব্রহ্মের  
 সেই রূপকে সং ও অমূর্ত বলিয়া থাকেন;  
 যে রূপ পূৰ্বোক্ত সমস্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহি-  
 য়াছে, এই রূপই বিবরূপের স্বরূপ। এতদ্-  
 ব্যতিরিক্ত আরও অনেক রূপ আছে। হে  
 জনেধর! দেবতা, তীর্থ ও মনুষ্যাদির চেষ্ঠা-  
 বিশিষ্ট যে সমস্ত রূপ, ভগবান্ জগতের উপ-  
 কারের জন্য আপন ইচ্ছায় পরিগ্রহ করিয়া  
 থাকেন, এই সমস্ত রূপে তাঁহার যে অব্যাহত  
 চেষ্ঠা, তাহা কৰ্ম্মাধীন নহে। ৬০—৭২। হে  
 রাজন্! যোগবুদ্ধ ব্যক্তি, চিন্তের বিভূত্বের  
 জন্য সমস্ত পাপবিলাপন বিবরূপের সেই রূপ

বখাশ্বিক্ততশিখঃ কক্ষং মহর্ষি সানিনঃ ॥  
 তথা চিত্তস্থিতো বিশ্বযোগিনাং সর্বকিঞ্চিদম্ ॥ ৭৩  
 তস্যাং সমস্তশক্তিলাভাধারে তত্র চেতসঃ ।  
 কুর্বাণীতং সংস্থিতং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা ॥ ৭৪  
 শুভাশ্রয়ঃ স্বচিন্তিত সর্বগত তথ্যশ্রবণঃ ।  
 ত্রিভাবভাবনাতীতো মূর্ত্তয়ে যোগিনাং নৃপ ॥ ৭৫  
 অস্ত্রে চ পুরুষব্যাক্ত চেতসৌ য়ে ব্যাপাশ্রয়াঃ ।  
 অশুদ্ধান্তে সমস্তকৃত দেবাদ্যাঃ কৰ্ম্মযোনয়ঃ ॥ ৭৬  
 মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্বাগপ্রয়নিম্প্ৰহম্ ।  
 এবাং বৈ ধারণা জ্ঞেয়া বচিন্ত্যং তত্র ধ্যাততে ॥ ৭৭  
 তচ্চ মূর্ত্তং হরেকরূপং যাদৃক্ চিত্ত্যং নরাধিপ ।  
 তৎপ্রয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে ॥ ৭৮  
 প্রসন্নচারবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্ ।  
 সুকপোলং সুবিস্তীর্ণলাটিকীকোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৯  
 সমকর্ণাভবিস্তম্ভচারুকর্ণবিভূষণম্ ।  
 কনুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ-গ্রীবং সাক্ষিতবক্ষসম্ ॥ ৮০

চিত্তা করিবেন। যেমন বায়ু-সংবদ্ধিত উষ্ণ-  
 শিখ অগ্নি, শুদ্ধ ভূণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ  
 চিত্তস্থিত ভগবান্ বিশ্ব যোগি গণের পাপ-  
 রাশি ভষ্ম করিয়া থাকেন; অতএব সমস্ত  
 শক্তির আধার সেই পরমেশ্বরে চিত্ত-  
 সমস্তান করিবেন, তাঁহারই নাম বিস্তম্ভ ধারণা ।  
 হে, রাজন! সর্বব্যাপী আশ্রয়ও আশ্রয়,  
 অবনাত্রের অতীত, সেই পরমাত্মাই যোগি-  
 গণের মূর্ত্তির জগ্ৰ, চিন্তের শুভ অবলম্বন ।  
 যে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অজ্ঞাত যে সকল কল্প-যোগি  
 দেবতাগণ চিন্তের আশ্রয় হন, তাঁহারা সকলেই  
 অবিদ্যাক্ত। ভগবানের এই মূর্ত্তরূপ, চিন্তকে  
 অজ্ঞাত বিষয় হইতে নিম্প্ৰহ করিয়া থাকে;  
 চিত্ত যেহেতু সেইরূপ ধাবিত হয়, এইজগ্ৰই  
 ইহার নাম ধারণা। হে নরাধিপ! সেই  
 অনাধার বিশ্বতে, চিন্তধারণ করিতে পারে না,  
 মূর্ত্তেরা তাঁহার যে মূর্ত্ত রূপ চিত্তা করি উচিত,  
 তাহা শ্রবণ করন। সুন্দর ও প্রসন্ন বদন,  
 পদ্মপত্র সমূহ নুয়ন, শোভন কপোলদেশ, লালাটি  
 সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল, সমকর্ণের অন্ততাগ  
 পর্য্যন্ত বিস্তম্ভ সুন্দর কর্ণ-ভূষণ, সুন্দর গ্রীবা,

বলীত্রিভাঙ্গিনা মধ্বনাভিনা চোদরেণ বৈ ।  
 প্রলম্বাষ্টভুজং বিশ্বমখবাসি চতুর্ভুজম্ ॥ ৮১  
 সমস্তিতোরুজজ্বলং হৃদ্বিরাঙ্ক্য করাসুভম্ ।  
 চিত্তয়েত্ব স্মমূর্ত্তক পীতবস্ত্রবাসসম্ ॥ ৮২  
 কিরীটাকরকেশ্বর-কণ্টকাধিবিভূষিতম্ ।  
 শাঙ্গ-শঙ্খগদাখড়্গাচক্রোক্ষবলয়াধিতম্ ॥ ৮৩  
 চিত্তয়েত্তম্বনা যোগী সমাধায়ান্মমানসম্ ।  
 তাবদ্বাবদ্বীভূতং তত্রৈব নৃপধারণা ॥ ৮৪  
 ব্রহ্মসত্তিষ্ঠতোহগ্রহা যেষচ্ছায়া কৰ্ম্ম কুর্ষতঃ  
 নাপায়াতি যদা চিন্তাং সিদ্ধাং মন্ত্রেত তং তদ ॥  
 ততঃ শঙ্খগদাচক্রশাঙ্গাদিবিহিতং বুধঃ ।  
 চিত্তয়েত্তগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষ্যত্বকম্ ॥ ৮৬  
 সা যদা ধারণা তদবস্থানবতী ততঃ ।  
 কিরীটকেশ্বরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং শ্যরেং ॥ ৮৭  
 তদেকাবয়বং দেবং চেতসাহি পুনর্বুধঃ ।  
 কৃথ্যাস্ততোহবয়বিনি প্রণিধানপরো ভবেং ॥ ৮৮

সুবিস্তীর্ণ, গ্রীবংস চিহ্নাক্রিত বক্ষঃস্থল  
 ত্রিবলীর ভঙ্গী দ্বারা নতনাভি উদর দ্বারা  
 বিশোভিত আজ্ঞামূলস্থিত, অষ্টভুজ অথবা  
 চতুর্ভুজ, সমভাব্যে অবস্থিত উরু ও জঙ্গা,  
 হৃদ্বির পদ ও করকমল, নিম্নল পীতবস্ত্রধারী,  
 সুন্দর কিরীট ও কণ্টকাধি অলঙ্কারে বিভূষিত  
 এবং শাঙ্গ, শঙ্খ, গদা, খড়্গা, চক্র, অক্ষ ও  
 বলয়যুক্ত ভগবানের পবিত্র বিশ্বমূর্ত্তিকে যোগী  
 মনঃসংযমপূর্ব্বক তদগতিচিন্তা হইয়া যে পর্য্যন্ত  
 দৃঢ় ধারণা না হয়, তাবৎ চিত্তা করিবেন ।  
 ৭২—৮৪। কোন স্থানে গমন বা অবস্থান  
 বা যেষচ্ছাপূর্ব্বক ক্রান কৰ্ম্ম করিবার সময়েও  
 যখন যোগীর চিন্তা হইতে সেই রূপ অপগত  
 না হইবে, তখন ধারণা সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে ।  
 তার পরে জ্ঞানী ব্যক্তি শঙ্খ, গদা, চক্র  
 ও শাঙ্গাদিবিহিত, অক্ষত্ব-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপ  
 প্রশান্তমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। সেই মূর্ত্তিতেও  
 ধারণা স্থির হইলে, কিরীট কেশ্বর প্রভৃতি  
 ভূষণরহিত ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে ।  
 তৎপরে সেই ভগবৎমূর্ত্তির এক একটা অবয়ব  
 চিন্তা করিবে; তাহাতে ধারণা পরিপক্ব হইলে



তদ্রূপপ্রত্যায়ৈকা সত্ত্বতিচাত্তনিপ্পাহা :

তদ্ব্যনং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভিত্তিনিপ্পাদ্যতে নৃপ ॥১০

তত্ত্বৈব কল্পনাইনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ ।

মনসঃ ধ্যাননিপ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোহভিধীয়তে ॥১০

বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যো পরে ব্রহ্মণি পার্শ্বিবি ।

প্রাপণীয়ন্তুধৈবাত্মা প্রকীর্ণাশেষভাবনঃ ॥ ১১

ক্ষেত্রব্রহ্মঃ কারণং জ্ঞানং করণং তেন তত্ত্ব ভং ।

নিপ্পাদ্যঃ মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যো নিবর্ততে ॥

তত্ত্বাবভাবনাপন্নস্ততোহসৌ পরমাত্মনা ।

ভবত্যভৌদী ভেদস্য তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥ ১৩

বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে

অত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসত্ত্বং কঃ করিষ্যতি ॥ ১৪

ইত্যুক্তস্তে মহাযোগঃ খাণ্ডিক্য পরিপূরুতঃ ।

সংক্ষেপবিস্তরাত্মা ক্রিমন্তঃ ক্রিয়তাং তব ॥১৫

যোগী অবরবীতে প্রাণধানপর হইবেন । বিষয়-

ত্বের স্পৃহাশূন্য এবং পরমাত্মার রূপমাত্রাব-

তাসিনী অবিচ্ছিন্ন স্তানধারণার নাম ধ্যান ! হে

রাজন ! এই ধ্যান, যম প্রভৃতি ছয় প্রকার অঙ্গ

দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে । ধ্যেয় পদার্থের

সমস্ত কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্বক মন দ্বারা

স্বরূপমাত্রের যে স্তান, তাহার নাম সমাধি

এক এই সমাধি, ধ্যান দ্বারা নিষ্পাদ্য । হে

রাজন ! সমাধির উত্তরকালে তৎসবং স্বরূপ

সাক্ষাৎকাররূপ একমাত্র বিজ্ঞান, পরব্রহ্মরূপ

প্রাপ্যবিষয়ের প্রাপক এবং পূর্বোক্ত ত্রিবিধ

ভাবনাবিহীন আত্মাই প্রাপণীয় । মুক্তির প্রতি

জীব-মরণ এবং জ্ঞান কারণ, এই উভয় দ্বারাই

মুক্তিরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় । মুক্ত হইলে সেই

জীব কৃতকৃত্য হয় এবং সংসারের ব্যত্যাত

হইতে নিরুতি পায় । সেই পরমাত্মার ভাবনায়

নিমগ্ন জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হয় । তাহার

অজ্ঞান-নিবন্ধনই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে । সমস্ত

পদার্থের ভেদজনক জ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ

প্রাপ্ত হইলে, বস্তুতঃ অসং আত্মা ও

ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা আর কে ভাবিয়া থাকে ?

হে খাণ্ডিক্য ! এই আপনাকে সংক্ষেপ ও

বিস্তাররূপ মহাযোগ বলিলাম, আপনার আর

খাণ্ডিক্য উবাচ ।

কথিতে যোগসম্ভাবে সর্বমেব কৃতং মম ।

অবোপদেশেনাশৌবে নষ্টশ্চিন্ত্যলো যতঃ ॥ ১৬

মমেতি যময়া প্রোক্তমসদেত্ত্বং চাত্ত্বখা ।

নরেন্দ্রৈঃ পদিতুং শক্যমপি বিজ্ঞেয়ভেদিত্তিঃ ॥ ১৭

অহং মমেতাষিদ্ধোয়ং ব্যবহারন্তুখানয়া ।

পরমার্থস্তসংলাপ্যো গোচরো বচসাং ন সঃ ॥১৮

তদঙ্গং শ্রেয়সে সর্বং মমৈত্তত্ত্বভ্য কৃতম্ ।

যদ্বিমুক্তিপ্রদো যোগঃ প্রোক্তঃ কেশিন্দ্রজাব্যয়ঃ ॥

পরশর উবাচ ।

যদ্বার্থপূজয়ঃ তেন খাণ্ডিক্যেন স পুঞ্জিতঃ ।

আজগাম পুরং ব্রহ্মস্তুতঃ কেশিন্দ্রজো নৃপঃ ।

খাণ্ডিক্যোহপি সূতং কুত্বা রাজানং যোগসিদ্ধয়ে ।

বনং ভ্রগাম গোবিন্দে বিনিবেশিতমানসঃ ॥ ২০

তদ্রেকান্তয়তিভূত্বা যমাদিশুৎশোভিতঃ ।

কি করিব বলুন । ৮৫—১৫ : খাণ্ডিক্য

কহিলেন,—যখন মহাযোগ আমার নিকট প্রকাশ

করিলেন, তখন আপনি আমার সকলই করিয়া

ছেন ; যেহেতু আপনার উপদেশে আমার

চিন্তের সমস্ত মল বিনষ্ট হইয়াছে । “আমার”

বলিয়া আমি ঘাঘা বলিতেছি, তাহা সমস্তই

মিথ্যা, তাহার সন্দেহ নাই ; হে নরেন্দ্র !

অজ্ঞানী ব্যক্তির একথা বলিতেও পারেন না ।

“আমি” “আমার” এ সমস্তই অবিদ্যা, অজ্ঞান

ইহা দ্বারা ব্যবহার হইয়া থাকে । পরমার্থ

ম্বালাপের বিষয় নহে, কারণ তাহা বাক্যের

অগোচর । হে কেশিন্দ্রজ ! আপনি যখন

আমাকে মুক্তিপ্রদ যোগ বলিলেন, তখন

ইহাতে আমার সমস্ত উপকার করিলেন,

এক্ষণে আপনার কল্যাণের নিমিত্ত আপনি গমন

করুন । পরশর কহিলেন,—ও ব্রহ্মন ! তার-

পর কেশিন্দ্রজ নৃপতি, খাণ্ডিক্য কহুক যথার্থোপা-

পূজা দ্বারা পুঞ্জিত হইয়া আপনার পুরে আগমন

করিয়াছিলেন । খাণ্ডিক্যও আপন পুত্রকে

রাজা করিয়া, ভগবানে চিন্তা নিক্ষেপপূর্বক যোগ-

সিদ্ধির নিমিত্ত গমনবনে গমন করিয়াছিলেন ।

পরে খাণ্ডিক্যরাজ যমাদিসাধন দ্বারা পরমেশ্বর-

ধন্যার্থে নিখিলে ব্রহ্মদ্বারাপ নৃপাভির্জয়ম্ ॥ ১০২  
কশিপুজোহপি মুক্তার্থং স্বকর্ম্মকরণোমুখঃ ।  
ভূজে বিষয়ান কশ্ম চক্রে চার্মভিসন্ধিতম্ ॥ ১০৩  
ন কলত্রাপভোগৈঃ কপাণাপোহমলন্ততঃ ।  
ধ্বাপ সিদ্ধিমতাত্তং তীপকরকলাং দ্বিজ ॥ ১০৪  
ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেহংশে  
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

### অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তোষ কথিতঃ সম্যক্ তৃতীয়ঃ প্রতিসংকরঃ ।  
নাতান্তিকো বিমুক্তির্ধা নয়ো ব্রহ্মণি শাস্বতে ॥ ১  
সর্গঃ প্রতিসর্গঃ বংশো মনন্তরাণি চ ।  
বংশানুচরিতং চেব ভবতো পদিতং ময়া ॥ ২  
রাণং বৈকবকৈতং সর্বককিষনাশনম্ ।  
বিশিষ্টং সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ পূর্ব্বার্থোপপাদকম্ ॥ ৩

চতুঃসরত থাকিয়া নিখিল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত  
ইচ্ছান। কেশিপুজ নৃপতিও মুক্তির জন্ম  
পন অদৃষ্টকরে উন্মুখ হইয়া বহুতর বিষয়-  
গুণ ও নিষ্কামভাবে কশ্মসমূহের অন্তর্ধান  
করিয়াছিলেন এবং অভিলষিত ভোগসমূহ দ্বারা  
নিপথগ, হুতরাং নিখিলচিন্ত হইয়া  
নাতান্তিক-তাপকর-কলা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন। ১৬—১০৪ ।

নঠাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

### অষ্টম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—তৃতীয় প্রলয়ের বিষয়  
এই সম্যকরূপে কথিত হইল, ইহারই নাম  
বিমুক্তি ইহাতেই জীবগণ শাস্বত ব্রহ্মধরূপে  
নাতান্তিকরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। তোমাকে  
যদি সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মনন্তর ও বংশানু-  
চরিত প্রভৃতির বিষয় বলিলাম। এই বিষ্ণুপুরাণ  
সমস্ত পাণ বিনাশ করে এবং সকল শাস্ত্র হইতে

তুভ্যং ধ্বাবয়ৈব্রেয় প্রোক্তং শুক্লববেহবয়ম্ ।  
বদন্তদপি বক্তব্যং তং পৃচ্ছাত্য বদামি তে ॥ ৪  
মৈত্রেয় উবাচ ।  
ভগবন্ কথিতং সর্বং বং পুষ্টোহসি ময়া মুনৈ ।  
ঋতকৈতরয়া ভক্ত্যা নাত্তং প্রষ্টব্যমস্তি তে ॥ ৫  
বিচ্ছিন্নাঃ সর্বসন্দেহা বৈমল্যাং মনসঃ কৃতম্ ।  
ত্বংপ্রসাদাং ময়া জ্ঞাতা উৎপত্তিস্থিতিসংঘমাঃ ॥ ৬  
জ্ঞাতং তুর্বিধো রাশিঃ শক্তিঃ ত্রিবিধা গুরো ।  
বিজ্ঞাতা চাপি কার্যেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ ৭  
ত্বংপ্রসাদাময়া জ্ঞাতং জ্ঞেয়ৈরস্ত্রৈরলং দ্বিজ ।  
বৈকতদখিলং বিধোজগন্ন ব্যতিরচ্যতে ॥ ৮  
কৃতার্থোহন্যাপসন্দেহস্ত্বংপ্রসাদামহামুনৈ ।  
বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বিদিতা বদশেষতঃ ॥ ৯  
প্রবৃত্তক নিবৃত্তক জ্ঞাতং ধর্ম্ম ময়াধিলম্ ।  
প্রসাদ বিপ্রপ্রবর নাত্তং প্রষ্টব্যমস্তি মে ॥ ১০

ইহা বিশিষ্ট ও মোক্ষের সাধক। তোমাকে প্রবশ  
উৎসুক দেখিয়া ধ্বাবং বর্ণন করিলাম, আর  
কি বলিতে হইবে, জিজ্ঞাসা কর, বলিতেছি।  
মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন! বাহা আমি  
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে সমস্তই  
আপনি বলিলেন। আমি ইহা ভক্তির সহিতই  
শ্রবণ করিয়াছি, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্ত  
নাই আমার সমস্ত সন্দেহ মিটিয়াছে। হে  
মুনৈ! আপনার প্রসাদে আমার মন নিখিল  
হইয়াছে ও আমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় জানিতে  
পারিতেছি। হে গুরো! চারিপ্রকার রাশি  
ও ত্রিবিধ শক্তি আমি জানিয়াছি; তিনপ্রকার  
ভাবভাবনাও সম্যকরূপে অবগত হইয়াছি। হে  
দ্বিজ! আপনার রূপায় জানিয়াছি যে, এই  
সমস্ত জগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নয়; অতএব  
আমার আর জনিবার বিষয় কিছুই নাই। হে  
মহামুনৈ! আপনার রূপায় আমি কৃতার্থ হই-  
য়াছি, আমার সন্দেহ সকল অপগত হইয়াছে,  
বর্ণ-ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তও  
বিদিত হইয়াছি। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্তভেদে সমস্ত  
কর্ম্মই আমি জানিয়াছি, হে বিপ্রপ্রবর! আপনি  
প্রসন্ন থাকুন, আমার আর কোন জিজ্ঞাস্ত নাই।

বলন্ত কথন্যাসৈবোধিতোহসি ময়া শুরো ।

তৎক্ষমাভাং বিশেষোহস্তি নসত্যংপুত্রশিষ্যয়োঃ ॥

পরশর উবাচ ।

এতন্তে যমরাখ্যাং পুরাণং বেদস্মিতম্ ।

জ্ঞতেহস্মিন্ সর্বদোষোপাপরাশিঃপ্রশাম্যতি ॥ ১২

সর্গংচ প্রতিসর্গংচ বংশো মনস্তরাশি চ ।

বংশানুচরিতং কুংসং মরাত্র তব কীর্তিতম্ ॥ ১৩

অত্র দেবাস্তথা দৈত্য গন্ধর্বোঃগন্ধার্বাসাঃ ।

যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কথ্যন্তেহমরসমস্তথা ॥ ১৪

মুনয়ো ভাবিতাশ্চানঃ কথ্যন্তে তপসাধিতাঃ ।

চাতুর্ভূগং যথা পুংসাং বিশিষ্টচরিতা নরাঃ ॥ ১৫

পুণ্যাঃ প্রদেশা মেদিভ্যাঃ পুণ্যা নদ্যোহথ সাগরাঃ

পর্বতাঃ মহাপুণ্যাঃচরিতানি চ ধর্মতাম্ ॥ ১৬

বর্ধধর্মাদয়ো ধর্মঃ বেদধর্ম্যাঃ কুংসং ।

যেষাং সংশ্রবণং সদ্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭

উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং হেতুর্ধো জগতোহব্যয়ঃ ।

স সর্বভূতঃ সর্বাত্মা কথ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৮

হে শুরো ! এই সমস্ত পুরাণ-কথনে আমা দ্বারা

আপনি যে ক্রোশ পাইলেন, অনুরূপকর্তৃক তাহা

ক্ষমা করুন ; সাধুলোকের পুত্র ও শিষ্যে কিছু

বিশেষ নাই । ১—১১ । পরশর কহিলেন,—

এই যে তোমাকে বোধার্থসম্বৃত পুরাণ বলিলাম,

ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত দোষ-জন্তু পাপরাশি

প্রশান্ত হয় । ইহাতে আমি তোমাকে সর্গ,

প্রতিসর্গ, বংশ, মনস্তর ও বংশানুচরিতের বিষয়

বিস্তাররূপে বলিয়াছি । ইহাতে দেব, দৈত্য,

গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ,

অপ্সরোগণ ও ভাবিতাশ্চ তপস্থানিরত মুনীগণ

কীর্তিত হইয়াছেন এবং পুরুষগণের চারি-

ধর্মের আচার-ব্যবহার, বিপুল-চরিত মনুষ্যগণ,

পৃথিবীর পুণ্য-প্রদেশ, পবিত্র নদী, সমুদ্র,

পুণ্য-জনক পর্বতসমূহ, জ্ঞানিগণের চরিত্র,

বর্ধধর্ম ও বেদধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম কথিত

হইয়াছে, যে সমস্ত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ

সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । জগতের

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু, অব্যয়, সর্বভূতময়

ও সকলের আত্মস্বরূপ ভগবান্ হরির বিষয়

অবশেনাপি যদ্যপি কীর্তিতে সর্বপাতকৈঃ ।

পূমন্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহভ্রষ্টেহুর্ধ্বৈকরিব ॥ ১৯

যদ্যপি কীর্তিত ভক্ত্যা বিলাপনম্নানুত্তমম্ ।

মৈত্রেয়শেষবপাপানাং ধাতুন্যামিব পাবকঃ ॥ ২০

কশিকশবমভ্যুগ্রনরকীর্তিপ্রদং নৃণাম্ ।

প্রয়াতি বিলয়ং সদ্যঃ সুরুধত্রানুসংসৃতে ॥ ২১

হিরণ্যগর্ভদেবেশ্বরুদাদিত্যাশ্বিনাশ্বিভিঃ ।

কিন্নরৈর্বহুভিঃ সাধৈর্বিষ্মদেবাদিভিঃ সুরৈঃ ॥ ২২

যক্ষরক্ষোগণৈঃ সিদ্ধৈর্দৈত্যগন্ধর্বদানবৈঃ ।

অপ্সরোহভিস্তথা তারানকত্রৈঃ সকলৈঃ চৈঃ ॥ ২৩

সপ্তর্ষিভিস্তথা ধিষ্ট্যধিষ্ট্যাধিপতিভিস্তথা ।

ব্রাহ্মণাদ্যোশ্বিনুয্যৈঃ চ তথৈব পশুভিঃ পৈঃ ॥ ২৪

সরীসৃপৈর্বহুভৈঃ প্রেতাশ্চৈঃ সমাহারৈঃ ।

বনাদিসাগরসরিংপাতালৈঃ সধর্মাদিভিঃ ॥ ২৫

শকাদিভিঃ সহিতং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিজ্জ ।

মেরোরিবাবুধীশ্রুতদৃশময়ক দ্বিত্বোত্তম ॥ ২৬

স সর্বঃ সর্ববিং সর্বস্বরূপো রূপবর্জিতঃ ।

কীর্ত্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্নরপাপপ্রণাশনঃ ॥ ২৭

কথিত হইয়াছে ; মনুষ্য যদুচ্ছত্রের মত

নাম কীর্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত

লাভ করে । হে মৈত্রেয় ! অগ্নি যেমন

ধাতুসমূহের মল বিনাশ করে, তদ্রূপ তুমি

নাম কীর্তিত হইয়া পাপসমূহকে নিঃশেষরূপে

বিনষ্ট করিয়া থাকে, একবার মাত্র গাহারু নাম

স্মরণ করিলে মানবগণের অতি উগ্রনরক-

যজ্ঞশ্রাদ্ধ কলিকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত

হয় । হে দ্বিজপ্রேষ্ঠ ! হিরণ্যগর্ভ, দেবরাজ ইন্দ্র

রুদ্র, আদিত্য, অশ্বী, বায়ু, কিন্নর, বহু, সাধ্য

বৈশ্বদেব প্রভৃতি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, দৈত্য

গন্ধর্ব, দানব, অপ্সরা, তারা, নকত্রী, গ্রহ

সপ্তর্ষি, ধিষ্টা, ধিষ্ট্যাধিপতি, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য

পশু, মৃগ, সরীসৃপ, বিহঙ্গ, প্রেত প্রভৃতি

বৃক্ষ, বন, পর্বত, সাগর, সরিং, পাতাল, পৃথিবী

প্রভৃতি এবং শকাদি বিষয়সমূহের সহিত ঈশ্বর

ব্রহ্মাণ্ড, মেরুতুল্য যে ভগবানের রেণু সর্ব

এবং গাহারু স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সর্ব

সর্ববিং, সর্বস্বরূপ অথচ রূপ-বর্জিত ও পাপ

যদ্যধমেধাবভূষে স্নাতঃপ্রাপোতি বৈ ফলম্ ।  
 সফলং তদাপোতি শ্রুতৈতদমুনিসন্তম ॥ ২৮  
 প্রয়াগে পুষ্করে চৈব কুরুক্ষেত্রে তথার্কুদে ।  
 রুতোপবাসঃ প্রাপোতি তদন্ত শ্রবণারবঃ ॥ ২৯  
 যদগ্নিহোত্রে স্নহতে বর্ষেণাপোতি বৈ ফলম্ ।  
 সকলং সমবাপোতি তদন্ত শ্রবণাং সকৃৎ ॥ ৩০  
 যজ্ঞোষ্ঠগুরুদাদ্যাদ্যং স্নাত্বা কৈ নিরতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩১  
 তদাপোতি ফলং সম্যক্ সমাধানেন কীর্তন্যং ।  
 পুরাণস্তাশ্চ বিপ্রর্ষে কেশবাপিতমানসঃ ॥ ৩২  
 যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসন্তম ।  
 জ্যোষ্ঠামূলেহমলে পক্ষে দ্বাদশামুপবাসকৃৎ ॥ ৩৩  
 সমভ্যর্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ ।  
 অখমেধস্ত যজ্ঞস্ত প্রাপোতিবিকলং ফলম্ ॥ ৩৪  
 আলোকাদিম্মাশ্রেয়ামুন্নীতানাং স্ববংশজৈঃ

প্রণাশন সেই ভগবান্ বিষ্ণু ইহাতে কীর্তিত  
 হইয়াছেন । ১২—২৭ । হে মুনিশ্রেষ্ঠ !  
 অখমেধযজ্ঞান্তে অবভূষ স্নান করিলে যে ফল  
 লাভ হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে সেই  
 ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । প্রয়াগ, পুষ্কর, কুরু-  
 ক্ষেত্রে ও অর্কুদে উপবাস করিলে যে ফল লাভ  
 হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্য  
 সেই ফল পাইয়া থাকে । সম্যক্-প্রকারে  
 অগ্নিহোত্রে যজ্ঞ করিলে এক বৎসরে যে ফল  
 লাভ হয়, একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করিলে সেই  
 ফল পাইয়া যায় । মানস নিরতেন্দ্রিয় হইয়া জ্যেষ্ঠ  
 মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে স্নান এবং মথুরায়  
 শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া যে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত  
 হয়, হে বিপ্রর্ষে ! ভগবানে মন অর্পণ করত যে  
 ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই পুরাণ কীর্তন করে,  
 সেও সেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয় । হে মুনি-  
 সন্তম ! জ্যেষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে  
 উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনাসলিলে স্নান করত  
 মানব, সমাহিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে বিষ্ণুর  
 অর্চনা করিলে, অবিবল অখমেধ যজ্ঞের ফল  
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অস্ত্রাত উন্নীতলীল পুরুষ-  
 ণের সম্পদ অবলোকন করিয়া পিতৃগণ স্বীয়

এতং কিলোচুরস্ত্রবাং পিতরঃ সপিতামহাঃ ॥ ৩৫  
 কশ্চিদম্মংকুলে জাতঃ কালিন্দীসলিলাপ্লুতঃ ।  
 অর্চয়িষ্যতি গোবিন্দং মথুরায়ামুপোষিতঃ ॥ ৩৬  
 জ্যোষ্ঠামূলে সিতে পক্ষে যেনৈব বয়মপ্যুত ।  
 পরমৃদ্ধিমবাপ্যামস্তারিতাঃ স্বকুলোদ্ভবৈঃ ॥ ৩৭  
 জ্যেষ্ঠে মূলে সিতে পক্ষে সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্ ।  
 ধন্তানাং কুলজঃ পিণ্ডান্ যমুনায়্যং প্রদাততি ॥ ৩৮  
 তন্মিন্ কালে সমভ্যর্চ্য তত্র কৃষ্ণং সমাহিতঃ ।  
 দত্তা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যঃ যমুনাসলিলাপ্লুতঃ ॥ ৩৯  
 যদাপোতি নরঃ পুণ্যং তারয়ন্ স পিতামহান্ ।  
 ঋত্বাধ্যায়ং তদাপোতি পুরাণস্তাশ্চ তত্তিমান্ ॥ ৪০  
 এতং সংসারভীরুণাং পরিত্রাণমনুত্তমম্  
 দুঃস্বপ্ননাশনং নৃণাং সর্বদৃষ্টিনিবর্হণম্ ॥ ৪১  
 ইদমার্যং পূরা প্রাহ ঋতবে কমলোদ্ভবঃ ।  
 ঋতুঃ প্রিয়ব্রতায়াহ স চ ভাণ্ডুরয়েব্রবীৎ ॥ ৪২  
 ভাণ্ডুরিঃ স্তবমিত্রায় দধীচায় স চোক্তবান্ ।

বংশধরগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়া  
 থাকেন যে, আমাদের কুলে কি এমন কোন  
 ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, যে মথুরাক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ-  
 মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে উপবাসপূর্বক  
 যমুনাসলিলে স্নান করত ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনা  
 করিবে; বাহাতে আমরাও এই প্রকার সম্পদ  
 ও সংসার হইতে নিস্তার পাইব । ২৮—৩৭ ।  
 জ্যেষ্ঠমাসের শুক্ল দ্বাদশীতে ভাগ্যবানের বংশ-  
 ধরগণই বিষ্ণুর পূজা করিয়া যমুনায় পিণ্ড প্রদান  
 করিয়া থাকে । সেইদিনে মথুরায় সমাহিত  
 হইয়া বিষ্ণুর অর্চনাপূর্বক যমুনাসলিলে স্নান  
 করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করত  
 পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ  
 করে, এই পুরাণের একটীমাত্র অধ্যায় ভক্তির  
 সহিত শ্রবণ করিলে তদৃশ ফল লাভ হয় । এই  
 পুরাণ, সংসারভীত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণের অতি  
 উৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহা মনুষ্যগণের দুঃস্বপ্ন  
 বিনাশ ও সমস্ত দোষের শাস্তি করিয়া থাকে  
 পুরাকালে ব্রহ্মা ঋতুকে এই আর্ঘ্য পুরাণ বলিয়া-  
 ছিলেন । ঋতু প্রিয়ব্রতকে, প্রিয়ব্রত ভাণ্ডুরিকে,  
 ভাণ্ডুরিঃ স্তবমিত্রকে এবং স্তবমিত্র, দধীচিক

স বৈ সারস্বতে প্রোদাদ্ভৃগুঃ সারস্বতাদপি ॥ ৪৩  
 ভৃগুশ্চ পুরুকুংসায় নরুদায়ৈ স চোক্তবান্ ।  
 নরুদা হুতরাষ্ট্রায় নাগায় পুরণায় চ ॥ ৪৪  
 জাত্যাক্ষ নাগরাজায় প্রোক্তং বাহুকয়ে বিজ ।  
 বাহুকিঃ প্রাহ বংসায় বংসচাষতরায় রৈ ॥ ৪৫  
 কশলায় চ তেনোক্তমেলাপত্রায় তেন চ ।  
 পাতালে সমনুপ্রাপ্তস্ততো বেদশিরা মুনিঃ ॥ ৪৬  
 প্রাপ্তবানেতদধিলং স বৈ প্রমত্তয়ে দদৌ ।  
 দত্তং প্রমত্তিনি চৈব জাতুকর্ণায় বীমতে ॥ ৪৭  
 জাতুকর্ণেন চৈবোক্তমস্ত্রেষাং পুণ্যাশ্লিষাম্ ।  
 বসিষ্ঠবরদানেন মমাপোতং স্মৃতিং পতম্ ॥ ৪৮  
 মরাসি তুভ্যং মৈত্রেয় যথাবৎ কথিতত্বিদম্ ।  
 ত্বমপ্যেতং শমীকায় কলরস্তে পদিষ্যসি ॥ ৪৯  
 ইতোত্যং পরমং শুভং কলিকশ্বনাশনম্ ।  
 বঃ শৃণোতি নরঃ পাপৈঃ স সর্কোহিহ্নি মুচ্যতে ॥ ৫০  
 পিতৃপক্ষমনুষ্যেভ্যঃ সমস্তারমসংস্কৃতিঃ ।  
 কৃত্য তেন ভবেদেতদ্ বঃ শৃণোতি দিনে দিনে ॥ ৫১

বলিয়াছিলেন; নদীটি সারস্বতকে, সারস্বত  
 ভৃগুকে, ভৃগু পুরুকুংসকে, পুরুকুংস নরুদাকে,  
 নরুদা হুতরাষ্ট্র, নাগ ও পুরণকে, তাঁহারা দুই-  
 জনে নাগরাজ বাহুকিকে, বাহুকি বংসকে,  
 বংস অশ্বতরকে অশ্বতর কশলকে ও কশল  
 এলাপত্রকে বলিয়াছিলেন। তৎপরে দেবশিরাঃ  
 মুনি পাতালে আগমন করিয়া এই পুরাণ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি প্রমত্তিকে,  
 প্রমত্তি বুদ্ধিমান্ জাতুকর্ণকে, জাতুকর্ণ  
 অস্ত্রাত্ম পুণ্যাশ্লিষ মহাস্ত্রপণের নিকট প্রকাশ  
 করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠের বরদানে আমারও  
 ইহা স্মৃতিপথাকৃৎ হইয়াছে। হে মৈত্রেয়!  
 আমিও তোমাকে ইহা যথাবৎ বলিলাম, তুমিও  
 কলির শেষে শমীককে এই পুরাণ বলিবে।  
 ৩৮—৪৯। হে বিজ! যে ব্যক্তি কলিকশ্ব-  
 নাশন ও পরম শুভ এই পুরাণ শ্রবণ করে,  
 সে সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি  
 প্রত্যহ এই পুরাণ শ্রবণ করিবে,—নিরূপক,

কপিলাদানজনিতং পুণ্যমত্যন্তত্বর্ণভম্ ।  
 অষ্টৈতত্ত্ব দশাধ্যায়নবাগ্ধোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২  
 যন্তেতং সর্কলং শৃণোতি পুরুষঃ  
 কৃত্য মনস্তচ্যুতং  
 সর্কলং সর্কময়ং সমস্তজগতা-  
 মাধারমাস্ত্রাশ্রয়ম্ ।  
 জ্ঞানং জ্ঞেয়মনস্তমাদ্যরহিতং  
 সর্কামরাণাং হিতুং  
 স প্রাপ্নোতি ন সংশয়োহস্তাবিকলং  
 যদ্বাজিমেবে ফলম্ ॥ ৫৩  
 যাত্রাদৌ ভগবাং চরাচরগুরু-  
 র্মধ্যে তথাস্তে চ স  
 ব্রহ্মজ্ঞানময়োচ্চ্যুতোহখিলজগ-  
 ন্মধ্যান্তসর্গপ্রভুঃ ।  
 তং শূন্য পুরুষং পবিত্রপদমং  
 ভক্ত্যা পঠন ধারয়ন্  
 প্রাপ্নোত্যন্তি ন তং সমস্তভুবনে-  
 যেকান্তসিদ্ধির্হিবিঃ ॥ ৫৪

মনুষ্য ও সমস্ত দেবগণের স্তুত করিলে যে ফল  
 হয়, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে। কপিল-গোদাক্ত-  
 জনিত পুণ্য অত্যন্ত ত্বর্ণভ, কিন্তু যে ব্যক্তি  
 এই পুরাণের দশ অধ্যায় শ্রবণ করিবে, সে  
 নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত  
 জগতের আধার, আশ্রয়, সর্কময়, জ্ঞান  
 ও জ্ঞেয়স্বরূপ, আদি ও অন্ত রহিত, অমর-  
 গণের হিতকর বিষ্ণুকে মনে চিন্তা করত যে  
 পুরুষ এই পুরাণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করিবে, সে  
 অবিকল অখমেধবজ্রের ফল প্রাপ্ত হইবে,  
 তাহার সন্দেহ নাই। যে গুরাণে আদি ও  
 মধ্যে চরাচর-গুরু ভগবান্, অস্তে ব্রহ্ম-  
 জ্ঞানময় অচ্যুত এক অখিল জগতের স্রষ্টা  
 স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, পরমসিদ্ধি-প্রদ  
 সেই হরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন, মনুষ্য, জন্তু  
 সহিত পরম পবিত্র সেই পুরাণ শ্রবণ, পাঠ  
 ধারণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সমস্ত ভূত

বশ্মিন্যন্তমতিন্ যাতি নরকঃ  
 স্বর্গোহপি যচ্চিন্তনে  
 বিদ্যো যত্র নিবেশিত্বাস্বমনসো  
 ত্রাহ্মোহপি লোকোহলকঃ ।  
 মূর্ত্তিঃ চেতসি যঃ স্থিতোহক্ষরধিরাঃ  
 পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ  
 কিং চিত্রং যদ্বৎ প্রযাতি বিলকং  
 ত্রাত্ৰাচ্যতে কান্তিতে ॥ ৫৫  
 যন্তৈর্যক্ষরবিদো যজন্তি সততঃ  
 যজ্ঞেশ্বরং কশ্মিণো  
 যং যং ব্রহ্মময়ং পরাপরময়ং  
 ব্যায়ন্তি চ জ্ঞানিনঃ ।  
 যঞ্চ প্রাপ্য ন জায়তে ন মিয়ন্ত  
 নো বর্দ্ধতে হীয়তে  
 নৈবাসন্ন চ সম্ভবত্যতি ততঃ  
 কিংবা হক্রেঃ শ্রয়তাম্ ॥ ৫৬  
 কব্যং যঃ পিতৃরূপগুণবিধিজ্ঞাতঃ  
 হব্যঞ্চ তুংহতে প্রভুঃ  
 যবদ্বৈ ভগবান্নাদিনিধনঃ  
 সাহায্যবাসংজিতম্ ।

কিছুতেই সে ফল নাই। বাহ্যে মতি স্থির  
 রাখিতে পারিলে নরকে যাইতে হয় না ও  
 বাহ্যের কৃতান্ত স্বর্গপ্রাপ্তিও বিষতুল্য বোধ হয়।  
 যাহাতে আস্রা ও মন সমর্পণ করিলে ব্রহ্ম-  
 লোকও তুচ্ছ বোধ হয়। এবং যিনি নিখলচিত্ত  
 পুরুষগণের চিন্তে অধিষ্ঠিত হইয়া মূর্ত্তি প্রদান  
 করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের নাম কীর্ত্তন  
 করিলে পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহা  
 আর আশ্চর্য্য কি? যজ্ঞবিং কশ্মিণশ্চ নিরন্তর  
 যজ্ঞ আরা বাহ্যে পূজা করিয়া থাকেন,  
 জ্ঞানিগণ পরাপর ব্রহ্মরূপে বাহ্যের ধ্যান করিয়া  
 থাকেন, বাহ্যে প্রাপ্ত হইলে জীবন্ত জন্ম,  
 মৃত্যু, রুদ্ধি, হ্রাস প্রভৃতি কিছুই থাকে না  
 এবং যিনি সদস্যস্বরূপ নহেন অর্থাৎ পিতৃ-  
 পুত্রাধিরূপ কাক্যকরূপভাবে মায়াময়নে বদ্ধ  
 হইলে, সেই বিষ্ণুর নাম ব্যক্তিরেকে মানবর্ণ

বশ্মিন্ ব্রহ্মশ্চ সর্বশক্তির্নিগমে  
 মানানি নো মানান্যং  
 নিষ্ঠায়ে প্রভবন্তি হস্তিকপুষ্পং  
 শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ ॥ ৫৭  
 নাতোহস্তি যন্ত ন চ যন্ত সমুদ্ভবোহস্তি  
 রুদ্ভির্ন যন্ত পরিণামবিবর্জিতস্ত ।  
 নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্ত  
 যন্তং নতোহস্মি পুরুষোত্তমমাদামীশম্ ॥ ৫৮  
 তত্শৈব যোহনুগুণভূত্বদ্বৈক এব  
 শুদ্ধোহ্যপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ ।  
 জ্ঞানাবিত্তঃ সকলসত্ত্ববিত্তুক্তকণ্ডা  
 তস্মৈ নতোহস্মি পুরুষায় সদাব্যায়ায় ॥ ৫৯  
 জ্ঞানপ্রবৃত্তিনিয়মৈকময়ায় পুংসো  
 ভোগপ্রদানপটবে ত্রিগুণায়কায়  
 অব্যাকৃতায় ভবভাবনকারণায়  
 যন্তে স্বরূপমভবায় সদাজরায় ॥ ৬০  
 ব্যোমানিলাগ্নজলভূরচানাময়ায়  
 শব্দাদিভোগবিষয়োপদ্রব্রহ্মময়ায়

আর কি গ্রহণ করিবে? যে অনাদি-নিকল  
 ভগবান পিতরূপে কব্য ও দেবরূপে বিধিপূর্ব্বক  
 হব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং মানিগণের মনে  
 যে ব্রহ্ম স্বরূপ সর্বশক্তির্নিগমের পরিচ্ছেদ  
 করিতে সমর্থ হয় না, সেই ভগবান্ হরি গোত্র-  
 পঞ্চগত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন  
 বাহ্যের উৎপত্তি, রুদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও  
 বিনাশ নাই, ব্রহ্মস্বরূপ ও সকলের আদি-  
 পুরুষ সেই পরমেশ্বকে আমি প্রণাম করি  
 যিনি এক হইয়াও স্বীয় গুণ পরিণামে বহুতর  
 মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানারূপ এবং শুদ্ধ হইয়াও  
 অশুদ্ধের হ্রাস; সমস্ত ভূতগণের বিতৃষ্ণ-কণ্ড  
 জ্ঞানময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি প্রণাম  
 করি। অগ্নুরারাত্রির জন্ত আমি জ্ঞান  
 প্রবৃত্তি ও নিয়মরূপ ত্রিগুণায়ক, ভোগপ্রদান-  
 পটু, অব্যাকৃত, ভবহস্তির কারণ ও অজর  
 সেই পরমাত্মায় স্বরূপের নিরন্তর বন্দনা করি  
 আকাশ, বায়ু, আগ্নি, জল ও পৃথিবী স্বরূপে

পুংসঃ সমস্তকুর্যৈরুপকারকায়  
ব্যক্তায় হৃদ্যবিমলায় সনা নতোহস্মি ॥ ৬১  
ইতি বিমিথমজস্র বস্তু রূপং  
প্রকৃতিপরাস্বয়ং সনাতনম্ ।

শকাদি বিষয়সমূহের উপস্থিতিপূর্বক সমস্ত  
ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবের উপকারক ব্যক্ত-স্বরূপ  
এবং হৃদ্য ও বিমলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে  
আমি সর্বদা প্রণাম করি। যে নিত্য সনা-  
তনের একবিধ প্রকৃতি-পরাস্বয়ময় নানাবিধ রূপ,

প্রদিশতু ভগবানশেষপুংসাং  
হরিঃপজম্ভজাদিকং সঁ সিদ্ধিম্ ॥ ৬২  
ইতি ত্রীবিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডবিভাগে  
পরশর-সংহিতায় ষষ্ঠোঃশে  
অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সেই ভগবান হরি, জীবকণের অন্ন ও জরাদি-  
রহিত সিদ্ধি প্রদান করুন । ৫০—৬২ ।

ষষ্ঠাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠাংশ সমাপ্ত ।

॥ বিষ্ণুপুরাণ সম্পূর্ণ ॥







